দ্বিতীয় ভাগের

বিষয়-সূচী

অষ্টম অধ্যায়।

ছান্দোগ্যোপনিষদের সূচীপত্র সমাপ্ত।

———

পঞ্চমাধ্যায়ে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

সগুণব্রহ্মবিদ্যায়া উত্তরা গতিরুক্তা; অথেদানীং পঞ্চমেঽধ্যায়ে পঞ্চাগ্নিবিদো গৃহস্থস্য ঊর্দ্ধরেতসাঞ্চ শ্রদ্ধালূনাং বিদ্যান্তরশীলিনাং তামেব গতিমনূদ্যান্যা দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধিনী কেবলকর্ম্মিণাং ধূমাদিলক্ষণা পুনরাবৃত্তিরূপা, তৃতীয়া চ ততঃ কষ্টতরা সংসারগতিঃ বৈরাগ্যহেতোর্ব্বক্তব্যেত্যারভ্যতে। প্রাণঃ শ্রেষ্ঠো বাগাদিভ্যঃ, প্রাণো বাব সংবর্গঃ ইত্যাদি চ বহুশোঽতীতে গ্রন্থে প্রাণগ্রহণং কৃতম্। স কথং শ্রেষ্ঠো বাগাদিষু সর্ব্বৈঃ সংহত্যকারিত্বাবিশেষে, কথঞ্চ তস্যোপাসনম্? ইতি তস্য শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণবিধিৎসয়া ইদমনন্তরমারভ্যতে—

সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে উত্তরায়ণ-পথে গমন, তাহা কথিত হইয়াছে। অতঃপর এখন এই পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চাগ্নিবিৎ গৃহস্থের, ঊর্দ্ধরেতাঃ সন্ন্যাসীর এবং শ্রদ্ধাসহকারে অন্যবিদ্যাসেবীদিগেরও সেই উত্তরায়ণগতির পুনরুল্লেখ করিয়া—যাহারা কেবলই কর্ম্মী—জ্ঞানরহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহাদের সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তিরূপা (যে পথে গমন করিলে ফলভোগের পর পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে হয়, সেই) ধূমাদিলক্ষণ দক্ষিণায়নগতি এবং তদপেক্ষাও ক্লেশপ্রদ তৃতীয়া (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন অপেক্ষা তৃতীয়া) সংসারগতি বলা আবশ্যক; [কারণ], উহা জানিলে লোকের হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে পারে; এইজন্য এখন তাহাই বর্ণিত হইতেছে। অতীত গ্রন্থভাগে, প্রাণই বাগাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রাণই সংবর্গ ইত্যাদিরূপে বহুবার প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। [এখন কথা হইতেছে যে], প্রাণ যখন অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সহযোগেই কার্য্য করিয়া থাকে, তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়াপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠতা কিসে? এবং তাহার উপাসনাই বা কেন? এই আশঙ্কায় তাহার শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণ-বিধানের অভিপ্রায়ে এই পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে—

যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি। প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥৩৫৮॥১

যঃ (জনঃ) হ (প্রসিদ্ধৌ) বৈ (এব) জ্যেষ্ঠং চ (বয়সা প্রথমং) শ্রেষ্ঠং চ (গুণৈশ্চ উৎকৃষ্টং) [প্রাণং] বেদ (বিজানাতি—উপাস্তে), [সঃ বিদ্বান্] জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ হ বৈ (এব) ভবতি। [কোঽসৌ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ উপাস্যঃ? ইত্যাহ—] প্রাণঃ (মুখ্যঃ প্রাণঃ) বাব (অবধারণে) জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ; জ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বগুণযোগেন মুখ্যঃ প্রাণ উপাস্য ইত্যভিপ্রায়ঃ॥

যে লোক প্রসিদ্ধ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকেই জানেন, অর্থাৎ ঐরূপ গুণযোগে উপাসনা করেন, তিনিও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই [অন্যান্য ইন্দ্রিয়াপেক্ষা] জ্যেষ্ঠও বটে, এবং শ্রেষ্ঠও বটে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো হ বৈ কশ্চিৎ জ্যেষ্ঠঞ্চ প্রথমং বয়সা শ্রেষ্ঠঞ্চ গুণৈরভ্যধিকং বেদ, স জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি। ফলেন পুরুষং প্রলোভ্য অভিমুখীকৃত্য আহ—প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ বয়সা বাগাদিভ্যঃ; গর্ভস্থে হি পুরুষে প্রাণস্য বৃত্তির্ব্বাগাদিভ্যঃ পূর্ব্বং লব্ধাত্মিকা ভবতি; যয়া গর্ভো বিবর্দ্ধতে। চক্ষুরাদিস্থানাবয়বনিষ্পত্তৌ সত্যাং পশ্চাদ্বাগাদীনাং বৃত্তিলাভঃ, ইতি প্রাণো জ্যেষ্ঠো বয়সা ভবতি। শ্রেষ্ঠত্বন্তু প্রতিপাদয়িষ্যতি "সুহয়ঃ" ইত্যাদিনিদর্শনেন। অতঃ প্রাণ এব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চাস্মিন্ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতে॥৩৫৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—বৃত্তমনূদ্য বর্ত্তিষ্যমাণাধ্যায়স্য সংগতিং সংগিরতে—সগুণেতি। বিদ্যান্তরং পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতিরিক্তা সগুণবিদ্যা, তচ্ছীলিনাং তন্নিষ্ঠানামিতি যাবৎ। তামেব গতিমর্চিরাদিলক্ষণামিত্যর্থঃ। ততো গতিদ্বয়াৎ তৃতীয়া চ বিদ্যা কর্ম্মরহিতানামিতি শেষঃ। অথ ক্রমেণ মুক্তিসম্ভবাদুত্তরা গতিরুচ্যতাং, কিমিতি দক্ষিণা তৃতীয়াচ সংসাররূপা গতিরতিনিকৃষ্টা ব্যপদিশ্যতে, তত্রাহ—কষ্টতরেতি। সগুণব্রহ্মবিদ্যাবতামর্চিরাদ্যাং গতিমুক্ত্বা সমুচ্চিতানামসমুচ্চিতানাং কর্ম্মণাং সংসারগতিপ্রভেদরূপং ফলং বক্ত ময়মারম্ভ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মবিধিশ্চ ধনসম্পত্তৌ সত্যাং ভবতি। তৎসম্পত্তিশ্চ ব্রাহ্মণস্য শ্রৈষ্ঠ্যে সত্যেব সম্ভবতীতি শ্রৈষ্ঠ্য-সিদ্ধয়ে প্রাণোপাসনং পূর্ব্বত্রানুক্তং বক্তব্যমিত্যনন্তরগ্রন্থসংগতিং বদন্ প্রসঙ্গং করোতি—প্রাণঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদিনা। প্রাণো ব্রহ্মেত্যাদিবাক্যমাদিশব্দার্থঃ। উদাহৃতানুদাহৃতশ্রুত্যন্তরসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। প্রাণস্য বাগাদিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তমাক্ষিপতি—স কথমিতি। সর্ব্বৈর্ব্বাগাদিভিঃ সংহতস্য প্রাণস্য কার্য্যকরত্বে সম্প্রতিপন্নে স এব কথং শ্রেষ্ঠো নির্দ্ধার্য্যতে, তেষামন্যতমস্যৈব শ্রৈষ্ঠ্যং কিং ন স্যাদিত্যর্থঃ। তস্যৈবোপাস্যতয়া শ্রৈষ্ঠ্যমাশঙ্ক্য বাগাদীনামন্যতমস্যোপাস্যত্বমপাস্য প্রাণস্যৈব নোপাস্যত্বং হেত্বভাবাদিত্যাক্ষেপান্তরমাহ—কথং চেতি। প্রাণস্য শ্রেষ্ঠত্বং জ্যেষ্ঠত্বমিত্যাদিগুণবিধানার্থমেব তাবৎ প্রথমমারভ্যতে—যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চেতি। আদ্যং চোদ্যং পরিহরতি—প্রথমমিতি। প্রাণস্যৈবোপাসনং ন বাগাদীনামিত্যেতদনন্তরমারভ্যতে—অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ ইত্যাদিনেতি দ্বিতীয়ং চোদ্যমুদ্ধরতি—ইদমনন্তরমিতি। কোঽসৌ জ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বগুণো বেদিতব্যঃ? ইত্যতঃ আহ—ফলেনেতি। কুতো বাগাদিভ্যো জ্যৈষ্ঠ্যং প্রাণস্য প্রতীতং? সর্ব্বে হি বাগাদয়ঃ সপ্রাণাঃ সহৈব গর্ভস্থে স্বতো বৃত্তিভাগিনো ভবন্তি, তত্রাহ—গর্ভস্থে হীতি। তত্র গর্ভবিবৃদ্ধিদর্শনং প্রমাণয়তি—যয়েতি। কদা তর্হি বাগাদীনাং বৃত্তিলাভস্তত্রাহ—চক্ষুরাদীতি। প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠং প্রতিপাদিতং নিগময়তি—ইতি প্রাণ ইতি। গুণদ্বয়মুপাস্যত্বায় দর্শিতং নিগময়তি—অত ইতি॥৩৫৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—যে কোন লোকপ্রসিদ্ধ জ্যেষ্ঠ—বয়সে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ

গুণেও অন্য অপেক্ষায় উত্তম পদার্থকে জানেন, তিনিও নিশ্চয়ই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। এইরূপে জ্ঞানফলের উল্লেখ দ্বারা পুরুষকে প্রলোভিত করিয়া অর্থাৎ জ্ঞানাভিমুখী করিয়া বলিতেছেন—প্রাণই বাগাদি অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠও বটে; কেননা, পুরুষ যখন গর্ভস্থ থাকে, তখনই—বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভের পূর্ব্বেই প্রাণের বৃত্তি বা ব্যাপার আত্মলাভ করিয়া থাকে; যাহার ফলে গর্ভস্থ শিশু বড় হইতে থাকে। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ীভূত অবয়বসমূহ সমুৎপন্ন হইলে পর, বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভ হইয়া থাকে; অতএব প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ। "সুহয়ঃ" ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদন করিবেন। অতএব এই দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির মধ্যে প্রাণই জ্যেষ্ঠও বটে, শ্রেষ্ঠও বটে ॥৩৫৮॥১

যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ, বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি। বাগ্‌বাব বসিষ্ঠঃ ॥৩৫৯॥২

যঃ (জনঃ) হ (প্রসিদ্ধৌ) বৈ (নিশ্চয়ে) বসিষ্ঠং (বসুমত্ত্বাৎ, অন্যেষাম্ অতিশয়েন নিবাসকারণত্বাদ্বা বসিষ্ঠং) বেদ (জানাতি—উপাস্তে), [সঃ বিদ্বানপি] স্বানাং (জ্ঞাতীনাং মধ্যে) হ (নিশ্চয়ে) বসিষ্ঠঃ (অতিশয়েন বসিতা) ভবতি; বাক্ বাব (এব) বসিষ্ঠঃ (বসুমত্ত্বাদিগুণসম্পন্নঃ)॥

যে লোক প্রসিদ্ধ বসিষ্ঠকে নিশ্চয়ই উপাসনা করেন, তিনি নিজেও জ্ঞাতিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন, অর্থাৎ উত্তমরূপে স্থিতিলাভ করেন। বাক্‌ই বসিষ্ঠ অর্থাৎ উক্ত বসিতৃত্ব গুণসম্পন্ন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো হ বৈ বসিষ্ঠং বসিতৃতমম্ আচ্ছাদয়িতৃতমং বসুমত্তমং বা যো বেদ, স তথৈব বসিষ্ঠো হ ভবতি স্বানাং জ্ঞাতীনাম্। কস্তর্হি বসিষ্ঠঃ? ইত্যাহ—বাগ্‌বাব বসিষ্ঠঃ; বাগ্মিনো হি পুরুষা বসন্তি অভিভবন্ত্যন্যান্ বসুমত্তমাশ্চ, অতো বাক্ বসিষ্ঠঃ ॥৩৫৯॥২

আনন্দগিরিঃ।—তদর্থত্বেনৈব গুণান্তরং দর্শয়তি—যো হ বা ইতি। বসুমত্তমং ধনবত্ত্বাদন্যেষাং নিরাসকারণমিত্যর্থঃ। তথৈবেত্যুপাসনানুসারেণেতি যাবৎ। বসিষ্ঠো হ ভবতীতি বাসয়িতা বেত্যর্থঃ। বাচো বসিষ্ঠত্বং সমর্থয়তে—বাগ্মিনো হীতি। বসুমত্তমাশ্চ, তেনান্যান্ নিবাসয়ন্তীতি শেষঃ ॥৩৫৯॥২

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক বসিষ্ঠকে অর্থাৎ অন্যের বাসকারক, আচ্ছাদক অথবা অতিশয় ধনশালীকে জানেন, তিনি নিজেও সেই প্রকারই জ্ঞাতিগণের বসিষ্ঠ (ভরণপোষণকারী) হন। তবে উক্ত বসিষ্ঠ কে? [তদুত্তরে] বলিতেছেন—বাক্‌ই বসিষ্ঠ, কারণ, বাগ্মী পুরুষগণ নিজেরাও বাস করে, এবং ধনদ্বারা অন্যকেও পরাভূত করিয়া থাকে; এই কারণে বাক্‌ই বসিষ্ঠ ॥৩৫৯॥২

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ, প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ, চক্ষুর্ব্বাব প্রতিষ্ঠা ॥৩৬০॥৩

যঃ (জনঃ) হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ, [সঃ বিদ্বান্] অস্মিন্ চ (বর্ত্তমানে চ) অমুষ্মিন্ লোকে চ (স্বর্গাদৌ অপি) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং—খ্যাতিং লভতে)। [কাসৌ প্রতিষ্ঠা ? ইত্যাহ—] চক্ষুঃ (নয়নং) বাব প্রতিষ্ঠা, (প্রতিষ্ঠাগুণযোগেন চক্ষুঃ উপাস্যমিত্যর্থঃ) ॥

যে লোক প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি নিজেও, ইহলোকে ও পরলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ, স চাস্মিন্ লোকে অমুষ্মিংশ্চ পরে প্রতিতিষ্ঠতি হ। কা তর্হি প্রতিষ্ঠা ? ইত্যাহ—চক্ষুর্ব্বাব প্রতিষ্ঠা। চক্ষুষা হি পশ্যন্ সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি যস্মাৎ, অতঃ প্রতিষ্ঠা চক্ষুঃ ॥৩৬০॥৩

আনন্দগিরিঃ।—গুণান্তরমাধ্যানায়োপদিশতি—যো হেতি। প্রতিষ্ঠাত্বং চক্ষুষো বিশদয়তি—চক্ষুষা হীতি ॥৩৬০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকেও নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা (প্রশংসা) লাভ করেন। তবে সেই প্রতিষ্ঠা কে ? তাহা বলিতেছেন—চক্ষুই সেই প্রতিষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ ; যেহেতু লোকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়াই সমানে ও দুর্গমে অবস্থিতি করিয়া থাকে, সেই হেতু চক্ষুই প্রতিষ্ঠা ॥৩৬০॥৩

যো হ বৈ সম্পদং বেদ, সংহাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ, শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥৩৬১॥৪

যঃ (জনঃ) সম্পদং বেদ, দৈবাঃ (দিব্যাঃ) চ মানুষাঃ চ (মনুষ্যসম্বন্ধিনঃ অপি) কামাঃ (ভোগ্যাঃ) অস্মৈ (বিদুষে) সম্পদ্যন্তে (উপতিষ্ঠন্তি, আয়ত্তা ভবন্তীত্যর্থঃ)। [কা তর্হি সম্পৎ ? ইত্যাহ—] শ্রোত্রং (কর্ণঃ) বাব (প্রসিদ্ধৌ) সম্পৎ, (সম্পৎপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ ইতি ভাবঃ) ॥

যে লোক সম্পৎকে জানেন, স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত ভোগ্য বিষয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সেই সম্পৎ কে ? তাহা বলিতেছেন—শ্রবণেন্দ্রিয়ই সম্পৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ ; কারণ, শ্রবণের সাহায্যেই সম্পৎ লাভ হইয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো হ বৈ সম্পদং বেদ, তস্মৈ অস্মৈ দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ কামাঃ সম্পদ্যন্তে হ। কা তর্হি সম্পৎ ? ইত্যাহ—শ্রোত্রং বাব সম্পৎ। যস্মাৎ শ্রোত্রেণ বেদা গৃহ্যন্তে তদর্থবিজ্ঞানঞ্চ, ততঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে, ততঃ কামসম্পৎ ইত্যেবং কামসম্পদ্ধেতুত্বাৎ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥৩৬১॥৪

আনন্দগিরিঃ।—গুণান্তরমাহ—যো হ বা ইতি। দৈবাঃ কামাঃ স্বর্গাদয়ঃ, মানুষাঃ পশ্বাদয়ঃ। শ্রোত্রস্য সম্পত্ত্বং সাধয়তি—যস্মাদিতি। ইত্যেবং যস্মাৎ, তস্মাদিতি যোজনা ॥৩৬১॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক সম্পৎকে জানেন, সেই এই বিদ্বানের উদ্দেশে স্বর্গীয় ও পার্থিব কাম অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়সমূহ প্রস্তুত থাকে। তবে সেই সম্পৎ কি? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—শ্রোত্রই সম্পৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রথমতঃ বেদসমূহ গৃহীত হয়, অর্থাৎ পঠিত হয় এবং বেদার্থও বিজ্ঞাত হয়, তাহা হইতে [বেদোক্ত] কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইতে আর কামসম্পৎ অর্থাৎ অভীষ্ট ফললাভ হয়, এই প্রকারে কাম-সম্পত্তি-প্রাপ্তির হেতু বলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ই 'সম্পৎ'রূপে প্রসিদ্ধ ॥৩৬১॥৪

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনꣳ হ স্বানাং ভবতি, মনো হ বা আয়তনম্ ॥৩৬২॥৫

[যঃ জনঃ] হ বৈ আয়তনং বেদ; [সঃ স্বয়মপি] স্বানাম্ (জ্ঞাতীনাম্) আয়তনং (আশ্রয়ঃ) ভবতি। [কিমিদমায়তনং নাম? ইত্যাহ—] মনঃ (অন্তঃকরণং) হ (প্রসিদ্ধৌ) বৈ (এব) আয়তনং (মনোঽধীনত্বাৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তেরিতি ভাবঃ)॥

যে লোক আয়তনকে জানেন, তিনি নিজেও জ্ঞাতিগণের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকেন। [আয়তন কে? তাহা বলিতেছেন] মন অর্থাৎ অন্তঃকরণই 'আয়তন' বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো হ বা আয়তনং বেদ, আয়তনং হ স্বানাং ভবতি আশ্রয়ো ভবতীত্যর্থঃ। কিং তদায়তনমিত্যাহ—মনো হ বা আয়তনম্। ইন্দ্রিয়োপহৃতানাং বিষয়াণাং ভোক্ত্রর্থানাং প্রত্যয়রূপাণাং মন আয়তনমাশ্রয়ঃ; অতো মনো হ বা আয়তনমিত্যুক্তম্ ॥৩৬২॥৫

আনন্দগিরিঃ।—সংপ্রতি গুণান্তরমাহ—যো হেতি। কথং পুনরায়তনত্বং মনসঃ সিদ্ধমিত্যত আহ—ইন্দ্রিয়োপহৃতানামিতি ॥৩৬২॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক প্রসিদ্ধ আয়তনকে জানেন, [তিনি নিজেও] জ্ঞাতিবর্গের আশ্রয়স্থান হন। মনই 'আয়তন' বলিয়া প্রসিদ্ধ; কারণ, ইন্দ্রিয়-সমূহ আত্মার ভোগের জন্য যে সমস্ত বিষয়কে জ্ঞানাকরে আনয়ন করিয়া থাকে, মনই সে সমুদয়ের আশ্রয়, অর্থাৎ মনই সে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে; এই কারণে মনকে 'আয়তন' বলা হইয়াছে ॥৩৬২॥৫

অথ হ প্রাণা অহংশ্রেয়সি ব্যূদিরেঽহংশ্রেয়ানস্ম্যহংশ্রেয়ানস্মীতি ॥৩৬৩॥৬

অথ (কথান্তরারম্ভে), হ (ঐতিহ্যে) প্রাণাঃ (বাগাদয়ঃ) 'অহং শ্রেয়ান্ (অতিশয়েন শ্রেষ্ঠঃ) অস্মি (ভবামি)—অহং শ্রেয়ান্ অস্মি' ইতি কৃত্বা অহংশ্রেয়সি (স্বস্বশ্রেষ্ঠত্বখ্যাপনার্থং) ব্যূদিরে (পরস্পরং বিরুদ্ধমুক্তবন্ত ইত্যর্থঃ) ॥

বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব শ্রেষ্ঠত্বখ্যাপনার্থ 'আমিই [সর্ব্বাপেক্ষা] শ্রেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ' এইরূপে বিবাদ করিয়াছিল ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হ প্রাণা এবং যথোক্তগুণাঃ সন্তঃ অহং শ্রেয়সি অহং শ্রেয়ানস্মি অহং শ্রেয়ানস্মীত্যেতস্মিন্ প্রয়োজনে ব্যূদিরে—নানা বিরুদ্ধঞ্চ ঊদিরে উক্তবন্তঃ ॥৩৬৩॥৬

আনন্দগিরিঃ।—যথোক্তা গুণা মুখ্যপ্রাণগামিনঃ ন প্রত্যেকং বাগাদিষু ভবন্তীতি বক্তুমাখ্যায়িকাং প্রমাণয়তি—অথেতি ॥৩৬৩॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—প্রসিদ্ধ প্রাণসমূহ (বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ) উক্তপ্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া 'আমিই হইতেছি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমিই হইতেছি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ', এইরূপে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উদ্দেশে বিবাদ করিয়াছিল, অর্থাৎ নানাবিধ বিরুদ্ধ বাক্য বলিয়াছিল ॥৩৬৩॥৬

তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। তান্ হোবাচ—যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত ; স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥৩৬৪॥৭

তে (এবং বিবদমানাঃ) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) হ (ঐতিহ্যে) পিতরং (জনকং) প্রজাপতিম্ এত্য (তৎসমীপম্ উপগম্য) ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ)—ভগবন্ (হে পূজ্যার্হ), নঃ (অস্মাকং প্রাণানাং মধ্যে) কঃ শ্রেষ্ঠঃ ? ইতি। [এবং পৃষ্টঃ প্রজাপতিঃ] তান্ (শ্রেষ্ঠত্বজিজ্ঞাসূন্ প্রাণান্) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে)—বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) যস্মিন্ উৎক্রান্তে (দেহাৎ নির্গতে সতি) শরীরং পাপিষ্ঠতরম্ (স্বভাবতঃ কলুষিতমপি অতিশয়েন অস্পৃশ্যত্বাদিযুক্তম্) ইব দৃশ্যেত (অনুভূয়েত), সঃ (প্রাণঃ) বঃ (যুষ্মাকং মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ (সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ বেদিতব্য ইত্যর্থঃ) ইতি ॥

এই প্রকার বিবাদ করিতে করিতে প্রাণসমূহ পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—ভগবন্, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? প্রজাপতি

তাহাদিগকে বলিলেন—যিনি বহির্গত হইলে এই শরীর অতিশয় পাপিষ্ঠের ন্যায় হয়, অর্থাৎ নিতান্ত অস্পৃশ্য হয়, তিনিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে হ তে হ এবং বিবদমানা আত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্ববিজ্ঞানায় প্রজাপতিং পিতরং জনয়িতারং কঞ্চিদেত্য উচুরুক্তবন্তঃ—হে ভগবন্, কঃ নোঽস্মাকং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽভ্যধিকো গুণৈরিত্যেবং পৃষ্টবন্তঃ। তান্ পিতোবাচ হ—যস্মিন্ বঃ যুষ্মাকং মধ্যে উৎক্রান্তে শরীরমিদং পাপিষ্ঠমিবাতিশয়েন জীবতোঽপি, সমুৎক্রান্তপ্রাণং ততোঽপি পাপিষ্ঠতরমিবাতিশয়েন দৃশ্যেত—কুণপমস্পৃশ্যমশুচি দৃশ্যেত, স বো যুষ্মাকং শ্রেষ্ঠ ইত্যবোচৎ কাক্কা তদ্দুঃখং পরিজিহীর্ষুঃ॥৩৬৪॥৭

আনন্দগিরিঃ।—কঞ্চিদ্ বিরাজং কশ্যপাদীনামন্যতমং বেত্যর্থঃ। শরীরস্য পাপিষ্ঠত্বং পাপকার্য্যপ্রধানত্বম্। ইবশব্দোঽবধারণার্থঃ। উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্যাহ—কুণপমিতি। ত্যক্তপ্রাণং শবরূপমিতি যাবৎ। ননু প্রজাপতিঃ সর্ব্বজ্ঞো মুখ্যমেব প্রাণং কিমিতি শ্রেষ্ঠং নাভিবদতি তত্রাহ—কাক্কেতি। অয়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যুক্তে যৎ তেষাং বাগাদীনাং দুঃখং তৎ পরিহর্ত্তুমিচ্ছন্ প্রজাপতিঃ স্বরভঙ্গোপায়বিশেষেণ শ্রেষ্ঠত্বমুক্তবান্ ন স্ফুটমিত্যর্থঃ॥৩৬৪॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—"তে হ" ইতি। এইপ্রকার বিবাদকারী প্রাণসমূহ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার উদ্দেশে পিতা—প্রজাপতির নিকট অর্থাৎ আপনাদের কোন এক জনকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—হে ভগবন্, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সমধিক গুণসম্পন্ন কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। পিতা তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদের মধ্যে যিনি উৎক্রান্ত—শরীর হইতে বহির্গত হইলে,—এই শরীর জীবদবস্থায়ও যেন অতিশয় পাপিষ্ঠই বটে, প্রাণ বহির্গত হইলে পর তদপেক্ষাও অতিশয় পাপিষ্ঠ বলিয়াই যেন দৃষ্ট হয়, অশুচি অস্পৃশ্য শব বলিয়া অনুভূত হয়, তিনিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহাদের দুঃখদূরীকরণার্থ কাকুক্তি দ্বারা (১) এই কথাই তিনি বলিয়াছিলেন॥৩৬৪॥৭

সা হ বাগুচ্চক্রাম, সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ—কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ

(১) তাৎপর্য্য—কাকু অর্থ—স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের বিকৃতি করা: বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"ভিন্নঃ কণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ 'কাকু'রিত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ যে কোন কারণেই হউক, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের বিকৃতি হইলেই তাহাকে "কাকু" বলা হয়। প্রজাপতি সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং উহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি জানিতেন, তথাপি "অমুক শ্রেষ্ঠ" এই কথা বলিলে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের দুঃখ হইতে পারে; সে জন্যই তিনি স্পষ্ট কথায় না বলিয়া কাকুর সাহায্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করিলেন।

প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি; প্রবিবেশ হ বাক্ ॥৩৬৫॥৮

সা (প্রসিদ্ধা) হ (ঐতিহ্যে) বাক্ [এবমুক্তা সতী] উচ্চক্রাম (দেহাৎ নির্গতবতী); সা [চ] সংবৎসরং (বর্ষৈকপরিমিতং কালং ব্যাপ্য) প্রোষ্য (প্রবাসং কৃত্বা—শরীরাদ্ বহির্দ্দেশে অবস্থায়) পর্য্যেত্য (পুনরাগত্য) ইতি উবাচ (অন্যান্ প্রাণান্ উক্তবতী)—[ভোঃ প্রাণাঃ] মৎ ঋতে (মাং বিনা) কথং (কেন প্রকারেণ) জীবিতুং (আত্মানং ধারয়িতুং) অশকত (সমর্থা অভবত)? [যূয়মিতি শেষঃ]। [ইতরে প্রাণা উচুঃ—] কলাঃ (বাগ্‌বিধুরাঃ মূকা ইত্যর্থঃ), যথা (যদ্বৎ) অবদন্তঃ (বাগ্‌ব্যাপারমাত্রম্ অকুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদিব্যাপারং কুর্ব্বন্তঃ) চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (রূপাদিকম্ আলোকয়ন্তঃ), শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়েণ) শৃণ্বন্তঃ (শব্দমুপলভমানাঃ), মনসা ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যানং—চিন্তাং কুর্ব্বন্তঃ) [জীবন্তি], এবং (তথৈব) [বয়ং অজীবিষ্ম] ইতি। [তৎ শ্রুত্বা] বাক্ প্রবিবেশ হ (শরীরং প্রাবিশৎ খলু)॥

[এই কথার পর] বাগিন্দ্রিয় শরীর হইতে চলিয়া গেল; সে একবৎসর কাল বাহিরে থাকিয়া পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—[হে ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা] আমার অভাবে কিপ্রকারে জীবিত ছিলে? অর্থাৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? [ইন্দ্রিয়গণ বলিল—] বাগিন্দ্রিয়বিকল মূক ব্যক্তিরা যেরূপ কথা না বলিয়া প্রাণের সাহায্যে জীবনধারণ করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিয়া, এবং মনের সাহায্যে ধ্যান করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ আমরাও [ছিলাম]। [ইহা শুনিয়া] বাগিন্দ্রিয় [শরীরমধ্যে] প্রবেশ করিল॥

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথাঽন্ধা অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি; প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥৩৬৬॥৯

চক্ষুঃ হ (ঐতিহ্যে) উচ্চক্রাম; তৎ (চক্ষুঃ) সংবৎসরং প্রোষ্য (শরীরাদ্ বহিঃ স্থিত্বা) পর্য্যেত্য উবাচ—[ভোঃ প্রাণাঃ, যূয়ং] মৎ ঋতে কথং জীবিতুম্ অশকত? [প্রাণা উচুঃ—] অন্ধাঃ (চক্ষুর্হীনাঃ জনাঃ) যথা অপশ্যন্তঃ (চক্ষু-র্ব্যাপারমাত্রম্ অকুর্ব্বন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

অনন্তর চক্ষু চলিয়া গেল; সে একবৎসর কাল বাহিরে থাকিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা বলিল—অন্ধ ব্যক্তিরা যেরূপ চাক্ষুব দর্শন না করিয়াও প্রাণের সাহায্যে প্রাণন করে, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম; তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি; প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্॥৩৬৭॥১০

[অনন্তরং] শ্রোত্রং হ উচ্চক্রাম; তৎ (শ্রোত্রং) সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ—[ভো ইন্দ্রিয়াণি], মৎ ঋতে কথং জীবিতুম্ অশকত? [ইন্দ্রিয়াণি উচুঃ—] বধিরাঃ (শ্রোত্রবিকলাঃ) যথা অশৃণ্বন্তঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ব্যাপার-মাত্রম্ অকুর্ব্বন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ, ইত্যাদ্যন্যৎ সমানম্॥

অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয় শরীর হইতে চলিয়া গেল, সে একবৎসর কাল প্রবাসের পর প্রত্যাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—[হে ইন্দ্রিয়গণ], আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা বলিল—বধির লোকেরা যেরূপ কেবল শুনিতে পায় না, অথচ প্রাণের সাহায্যে জীবন ধারণ করে, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

মনো হোচ্চক্রাম, তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি; প্রবিবেশ হ মনঃ॥৩৬৮॥১১

[অনন্তরং] মনঃ (অন্তঃকরণং) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চক্রাম; তৎ (মনঃ) সংবৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ—[ভো ইন্দ্রিয়াণি, যূয়ং] মৎ ঋতে কথং জীবিতুম্ অশকত? [ইন্দ্রিয়াণি উচুঃ—] বালাঃ (শিশবঃ) যথা অমনসঃ (অপ্রবুদ্ধমনো-বৃত্তয়ঃ সন্তঃ) প্রাণেন প্রাণন্তঃ, ইত্যাদ্যন্যৎ সমানম্॥

অনন্তর মন শরীর হইতে চলিয়া গেল, সে একবৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া অপর সকল প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? প্রাণসমূহ বলিল—শিশুগণ যেরূপ কেবল মানসিক চিন্তা করিতে না পারিলেও প্রাণের সাহায্যে জীবন ধারণ করে, ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথোক্তেষু পিত্রা প্রাণেষু, সা হ বাক্ উচ্চক্রামোৎক্রান্তবতী। সা চোৎক্রম্য সংবৎসরমাত্রং প্রোষ্য স্বব্যাপারান্নিবৃত্তা সতী পুনঃ পর্য্যেত্য ইতরান্ প্রাণানুবাচ—কথং কেন প্রকারেণ অশকত শক্তবন্তো যূয়ং মদৃতে মাং বিনা জীবিতুং—ধারয়িতুমাত্মানমিতি। তে হ ঊচুঃ—যথা কলা ইত্যাদি।

কলা মূকাঃ যথা লোকে অবদন্তো বাচা জীবন্তি। কথম্? প্রাণন্তঃ প্রাণেন, পশ্যন্তশ্চক্ষুষা, শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ, ধ্যায়ন্তো মনসা, এবং সর্ব্বকরণ-চেষ্টাং কুর্ব্বন্ত ইত্যর্থঃ। এবং বয়ম্ অজীবিষ্মেত্যর্থঃ। আত্মনোঽশ্রেষ্ঠতাং প্রাণেষু বুদ্ধা প্রবিবেশ হ বাক্—পুনঃ স্বব্যাপারে প্রবৃত্তা বভূবেত্যর্থঃ।

সমানমন্যৎ—চক্ষুর্হ উচ্চক্রাম, শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম, মনো হোচ্চক্রামেত্যাদি। যথা বালা অমনসঃ অপ্ররূঢ়মনস ইত্যর্থঃ ॥৩৬৫-৩৬৮॥৮-১১

আনন্দগিরিঃ।—অন্যদিত্যস্য বিষয়মাহ—চক্ষুরিতি। বালানামপি বহিরন্তরিন্দ্রিয়ত্বাবিশেষাৎ কথমমনস ইতি বিশেষণম্? অত আহ—অপ্ররূঢ়েতি ॥৩৬৫-৩৬৮॥৮-১১

ভাষ্যানুবাদ।—পিতা প্রজাপতি প্রাণসমূহকে ঐরূপ বলিলে পর প্রসিদ্ধ বাগিন্দ্রিয় দেহ হইতে বহির্গত হইল, সে বহির্গত হইয়া কেবল একবৎসর কাল প্রবাস করিয়া অর্থাৎ নিজের কর্ত্তব্য ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া, পুনশ্চ প্রত্যাগত হইয়া অপর প্রাণসমূহকে বলিল—তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিতে অর্থাৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? তাহারা বলিল—"যথা কলাঃ" ইত্যাদি।

জগতে, কল অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়-বিকল মূক লোকেরা যেরূপ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা না বলিয়াও জীবিত থাকে, কিরূপে?—প্রাণের দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য করিয়া, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়া, এবং মনের দ্বারা ধ্যান (চিন্তা) করিয়া—এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া [জীবিত থাকে], তদ্রূপ আমরাও জীবিত ছিলাম। তখন বাগিন্দ্রিয় প্রাণবর্গের মধ্যে আপনার অপ্রাধান্য বুঝিতে পারিয়া শরীরে প্রবেশ করিল, অর্থাৎ পুনশ্চ স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। অন্যাংশও (৯—১১ শ্রুতির অর্থও) ইহারই অনুরূপ। চক্ষু বহির্গত হইল, শ্রোত্র বহির্গত হইল, এবং মন বহির্গত হইল ইত্যাদি। বালকগণ যেরূপ অমনস্ অর্থাৎ তখনও তাহাদের মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হয় না ॥৩৬৫-৩৬৮॥৮-১১

অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড্বীশ-শঙ্কূন্ সংখিদেৎ এবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদৎ তংহাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্নেধি, ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি, মোৎক্রমীরিতি ॥৩৬৯॥১২

অথ (অনন্তরং) প্রাণঃ (মুখ্যঃ প্রাণঃ) হ (ঐতিহ্যে) উচ্চিক্রমিষন্ (উৎক্রমিতুম্ ইচ্ছন্ সন্), সুহয়ঃ (উত্তমঃ অশ্বঃ) যথা পড্বীশ-শঙ্কূন্ (পাদবন্ধন-কীলান্) সংখিদেৎ (উৎপাটয়েৎ), এবং (তথা) সঃ (প্রাণঃ) ইতরান্ প্রাণান্ (বাগাদীন্) সমখিদৎ (সমুদ্ধৃতবান্)। [বাগাদয়ঃ প্রাণাঃ] তম্ (মুখ্যং প্রাণম্) অভিসমেত্য (বিনয়েন সমাগম্য) উচুঃ (উক্তবন্তঃ) হ—ভগবন্, এধি (ভব) [ত্বম্ অস্মৎপ্রভুরিতি শেষঃ] ; নঃ (অস্মাকং মধ্যে) ত্বং শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ) অসি (ভবসি), [অতঃ] মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রান্তঃ মা ভূঃ) ইতি॥

অনন্তর মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণের ইচ্ছা করিলে পর, উৎকৃষ্ট অশ্ব যেরূপ নিজের পাদবন্ধনের খুঁটিগুলি উঠাইয়া ফেলে, তদ্রূপ সেই প্রাণও অপর প্রাণগণকে (বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে) উৎক্রমণোন্মুখ করিয়াছিল। তখন অপর প্রাণসমূহ তাহার নিকট সমাগত হইয়া বলিল যে, হে ভগবন্, তুমিই [আমাদের প্রভু] হও; আমাদের মধ্যে তুমিই হইতেছ শ্রেষ্ঠ; উৎক্রমণ করিও না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং পরীক্ষিতেষু বাগাদিষু অথ অনন্তরং হ সঃ মুখ্যঃ প্রাণঃ উচ্চিক্রমিষন্ উৎক্রমিতুমিচ্ছন্ কিমকরোৎ? ইত্যুচ্যতে—যথা লোকে সুহয়ঃ শোভনোঽশ্বঃ পড্বীশশঙ্কূন্ পাদবন্ধনকীলান্ পরীক্ষণায়ারূঢ়েন কশয়া হতঃ সন্ সংখিদেৎ সমুৎখনেৎ সমুৎপাটয়েৎ, এবমিতরান্ বাগাদীন্ সমখিদৎ সমুদ্ধৃত-বান্। তে প্রাণাঃ সঞ্চালিতাঃ সন্তঃ স্বস্থানে স্থাতুমনুৎসহমানা অভিসমেত্য মুখ্যং প্রাণং তমূচুঃ—হে ভগবন্, এধি ভব নঃ স্বামী, যস্মাৎ ত্বং নোঽস্মাকং শ্রেষ্ঠোঽসি, মা চাস্মদ্দেহাদুৎক্রমীরিতি॥৩৬৯॥১২

আনন্দগিরিঃ।—পরীক্ষিতেষু শ্রেষ্ঠতারহিতেষু নিরূপ্য নিশ্চিতেষু ইত্যেতৎ। পদনশীলাঃ পাদাস্তেষাং সংহতিঃ পড্বিস্তস্যা ঈশা নিয়ামকাঃ শঙ্কবঃ, বর্ণবিকারঃ ছান্দসঃ। তান্ যথোক্তান্ অশ্বো যুগপদ্ উৎপাটয়েৎ। যথেতি দৃষ্টান্তমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবমিতি॥৩৬৯॥১২

ভাষ্যানুবাদ।—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ এইরূপে পরীক্ষিত হইলে পর অর্থাৎ অপ্রধানরূপে নিশ্চিত হইলে পর, সেই প্রসিদ্ধ মুখ্য প্রাণ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ) উৎক্রমণের ইচ্ছা করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইতেছে—উত্তম অশ্ব যেরূপ অশ্বপরীক্ষার্থ আরূঢ় ব্যক্তিকর্ত্তৃক কশা (চাবুক) দ্বারা আহত হইয়া পড্বীশ-শঙ্কুসমূহকে অর্থাৎ অশ্বের চরণ যাহাতে বাঁধা থাকে, সেই খুঁটি-সমূহকে সম্যক্‌রূপে উৎখাত করে, অর্থাৎ সমুৎপাটিত করে, তদ্রূপ [উৎক্রমণেচ্ছু প্রাণও] বাক্ প্রভৃতি অপর প্রাণসমূহকে সমুদ্ধৃত (চঞ্চল)

করিয়াছিল। সেই প্রাণসমূহ সঞ্চালিত হইয়া—নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া, সেই মুখ্যপ্রাণের অভিমুখে উপস্থিত হইয়া, বলিতে লাগিল—হে ভগবন্ (পূজনীয়), তুমিই আমাদের স্বামী (প্রভু); যেহেতু তুমিই হইতেছ আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব এই দেহ হইতে বহির্গত হইও না॥৩৬৯॥১২

অথ হৈনং বাগুবাচ—যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি, ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি। অথ হৈনং চক্ষুরুবাচ—যদহং প্রতিষ্ঠাস্মি, ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠাসীতি ॥৩৭০॥১৩

অথ (অনন্তরং) বাক্ এনম্ (মুখ্যং প্রাণম্) উবাচ হ (ঐতিহ্যে)—অহং যৎ বসিষ্ঠা (যাদৃগ্ বসিষ্ঠত্বগুণযুক্তা) অস্মি (ভবামি), ত্বং তদ্বসিষ্ঠঃ (তেন বসিষ্ঠত্বগুণেন যুক্তঃ) অসি (মম বসিষ্ঠত্বগুণস্ত্বদধীন ইত্যর্থঃ), ইতি। অথ (অনন্তরং) চক্ষুঃ এনম্ (প্রাণম্) উবাচ হ—অহং যৎপ্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠাগুণবিশিষ্টম্) অস্মি, ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠা (তেন প্রতিষ্ঠাগুণেন যুক্তঃ) অসি (ভবসি)॥

অতঃপর বাগিন্দ্রিয় এই মুখ্য প্রাণকে বলিল—আমি যে বসিষ্ঠত্বগুণে বিশেষিত আছি, বস্তুতঃ তুমিই হইতেছ সেই বসিষ্ঠত্বগুণবান্। অনন্তর চক্ষু ইহাকে বলিল—আমার যে প্রতিষ্ঠাগুণ আছে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সেই প্রতিষ্ঠাগুণের অধিকারী॥

অথ হৈনঽ শ্রোত্রমুবাচ—যদহঽ সম্পদস্মি, ত্বং তৎসম্পদসীতি। অথ হৈনং মন উবাচ—যদহমায়তনমস্মি, ত্বং তদায়তনমসীতি ॥৩৭১॥১৪

অথ (অনন্তরং) শ্রোত্রং হ এনম্ (মুখ্যং প্রাণম্) উবাচ—অহং যৎ সম্পৎ (সম্পদ্‌গুণবৎ) অস্মি, ত্বং তৎসম্পদ্ (সম্পদ্‌গুণবান্) অসি। অথ মন এনম্ উবাচ—অহং যৎ আয়তনম্ (আয়তনত্বগুণবৎ) অস্মি, ত্বং তদ্ আয়তনম্ অসি। বস্তুতঃ তবৈবৈতে বসিষ্ঠত্বাদয়োগুণাঃ অজ্ঞানাৎ অস্মাভিরাত্মীয়তয়া অভিমন্যন্তে ইত্যাশয়ঃ॥

অনন্তর শ্রবণেন্দ্রিয় ইহাকে বলিল—আমি যে সম্পদ্‌গুণে বিশেষিত হইয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে আপনিই হইতেছেন সেই সম্পদ্-গুণবিশিষ্ট। তাহার পর মন ইহাকে বলিল—আমি যে আয়তনগুণবিশিষ্ট হই, তুমিই হইতেছ সেই আয়তন-গুণবান্॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হৈনং বাগাদয়ঃ প্রাণস্য শ্রেষ্ঠত্বং কার্য্যেণ আপাদয়ন্তঃ

আহুঃ বলিমিব হরন্তো রাজ্ঞে বিশঃ। কথম্? বাক্ তাবদুবাচ—যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি, যদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্; যদ্বসিষ্ঠত্বগুণোঽস্মীত্যর্থঃ, ত্বং তদ্বসিষ্ঠঃ—তেন বসিষ্ঠত্ব-গুণেন ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি তদ্গুণস্ত্বমিত্যর্থঃ। অথবা, তচ্ছব্দোঽপি ক্রিয়া-বিশেষণমেব। ত্বৎকৃতস্ত্বদীয়োঽসৌ বসিষ্ঠত্বগুণোঽজ্ঞানান্মমেতি ময়াভিমত ইত্যেতৎ। তথোত্তরেষু যোজ্যং চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃসু ॥৩৭০-৩৭১॥১৩-১৪

আনন্দগিরিঃ।—ময়ি শ্রেষ্ঠত্বধীর্যুষ্মাকমস্তীতি কথং জ্ঞাতুং শক্যম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি। বচনং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। ক্রিয়াবিশেষণত্বমেব বিশদয়তি—যদ্বসিষ্ঠত্বেতি। বসিষ্ঠত্বেন গুণেনাহং গুণবানস্মি ইতি যৎ, তৎ ত্বমে-বেতি যোজনা। অনন্তরং বাক্যম্ আদায় ব্যাচষ্টে—ত্বমিত্যাদিনা। তদ্বসিষ্ঠ ইতি সমস্তপদমিতি গৃহীত্বা ব্যাখ্যায় পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যচ্ছব্দবদিত্যপেরর্থঃ। অহং বসিষ্ঠত্বগুণোঽস্মি ইতি যৎ, তৎ ত্বমেব বসিষ্ঠত্বগুণোঽসীতি কথমিদানীমুচ্যতে! অন্যথা হি পূর্ব্বমভিধানং তবাসীদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তৎকৃত ইতি। বাচি দর্শিতং ন্যায়ং চক্ষুরাদাবতিদিশতি—তথেতি ॥৩৭০-৩৭১॥১৩-১৪

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর প্রজারা যেরূপ রাজার নিকট উপঢৌকন প্রদান করে, তদ্রূপ প্রসিদ্ধ বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য দ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন-পূর্ব্বক এই প্রাণকে বলিয়াছিলেন—কি প্রকার? প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় বলিল—আমি যে বসিষ্ঠ হই, 'যৎ' পদটি ['অস্মি'—হই] ক্রিয়ার বিশেষণ; অর্থাৎ আমি যেরূপ বসিষ্ঠ-গুণসম্পন্ন হই, তুমি সেই বসিষ্ঠ, তুমিই হইতেছ সেই বসিষ্ঠত্বগুণে বসিষ্ঠ, অর্থাৎ তুমি সেই গুণযুক্ত। অথবা ["তৎ বসিষ্ঠঃ" কথার] 'তৎ' শব্দটিও ক্রিয়াবিশেষণই বটে; অভিপ্রায় এই যে, এই যে বসিষ্ঠত্বগুণ, ইহা তোমা দ্বারা সম্পাদিত—তোমারই বটে, কেবল অজ্ঞান-বশতঃ 'আমার গুণ' বলিয়া আমি অভিমান করিয়া থাকি মাত্র। পরবর্ত্তী চক্ষুঃ শ্রোত্র ও মনের সম্বন্ধেও এইরূপই অর্থ যোজনা করিতে হইবে ॥৩৭০-৩৭১॥১৩-১৪

ন বৈ বাচো ন চক্ষূꣳষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাꣳসীত্যা-চক্ষতে, প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ॥৩৭২॥১৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১

[ইদানীং শ্রুতিরেব প্রকরণার্থং ব্যাকরোতি "ন বৈ" ইত্যাদিনা।]—[বাগাদীনি করণানি] ন বৈ (নৈব) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়াণি), ন চক্ষূংষি, ন শ্রোত্রাণি, ন মনাংসি ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [পণ্ডিতা ইতি শেষঃ]; [পরন্তু] 'প্রাণাঃ' ইত্যেব আচক্ষতে; হি (যস্মাৎ) এতানি সর্ব্বাণি (বাগাদীনি ইন্দ্রিয়াণি) প্রাণঃ (প্রাণস্বরূপাণি) ভবতি ॥

এখন শ্রুতি বলিতেছেন—পণ্ডিতগণ বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদিকে বাক্ বলেন

না, চক্ষু বলেন না, শ্রোত্র বলেন না, এবং মনও বলেন না, [পরন্তু সকলকেই] প্রাণ বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন ; কারণ, প্রাণই হইতেছে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্বরূপ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শ্রুতেরিদং বচঃ—যুক্তমিদং বাগাদিভির্মুখ্যং প্রাণং প্রত্যভিহিতম্ ; যস্মাৎ ন বৈ লোকে বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীতি বাগাদীনি করণান্যাচক্ষতে লৌকিকা আগমজ্ঞা বা ; কিং তর্হি ? প্রাণা ইত্যেবা-চক্ষতে কথয়ন্তি ; যস্মাৎ প্রাণো হি এব এতানি সর্ব্বাণি বাগাদীনি করণজাতানি ভবতি ; অতো মুখ্যং প্রাণং প্রতি অনুরূপমেব বাগাদিভিরুক্তমিতি প্রকরণার্থ-মুপসঞ্জিহীর্ষতি ॥

নন্বু কথমিদং যুক্তম্ ?—চেতনাবন্ত ইব পুরুষা অহং শ্রেষ্ঠতায়ৈ বিবদন্তঃ* অন্যোন্যং স্পর্দ্ধেরন্নিতি ; ন হি চক্ষুরাদীনাং বাচং প্রত্যাখ্যায় প্রত্যেকং বদনং † সম্ভবতি ; তথা অপগমো দেহাৎ পুনঃ প্রবেশো ব্রহ্মগমনং প্রাণস্তুতির্ব্বা উপপদ্যতে। তত্র অগ্ন্যাদিচেতনাবদ্দেবতাধিষ্ঠিতত্বাৎ বাগাদীনাং চেতনাবত্ত্বং তাবৎ সিদ্ধমাগমতঃ।

তার্কিকসময়বিরোধ ইতি চেৎ, দেহে একস্মিন্ননেকচেতনাবত্ত্বে ; ন, ঈশ্বরস্য নিমিত্তকারণত্বাভ্যুপগমাৎ। যে তাবদীশ্বরমভ্যুপগচ্ছন্তি তার্কিকাঃ, তে মন-আদিকার্য্যকরণানামাধ্যাত্মিকানাং বাহ্যানাঞ্চ পৃথিব্যাদীনাম্ ঈশ্বরাধিষ্ঠিতানা-মেব নিয়মেন প্রবৃত্তিমিচ্ছন্তি রথাদিবৎ। ন চাস্মাভিঃ অগ্ন্যাদ্যাশ্চেতনাবত্যোঽপি দেবতা অধ্যাত্মং ভোক্ত্র্যঃ (১) অভ্যুপগম্যন্তে ; কিং তর্হি ? কার্য্যকরণবতীনাং হি তাসাং প্রাণৈকদেবতাভেদানাং অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবভেদকোটিবিকল্পানাম্ অধ্যক্ষতামাত্রেণ নিয়ন্তা ঈশ্বরোঽভ্যুপগম্যতে স হি অকরণঃ, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ। "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্", "হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্" ইত্যাদি চ শ্বেতাশ্বতরীয়াঃ পঠন্তি। ভোক্তা কর্ম্মফলসম্বন্ধী দেহে তদ্বিলক্ষণো জীব ইতি বক্ষ্যামঃ।

বাগাদীনাঞ্চেহ সংবাদঃ কল্পিতঃ বিদুষোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রেষ্ঠতানির্দ্ধা-রণার্থম্—যথা লোকে পুরুষা অন্যোন্যমাত্মনঃ শ্রেষ্ঠতায়ৈ বিবদমানাঃ কঞ্চিদ্ গুণ-বিশেষাভিজ্ঞং পৃচ্ছন্তি—'কো নঃ শ্রেষ্ঠো গুণৈঃ' ইতি ; তেনোক্তাঃ—'একৈকশ্যেন অদঃ কার্য্যং সাধয়িতুমুদ্যচ্ছত, যেনাদঃ কার্য্যং সাধ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ' ইত্যুক্তাঃ তথৈব উদ্যচ্ছন্ত আত্মনোঽন্যস্য বা শ্রেষ্ঠতাং নির্দ্ধারয়ন্তি, তথা ইমং সংব্যবহারং বাগাদিষু কল্পিতবতী শ্রুতিঃ—কথং নাম বিদ্বান্ বাগাদীনামেকৈকস্যাভাবেঽপি জীবনং দৃষ্টম্, ন তু প্রাণস্য, ইতি প্রাণশ্রেষ্ঠতাং প্রতিপদ্যেত, ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ কৌষীতকিনাম্—"জীবতি বাগপেতো মূকান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি চক্ষুরপেতো-

---

* বিবদমানাঃ ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ।

† বচনমিতি কেচিৎ।

(১) কর্তৃভোক্তৃযোগ্যাঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

হন্ধান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি মনোঽপেতঃ বালান্ হি পশ্যামঃ, জীবতি বাহুচ্ছিন্নঃ, জীবত্যুরুচ্ছিন্নঃ” ইত্যাগ্ৰা ॥৩৭২॥১৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—বাগাদিবচনাদুত্থায় প্রাণাধীনতাং বাগাদেঃ শ্রুতিরেব কথয়তি, ইত্যুত্তরস্য ‘ন বৈ বাচঃ’ ইত্যাদেস্তাৎপর্য্যম্ আহ—শ্রুতেরিতি। তদেব চ সোপস্কারং ব্যাকরোতি—যুক্তমিত্যাদিনা। যদি সর্ব্বাণ্যেব করণানি বাকৃতন্ত্রাণি স্যুস্তর্হি বাচ ইত্যেব তানি ব্রূয়ুঃ। যদি চক্ষুস্তন্ত্রাণি স্যুস্তদা সর্ব্বাণ্যেব চক্ষূংষীতি বদেয়ুঃ, নচৈবং বদন্তি, প্রাণা ইতি তু তানি কথয়ন্তি। তস্মাৎ প্রাণপারতন্ত্র্যং করণানাং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। বাগাদিভিরুক্তং ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি ইত্যাদি প্রাণস্যৈব যথোক্তগুণবতো ধ্যেয়ত্বং প্রকরণার্থঃ। সাক্ষাদুপসংহারাদর্শনাদুপসংজিহীর্ষতি ইত্যুক্তম্।

আখ্যায়িকায়া যথাশ্রুতমর্থমাক্ষিপতি—নন্বিতি। যথা পুরুষাশ্চেতনাবন্তো বিবদমানাঃ স্পর্দ্ধন্তে, তথা বাগাদয়োঽচেতনাঃ স্বকীয়শ্রেষ্ঠত্বসিদ্ধ্যর্থং বিপ্রতিপন্না মিথঃ স্পর্দ্ধেরন্ ইতি নৈব যুক্তম্; অচেতনেষু স্পর্দ্ধাদেরদর্শনাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, বাগ্ব্যতিরিক্তানামন্যোন্যং বচনমেবানুচিতং বচনস্য বাগ্ব্যাপারত্বাদিত্যাহ—ন হীতি। কিঞ্চ বাগাদীনাং দেহাদুপসর্পণাদি অযুক্তম্ অচেতনত্বাৎ; ইত্যাহ—তথেতি। বাশব্দো ন হীত্যস্যানুকর্ষণার্থঃ।

অগ্ন্যাদয়শ্চেতনাবত্যো দেবতাঃ, তাভিরধিষ্ঠিতত্বাৎ তাদাত্ম্যাভিপ্রায়েণ বাগাদীনাং চেতনাবত্ত্বসম্ভবাদ্ বদনাদিব্যবহারঃ সম্ভবতীতি, অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ ইত্যাদি শ্রুতিম্ অনুস্মৃত্য উত্তরমাহ—তত্রেতি। একস্মিন্ দেহে অনেকচেতনাবতাং প্রসহ্য বিরুদ্ধানেকাভিপ্রায়ানুবিধায়িত্বেন দেহস্যোন্মথনপ্রসঙ্গাদক্রিয়ত্বপ্রসঙ্গাদ্বা নানেকচেতনাধিষ্ঠিতত্বম্ একস্য দেহস্য সম্ভবতীতি শঙ্কতে—তাকিকেতি। কিমেকশরীরম্ অনেকচেতনাধিষ্ঠিতং ন ভবতি? কিংবা তৈর্নির্ণীতকর্ত্তৃভোক্ত্রধিষ্ঠিতম্? ইতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি—নেতি। অস্তি হি পরমতে শরীরস্য জীবাধিষ্ঠিতস্য এব ঈশ্বরাধিষ্ঠিতত্বং, তথাচ একশরীরম্ অনেকচেতনাধিষ্ঠিতং ন ভবতীতি নাস্তি সেশ্বরবাদিনাং শঙ্কেত্যর্থঃ। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—যে তাবদিতি। অচেতনানাং চেতনাধিষ্ঠিতানামেব প্রবৃত্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—রথাদিবদিতি। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—ন চেতি। কার্য্যকরণানামধিষ্ঠাতৃদেবতা, তর্হি তৎকার্য্যকরণানাম্ কিম্ অধিষ্ঠাতৃদেবতান্তরম্? ইতি পৃচ্ছতি—কিং তর্হীতি। দেবতাকার্য্যকরণানাম্ অধিষ্ঠাতৃদেবতান্তরমিষ্টং চেৎ, অনবস্থা স্যাদিতি মন্বানং প্রত্যাহ—কার্য্যকরণবতীনামিতি। শাকল্যব্রাহ্মণমনুস্মৃত্যাহ—প্রাণেতি। ননু ভূয়স্যো দেবতাঃ কথং তাসাং প্রাণলক্ষণৈর্দেবতাপ্রভেদত্বমত আহ—অধ্যাত্মেতি। অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবানাং ভেদকোটিভির্বিকল্পো যাসামিতি বিগ্রহঃ। নিয়ন্তৃত্বপ্রযুক্তব্যাপারবত্ত্বং বারয়িতুং বিশিনষ্টি—অধ্যক্ষতামাত্রেণেতি। অথেশ্বরস্যাপি নিয়ন্তৃত্বাৎ কার্য্যকারণবত্ত্বং দেবতানামিতি স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—স হীতি। অকরণত্বমকার্য্যত্বস্যোপলক্ষণম্। তত্র শ্রুতিং প্রমাণয়তি—অপাণীতি। আদিপদেন চ “ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণো

গৃহীতঃ। সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ, সা চৈকা সমষ্টিরূপা দেবতা, তদবস্থাভেদানাং দেবতানামীশ্বরো নিয়ন্তেত্যুক্তম্। তত্র প্রমাণমাহ—হিরণ্যগর্ভমিতি। আদিপদেন "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তত' ইত্যাদি গৃহ্যতে। দেবানামীশ্বরস্য চাস্মিন্ দেহে ভোক্তৃত্বাভাবে কস্য ভোক্তৃত্বমিত্যত আহ—ভোক্তেতি। তদ্বিলক্ষণো দেবতেশ্বরাভ্যাং ব্যাবৃত্ত ইতি যাবৎ।

বাগাদিশব্দবাচ্যাশ্চেতনাবত্যো দেবতা ইতি স্বীকৃত্য আখ্যায়িকায়াঃ স্বার্থনিবৃত্ত্যর্থমুক্তম্, ইদানীং তস্যাস্তাৎপর্য্যমাহ বাগাদীনাং চেতি। কল্পনাপ্রয়োজনমাহ—বিদুষ ইতি। যথোক্তাং কল্পনাং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। তেনোক্তা ইত্যুক্তমেব ব্যনক্তি—একৈকশ্যেনেতি। বিদুষ ইত্যাদিনোক্তং প্রয়োজনং প্রকটয়তি—কথং নামেতি। বিদ্বান্ প্রাণশ্রেষ্ঠতাং কথং নাম প্রতিপদ্যেত ইতি সম্বন্ধঃ। প্রতিপত্তিপ্রকারং সংক্ষিপতি—বাগাদীনামিতি। ফলবতী কল্পনেতি শেষঃ। দৃষ্টেঽপ্যর্থে শ্রুতিমনুগ্রাহকত্বেন দর্শয়তি—তথা চেতি ॥৩৭২॥১৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা শ্রুতির কথা—বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে; যেহেতু জগতে সাধারণ লোকেরা কিংবা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিশ্চয়ই বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না; তবে কি?—না, 'প্রাণ' ইহাই বলিয়া থাকেন। কেননা, যেহেতু প্রাণই হইতেছে এই সমস্ত বাগাদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ; অতএব বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ মুখ্যপ্রাণের প্রতি উপযুক্ত কথাই বলিয়াছে; [শ্রুতিও] এইরূপেই প্রকরণার্থের উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্তি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

ভাল, এটা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয় যে, [বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ] চেতন পুরুষের ন্যায় স্ব স্ব প্রাধান্যের জন্য পরস্পর বিবাদ করিবে? বিশেষতঃ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একমাত্র বাগিন্দ্রিয় ভিন্ন আর কাহারো পক্ষে কথা বলা সম্ভবপর হয় না। এইরূপ, দেহ হইতে নির্গমন, পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশ, ব্রহ্মসমীপে গমন, কিংবা প্রাণকে স্তব করা, ইহার কিছুই উপপন্ন হয় না। তদুত্তরে [কথিত হইতেছে যে], বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ অগ্নি প্রভৃতি চেতন দেবতা দ্বারা অধিষ্ঠিত বলিয়া শাস্ত্রানুসারে বাগাদি ইন্দ্রিয়েরও চেতনত্ব অবশ্যই সিদ্ধ আছে (১)।

বলিতে পার যে, একই দেহে অনেক চেতনের অধিষ্ঠান স্বীকার করিলে তর্কশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; না, তাহাও হয় না; যেহেতু তাঁহারাও ঈশ্বরকেই নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। অভিপ্রায় এই যে,

(১) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রানুসারে জানা যায়, দশবিধ জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ই দশটি দেবতা দ্বারা অধিষ্ঠিত বা পরিচালিত। তন্মধ্যে শ্রোত্রের দেবতা দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমার। বাগিন্দ্রিয়ের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পদের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র এবং উপস্থের দেবতা ব্রহ্ম।

যে তার্কিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক দেহেন্দ্রিয়াদিতে এবং বাহ্য পদার্থ পৃথিব্যাদিতেও ঈশ্বরাধিষ্ঠান-বশতই যথানিয়মে প্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন ; [অচেতন] রথাদি-প্রবৃত্তিই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। চৈতন্য-সম্পন্ন অগ্ন্যাদি দেবতাকে আমরাও দেহের ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করি না ; তবে কি না, অধ্যাত্ম, অধিদৈবত ও অধিভূতাদিরূপে বিবিধ বিকল্পাস্পদ (নানারূপ) একই প্রাণদেবতার রূপভেদমাত্র। স্বতন্ত্র দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট সেই দেবতাগণের কেবল অধ্যক্ষতা বা সহায়তা দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরকেই আমরা সর্ব্বনিয়ন্তারূপে স্বীকার করিয়া থাকি। কারণ, 'তিনি হস্তপদবিহীন অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা, চক্ষুর্ব্বর্জ্জিত অথচ দর্শন করেন, কর্ণহীন অথচ শ্রবণ করেন', এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহার কোনরূপ ইন্দ্রিয় নাই। শ্বেতাশ্বতর-শাখীরাও পাঠ করিয়া থাকেন যে, 'যিনি জায়মান হিরণ্যগর্ভকে দর্শন করেন', এবং 'যিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছেন' ইত্যাদি। দেহে কর্ম্মফলসম্বন্ধী ভোক্তা জীব যে অধিষ্ঠাতৃগণ হইতে ভিন্ন, তাহা পরে প্রতিপাদন করিব।

বিদ্বজ্জনেরা অন্বয় ও ব্যতিরেক নিয়ম দ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা অবধারণ করিতে পারিবেন, এতদর্থ এখানে প্রাণ-সংবাদটি কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহা বাস্তবিক ঘটনা নহে, প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপনের জন্য ঐরূপ আখ্যায়িকা কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। ব্যবহারক্ষেত্রে যেরূপ বহুলোক আপন আপন শ্রেষ্ঠতার নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে কোন একজন গুণ-বিশেষাভিজ্ঞ পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে,—"আমাদের মধ্যে গুণে শ্রেষ্ঠ কে ?" তখন সেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, 'তোমরা এক একজন করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হও, যাহা দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইবে, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' ; এই কথার পর তাহারা সেইরূপই কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিজের অথবা অপরের শ্রেষ্ঠতা অবধারণ করিয়া থাকে। শ্রুতিও বাগাদি সম্বন্ধে তদনুরূপ এই সংবাদ কল্পনা করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে এক এক ইন্দ্রিয়ের অভাবেও জীবন ধারণ দেখা গিয়াছে, কিন্তু প্রাণের অভাবে নহে ; এই হেতুতে বিদ্বান্ পুরুষ যাহাতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, সেইজন্য এই আখ্যায়িকা কল্পিত হইয়াছে। কোষীতকীদিগের তদনুরূপ শ্রুতিও আছে—'বাগ্‌বিহীন লোকও জীবিত থাকে ; কারণ, মূক (বাগ্‌বিকল) লোকও দেখিয়া থাকি ; চক্ষুহীন লোক বাঁচিয়া থাকে ; কারণ, অন্ধলোকও দেখিতে পাইয়া থাকি ; শ্রোত্ররহিত লোকও জীবিত থাকে ; কারণ, বধির লোকসমূহও দেখিতে পাইয়া থাকি ; মনঃশূন্য লোকও বাঁচিয়া থাকে ; কেননা, বালকদিগকে দেখিতে পাইয়া থাকি ; ছিন্নবাহু লোকও জীবন ধারণ করে ; উরুচ্ছেদনের পরও লোক জীবিত থাকে' ইত্যাদি। [অতএব উক্ত আখ্যায়িকা সম্বন্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলি ভিত্তিহীন] ॥৩৭২॥১৫

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স হোবাচ কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি, যৎকিঞ্চিদিদম্ আ শ্বভ্য আ শকুনিভ্য ইতি হোচুঃ। তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষম্, ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি ॥৩৭৩॥১

সঃ (প্রাণঃ) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ (পৃষ্টবান্) [ইতরান্ প্রাণান্]—কিং (কিং বস্তু) মে (মম) অন্নং (ভক্ষণীয়ং) স্যাৎ, ইতি। [এবং পৃষ্টা ইতরে প্রাণাঃ] উচুঃ—আ শ্বভ্যঃ (কুক্কুরান্নপর্য্যন্তং) আ শকুনিভ্যঃ (শকুনিভক্ষ্য-পর্য্যন্তং) যৎ ইদম্ (লোকপ্রসিদ্ধম্) অন্নম্ (ভক্ষণীয়ম্) [অস্তি], তৎ (সর্ব্ব-প্রাণি-ভক্ষণীয়ং) বৈ (প্রসিদ্ধং) এতৎ (অন্নজাতং) অনস্য (প্রাণস্য তব) অন্নম্ [অস্তু ইতি শেষঃ]। হ (যস্মাৎ) অনঃ (প্রাণনাখ্য চেষ্টাবান্) ইতি প্রত্যক্ষং (প্রাণস্য সাক্ষাৎ বাচকং পদমিত্যর্থঃ)। [বিদ্যাফলমুচ্যতে—] এবংবিদি (যথোক্তপ্রাণতত্ত্বাভিজ্ঞে) কিঞ্চন (কিমপি) ন অনন্নং (অভক্ষ্যং) ভবতি, (এবংবিদঃ সর্ব্বমেব অন্নরূপেণ পরিণমতে ইতি ভাবঃ)॥

প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—আমার অন্ন কি হইবে? [অপর প্রাণগণ] বলিল—কুক্কুর ও শকুনি হইতে আরম্ভ করিয়া জগতে যাহা কিছু ভক্ষ্য বস্তু অন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমস্তই তোমার (প্রাণের) অন্ন হইবে। 'অন' এইটি সাক্ষাৎ প্রাণ-বাচক নাম; প্রাণের উক্তপ্রকার তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও কোন বস্তুই অনন্ন (অভক্ষ্য) হয় না, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণিভক্ষ্য অন্নই তাহার অন্নরূপে পরিণত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হোবাচ মুখ্যঃ প্রাণঃ—কিং মে অন্নং ভবিষ্যতীতি। মুখ্যপ্রাণং প্রষ্টারমিব কল্পয়িত্বা বাগাদীন্ প্রতিবক্তৄনিব কল্পয়ন্তী শ্রুতিরাহ—যদিদং লোকে অন্নজাতং প্রসিদ্ধম্—আ শ্বভ্যঃ শ্বভিঃ সহ আ শকুনিভ্যঃ শকুনিভিঃ সহ সর্ব্বপ্রাণিনাং যদন্নম্, তৎ তব অন্নমিতি হ উচুর্ব্বাগাদয় ইতি। প্রাণস্য সর্ব্বমন্নং, প্রাণোঽত্তা সর্ব্বস্যান্নস্য ইত্যেবং প্রতিপত্তয়ে কল্পিতাখ্যায়িকা

রূপাৎ ব্যাবৃত্য স্বেন শ্রুতিরূপেণাহ—তদ্বৈ এতদ্ যৎকিঞ্চিৎ লোকে প্রাণিভিরন্নমদ্যতে, অনস্য প্রাণস্য তদন্নম্, প্রাণেনৈব তদদ্যত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রকারচেষ্টাব্যাপ্তিগুণপ্রদর্শনার্থম্ অন ইতি প্রাণস্য প্রত্যক্ষং নাম। প্রাদ্যুপসর্গপূর্ব্বত্বে হি বিশেষগতিরেব স্যাৎ। তথাচ সর্ব্বান্নানাম্ অত্তুর্নামগ্রহণমিতীদং প্রত্যক্ষং নাম অন ইতি সর্ব্বান্নানাম্ অত্তুঃ সাক্ষাদভিধানম্।

ন হ বৈ এবংবিদি যথোক্তপ্রাণবিদি—প্রাণোঽহমস্মি সর্ব্বভূতস্থঃ সর্ব্বান্নানামত্তেতি, তস্মিন্ এবংবিদি হ বৈ কিঞ্চন কিঞ্চিদপি প্রাণিভিরাদ্যং সর্ব্বৈঃ অনন্নম্ অন্নাদ্যং ন ভবতি, সর্ব্বমেবংবিদি অন্নং ভবতীত্যর্থঃ, প্রাণভূতত্বাদ্ বিদুষঃ, "প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি" ইত্যুপক্রম্য "এবংবিদো হ বা উদেতি সূর্য্য এবংবিদ্যস্তমেতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥৩৭৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—বাগাদীনাং স্বামী শ্রৈষ্ঠ্যাদিগুণঃ প্রাণোঽস্মীতি বিদ্যাদিতি প্রধানবিদ্যামুপদিশ্য তদ্দর্শনাঙ্গভূতান্নবাসোদৃষ্টিবিধানার্থে প্রক্রমে প্রথমমন্নদৃষ্টিং বিধাতুং প্রসঙ্গং প্রকুরুতে—স হোবাচেতি। মুখ্যস্য প্রাণস্য প্রষ্টৃত্বং বাগাদীনাং প্রতিবক্তৃত্বং চ কাল্পনিকমিত্যাহ—মুখ্যমিতি। যদিদমিত্যুক্তমেব চ যৎপদং বাক্যার্থকল্পনার্থং যদন্নমিত্যত্রানূদ্যতে। তদ্বা এতদিত্যাদ্যুত্তরবাক্যস্য পূর্ব্ববাক্যাদর্থভেদাভাবমাশঙ্ক্যাহ—প্রাণস্যেতি। প্রাণশব্দং বিহায় অনশব্দপ্রয়োগে তাৎপর্য্যমাহ—সর্ব্বপ্রকারেতি। অন চেষ্টায়ামিতি ধাতুজস্য অন-শব্দস্য উপাদানং সর্ব্বপ্রকারচেষ্টয়া প্রাণস্য ব্যাপ্তিগুণপ্রদর্শনার্থম্। তথাচ যঃ কোঽপি দহতি শোষয়তি প্লাবয়তি বা, স সর্ব্বোঽপি প্রাণ এবেতি যুক্তং প্রাণস্যান ইতি নামেত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষং পূর্ব্বোক্তধাতুজন্মনামেতি যাবৎ উক্তমেবার্থং সমর্থয়তে—প্রাদীতি। অনশব্দস্যেতি শেষঃ। ন প্রাণস্য সর্ব্বচেষ্টাপ্তিরিত্যেবকারার্থঃ। তথাচ প্রাণাদিশব্দোপাদানে বিশেষব্যাপ্তিরেবেতি স্থিতে সতীত্যর্থঃ। অন ইতি প্রত্যক্ষমিদং নাম সর্ব্বান্নানামত্তুর্নামগ্রহণমিতি সম্বন্ধঃ। তদেব ব্যাচষ্টে—সর্ব্বান্নানামিতি। ততশ্চ প্রাণশব্দস্য প্রাণবিদঃ সর্ব্বমন্নং চেৎ, তদ্বিদুষো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগাসিদ্ধৌ তদ্বিষয়ং শাস্ত্রং বিরুধ্যেত, ইত্যাশঙ্ক্যাধ্যাত্মিকং রূপং হিত্বা আধিদৈবিকেন রূপেণ তস্য সর্ব্বান্নত্বে বিভাগশাস্ত্রমাধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদবিষয়ত্বেনাবিরুদ্ধমিত্যাহ—প্রাণভূতত্বাদিতি। প্রাণভূতো বিদ্বানিত্যত্র শ্রুত্যন্তরং সংবাদয়তি—প্রাণাদিতি ॥৩৭৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রধান প্রাণ বলিল—আমার অন্ন (খাদ্য) কি হইবে? শ্রুতি মুখ্যপ্রাণকে প্রশ্নকর্ত্তার ন্যায় কল্পনা করিয়া এবং বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যুত্তর-দাতার ন্যায় কল্পনা করিয়া বলিতেছেন—জগতে এই যে কিছু অন্নরাশি প্রসিদ্ধ আছে—কুক্কুরের সহিত এবং শকুনির (পক্ষীর) সহিত সমস্ত প্রাণিগণের যাহা অন্ন, তাহা তোমার অন্ন, এই কথা বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ বলিল। সমস্ত অন্নই প্রাণের এবং প্রাণই সমস্ত অন্নের ভোক্তা, ইহা জ্ঞাপনার্থ কল্পিত অখ্যায়িকাভাব পরিত্যাগ করিয়া, শ্রুতি এখন নিজরূপেই বলিতেছেন—

জগতে প্রাণিগণ যে কিছু অন্ন ভোজন করে, তাহা প্রাণেরই অন্ন, অর্থাৎ প্রাণই সে সমস্ত ভক্ষণ করে। সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা বা ব্যাপারই যে প্রাণাধীন, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রাণের 'অন' এই প্রত্যক্ষ (সাক্ষাৎ—যৌগিকার্থ-সমন্বিত) নামটি অভিহিত হইয়াছে; নচেৎ 'প্র'-প্রভৃতি উপসর্গসহযোগে (প্রাণ শব্দের) নির্দ্দেশ করিলে, তদ্দ্বারা বিশেষার্থেরই প্রতীতি হইত; (নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-রূপ ব্যাপারবিশিষ্টেরই প্রতীতি হইত, কিন্তু সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধ প্রতীত হইত না)। এইরূপ নির্দ্দেশে সর্ব্বান্নভোক্তার নাম গ্রহণ করা হয় বলিয়াই 'অন' এইটি প্রত্যক্ষ (মুখ্য) নাম, অর্থাৎ 'অন' সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্ব্বান্নভোক্তার অভিধান বা নাম।

এবংবিৎ অর্থাৎ 'আমিই হইতেছি সর্ব্বান্ন-ভোক্তা, সর্ব্বভূতস্থ প্রাণস্বরূপ', এই প্রকার প্রাণতত্ত্ববিৎ পুরুষের সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাণীর ভক্ষ্য কোন বস্তুই অনন্ন—অভক্ষ্য হয় না; অর্থাৎ যথোক্ত প্রাণতত্ত্বজ্ঞের নিকট সমস্তই অন্নস্বরূপে গৃহীত হয়। কেননা, সেই বিদ্বান্ পুরুষ স্বয়ংই প্রাণস্বরূপ; কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে—'এই সূর্য্য প্রাণ হইতেই উদিত হন, এবং প্রাণেই অস্তমিত হন। এইরূপ উপক্রমের পর কথিত আছে যে, 'সূর্য্যদেব যথোক্ত প্রাণতত্ত্বজ্ঞ হইতেই উদিত হন, এবং যথোক্ত প্রাণতত্ত্বজ্ঞেই অস্তমিত হন' ইতি ॥৩৭৩॥১

স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হোচুঃ, তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি, লম্ভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো হ ভবতি ॥৩৭৪॥২

[পুনশ্চ] সঃ (প্রাণঃ) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—কিং (বস্তু) মে (মম) বাসঃ (আচ্ছাদনং) ভবিষ্যতি ইতি। আপঃ (জলানি) [বাসঃ ভবিষ্যতীতি] ঊচুঃ (উক্তবন্তঃ) [বাগাদয়ঃ ইতি শেষঃ], তস্মাৎ (হেতোঃ) বৈ (এব) অশিষ্যন্তঃ (অশনং করিষ্যন্তঃ জনাঃ) পুরস্তাৎ (অগ্রে) উপরিষ্টাৎ চ (পশ্চাদপি) এতৎ (আচ্ছাদনং যথা স্যাৎ, তথা) অদ্ভিঃ (জলৈঃ) পরিদধতি (মুখ্যপ্রাণস্য পরিধানং কুর্ব্বন্তি), [তেন চ প্রাণঃ] হ (এব) বাসঃ (আচ্ছাদনং) লম্ভুকঃ (লব্ধা) ভবতি, অনগ্নঃ (সাচ্ছাদনঃ) হ (এব) ভবতি ॥

পুনশ্চ মুখ্য প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—আমার আচ্ছাদন কি হইবে? [ইন্দ্রিয়গণ] বলিল—"আপঃ" অর্থাৎ জলই তোমার আচ্ছাদন হইবে। সেই এই হেতুতেই লোক সকল ভোজন করিবার পূর্ব্বে ও পরে জল দ্বারা প্রাণের পরিধান সম্পাদন করিয়া থাকে; তাহাতেই প্রাণ আচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়, এবং অনগ্ন (বস্ত্রপরিহিত) হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হোবাচ পুনঃ প্রাণঃ—পূর্ব্ববদেব কল্পনা। কিং মে বাসো ভবিষ্যতীতি ; আপ ইতি হোচুর্ব্বাগাদয়ঃ। "যস্মাৎ প্রাণস্য বাস আপঃ, তস্মাৎ বৈ এতৎ অশিষ্যন্তো ভোক্ষ্যমাণা ভুক্তবন্তশ্চ ব্রাহ্মণা বিদ্বাংস এতৎ কুর্ব্বন্তি। কিম্? অদ্ভিঃ বাসস্থানীয়াভিঃ পুরস্তাদ্ভোজনাৎ পূর্ব্বম্, উপরিষ্টাচ্চ ভোজনাদূর্দ্ধঞ্চ পরিদধতি পরিধানং কুর্ব্বন্তি মুখ্যস্য প্রাণস্য। লম্ভুকো লম্ভনশীলো বাসো হ ভবতি, বাসসো লব্ধৈব ভবতীত্যর্থঃ ; অনগ্নো হ ভবতি। বাসসো লম্ভুকত্বেনার্থসিদ্ধৈবানগ্নতেতি অনগ্নো হ ভবতীতি উত্তরীয়বান্ ভবতীত্যেতৎ।

"ভোক্ষ্যমাণস্য ভুক্তবতশ্চ যদাচমনং শুদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞাতম্, তস্মিন্ প্রাণস্য বাস ইতি দর্শনমাত্রমিহ বিধীয়তে—অদ্ভিঃ পরিদধতীতি, ন আচমনান্তরম্। যথা লৌকিকৈঃ প্রাণিভিরদ্যমানমন্নং প্রাণস্যেতি দর্শনমাত্রম্, তদ্বৎ; 'কিং মেঽন্নং, কিং মে বাসঃ' ইত্যাদিপ্রশ্ন-প্রতিবচনয়োস্তুল্যত্বাৎ। যদ্যাচমনমপূর্ব্বং তাদর্থ্যেন ক্রিয়তে, তদা কৃম্যাদ্যন্নমপি প্রাণস্যেতি ভক্ষ্যত্বেন বিহিতং স্যাৎ। তুল্যয়োর্ব্বি-জ্ঞানার্থয়োঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ প্রকরণস্য বিজ্ঞানার্থত্বাৎ 'অর্দ্ধজরতীয়ো' ন্যায়ো ন যুক্তঃ কল্পয়িতুম্।

যত্তু প্রসিদ্ধমাচমনং প্রায়ত্যার্থং প্রাণস্যানগ্নতার্থঞ্চ ন ভবতীত্যুচ্যতে, ন তথা বয়মাচমনমুভয়ার্থং ব্রূমঃ; কিং তর্হি? প্রায়ত্যার্থাচমনসাধনভূতা আপঃ প্রাণস্য বাস ইতি দর্শনং চোদ্যত ইতি ব্রূমঃ। তত্র আচমনস্যোভয়ার্থত্বপ্রসঙ্গদোষ-চোদনা অনুপপন্না। বাসোঽর্থ এব আচমনে তদ্দর্শনং স্যাদিতি চেৎ, ন ; বাসো-জ্ঞানার্থবাক্যে বাসোঽর্থাপূর্ব্বাচমনবিধানে তত্র অনগ্নতার্থত্বদৃষ্টিবিধানে চ বাক্য-ভেদঃ। আচমনস্য তদর্থত্বমন্যার্থঞ্চেতি প্রমাণাভাবাৎ ॥৩৭৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—প্রাণবিদ্যাঙ্গত্বেনান্নদৃষ্টিরুপদিষ্টা। সংপ্রতি তদঙ্গত্বেন বাসোদৃষ্টিং প্রস্তৌতি—স হোবাচেতি। অত্রাপি প্রাণস্য প্রষ্টৃত্বং বাগাদীনাং প্রতিবক্তৃত্বং চ কল্পিতমেবেত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। অপাং প্রাণং প্রতি বাসোরূপত্বে গমকমাহ—যস্মাদিতি। বাসোদৃষ্টিফলমাচষ্টে—লম্ভুক ইতি। অনগ্নো হ ভবতীত্যস্য পৌন-রুক্ত্যমাশঙ্ক্যার্থবিশেষমাহ—বাসস ইতি।

আচমনান্তরং প্রাণবিদো বিধীয়তে এবংবিদশিষ্যন্নাচামেদিতি শ্রুতেরিত্যা-শঙ্ক্যাহ—ভোক্ষ্যমাণস্যেতি। আদিপদেন প্রতিবচনে গৃহ্যেতে। সর্ব্বপ্রাণিভোগ্যেঽন্নে তস্যান্নমিতি দৃষ্টিবদাচমনীয়াস্বপ্সু তস্য বিধীয়তে বাসোদৃষ্টিরিত্যুক্তং ব্যতিরেকদ্বারা বিবৃণোতি—যদীতি। তাদর্থ্যেনানগ্নতার্থত্বেনেতি যাবৎ। অথ পূর্ব্বমন্নদৃষ্টিরেব বিধীয়তে, সর্ব্বান্নভক্ষণস্য প্রমাণবিরুদ্ধত্বাদিহ ত্বপূর্ব্বমাচমনমবিরোধাদ্বিধীয়তা-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—তুল্যয়োরিতি।

একস্যাচমনস্য শুদ্ধ্যর্থত্বমনগ্নতার্থত্বং চ বক্তুমশক্যং বিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্ত্বিতি। বিরোধো যথা স্যাত্তথেতি যাবৎ। তর্হি কীদৃগাচমনং বিবক্ষিতমিত্যাহ—

কিং তর্হীতি। প্রযতস্য ভাবঃ প্রায়ত্যং, তদর্থা যা আচমনক্রিয়া তৎসাধনভূতাস্বপ্সু বাসঃসঙ্কল্পনং ক্রিয়ান্তরমত্র বিধিৎসিতমিত্যাহ—প্রায়ত্যেতি। ক্রিয়াভেদে ফলিতমাহ—তত্রেতি। অন্যার্থাস্বপ্স্বন্যার্থত্বচিন্তনে প্রমাণবিরোধাদ্বিধিযোগেন বাসোঽর্থমাচমনান্তরমেব বিধেয়ং, তত্র চানগ্নতার্থত্বচিন্তনমুচিতমিতি শঙ্কার্থঃ। বাসোঽর্থাপূর্ব্বাচমনবিধানে তত্রানগ্নতার্থত্বদৃষ্টিবিধানে চ বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ প্রসিদ্ধাচমনসাধনভূতাস্বপ্সু। বাসোদৃষ্টিপরমেব চ বাক্যমিত্যুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। বাসোর্থত্বমন্যার্থত্বং দৃষ্টার্থত্বমিত্যুক্তে প্রমাণস্যৈকস্য বাক্যস্যাপ্রমাণত্বপ্রসঙ্গাদিতি যাবৎ ॥৩১৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই মুখ্যপ্রাণ পুনশ্চ বলিল,—কোন্ বস্তু আমার বস্ত্র হইবে? ইহাও পূর্ব্বের ন্যায়ই কল্পনা মাত্র। বাক্ প্রভৃতিরা বলিল—'আপঃ' (জল)। যেহেতু জলই প্রাণের বাসঃ বা আচ্ছাদন, সেই হেতুতেই যাহারা ভোজন করিবে, এবং ভোজন করিয়াছে, সেই সমস্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ এই কার্য্য করিয়া থাকেন। কি করেন? বস্ত্রস্থানীয় জল দ্বারা পুরস্তাৎ—ভোজনের পূর্ব্বে এবং উপরিষ্টাৎ—ভোজনের পরেও মুখ্য প্রাণের পরিধান (আবরণ সম্পাদন) করিয়া থাকেন। [তাহাতেই প্রাণ] বস্ত্রের লম্ভুক—প্রাপ্তিশীল হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই বস্ত্র লাভ করিয়া থাকে এবং অনগ্ন হইয়া থাকে। আচ্ছাদন লাভ করায় তাহার যে অনগ্নতা (উলঙ্গভাবের অভাব হয়), তাহা ত অর্থসিদ্ধই বটে (স্বতঃসিদ্ধই বটে); সুতরাং 'অনগ্ন হয়' অর্থ—উত্তরীয় বস্ত্রযুক্ত হয়। [অভিপ্রায় এই যে, ভোজনের পূর্ব্বে পীত জল হয় অধোভাগের বস্ত্র, আর পশ্চাৎ পীত জল হয় উত্তরীয় বস্ত্র]।

ভোজন করিবার পূর্ব্বে ও পরে মুখশুদ্ধির জন্য যে আচমনের বিধি উপদিষ্ট আছে, এখানে "অদ্ভিঃ পরিদধতি" বলিয়া সেই আচমনেই কেবল প্রাণের আচ্ছাদন-দৃষ্টিমাত্র বিহিত হইতেছে, কিন্তু পৃথক্ স্বতন্ত্র আচমন নহে। যেমন লোকসাধারণের ভক্ষণীয় অন্নে প্রাণান্নদৃষ্টিমাত্র বিহিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ; কারণ, আমার অন্ন কি? আমার আচ্ছাদন কি? ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহার প্রতিবচন, উভয়ই তুল্য (১)। আর যদি প্রাণের জন্য নূতন করিয়াই আচমন করিতে হয়, তাহা হইলে ত কৃমি প্রভৃতির অন্নও যখন প্রাণেরই অন্ন, তখন তাহাও জ্ঞানীর ভক্ষণীয়রূপে বিহিত হইতে পারে। কেননা, প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই যখন তুল্য—বিজ্ঞানার্থ; অর্থাৎ অন্ন ও বাসদৃষ্টির জন্যই

(১) তাৎপর্য্য—'আমার অন্ন কি?' এই প্রশ্নোত্তরে যেমন সর্ব্বপ্রাণীর ভক্ষণীয় অন্নেই প্রাণান্নত্ব দৃষ্টিমাত্র অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অন্ন ভক্ষণের বিধান হয় নাই, তেমনি শাস্ত্রান্তরে ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে যে জলপানের বিধান রহিয়াছে, এখানে সেই আচমনীয় জলেই কেবল প্রাণের আচ্ছাদন-জ্ঞান করিবার উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ আচমনের বিধান করা হয় নাই।

কল্পিত, তখন [বুঝিতে হইবে], এই প্রকরণটিই বিজ্ঞানার্থ; সুতরাং এক্ষেত্রে 'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায় কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। (১)

আর যে, শুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত প্রসিদ্ধ আচমনটি প্রাণের অনগ্নতা সম্পাদনার্থ হইতে পারে না, বলা হইয়া থাকে, আমরা কিন্তু আচমনকে সেরূপ উভয়ার্থক (শুদ্ধি ও অনগ্নতার জন্য) বলি না; তবে কি?—আমরা বলি, শুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত আচমনের সাধনীভূত জলেই কেবল প্রাণের 'বাসঃ' দৃষ্টিমাত্র উপদিষ্ট হইতেছে; সুতরাং সেখানে আচমনের উভয়ার্থতা দোষের আশঙ্কা করাই সঙ্গত হয় না (২) যদি বল, প্রাণের আচ্ছাদনার্থ আচমনেই বিহিত বাসঃ দৃষ্টি হইতে পারে; না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, প্রাণের বাসঃ-দৃষ্টির জন্য যে বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই বাক্যেই যদি স্বতন্ত্র আচমনের এবং প্রাণের অনগ্নতার্থতা দৃষ্টির বিধান স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বাক্যভেদ-দোষ উপস্থিত হয়; কেন-না, একই আচমন যে, বাসঃ-দৃষ্টি ও অনগ্নতা-দৃষ্টি সম্পাদনার্থ বিহিত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই॥৩৭৪॥২

তদ্ধৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায়োক্ত্বোবাচ—যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥৩৭৫॥৩

[প্রস্তুতস্য প্রাণদর্শনস্য স্তুতয়ে ইদমুচ্যতে—] জাবালঃ (জবালায়াঃ অপত্যং) সত্যকামঃ তৎ এতৎ (পূর্ব্বোক্তং প্রাণদর্শনং) বৈয়াঘ্রপদ্যায় (ব্যাঘ্রপদোঽপত্যং —বৈয়াঘ্রপদ্যঃ, তস্মৈ) গোশ্রুতয়ে (গোশ্রুতনামকায় ঋষয়ে) উক্ত্বা (কথয়িত্বা) উবাচ (উক্তবান্)—যদ্যপি (সম্ভাবনায়াং) শুষ্কায় (মৃতায়) স্থাণবে (শাখা-পল্লবাদিহীনায় বৃক্ষায়) এতৎ (যথোক্তং প্রাণদর্শনং) ব্রূয়াৎ (উপদিশেৎ), [তর্হি] এতস্মিন্ (শুষ্কস্থাণৌ) শাখাঃ জায়েরন্ (উৎপদ্যেরন্), পলাশানি (পত্রাণি চ) প্ররোহেয়ুঃ (প্রাদুর্ভবেয়ুঃ), [কিং বক্তব্যং জীবতে পুরুষায় কথনে, ইত্যভিপ্রায়ঃ]॥

(১) তাৎপর্য্য—'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায়টি এইরূপ—একই ব্যক্তির যেমন অর্দ্ধাঙ্গ যৌবনসম্পন্ন, আর অর্দ্ধাঙ্গ জরাগ্রস্ত কখনই হয় না; এইরূপ অসম্ভব কল্পনাকে 'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায় বলে। এখানেও, "কিং মে অন্নম্" এস্থলে সর্ব্বপ্রাণিভক্ষ্য অন্নেই প্রাণান্ন দৃষ্টি স্বীকার করিয়া "কিং মে বাসঃ" স্থলে আবার বাসঃ জ্ঞানের জন্য নূতন আচমনের বিধান করিলে ঠিক সেই 'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায়ই উপস্থিত হয়।

(২) তাৎপর্য্য—একই আচমনে শুদ্ধি ও প্রাণের অনগ্নতা, এই উভয়ার্থতা স্বীকার করা শাস্ত্রানুসারে দোষাবহ হয়। ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন—আমরা আচমনকে উভয়ার্থক বলিতেছি না, পরন্তু মুখশুদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে যে আচমন বিহিত হইয়াছে, সেই আচমনেই 'প্রাণাচ্ছাদনত্ব' দৃষ্টির বিধান করা হইতেছে মাত্র, সুতরাং উভয়ার্থতা হইতেছে না।

উক্ত প্রাণদর্শনের স্তুত্যর্থ বলা হইতেছে—জবালানন্দন জাবাল সত্যকাম সেই এই প্রাণদর্শন বিদ্যা বৈয়াঘ্রপদ্য গোশ্রুতিকে উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন —কেহ যদি শুষ্ক বৃক্ষের নিকটও এই প্রাণদর্শন বলে, তাহা হইলে সেই শুষ্ক বৃক্ষেও শাখা জন্মিতে পারে এবং পত্রসমূহও প্রাদুর্ভূত হইতে পারে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদেতৎ প্রাণদর্শনং স্তূয়তে। কথম্? তদ্ধৈতৎ প্রাণদর্শনং সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে নাম্না বৈয়াঘ্রপদ্যায়—ব্যাঘ্রপদোঽপত্যং বৈয়াঘ্রপদ্যঃ, তস্মৈ গোশ্রুত্যাখ্যায় উক্ত্বা উবাচ অন্যদপি বক্ষ্যমাণং বচঃ। কিং তদুবাচ ইত্যাহ—যদ্যপি শুষ্কায় স্থাণবে এতদ্দর্শনং ব্রূয়াৎ প্রাণবিৎ, জায়েরন্ উৎপদ্যেরন্নেব অস্মিন্ স্থাণৌ শাখাঃ, প্ররোহেয়ুশ্চ পলাশানি পত্রাণি, কিমু জীবতে পুরুষায় ব্রূয়াদিতি॥৩৭৫॥৩

আনন্দগিরিঃ।—তদ্ধৈতদিত্যাদি বাক্যং ন বিধানার্থং নাপি ফলবচনং তথাচ ব্যর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেতদিতি। স্তুতিমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিতি। জীবতে পুরুষায় প্রাণবিদ্যাবৎ এতদ্দর্শনং ব্রূয়াৎ, তদা অস্মিন্ মহাফলং ভবতীতি কিমু বক্তব্যমিতি যোজনা॥৩৭৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বকথিত প্রাণদর্শনের প্রশংসা করা হইতেছে; কি প্রকারে? জাবাল (জবালার পুত্র) সত্যকাম সেই এই প্রাণবিদ্যা গোশ্রুতি-নামক বৈয়াঘ্রপদ্যকে—ব্যাঘ্রপদের পুত্র—বৈয়াঘ্রপদ্য, তাহাকে উপদেশ করিয়া আরও—যাহা পরে বলা হইবে, সেই কথা বলিয়াছিলেন। সেই কি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন;—যদ্যপি প্রাণতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ শুষ্ক স্থাণুকে (শাখাপল্লবাদি-রহিত বৃক্ষমূলকে) এই বিদ্যা বলেন, [তাহা হইলে], সেই স্থাণুতেও নিশ্চয়ই শাখাসমূহ উৎপন্ন হইবে, এবং পলাশসমূহ—পত্ররাশিও প্রাদুর্ভূত হইবে; কি আর বলিব যদি জীবিত ব্যক্তিকে বলে; অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির যে আরও বিশেষ ফল হইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না॥৩৭৫॥৩

অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবাস্যায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্ব্বৌষধস্য মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ॥৩৭৬॥৪

ইদানীং মহত্ত্বপ্রেপ্সোঃ প্রাণবিদ ইদং মন্থাখ্যং কর্ম্ম উপদিশ্যতে—"অস্য" ইত্যাদিভিঃ। অথ (অনন্তরং) [স প্রাণবিৎ] যদি (সম্ভাবনায়াং) মহৎ (মহত্ত্বং) জিগমিষেৎ (প্রাপ্তুমিচ্ছেৎ), [তর্হি] অমাবাস্যায়াং (অমাবস্যাতিথৌ) দীক্ষিত্বা (দীক্ষাবৎ ভূমিশয়নাদিনিয়মং গৃহীত্বা) পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্ব্বৌষধস্য

(গ্রাম্যাণামারণ্যানাঞ্চ ওষধীনাং সমুদায়স্য, মুরামাংসী-বচাদিঘটিত-পারিভাবি-কৌষধিসমুদায়স্য বা) মন্থং (পিষ্টং) দধি-মধুনোঃ (দধ্না মধুনা চ) উপমথ্য (উপমর্দ্দ্য, একীকৃত্যেত্যর্থঃ), অগ্নৌ আজ্যস্য (হবনীয়স্থানে) 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' ইতি হুত্বা সম্পাতং (শ্রুবসংলগ্নং) মন্থে (মন্থপাত্রে) অবনয়েৎ (অধঃপাতয়েৎ)॥

অনন্তর সেই প্রাণবিৎ যদি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অমাবস্যাতে দীক্ষোচিত ভূমিশয়নাদি নিয়ম গ্রহণ করিয়া পূর্ণিমা রাত্রিতে গ্রাম্য ও অরণ্যজাত তৃণ-লতা প্রভৃতির অল্প অল্প অংশ সংগ্রহ করিয়া পেষণ করতঃ দধি ও মধুতে মিশ্রিত করিয়া 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' বলিয়া আজ্য নিক্ষেপ-স্থানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া শ্রুবসংলগ্ন অংশ [যাহা দ্বারা হোম করা হয়, চমসাকার সেই পাত্রকে শ্রুব বলে।] সেই মন্থপাত্রে নীচে নিক্ষেপ করিবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথোক্তপ্রাণদর্শনবিদ ইদং মন্থাখ্যং কর্ম্মারভ্যতে—অথ অনন্তরং, যদি মহৎ মহত্ত্বং জিগমিষেৎ গন্তুমিচ্ছেৎ—মহত্ত্বং প্রাপ্তুং যদি কাময়েদিত্যর্থঃ, তস্যেদং কর্ম্ম বিধীয়তে। মহত্ত্বে হি সতি শ্রীরুপনমতে ; শ্রীমতো হি অর্থ-প্রাপ্তং ধনম্, ততঃ কর্ম্মানুষ্ঠানম্, ততশ্চ দেবযানং পিতৃযানং বা পন্থানং প্রতিপৎস্যতে, ইত্যেতৎ প্রয়োজনমুররীকৃত্য মহত্ত্বপ্রেপ্সোরিদং কর্ম্ম, ন বিষয়োপভোগকামস্য। তস্যায়ং কালাদিবিধিরুচ্যতে—"অমাবাস্যায়াং দীক্ষিত্বা—দীক্ষিত ইব ভূমিশয়নাদিনিয়মং কৃত্বা—তপোরূপং সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমিত্যাদি-ধর্ম্মবান্ ভূত্বা ইত্যর্থঃ, ন- পুনর্দৈক্ষ্যমেব কর্ম্মজাতং সর্ব্বমুপাদত্তে ; অতদ্বিকার-ত্বাদ্ মন্থাখ্যস্য কর্ম্মণঃ। "উপসদ্‌ব্রতী" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ—পয়োমাত্রভক্ষণঞ্চ শুদ্ধিকারণং তপ উপাদত্তে। পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ কর্ম্ম আরভতে—সর্ব্বৌষধস্য গ্রাম্যারণ্যানামোষধীনাং যাবচ্ছক্তি অল্পমল্পমুপাদায় তদ্বিতুষীকৃত্য আমমেব পিষ্টং দধি-মধুনা ঔদুম্বরে কংসাকারে চমসাকারে বা পাত্রে শ্রুত্যন্তরাৎ প্রক্ষিপ্য উপমথ্য অগ্রতঃ স্থাপয়িত্বা 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' ইতি অগ্নৌ আবসথ্য আজ্যস্য আবাপ-স্থানে হুত্বা শ্রুবসংলগ্নং মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ সংস্রবমধঃ পাতয়েৎ ॥৩৭৬॥৪

আনন্দগিরিঃ।—গোদোহনবদধিকৃতাধিকারমিদং কর্ম্ম ; প্রাণবিদোঽস্মিন্নধিকা-রোঽস্তীত্যাহ—যথোক্তেতি। অনন্তরং প্রাণবিদ্যানিষ্পত্তেরিতি শেষঃ। বাক্যশেষং পূরয়তি—তস্যেতি। মহত্ত্বদ্বারা বিষয়োপভোগকামুকস্য কর্ম্মবিধায়ি শাস্ত্রং শ্যেনাদি-শাস্ত্রবদনর্থফলমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—মহত্ত্বে হীতি। তস্যেতি প্রকৃত-মন্থাখ্যকর্ম্মোক্তিঃ। কালাদীত্যাদিশব্দো দ্রব্যাদিসংগ্রহার্থঃ। দৈক্ষ্যং দীক্ষায়াং ভবং মৌঞ্জ্যভ্যঞ্জনাদি ন সর্ব্বমেবায়মনুতিষ্ঠতি। প্রকৃতিধর্ম্মা হি বিকৃতাবনুবর্ত্তন্তে। প্রকৃতিবদ্ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যেতি ন্যায়াৎ। ন চেদং কর্ম্ম কস্যচিদ্ বিকৃতিঃ অতো যথোক্ত-ধর্ম্মবত্ত্বমেবাত্র বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। দীক্ষিত্বেত্যনেন বিবক্ষিতং ধর্ম্মান্তরমাহ—উপসদিতি। উপসদো নামেষ্টয়ঃ প্রবর্গ্যাহঃসু প্রসিদ্ধাঃ। তাসু ব্রতং পয়োমাত্র-

ভক্ষণং, তদুপেতো ভূত্বা মন্থং সম্পাদ্য জুহোতীতি বাজসনেয়কে সমান-প্রকরণে শ্রবণাদিতি যাবৎ। পিষ্টং কৃত্বা তদামমপক্কমেব দধিমধুনোঃ সম্বন্ধিপাত্রে প্রক্ষিপ্যেতি সম্বন্ধঃ। ঔদুম্বরত্বে নিয়মঃ, পাত্রস্যাকারে তু বিকল্পঃ। কথমশ্রুতং পাত্রমত্র কল্প্যতে? তত্রাহ—শ্রুত্যন্তরাদিতি। ঔদুম্বরে কংসাকারে কংসে চমসে বেতি বাজসনেয়ে শ্রবণাৎ সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ন্যায়েনাপেক্ষিতং পাত্রমত্র গৃহীতমিত্যর্থঃ। আবসথসম্বন্ধী লৌকিকোঽগ্নিরাবসথ্যো বিবক্ষিতঃ যস্মিন্ ঔপাসনাখ্যং কর্ম্ম ক্রিয়তে। আজ্যং হুত্বেতি সম্বন্ধঃ। আবাপস্থানমাহুতিপ্রক্ষেপপ্রদেশো গৃহোক্তঃ॥৩৭৬॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—যথোক্ত প্রাণদর্শনাভিজ্ঞের করণীয় বক্ষ্যমাণ 'মন্থ'-নামক কর্ম্ম বিহিত হইতেছে—

অনন্তর, [প্রাণবিৎ] যদি মহৎ—মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ যদি মহত্ত্ব পাইতে কামনা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই কর্ম্ম বিহিত হইতেছে। মহত্ত্ব সিদ্ধ হইলে শ্রী (সম্পৎ) উপস্থিত হয়, শ্রীমান্ ব্যক্তির ধনলাভ স্বভাবসিদ্ধ, ধন হইতে কর্ম্মানুষ্ঠান হয়, তাহা হইতে আবার দেবযান (উত্তরায়ণ) বা পিতৃযান (দক্ষিণায়ন) পথ লাভ হয়, এইরূপ উদ্দেশ্য মনস্থ করিয়াই মহত্ত্বাভিলাষীর জন্য এই কর্ম্ম [বিহিত হইতেছে], কিন্তু বিষয়োপভোগাভিলাষীর জন্য নহে। সেই কর্ম্মের জন্য নিম্নলিখিত কালাদির বিধান কথিত হইতেছে—

অমাবস্যা তিথিতে দীক্ষিত হইয়া—অর্থাৎ দীক্ষিতের ন্যায় ভূমি-শয়নাদি নিয়ম গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ তপস্যাস্বরূপ সত্যবচন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি-ধর্ম্মসম্পন্ন হইয়া, —কিন্তু দীক্ষোক্ত সমস্ত কর্ম্মই যে গ্রহণ করিবে, তাহা নহে; কারণ, এই মন্থাখ্য কর্ম্মটি তাহার (দীক্ষা কর্ম্মের) বিকার বা অনুগত নহে (১); অন্য শ্রুতিতে "উপসদ্‌ব্রতী" এইরূপ কথা থাকায় শুদ্ধি সম্পাদনের জন্য কেবল দুগ্ধভক্ষণরূপ 'তপস্যা'মাত্র এখানে গৃহীত হয়, (আর কিছু নহে)। পূর্ণিমা রাত্রিতে কর্ম্ম আরম্ভ করে,—সর্ব্বৌষধের অর্থাৎ শক্তি অনুসারে গ্রাম্য ও অরণ্যজাত তৃণ-লতা প্রভৃতির অল্প অল্প অংশ লইয়া তাহা তুষমুক্ত (ত্বক্‌হীন) করিয়া অপক্কাবস্থায়ই পোষণ করিয়া—অপর শ্রুতি অনুসারে [বুঝিতে হইবে, উহা] কংসাকার বা

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যে "অতদ্বিকারত্বাৎ মন্থাখ্যস্য কর্ম্মণঃ" বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতিতে কতকগুলি যজ্ঞের পূর্ব্বাপর কর্ম্মপদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে; সেই সমস্ত যজ্ঞ 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত হয়, আর যে সমস্ত যজ্ঞের পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্য সমস্ত অঙ্গের নির্দ্দেশ করা নাই, বিশেষ বিশেষ অংশ মাত্র নির্দ্দেশের পর অবশিষ্টাংশের জন্য অন্যত্র বরাত দেওয়া আছে, অর্থাৎ 'ইহার অন্যান্য অংশ অমুক কর্ম্মের ন্যায়' এইরূপ মাত্র বলা আছে, সেই সমস্ত কর্ম্মকে 'বিকৃতি' কর্ম্ম বলে। যেমন—পার্ব্বণ শ্রাদ্ধটি প্রকৃতি, আর 'আভ্যুদয়িক' শ্রাদ্ধ তাহার বিকৃতি। মীমাংসকগণ বলেন যে, "প্রকৃতিবৎ বিকৃতয়ো ভবন্তি"। অর্থাৎ বিকৃতি কর্ম্মগুলি প্রকৃতি কর্ম্মের ন্যায় হইয়া থাকে। এখানেও এই মন্থাখ্য কর্ম্মটি যখন দীক্ষাসম্বলিত কর্ম্মের বিকৃতি নহে, তখন ইহাতে সম্পূর্ণ দীক্ষাপদ্ধতি গ্রহণীয় হইতে পারে না।

চমসাকার ঔদুম্বরপাত্রে (তাম্রপাত্রে) নিক্ষেপ করিয়া—দধি ও মধুতে মন্থন করিয়া সম্মুখে সংস্থাপনপূর্ব্বক আবসথ্য (গার্হপত্য) অগ্নিতে আজ্যপ্রক্ষেপস্থানে 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে, পশ্চাৎ শ্রুবসংলগ্ন সম্পাত (প্রক্ষেপযোগ্য হোমীয় দ্রব্যাংশ) মন্থে—নিম্নদেশে নিক্ষেপ করিবে ॥৩৭৬॥৪

বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ, প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ, সম্পদে স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ, আয়তনায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥৩৭৭॥৫

অন্যানপি আহুতিপ্রকারানাহ—["বসিষ্ঠায়" ইত্যাদিভিঃ]।—'বসিষ্ঠায় স্বাহা', ইতি মন্ত্রেণ [পূর্ব্ববৎ] অগ্নৌ আজ্যস্য আবাপস্থানে হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ ; 'প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা' ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ ; 'সম্পদে স্বাহা' ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ ; 'আয়তনায় স্বাহা' ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতম্ অবনয়েৎ [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ]।

এখন অপরাপর আহুতির কথা কথিত হইতেছে—'বসিষ্ঠায় স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে ; 'প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে আজ্যাহুতি-স্থানে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। 'সম্পদে স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে আজ্যাহুতিস্থানে আহুতি প্রদান করিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে। 'আয়তনায় স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে আজ্যাহুতি-স্থানে আহুতি দিয়া মন্থে সম্পাত নিক্ষেপ করিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। বসিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠায়ৈ সম্পদে আয়তনায় স্বাহেতি প্রত্যেকং তথৈব সম্পাতমবনয়েৎ হুত্বা ॥৩৭৭॥৫

আনন্দগিরিঃ।—বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যাদিবাক্যং পূর্ব্ববাক্যেন তুল্যার্থমিত্যাহ—সমানমিতি। তুল্যত্বমেব স্পষ্টয়তি—বসিষ্ঠায়েতি। স্বাহেতি মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য হুত্বেতি সম্বন্ধঃ। তথৈব প্রথমহোমানন্তরমিত্যর্থঃ ॥৩৭৭॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—অন্যান্য অংশ পূর্ব্বের ন্যায়। 'বসিষ্ঠায়', 'প্রতিষ্ঠায়', 'সম্পদে' ও 'আয়তনায় স্বাহা' বলিয়া প্রত্যেক আহুতির সম্পাত পূর্ব্ববৎ অধোনিক্ষেপ করিবে ॥৩৭৭॥৫

অথ প্রতিসৃপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপত্যমো নামাস্যমা হি তে সর্ব্বমিদং স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ, স মা

জৈ্যষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্ব্বমসানীতি ॥৩৭৮॥৬

অথ (অনন্তরং) প্রতিসৃপ্য (অগ্নেঃ সকাশাৎ ঈষৎ অপসৃত্য) অঞ্জলৌ (করপুটে) মন্থম্ (পূর্ব্বসম্পাদিতম্) আধায় (গৃহীত্বা) জপতি [ইমং মন্ত্রম্—] [হে মন্থ, ত্বম্] অমো নাম অসি; (অম ইতি প্রাণস্য নাম, প্রাণস্য চ অন্নমূলকত্বাৎ প্রাণনাম্না অমশব্দেন মন্থদ্রব্যং স্তূয়তে ইতি ভাবঃ), হি (যস্মাৎ) ইদং সর্ব্বং [জগৎ] তে (তব—ত্বয়া) অমা [সহ] [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ]। [যস্মাৎ] সঃ (মন্থরূপী প্রাণঃ) জ্যেষ্ঠঃ (প্রথমঃ), শ্রেষ্ঠঃ, রাজা (দীপ্তিমান্), অধিপতিঃ (সর্ব্বস্য পালকঃ); সঃ (মন্থঃ প্রাণঃ) মা (মাং) জৈ্যষ্ঠ্যং (জ্যেষ্ঠত্বং) শ্রৈষ্ঠ্যং (সর্ব্বোৎকর্ষং), রাজ্যম্ (দীপ্তিম্) আধিপত্যং (পালকত্বং) [চ] গময়তু (প্রাপয়তু); অহং (মন্থাখ্যকর্ম্মকৃৎ) এব ইদং সর্ব্বম্ [জগৎ] অসানি (ভবানি, প্রাণবৎ অহমেব সর্ব্বাত্মকঃ ভবেয়মিত্যর্থঃ)॥

অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা অগ্নির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া অঞ্জলিতে অবশিষ্ট মন্থগ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিবে—[হে মন্থ, তুমি] হইতেছ অম; কারণ, এই সমস্ত জগৎ তোমার সহিত অবস্থিত। সেই মন্থরূপী প্রাণই জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা ও অধিপতিস্বরূপ, সেই মন্থরূপী প্রাণ আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, রাজ্য (দীপ্তি) ও আধিপত্য দান করুন; আমিই যেন এই সর্ব্বজগৎস্বরূপ হই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ প্রতিসৃপ্য অগ্নিরীষদপসৃত্য অঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপতি ইমং মন্ত্রম্—অমো নামাসি অমা হি তে; অম ইতি প্রাণস্য নাম। অন্নেন হি প্রাণঃ প্রাণিতি দেহে, ইত্যতো মন্থদ্রব্যং প্রাণস্যান্নত্বাৎ প্রাণত্বেন স্তূয়তে অমো নামাসীতি। কুতঃ? যতঃ অমা সহ হি যস্মাৎ তে তব প্রাণভূতস্য সর্ব্বং সমস্তং জগদিদম্, অতোঽমো নামাসীত্যর্থঃ। স হি প্রাণভূতো মন্থো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ; অতএব চ রাজা দীপ্তিমান্ অধিপতিশ্চ অধিষ্ঠায় পালয়িতা সর্ব্বস্য। সঃ মা মামপি মন্থঃ প্রাণো জৈ্যষ্ঠ্যাদিগুণপূগমাত্মনো গময়তু; অহমেবেদং সর্ব্বং জগৎ অসানি ভবানি প্রাণবৎ। ইতি শব্দো মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৩৭৮॥৬

আনন্দগিরিঃ।—আহুত্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। ভবতু প্রাণস্যেদং নাম, মন্থস্য তু কথং তন্নামত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্নেন হীতি। প্রতিজ্ঞাতেঽর্থে প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুমাহ—কুতইতি। অতশ্চামো নামাসীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। হেতুং ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি ॥৩৭৮॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর অগ্নির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া অঞ্জলিতে অবশিষ্ট মন্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিবে—[হে মন্থ, তুমি] হইতেছ 'অম'-নামক; 'অম' এইটি প্রাণের নাম; প্রাণ অন্নের সাহায্যেই দেহে বর্ত্তমান

থাকে। মন্থ দ্রব্যও প্রাণের অন্নস্বরূপ; এইজন্য 'অমো নামাসি' বলিয়া মন্থকেই প্রাণরূপে স্তব করা হইতেছে। কারণ? যেহেতু এই সমস্ত জগৎই প্রাণরূপী তোমার সহিত অবস্থিত, সেই হেতু তুমি অম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ। প্রাণস্বরূপ সেই মন্থই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ; এই কারণেই উহা রাজা, অর্থাৎ দীপ্তিশালী ও অধিপতি, অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সকলের পালক। সেই প্রাণস্বরূপ মন্থ আমাকেও তদীয় জ্যেষ্ঠতাদি গুণরাশি প্রাপণ করুক; আমিই যেন প্রাণের ন্যায় এই সমস্ত জগৎ-স্বরূপ হই। মন্ত্র-সমাপ্তি-সূচনার্থ 'ইতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৩৭৮॥৬

অথ খল্বেতয়র্চ্চা পচ্ছ আচামতি—তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহইত্যাচামতি, বয়ং দেবস্য ভোজনমিত্যাচামতি, শ্রেষ্ঠꣳ সর্ব্বধাতমমিত্যাচামতি, তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্ব্বং পিবতি, নির্ণিজ্য কꣳসং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বা স্থণ্ডিলে বা বাচংযমোঽপ্রসাহঃ, স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্ম্মেতি বিদ্যাৎ ॥৩৭৯॥৭

অথ (অনন্তরং) খলু (নিশ্চয়ে) এতয়া (বক্ষ্যমাণয়া) ঋচা (মন্ত্রেণ) পচ্ছঃ (পাদশঃ—একৈকপাদোচ্চারণপূর্ব্বকম্ একৈকং গ্রাসং) আচামতি (ভক্ষয়তি) [মন্থমিতি শেষঃ]। বয়ং (মন্থাখ্যকর্ম্মকর্ত্তারঃ) দেবস্য (দ্যোতমানস্য) সবিতুঃ (জগৎপ্রসবিতুঃ আদিত্যস্য) সর্ব্বধাতমং (সর্ব্বস্য বিধাতৃতমং) শ্রেষ্ঠং (প্রশস্যং) তৎ (ভোজনং) বৃণীমহে (বৃণীমহি—প্রার্থয়েমহি); তুরং (তূর্ণং, শীঘ্রং) ভগস্য (সূর্য্যস্য) [স্বরূপং] ধীমহি (ধ্যায়েম—চিন্তয়েমহি ইতি সমুদিতার্থঃ)। আচমনে পাদবিভাগস্তু—"তৎ সবিতুর্বৃণীমহে" ইতি প্রথমঃ; "বয়ং দেবস্য ভোজনম্" ইতি দ্বিতীয়ঃ; "শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমম্" ইতি তৃতীয়ঃ; "তুরং ভগস্য ধীমহি" ইতি চতুর্থঃ। [চতুর্থং পাদং জপন্] কংসং চমসং বা (পাত্রবিশেষং) নির্ণিজ্য (প্রক্ষাল্য) সর্ব্বং (মন্থলেপং) পিবতি। [অতঃ পরং] বাচংযমঃ (সংযতবাক্) অপ্রসাহঃ (সংযতচিত্তশ্চ সন্) অগ্নেঃ পশ্চাৎ চর্ম্মণি (অজিনে) বা স্থণ্ডিলে বা সংবিশতি (নিদ্রাতি)। সঃ [সুপ্তঃ সন্] যদি স্ত্রিয়ং (স্ত্রীমূর্ত্তিং) পশ্যেৎ, [তদা] কর্ম্ম (অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম) সমৃদ্ধং (সফলং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ)॥

অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পাদক্রমে অর্থাৎ এক এক পাদ মন্ত্র জপ করিতে করিতে এক একবার ভক্ষণ করিবে—প্রকাশমান সবিতার (সূর্য্যের) সেই সর্ব্ব-বিষয়ক ও শ্রেষ্ঠতম ভোজন আমরা প্রার্থনা করিতেছি এবং অবিলম্বে সেই সূর্য্যের স্বরূপ ধ্যান করিতেছি; এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে কংস বা চমস (উভয়ই পাত্রবিশেষ) ধৌত করিয়া তৎসংলগ্ন সমস্ত মন্থ পান করিবে। অতঃপর

বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে চর্ম্মে কিংবা স্থণ্ডিলে (যজ্ঞীয় পবিত্র ভূমিতে) শয়ন করিবে। সেই সুপ্ত ব্যক্তি যদি স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে, তাহা হইলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে সফল বলিয়া জানিবে। আচমনের মন্ত্রবিভাগ এইরূপ;—(১) ('তৎ সবিতুঃ বৃণীমহে', (২) 'বয়ং দেবস্য ভোজনম্', (৩) 'শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমম্', (৪) 'তুরং ভগস্য ধীমহি'॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অনন্তরং খলু তয়া বক্ষ্যমাণয়া ঋচা পচ্ছঃ পাদশঃ আচামতি ভক্ষয়তি, মন্ত্রস্যৈকৈকেন পাদেনৈকৈকং গ্রাসং ভক্ষয়তি। তৎ ভোজনং সবিতুঃ সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ, প্রাণমাদিত্যঞ্চ একীকৃত্যোচ্যতে, আদিত্যস্য বৃণীমহে প্রার্থয়েমহি মন্থরূপম্; যেনান্নেন সাবিত্রেণ ভোজনেনোপভুক্তেন বয়ং সবিতৃস্বরূপাপন্না ভবেমেত্যভিপ্রায়ঃ। দেবস্য সবিতুরিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ, শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমং সর্ব্বান্নেভ্যঃ, সর্ব্বধাতমং সর্ব্বস্য জগতো ধারয়িতৃতমম্ অতিশয়েন বিধাতৃতমমিতি বা; সর্ব্বথা ভোজনবিশেষণম্। তুরং ত্বরং তূর্ণং শীঘ্রমিত্যেতৎ, ভগস্য দেবস্য সবিতুঃ স্বরূপমিতি শেষঃ। ধীমহি চিন্তয়েমহি, বিশিষ্টভোজনেন সংস্কৃতাঃ শুদ্ধাত্মানঃ সন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা, ভগস্য শ্রিয়ঃ কারণং মহত্ত্বং প্রাপ্তুং কর্ম্ম কৃতবন্তো বয়ং তৎ ধীমহি চিন্তয়েমহি, ইতি সর্ব্বং চ মন্থলেপং পিবতি। নির্ণিজ্য প্রক্ষাল্য কংসং কংসাকারং চমসং চমসাকারং বা ঔডুম্বরং পাত্রম্। পীত্বা আচম্য পশ্চাদগ্নেঃ প্রাক্‌শিরাঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বা অজিনে স্থণ্ডিলে কেবলায়াং বা ভূমৌ। বাচংযমো বাগ্‌যতঃ সন্নিত্যর্থঃ, অপ্রসাহঃ ন প্রসহ্যতে নাভিভূয়তে স্ত্র্যাদ্যনিষ্টস্বপ্নদর্শনেন যথা, তথা সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। স এবম্ভূতো যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ স্বপ্নেষু, তদা বিদ্যাৎ সমৃদ্ধং মমেদং কর্ম্মেতি ॥৩৭৯॥৭

আনন্দগিরিঃ।—অনন্তরং জপকর্ম্মণঃ সকাশাদিতিশেষঃ। তদেব স্পষ্টয়তি—মন্ত্রস্যেতি। মন্ত্রস্যৈকৈকেন পাদেন মন্ত্রস্যৈকৈকং গ্রাসং ভক্ষয়তীতি যোজনা। ভোজনং মন্থরূপমিতি সম্বন্ধঃ। তৎ কথং সবিতুঃ স্যাৎ, প্রাণস্য হি মন্থদ্রব্যমন্নমিত্যুক্তং, তত্রাহ—প্রাণমিতি। উচ্যতে সবিতুর্ভোজনমিতিশেষঃ। প্রাণাদিত্যয়োরেকত্বে ফলিতং বাক্যার্থমাহ—আদিত্যস্যেতি। মন্থরূপং তদ্‌ভোজনমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। প্রার্থনাবিষয়ং ভোজনমেব বিশিনষ্টি—যেনেতি। তস্যৈব বিশেষণান্তরং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি। স্থিতিকারণত্বমুক্ত্বা জনকত্বং পক্ষান্তরমাহ—অতিশয়েনেতি। জগদ্ব্যাপ্তৌ ফলদানে ধ্যাতুঃ শৈঘ্র্যম্। কিমিতি ভোজনে কথ্যমানে ধ্যানমুচ্যতে, তত্রাহ—বিশিষ্টেতি। শুদ্ধধীত্বং ধ্যানকারণমুক্ত্বা প্রকৃতকর্ম্মবৎ প্রেপ্সিত মহত্ত্বে হেতুত্বাদপি ধ্যানমনুষ্ঠেয়মিত্যাহ—অথবেতি। সাবিত্রং রূপমুক্তং, নিয়মেনৌডুম্বরং বৈকল্পিতাকারে বিশেষঃ। পাত্রং প্রক্ষাল্য পিবতীতি সম্বন্ধঃ। মন্থলেপং পাত্রং প্রক্ষাল্য পীত্বা আচমনপূর্ব্বকমগ্নেঃ পশ্চিমভাগে কৃষ্ণাজিনব্যবহিতায়াং কেবলায়াং বা ভূমৌ প্রাক্‌শিরা ভূত্বা শয়ীতেত্যাহ—পীত্বেতি। শয়ানস্য কর্ত্তব্যং দর্শয়তি—বাচংযম ইতি। তস্য স্বপ্নে কথঞ্চিদুত্তমস্ত্রীদর্শনে শুভাগমঃ সূচ্যতে, ইত্যাহ—স এবম্ভূত ইতি ॥৩৭৯॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পাদবিভাগ-ক্রমে (মন্ত্রের চারি

ভাগের এক এক ভাগকে 'পাদ' বলা হইয়াছে)। আচমন করিবে—ভক্ষণ করিবে, অর্থাৎ মন্ত্রের এক এক পাদ জপ করত এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিবে। 'তৎ' অর্থ—ভোজন; 'সবিতুঃ' অর্থ—সর্ব্বপ্রসবিতার; এখানে প্রাণ ও আদিত্যকে এক করিয়া 'সবিতুঃ' বলা হইতেছে। [সুতরাং অর্থ হইতেছে—] সবিতা আদিত্যের সেই মন্থরূপ ভোজন বরণ করিতেছি—প্রার্থনা করিতেছি। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ,—সবিতৃসম্বন্ধীয় যে অন্ন ভোজন করিয়া আমরা সবিতৃ-স্বরূপই প্রাপ্ত হইতে পারি। 'দেবস্য সবিতুঃ' এ কথার সম্বন্ধ পূর্ব্বের সঙ্গে। শ্রেষ্ঠ অর্থ—সর্ব্বপ্রকার অন্ন অপেক্ষা অতিশয় প্রশংসনীয়; 'সর্ব্বধাতম' অর্থ—সর্ব্ব-জগতের শ্রেষ্ঠ ধারক অথবা সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়রূপে ধারণের হেতুভূত; [যাহাই হউক] সর্ব্বথাই ইহা ভোজনের বিশেষণ। 'তুর' অর্থ—তূর্ণ অর্থাৎ শীঘ্র; "ভগস্য" অর্থাৎ সবিতার স্বরূপ; [স্বরূপ শব্দটি এখানে] অনুক্ত রহিয়াছে, ধীমহি—চিন্তা করিতেছি; অভিপ্রায় এই যে, উক্তপ্রকার বিশেষ ভোজন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন শুদ্ধাত্মা হইয়া চিন্তা করিতেছি। অথবা, ভগস্য অর্থাৎ সম্পদের কারণীভূত মহত্ত্বলাভের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠাতা আমরা তাহা ধ্যান করিতেছি; এই বলিয়া কংস—কংসের ন্যায় অথবা চমস অর্থাৎ চমসাকার ঔডুম্বর পাত্র নির্ণেজন করিয়া—প্রক্ষালন করিয়া সমস্ত মন্থলেপ পান করিবে। পানের পর আচমন করিয়া, বাচংযম অর্থাৎ সংযতবাক্ হইয়া এবং অপ্রসহ অর্থাৎ যাহাতে স্বপ্নসময়ে স্ত্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি অনিষ্ট বস্তু দর্শনে কলুষিত না হয়, সেইরূপভাবে সংযতচিত্ত হইয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বশিরা হইয়া চর্ম্মে, কৃষ্ণাজিনে কিংবা স্থণ্ডিলে, অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ ভূমিতেই শয়ন করিবে। সেই ব্যক্তি এবংবিধ অবস্থায় স্বপ্নসময়ে যদি স্ত্রী দর্শন করে, তাহা হইলে, 'আমার এই কর্ম্মটি সমৃদ্ধ অর্থাৎ সফল' বলিয়া জানিবে ॥৩৭৯॥৭

তদেষ শ্লোকঃ—
যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে
তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥৩৮০॥৮

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২

তৎ (তস্মিন্ অর্থে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ [অস্তীতি শেষঃ]। কাম্যেষু (কাম্যফলার্থেষু) কর্ম্মসু [ক্রিয়মাণেষু সৎসু] যদা স্বপ্নেষু (স্বপ্নকালেষু) স্ত্রিয়ং

(স্ত্রীমূর্ত্তিং) পশ্যতি, [তদা] তস্মিন্ স্বপ্নদর্শনে (স্বপ্ননিদর্শনে সতি) তত্র (কর্ম্মণি) সমৃদ্ধিং (ফলসিদ্ধিং) জানীয়াৎ (অবগচ্ছেৎ)॥

উক্ত বিষয়ে এই একটি সংক্ষিপ্তার্থক কথা আছে—যখন কাম্য কর্ম্মে স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে সেই কর্ম্মে সফলতা জানিবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদেতস্মিন্নর্থে এব শ্লোকো মন্ত্রোঽপি ভবতি—যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু কামার্থেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু স্বপ্নদর্শনেষু স্বপ্নকালেষু বা পশ্যতি, সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ কর্ম্মণাং ফলনিষ্পত্তির্ভবিষ্যতীতি জানীয়াদিত্যর্থঃ; তস্মিন্ স্ত্র্যাদিপ্রশস্ত-স্বপ্নদর্শনে সতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। দ্বিরুক্তিঃ কর্ম্মসমাপ্ত্যর্থা ॥৩৮০॥৮

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—॥৩৮০॥৮

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই বিষয়ে এই একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্র আছে—যখন কাম্য অর্থাৎ ফলকামনায় কৃত কর্ম্মে স্বপ্নে অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনে অথবা সেই স্বপ্নসময়ে স্ত্রীরূপ দর্শন করে, তাহাতে সমৃদ্ধি জানিবে, অর্থাৎ কর্ম্মের ফলসিদ্ধি হইল বলিয়া জানিবে। অভিপ্রায় এই যে, সেই স্ত্রীমূর্ত্তিরও সৌন্দর্য্যাদি উৎকর্ষ দর্শনেই [উক্তরূপ ফল জানিবে, নচেৎ নহে]। কর্ম্মকাণ্ডসমাপ্তিসূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩৮০॥৮

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥২

পঞ্চমাধ্যায়ে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাঃ সংসারগতয়ো বক্তব্যা বৈরাগ্যহেতোর্মুমুক্ষূণাম্, ইত্যত আখ্যায়িকা আরভ্যতে—

শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায়; তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ—কুমারানু ত্বাশিষৎ পিতেতি, অনু হি ভগব ইতি ॥৩৮১॥১

[বৈরাগ্যহেতোঃ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তাং সংসারাবস্থাং বক্তুমাখ্যায়িকা প্রারভ্যতে]—শ্বেতকেতুঃ (তন্নামকঃ) হ (ঐতিহ্যে) আরুণেয়ঃ (অরুণস্যাপত্যং আরুণিঃ, তস্যাপত্যং—আরুণেয়ঃ) পঞ্চালানাং (তন্নামধেয়-জনপদানাং) সমিতিম্ (সভাম্) এয়ায় (আজগাম); প্রবাহণঃ (তন্নামকঃ) জৈবলিঃ (জীবলস্যাপত্যং) তম্ (শ্বেতকেতুম্) হ উবাচ (উক্তবান্)—হে কুমার, পিতা (তব জনকঃ) ত্বা (ত্বাং) অন্বশিষৎ ? (অনুশিষ্টবান্—পিত্রা ত্বম্ অনুশিষ্টোঽসি কিম্) ? [ইতি পৃষ্টঃ শ্বেতকেতুঃ আহ—] হে ভগবঃ (ভগবন্) হি (নিশ্চয়ে) অনু (অনুশিষ্টবান্ পিতা, 'পদৈকদেশগ্রহণে পদসমুদায়গ্রহণম্' ইতি ন্যায়াৎ 'অনু'গ্রহণেনৈব অনুশাসনপ্রতীতিরিতি ভাবঃ) ॥

সম্প্রতি মুমুক্ষুর বৈরাগ্যসমুৎপাদনার্থ ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত জগতের অবস্থা প্রদর্শনার্থ এই আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে—আরুণির পুত্র—আরুণেয় শ্বেতকেতু পঞ্চালদেশের প্রসিদ্ধ সভায় গমন করিয়াছিলেন; জীবল-নন্দন প্রবাহণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে কুমার, পিতা তোমাকে উপদেশ (শিক্ষা) দিয়াছেন কি ? [শ্বেতকেতু বলিলেন—] ভগবন্, অনু, অর্থাৎ হাঁ, অনুশাসন করিয়াছেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শ্বেতকেতুর্নামতঃ হ ইত্যৈতিহার্থঃ। অরুণস্যাপত্যমারুণিঃ, তস্যাপত্যমারুণেয়ঃ, পঞ্চালানাং জনপদানাং সমিতিং সভাম্ এয়ায় আজগাম। তমাগতবন্তং হ প্রবাহণো নামতঃ জীবলস্যাপত্যং জৈবলিঃ উবাচ উক্তবান্—হে কুমার, অনু ত্বা ত্বাম্ অশিষৎ অন্বশিষৎ পিতা ? কিমনুশিষ্টস্ত্বং পিত্রেত্যর্থঃ। ইত্যুক্তঃ স আহ—অনু হি অনুশিষ্টোঽস্মি ভগব ইতি সূচয়ন্নাহ ॥৩৮১॥১

আনন্দগিরিঃ।—প্রাণবিদ্যা তদঙ্গকর্ম্ম চেত্যুভয়মুক্তম্, ইদানীমগ্নিবিদ্যামাখ্যাতুকামঃ তাবদাখ্যায়িকাতাৎপর্য্যমাহ—ব্রহ্মাদীতি। তাসাং চ বক্তব্যত্বে হেতুমাহ—বৈরাগ্যহেতোরিতি। রাজা কুমারেতি সম্বোধয়ন্নভিমানং শ্বেতকেতোরপনিনীষতি ॥৩৮১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হ শব্দ পুরাবৃত্তসূচনার্থক; শ্বেতকেতু-নামক আরুণেয়—অরুণের পুত্র আরুণি, তাহার পুত্র আরুণেয়, পঞ্চাল-নামক জনপদের (প্রদেশের) সমিতিতে—সভায় গিয়াছিলেন; প্রবাহণ-নামক জীবলপুত্র—জৈবলি সমাগত সেই শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কুমার, পিতা তোমাকে অনুশাসন করিয়াছেন কি? অর্থাৎ তুমি কি পিতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ? এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজের অনুশাসনপ্রাপ্তিসূচনার্থ তিনি বলিলেন—হে ভগব (মহাশয়), অনু হি, অর্থাৎ আমি অনুশাসন লাভ করিয়াছি ॥৩৮১॥১

বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তীতি? ন ভগব ইতি। বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্ত ৩ ইতি? ন ভগব ইতি। বেত্থ পথোর্দ্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্ত্তনা ৩ ইতি? ন ভগব ইতি ॥৩৮২॥২

[পঞ্চাগ্নিবিদ্যাংব্যাখ্যাতুকামঃ প্রবাহণঃ তৎ পপ্রচ্ছ]—[হে কুমার], [ত্বং] বেত্থ (জানাসি)—প্রজাঃ (প্রাণিনঃ) [মরণানন্তরং] ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ) অধি (ঊর্দ্ধং) যৎ প্রয়ন্তি (গচ্ছন্তি)? ইতি। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ভগবঃ, ন ইতি (ন বেদ্মি ইত্যর্থঃ)। বেত্থ—যথা (যেন প্রকারেণ) পুনঃ আবর্ত্তন্তে (ইমং লোকং প্রত্যাগচ্ছন্তি)? ইতি। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ন ভগবঃ, ইতি। বেত্থ—দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ পথোঃ ব্যাবর্ত্তনা (পরস্পরবিয়োগস্থানম্)? [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ন ভগবঃ ইতি ॥

প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি জান কি, প্রাণিগণ [মৃত্যুর পর] এতদপেক্ষা ঊর্দ্ধে যেখানে গমন করে? [শ্বেতকেতু বলিলেন—] না, মহাশয়, অর্থাৎ জানি না। [পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] জান কি, প্রাণিগণ যে প্রকারে [ইহ লোকে] ফিরিয়া আইসে? [উত্তর—] না মহাশয়। [প্রশ্ন—] দেবযান ও পিতৃযাণ, এই পথদ্বয়ের ব্যাবর্ত্তনা অর্থাৎ পরস্পরবিয়োগস্থান জান কি? [উত্তর—] না মহাশয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং হোবাচ—যদ্যনুশিষ্টোঽসি, বেত্থ যৎ ইতঃ অস্মাৎ লোকাৎ অধি ঊর্দ্ধং যৎ প্রজাঃ প্রযন্তি যৎ গচ্ছন্তি, তৎ কিং জানীষে? ইত্যর্থঃ। ন ভগব ইত্যাহ ইতরঃ, ন জানেঽহং তৎ, যৎ পৃচ্ছসি। এবং তর্হি, বেত্থ জানীষে যথা যেন প্রকারেণ পুনরাবর্ত্তন্তে? ইতি। ন ভগব ইতি প্রত্যাহ। বেত্থ পথোর্মার্গয়োঃ সহপ্রয়াণয়োর্দ্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্ত্তনা ব্যাবর্ত্তনম্—ইতরেতরবিয়োগস্থানং সহ গচ্ছতাম্? ইত্যর্থঃ। ন ভগব ইতি ॥৩৮২॥২

আনন্দগিরিঃ।—যথেত্যস্যার্থমাহ—যেনেতি। বিদ্বদবিদুষোস্তুল্যমার্গয়োঃ সতোঃ দ্বৌ মার্গৌ, তয়োর্মধ্যে দেবযানস্যেত্যাদি যোজ্যম্। উক্তং বাক্যার্থং সংক্ষিপতি—ইতরেতরেতি। বিদুষাঞ্চ কর্ম্মিণাঞ্চ মার্গদ্বয়মধিকৃত্য সহ প্রস্থিতানাং যত্র মিথো বিয়োগো ভবতি, তৎ কিং বেত্থেত্যর্থঃ॥৩৮২॥২

ভাষ্যানুবাদ।—[প্রবাহণ] তাঁহাকে বলিলেন—যদি অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়া থাক, [জিজ্ঞাসা করি,] তুমি জান কি, প্রজাগণ (প্রাণিগণ) যে ইহলোক হইতে অধি অর্থাৎ উর্দ্ধে যেখানে গমন করে, তাহা তুমি জান কি? অপর—শ্বেতকেতু বলিল—না মহাশয়, অর্থাৎ আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমি জানি না। আচ্ছা, তাহা হইলে, প্রজাগণ যে প্রকারে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে, [তাহা] জান কি? [শ্বেতকেতু] প্রত্যুত্তরে বলিলেন—না মহাশয়। সহগামী পথদ্বয়ের—দেবযান ও পিতৃযাণের ব্যাবর্ত্তনা—বিভাগ, অর্থাৎ সহগামী পথদ্বয়ের একসঙ্গে গমনশীলদিগের পরস্পর বিচ্ছেদস্থান জান কি? (১) [উত্তর—] না মহাশয়॥৩৮২॥২

বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যত ৩ ইতি? ন ভগব ইতি। বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি? নৈব ভগব ইতি॥৩৮৩॥৩

[কিঞ্চ,] বেত্থ (জানাসি কিং)? যথা (যেন কারণেন) অসৌ লোকঃ (পিতৃসম্বন্ধী চন্দ্রলোকঃ) [তত্র প্রয়দ্ভিঃ] ন সম্পূর্য্যতে (সম্পূর্ণঃ ন ভবতি)? ইতি। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ন ভগবঃ, ইতি। [পুনঃ প্রশ্নঃ—] বেত্থ পঞ্চম্যাম্ (পূর্ব্বাপেক্ষয়া পঞ্চসংখ্যাকায়াম্) আহুতৌ (হুতায়াং সত্যাং) আপঃ (সোমাজ্য-রসাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) পুরুষবচসঃ (পুরুষপদবাচ্যাঃ) ভবন্তি? ইতি। [উত্তরম্—] ন এব ভগবঃ [নৈব বেদ্মীত্যর্থঃ]॥

অপিচ, তুমি জান কি, এই পিতৃযাণগামী জীব দ্বারা এই চন্দ্রলোক [কেন] পূর্ণ হয় না? [উত্তর—] না মহাশয়। [প্রশ্ন—] তুমি জান কি, পঞ্চমী আহুতিতে আহুত সোমঘৃতাদি রসসমূহ যেরূপে পুরুষপদবাচ্য হয়, অর্থাৎ প্রাণিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়? [উত্তর—] মহাশয়, নিশ্চয়ই নহে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বেত্থ যথা অসৌ লোকঃ পিতৃসম্বন্ধী, যং প্রাপ্য পুনরাবর্ত্তন্তে,

(১) তাৎপর্য্য—দেবযান ও পিতৃযাণ পথদ্বয় স্বতন্ত্র হইলেও পাশাপাশিভাবে অবস্থিত; উভয় পথই একসঙ্গে বহুদূর যাইয়া বিভিন্নদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই কারণে এই দুই পথে যাহারা গমন করে, তাহাদিগকেও 'সহগামী' বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার সেই কারণেই 'সহ গচ্ছতাম্' বলিয়াছেন।

বহুভিঃ প্রযদ্ভিরপি যেন কারণেন ন সম্পূর্য্যতে ? ইতি। ন ভগব ইতি প্রত্যাহ। বেত্থ যথা যেন ক্রমেণ পঞ্চম্যাং পঞ্চসংখ্যাকায়াম্ আহুতৌ হুতায়াম্ আহুতি-নির্ব্বৃত্তাঃ আহুতিসাধনাশ্চাপঃ পুরুষবচসঃ—পুরুষ ইত্যেবং বচোঽভিধানং যাসাং হূয়মানানাং ক্রমেণ ষষ্ঠাহুতিভূতানাং তাঃ পুরুষবচসঃ পুরুষশব্দবাচ্যা ভবন্তি পুরুষাখ্যাং লভন্তে ? ইত্যর্থঃ। ইত্যুক্তঃ নৈব ভগব ইত্যাহ, নৈবাহমত্র কিঞ্চন জানামীত্যর্থঃ ॥৩৮৩॥৩

আনন্দগিরিঃ।—পিতৃলোকসম্বন্ধিনং লোকমেব ব্যাকরোতি যৎ প্রাপ্যেতি। আহুতিনির্ব্বৃত্তা ইত্যস্য ব্যাখ্যানমাহুতিসাধনাশ্চেতি। অপূর্ব্বরূপাণামপাং ভূতান্তর-সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। অথবা পয়োঘৃতাদিরূপেণ আহুতিং সাধয়ন্তীতি চাহুত্যা পুন-রপূর্ব্বাত্মনা নিষ্পন্না ইত্যর্থঃ। ক্রমেণেতি। শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতসাং হবনদ্বারেণেতি যাবৎ। ষষ্ঠাহুতিভূতানামন্ত্যেষ্টিবিধানেন শরীরাহুতিদ্বারা সূক্ষ্মতাং গতানামিত্যর্থঃ॥ ৩৮৩॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—তুমি জান কি ?—যাহাতে এই পিতৃসম্বন্ধী লোক—যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবগণ পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে, [সেই চন্দ্রলোক] পরলোকগামী বহুলোক দ্বারাও কি কারণে পূর্ণ হয় না। প্রত্যুত্তরে বলিলেন—না মহাশয়। [প্রশ্ন—] জান কি ?—পঞ্চমী অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা পঞ্চমসংখ্যক আহুতি অর্পিত হইলে পর সেই আহুতি হইতে নিষ্পন্ন এবং আহুতির সাধনস্বরূপ জল (সোম-ঘৃতাদি রসসমূহ) যেরূপ প্রণালীতে পুরুষবচস্ অর্থাৎ 'পুরুষ' এইরূপ বচন—নাম যাহাদের, অর্থাৎ যাহারা আহুতিরূপে অর্প্যমাণ এবং ক্রমানুসারে ষষ্ঠাহুতিস্বরূপ, তাহারা 'পুরুষবচস্' অর্থাৎ 'পুরুষ'-পদবাচ্য হয়, পুরুষ-সংজ্ঞা লাভ করে। এইরূপ জিজ্ঞাসিত শ্বেতকেতু প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"নৈব ভগবঃ", মহাশয়, আমি এ বিষয় কিছুমাত্রও জানি না ॥৩৮৩॥৩

অথানু কিমনুশিষ্টোঽবোচথাঃ, যো হীমানি ন বিদ্যাৎ কথং সোঽনুশিষ্টো ব্রুবীতেতি। স হায়স্তঃ পিতুরর্দ্ধমেয়ায়, তং হোবা-চাননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু ত্বাশিষমিতি ॥৩৮৪॥৪

অথ (অনন্তরং) [প্রবাহণ আহ—] [এবমুক্তঃ সন্] কিং (কস্মাৎ) অনুশিষ্টঃ (পিত্রা উপদিষ্টঃ) [অহম্ অস্মীতি] অবোচথাঃ (উক্তবান্ অসি)? হি (যস্মাৎ) যঃ (জনঃ) ইমানি (প্রাগুক্তানি প্রশ্নোত্তরাণি) ন বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ); সঃ কথম্ অনুশিষ্টঃ [অস্মীতি] ব্রুবীত ইতি। সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ আয়স্তঃ (এবং পরাভূতঃ সন্) পিতুঃ অর্দ্ধম্ (স্থানং সমীপম্) এয়ায় (গতবান্)। [গত্বা চ] তং (পিতরং) হ উবাচ (উক্তবান্—), ভগবান্

(পূজনীয়ঃ ভবান্) মা (মাং) কিল অননুশিষ্য বাব (অনুশাসনম্ অকৃত্বৈব) কিল ত্বা (ত্বাম্) অন্বশিষম্ (অনুশিষ্টবান্ অস্মি) ইতি অব্রবীৎ (উক্তবান্)॥

অনন্তর প্রবাহণ বলিলেন,—তুমি না জানিয়াও কেন আমাকে বলিলে 'আমি পিতাকর্তৃক অনুশিষ্ট হইয়াছি'; যে লোক মদুক্ত প্রশ্নার্থ পর্য্যন্ত জানে না, সে কিরূপে বলে—'আমি অনুশিষ্ট হইয়াছি'? শ্বেতকেতু এইরূপে পরাভূত হইয়া পিতার সমীপে গমন করিলেন, এবং পিতাকে বলিলেন—'পূজনীয়, আপনি আমাকে উপযুক্ত উপদেশ না দিয়াই 'তোমাকে উপদেশ দিলাম' বলিয়াছিলেন!

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ এবমজ্ঞঃ সন্ কিমনু কস্মাৎ ত্বম্ অনুশিষ্টোঽস্মীত্যবোচথাঃ উক্তবানসি? যো হি ইমানি ময়া পৃষ্টান্যর্থজাতানি ন বিদ্যাৎ ন বিজানীয়াৎ, কথং সঃ বিদ্বৎসু অনুশিষ্টোঽস্মীতি ব্রুবীত ইতি। এবং স শ্বেতকেতুঃ রাজ্ঞা আয়স্তঃ আয়াসিতঃ সন্ পিতুরর্দ্ধং স্থানম্ এয়ায় গতবান্, তং চ পিতরমুবাচ অননুশিষ্য অনুশাসনমকৃত্বৈব মা মাং কিল ভগবান্ সমাবর্ত্তনকালে অব্রবীদুক্তবান্—অনু ত্বাশিষম্ অন্বশিষং ত্বামিতি ॥৩৮৪॥৪

আনন্দগিরিঃ।—তৎপৃষ্টার্থজাতাতিরিক্তবিষয়মনুশাসনং মমাস্তীতি অনুশিষ্টোঽস্মীত্যুক্তম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যোহীতি ॥৩৮৪॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর [প্রবাহণ বলিলেন—] তুমি এইরূপ অজ্ঞ হইয়াও কেন 'অনুশিষ্ট হইয়াছি' বলিয়াছ? কারণ, যে লোক আমার জিজ্ঞাসিত এই সমস্ত প্রশ্নার্থ পর্য্যন্ত না জানে, সে কিরূপে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে আপনাকে 'অনুশিষ্ট' বলিতে পারে? শ্বেতকেতু এইরূপে আয়াসিত হইয়া পিতার অর্দ্ধে—সমীপে আগমন করিলেন, এবং পিতাকে বলিলেন—পূজনীয়, আপনি আমাকে অনুশাসন না করিয়াই সমাবর্ত্তন-সময়ে (ব্রহ্মচর্য্য-সমাপ্তি-সময়ে) বলিয়াছিলেন 'তোমাকে অনুশাসন করিয়াছি', অর্থাৎ বিজ্ঞেয় বিষয়-সমূহ তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ॥৩৮৪॥৪

পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীৎ; তেষাং নৈকঞ্চনাশকং বিবক্তুমিতি। স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ; যদ্যহমিমানবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি ॥৩৮৫॥৫

[কৃত এবম্? ইত্যাহ—] পঞ্চেতি। রাজন্যবন্ধুঃ (রাজন্যাঃ বন্ধবঃ যস্য, সঃ রাজন্যবন্ধুঃ, স্বয়ং পুনর্হ্ব্বৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ; বস্তুতস্তু অনাদরব্যঞ্জকমিদং)

মা (মাং) পঞ্চ প্রশ্নান্ অপ্রাক্ষীৎ (পৃষ্টবান্); [অহং পুনঃ] তেষাম্ (প্রশ্নানাম্) একঞ্চন (একমপি) বিবক্তুং (বিস্পষ্টং বক্তুং) ন অশকম্ (সমর্থঃ ন অভবম্) ইতি। সঃ (পিতা) হ উবাচ—ত্বং তদা (আগমনসময়ে এব) মা (মাং) যথা এতান্ (পঞ্চ প্রশ্নান্) অবদঃ (উক্তবানসি)—যথা 'অহম্ এষাং ন একঞ্চন বেদ' ইতি; [তথা অহমপি এষাম্ একঞ্চন ন জানে]। অহং যদি ইমান্ অবেদিষ্যং (অজ্ঞাসিষং), কথং (কেন হেতুনা) তে (তুভ্যং) ন অবক্ষ্যম্ (অকথয়িষ্যম্) ইতি ॥

[কুমার বলিলেন—] সেই রাজন্যবন্ধু (যে লোক রাজন্যজনোচিত আচার প্রতিপালন করে না, আপনাকে কেবল রাজন্যগণের বন্ধু বা সজাতীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহাকে রাজন্যবন্ধু বলে।) আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহার একটিও বলিতে সমর্থ হই নাই। [গৌতম বলিলেন—] তুমি তখনই (আগমনমাত্রেই) আমাকে যেরূপ এই সকল প্রশ্নের কথা বলিলে—"আমি ইহার একটিও বলিতে সমর্থ হই নাই" [জানিবে, আমিও ইহার একটি মাত্রও জানি না।] আমি যদি জানিতাম, কেন তোমাকে বলিতাম না, অর্থাৎ জানিলে অবশ্যই তোমাকে বলিতাম ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যতঃ পঞ্চ পঞ্চসঙ্খ্যাকান্ প্রশ্নান্ রাজন্যবন্ধুঃ—রাজন্যাঃ বন্ধবঃ অস্যেতি রাজন্যবন্ধুঃ, স্বয়ং দুর্বৃত্ত ইত্যর্থঃ, অপ্রাক্ষীৎ পৃষ্টবান্, তেষাং প্রশ্নানাং নৈকঞ্চন একমপি নাশকং ন শক্তবানহং বিবক্তুং বিশেষেণ অর্থতো নির্ণেতুমিত্যর্থঃ। স হোবাচ পিতা—যথা মা মাং বৎস, ত্বং তদা আগতমাত্র এব এতান্ প্রশ্নান্ অবদঃ উক্তবানসি—তেষাং নৈকঞ্চন অশকং বিবক্তুমিতি; তথা মাং জানীহি, ত্বদীয়াজ্ঞানেন লিঙ্গেন মম তদ্বিষয়মজ্ঞানং জানীহীত্যর্থঃ। কথম্? যথা অহম্ এষাং প্রশ্নানামেকঞ্চন একমপি ন বেদ ন জানে ইতি—যথা ত্বমেবাঙ্গ এতান্ প্রশ্নান্ ন জানীষে, তথা অহমপি এতান্ ন জানে ইত্যর্থঃ। অতো ময়ি অন্যথাভাবো ন কর্ত্তব্যঃ। কুত এতদেবম্? যতো ন জানে; যদ্যহমিমান্ প্রশ্নান্ অবেদিষ্যং বিদিতবানস্মি, কথং তে তুভ্যং প্রিয়ায় পুত্রায় সমাবর্ত্তনকালে পুরা নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি, ইত্যুক্ত্বা—॥৩৮৫॥৫

আনন্দগিরিঃ।—অননুশিষ্য ত্বামন্বশিষমিতি কথমুক্তবানস্মীত্যাশঙ্ক্যাহ—যত ইতি। নৈকংচনেত্যুক্তমেব নঞ্‌পদং নাশকমিতি সম্বন্ধং দর্শয়িতুং পুনরুপাত্তম্। অতো মাং প্রতি তব মিথ্যাবাদিতা সিদ্ধেতি শেষঃ। পিতা স্বকীয়মিথ্যাবাদিত্বশঙ্কাং পরিহরতি—স হোবাচেতি। যথা মা ত্বমিত্যাদি বাক্যং পূরয়িত্বা ব্যাখ্যায়ানন্তরবাক্যমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি—কথমিত্যাদিনা। তদ্‌ব্যাচষ্টে—যথেতি। অজ্ঞানাবিশেষোঽতঃশব্দার্থঃ। অন্যথাভাবো জ্ঞাতেঽপি বিষয়ে তবানুক্তিরিতি যাবৎ। ত্বদীয়মজ্ঞানং কুতো হেতোর্ময়া জ্ঞাতব্যমিত্যাশঙ্কামুদ্‌ভাব্য

অনন্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—কুত ইত্যাদিনা। অতস্তব পাত্রভূতস্য অনুপদেশাৎ মদীয়মজ্ঞানং জ্ঞাতব্যমিতি শেষঃ ॥৩৮৫॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু রাজন্যবন্ধু অর্থাৎ রাজন্যগণ (ক্ষত্রিয়গণ) যাহার বন্ধু, কিন্তু নিজে অত্যন্ত দুর্বৃত্ত, সে আমাকে পাঁচটি—পঞ্চসংখ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; আমি সেই প্রশ্নসমূহের একটিও বলিতে—বিশেষভাবে অর্থ নির্ণয় করিয়া বলিতে সমর্থ হই নাই। পিতা (গৌতম) বলিলেন,—হে বৎস, তুমি যেমন তখন আসিবামাত্রই এই প্রশ্নসমূহ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছ—'ইহার একটিও বলিতে সমর্থ হই নাই', আমাকেও তদ্রূপই জানিবে, অর্থাৎ তোমার অজ্ঞতা হইতেই আমারও তদ্বিষয়ে জ্ঞানাভাব অবগত হইও। কেন? আমি যেরূপ এই প্রশ্নসমূহের একটিও জানি না, অর্থাৎ হে বৎস, তুমি যেমন এই সমস্ত প্রশ্নার্থ জান না, তেমনি আমিও এ সকল প্রশ্ন জানি না; অতএব আমার প্রতি অন্যপ্রকার (প্রতারণা) মনে করিও না। [কুমার বলিল,—] ইহা কিরূপে হইতে পারে? [পিতা বলিলেন,—] যেহেতু আমি জানি না; আমি যদি এই সমস্ত প্রশ্ন জানিতাম, [তাহা হইলে] প্রিয় পুত্র! সমাবর্ত্তনসময়েই তোমাকে কেন না বলিব? অর্থাৎ আমি জানিলে, অবশ্যই সমাবর্ত্তনসময়ে তোমাকেও বলিতাম; এই কথা বলিয়া—॥৩৮৫॥৫

স হ গৌতমো রাজ্ঞোঽর্দ্ধমেয়ায়, তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাঞ্চকার, স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায়, তꣳ হোবাচ মানুষস্য ভগবন্ গৌতম বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি। স হোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিত্তম্, যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি। স হ কৃচ্ছ্রী বভূব ॥৩৮৬॥৬

হ (ঐতিহ্যে) সঃ গৌতমঃ (গোতমগোত্রীয়ঃ) রাজ্ঞঃ (প্রবাহণস্য) অর্দ্ধং (স্থানং সমীপং) এয়ায় (গতবান্); [স চ রাজা] প্রাপ্তায় (সমাগতায়) তস্মৈ (গৌতমায়) অর্হাং (পূজাং) চকার (কৃতবান্) হ। সঃ (গৌতমঃ) হ প্রাতঃ (প্রাতঃসময়ে) সভাগে (রাজ্ঞি সভাং গতে সতি, ভাগেন অন্যজনকৃতার্চ্চনেন সহ বর্ত্তমানঃ—সভাগঃ ইতি বা)। উদেয়ায় (রাজ্ঞো দর্শনপথং গতঃ)। [রাজা] তং (গৌতমং) হ উবাচ—ভগবন্ গৌতম, মানুষস্য (মনুষ্যসম্বন্ধিনঃ) বিত্তস্য (সম্পদঃ) বরং (প্রার্থনীয়ং) বৃণীথাঃ (প্রার্থয়) ইতি। সঃ (গৌতমঃ) হ উবাচ—হে রাজন্, মানুষং বিত্তং তব এব [তিষ্ঠতু ইতি শেষঃ], কুমারস্য (মম পুত্রস্য) অন্তে (সমীপে) যাম্ এব বাচং (পঞ্চপ্রশ্নাত্মিকাং) অভাষথাঃ (উক্তবানসি),

তাম্ এব (বাচং) মে (মহ্যং) ব্রূহি (কথয়) ইতি। [তৎ শ্রুত্বা] সঃ (রাজা) কৃচ্ছ্রী (কথম্ এতাং বাচং কথয়েয়ম্ ইতি দুঃখী) বভূব হ॥

সেই গৌতম রাজার সমীপে গমন করিলেন ; রাজাও সমাগত গৌতমের পূজা করিলেন। প্রাতঃকালে রাজা সভায় সমাগত হইলে গৌতম উপস্থিত হইলেন ; রাজা তাঁহাকে বলিলেন—ভগবন্ গৌতম, মানবীয় বিত্তসম্বন্ধে প্রার্থনীয় বর প্রার্থনা করুন ; তিনি বলিলেন—হে রাজন্, মনুষ্যসম্বন্ধীয় বিত্ত তোমারই থাকুক ; তুমি আমার পুত্রের নিকট যে বাক্য (যে পঞ্চপ্রশ্ন) বলিয়াছিলে, তাহাই আমাকে বল। [একথা শুনিয়া] রাজা দুঃখিত হইয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ গৌতমঃ গোত্রতঃ রাজ্ঞঃ জৈবলেঃ অর্দ্ধং স্থানম্ এয়ায় গতবান্। তস্মৈ হ গৌতমায় প্রাপ্তায় অর্হামর্হণাং চকার কৃতবান্। স চ গৌতমঃ কৃতাতিথ্য উষিত্বা পরেদ্যুঃ প্রাতঃকালে সভাগে সভাং গতে রাজ্ঞি উদেয়ায়। ভজনং ভাগঃ—পূজা সেবা, সহ ভাগেন বর্ত্তমানো বা সভাগঃ—পূজ্যমানোঽন্যৈঃ স্বয়ং গৌতম উদেয়ায় রাজানমুদ্গতবান্। তং হোবাচ গৌতমং রাজা, মানুষস্য ভগবন্ গৌতম মনুষ্যসম্বন্ধিনো বিত্তস্য গ্রামাদের্ব্বরং বরণীয়ং কামং বৃণীথাঃ প্রার্থয়েথাঃ। স হোবাচ গৌতমঃ তবৈব তিষ্ঠতু রাজন্,—মানুষং বিত্তম্; যামেব কুমারস্য মম পুত্রস্যান্তে সমীপে বাচং পঞ্চপ্রশ্নলক্ষণাম্ অভাষথাঃ উক্তবানসি, তামেব বাচং মে মহ্যং ব্রূহি কথয়, ইত্যুক্তো গৌতমেন রাজা স হ কৃচ্ছ্রী দুঃখী বভূব—কথন্বিদমিতি॥৩৮৬॥৬

আনন্দগিরিঃ।—অর্হণাং যোগ্যাং পূজামিত্যর্থঃ। সভাগপদং সপ্তম্যন্তং রাজবিষয়ং প্রথমান্তং গৌতমবিষয়মিতি ভেদঃ। গৌতমমাগতং যোগক্ষেমার্থিনং বুদ্ধা রাজা প্রসন্নঃ সন্নুক্তবানিত্যাহ—তং হোবাচেতি। তর্হি কৃতকৃত্যস্য তব কিমিত্যাগমনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যামেবেতি। কৃচ্ছ্রীভাবমভিনয়তি—কথমিতি॥৩৮৬॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—গৌতমবংশীয় সেই ঋষি রাজা জৈবলির অর্দ্ধে—স্থানে গমন করিলেন ; রাজা সমাগত সেই গৌতমের অর্হা—পূজা করিলেন, সেই গৌতম অতিশয় সৎকার লাভ করিয়া রাত্রিবাস করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা সভাগত হইলে পর উপস্থিত হইলেন। অথবা, ভাগ অর্থ—ভজনা—পূজা অর্থাৎ সেবা, গৌতম সেই ভাগের সহিত বর্ত্তমান হইয়া অর্থাৎ অপর জনসমূহকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আপনি রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা সেই গৌতমকে বলিলেন—ভগবন্ গৌতম, আপনি মনুষ্যসম্বন্ধীয় বিত্ত গ্রামাদি সম্বন্ধে বর অর্থাৎ কাম্য বিষয় প্রার্থনা করুন। সেই গৌতম বলিলেন—হে রাজন্, মনুষ্যসম্বন্ধীয় সম্পত্তি তোমারই থাকুক, (উহাতে আমার প্রয়োজন নাই) ; তুমি আমার

কুমারের—পুত্রের সমীপে পঞ্চপ্রশ্নাত্মক যে কথা বলিয়াছ, সেই কথাই আমাকে বল ; গৌতম এই কথা বলিলে পর রাজা 'কিরূপে ইহা হইতে পারে' মনে করিয়া কৃচ্ছ্রী অর্থাৎ দুঃখী হইয়াছিলেন ॥৩৮৬॥৬

তঙ্ হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার ; তঙ্ হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি, তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি ; তস্মৈ হোবাচ ॥৩৮৭॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৩॥

[তৎ শ্রুত্বা রাজা] চিরং (দীর্ঘকালং) বস (ত্বম্ অত্র তিষ্ঠ) ইতি তম্ (গৌতমম্) আজ্ঞাপয়াঞ্চকার (আদিষ্টবান্)। তম্ (গৌতমম্) উবাচ হ [রাজা] —গৌতম, ত্বং যথা (যেন প্রকারেণ) মা (মাম্) অবদঃ ("তামেব বাচং মে ব্রূহি" ইত্যুক্তবানসি) ; [অত্রেতদবধেয়ম্—] [যস্মাৎ] ইয়ং বিদ্যা (পঞ্চ-প্রশ্নাত্মিকা) যথা (যেন প্রকারেণ) ত্বত্তঃ প্রাক্ ব্রাহ্মণান্ ন পুরা গচ্ছতি (গতবতী), [তথা প্রসিদ্ধং লোকে], তস্মাৎ (হেতোঃ) উ (অবধারণে) সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয়জাতেরেব) প্রশাসনম্ (অনয়া বিদ্যয়া উপদেশকর্ত্তৃত্বম্) অভূৎ (বভূব), ইতি [উক্ত্বা রাজা] তস্মৈ (গৌতমায়) উবাচ হ [বিদ্যাম্ ইতি শেষঃ] ॥

রাজা গৌতমকে 'দীর্ঘকাল বাস কর' বলিয়া আজ্ঞা করিলেন। রাজা গৌতমকে বলিলেন,—হে গৌতম, তুমি আমাকে যে প্রকারে বলিয়াছ, অর্থাৎ উক্ত বিদ্যা দানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছ, [কিন্তু জানিও] তোমার পূর্ব্বে এই বিদ্যা ব্রাহ্মণগণকে প্রাপ্ত হয় নাই ; সেই কারণেই সর্ব্বজগতে ক্ষত্রিয় জাতিরই এই বিদ্যার উপদেশকর্ত্তৃত্ব ছিল, ইহা বলিয়া রাজা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ কৃচ্ছ্রীভূতোঽপ্রত্যাখ্যেয়ং ব্রাহ্মণং মন্বানঃ ন্যায়েন বিদ্যা বক্তব্যেতি মত্বা তং হ গৌতমং চিরং দীর্ঘকালং বস, ইত্যেবমাজ্ঞাপয়াঞ্চকার আজ্ঞপ্তবান্। যৎ পূর্ব্বং প্রখ্যাতবান্ রাজা বিদ্যাম্, যচ্চ পশ্চাচ্চিরং বসেত্যাজ্ঞপ্তবান্, তন্নিমিত্তং ব্রাহ্মণং ক্ষমাপয়তি হেতুবচনোক্ত্যা। তং হোবাচ রাজা—সর্ব্ববিদ্যো ব্রাহ্মণোঽপি সন্ যথা যেন প্রকারেণ মা মাং হে গৌতম অবদঃ ত্বং—তামেব বিদ্যালক্ষণাং বাচং মে ব্রূহীতি অজ্ঞানাৎ, তেন ত্বং জানীহি। তত্রাস্তি বক্তব্যম্—যথা যেন প্রকারেণেয়ং বিদ্যা প্রাক্ ত্বত্তঃ ব্রাহ্মণান্ ন গচ্ছতি ন গত-বতী, ন চ ব্রাহ্মণা অনয়া বিদ্যয়া অনুশাসিতবন্তঃ ; তথৈতৎ প্রসিদ্ধং লোকে যতঃ, তস্মাদু পুরা পূর্ব্বং সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব ক্ষত্রজাতেরেব অনয়া বিদ্যয়া প্রশাসনং

প্রশাস্তৃত্বং শিষ্যাণামভূৎ বভূব ; ক্ষত্রিয়পরম্পরয়ৈবেয়ং বিদ্যা এতাবন্তং কালমাগতা; তথাপ্যহম্ এতাং তুভ্যং বক্ষ্যামি ; ত্বৎসম্প্রদানাদূর্দ্ধং ব্রাহ্মণান্ গমিষ্যতি ; অতো ময়া যদুক্তম্ তৎ ক্ষন্তুমর্হসি, ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ হোবাচ বিদ্যাং রাজা ॥৩৮৭॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—গৌতমস্য বচনং রাজ্ঞো দুঃখীভাবকারণং তর্হি প্রত্যাখ্যায়তামিত্যাশঙ্ক্যাহ—স হেতি। কিমিতি তর্হি চিরং বসেত্যুক্তবানিত্যত আহ—ন্যায়েনেতি। সংবৎসরং বসেতি যাবৎ। বক্তব্যা বিদ্যেতি শেষঃ। কথং রাজ্ঞো ব্রাহ্মণং প্রত্যাজ্ঞাং কুর্ব্বতো ন প্রত্যবায়ঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যৎপূর্ব্বমিতি। প্রত্যাখ্যানাদিবিষয়ং হেতুবচনম্। ন কেবলং বিদ্যাবশাদেব শ্রৈষ্ঠ্যং, কিন্তু জাতিতোঽপি ইত্যপেরর্থঃ। তর্হি ব্রূহি তাং বাচমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। বিদ্যাপ্রবচনে প্রস্তুতে সতীতি যাবৎ। যথেত্যস্যাপেক্ষিতং পূরয়তি—তথেতি। প্রসিদ্ধমেব স্ফোরয়তি—তস্মাদিতি। ব্রাহ্মণানামনয়া বিদ্যয়া প্রশাস্তৃত্বস্য প্রাগভাবাদিতি যাবৎ। ইতিশব্দোপাত্তমর্থং কথয়তি—ক্ষত্রিয়েতি। উক্তপ্রত্যাখ্যানাদিকারণমতঃশব্দার্থঃ ॥৩৮৭॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—রাজা দুঃখিত হইয়া, ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে—মনে করিয়া, এবং যথানিয়মে বিদ্যোপদেশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া গৌতমকে আদেশ করিলেন, তুমি দীর্ঘকাল এখানে বাস কর। রাজা প্রথমে যে প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং পশ্চাৎ যে, আবার দীর্ঘকাল বাসের আদেশ দিলেন, তজ্জন্য কারণ-প্রদর্শন-পুরঃসর ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন,—রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—"হে গৌতম, যেহেতু তুমি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ হইয়াও জানা না থাকায়, 'সেই বিদ্যাত্মক বাক্যই আমাকে বলুন' বলিয়া আমাকে যে প্রকার অনুরোধ করিয়াছ, সেই হেতু তাহা তুমি অবগত হও। কিন্তু এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে—তোমার পূর্ব্বে এই বিদ্যা যে প্রকারে ব্রাহ্মণগত হয় নাই, এবং যেহেতু ব্রাহ্মণগণও এই বিদ্যা দ্বারা কখনও উপদেশ প্রদান করেন নাই, সেই প্রকারেই ইহা প্রসিদ্ধ আছে ; সেই হেতু পূর্ব্বে সর্ব্ব জগতে ক্ষত্রিয়জাতিই এই বিদ্যা দ্বারা শিষ্যগণের উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। এই বিদ্যা এতকাল ক্ষত্রিয়পরম্পরাক্রমেই চলিয়া আসিয়াছে ; তথাপি এই বিদ্যা আমি তোমাকে বলিব ; তোমাকে দান করার পর অপর ব্রাহ্মণগণেও যাইবে ; এই কারণে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা করিতে সমর্থ!" এই কথা বলিয়া, রাজা তাঁহাকে বিদ্যা বলিয়াছিলেন ॥৩৮৭॥৭

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৩॥

———

পঞ্চমাধ্যায়ে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্ রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৩৮৮॥১

[উত্তরপ্রশ্নোত্তরসৌকর্য্যার্থং প্রথমমেব পঞ্চমপ্রশ্নোত্তরমাহ—"অসৌ বাব" ইত্যাদি।]—হে গৌতম, অসৌ (বিপ্রকৃষ্টঃ) বাব (প্রসিদ্ধঃ) লোকঃ (দ্যুলোকঃ) অগ্নিঃ (পঞ্চমঃ আহুত্যধিকরণরূপঃ), তস্য (অগ্নেঃ) আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) এব সমিৎ (কাষ্ঠস্থানীয়ঃ); রশ্ময়ঃ (সূর্য্যকিরণাঃ) ধূমঃ (ধূমবৎ দ্যুলোকাগ্নেঃ সমুত্থানাৎ); অহঃ (দিনং) অর্চ্চিঃ (শিখা); চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) অঙ্গারাঃ, নক্ষত্রাণি (অশ্বিন্যাদীনি) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (স্ফুলিঙ্গাঃ)॥

পরবর্ত্তী প্রশ্ননিচয়ের উত্তর প্রদানে সুবিধার জন্য প্রথমেই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন—হে গৌতম, এই প্রসিদ্ধ দ্যুলোকই একটি অগ্নি, আদিত্যই তাহার সমিৎ (কাষ্ঠ), রশ্মি-সমূহই ধূম, দিবসই অর্চ্চি বা শিখাস্বরূপ, চন্দ্রই অঙ্গাররাশি, নক্ষত্রগণ স্ফুলিঙ্গ-সমূহ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—"পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ" ইত্যয়ং প্রশ্নঃ প্রাথম্যেনাপাক্রিয়তে। তদপাকরণমনু ইতরেষামপাকরণমনুকূলং ভবেদিতি। অগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ কার্য্যারম্ভো যঃ, স উক্তো বাজসনেয়কে—"তং প্রতি প্রশ্নাঃ। উৎক্রান্তিরাহুত্যোর্গতিঃ প্রতিষ্ঠা তৃপ্তিঃ পুনরাবৃত্তির্লোকং প্রত্যুত্থায়ী" ইতি। তেষাঞ্চ অপাকরণমুক্তং তত্রৈব—"তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ; তেঽন্তরিক্ষমাবিশতঃ, তেঽন্তরিক্ষমেবাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে, বায়ুং সমিধং মরীচিমেব শুক্রামাহুতিং, তেঽন্তরিক্ষং তর্পয়তঃ, তে তত উৎক্রামতঃ" ইত্যাদি। "এবমেব পূর্ব্ববদ্দিবং তর্পয়ন্তস্তে ততঃ আবর্ত্তন্তে। ইমামাবিশ্য তর্পয়িত্বা পুরুষমাবিশতঃ। ততঃ স্ত্রিয়মাবিশ্য লোকং প্রত্যুত্থায়ী ভবতি" ইতি। তত্রাগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ কার্য্যারম্ভমাত্রমেবংপ্রকারং ভবতীত্যুক্তম্, ইহ তু তং কার্য্যারম্ভমগ্নিহোত্রাপূর্ব্ববিপরিণামলক্ষণং পঞ্চধা প্রবিভজ্য অগ্নিত্বেনোপাসনমুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিসাধনং বিধিৎসন্ আহ— অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিরিত্যাদি।

ইহ সায়ম্প্রাতরগ্নিহোত্রাহুতী হুতে পয়আদিসাধনে শ্রদ্ধাপুরঃসরে আহবনীয়াগ্নিসমিদ্ধূমার্চ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গভাবিতে কর্ত্ত্রাদিকারকভাবিতে চ অন্তরিক্ষক্রমেণোৎক্রম্য দ্যুলোকং প্রবিশন্ত্যৌ সূক্ষ্মভূতে অপ্সমবায়িত্বাৎ অপ্‌শব্দবাচ্যে

শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যে ; তয়োরধিকরণমগ্নিঃ, অন্যচ্চ তৎসম্বদ্ধং সমিদাদীত্যুচ্যতে। যা চ অসাবগ্ন্যাদিভাবনা আহুত্যোঃ, সাপি তথৈব নির্দ্দিশ্যতে।

অসৌ বাব লোকোঽগ্নিঃ হে গৌতম—যথাগ্নিহোত্রাদিকরণম্ আহবনীয় ইহ। তস্যাগ্নের্দ্যুলোকাখ্যস্য আদিত্যএব সমিৎ, তেন হি ইদ্ধোঽসৌ লোকো দীপ্যতে; অতঃ সমিন্ধনাৎ সমিদাদিত্যঃ। রশ্ময়ো ধূমঃ, তদুত্থানাৎ ; সমিধো হি ধূম উত্তিষ্ঠতি। অহরর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ, আদিত্যকার্য্যত্বাচ্চ। চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ, অহ্নঃ প্রশমেঽভিব্যক্তেঃ ; অর্চ্চিষো হি প্রশমে অঙ্গারা অভিব্যজ্যন্তে। নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ, চন্দ্রমসোঽবয়বা ইব, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ ॥৩৮৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—ননু যথাপ্রশ্নমেব প্রতিবচনমুচিতং পঞ্চমস্ত প্রশ্নং প্রাথম্যেন প্রতিবদতা ক্রমো নিরাকৃতঃ, তত্র কিং কারণমত আহ—পঞ্চম্যামিতি। অর্থক্রমমনুস্থত্য পাঠক্রমোঽভিধাতব্য ইত্যর্থঃ। ননু বাজসনেয়কেঽগ্নিহোত্রপ্রকরণে অগ্নিহোত্রাহুত্যপূর্ব্বপরিণামং জগদিত্যুক্তং তদেবেহাপি বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ কিমনেন পিষ্টপেষণন্যায়েন, ইত্যাশঙ্ক্যার্থভেদং বক্তু ম্ অগ্নিহোত্রপ্রকরণস্থিতম্ অর্থমনুবদতি—অগ্নিহোত্রাহুত্যোরিতি। উক্তপ্রকারমেব প্রদর্শয়ন্ প্রথমং যাজ্ঞবল্ক্যস্য জনকং প্রতি ষট্প্রশ্নানুত্থাপয়তি—তং প্রতীতি। কার্য্যারম্ভস্তচ্ছব্দার্থঃ। অগ্নিহোত্রাহুত্যন্নাপূর্ব্বপরিণামো জগদিষ্যতে। তত্রাগ্নিহোত্রে সায়ং প্রাতশ্চ হুতয়োরাহুত্যোরস্মাঁল্লোকাদুৎক্রান্তিঃ। উৎক্রান্তয়োঃ পরলোকং প্রতি গতিঃ। গতয়োস্তত্র প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠিতয়োঃ স্বাশ্রয়ে সম্পাদ্যমানা তৃপ্তিঃ। তৃপ্তিমাপাদ্যাবস্থিতয়োঃ পুনরিমং লোকং প্রত্যাবৃত্তিঃ। আবৃত্তয়োরাশ্রয়ঃ পুমান্ কথমমুং লোকং প্রত্যুত্থানশীলো ভবতীতি কার্য্যারম্ভমধিকৃত্য ষট্প্রশ্নাঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। তত্রৈব বাজসনেয়কে যাজ্ঞবল্ক্যং প্রতি জনকস্য প্রতিবচনং দর্শয়তি—তেবাং চেতি। অপূর্ব্বরূপে খল্বাহুতী যজমানমুৎক্রামন্তং পরিবেষ্ট্যোৎক্রামতঃ। তে চ ধূমাদিনা যজমানেঽন্তরিক্ষমাবিশতি তদাশ্রিতত্বাৎ তদাবিশতঃ। তে পুনরন্তরিক্ষস্থযজমানানুকূলতয়া স্থিতে স্বয়মন্তরিক্ষাধিকরণে তদাহবনীয়মিব কুর্ব্বাতে। আহুত্যধিকরণস্যাহবনীয়ত্বাৎ। তত্র বায়ুং সমিধমিব কুরুতঃ। বায়ুনান্তরিক্ষস্য সমিধ্যমানত্বাৎ। শুক্লাং শুদ্ধামাহুতিমিব মরীচিমেবাদধাতে। মরীচীনামন্তরিক্ষে ব্যাপ্তত্বাৎ তে চান্তরিক্ষস্থে তন্নিষ্ঠং যজমানং ফলোন্মুখমাদধাতে। তে পুনরন্তরিক্ষাদুৎক্রামতি যজমানে সহোৎক্রামতঃ। যজমানে চ দ্যুলোকমাবিশতি সহাবিশতঃ। তমাবিশ্য তমেবাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে, আদিত্যং সমিধমিত্যাদ্যন্তরিক্ষবদেবোক্তম্। যথা বা আহুতী পূর্ব্বমন্তরিক্ষং তর্পয়ত ইত্যুক্তং, তথৈব দ্যুলোকস্থযজমানং ফলদানেন সুখিনমাতন্বাতে। তে চারব্ধক্ষয়ে ততো দ্যুলোকাদ্ যজমানে পৃথিবীমাবিশত্যব ভূতে সহাবর্ত্তেতে। পৃথিবীং চাবিশ্য ব্রীহ্যাদিনা স্বাশ্রয়ং শ্লেষয়িত্বা রেতঃসিচং পুরুষমাশ্রয়দ্বারেণাবিশতঃ। পুরুষাচ্চ রেতোদ্বারা দ্বিতীয়াং প্রকৃতিমাবিশ্য গর্ভীভূতং স্বাশ্রয়ং কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্যং দেহভাগিনমাপাদয়তঃ। ততোঽসৌ পারলৌকিকং কর্ম্মানুষ্ঠায়ান্তে লোকং প্রত্যুত্থানশীলো ভবতি, ইতি সর্ব্বং জনকেনোক্তমিত্যর্থঃ। তথাপি কথমর্থভেদসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তমেব সংক্ষিপ্যাহ—তত্রেতি। বাজসনেয়কং সপ্তম্যর্থঃ। প্রকৃতশ্রুতেরর্থবিশেষং দর্শয়তি—ইহ ত্বিতি। পঞ্চধা দ্যুপর্জন্যপৃথিবীপুরুষযোষিৎপ্রকারৈরিতি যাবৎ।

পঞ্চাগ্নিসম্বন্ধমবতার্য্য প্রথমপর্য্যায়স্য তাৎপর্য্যমাহ—ইহেতি। অয়ং লোকো ভূলোকঃ, তস্মিন্নিত্যর্থঃ। আহুত্যোরপ্সমবায়িত্বসিদ্ধ্যর্থং বিশিনষ্টি—পয়আদীতি। তয়োঃ শ্রদ্ধাত্ব-সিদ্ধ্যর্থং শ্রদ্ধাপুরঃসরে ইত্যুক্তম্। তয়োরধিকরণমগ্নিরিত্যাদিকল্পনো-পযোগিত্বেন বিশেষণান্তরমাদত্তে—আহবনীয়েতি। তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যং পরিহরতি—কর্ত্ত্রাদীতি। অধিকরণশব্দো ভাবপ্রধানো ধর্ম্মপরঃ। কাল্পনিকোহ্যুলোকাখ্যোঽগ্নিঃ, তৎসম্বন্ধমিতি তচ্ছব্দোঽগ্নিবিষয়ঃ। অন্যচ্চেত্যুক্তং স্পষ্টয়তি—সমিদাদীতি। আদিশব্দো ধূমার্চিরঙ্গারাদিবিষয়ঃ।

পর্য্যায়তাৎপর্য্যমুক্ত্বাক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অসাবিত্যাদিনা। ইহেত্যেতল্লোক-নির্দ্দেশঃ পূর্ব্বেণ সংবধ্যতে। তদুত্থানাদিত্যত্র তচ্ছব্দেনাদিত্যো গৃহীতঃ ॥৩৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—প্রথমেই "পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ" এই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে; কারণ, তাহা হইলেই অপরাপর প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া সহজ হইবে। 'অগ্নিহোত্র'-নামক যজ্ঞের [সায়ং ও প্রাতঃকালীন] আহুতিদ্বয়ের যাহা কার্য্যারম্ভ বা পরিণতি, তাহা বাজসনেয়কে (যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদে) এইরূপ উক্ত আছে—'তাহার প্রতি এই সকল প্রশ্ন [হইতেছে] ১ম—উৎক্রান্তি (মৃত্যুর পর দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ), ২য়—সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়ের গতি, ৩য়—প্রতিষ্ঠা, ৪র্থ—তৃপ্তি, ৫ম—পুনরাবৃত্তি; ৬ষ্ঠ—কর্ম্মানুযায়ী লোক উদ্দেশে প্রত্যুত্থান বা পুনরাবির্ভাব'। এই সকল প্রশ্নের উত্তরও সেইখানেই প্রদত্ত হইয়াছে,—'সেই এই প্রসিদ্ধ আহুতিদ্বয় অগ্নিতে অর্পিত হইয়া উৎক্রমণ অর্থাৎ উর্দ্ধে গমন করে; তাহারা অন্তরিক্ষে (আকাশে) প্রবেশ করে; তাহারা অন্তরিক্ষ লোককেই আহবনীয় অর্থাৎ হোমাধিকরণ অগ্নিস্বরূপ করে, এবং বায়ুকে সমিৎস্থানীয় করে; সূর্য্যকিরণসমূহকেই শুক্ল (বিশুদ্ধ) আহুতি করে; তাহারা উভয়ে অন্তরিক্ষকে পরিতৃপ্ত করে, অর্থাৎ সেখানে যায়; তাহারা সেখান হইতে উর্দ্ধে গমন করে', ইত্যাদি; ঠিক এইরূপই সেই অগ্নিহোত্রীয় আহুতিদ্বয় দ্যুলোককে তর্পিত করে, পশ্চাৎ তথা হইতে পুনরাগত হয়। এই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া এবং পৃথিবীকে পরিতৃপ্ত করিয়া পুরুষদেহে প্রবেশ করে; সেখান হইতে আবার স্ত্রী-শরীরে প্রবেশ করিয়া, জীবলোকের উদ্দেশে উত্থিত হয়, অর্থাৎ ব্যবহার-সম্পাদন-সমর্থ পুরুষ-সংজ্ঞা লাভ করে'; ইতি। অগ্নিহোত্রীয় আহুতি-দ্বয়ের কার্য্যারম্ভ যেরূপে হইয়া থাকে, সেখানে কেবল তাহাই অভিহিত হই-য়াছে। এখানে বিশেষভাবে অগ্নিহোত্রীয় আহুতির পরিণামাত্মক সেই কার্য্যা-রম্ভকেই পাঁচপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এবং তাহাকেই আবার অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া উত্তরমার্গপ্রাপ্তির, অর্থাৎ উত্তরায়ণ গতির সাধনীভূত উপাসনা-বিধানার্থ বলিতেছেন,—"অসৌ বাব" ইত্যাদি। (১)

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত অগ্নিহোত্রের সায়ং ও প্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয় সাধারণতঃ জলাদিসাধনসাধ্য, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরাই এই কার্য্য করিয়া

(১) দ্বিজাতির পক্ষে যাবজ্জীবন 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান রহিয়াছে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে

থাকেন; আহবনীয় (যাহাতে হোম করা হয়, সেই) অগ্নি, সমিৎ, ধূম, অর্চিঃ, অঙ্গার ও স্ফুলিঙ্গাদি সমন্বিত, কর্ত্তা প্রভৃতি কারক-নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, এবং তাহাই আবার অন্তরিক্ষাদিক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সূক্ষ্মরূপে দ্যুলোকে প্রবেশ করত অপ্‌সম্বদ্ধ (জলসম্বদ্ধ) বলিয়া 'অপ্' শব্দবাচ্য, এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া 'শ্রদ্ধা'-শব্দবাচ্যও হয়। এখানে সেই আহুতিদ্বয়ের অধিকরণভূত অগ্নি ও তৎসম্বদ্ধ সমিৎ প্রভৃতি অভিহিত হইতেছে, আর আহুতিদ্বয়ে যে এই-রূপ অগ্ন্যাদিভাবে ভাবনা, তাহাও দৃষ্টান্তানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, [তাহাতে আর নূতন কিছু কল্পনা করিবার বিষয় নাই]।

হে গৌতম, ব্যবহার-জগতে আহবনীয় অগ্নি যেমন অগ্নিহোত্র আহুতির অধিকরণ, তেমনি প্রসিদ্ধ এই দ্যুলোকই অগ্নিস্বরূপ; সেই দ্যুলোক-নামক অগ্নির আদিত্যই সমিৎ (কাষ্ঠ); কারণ, এই আদিত্য দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই এই দ্যুলোক দীপ্তি লাভ করে; এইজন্য দীপ্তির হেতুভূত বলিয়া আদিত্যদেব সমিৎস্থানীয়। সূর্য্যের রশ্মিসমূহ ধূমস্বরূপ; কারণ, যেমন প্রসিদ্ধ ধূম, অগ্নি হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে, তেমনি রশ্মিসমূহও আদিত্যরূপ অগ্নি হইতে উত্থিত হয়। দিবস তাহার অর্চিঃ (শিখা); কারণ, প্রকাশরূপ ধর্ম্মের সহিত উহার সাদৃশ্য রহিয়াছে, এবং উহা আদিত্য হইতে উৎপন্নও বটে। চন্দ্রই তাহার অঙ্গারস্বরূপ; কারণ, দিবসরূপ শিখার অবসানেই উহার আবির্ভাব হয়; আর প্রসিদ্ধ অঙ্গারও অগ্নিশিখার উপশমেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। নক্ষত্রসমূহ তাহার স্ফুলিঙ্গস্বরূপ; চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হওয়ায় উহারাও চন্দ্রাবয়বেরই অনুরূপ ॥৩৮৮॥১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি ॥৩৮৯॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৪॥

প্রধানতঃ প্রাতঃ ও সায়ংকালে আহুতি প্রদানের নিয়ম; মাধ্যাহ্নিক আহুতিটি কর্ত্তার ইচ্ছাধীন; এইজন্য এখানে 'আহুতী' (আহুতিদ্বয়) বলা হইয়াছে।

অগ্নিহোত্রী ব্যক্তি, মৃত্যুর পর স্বানুষ্ঠিত আহুতিদ্বয়ের সহযোগে অন্তরিক্ষাদি লোকপরম্পরাক্রমে পিতৃলোকে গমন করেন, প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে আবার দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী, এই পাঁচটি পদার্থের মধ্য দিয়া পুনর্ব্বার প্রাণিদেহ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ করুক বা না-ই করুক, উক্ত পাঁচটি পদার্থকে যদি অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতে পারে, তাহা হইলে উপাসক পিতৃলোকপ্রাপক দক্ষিণায়নে গমন না করিয়া উত্তরায়ণ পথে গমন করি হন। এই জাতীয় উপাসনাকে কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা বলে।

দেবাঃ (যজমানপ্রাণাঃ) তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (দ্যুলোকাখ্যে) শ্রদ্ধাং (অপ্স্বরূপাং) জুহ্বতি (আহুতিরূপেণ অর্পয়ন্তি); তস্যাঃ আহুতেঃ (শ্রদ্ধারূপায়াঃ) রাজা (দীপ্তিমান্) সোমঃ (চন্দ্রঃ) সম্ভবতি (প্রাদুর্ভবতি)॥

যজমানের প্রাণরূপী দেবতাগণ সেই এই দ্যুলোকাগ্নিতে শ্রদ্ধাকে (শ্রদ্ধা-সম্পাদিত জলকে) আহুতিরূপে অর্পণ করেন; সেই আহুতি হইতে দীপ্যমান চন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলে তদুপভোগযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মিন্ এতস্মিন্ যথোক্তলক্ষণে অগ্নৌ দেবাঃ যজমানপ্রাণাঃ অগ্ন্যাদিরূপাঃ অধিদৈবতম্, শ্রদ্ধাম্ অগ্নিহোত্রাহুতিপরিণামাবস্থারূপাঃ সূক্ষ্মা আপঃ শ্রদ্ধাভাবিতাঃ শ্রদ্ধা উচ্যন্তে। "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইত্যপাং হৌম্যতয়া প্রশ্নে শ্রুতত্বাৎ, "শ্রদ্ধা বা আপঃ শ্রদ্ধামেবারভ্য প্রণীয় প্রচরন্তি" ইতি চ বিজ্ঞায়তে। তাং শ্রদ্ধাম্ অব্রূপাং জুহ্বতি; তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা;—অপাং শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যানাং দ্যুলোকাগ্নৌ হুতানাং পরিণামঃ সোমো রাজা সম্ভবতি। যথা ঋগ্বেদাদিপুষ্পরসা ঋগাদিমধুকরোপনীতাঃ তে আদিত্যে যশ আদি কার্য্যং রোহিতাদিরূপলক্ষণমারভন্তে, ইত্যুক্তম্, তথা ইমা অগ্নিহোত্রাহুতিসমবায়িন্যঃ সূক্ষ্মাঃ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা আপো দ্যুলোকমনুপ্রবিশ্য চান্দ্রং কার্য্যমারভন্তে ফলরূপ-মগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ। যজমানাশ্চ তৎকর্ত্তারঃ আহুতিময়া আহুতিভাবনাভাবিতা আহুতিরূপেণ কর্ম্মণা আকৃষ্টাঃ শ্রদ্ধাপ্সমবায়িনো দ্যুলোকমনুপ্রবিশ্য সোমভূতা ভবন্তি। তদর্থং হি তৈরগ্নিহোত্রং হুতম্। অত্র তু আহুতিপরিণাম এব পঞ্চাগ্নিসম্বন্ধক্রমেণ প্রাধান্যেন বিবক্ষিত উপাসনার্থম্, ন যজমানানাং গতিঃ। তাং তু অবিদুষাং ধূমাদিক্রমেণোত্তরত্র বক্ষ্যতি, বিদুষাঞ্চোত্তরাং বিদ্যাকৃতাম্॥৩৮৯॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৫॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যাত্মাধিদৈববিভাগেন দেবান্ বিশদয়তি—যজমানেতি। প্রত্যয়বিশেষত্বেন শ্রদ্ধায়া হৌম্যত্বানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য শ্রদ্ধাং ব্যাকরোতি—অগ্নি-হোত্রেতি। কিং চ, প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরেকার্থত্বাৎ প্রশ্নে চাপাং হৌম্যতয়া শ্রুতত্বাৎ প্রতিবচনেঽপি তাঃ শ্রদ্ধাশব্দিতা হৌম্যতয়া বিবক্ষিতাঃ, ইত্যাহ—পঞ্চম্যামিতি। অপ্সু শ্রদ্ধাশব্দস্য বৃদ্ধব্যবহারপ্রয়োগাভাবান্নৈবমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রদ্ধেতি। কথমাপঃ শ্রদ্ধাশব্দেন প্রসিদ্ধবদুচ্যন্তে, তত্রাহ—শ্রদ্ধামিতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বকহোমমুদ্দিশ্য পয়ঃ-সোমাজ্যাদিসাধনং সংপাদ্য জুহোতীতি তৈত্তিরীয়কাঃ পঠন্তি। তথা চাপ্সু শ্রদ্ধাশব্দঃ সংভবতীত্যর্থঃ। উক্তম্ অর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। উক্তং মধু-বিদ্যায়ামিতি শেষঃ। চান্দ্রং কার্য্যং চন্দ্রসমীপস্থং তৎসদৃশং শরীরমিত্যর্থঃ। তথাপি যজমানানাং কথং ফলিতত্বমত আহ—যজমানাশ্চেতি। আহুতী তচ্ছব্দবাচ্যে, প্রাধান্যং ময়ডর্থঃ। তদেব স্পষ্টয়তি—আহুতিভাবনাভাবিতা ইতি। তৎসংস্তুতা-স্তদনুসারিণস্তদাশ্রয়া ইত্যর্থঃ। তদ্ভাবিতত্বফলমাহ—আহুতিরূপেণেতি। তেনা-

কৃষ্টত্বং বশীকৃতত্বম্। আহুতিভাবিতা ইত্যুক্তং স্পষ্টয়তি—শ্রদ্ধেতি। তৎপূর্ব্বকং পয়ঃসোমাদিসাধ্যং যৎকর্ম্ম তদাশ্রয়া ইত্যর্থঃ। সোমভূতাস্তৎসমীপস্থং শরীরং প্রাপ্য তৎস্বরূপা ইত্যর্থঃ। কথং সোমসারূপ্যং ধর্ম্মিণাং ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদর্থমিতি। যজমানানাং সোমভাবো গতিমন্তরেণ ন সিধ্যতি। তথাচ বক্তব্যা গতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্রেতি। আহবনীয়েঽগ্নিঃ সপ্তম্যর্থঃ। সা তর্হি কুত্রোচ্যতে, ন হি তদুক্তি-মন্তরেণ যথোক্তং ফলং সিধ্যতি, অত আহ—তাং ত্বিতি ॥৩৪৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই পূর্ব্বোক্ত দ্যুলোকাখ্য অগ্নিতে দেবতাগণ অর্থাৎ যজমানের প্রাণসমূহ, দেবতাপক্ষে অগ্ন্যাদি দেবতাগণ;—অগ্নিহোত্রাহুতির পরিণতি অবস্থারূপ সূক্ষ্ম জলীয় ভাগই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সম্পাদিত হয় বলিয়া 'শ্রদ্ধা' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ, 'পঞ্চমী-আহুতিতে অর্পিত অপ্‌সমূহই পুরুষ-পদ-বাচ্য হইয়া থাকে'; এই প্রশ্নে অপ্‌সমূহই শ্রদ্ধা শব্দে শ্রুত হইয়াছে, এবং 'শ্রদ্ধাই অপ্‌স্বরূপ, সেই অপ্‌সমূহই শ্রদ্ধা অবলম্বনে সংস্কারবিশেষসম্পন্ন হইয়া গমন করে', এখানেও অপের (জলের) শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যতা জানা যাইতেছে। [দেবগণ] সেই জলরূপা শ্রদ্ধার হোম করিয়া থাকেন। সেই আহুতি হইতে দীপ্তিমান্ সোম—অর্থাৎ দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত শ্রদ্ধা-শব্দবাচ্য জলসমূহের পরিণামেই দীপ্তিমান্ সোম সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। 'ঋক্ প্রভৃতি মধুকর কর্ত্তৃক উপস্থাপিত ঋগ্বেদাদি পুষ্পরস-সমূহ যেমন আদিত্যমণ্ডলে লোহিতাদিরূপাত্মক যশঃ প্রভৃতি কার্য্য সমুৎপাদন করে', এ কথা উক্ত হইয়াছে, তেমনি অগ্নিহোত্রীয় আহুতিসম্বন্ধী শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য সূক্ষ্ম অপ্‌সমূহও দ্যুলোকে প্রবিষ্ট হইয়া, অগ্নিহোত্রীয় আহুতিদ্বয়ের ফলস্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলগত কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে। যজ্ঞকর্ত্তা—যজমানগণও আহুতিময়—আহুতিভাবনায় ভাবিত হইয়া এবং আহুতিরূপ কর্ম্ম দ্বারা আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য অপ্‌সমবেত হইয়া দ্যুলোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত সোমস্বরূপ হইয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা ঐরূপ ফললাভের জন্যই অগ্নিহোত্র হোম করিয়াছেন। এখানে উপাসনার জন্য প্রধানতঃ পঞ্চাগ্নিসম্বন্ধ-পরম্পরাক্রমে আহুতির পরিণাম নির্দ্দেশ করাই অভিপ্রেত; কিন্তু যজমানের [কর্ম্মানুযায়ী] গতি নহে। উক্ত বিদ্যাবিহীন ব্যক্তিবর্গের যে ধূমাদিক্রমে গতি, এবং বিদ্বান্‌দিগেরও যে বিদ্যাফলে উত্তরায়ণগতি, তাহাও ইতঃপরে বলিবেন ॥৩৮৭॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৪॥

———

পঞ্চমাধ্যায়ে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

পর্জ্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমো বিদ্যু-দর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৩৯০॥১

[দ্বিতীয়হোমক্রমমাহ—"পর্জ্জন্যো বাব" ইত্যাদি।]—হে গৌতম, পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ—বর্ষণাভিমানিনী দেবতেত্যর্থঃ) বাব (প্রসিদ্ধৌ) অগ্নিঃ (অগ্নিরূপেণ উপাস্যঃ); তস্য (অগ্নেঃ) বায়ুঃ এব (নিশ্চয়ে) সমিৎ (কাষ্ঠরূপঃ), অভ্রং (অপঃ বিভর্ত্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা পর্জ্জন্যস্য বারিবর্ষণোপযোগিনী অবস্থা সূচ্যতে), তদেব ধূমঃ (ধূমজন্যত্বাৎ, ধূমবৎ প্রতীয়মানত্বাচ্চ), বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ (শিখা), অশনিঃ (বজ্রং) অঙ্গারাঃ (বিদ্যুদ্রূপার্চ্চিঃসম্বন্ধাৎ) ; হ্রাদনয়ঃ (মেঘগর্জ্জিতানি) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (স্ফ লিঙ্গবৎ বিপ্রকীর্ণত্বাৎ) ॥

দ্বিতীয় হোমক্রম কথিত হইতেছে—প্রসিদ্ধ পর্জ্জন্যই (মেঘই) অগ্নি ; বায়ুই তাহার কাষ্ঠস্বরূপ, জলভরা অবস্থাই ধূমস্বরূপ, বিদ্যুৎই শিখাস্বরূপ, বজ্রই অঙ্গাররাশি ; গর্জ্জনসমূহই স্ফু লিঙ্গরাশি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দ্বিতীয়হোমপর্য্যায়ার্থমাহ—পর্জ্জন্যো বাব—পর্জ্জন্য এব গৌতম অগ্নিঃ, পর্জ্জন্যো নাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানী দেবতাবিশেষঃ। তস্য বায়ুরেব সমিৎ ; বায়ুনা হি পর্জ্জন্যোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে ; পুরোবাতাদিপ্রাবল্যে বৃষ্টিদর্শনাৎ। অভ্রং ধূমঃ, ধূমকার্য্যত্বাৎ ধূমবচ্চ লক্ষ্যমাণত্বাৎ। বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ। অশনিঃ অঙ্গারাঃ, কাঠিন্যাৎ বিদ্যুৎসম্বন্ধাদ্বা। হ্রাদনয়ঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ; হ্রাদনয়ো গর্জ্জিত-শব্দাঃ মেঘানাম্, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ ॥৩৯০॥১

আনন্দগিরিঃ।—দ্বিতীয়হোমসংবন্ধী দ্বিতীয়ঃ পর্য্যায়ঃ, তস্যার্থং নির্জ্ঞাতুং তমেব পর্য্যায়মাদত্তে শ্রুতিরিত্যর্থঃ। পুরোবাতাদীত্যাদিশব্দেন বর্ষহেতুর্বায়ুভেদো গৃহ্যতে। উক্তং চ অভ্রাণাং ধূমকার্য্যত্বং পৌরাণিকৈঃ—

"যজ্ঞ-ধূমোদ্ভবং ত্বভ্রং দ্বিজানাঞ্চ হিতং সদা।
দাবাগ্নিধূমসংভূতমভ্রং বনহিতং স্মৃতম্ ॥
মৃতধূমোদ্ভবং ত্বভ্রমশুভায় ভবিষ্যতি।
অভিচারাগ্নিধূমোত্থং ভূতনাশায় বৈ দ্বিজাঃ ॥"ইতি॥৩৯০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—দ্বিতীয় হোমের ক্রম বলিতেছেন—'বাব' অর্থ নিশ্চয় ; হে গৌতম, পর্জ্জন্যই অগ্নি, পর্জ্জন্য অর্থ—যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বৃষ্টি হয়, তদভিমানী দেবতাবিশেষ। বায়ুই তাহার সমিৎ ; কারণ, বায়ুর

সাহায্যেই পর্জ্জন্যরূপ অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে; দেখিতেও পাওয়া যায়, পূর্ব্বদিকের বায়ু প্রবল হইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে। অভ্রই ধূমস্বরূপ; কারণ, উহা ধূম হইতে সমুৎপন্ন হয় এবং দেখিতেও ধূমের ন্যায় বোধ হয়। বিদ্যুৎই অর্চ্চিঃ (শিখা), কারণ, অর্চ্চির ন্যায় উহারও প্রকাশরূপ ধর্ম্ম সমান। অশনিই (বজ্রই) অঙ্গাররাশি, কারণ, উহা অঙ্গারবৎ কঠিন, পক্ষান্তরে বিদ্যুতের সহিত সম্বন্ধও বটে। হ্রাদনি অর্থ মেঘগর্জ্জনধ্বনি, ইতস্ততঃ প্রসৃত হয় বলিয়া হ্রাদনি-সমূহই স্ফুলিঙ্গস্বরূপ ॥৩৯০॥১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমꣳ রাজানং জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্ব্বর্ষꣳ সম্ভবতি ॥৩৯১॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৫॥

তস্মিন্ (উক্তলক্ষণে) এতস্মিন্ (পর্জ্জন্যে) অগ্নৌ দেবাঃ (যজমানপ্রাণাঃ) সোমং রাজানং (শ্রদ্ধারূপং) জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুতেঃ বর্ষং (বৃষ্টিঃ) সম্ভবতি ॥

যজমানের প্রাণরূপী দেবতাগণ সেই এই পর্জ্জন্যাগ্নিতে দীপ্তিমান্ সোমের আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মিন্নেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ পূর্ব্ববৎ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ বর্ষং সম্ভবতি। শ্রদ্ধাখ্যা আপঃ সোমাকারপরিণতাঃ দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে পর্জ্জন্যাগ্নিং প্রাপ্য বৃষ্টিত্বেন পরিণমন্তে ॥৩৯১॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যাত্মং যজমানস্য প্রাণাঃ, ইন্দ্রাদয়স্ত্বধিদৈবতং দেবাঃ, ইত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। সোমং রাজানম্ ইত্যাদি ব্যাচষ্টে—শ্রদ্ধাখ্যা ইতি ॥৩৯১॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—দেবগণ পূর্ব্ববৎ সেই এই অগ্নিতে সোমরাজকে আহুতিরূপে প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শ্রদ্ধাসংজ্ঞক জলসমূহই সোমাকারে পরিণত হয় এবং পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয় ॥৩৯১॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৫॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদাকাশো ধূমো রাত্রিরর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৩৯২॥১

[ইদানীং তৃতীয়ং হোমক্রমমাহ—"পৃথিবী" ইত্যাদি।] হে গৌতম, পৃথিবী বাব (এব) অগ্নিঃ, তস্যাঃ (অগ্নিরূপায়াঃ পৃথিব্যাঃ) সংবৎসরঃ (দ্বাদশমাসাত্মকঃ ত্রয়োদশমাসাত্মকঃ বা) এব (নিশ্চয়ে) সমিৎ, আকাশঃ, ধূমঃ, রাত্রিঃ, অর্চ্চিঃ (মলিনায়াঃ পৃথিব্যা অর্চ্চিসোঽপি মালিন্যৌচিত্যাৎ), দিশঃ অঙ্গারাঃ, অবান্তরদিশঃ (অগ্ন্যাদ্যাঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥

এখন তৃতীয় হোমক্রম কথিত হইতেছে—হে গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি, সংবৎসর তাহার কাষ্ঠ, আকাশ তাহার ধূম, রাত্রি তাহার অর্চ্চিঃ, পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ অঙ্গারস্বরূপ, এবং অবান্তর দিক্‌সমূহ (কোণসমূহ) স্ফুলিঙ্গস্বরূপ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিরিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তস্যাঃ পৃথিব্যাখ্যস্যাগ্নেঃ সংবৎসর এব সমিৎ; সংবৎসরেণ হি কালেন সমিদ্ধা পৃথিবী ব্রীহ্যাদিনিষ্পত্তয়ে ভবতি। আকাশঃ ধূমঃ, পৃথিব্যা ইবোত্থিত আকাশো দৃশ্যতে, যথা অগ্নের্ধূমঃ। রাত্রিরর্চ্চিঃ পৃথিব্যা হ্যপ্রকাশাত্মিকায়া অনুরূপা রাত্রিঃ, তমোরূপত্বাৎ, অগ্নেরিবানুরূপমর্চ্চিঃ। দিশঃ অঙ্গারাঃ, উপশান্তত্বসামান্যাৎ। অবান্তরদিশঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, ক্ষুদ্রত্বসামান্যাৎ ॥৩৯২॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৩৯২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। সেই পৃথিবী-নামক অগ্নির সংবৎসরই সমিৎ; কারণ, পৃথিবী একবৎসরে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া ধান্যাদি শস্য সমুৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। আকাশই ধূমস্বরূপ; কারণ, অগ্নি হইতে উত্থিত ধূমের ন্যায় আকাশকেও যেন পৃথিবী হইতেই উত্থিত বলিয়া মনে হয়। রাত্রিই তাহার অর্চ্চিঃ; কারণ, অগ্নের শিখার ন্যায় তমোরূপ রাত্রিও মলিনাত্মক পৃথিবীরই অনুরূপ। দিক্‌সমূহ তাহার অঙ্গারস্বরূপ; কারণ, উপশমের সাদৃশ্য আছে, অর্থাৎ অগ্নি-নির্ব্বাণে যেমন অঙ্গার হয়, তেমনি দিক্-

সমূহকেও যেন পৃথিবীর শেষভাগেই অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। অবান্তর দিক্-সমূহ (মধ্যবর্ত্তী কোণসমূহ) স্ফুলিঙ্গস্বরূপ ; স্ফুলিঙ্গের ন্যায় উহাদেরও ক্ষুদ্রত্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে ॥৩৯২॥১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি ॥৩৯৩॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৬॥

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বর্ষং জুহ্বতি ; তস্যাঃ আহুতেঃ অন্নং (ব্রীহিযবাদি) সম্ভবতি ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ বর্ষ (বৃষ্টি) আহুতি প্রদান করেন ; সেই আহুতি হইতে অন্ন (ধান্যাদি) প্রাদুর্ভূত হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—তস্মিন্নিত্যাদি সমানম্। তস্যা আহুতেঃ অন্নং ব্রীহিযবাদি সম্ভবতি ॥৩৯৩॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥৬॥

আনন্দগিরিঃ ।—॥৩৯৩॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ।—"তস্মিন্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের সমান। সেই আহুতি হইতে ধান্যযবাদি অন্ন উৎপন্ন হয় ॥৩৯৩॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৬॥

———

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ প্রাণো ধূমো জিহ্বার্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৩৯৪॥১

অথ চতুর্থহোমক্রমমাহ—"পুরুষ" ইত্যাদি। হে গৌতম, পুরুষ বাব অগ্নিঃ, তস্য (পুরুষাগ্নেঃ) বাক্ এব সমিৎ, প্রাণঃ ধূমঃ, জিহ্বা অর্চ্চিঃ, চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ (ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ)॥

হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি, বাক্যই তাহার সমিৎ, প্রাণই ধূম, জিহ্বাই অর্চ্চিঃ, চক্ষুই অঙ্গারস্বরূপ এবং শ্রোত্রই স্ফুলিঙ্গস্বরূপ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পুরুষো বাব গৌতম, অগ্নিঃ, তস্য বাগেব সমিৎ; বাচা হি মুখেন সমিধ্যতে পুরুষো ন মূকঃ। প্রাণো ধূমঃ, ধূম ইব মুখান্নির্গমনাৎ। জিহ্বা অর্চ্চিঃ, লোহিতত্বাৎ। চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ, ভাস আশ্রয়ত্বাৎ। শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ, বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ॥৩৯৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৩৯৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে গৌতম, পুরুষই অগ্নিস্বরূপ; বাক্ই তাহার সমিৎ; কারণ, পুরুষ (প্রাণী) বাক্ অর্থাৎ মুখ দ্বারাই সমিদ্ধ (প্রখ্যাত) হয়; কিন্তু মূক (বাগিন্দ্রিয়বিকল) পুরুষ হয় না। প্রাণই ধূম, কারণ, উহা ধূমের ন্যায় মুখ হইতে নির্গত হয়। জিহ্বাই অর্চ্চিঃ; যেহেতু উহাও লোহিতবর্ণ। চক্ষুই অঙ্গারসমূহ; কারণ, উহাও প্রভার (জ্যোতির) আশ্রয়। শ্রোত্রই স্ফুলিঙ্গ; কারণ, উহাও স্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিকে প্রসৃত॥৩৯৪॥১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্যা আহুতে রেতঃ সম্ভবতি॥৩৯৫॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ॥৫॥৭॥

তস্মিন্ এতস্মিন্ (পুরুষরূপে) অগ্নৌ দেবাঃ অন্নং জুহ্বতি; তস্যাঃ আহুতেঃ রেতঃ (শুক্রং) সম্ভবতি॥

দেবগণ সেই এই অগ্নিতে অন্ন আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে শুক্র সমুৎপন্ন হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। অন্নং জুহ্বতি ব্রীহ্যাদি সংস্কৃতম্। তস্যা আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি॥৩৯৫॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৫॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৩৯৫॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ॥৫॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—অন্যাংশ পূর্ব্বের ন্যায়। অন্ন অর্থাৎ পাকাদি দ্বারা সংস্কার-সম্পন্ন ধান্যাদি আহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতে রেতঃ (শুক্র) সমুৎপন্ন হয়॥৩৯৫॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৫॥৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥৩৯৬॥১

হে গৌতম, যোষা (স্ত্রী) বাব (এব) অগ্নিঃ, তস্যাঃ (অগ্নিরূপায়াঃ যোষায়াঃ) উপস্থঃ এব সমিৎ ; যৎ উপমন্ত্রয়তে (সম্ভাষণং কুরুতে), সঃ (তৎ—উপমন্ত্রণং) ধূমঃ, যোনিঃ অর্চ্চিঃ, যৎ অন্তঃ করোতি, তে অঙ্গারাঃ ; অভিনন্দাঃ (সুখানুভূতয়ঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥

হে গৌতম, যোষাই (স্ত্রীই) অগ্নি, উপস্থই তাহার সমিৎ, আর যে সম্ভাষণ করে, তাহাই ধূম, জননেন্দ্রিয়ই অর্চ্চিঃ, আর অভ্যন্তরে যাহা করা হয়, তাহাই অঙ্গারস্বরূপ এবং আনন্দানুভূতিই স্ফুলিঙ্গস্বরূপ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যোষা বাব গৌতমাগ্নিঃ। তস্যা উপস্থ এব সমিৎ, তেন হি সা পুত্রাদ্যুৎপাদনায় সমিধ্যতে। যদুপমন্ত্রয়তে, স ধূমঃ ; স্ত্রীসম্ভবাদুপমন্ত্রণস্য। যোনিরর্চ্চিঃ, লোহিতত্বাৎ। যৎ অন্তঃ করোতি, তে অঙ্গারাঃ, অগ্নিসম্বন্ধাৎ। অভিনন্দাঃ সুখলবাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ, ক্ষুদ্রত্বাৎ ॥৩৯৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৩৯৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে গৌতম, যোষাই অগ্নিস্বরূপ ; উপস্থই তাহার সমিধ্ ; কেননা, ইহা দ্বারাই সেই যোষা পুত্রাদি সমুৎপাদনার্থ উত্তেজিত হয়। আর যে, উপমন্ত্রণ করে, [পুরুষকে] আহ্বান করে, তাহাই ধূমস্বরূপ ; কারণ, সেই উপমন্ত্রণ কার্য্যটি স্ত্রী হইতেই সমুদ্ভূত হয়। জননেন্দ্রিয়ই অর্চ্চিঃ, কারণ, উহাও লোহিতবর্ণ। আর অভ্যন্তরে যাহা করা হয়, তাহাই অঙ্গারসমূহ ; কারণ, উক্ত অগ্নির সহিত উহারও সম্বন্ধ রহিয়াছে। অভিনন্দ অর্থ—স্বল্পমাত্র সুখ, তাহা স্ফুলিঙ্গরাশি ; কারণ, উহারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ॥৩৯৬॥১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ॥৩৯৭॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৫।৮॥

তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (যোষালক্ষণে) দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি ; তস্যাঃ আহুতেঃ গর্ভঃ সম্ভবতি ॥

সেই এই যোষারূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ (শুক্র) আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয় ॥৩৯৭॥২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মিন্নেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি। তস্যা আহুতেঃ গর্ভঃ সম্ভবতীতি।

এবং শ্রদ্ধাসোম-বর্ষান্ন-রেতো-হবনপর্য্যায়ক্রমেণাপ এব গর্ভীভূতাস্তাঃ। তত্র অপামাহুতিসমবায়িত্বাৎ প্রাধান্যবিবক্ষা—আপঃ পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষবচসো ভবন্তীতি, ন তু আপ এব কেবলাঃ সোমাদিকার্য্যমারভন্তে; ন চাপোঽত্রিবৃৎ—কৃতাঃ সন্তীতি। ত্রিবৃৎকৃতত্বেঽপি বিশেষসংজ্ঞালাভো দৃষ্টঃ—পৃথিবীয়ম্, ইমা আপঃ, অয়মগ্নিঃ, ইত্যন্যতমবাহুল্যনিমিত্তঃ। তস্মাৎ সমুদিতান্যেব ভূতানি অব্-বাহুল্যাৎ কর্ম্মসমবায়ীনি সোমাদিকার্য্যারম্ভকাণ্যাপ ইত্যুচ্যন্তে। দৃশ্যতে চ দ্রব-বাহুল্যং সোমবৃষ্ট্যন্নরেতোদেহেষু। বহুদ্রবঞ্চ শরীরং যদ্যপি পার্থিবম্, তত্র পঞ্চম্যা-মাহুতৌ হুতায়াং রেতোরূপা আপো গর্ভীভূতাঃ ॥৩৯৭॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥৮॥

আনন্দগিরিঃ।—তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতীত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—এবমিতি। যথোক্তয়া রীত্যা শ্রদ্ধাদীনাং রেতোঽন্তানাং যানি দ্যুলোকাদিষু যোষিদন্তেষগ্নিষু হবনানি, তেষামেকৈকস্মিন্ পর্য্যায়ে যঃ ক্রমঃ ব্যাখ্যাতস্তেনেতি যাবৎ। কথং পুন-রাপো গর্ভীভবন্তি, ভূতান্তরাণামপি তুল্যো গর্ভীভাবস্তস্য পাঞ্চভৌতিকত্বাৎ অত আহ—তত্রেতি। ভূতানাং মধ্যে কিমিত্যপাং প্রাধান্যবিবক্ষয়ৈব নির্দ্দেশস্তাসামেব কেবলানাং কার্য্যারম্ভকত্ববিবক্ষা কিং ন স্যাৎ তত্রাহ—ন ত্বিতি। ভূতান্তরাসহ-কৃতানাং কেবলানামপামারম্ভকত্বে যদারব্ধং কার্য্যং, ন তদ্ভোগায়তনং, তস্য জল-বুদ্বুদ্বদত্যন্তচঞ্চলত্বাদিত্যর্থঃ। কেবলানামপুত্বমুপেত্যোক্তমিদানীং তদেব নাস্তী-ত্যাহ—ন চেতি। ইতি শব্দস্তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদিতি শ্রুতেরিতি হেত্বর্থঃ। সর্ব্বস্য ত্রিবৃৎকৃতত্বে কথং দৃষ্টো বিশেষব্যপদেশঃ যুজ্যেতেত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্রিবৃৎকৃতত্বেঽপীতি। অপাং প্রাধান্যবিবক্ষয়া প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরপ্শব্দ ইত্যুক্তমুপ-সংহরতি—তস্মাদিতি। কেবলানামপামসত্বাদিতি যাবৎ। কথমারম্ভকেষু ভূতে-ষপাং বাহুল্যমবগতমিত্যাশঙ্ক্য কার্য্যদ্বারা তদধিগতিরিত্যাহ—দৃশ্যতে চেতি। সোমা-দীনামব্‌বাহুল্যেঽপি কথং পার্থিবশরীরস্য তদ্‌বাহুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বহুদ্রবং চেতি। পঞ্চমপ্রশ্ননির্ণয়মুপসংহর্ত্তুং পাতনিকাং করোতি—তত্রেতি। যোষাগ্নাবিতি যাবৎ। গর্ভীভূতাঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি সম্বন্ধঃ ॥৩৯৭॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ আহুতি প্রদান করেন; সেই আহুতি হইতে গর্ভ সমুৎপন্ন হয়।

হোমসংশ্লিষ্ট সেই জলই এইরূপে শ্রদ্ধা, সোম, বর্ষ, অন্ন ও রেতোরূপ আহুতি-ক্রমে গর্ভীভূত হয়। তন্মধ্যে আহুতির সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া জলেরই প্রধানত্ব

বিবক্ষিত (শ্রুতির অভিপ্রেত) হইয়াছে ; এই জন্যই পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল-সমূহ পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে বলা হইয়াছে ; বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু কেবল জলেই যে, সোমাদিরূপ কার্য্য আরম্ভ করে, তাহা নহে। আর জলও যে, অত্রিবৃৎকৃত (পঞ্চীকৃত ভিন্ন) আছে, তাহাও নহে। ত্রিবৃৎকৃত হইলেও এক একটি ভূতের প্রাধান্যানুসারে 'ইহা পৃথিবী, ইহা জল, ইহা অগ্নি', এইরূপ বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অতএব কর্ম্মসম্বদ্ধ সম্মিলিত ভূতসমূহই জলভাগের আধিক্য-নিবন্ধন 'আপঃ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। আর সোম, বৃষ্টি, অন্ন, শুক্র ও দেহের মধ্যে বহুল পরিমাণে দ্রবভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। শরীর যদিও পার্থিব (পৃথিবীর পরিণাম) হউক, তথাপি উহাতে দ্রবভাবেরই বাহুল্য রহি-য়াছে। তন্মধ্যে পঞ্চমী আহুতি আহুত হইলে রেতোরূপ জলই গর্ভাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥৩৯৭॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৮॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

নবমঃ খণ্ডঃ।

ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি, স উল্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বাথ জায়তে ॥৩৭৮॥১

ইতি (এবং) তু (পুনঃ) পঞ্চম্যাং আহুতৌ [হুতায়াং সত্যাং] আপঃ পুরুষবচসঃ (পুরুষপদবাচ্যাঃ) ভবন্তি ইতি (প্রশ্নসমাপ্ত্যর্থ ইতিশব্দঃ)। সঃ গর্ভঃ উল্বাবৃতঃ (জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ সন্) দশ বা নব বা মাসান্ যাবদ্বা (যথাসম্ভবং বা) [মাসান্ ব্যাপ্য] অন্তঃ (অভ্যন্তরে—জঠরে) শয়িত্বা (অবস্থায়) জায়তে (উৎপদ্যতে)॥

এইরূপে পঞ্চম আহুতি আহুত হইলে পর জলভাগ পুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে, সেই গর্ভ দশ মাস, নয় মাস অথবা যথাসম্ভব কাল জঠরমধ্যে শয়ন করিয়া উৎপন্ন (ভূমিষ্ঠ) হয়, ইহাই একটি প্রশ্নের উত্তর॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ইতি তু এবং তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি ব্যাখ্যাত একঃ প্রশ্নঃ। যত্তু দ্যুলোকাৎ ইমাং প্রতি আবৃত্তয়োরাহুত্যোঃ পৃথিবীং পুরুষং স্ত্রিয়ং ক্রমেণাবিশ্য লোকং প্রত্যুত্থায়ী ভবতীতি বাজসনেয়কে উক্তম্, তৎ প্রাসঙ্গিকমিহোচ্যতে। ইহ চ প্রথমে প্রশ্ন উক্তং—"বেথ যদিতোঽধিপ্রজাঃ প্রযন্তি" ইতি। তস্য চায়মুপক্রমঃ—

স গর্ভঃ অপাং পঞ্চমঃ পরিণাম-বিশেষঃ আহুতিকর্ম্মসমবায়িনীনাং শ্রদ্ধাশব্দ-বাচ্যানাম্ উল্বাবৃতঃ—উল্বেন জরায়ুণা বৃতো বেষ্টিতঃ দশ বা নব বা মাসান্ অন্তঃ মাতুঃ কুক্ষৌ শয়িত্বা যাবদ্বা যাবতা কালেন ন্যূনেনাতিরিক্তেন বা, অথ অনন্তরং জায়তে।

উল্বাবৃত ইত্যাদি বৈরাগ্যহেতোরিদমুচ্যতে। কষ্টং হি মাতুঃ কুক্ষৌ মূত্র-পুরীষবাতপিত্তশ্লেষ্মাদিপূর্ণে তদনুলিপ্তস্য গর্ভস্যোল্বাশুচিপটাবৃতস্য, লোহিতরেতো-ঽশুচিবীজস্য মাতুরশিতপীতরসানুপ্রবেশেন বিবর্দ্ধমানস্য নিরুদ্ধশক্তিবলবীর্য্যতেজঃ-প্রজ্ঞাচেষ্টস্য শয়নম্। ততো যোনিদ্বারেণ পীড্যমানস্য কষ্টতরা নিঃসৃতির্জ্জন্মেতি বৈরাগ্যং গ্রাহয়তি, মুহূর্ত্তমপ্যসহ্যং—দশ বা নব বা মাসানতিদীর্ঘকালমন্তঃ শয়িত্বেতি চ ॥৩৭৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—উক্তার্থে বাক্যং যোজয়তি—ইতি ত্বিতি। অপাং গর্ভীভাবোক্তিমাত্রেণ পুরুষবচস্ত্বস্য নির্ণীতত্বাদলমুত্তরগ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্য তস্য তাৎপর্য্যমাহ—যত্বিতি। আহুত্যোঃ সম্বন্ধীতি শেষঃ। প্রাসঙ্গিকং গর্ভীভাবোক্তিপ্রসঙ্গাদাগতমিতি যাবৎ। ইহেতি প্রকৃতশ্রুত্যুক্তিঃ। প্রাসঙ্গিকীং সংগতিং ত্যক্ত্বা সাক্ষাদেব পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োরস্তি সংগতিরিতি তাৎপর্য্যান্তরমাহ—ইহ চেতি। প্রজানামূর্দ্ধগমনমুত্তরত্র নিরূপয়িষ্যতে। তাদর্থ্যেন তাসামুৎপত্তিরাদাবুচ্যতে ইত্যর্থঃ। দ্বিধাসংগতিমুক্ত্বা বাক্যাক্ষরাণি যোজয়তি—স গর্ভ ইতি। সোমবৃষ্ট্যন্নরেতাংস্যপেক্ষ্য পঞ্চমত্বং গর্ভাখ্যস্য পরিণামস্য দ্রষ্টব্যম্। অপাং প্রকৃতত্বদ্যোতনার্থমাহুতীত্যাদি বিশেষণদ্বয়ম্। অথবা পূর্ব্বোক্তাৎ কালাৎ ন্যূনাধিকেন বা কালেন যাবতা জন্তুঃ সমগ্রাঙ্গো জায়তে, তাবতা কালেন কুক্ষৌ শয়িত্বেতি সম্বন্ধঃ। অনন্তরং যোনিতো নির্গমনকারিণীভূতকর্ম্মাভিব্যক্তেরিতি শেষঃ।

উল্বাবৃতত্বং কুক্ষৌ চিরং শয়নং, যোনিতো নিঃসরণমিত্যেতদশেষমতিপ্রসিদ্ধং, কিমিতি শ্রুত্যা ব্যপদিশ্যতে, তত্রাহ—উল্বাবৃত ইত্যাদীতি। বৈরাগ্যার্থত্বমস্য স্ফুটয়তি—কষ্টং হীতি। শ্লেষ্মাদীত্যাদিশব্দেনাসৃক্পূযস্নায়ুমজ্জাদীনি গৃহ্যন্তে। তদনুলিপ্তস্যেতি তচ্ছব্দো মূত্রপুরীষাদিবিষয়ঃ। শক্তির্বুদ্ধিসামর্থ্যম্। বলং দেহসামর্থ্যং, বীর্য্যমিন্দ্রিয়সামর্থ্যম্। তেজঃ শরীরগতা কান্তিঃ। প্রজ্ঞা চেতনা জীবনধর্ম্মঃ। চেষ্টা প্রাণধর্ম্মঃ। তা নিরুদ্ধা যস্য, তস্যেতি বিগ্রহঃ। মাতুরুদরে শয়ানস্য কষ্টত্বেঽপি তদুদরাদ্‌যোনিদ্বারা নিঃসরণং সুখকরমিতি চেন্নেত্যাহ—তত ইতি। তদ্‌গ্রাহকত্বপ্রকারমেবাভিনয়তি—মুহূর্ত্তমপীতি। যন্মাতুরন্তঃশয়নং মুহূর্ত্তমপি দুঃসহং, তৎ কথং দীর্ঘকালং শয়িতুং শক্যম্, কথং চ দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা পুনর্যোনিদ্বারা দুষ্করং নিঃসরণং দুঃসহং স্যাদিতি বৈরাগ্যং—গ্রাহয়তি শ্রুতিরিত্যর্থঃ ॥৩৯৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকারই পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জলভাগ পুরুষপদবাচ্য হয়; এই একটি প্রশ্নের উত্তর বর্ণিত হইল। আর বাজসনেয়কে যে দ্যুলোক হইতে পৃথিবী অভিমুখে আগত আহুতিদ্বয়ের সম্বন্ধে ক্রমে পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রীতে প্রবেশপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ জন্মের নিমিত্ত উত্থিত হওয়ার কথা উক্ত আছে, এখানেও প্রসঙ্গক্রমে তাহাই কথিত হইতেছে। এখানেও প্রথম প্রশ্নে কথিত হইয়াছে যে, 'তুমি জান কি ?—প্রাণিগণ এখান হইতে ঊর্দ্ধে যেখানে গমন করে'। সে কথারই উত্তরার্থ কথিত হইতেছে যে, আহুতি-সম্পর্কিত শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য জলসমূহেরই পঞ্চম পরিণামবিশেষ সেই গর্ভ উল্বাবৃত অর্থাৎ উল্ব—জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত হইয়া দশ কিংবা নয়মাস কাল অথবা ন্যূনাধিক—যত কাল আবশ্যক হয়, ততকাল অন্তরে—মাতৃকুক্ষিতে শয়ন করিয়া তাহার পর জন্মধারণ করে।

'উল্বাবৃত' ইত্যাদি কথাগুলি লোকের বৈরাগ্য-সমুৎপাদনার্থ কথিত হইতেছে; কারণ, প্রথমতঃ মূত্র, পুরীষ, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদিপূর্ণ মাতৃকুক্ষিতে ঐ সমস্ত পদার্থে লিপ্তাঙ্গ এবং জরায়ুরূপ অশুচিবস্ত্রে আবৃত থাকিয়া লোহিত অর্থাৎ রক্ত ও শুক্ররূপ অপবিত্র উপাদান হইতে উৎপন্ন ও মাতৃভুক্ত অন্ন-জলের রস-সংস্পর্শে

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শক্তি, বল, বীর্য্য, তেজঃ, বুদ্ধি ও তদনুরূপ চেষ্টাবিহীন অবস্থায় সেই গর্ভে—মাতৃকুক্ষিতে অবস্থান করিতে হয়; তাহার পর জননেন্দ্রির দ্বারা পীড্যমান অবস্থায় অতি কষ্টে নিঃসরণরূপ জন্ম লাভ হয়, এই সমুদায় অবস্থা প্রদর্শন করিয়া [লোকের মনে] বৈরাগ্য সমুৎপাদন করিতেছেন। বিশেষতঃ, যাহা মুহূর্ত্তমাত্রও অসহনীয়,—অতি দীর্ঘকাল নয় বা দশ মাস সেই কুক্ষিমধ্যে শয়ন করিবার পর [যে জন্ম লাভ], ইহাও (বৈরাগ্যের অপর কারণ) ॥৩৯৮॥১

স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি, তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয়এব হরন্তি, যত এবেতো যতঃ সম্ভূতো ভবতি ॥৩৯৯॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৯॥

সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ গর্ভঃ) জাতঃ (ভূমিষ্ঠঃ সন্) যাবদায়ুষং (আয়ুষঃ যাবান্ কালঃ, তাবন্তং কালং) জীবতি (প্রাণান্ ধারয়তি); দিষ্টং (দৈববশং গতং) প্রেতং (মৃতং সন্তং) তং (মনুষ্যং) ইতঃ (বাসস্থানাৎ) অগ্নয়ে (অগ্নিসাৎকরণার্থম্ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার্থমিতি যাবৎ) এব (নিশ্চয়ে) হরন্তি (নয়ন্তি) [পুত্রাঃ ঋত্বিজঃ বা]। যতঃ (যস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ অগ্নেঃ) এব ইতঃ (শ্রদ্ধাদ্যাহুতিক্রমেণ আগতঃ), যতঃ (যেভ্যশ্চ পঞ্চভ্যঃ অগ্নিভ্যঃ) সম্ভূতঃ (সমুৎপন্নঃ); ভবতি [তস্মৈ তদুৎপত্তিহেতুভূতায় হরন্তি ইত্যর্থঃ]॥

সেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইয়া আয়ুর নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করে; স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী লোক উদ্দেশে প্রেত (প্রস্থিত—মৃত) সেই লোককে পুত্র বা ঋত্বিক্‌গণ, সে যাহা হইতে [শ্রদ্ধাদি আহুতি পরম্পরাক্রমে] আসিয়াছে, এবং যাহা হইতে সম্ভূত হইয়াছে, সেই অগ্নির উদ্দেশে লইয়া যায়, অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য লইয়া যায় ॥৩৯৯॥২

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স এবং জাতো যাবদায়ুষং পুনঃপুনঃ ঘটীযন্ত্রবৎ গমনাগমনায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কুলালচক্রবদ্বা তির্য্যগ্‌ভ্রমণায় যাবৎ কর্ম্মণোপাত্তমায়ুঃ, তাবৎ জীবতি। তমেবং * ক্ষীণায়ুষং প্রেতং মৃতং দিষ্টং কর্ম্মণা নির্দ্দিষ্টং পরলোকং প্রতি, যদি চেজ্জীবম্ বৈদিকে কর্ম্মণি জ্ঞানে † বা অধিকৃতঃ, তমেনং মৃতম্ ইতঃ অস্মাদ্ গ্রামাৎ অগ্নয়ে অগ্ন্যর্থম্ ঋত্বিজো হরন্তি পুত্রা বা অন্ত্যকর্ম্মণে। যত এব ইত আগতোঽগ্নেঃ সকাশাৎ শ্রদ্ধাদ্যাহুতিক্রমেণ, যতশ্চ পঞ্চভ্যোঽগ্নিভ্যঃ সম্ভূত উৎপন্নো ভবতি, তস্মৈ এব অগ্নয়ে হরন্তি স্বামেব যোনিম্ অগ্নিমাপাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥৩৯৯॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৯॥

---

* তমেনমিতি বা পাঠঃ। † বিজ্ঞানে ইতি বা পাঠঃ।

আনন্দগিরিঃ।—জাতস্য পুনরনর্থো নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—স এবমিতি। যাবদায়ুষমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—পুনরিতি। ঘটীযন্ত্রবদূর্দ্ধগমনার্থং বা নিষিদ্ধং কর্ম্ম পৌনঃপুন্যেনাচরন্ যাবৎ কর্ম্মণার্জিতমায়ুস্তাবদস্মিন্ দেহে জীবতি, ততো ম্রিয়তে। তথা চ জাতস্য মৃত্যুধ্রৌব্যান্নাস্তি সম্যগ্‌জ্ঞানং বিনা স্বস্তিপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। অস্তু তর্হি মৃতস্য কৃতকৃত্যতেত্যাশঙ্ক্যাহ—তমেনমিতি। সর্ব্বস্য তর্হি মৃতস্য পরলোকিত্বং স্যাদিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—যদীতি। তদা পরলোকং প্রতি কর্ম্মণা নির্দ্দিষ্টমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যুক্তং চ তন্মৃতস্যাগ্ন্যর্থং নয়নমিত্যাহ—যত ইতি ॥৩৯॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই গর্ভে এইরূপে জন্ম ধারণ করিয়া, যতকাল আয়ু থাকে, তাবৎকাল ঘটীযন্ত্রের ন্যায় বারংবার [ঊর্দ্ধাধোভাবে] গমনাগমনের জন্য কর্ম্ম করিতে করিতে, অথবা কুম্ভকারচক্রের ন্যায় বক্রভাবে ভ্রমণের জন্য কর্ম্মানুসারে যে পরিমাণে আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছে, তাবৎকাল জীবিত থাকে; আয়ুঃ-ক্ষয়ে প্রেত অর্থাৎ মৃত এবং দিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মনির্দ্দিষ্ট পরলোকাভিমুখে প্রস্থিত,—জীবদ্দশায় বেদোক্ত কর্ম্মে কিংবা জ্ঞানে অধিকারী হইয়া থাকিলে তদনুসারে প্রস্থিত সেই এই মৃত ব্যক্তিকে ঋত্বিক্ বা পুত্রগণ অগ্নিসৎকারার্থ অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য লইয়া যায়। [অভিপ্রায় এই যে,] যে অগ্নি হইতে শ্রদ্ধাদি-আহুতি পরম্পরায় আগত হইয়াছে, এবং যে পঞ্চাগ্নি হইতে সম্ভূত—সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই অগ্নির উদ্দেশেই লইয়া যায়, অর্থাৎ তাহাকে স্বীয় উপাদানভূত অগ্নিকেই প্রাপ্ত করায় ॥৩৯॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥৯॥

———

দশমঃ খণ্ডঃ।

তদয ইত্থং বিদুঃ, যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্‌যান্ ষড়ুদঙ্‌ঙেতি মাসাংস্তান্ ॥৪০০॥১

[ইদানীং "বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তি" ইত্যেতৎপ্রশ্নোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে "তদ্‌যে" ইত্যাদিনা।]—যে গৃহস্থাঃ ইত্থং (যথোক্তপ্রকারং) তৎ (পঞ্চাগ্নিদর্শনং) বিদুঃ (জানন্তি), যে চ (যে অপি) ইমে (বৃদ্ধিস্থাঃ—বৈখানস-ব্রতধারিণঃ পরিব্রাজকাশ্চ) অরণ্যে 'শ্রদ্ধা তপঃ' ইতি উপাসতে; তে (উপাসকাঃ) [মরণানন্তরং] অর্চ্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিসঃ অহঃ, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্ (শুক্লপক্ষম্), আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষট্ মাসান্ উদঙ্ (উত্তরাং দিশম্) এতি (গচ্ছতি) [সূর্য্যঃ], তান্ (ষট্ উত্তরায়ণমাসান্)—॥

'তুমি জান কি ?—প্রজারা এখান হইতে উর্দ্ধে যেখানে গমন করে', এখন এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—যাহারা (গৃহস্থগণ) এই প্রকারে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা অবগত হয়, এবং যাহারা (বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণ) অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যারূপে উপাসনা করে, তাহারা অর্চ্চিতে গমন করে, অর্চ্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমাণপক্ষ (শুক্লপক্ষ), এবং শুক্লপক্ষ হইতে সূর্য্য যে ছয় মাস উত্তরদিকে গমন করেন, সেই উত্তরায়ণ ছয় মাসকে প্রাপ্ত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—"বেত্থ যদিতোঽধিপ্রজাঃ প্রযন্তি" ইত্যয়ং প্রশ্নঃ প্রত্যুপস্থিতোঽপাকর্ত্তব্যতয়া। তৎ তত্র লোকং প্রতি উত্থিতানামধিকৃতানাং গৃহমেধিনাং যে ইত্থমেবং যথোক্তং পঞ্চাগ্নিদর্শনং—দ্যুলোকাদ্যগ্নিভ্যো বয়ং ক্রমেণ জাতা অগ্নিস্বরূপাঃ পঞ্চাগ্ন্যাত্মানঃ, ইত্যেবং বিদুর্জ্জানীয়ুঃ—। কথমবগম্যতে ?—'ইত্থং বিদুঃ' ইতি গৃহস্থা এব উচ্যন্তে, নান্য ইতি। গৃহস্থানাং যে তু অনিত্থংবিদঃ, কেবলেষ্টাপূর্ত্তদত্তপরাঃ, তে ধূমাদিনা চন্দ্রং গচ্ছন্তীতি বক্ষ্যতি; যে চ অরণ্যোপলক্ষিতা বৈখানসাঃ পরিব্রাজকাশ্চ শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে; তেষাঞ্চ ইত্থংবিদ্ভিঃ সহ অর্চ্চিরাদিনা গমনং বক্ষ্যতি; পারিশেষ্যাৎ অগ্নিহোত্রাহুতিসম্বন্ধাচ্চ গৃহস্থা এব গৃহ্যন্তে "ইত্থং বিদুঃ" ইতি।

নন্থ ব্রহ্মচারিণোঽপ্যগৃহীতাঃ, গ্রামশ্রুত্যারণ্যশ্রুত্যা চানুপলক্ষিতা বিদ্যন্তে, কথং পারিশেষ্যসিদ্ধিঃ ? নৈষ দোষঃ। পুরাণস্মৃতিপ্রামাণ্যাৎ। উর্দ্ধরেতসাং

নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণাম্ উত্তরেণার্য্যম্ণঃ পন্থাঃ প্রসিদ্ধঃ; অতস্তেঽপ্যরণ্যবাসিভিঃ সহ গমিষ্যন্তি; উপকুর্ব্বাণকাস্তু স্বাধ্যায়গ্রহণার্থা ইতি ন বিশেষনির্দ্দেশার্হাঃ।

নন্থ ঊর্দ্ধরেতস্ত্বং চেদুত্তরমার্গপ্রতিপত্তিকারণং পুরাণস্মৃতিপ্রামাণ্যাদিষ্যতে, ইত্থংবিত্ত্বমনর্থকং প্রাপ্তম্? ন, গৃহস্থান্ প্রত্যর্থবত্ত্বাৎ। যে গৃহস্থা অনিত্থংবিদঃ, তেষাং স্বভাবতো দক্ষিণো ধূমাদিঃ পন্থাঃ প্রসিদ্ধঃ, তেষাং—যে ইত্থং বিদুঃ সগুণং বা অন্যদ্ ব্রহ্ম বিদুঃ, "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন, অর্চ্চিষমেব" ইতি লিঙ্গাদুত্তরেণ তে গচ্ছন্তি।

নন্থ ঊর্দ্ধরেতসাং গৃহস্থানাঞ্চ সমানে আশ্রমিত্বে ঊর্দ্ধরেতসামেব উত্তরেণ পথা গমনম্, ন গৃহস্থানাম্, ইতি ন যুক্তম্?—অগ্নিহোত্রাদি-বৈদিককর্ম্মবাহুল্যে চ সতি। নৈষ দোষঃ। অপূতা হি তে,—শত্রুমিত্র-সংযোগনিমিত্তৌ হি তেষাং রাগদ্বেষৌ, তথা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ হিংসানুগ্রহনিমিত্তৌ, হিংসানৃতমায়াব্রহ্মচর্য্যাদি চ বহ্বশুদ্ধিকারণমপ্যপরিহার্য্যং তেষাম্, অতোঽপূতাঃ; অপূতত্বাৎ ন উত্তরেণ পথা গমনম্। হিংসানৃতমায়াব্রহ্মচর্য্যাদিপরিহারাচ্চ শুদ্ধাত্মানো হি ইতরে, শত্রুমিত্ররাগদ্বেষাদিপরিহারাচ্চ বিরজসঃ, তেষাং যুক্ত উত্তরঃ পন্থাঃ। তথাচ পৌরাণিকাঃ—

"যে প্রজামীষিরেঽধীরাস্তে শ্মশানানি ভেজিরে।
যে প্রজাং নেষিরে ধীরাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে" ইত্যাহুঃ॥

ইত্থংবিদাং গৃহস্থানামরণ্যবাসিনাঞ্চ সমানমার্গত্বে অমৃতত্বে ফলে চ সতি অরণ্যবাসিনাং বিদ্যানর্থক্যং প্রাপ্তম্। তথা চ শ্রুতিবিরোধঃ—"ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ" ইতি। "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইতি চ বিরুদ্ধম্। ন, আভূতসংপ্লবস্থানস্যামৃতত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। তত্রৈবোক্তং পৌরাণিকৈঃ— "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে" ইতি। যচ্চাত্যন্তিকমমৃতত্বং, তদপেক্ষয়া "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি", "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ, ইত্যতো ন বিরোধঃ। "ন চ পুনরাবর্ত্তন্তে" ইতি "ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ, ন, "ইমং মানবম্" ইতি বিশেষণাৎ "তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিরস্তি" ইতি চ। যদি হি একান্তেনৈব নাবর্ত্তেরন্ "ইমং মানবম্" "ইহ" ইতি চ বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ। 'ইমম্' 'ইহ' ইত্যাকৃতিমাত্রমুচ্যত ইতি চেৎ; ন, অনাবৃত্তিশব্দেনৈব নিত্যানাবৃত্ত্যর্থস্য প্রতীতত্বাৎ আকৃতিকল্পনানর্থিকা। অতঃ 'ইমম্' 'ইহ' ইতি চ বিশেষণার্থবত্ত্বায় অন্যত্রাবৃত্তিঃ কল্পনীয়া। ন চ 'সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যেবংপ্রত্যয়বতাং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা অর্চ্চিরাদিমার্গেণ গমনম্, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।" "তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবৎ।" "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ।

নন্থ তস্মাজ্জীবাদুচ্চিক্রমিষোঃ প্রাণা নোৎক্রামন্তি, সহৈব গচ্ছন্তীত্যয়মর্থঃ কল্প্যত ইতি চেৎ, ন, "অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি বিশেষণানর্থক্যাৎ, "সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি চ প্রাণৈর্গমনস্য প্রাপ্তত্বাৎ। তস্মাদুৎক্রামন্তীত্যনাশঙ্কৈবৈষা। যদ্যপি মোক্ষস্য সংসারগতিবৈলক্ষণ্যাৎ প্রাণানাং জীবেন সহাগমনমাশঙ্ক্য তস্মাৎ নোৎক্রামন্তীত্যুচ্যতে, তদাপি "অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ।

ন চ প্রাণৈর্ব্বিযুক্তস্য গতিরুপপদ্যতে, জীবত্বং বা। সর্ব্বগতত্বাৎ সদাত্মনো নিরবয়বত্বাৎ প্রাণসম্বন্ধমাত্রমেব হি অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ জীবত্বভেদকারণমিতি, অতস্তদ্বিয়োগে জীবত্বং গতির্ব্বা ন শক্যা পরিকল্পয়িতুং শ্রুতরশ্চেৎ প্রমাণম্। ন চ সতোঽণুরবয়বঃ স্ফুটিতো জীবাখ্যঃ সদ্রূপং ছিদ্রীকুর্ব্বন্ গচ্ছতীতি শক্যং কল্পয়িতুম্। তস্মাৎ "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" ইতি সগুণব্রহ্মোপাসকস্য প্রাণৈঃ সহ নাড্যা গমনং, সাপেক্ষমেব চামৃতত্বম্ ন সাক্ষান্মোক্ষ ইতি গম্যতে, "তদপরাজিতা পূস্তদৈরং মদীয়ং সরঃ" ইত্যাদ্যুক্ত্বা তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ" ইতি বিশেষণাৎ।

অতঃ পঞ্চাগ্নিবিদো গৃহস্থাঃ যে চ ইমে অরণ্যে বানপ্রস্থাঃ পরিব্রাজকাশ্চ সহ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিভিঃ শ্রদ্ধা তপ ইত্যেবমাদ্যুপাসতে, শ্রদ্দধানাস্তপস্বিনশ্চেত্যর্থঃ। উপাসনশব্দঃ তাৎপর্য্যার্থঃ, "ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে" ইতি যদ্বৎ। শ্রুত্যন্তরাৎ যে চ সত্যং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যমুপাসতে, তে সর্ব্বে অর্চ্চিষম্ অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতামভিসম্ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে ॥৪০০॥১

আনন্দগিরিঃ।—স উল্বাবৃত ইত্যাদিনোক্তমনুবদতি—বেত্থেতি। প্রত্যুপস্থিত-প্রজোৎপত্তি-প্রদর্শনেন প্রসঙ্গত ইতি যাবৎ। তদ্ য ইত্থং বিদুরিত্যেতদ্ ব্যাচষ্টে—তৎ তত্রেত্যাদিনা। সপ্তম্যর্থমেব স্ফোরয়তি—লোকমিতি। নির্ধারণার্থা ষষ্ঠী। বেদনপ্রকারমনুবদতি—দ্যুলোকাদীতি। তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। সাধারণোক্তের্বিশেষে সংকোচো হেতুং বিনা ন সিধ্যতীতি শঙ্কতে—কথমিতি। পারিশেষ্যং সংকোচকমিতি পরিহরতি—গৃহস্থানামিতি। ষষ্ঠী নির্দ্ধারণে। অতশ্চ কেবলকর্ম্মিণো গৃহস্থা ন বিদুরিতি গ্রহণমর্হন্তীতি শেষঃ। পরিব্রাজকা বানপ্রস্থাশ্চ গৃহ্যন্তামিতি চেৎ নেত্যাহ—যে চেতি। কেষাং তর্হি গ্রহণমত আহ—পারিশেষ্যাদিতি। গৃহস্থ এব হেত্বন্তরমাহ—অগ্নিহোত্রেতি। তদাহুত্যপূর্ব্বপরিণামাত্মকং জগদত্র পঞ্চধা প্রবিভজ্যাগ্নিত্বেন দর্শনমুত্তরমার্গপ্রাপ্তিসাধনং চোদ্যতে। অতো বিদ্যায়াস্তৎসংবন্ধাৎ গৃহস্থানামপি তৎসম্বন্ধস্য প্রাপ্তত্বাৎ তেষামেবেহ গ্রহণমুচিতমিত্যর্থঃ।

পারিশেষ্যমাক্ষিপতি—নন্বিতি। গ্রামে সপত্নীকো বাসঃ, ন চ ব্রহ্মচারিণাং পত্নীসম্বন্ধঃ। তন্ন গ্রামশ্রুত্যা ব্রহ্মচারিণো গৃহীতাঃ। গুরুকুলবাসিত্বাচ্চ নারণ্যশ্রুত্যোপলক্ষিতাঃ। ততস্তেষামিহ গ্রহণাসম্ভবাৎ ন পারিশেষ্যমিত্যর্থঃ। কিং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণোঽত্র ইত্থং বিদুরিতি গৃহ্যেরন্? কিং বোপকুর্ব্বাণাঃ? ইতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—নৈষ দোষ ইতি।

"অষ্টাশীতিসহস্রাণি যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং স্থানং তু যত্তেষাং তদেব গুরুবাসিনাম্॥"

ইত্যাদিপুরাণস্মৃতেঃ শ্রুতিমূলত্বেন প্রামাণ্যাৎ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণামূর্দ্ধরেতসামাদিত্যসম্বন্ধেনোত্তরায়ণেনোপলক্ষিতো দেবযানাখ্যো মার্গো যাবতা প্রসিদ্ধস্তস্মাৎ তেষামরণ্যবাসিভিঃ সহ অখণ্ডিতব্রহ্মচর্য্যেণৈব অর্চ্চিরাদিগতিলাভাৎ ন পঞ্চাগ্নিবিত্ত্বেন প্রয়োজনমিতি পারিশেষ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—উপকুর্ব্বাণকাস্থিতি। তে হি স্বাধ্যায়গ্রহণার্থাঃ, তস্মিন্ গৃহীতে স্বেচ্ছাবশাদাশ্রমান্তরং গৃহ্নন্তস্তৎফলেনৈব ফলবন্তো ভবন্তীতি ন গৃহস্থাদিভ্যো বিভজ্য ইত্থং বিদুরিতি নির্দ্দেশমর্হন্তীত্যর্থঃ।

কিং নৈষ্ঠিকানাং ব্রহ্মচারিণাম্ উত্তরমার্গপ্রাপ্তিসম্ভবাৎ অনর্থকমিত্থংবিত্ত্বং প্রাপ্ত-

মিতি শ্রুতিবিরোধাৎ দ্বিতীয়ে তু পারিশেষ্যাসিদ্ধিতাদবস্থ্যমিতি শঙ্কার্থঃ। কিমিত্থং-বিত্ত্বংনৈষ্ঠিকান্ প্রতি অনর্থকমিত্যুচ্যতে, কিংবা সর্ব্বানেব প্রতীতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গী-কৃত্য দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন গৃহস্থানিতি। তান্ প্রতি অর্থবত্ত্বমেব ইত্থংবিত্ত্বস্য বিভজ্য সমর্থয়তে—যে গৃহস্থা ইতি। স্বভাবতস্তদনুষ্ঠিতেষ্টাপূর্ত্তবলাদিত্যর্থঃ। তেষামেব গৃহস্থানাং মধ্যে যে কেচিদুক্তেন প্রকারেণেত্থং পঞ্চাগ্নিদর্শনং বিদুরগ্নি-ভ্যোঽন্যদ্ বা সগুণং ব্রহ্ম বিদুস্তে দেবযানেনোত্তরেণ পথা গচ্ছন্তীতি সম্বন্ধঃ। ন কেবলং গৃহস্থানাং পঞ্চাগ্নিবিত্ত্বমেব, কিন্তু সগুণব্রহ্মবিত্ত্বমপি তেষামস্তীতি প্রমাণমাহ—অথেতি। অন্ত্যেষ্টিকরণাকরণয়োরবিশেষেণ ব্রহ্মবিদাম্ অর্চ্চিরাদিগতিশ্রবণাৎ অস্তি গৃহস্থানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বমিতি গম্যতে। পরিব্রাজকাদিষু অন্ত্যেষ্ট্যসম্ভবেন বিত্থাস্ততেরপি দুর্ব্বচনত্বাদিত্যর্থঃ। বিহিতত্বাবিশেষাদাশ্রমাণাং তুল্যত্বমাশ্রিত্য শঙ্কতে—নন্বিতি। সাম্যমুক্ত্বা গৃহস্থেষু বিশেষং দর্শয়তি—অগ্নিহোত্রাদীতি। বৈদিকানি কর্ম্মাণি ভূয়াংসি সন্তি, তেষাং চ বাহুল্যে সতি অবিদুষামূর্দ্ধরেতসামেব দেবযানেন পথা গমনং ন গৃহস্থানামিত্যযুক্তং, সাধনভূয়স্ত্বে ফলভূয়স্ত্বন্যায়বিরোধা-দিত্যর্থঃ। আশ্রমিত্বাবিশেষেঽপি ধর্ম্মবিশেষাদ্বিশুদ্ধিতারতম্যসম্ভবান্নৈকরূপ্যমিতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। কথং গৃহস্থানামগ্নিহোত্রাদিভূয়োধর্ম্মবতাং বিদ্যা-হীনানামপ্যপূতত্বং, তত্রাহ—শক্রমিত্রেতি। অব্রহ্মচর্য্যাদীত্যাদিপদেন পরিগ্রহিত্বাদি গৃহ্যতে। অশুদ্ধিবাহুল্যকারণমতঃ শব্দার্থঃ। তুল্যমূর্দ্ধরেতসামপি অশুদ্ধিহেতু-বাহুল্যাৎ অপূতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—হিংসেতি। ঊর্দ্ধরেতসাং পূতত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—তেষামিতি। ঊর্দ্ধরেতসাং দেবযানে পথ্যনুপ্রবেশে প্রমাণমাহ—তথা চেতি। পৌরাণিকা আহুরিতি সম্বন্ধঃ।

আশ্রমধর্ম্মমাত্রমার্গদ্বারেণ অমৃতত্বমূর্দ্ধরেতসামুক্তমাক্ষিপতি—ইত্থংবিদামিতি। তেষাং বিদ্যানর্থক্যমিষ্টমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—তথাচেতি। স পরমাত্মা স্বয়মজ্ঞাতঃ সন্ এনমধিকারিণম্ অপবর্গপ্রদানেন ন পালয়তি ইতি চ বাক্যং বিদ্যামন্তরেণ অমৃতত্বং ব্রুবতো বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধরেতসামমৃতত্বস্যাপেক্ষিকত্বাৎ তত্র বিদ্যানর্থক্যমেবেতি পরিহরতি—নাভূতেতি। আপেক্ষিকমমৃতত্বমিত্যত্র প্রমাণমাহ—তত্রৈবেতি। যত্র প্রজাঃ কাময়মানা মুক্তিভাজো ন ভবন্তীত্যুক্তং, তত্রৈব তৎসন্নিধাবিতি যাবৎ। কথং তর্হি যথোক্তশ্রুতিবিরোধসমাধিঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যচ্চেতি। আদিশব্দঃ "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিসংগ্রহার্থঃ। আপেক্ষিকামৃতত্বে শ্রুতিবিরোধো ন শক্যতে পরিহর্ত্তুমিতি শঙ্কতে—নচেতি। আদিশব্দস্তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তি-রিত্যাদিবাক্যসংগ্রহার্থঃ। ইমমিহেতি বিশেষণাবষ্টম্ভেন নিরাচষ্টে—নেত্যাদিনা। তদেব ব্যতিরেকমুখেন বিশদয়তি—যদীতি। সর্ব্বকল্পেষু শ্রুতেরেতাদৃশত্বাদিম-মিহেতি পদদ্বয়সামান্যেন সর্ব্বকল্পবিষয়ে বিশেষণানর্থক্যং দুর্ব্বারম্ ইত্যুত্তরমাহ—নানাবৃত্তীতি। বিধান্তরেণ বিশেষণার্থসম্ভবে ফলিতমাহ—অত ইতি। যস্মিন্ কল্পে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ তস্মাৎ কল্পান্তরমন্যত্র ইত্যুক্তম্। ঊর্দ্ধরেতসাম্ আশ্রমধর্ম্ম-মাত্রনিষ্ঠানামমৃতত্বম্ আপেক্ষিকমুপক্ষিপ্তম্, সম্প্রতি তেষামেব সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মতত্ত্বানাম্ আত্যন্তিকমমৃতত্বং গতিনিরপেক্ষং সিধ্যতীত্যাহ—ন চেতি। তেষাং গত্যাদি-মনিরপেক্ষ আত্যন্তিকমমৃতত্বং ভবতীত্যত্র প্রমাণমাহ—ব্রহ্মেবেতি।

ন তস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্তি ইতি মাধ্যন্দিনশ্রুতিমনুসৃত্য ন তস্যেত্যাদিকাণ্বশ্রুতিরপি নেতব্যেতি শঙ্কতে—ননু তস্মাদিতি। বাক্যশেষবিরোধান্নৈবমিতি দূষয়তি—নাত্রেতি। শ্রুত্যন্তরালোচনায়ামপি ন সমূথ্যকল্পনেত্যাহ—সর্ব্বে প্রাণা ইতি। প্রাণৈঃ সহ জীবস্যেতি শেষঃ। সংসারদশায়াং প্রাণৈঃ সহ বিজ্ঞানাত্মনো গমনেঽপি মোক্ষে নাস্তি প্রাণানাং জীবেন সহ গমনং ইত্যাশঙ্কায়াং ন তস্মাদিত্যাদিবাক্যম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদাপীতি।

ভবতু প্রাণানামত্রৈব সমবলয়ঃ তথাপি জীবস্য গমনায়ত্তমমৃতত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নচেতি। কস্মিন অহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি। কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি। স প্রাণমসৃজতেতি শ্রুতেরিতি শেষঃ। কিঞ্চ, প্রাণৈর্বিযুক্তস্য চিদাত্মনো জীবত্বং নোপপদ্যতে, প্রাণোপাধিকস্যৈব তস্য জীবশব্দবাচ্যত্বাদিত্যাহ—জীবত্বং বেতি। উক্তমর্থং সমর্থয়তে—সর্ব্বগতত্বাদিতি। চিদাত্মা হি কল্পনায়ামধিষ্ঠানে সতি যতো নির্ভাগং সর্ব্বস্যাত্মা তস্মাদগ্নেবিস্ফুলিঙ্গবজ্জীবত্বাখ্যভেদসম্পাদনং তস্য প্রাণসম্বন্ধমাত্রমেবেতি বৈদিকানাং প্রসিদ্ধম্। তথাচ প্রাণবিয়োগে চিদাত্মনো জীবত্বং গতির্বা ন শক্যতে কল্পয়িতুম্। তস্মাৎ পূর্ণত্বাদিপ্রতিপাদকশ্রুতীনাং প্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ। সদাত্মনঃ সর্ব্বগতস্য জীবাখ্যভেদকরণং ন প্রাণোপাধিকৃতং, কিন্তু স্বত এব তস্যাংশো জীবঃ, তথা চ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ তস্য গত্যুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদি শ্রুতেরিতি শেষঃ। প্রকরণার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। নির্গুণব্রহ্মবিদাম্ আত্যন্তিকামৃতত্বস্য গমনাদিনিরপেক্ষত্বাদিতি যাবৎ। সগুণব্রহ্মোপাসকস্য সাপেক্ষমমৃতত্বমিত্যত্র বিশেষশ্রুতিরনুকূলয়তি—তদপরাজিতেতি। আদিপদেন তদশ্বত্থঃ সোমসবন ইত্যাদি গৃহ্যতে। তেষামেব ব্রহ্মবিদামেষ পূর্ব্বোক্তবিশেষগুণো ব্রহ্মণঃ সত্যাখ্যস্য লোকো নান্যেষামকৃতাত্মনামিতি বিশেষদর্শনাৎ অমৃতত্বং তেষাং তল্লোকনিবাসিভিঃ সমং সাপেক্ষমেবেতি নির্দ্ধারিতমিত্যর্থঃ।

ঊর্দ্ধরেতসাম্ আশ্রমমাত্রনিষ্ঠানামপি ব্রহ্মলোকো লভ্যতে, গৃহস্থানাং পুনর্বিদুষামেবেত্যুপপাদ্য প্রকৃতশ্রুতিব্যাখ্যানমনুবর্ত্তয়তি—অত ইতি। পূর্ব্বোক্তপারিশেষ্যাদিবশাদিতি যাবৎ। পরিব্রাজকাশ্চেত্যমুখ্যসংন্যাসিনস্ত্রিদণ্ডিনো গৃহ্যন্তে, মুখ্যসংন্যাসিনাং ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতীতি পৃথক্কৃতত্বাৎ। শ্রদ্ধাং সত্যমিত্যুপাসত ইতি শ্রুত্যন্তরম্। পঞ্চাগ্নিবিদো গৃহস্থাঃ স্বাশ্রমমাত্রপ্রবণা ঊর্দ্ধরেতসঃ সত্যব্রহ্মোপাসকাশ্চোভয়ে সর্ব্বশব্দেনোচ্যন্তে ॥৪০০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সম্প্রতি "তুমি জান,—প্রাণিগণ এখান হইতে ঊর্দ্ধে কোথায় গমন করে?" এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের অবসর উপস্থিত হইতেছে। তন্মধ্যে পৃথিবী-লোকাভিমুখে আগত অর্থাৎ সংসারদশা-প্রাপ্ত কর্ম্মাধিকারী গৃহস্থগণের মধ্যে যাহারা যথোক্তপ্রকার পঞ্চাগ্নিদর্শন—'আমরা ক্রমশঃ দ্যুলোকাদি-অগ্নি হইতে অগ্নিস্বরূপ অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিস্বরূপেই জন্মলাভ করিয়াছি', এইরূপ জানেন। ভাল, "ইথং বিদুঃ" কথায় যে, গৃহস্থগণই অভিহিত হইতেছে, অপরে নহে, ইহা জানা যাইতেছে কিরূপে? [উত্তর—] গৃহস্থগণের মধ্যে যাহারা এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন নহে—কেবলই ইষ্টাপূর্ত্তদত্তপরায়ণ (ইষ্ট=যজ্ঞাদি, পূর্ত্ত=বাপী কূপাদি দান, দত্ত=বিধিপূর্ব্বক ধনাদি দান), তাহারা ধূমাদি-পথে চন্দ্রলোকে গমন করেন, এ কথা পশ্চাৎ কথিত হইবে। আর যাহারা—'অরণ্য' পদ-সূচিত বৈখানস (বানপ্রস্থ) ও

পরিব্রাজকগণ (সন্ন্যাসিগণ) শ্রদ্ধাকেই তপস্যা জ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁহাদেরও উক্ত জ্ঞানিগণের সহিত অর্চ্চিরাদি পথে গমনের কথা পরে বলিবেন ; সুতরাং পারিশেষ্য বশতঃ অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকায় এবং অগ্নিহোত্র-আহুতিরও সম্বন্ধ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] "ইত্থং বিদুঃ" কথায় গৃহস্থগণই পরিগৃহীত হইতেছে।

ভাল, ব্রহ্মচারিগণও অনুক্ত রহিয়াছেন এবং গ্রাম ও অরণ্য কথায়ও তাঁহারা অভিহিত হন নাই, সুতরাং পারিশেষ্য-সিদ্ধি হয় কিরূপে ? না—ইহা দোষাবহ হয় না ; কারণ, প্রমাণভূত পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে ঊর্দ্ধরেতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের সম্বন্ধে সূর্য্যসম্বন্ধী উত্তরায়ণ পথই প্রসিদ্ধ আছে ; সুতরাং তাঁহারাও যে অরণ্য-বাসিগণের সঙ্গেই গমন করিবেন, [ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে]। আর যাঁহারা 'উপকুর্ব্বাণ' ব্রহ্মচারী (১), তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য কেবল বেদাধ্যয়নের জন্যই ; সুতরাং তাঁহাদেরও আর বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয় না ; [গৃহস্থের গ্রহণেই তাঁহারা গৃহীত হইয়াছেন।]

ভাল, যদি পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্যানুসারে কেবল ঊর্দ্ধরেতোভাবকেই উত্তরায়ণপথপ্রাপ্তির কারণ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ত পূর্ব্বোক্ত 'ইত্থংবিত্ব' কথা অনর্থক হইয়া পড়ে। না, গৃহস্থগণের পক্ষেই উহা সার্থক। যে সমস্ত গৃহস্থ 'ইত্থংবিৎ' নহে, তাহাদের জন্য সাধারণতঃ দক্ষিণায়ন ধূমাদিপথই প্রসিদ্ধ ; তন্মধ্যে যাঁহারা উক্তপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, অর্থাৎ সগুণই হউক বা অন্য প্রকারই ব্রহ্মকে জানেন, 'জ্ঞাতিগণ যদি ইহার শবকর্ম্ম (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) করে, অথবা না-ই করে, নিশ্চয়ই তাঁহারা অর্চ্চিকে (উত্তরায়ণ পথ) প্রাপ্ত হন', এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা উত্তর পথে গমন করিয়া থাকেন।

আপত্তি হইতেছে যে, ঊর্দ্ধরেতা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) ও গৃহস্থ, উভয়েরই যখন আশ্রমিত্ব এবং বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবাহুল্যও সমান, তখন কেবল ঊর্দ্ধরেতা-দিগেরই উত্তরপথে গমন হইবে, গৃহস্থগণের হইবে না, ইহাত যুক্তিযুক্ত হয় না ? না—ইহাও দোষাবহ নহে ; কারণ, তাহারা (গৃহস্থগণ) অপূত (অশুদ্ধচিত্ত) ;— কেননা, শত্রুসংযোগে তাহাদের দ্বেষ, আর মিত্রসংযোগে অনুরাগ, এবং হিংসা ও অনুগ্রহনিবন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি ; অধিকন্তু, হিংসা, অসত্য, কপটতা ও ব্রহ্মচর্য্যাভাব প্রভৃতি বহুতর অশুদ্ধিকারণ তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে ; কাজেই তাহারা পূতচিত্ত নহে ; এই অপবিত্রতা নিবন্ধনই তাহাদের উত্তরপথে গমন হয় না। পক্ষান্তরে, অন্যেরা (ঊর্দ্ধরেতোগণ) হিংসা, অসত্য, কপটতা ও অব্রহ্মচর্য্যাদিভাব-গুলি পরিত্যাগ করার জন্যই বিশুদ্ধ, এবং শত্রুতে দ্বেষ ও মিত্রেতে আসক্তি পরি-

---

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—(১) নৈষ্ঠিক ও (২) উপকুর্ব্বাণ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা আজীবন গুরুগৃহে বাস করেন, অধ্যয়ন ও সংযমপরায়ণ থাকেন ; কখনও তাঁহাদের রেতঃপাত হয় না ; এইজন্য তাঁহাদিগকে 'ঊর্দ্ধরেতা' বলা হয়। আর উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিগণ দ্বাদশ বৎসর বা তদুপযুক্ত সময় গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন, সংযতচিত্তে গুরুশুশ্রূষা ও অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করেন ; প্রধানতঃ বেদাধ্যয়নার্থই তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া গুরুর আদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া সমাবর্ত্তন করিয়া থাকেন,—গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অধ্যাত্মজীবনের ও ভবিষ্যৎ গৃহস্থাশ্রমের উপকার (উপযুক্ততা) সম্পাদন করেন বলিয়াই তাঁহাদের নাম 'উপকুর্ব্বাণ' হইয়াছে।

ত্যাগ করার জন্যও বিরজস্ক অর্থাৎ রজোগুণবিরহিত; কাজেই তাঁহাদের পক্ষে উত্তর পথ যুক্তিযুক্ত। পৌরাণিকগণও সেইরূপই বলিয়া থাকেন,—যে সমস্ত অবোধ লোক সন্তান কামনা করিয়া থাকে, তাহারা শ্মশান ভজনা করে, অর্থাৎ মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আর যে সমস্ত ধীর লোক সন্তান কামনা করেন নাই, ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, তাঁহারাই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করিয়াছেন।'

ভাল, উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থগণের এবং অরণ্যবাসিগণের গতিপথ ও অমৃতত্ব ফল সমান হইলে ত অরণ্যবাসিগণের বিদ্যার আনর্থক্য উপস্থিত হয়? তাহা হইলে আবার গতি সম্বন্ধেও ত বিরোধ উপস্থিত হয়,—'কর্ম্মিগণ ও জ্ঞানহীন তপস্বিগণও সেখানে গমন করেন না' আর সেই পরমাত্মা বিজ্ঞাত না হইয়া ইহাকে (জীবকে) ভোগ করেন না' এ কথাও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। না,—কারণ, সেখানে 'অমৃত' পদে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিতিই বিবক্ষিত হইয়াছে। সেখানেই পৌরাণিকগণ বলিয়াছেন,—'ভূত'সংপ্লব অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতিই 'অমৃতত্ব' নামে কথিত হয়।' আর আত্যন্তিক 'অমৃতত্ব' (চরমমুক্তি) অপেক্ষা করিয়াই 'কর্ম্মিগণ এবং অবিদ্বান তপস্বিগণ সেখানে যান না', 'বিদ্যারহিত সেই পুরুষকে পরমাত্মা ভোগ করেন না' ইত্যাদি শ্রুতিতে [মুক্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে]; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিরোধ হইতেছে না।

যদি বল, [এ পক্ষেও] 'সেই পুরুষ পুনর্ব্বার আর ফিরিয়া আইসে না', 'তাঁহারা পুনর্ব্বার আর এই মানবসৃষ্টিতে প্রত্যাবৃত্ত হন না', এই সকল শ্রুতির সহিত ত বিরোধ উপস্থিত হয়? না,—তাহা হয় না; কারণ, ঐ শ্রুতিতে "ইমং মানবম্" (এই—বর্ত্তমান মানব সৃষ্টিতে) বলায় (এই কল্পেরই) বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ 'তাঁহাদের আর এই সৃষ্টিতে প্রত্যাগমন হয় না' এ কথাও উক্ত আছে। তাঁহারা যদি একেবারেই প্রত্যাবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে "ইমং মানবম্", ও "ইহ" এই দুইটি বিশেষণ অনর্থক হইয়া যায়।

যদি বল, 'ইমম্' ও 'ইহ' এই দুইটি বিশেষণে কেবল আকৃতি মাত্র কথিত হইতেছে, [কোনও নির্দ্দিষ্ট কাল বা স্থান কথিত হইতেছে না] (১); না,

(১) তাৎপর্য্য—এ কথার অভিপ্রায় এই যে, যাহারা উত্তরায়ণ মার্গে প্রয়াণ করে, তাহাদের আর কখনও সংসারে প্রত্যাবৃত্তি হয় না; চিরকালের জন্য তাহাদের সংসারসম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়; এইরূপ অনাবৃত্তি সূচনার জন্যই 'ইমম্' ও 'ইহ' শব্দদ্বয়ে আগমনযোগ্য স্থান মাত্রেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে; কেবল বর্ত্তমান মানবসৃষ্টির প্রতিষেধ নহে। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, একথা বলিতে পারা যায় না; কারণ তাহা হইলে 'ইমম্' ও 'ইহ' শব্দ দুইটি না দিয়া কেবল "নাবর্ত্তন্তে" বলিলেই যথেষ্ট হইত। অতএব বিশেষণদ্বয়ের প্রয়োগেই বুঝা যাইতেছে যে, উত্তরায়ণ মার্গগামী ব্যক্তিরাও পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমান কল্পে নহে—কল্পান্তরে।

তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, 'অনাবৃত্তি' শব্দেই যখন আত্যন্তিক অনাবৃত্তি-অর্থ বুঝাইতে পারে, তখন আকৃতি কল্পনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; অতএব, 'ইমম্' ও 'ইহ' এই বিশেষণদ্বয়ের সার্থকতা রক্ষার জন্যই অন্যত্র অর্থাৎ কল্পান্তরে আগমন কল্পনা করা আবশ্যক হয়। আর এ কথাও বলা যায় না যে, যাহারা 'সৎ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়' এবংবিধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা অর্চ্চিরাদি-মার্গে গমন হয়, [অন্যের নহে] ; কারণ, 'জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন', 'সেই হেতু সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন', 'তাঁহার (ব্রহ্মবিদের) প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়গণ) আর বহির্গত হয় না, এখানেই [নিজ নিজ উপাদানে] বিলীন হইয়া যায়' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়।

যদি বল, সেই উৎক্রমণেচ্ছু পুরুষের প্রাণসমূহ পৃথক্ হইয়া চলিয়া যায় না, পরন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে, এরূপ অর্থও ত কল্পনা করা যাইতে পারে? না—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে 'এখানেই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায়' এই বিশেষোক্তি ব্যর্থ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ 'সমস্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে' এই স্থলে প্রাণসমূহের সহিত একসঙ্গে গমনই পাওয়া যায় ; অতএব "উৎক্রামন্তি" কথায় কোনরূপ আশঙ্কাই নাই। আর যদি বল, সংসার-গতি (জন্মান্তর গ্রহণ) হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ পার্থক্য নিবন্ধনই জীবের সহিত প্রাণসমূহের আগমন আশঙ্কা করিয়া তন্নিষেধার্থ—'তাহা হইতে উৎক্রমণ করে না' বলা হইতেছে, তাহা হইলেও 'এখানেই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়' বলা নিরর্থক হইতে পারে। বিশেষতঃ, প্রাণবিযুক্তের পক্ষে অন্যত্র গমন কিংবা জীবভাব কখনও উপপন্ন হয় না ; কারণ, আত্মা স্বভাবতই সর্ব্বগত ও নিরবয়ব ; সুতরাং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রাণসম্বন্ধই তাহার জীবত্বরূপ ভেদোৎপত্তির একমাত্র কারণ ; অতএব শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে প্রাণরহিত আত্মার জীবত্ব কিংবা অন্যত্র গতি পরিকল্পনা করিতে পারা যায় না। আর এরূপও কল্পনা করা যাইতে পারে না যে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই সূক্ষ্ম অবয়বরূপী জীবনামক পদার্থ স্ফুটিত হইয়া সেই সৎস্বরূপের ছিদ্র সমুৎপাদন করত গমন করে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 'তাহা (মূর্দ্ধন্য নাড়ী) দ্বারা নির্গত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে' এই শ্রুতিতে সগুণ ব্রহ্মোপাসকের সম্বন্ধেই প্রাণসহযোগে নাড়ী দ্বারা নির্গমন, এবং আপেক্ষিক অমৃতত্ব লাভ অভিহিত হইয়াছে (১), সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষ নহে ; কেননা, সেখানে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে,

(১) তাৎপর্য্য—সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় যে মুক্তি লাভ হয়, তাহা চরম মুক্তি—নির্ব্বাণ নহে ;

যে, 'তাহাই অপরাজিত (দোষানাঘ্রাত) পুরী, তাহাই মদীয় রসসরোবর', ইত্যাদি কথার পর বলা হইয়াছে যে, 'তাহাদের সম্বন্ধেই এই ব্রহ্মলোক লাভ হয়', ইতি। অতএব ইহার অর্থ এইরূপ যে, পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ গৃহস্থ এবং এই যে সমস্ত বানপ্রস্থ, পরিব্রাজক ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধা ও তপস্যাযোগে উপাসনা করেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ ও তপস্বী,—এখানে 'উপাসনা' অর্থ তৎপরতা অর্থাৎ আরাধ্য বিষয়ে একাগ্রতা, 'যাগ ও বাপী-কুপাদি দান এবং বৈধ দানের যাহারা উপাসনা করেন, অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয়ে নিরত থাকেন' ; সেখানে উপাসনা অর্থে যেরূপ তৎপরতা, এখানেও তদ্রূপ। শ্রুত্যন্তর-সংবাদানুসারে বুঝিতে হইবে, যাহারা হিরণ্যগর্ভনামক সত্যব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা সকলেই অর্চ্চিতে—অর্চ্চির্-অভিমানিনী দেবতাতে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তাহাকে প্রাপ্ত হন ॥৪০০॥১

মাসেভ্যঃ সংবৎসরꣳ সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনং * ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥৪০১॥২

মাসেভ্যঃ (উক্তষণ্মাসেভ্যঃ) সংবৎসরং, সংবৎসরাৎ আদিত্যং (সূর্য্যং) আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং, চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতম্ [অভিসংভবতি]। তৎ (তত্র) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অমানবঃ (মানবসৃষ্ট্যতীতঃ) পুরুষঃ [আগত্য] এনং (আগতং জনং) ব্রহ্ম (কার্য্যব্রহ্মলোকং) গময়তি (প্রাপয়তীত্যর্থঃ)॥

মাসের পর সংবৎসর, সংবৎসরের পর আদিত্য, আদিত্যের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হন ; অমানব পুরুষ আসিয়া সেখান হইতে তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ চতুর্থগতিব্যাখ্যানেন। এষ দেবযানঃ পন্থা ব্যাখ্যাতঃ সত্যলোকাবসানো নাণ্ডাদ্‌বহিঃ, "যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ ॥৪০১॥২

আনন্দগিরিঃ।—চতুর্থে যৎ উপকোসলবিদ্যায়াং গতিব্যাখ্যানম্ অতিবৃত্তম্, তেন সমানম্ অর্চ্চিষোঽহরিত্যাদিবাক্যব্যাখ্যানম্। তথা চ তন্ন পৃথক্ কর্ত্তব্যমিত্যাহ—সমানমিতি। উত্তরমার্গব্যাখ্যানমুপসংহরতি—এষ ইতি। দেবযানেন পথা বহিরণ্ডাদ্-ব্যবস্থিতং ব্রহ্ম গন্তব্যমিত্যেকে, তান্ প্রত্যাহ—নাণ্ডাদিতি। তত্র হেতুমাহ—

পরন্তু কার্য্য ব্রহ্মলোকে গমন। সেখানে যাইয়াও যাঁহারা পরব্রহ্মচিন্তায় নিরত থাকেন, তাঁহারা সেই কার্য্য-ব্রহ্মের কার্য্য-কাল সমাপ্তি হইলে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এ কথা, "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্।" এই স্থলে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

* স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ইতি, স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি ইতি চ বা পাঠৌ।

যদন্তরেতি। পিতরং দ্যুলোকং মাতরং চ পৃথিবীং, মধ্যে যে দ্বে স্থতী অশৃণবম্, তাভ্যামিদং বিশ্বং কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃতং গচ্ছতি, ন চাণ্ডাদ্ বহিরস্তি গতিদ্বয়মিত্যর্থঃ ॥৪০১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—অপর সমস্ত অংশ চতুর্থ গতি ব্যাখ্যার অনুরূপ। এই যে দেবযানসংজ্ঞক পথ ব্যাখ্যাত হইল, সত্য লোকেই ইহার অবসান বা শেষ; কিন্তু ইহা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভূত নহে; কারণ, অন্য মন্ত্রে আছে—'যাহার অভ্যন্তরে পিতা ও মাতাকে অর্থাৎ দ্যুলোক ও পৃথিবীকে দর্শন করেন; [সুতরাং] ইহা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেই অবস্থিত ॥৪০১॥২

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিꣳ রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্দক্ষিণৈতি মাসাꣳস্তান্ নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥৪০২॥৩

অথ (বিষয়ান্তরারম্ভে) যে ইমে (গৃহস্থাঃ) গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্ ইতি (এবংপ্রকারং) উপাসতে, তে (উপাসকাঃ) ধূমম্ (ধূমাভিমানিনীং দেবতাং) অভিসম্ভবন্তি (সর্ব্বতঃ প্রতিপদ্যন্তে), ধূমাৎ রাত্রিং, রাত্রেঃ অপরপক্ষম্, অপরপক্ষাৎ (কৃষ্ণপক্ষাৎ) যান্ ষট্ মাসান্ (শ্রাবণাদ্যান্) দক্ষিণা (দক্ষিণাং দিশং) এতি (গচ্ছতি) [সবিতা], তান্ (দক্ষিণায়নষণ্মাসান্) [অভিসংভবন্তি], এতে সংবৎসরং ন অভিপ্রাপ্নবন্তি (ন লভন্তে)। [অত্র ধূমাদিশব্দৈঃ তত্তদভিমানিন্যঃ আতিবাহিকা দেবতা অভিধীয়ন্তে, ন তু ধূমাদিদ্রব্যমাত্রমিতি ভাবঃ]॥

পক্ষান্তরে, যে সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে ইষ্ট (যজ্ঞাদি), পূর্ত্ত (কূপ, তড়াগাদি দান) ও দত্ত (যথাশক্তি দান), এই সমস্ত কর্ম্মের উপাসনা করেন, অর্থাৎ এই সমস্ত কর্ম্মসম্পাদনে তৎপর থাকেন, তাঁহারা [মৃত্যুর পর প্রথমে] ধূমাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, ধূমের পর রাত্রি, রাত্রির পর কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষের পর—সূর্য্যদেব যে ছয় মাস দক্ষিণ দিকে গমন করেন, সেই ছয় মাসকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইঁহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না। [এখানে ধূম রাত্রি প্রভৃতি শব্দে] তাহাদের অভিমানী দেবতা বুঝিতে হইবে]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথেত্যর্থান্তরপ্রস্তাবনার্থঃ, যে ইমে গৃহস্থাঃ গ্রামে, গ্রাম ইতি গৃহস্থানামসাধারণং বিশেষণমরণ্যবাসিভ্যো ব্যাবৃত্ত্যর্থম্; যথা বানপ্রস্থপরিব্রাজকানামরণ্যং বিশেষণং গৃহস্থেভ্যো ব্যাবৃত্ত্যর্থং, তদ্বৎ। ইষ্টাপূর্ত্তে—ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি বৈদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং বাপীকূপতড়াগারামাদিকরণম্; দত্তং—বহির্ব্বেদি যথাশক্ত্যর্হেভ্যো দ্রব্যসংবিভাগো দত্তম্, ইতি এবংবিধং পরিচরণপরিত্রাণাদি উপাসতে; ইতি-শব্দস্য প্রকারদর্শনার্থত্বাৎ। তে দর্শনবর্জ্জিতত্বাদ্ ধূমং ধূমাভিমানিনীং দেবতাম্

আভিমুখ্যেন সন্তবন্তি প্রতিপদ্যন্তে। তয়া অতিবাহিতা ধূমাৎ রাত্রিং রাত্রিদেবতাম্, রাত্রেঃ অপরপক্ষদেবতাম্, এবমেব কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনীম্, অপরপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণা দক্ষিণাং দিশমেতি সবিতা, তান্ মাসান্ দক্ষিণায়নষণ্মাসাভিমানিনীঃ দেবতাঃ প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। সঙ্ঘচারিণ্যো হি ষণ্মাসদেবতাঃ ইতি মাসানিতি বহুবচন-প্রয়োগস্তাসু।

নৈতে কর্ম্মিণঃ প্রকৃতাঃ সংবৎসরং সংবৎসরাভিমানিনীং দেবতামভিপ্রাপ্নুবন্তি। কুতঃ পুনঃ সংবৎসরপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গঃ? যতঃ প্রতিষিধ্যতে? অস্তি হি প্রসঙ্গঃ—সংবৎসরস্য হ্যেকস্যাবয়বভূতে দক্ষিণোত্তরায়ণে; তত্রার্চ্চিরাদিমার্গপ্রবৃত্তানামুদগয়ন-মাসেভ্যোঽবয়বিনঃ সংবৎসরস্য প্রাপ্তিরুক্তা; অত ইহাপি তদবয়বভূতানাং দক্ষিণায়ন-মাসানাং প্রাপ্তিং শ্রুত্বা তদবয়বিনঃ সংবৎসরস্যাপি পূর্ব্ববৎ প্রাপ্তিরাপন্নেতি; অতস্তৎ-প্রাপ্তিঃ প্রতিষিধ্যতে—নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নু বন্তীতি॥ ৪০২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তি ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং দেব-যানোপদেশেন ব্যাখ্যাতং, সম্প্রতি পিতৃযানোপদেশেনাপি গ্রামনিবাসিত্বাবিশেষাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—গ্রামইতীতি। সপত্নীকো হি বাসো গ্রাম ইত্যুচ্যতে। ন চ সপত্নী-কত্বমূর্দ্ধরেতসাং যুক্তম্, তথা চ গৃহস্থানামেব গ্রামবিশেষণমসাধারণম্, ন চ তদনর্থকং ঊর্দ্ধরেতোভ্যস্তেষাং ব্যাবৃত্ত্যর্থত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তদেব দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি—যথেতি। বেদ্যন্তর্ভাবব্যাসেধাৎ বহির্বেদীতি বিশেষণমাদৌ দত্তমিতি প্রতীকোপাদানম্, পুন-র্ব্যাখ্যাতস্য অনুবাদ ইত্যপুনরুক্তিঃ। ইতিশব্দার্থমাহ—ইত্যেবংবিধমিতি। পরি-চরণং গুর্ব্বাদিশুশ্রূষা, পরিত্রাণং রক্ষণম্। আদিপদং নিত্যস্বাধ্যায়াদিসংগ্রহার্থম্। উপাসতে তাৎপর্য্যেণানুতিষ্ঠন্তীতি যাবৎ। কথমিতিশব্দস্য যথোক্তার্থত্বমিতি হ স্মোপাধ্যায়ঃ কথয়তি ইতিবৎ প্রকৃতমাত্রগামিত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতিশব্দস্তেতি। দেবযানাধিকৃতেভ্যঃ সকাশাৎ পিতৃযানাধিকৃতেষু বিশেষান্তরমাহ—নৈতইতি। অপ্রাপ্তপ্রতিষেধোঽয়মিতি শঙ্কতে—কুত ইতি। প্রাপ্তিং দর্শয়ন্ উত্তরমাহ—অস্তি হীতি। পূর্ব্ববৎ যথাপূর্ব্বং দেবযানেন পথা অবয়বেভ্যঃ অবয়বিনঃ সংবৎসরস্য প্রাপ্তিস্তথেতি যাবৎ॥ ৪০২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—'অথ' শব্দের অর্থ—বিষয়ান্তরসূচনা। ইষ্টাপূর্ত্ত—ইষ্ট অর্থ—বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, পূর্ত্ত অর্থ—বাপী, কূপ, তড়াগ ও উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা, এবং দত্ত অর্থ—যজ্ঞীয় বেদীর বাহিরে উপযুক্ত পাত্রে যথাশক্তি দ্রব্যদান করা, (১) এই যে সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে ইতি—এবংবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠান ও পরপরিত্রাণাদি

(১) তাৎপর্য্য—ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্তের লক্ষণ এইরূপ—"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চানু-পালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 'ইষ্টম্' ইত্যভিধীয়তে॥" "বাপী-কূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্ত্তম্' ইত্যভিধীয়তে॥" শরণাগতসংত্রাণং ভূতানাং বাপ্যহিংসনম্। বহির্বেদি চ যদ্দানং 'দত্তম্' ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদোক্ত ক্রিয়ারক্ষা, অতিথিসেবা, বৈশ্বদেব বলি এই সমস্ত কর্ম্মকে 'ইষ্ট' বলা হয়। বাপী (দীর্ঘিকা), কূপ, তড়াগ, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, অন্নদান এবং উদ্যান-নির্ম্মাণ প্রভৃতিকে 'পূর্ত্ত' বলা হয়। আর শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা, সর্ব্বপ্রাণীর অহিংসা, বেদীর বাহিরে অর্থাৎ যজ্ঞব্যতিরেকে দান করা,ইহাকে 'দত্ত' বলা হয়॥

ক্রিয়ার উপাসনা করেন। বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজকগণের 'অরণ্য' বিশেষণটি যেমন গৃহস্থ হইতে ব্যাবৃত্তিসাধক ও অসাধারণ, তেমনি এই গ্রাম বিশেষণটিও গৃহস্থগণের অসাধারণ (বিশেষ ধর্ম্ম) এবং অরণ্যবাসীর ব্যাবৃত্তি-সাধক। 'ইতি' শব্দটি প্রকার-প্রদর্শক; এইজন্য 'ইতি' শব্দে 'এবংবিধ' বা 'এইজাতীয়' বুঝিতে হইবে। তাঁহারা (সেই উপাসকগণ) জ্ঞান-দৃষ্টি-রহিত বলিয়া ধূম অর্থাৎ ধূমের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। সেই ধূমাভিমানিনী দেবতাকর্তৃক অতিবাহিত হইয়া অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পথ অতিক্রম করিয়া, ধূমের পর রাত্রিকে অর্থাৎ রাত্রির অভিমানিনী দেবতাকে, রাত্রির পর অপরপক্ষ দেবতাকে অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে, অপর পক্ষের পর, সবিতা (সূর্য্যদেব) যে ছয় মাস কাল দক্ষিণদিকে গমন করেন, সেই সমুদয় মাসকে অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ছয় মাসের দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। উক্ত দক্ষিণায়ন ষণ্মাসের দেবতাগণ সংঘচারী (এক দলবদ্ধ); তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে 'মাসান্' এইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

উল্লিখিত এই কর্ম্মিগণ সংবৎসর অর্থাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন না। এখন আপত্তি হইতেছে যে, এখানে সংবৎসর-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়, যাহাতে তৎপ্রাপ্তির নিষেধ করা আবশ্যক হইতেছে? হাঁ, সম্ভাবনা আছে—কারণ, অবয়বী বা সমষ্টিভূত একই সংবৎসরের দুইটি অবয়ব—দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ, তন্মধ্যে অর্চ্চিরাদি-পথগামীদিগের সম্বন্ধে উত্তরায়ণ মাসের পর তদবয়বীভূত সংবৎসরের প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে, অতএব এখানেও সংবৎসরাবয়বরূপী দক্ষিণায়ন মাসের প্রাপ্তি শ্রবণ থাকায় পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণায়ন-মাসের অবয়বী সংবৎসরের প্রাপ্তিও আশঙ্কিত হইয়াছিল; এই জন্যই 'ইহারা আর সংবৎসর প্রাপ্ত হন না' বলিয়া সংবৎসর-প্রাপ্তি প্রতিবিদ্ধ হইতেছে॥৪০২॥৩

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥৪০৩॥৪

মাসেভ্যঃ (দক্ষিণায়নষণ্মাসেভ্যঃ) পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ আকাশম্, আকাশাৎ চন্দ্রমসম্ [অভিসম্ভবন্তীতি শেষঃ]। এষঃ (অনন্তরোক্তঃ চন্দ্রঃ) সোমঃ রাজা (ব্রাহ্মণানাং রঞ্জকত্বাৎ); তৎ (সঃ সোমঃ) দেবানাম্ (ইন্দ্রাদীনাম্) অন্নং ভোগ্যম্; দেবাঃ তৎ (সোমান্নং) ভক্ষয়ন্তি (উপভুঞ্জতে, নতু কবলীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ)॥

দক্ষিণায়ন ছয় মাসের পর পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ

হইতে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন ; ইহাই দীপ্তিমান্ সোম ; তাহাই দেবগণের অন্নস্বরূপ, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ উপভোগ করেন। [এখানে ভক্ষণ অর্থ কবলিত করা নহে, উপভোগমাত্র] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশম্ আকাশাচ্চন্দ্রমসম্। কোঽসৌ, যন্তৈঃ প্রাপ্যতে চন্দ্রমাঃ ? য এষ দৃশ্যতেঽন্তরিক্ষে সোমো রাজা ব্রাহ্মণানাম্, তদন্নং দেবানাম্, তং চন্দ্রমসমন্নং দেবা ইন্দ্রাদয়ো ভক্ষয়ন্তি। অতস্তে ধূমাদিনা গত্বা চন্দ্রভূতাঃ কর্ম্মিণো দেবৈর্ভক্ষ্যন্তে। ননু অনর্থায় ইষ্টাদিকরণম্ যত্ত্বন্নভূতা দেবৈর্ভক্ষ্যেরন্ নৈষ দোষঃ, অন্নমিত্যুপকরণমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ; ন হি তে কবলোৎক্ষেপেণ দেবৈর্ভক্ষ্যন্তে, কিং তর্হি উপকরণমাত্রং দেবানাং ভবন্তি তে, স্ত্রীপশুভৃত্যাদিবৎ ; দৃষ্টশ্চান্নশব্দ উপকরণেষু—স্ত্রিয়োঽন্নং, পশবোঽন্নং, বিশোঽন্নং রাজ্ঞামিত্যাদি। ন চ তেষাং স্ত্র্যাদীনাং পুরুষোপভোগ্যত্বেঽপ্যুপভোগো নাস্তি। তস্মাৎ কর্ম্মিণো দেবানামুপভোগ্যা অপি সন্তঃ সুখিনো দেবৈঃ ক্রীড়ন্তি। শরীরঞ্চ তেষাং সুখোপ-ভোগযোগ্যং চন্দ্রমণ্ডলে আপ্যমারভ্যতে। তদুক্তং পুরস্তাৎ—শ্রদ্ধাশব্দা আপো দ্যুলোকাগ্নৌ হুতাঃ সোমো রাজা সম্ভবতীতি। তা আপঃ কর্ম্মসমবায়িন্য ইতরৈশ্চ ভূতৈরনুগতাঃ দ্যুলোকং প্রাপ্য চন্দ্রত্বমাপন্নাঃ শরীরাদ্যারম্ভিকা ইষ্টাদ্যুপাসকানাং ভবন্তি। অন্ত্যায়াঞ্চ শরীরাহুতাবগ্নৌ হুতায়ামগ্নিনা দহ্যমানে শরীরে তদুত্থা আপো ধূমেন সহোর্দ্ধং যজমানমাবেষ্ট্য চন্দ্রমণ্ডলং প্রাপ্য কুশমৃত্তিকাস্থানীয়া বাহ্যশরীরারম্ভিকা ভবন্তি, তদারব্ধেন চ শরীরেণেষ্টাদিফলমুপভুঞ্জানা আসতে—যাবৎ তদুপভোগনিমিত্তস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ ॥৪০৩॥৪

আনন্দগিরিঃ।—অন্নশব্দস্য যথাশ্রুতম্ অর্থং গৃহীত্বা চোদয়তি—নন্বিতি। ঔপ-চারিকম্ অর্থং গৃহীত্বা পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। বৃদ্ধপ্রয়োগমন্তরেণ কথমুপ-করণবিষয়োঽন্নশব্দো ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—দৃষ্টশ্চেতি। ভবতু কর্ম্মিণাং দেবানাং প্রতি উপকরণত্বং, তথাপি স্বয়মুপভোগাভাবাৎ অনর্থকমিষ্টাদিকরণম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নচেতি। অন্যোপভোগ্যানামপি স্বয়ং ভোগসত্ত্বং তস্মাদিত্যুচ্যতে। তথাপি তেষাং মৃতানামশরীরিণাং কথং মুখ্যোপভোগঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—শরীরং চেতি। কথমপাং চন্দ্রলোকে তদ্দেহারম্ভকত্বম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তা আপইতি। কর্ম্মসমবায়িনীনামপাং কর্ম্মাপূর্ব্বদ্বারা যজমানদেহপ্রতিষ্ঠানাং কথং দ্যুলোকপ্রবেশাদি সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্ত্যায়াং চেতি। অদ্ভিরারব্ধস্য শরীরস্য ভোগায়তনত্বং দর্শয়তি—তদারব্ধেনেতি ॥৪০৩॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—[দক্ষিণায়ন] ছয় মাস হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমণ্ডলে [উপস্থিত হন] ; তাঁহারা যে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন, সেই চন্দ্র পদার্থটি কি ?—অন্তরিক্ষে এই যে ব্রাহ্মণগণের রাজা সোম দৃষ্টিগোচর হইয়া

থাকেন, [তাহাই সেই চন্দ্র], তাহাই দেবগণের অন্ন ; ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই চন্দ্ররূপী অন্ন ভক্ষণ করেন। অতএব, সেই কর্ম্মিগণ ধূমাদি পথে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিয়া চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হন।

ভাল, কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ যদি অন্নস্বরূপ হইয়া দেবগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন, তাহা হইলে ইষ্টাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ত নিজেরই অনিষ্টকর হইল। না—ইহা দোষাবহ নহে ; কেননা, এই অন্ন শব্দে কেবল ভোগোপকরণ ভাবই বিবক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রুতির অভিপ্রেত, ভক্ষণ নহে ; কারণ, দেবতারা যে তাহাকে মুখে ফেলিয়া ভক্ষণ করেন, তাহা নহে ; তবে কিনা, স্ত্রী, পশু ও ভৃত্যাদির ন্যায় তাঁহারা দেবগণের ভোগোপকরণভূত হন মাত্র। 'স্ত্রীগণ অন্ন, পশুগণ অন্ন, প্রজাগণ রাজার অন্ন', ইত্যাদি স্থানে ভোগোপকরণেও অন্নশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উক্ত স্ত্রী প্রভৃতি বস্তুগুলি পুরুষের উপভোগ্য হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে তাহাদেরও যে উপভোগ না আছে. তাহা নহে। অতএব, ইষ্টাদি-কর্ম্মিগণ দেবগণের উপভোগ্য হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা দেবগণের সহিত সুখে ক্রীড়া (আমোদ প্রমোদ) করেন মাত্র। তাঁহাদের সুখভোগোপযুক্ত জলময় শরীর চন্দ্রমণ্ডলে আরব্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই একথা উক্ত হইয়াছে—'শ্রদ্ধা-শব্দবাচ্যজলসমূহ দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত হইয়া সোম রাজা হইয়া থাকে। কর্ম্মসম্বন্ধী সেই জলসমূহই অপরাপর ভূতবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া দ্যুলোকপ্রাপ্তির পর চন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টাদি-কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের শরীরাদি সমুৎপাদন করিয়া থাকে। শরীররূপ অন্তিম আহুতিরূপ অগ্নিতে আহুত হইলে পর, অগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ হইবার সময় শরীরোত্থিত জলসমূহ তৃণ ও মৃত্তিকাদির ন্যায় সেই যজমানকে বেষ্টন করিয়া ধূমের সহিত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে গমন করত স্থূলশরীরের উৎপাদন করিয়া থাকে। সেই জলারব্ধ শরীর দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মফল উপভোগ করত চন্দ্রলোক-সম্ভোগের নিমিত্তভূত কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন ॥৪০৩॥৪

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমধ্বানং * পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি ॥ ৪০৪॥৫

[ইদানীং চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যবরোহক্রম উচ্যতে—"তস্মিন্" ইত্যাদিনা।] —সংপতন্তি অমুষ্মাৎ লোকাৎ অস্মিন্ লোকে যেন, সঃ সংপাতঃ কর্ম্মক্ষয়ঃ। তস্মিন্

* অথৈতমেবাধ্বানম্ ইতি বা পাঠঃ।

(চন্দ্রমণ্ডলে) যাবৎ সম্পাতম্ (কর্ম্মফলক্ষয়পর্য্যন্তম্) উষিত্বা (স্থিত্বা) অথ (অনন্তরং) যথেতম্ (যথাগতম্) আরোহানুসারেণ ইতি যাবৎ, এতম্ (প্রাগুক্তম্) এব অধ্বানং (ধূমাদিমার্গং) [লক্ষ্যীকৃত্য] পুনঃ নিবর্ত্তন্তে (প্রত্যবরোহন্তে), [অত্র পুনঃশব্দ-প্রয়োগাৎ কর্ম্মিণাং অসকৃদাবৃত্তিঃ সূচিতা]। [আবৃত্তিক্রমমাহ—] আকাশম্ (চন্দ্রমণ্ডলাৎ ভ্রষ্টাঃ সন্তঃ প্রথমম্ অন্তরিক্ষম্) [প্রতিপদ্যন্তে], আকাশাৎ বায়ুং [প্রতিপদ্যন্তে]। বায়ুঃ (বায়ুভূতঃ বায়ুপ্রতিষ্ঠঃ) ভূত্বা ধূমঃ (ধূমাকারঃ) ভবতি, ধূমঃ ভূত্বা অভ্রং (জলধররূপঃ) ভবতি ॥

এখন কর্ম্মিপুরুষগণের চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণ-ক্রম কথিত হইতেছে,—স্বকৃতকর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অনন্তর গমনক্রমানুসারে এইরূপ পথকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হন ; প্রথমে অন্তরিক্ষলোক প্রাপ্ত হন, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ুভূত অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া ধূমাকার হন, ধূমাকার হইয়া অভ্র হন, অর্থাৎ সজল মেঘাকার প্রাপ্ত হন ॥৪০৪॥৫

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সম্পতন্তি যেনেতি সম্পাতঃ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ঃ, যাবৎ সম্পাতং যাবৎ কর্ম্মণঃ ক্ষয় ইত্যর্থঃ, তাবৎ তস্মিন্ চন্দ্রমণ্ডলে উষিত্বা অথ অনন্তরমেতমেব বক্ষ্যমাণ-মধ্বানং মার্গম্ পুনর্নিবর্ত্তন্তে। 'পুনর্নিবর্ত্তন্তে' ইতি প্রয়োগাৎ পূর্ব্বমপ্যসকৃৎ চন্দ্র-মণ্ডলং গতা নিবৃত্তাশ্চাসন্নিতি গম্যতে। তস্মাদিহ লোকে ইষ্টাদিকর্ম্মোপচিত্য চন্দ্রং গচ্ছন্তি, তৎক্ষয়ে চাবর্ত্তন্তে, ক্ষণমাত্রমপি তত্র স্থাতুং ন লভ্যতে, স্থিতিনিমিত্ত-কর্ম্মক্ষয়াৎ, স্নেহক্ষয়াদিব প্রদীপস্য।

তত্র কিং যেন কর্ম্মণা চন্দ্রমণ্ডলমারূঢ়ঃ, তস্য সর্ব্বস্য ক্ষয়ে তস্মাদবরোহণম্? কিং বা সাবশেষে? ইতি। কিং ততঃ?—যদি সর্ব্বস্যৈব ক্ষয়ঃ কর্ম্মণঃ, চন্দ্র-মণ্ডলস্থস্যৈব মোক্ষঃ প্রাপ্নোতীতি। তিষ্ঠতু তাবৎ তত্রৈব, মোক্ষঃ স্যাৎ, নবেতি; তত আগতস্যেহ শরীরোপভোগাদি ন সম্ভবতি ; "ততঃ শেষেণ" ইত্যাদিস্মৃতি-বিরোধশ্চ স্যাৎ।

নন্বু ইষ্টাপূর্ত্তদত্তব্যতিরেকেণাপি মনুষ্যলোকে শরীরোপভোগনিমিত্তানি কর্ম্মাণ্যনেকানি সম্ভবন্তি ; ন চ তেষাং চন্দ্রমণ্ডলে উপভোগঃ ; অতোঽক্ষীণানি তানি। যন্নিমিত্তং চন্দ্রমণ্ডলমারূঢ়স্তান্যেব ক্ষীণানীত্যবিরোধঃ। শেষশব্দশ্চ সর্ব্বেষাং কর্ম্মত্বসামান্যাদবিরুদ্ধঃ ; অতএব চ তত্রৈব মোক্ষঃ স্যাদিতি দোষাভাবঃ ; বিরুদ্ধানেকযোন্যুপভোগফলানাঞ্চ কর্ম্মণামেকৈকস্য জন্তোরারম্ভকত্বসম্ভবাৎ। ন চৈকস্মিন্ জন্মনি সর্ব্বকর্ম্মণাং ক্ষয় উপপদ্যতে, ব্রহ্মহত্যাদেশ্চৈকৈকস্য কর্ম্মণোঽনেকজন্মারম্ভকত্বস্মরণাৎ, স্থাবরাদিপ্রাপ্তানাঞ্চাত্যন্তমূঢ়ানাম উৎকর্ষহেতোঃ

কর্ম্মণ আরম্ভকত্বাসম্ভবাৎ। গর্ভভূতানাঞ্চ স্রংসমানানাং কর্ম্মাসম্ভবে সংসারানুপপত্তিঃ, তস্মান্নৈকস্মিন্ জন্মনি সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামুপভোগঃ।

যত্তু কৈশ্চিদুচ্যতে—সর্ব্বকর্ম্মাশ্রয়োপমর্দ্দেন প্রায়েণ কর্ম্মণাং জন্মারম্ভকত্বম্। তত্র কানিচিৎ কর্ম্মাণ্যনারম্ভকত্বেনৈব তিষ্ঠন্তি, কানিচিজ্জন্মান্তরম্ আরভন্ত ইতি নোপপদ্যতে, মরণস্য সর্ব্বকর্ম্মাভিব্যঞ্জকত্বাৎ, স্বগোচরাভিব্যঞ্জকপ্রদীপবদিতি। তদসৎ, সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বাভ্যুগপমাৎ। ন হি সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বে দেশকালনিমিত্তাবরুদ্ধত্বাৎ সর্ব্বাত্মনোপমর্দ্দঃ কস্যচিৎ কচিদভিব্যক্তির্ব্বা সর্ব্বাত্মনোপপদ্যতে, তথা কর্ম্মণামপি সাশ্রয়াণামুপমর্দ্দো ভবেৎ। যথা চ পূর্ব্বানুভূত মনুষ্যময়ূরমর্কটাদি জন্মাভিসংস্কৃতা-বিরুদ্ধানেকবাসনা মর্কটত্বপ্রাপকেণ কর্ম্মণা মর্কটজন্ম আরভমাণেন নোপমৃদ্যন্তে, তথা কর্ম্মাণ্যপ্যন্যজন্মপ্রাপ্তিনিমিত্তানি নোপমৃদ্যন্ত ইতি যুক্তম্। যদি হি সর্ব্বাঃ পূর্ব্বজন্মানুভববাসনা উপমৃদ্যেরন্, মর্কটজন্মনিমিত্তেন কর্ম্মণা মর্কটজন্মন্যারব্ধে মর্কটস্য জাতমাত্রস্য মাতুঃ শাখায়াঃ শাখান্তরগমনে মাতুরুদরসংলগ্নত্বাদিকৌশলং ন প্রাপ্নোতি। ইহ জন্মন্যনভ্যস্তত্বাৎ। ন চ অতীতানন্তরজন্মনি মর্কটত্বমেবাসীৎ তস্যেতি শক্যং বক্তুম্, "তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদ্বাসনাবৎ ন অশেষকর্ম্মোপমর্দ্দ ইতি শেষকর্ম্মসম্ভবঃ। যত এবম্ তস্মাচ্ছেষেণোপযুক্তাৎ* কর্ম্মণঃ সংসার উপপদ্যত ইতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ।

কোঽসাবধ্বা, যং প্রতিনিবর্ত্তন্ত ইতি উচ্যতে—যথেতং যথাগতং নিবর্ত্তন্তে। ননু মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমিতি গমনক্রম উক্তঃ, ন তথা নিবৃত্তিঃ; কিং তর্হি, আকাশাদ্বায়ুমিত্যাদি; কথং যথেতমিত্যুচ্যতে? নৈষঃ দোষঃ, আকাশপ্রাপ্তেস্তুল্যত্বাৎ পৃথিবীপ্রাপ্তেশ্চ। ন চাত্র যথেতমেবেতি নিয়মঃ অনেবংবিধমপি নিবর্ত্তন্তে; পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি তু নিয়মঃ। অত উপ-লক্ষণার্থমেতৎ যথেতমিতি। অতো ভৌতিকমাকাশং তাবৎ প্রতিপদ্যন্তে। যাস্তেষাং চন্দ্রমণ্ডলে শরীরারম্ভিকা আপ আসন্, তাস্তেষাং তত্রোপভোগনিমিত্তানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়ে বিলীয়ন্তে, ঘৃতসংস্থানমিবাগ্নিসংযোগে, তা বিলীনা অন্তরিক্ষস্থা আকাশভূতা ইব সূক্ষ্মা ভবন্তি। তা অন্তরিক্ষাদ্বায়ুর্ভবন্তি, বায়ুপ্রতিষ্ঠা বায়ুভূতা ইতশ্চামুতশ্চ উহ্যমানাস্তাভিঃ সহ ক্ষীণকর্ম্মা বায়ুভূতো ভবতি। বায়ুঃ ভূত্বা তাভিঃ সহৈব ধূমো ভবতি। ধূমো ভূত্বা অভ্রং অব্‌ভরণমাত্ররূপো ভবতি ॥৪০৪॥৫

আনন্দগিরিঃ।—তদ্দেবানামন্নমিত্যাদি ব্যাখ্যায় তস্মিন্নিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যাবদিতি। চন্দ্রলোকস্তচ্ছব্দার্থঃ। যাবৎসম্পাতমুষিত্বেতি শ্রূয়তে, কথমন্যথা ব্যাখ্যায়তে? তত্রাহ—সংপতন্তীতি। পুনঃশব্দপ্রয়োগস্য তাৎপর্য্যমাহ—পুনরিতি।

* শেষেণোপভুক্তাৎ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

অথেত্যাদিবাক্যার্থম্ উপসংহরতি—তস্মাদিতি। তচ্ছব্দপরামৃষ্টং হেতুং স্পষ্টয়তি—স্থিতীতি। যথা দীপস্য স্নেহক্ষয়ে স্থিতিনিমিত্তাভাবাৎ অস্থিতিঃ, তথা চন্দ্রলোকে স্থিতিনিমিত্তস্য ইষ্টাদের্ভোগেন ক্ষয়াৎ তত্র স্থিত্যসম্ভবাৎ আবৃত্তিরেবেত্যর্থঃ।

তস্মিন্ যাবৎসংপাতমুষিত্বেত্যত্র বিচারয়তি—তত্রেতি। তস্য চন্দ্রমণ্ডলপ্রাপকস্য অতিরিক্তস্য চ সর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়ে সতীতি যাবৎ। সাবশেষোপভুক্তাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ অতিরিক্তেন কেনচিৎ কর্ম্মণা সহিতঃ সন্নিত্যর্থঃ। পক্ষদ্বয়েঽপি ফলং পৃচ্ছতি—কিং তত ইতি। তত্রাদ্যং পক্ষং পূর্ব্বপক্ষমুখেন প্রতিচিক্ষিপ্সুস্তৎফলমাহ—যদীতি। তত্রৈব দূষণান্তরমাহ—তিষ্ঠত্বিতি। চন্দ্রমণ্ডলং সপ্তম্যর্থঃ। ততশ্চন্দ্রমণ্ডলাদিত্যেতৎ। ইহেত্যেতল্লোকোক্তিঃ। আদিপদং শুভাশুভকর্ম্মানুসারি সর্ব্বব্যাপারসংগ্রহার্থম্। ন কেবলং সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়পক্ষে মুক্তিরেব বিরুধ্যতে কিন্তু স্মৃতিশ্চেত্যাহ—তত ইতি। চন্দ্রলোকে ভোক্তব্যস্য কর্ম্মণো ভোগেন ক্ষয়াদূর্দ্ধং শেষেণ অনুপভুক্তেন কর্ম্মণা জন্ম প্রতিপদ্যন্ত ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়পক্ষে বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়পক্ষে পূর্ব্বপক্ষিণা অন্যথাবাদিনা প্রতিক্ষিপ্তে সাবশেষপক্ষমুত্তরবাদী প্রতিপদ্যতে—নন্বিতি। তান্যপি চন্দ্রমণ্ডলে ভুক্তান্যেব ইতি নাবশেষোঽস্তি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নচেতি। নহি সর্ব্বকর্ম্মবশাৎ চন্দ্রমণ্ডলপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। তর্হি চন্দ্রমণ্ডলে কর্ম্মফলোপভোগাভাবাৎ অলং তদারোহেণেতি আশঙ্ক্যাহ—যন্নিমিত্তমিতি। অবিরোধশ্চন্দ্রমণ্ডলে ভোগস্য শেষকর্ম্মসদ্ভাবস্য চেতি শেষঃ। যত্তু ততঃ শেষেণেত্যাদিস্মৃতিবিরোধ ইতি, তত্রাহ—শেষশব্দশ্চেতি। নিঃশেষেষ্বপি ভুক্তেষু কর্ম্মসু অভুক্তকর্ম্মসু শেষশব্দো ন বিরুধ্যতে অভুক্তানাং কর্ম্মণাং কর্ম্মত্বস্য তুল্যত্বাৎ নাত্র সাবশেষপক্ষে স্মৃতিবিরোধোঽস্তীত্যর্থঃ। যচ্চন্দ্রমণ্ডলস্থস্যৈব মোক্ষঃ স্যাদিতি, তত্রাহ—অতএবেতি। শেষকর্ম্মসদ্ভাবাদেবেতি যাবৎ। ইতশ্চ কর্ম্মশেষসিদ্ধিরিত্যাহ—বিরুদ্ধেতি। আরম্ভকত্বসম্ভবাৎ একজাত্যুপভোগ্যকর্ম্মক্ষয়েঽপি কর্ম্মশেষঃ সম্ভবতীতি শেষঃ। অথৈকস্মিন্ জন্মনি সর্ব্বাণি ক্ষীয়ন্তে, কর্ম্মাশয়স্য ঐকভবিকত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নচেতি। ঐকভবিকন্যায়স্য উপরিষ্টান্নিরাকরিষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ। ইতশ্চ শেষকর্ম্মসিদ্ধিরিত্যাহ—ব্রহ্মহত্যাদেশ্চেতি। শ্বশূকরখরোষ্ট্রাণামিত্যাদিস্মরণম্। ঘৃতভাণ্ডস্নেহশেষবৎ ভুক্তস্যৈব কর্ম্মণঃ শেষাৎ পুনরাবৃত্তির্ভবিষ্যতীত্যত আহ—স্থাবরাদীতি। শেষকর্ম্মসিদ্ধৌ হেত্বন্তরমাহ—গর্ভভূতানামিতি। কর্ম্মশেষসদ্ভাবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। একস্যাপি কর্ম্মণোঽনেকজন্মহেতুত্বং তচ্ছব্দার্থঃ।

মতান্তরমুত্থাপয়তি—যত্বিতি। যাবৎ প্রবৃত্তফলং কর্ম্ম ন ক্ষীয়তে, তাবৎ প্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধাৎ অন্যানি কর্ম্মাণি স্বফলং নারভন্তে। মরণকালে তু প্রতিবন্ধকাভাবাৎ সর্ব্বকর্ম্মাশ্রয়সংঘাতোপমর্দ্দেন তেষাম্ উত্তর-শরীরারম্ভকত্বম্ অবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। তথাপি কথং শেষকর্ম্মসদ্ভাবাসিদ্ধিরিত্যত আহ—তত্রেতি। অনারব্ধকর্ম্মণাং সর্ব্বেষাম্ উত্তরশরীরারম্ভকত্বে সতীতি যাবৎ। প্রায়ণকালে যানি কর্ম্মাণি অভিব্যক্তানি, তান্যেবোত্তরশরীরারম্ভকাণি, ইতরেষাং তু ন শরীরারম্ভকত্বম্, ইতি দূষয়তি—তদসদিতি। মধুব্রাহ্মণোক্তেন ন্যায়েন সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বাঙ্গীকারাদ্দেহস্যাপি তথাত্বাৎ ন সর্ব্বাত্মনোপমর্দ্দোপপত্তিরিত্যর্থঃ, উক্তমর্থম্ উপপাদয়িতুং সামান্যন্যায়মাহ—নহীতি। সর্ব্বং সর্ব্বস্য কারণং কার্য্যং চেতি ন্যায়েন সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বে স্থিতে সতি কস্যচিৎ কচিৎ সর্ব্বাত্মনোপমর্দ্দঃ, তথা অভিব্যক্তির্ব্বা নোপপদ্যতে। প্রতীয়মানোপমর্দ্দাদের্দেশ-

বিশেষাদিক্বতত্বাদিত্যর্থঃ। উক্তন্যায়ং প্রকৃতে যোজয়তি—তথেতি। ইতশ্চ কর্ম্মশেষঃ সম্ভবতীতি ক্রমবত্তায়াং দৃষ্টান্তমাহ—যথাচেতি। পূর্ব্বং ক্রমেণানুভূতানি যানি মনুষ্যাদিজন্মানি, তৈরভিসংস্কৃতাঃ সম্পাদিতা বিরুদ্ধা যা ভূয়স্যঃ বাসনাঃ, তজ্জাতি-বিশেষপ্রাপকেণ কর্ম্মণা তস্মিন্নারভ্যমাণে ন নিরুধ্যন্তে ইত্যর্থঃ। দার্ষ্টান্তিকমাহ—তথেতি। দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি—যদি হীতি। ব্যবহিতবাসনোচ্ছেদেঽপি নাব্যবহিত-দেশোচ্ছিদ্যতে; তথা চানন্তরজন্মোত্থবাসনাসামর্থ্যাৎ মর্কট শশোর্যথোক্তকৌশলম্ অবিরুদ্ধম্; ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। কিং চ, পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চেত্যবিশেষেণ পূর্ব্বজন্মা-র্জিতবাসনা জীবমনুগচ্ছতীতি শ্রবণাদব্যবহিতপূর্ব্বজন্মবাসনৈব তমন্বেতীতি ন শক্যং বিশেষতো বক্তুমিত্যাহ—তং বিদ্যেতি। দৃষ্টান্তমুপপাদ্য দার্ষ্টান্তিকং নিগময়তি—তস্মাদিতি শেষকর্ম্মসদ্ভাবে ফলিতমাহ—যতইতি। উপভুক্তাৎ কর্ম্মণঃ শেষেণেতি সম্বন্ধঃ—কশ্চিদিতি। শ্রৌতো বা স্মার্ত্তো বা যৌক্তিকো বা লৌকিকো বেত্যর্থঃ।

এতমেবাধ্বানমিতি প্রকৃতমধ্বানং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কোঽসাবিত্যাদিনা। যথেতমিত্যুক্তমাক্ষিপতি—নন্বিতি। কিং যথেতমিত্যেতদেব ন সম্ভবতি, কিং বা যথেতমেবেতি নিয়মো নোপপদ্যতে, তত্রাদ্যং দূষয়তি—নৈষ দোষ ইতি। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—নচেতি। অত্রেতি নিবৃত্তিরুক্তা। অনেবংবিধমপীতি। যথাগতিক্রমো দর্শিতঃ, ন তথা নিবৃত্তিনিয়তা, কিন্তু বিধান্তরেণাপি সম্ভবতীত্যর্থঃ। নিবৃত্তেঃ ক্রম-নিয়মাভাবে কীদৃশো নিয়মো বিবক্ষিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পুনরিতি। কেনাভিপ্রায়েণ তর্হি যথেতমিত্যুক্তম্, অত আহ—অতইতি। গতিক্রমবন্নিবৃত্তিক্রমে নিয়মাভাবো-ঽতঃশব্দার্থঃ। উক্তঞ্চ যথেতমনেবঞ্চেতি। নিবৃত্তিনিয়মে ফলিতমাহ—অতইতি। পরমাত্মানং ব্যাবর্ত্তয়িতুং ভৌতিকমিত্যুক্তম্। কথং পূর্ব্বসিদ্ধাকাশতাদাত্ম্যাপত্তি-রবরোহতাং সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্য তৎসাম্যগমনমেব তদ্ভাবাপত্তিরিত্যুপচর্য্যতে স্বাভাব্যা-পত্তিরিতি ন্যায়াদিত্যাহ—যাস্তেষামিতি। ঘৃতস্য সংস্থানং কাঠিন্যম্। তাস্বাকাশ-ভূতাসু তৎপরিবেষ্টিতাঃ কর্ম্মিণোঽধ্যবরোহন্তস্তদ্ভূতা ইব ভবন্তীত্যর্থঃ। আকাশাদ্-বায়ুমিত্যস্যার্থং সাধয়তি—তা অন্তরিক্ষাদিতি ॥৪০৪॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—যাহার দ্বারা লোক অধোলোকে পতিত হয়, তাহার নাম সম্পাত—কর্ম্মক্ষয়; যাবৎ সম্পাত অর্থ—যে পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষয় না হয়, তাবৎ কাল সেই চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া অনন্তর এই বক্ষ্যমাণ পথেই পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হয়। 'পুনঃ নিবৃত্ত হয়' বলাতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বেও তাহারা অনেক বার চন্দ্রমণ্ডলে গিয়াছে এবং সে স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। অতএব ইহলোকে যাহারা ইষ্টাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা চন্দ্রলোকে গমন করে, কর্ম্মক্ষয়ে আবার প্রত্যাগমন করে, তখন ক্ষণকালও আর সেখানে থাকিতে পারে না, কারণ, তৈলাদি স্নেহপদার্থের অভাবে প্রদীপ যেমন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, তেমনি চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থানের নিমিত্তীভূত কর্ম্মের ক্ষয়ে তাহারাও সেখানে আর ক্ষণকালও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কর্ম্মী পুরুষ যে কর্ম্মের ফলে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করিয়াছিল, সেই কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইলেই সেখান হইতে প্রত্যাগমন করে, কিংবা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে? ভাল, তাহাতেই বা কি? যদি সমস্ত কর্ম্মেরই ক্ষয় হয়, তাহা হইলেও চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিতিকালেই মুক্তি হইতে পারে। সেখানেই

মোক্ষ হয় কিনা, একথা থাকুক; সেখান হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির ত এখানে আর শরীর-ভোগ প্রভৃতি কিছুই সম্ভবপর হয় না; অধিকন্তু 'কর্ম্মশেষের অস্তিত্ব-বোধক ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মানুসারে জন্ম হয়' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেরও বিরোধ উপস্থিত হয়।

বেশ কথা, মনুষ্যলোকে শরীরধারণের জন্য ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত ভিন্ন আরও বহুতর কর্ম্মের অস্তিত্ব রহিয়াছে, অথচ চন্দ্রমণ্ডলে যে, সে সমস্ত কর্ম্মের উপভোগ সম্ভব হয়, তাহাও নহে; অতএব সে সমস্ত কর্ম্ম নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু কর্ম্মী পুরুষ যে কর্ম্মের ফলে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করিয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং এরূপে কোনই বিরোধ থাকিতেছে না। আর কর্ম্মত্বরূপ ধর্ম্মটি যখন সমস্ত কর্ম্মের পক্ষেই সমান, তখন 'শেষ' শব্দের প্রয়োগও বিরুদ্ধ হইতেছে না! অতএব সেখানেই মোক্ষের সম্ভাবনায় যে দোষাশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহারও পরিহার হইল, কেননা, বিভিন্নদেহে উপভোগযোগ্য কর্ম্মসমূহেরও পর পর এক একটি প্রাণিদেহ সমুৎপাদন করা সম্ভবপর হয়। বিশেষতঃ একই জন্মে সমস্ত কর্ম্মফলের ক্ষয় হওয়াও সঙ্গত হয় না; কারণ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি এক একটি কর্ম্ম হইতেও বহু জন্মারম্ভের কথা উক্ত আছে? উৎকর্ষের হেতুভূত কর্ম্মকেও অত্যন্ত মূঢ়ভাবাপন্ন স্থাবরাদি দেহপ্রাপ্ত জীবগণের জন্মারম্ভ করা সম্ভবপর হয় না। আর যাহারা গর্ভাবস্থাতে চ্যুত হয়, অর্থাৎ গর্ভস্রাবভাবাপন্ন হয়, তাহাদের যখন কোনরূপ কর্ম্ম করা সম্ভবপরই হয় না, তখন তাহাদের পক্ষেও সংসার বা পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তি উপপন্ন হয় না। সুতরাং একই জন্মে সমস্ত কর্ম্মফলের উপভোগ করা হয় না।

আর কেহ কেহ যে বলে,—সাধারণতঃ সমস্ত কর্ম্মাশ্রয়ী পদার্থের বিনাশ-পূর্ব্বক প্রায়শঃ কর্ম্মসমূহ ফলারম্ভক হইয়া থাকে; সুতরাং কতকগুলি কর্ম্ম অনারম্ভক অবস্থায় অবস্থান করে, আর কতকগুলি কর্ম্ম জন্মান্তর আরম্ভ করে, এ কথাও উপপন্ন হয় না, কারণ, প্রদীপ যেমন সমীপস্থ সকল বস্তুকে সমান ভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকে, তেমনি মরণও সমস্ত কর্ম্মের তুল্যরূপে অভিব্যঞ্জক হইয়া থাকে। সে কথাও সঙ্গত হয় না, কারণ, সমস্ত পদার্থকেই ত সর্ব্বাত্মক বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে (১)। সকল পদার্থই যদি সর্ব্বাত্মক হইল,

(১) তাৎপর্য্য—এ কথার অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত পদার্থেই সমস্ত পদার্থের সত্তা অল্লাধিক পরিমাণে অন্তর্নিহিত আছে; প্রত্যেক পদার্থেরই অভিব্যক্তি ও বিনাশের কারণও ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং এক ব্যক্তির এক মৃত্যু কোন কোন কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক হইলেও সমস্ত কর্ম্মের অভি-ব্যঞ্জক হইতে পারে না, তখনও কতকগুলি কর্ম্ম নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকে; সেই সমস্ত কর্ম্মও আবার নিজের অভিব্যঞ্জক উপযুক্ত নিমিত্ত লাভ করিয়া নিজ নিজ ফল প্রদানে ব্যাপৃত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ দেশ কালাদিরূপ নিমিত্ত দ্বারা আক্রান্ত থাকায় কখনও কোনও পদার্থের সর্ব্বতোভাবে বিনাশ বা সর্ব্বতোভাবে অভিব্যক্তি হইতে পারে না। সেইরূপ কর্ম্ম এবং তদাশ্রয়সমুহেরও উপমর্দ হইতে পারে না। নানাবিধ বিরুদ্ধস্বভাব যে সমস্ত বাসনা বা সংস্কার সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, বানরত্ব প্রাপ্তির কারণীভূত কর্ম্ম যখন বানর জন্ম সমুৎপাদন করে, তখন বানর-প্রাপক কর্ম্ম যেমন উল্লিখিত পুর্ব্ব সংস্কারসমুহকে বিমর্দ্দিত করে না, তেমনি অন্যপ্রকার জন্মপ্রাপ্তির নিমিত্তীভূত কর্ম্মসমূহও যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা বিমর্দ্দিত হয় না, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। আর যদি পূর্ব্বানুভবজনিত সমস্ত বাসনাই বিমর্দ্দিত হইত, তাহা হইলে, মর্কটজন্মের নিমিত্তীভূত কর্ম্ম দ্বারা মর্কটজন্ম সমারব্ধ হইলে পর মাতৃকুক্ষি হইতে জাতমাত্র মর্কট-শিশুর এক শাখা হইতে অন্য শাখায় গমনে এবং মাতার ক্রোড়ে সংলগ্ন থাকা প্রভৃতি বিষয়ে কৌশল বা তাদৃশ নৈপুণ্য কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ; কারণ, বর্ত্তমানে জন্মে ত আর ঐ সমস্ত কর্ম্ম তাহার অভ্যস্ত (শিক্ষিত) হয় নাই।

আর যে অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মেও তাহার মর্কটত্বই ছিল, একথাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন,—'কর্ম্ম, উপাসনা ও পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান-সংস্কার তাহার (মৃত ব্যক্তির) অনুগমন করে', অতএব বাসনার (সংস্কারের) ন্যায় নিখিল কর্ম্মের বিনাশ হয় না ; সুতরাং অবশিষ্ট কর্ম্মের অস্তিত্বই সম্ভবপর হইতেছে। যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, সেই হেতুই ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মফলে সংসার বা পুনর্জ্জন্ম উপপন্ন হইতেছে ; সুতরাং কোনরূপ বিরোধ হইতেছে না।

এই পথটি কি ?—যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মিগণ ফিরিয়া আইসে। বলা হইতেছে—যথেত—অর্থাৎ যে প্রকারে গমন হয়, সেই প্রকারেই নিবৃত্ত হয়। বেশ কথা, মাসের পর পিতৃলোক, পিতৃলোকের পর আকাশ, এবং আকাশের পর চন্দ্রমণ্ডল, এইরূপই গমনপ্রকার (গমনের পদ্ধতি বা ক্রম) উক্ত হইয়াছে আর গমনের সময় কথিত হইয়াছে—আকাশের পর বায়ু ; সুতরাং নিবৃত্তির প্রণালী ত একরূপ হইতেছে না ; অতএব, 'যথেত' বলা হইতেছে কিরূপে ? না—ইহা দোষাবহ নহে ; কারণ, উভয় স্থলেই আকাশপ্রাপ্তি ও পৃথিবীপ্রাপ্তি ধর্ম্মটি তুল্য। বিশেষতঃ এখানে 'যথেতমেব' (যেরূপে গমন, ঠিক তদ্রূপেই), এইটি অব্যভিচরিত নিয়ম নহে ; পরন্তু, পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হয়, এইটুকু মাত্রই নিয়ম ; কেননা, তাহারা অন্যপ্রকারেও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব, 'যথেত' কথাটি উপলক্ষণ মাত্র (যে কোনরূপে আগমনই উহার অর্থ)। অতএব [বুঝিতে হইবে], চন্দ্রমণ্ডলে কর্ম্মীদিগের শরীরোৎপাদক যে সমস্ত জল ছিল, তাহারাই

ভৌতিক আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডলে তাহাদের ভোগসম্পাদক কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হইলে পর অগ্নিসংযোগে ঘৃতকাঠিন্য-লয়ের ন্যায়, সেই জলসমূহই আবার বিলীনাবস্থায় আকাশে অবস্থান করতঃ যেন সূক্ষ্ম আকাশ স্বরূপই হইয়া থাকে। তাহারাই আবার আকাশ হইতে বায়ুভূত হয়; বায়ুতে অবস্থিত বায়ুভূত সেই জলসমূহ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে; সেই জলসমূহের সহযোগে ক্ষীণ-কর্ম্মা (যাহার ভোগোপযোগী কর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে, সেই) পুরুষও বায়ুভূত হইয়া থাকে; বায়ুভূত হইয়া আবার সেই জলের সঙ্গেই ধূম হয়; ধূম হইয়া অভ্র—কেবলমাত্র জলধারণযোগ্য (মেঘের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত) হয় ॥৪০৪॥৫

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে, অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্, যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥৪০৫॥৬

অভ্রং ভূত্বা মেঘঃ (জলবর্ষণসমর্থঃ) ভবতি; মেঘঃ ভূত্বা প্রবর্ষতি (প্রকর্ষেণ বারি মুঞ্চতি—বর্ষধারারূপেণ কর্ম্মী জীবঃ ভূমৌ পততীতি ভাবঃ)। তে (কর্ম্মিণঃ) ইহ (ভূমৌ) ব্রীহিযবাঃ (ব্রীহয়ঃ—ধান্যানি, যবাঃ—স্বনামপ্রসিদ্ধাঃ) ওষধি-বনস্পতয়ঃ (ওষধয়ঃ—তৃণলতাদ্যাঃ, বনস্পতয়ঃ—বৃক্ষাঃ) তিলমাষাঃ (তিলাঃ মাষাশ্চ) ইতি (এবংপ্রকারেণ) জায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে)। অতঃ (অস্মাৎ ব্রীহি-যবাদিভাবাৎ) বৈ খলু (অবধারণে) দুর্নিষ্প্রপতরং (দুর্নিষ্প্রপততরং—নিষ্ক্রমণন্তু অতিশয়েন দুঃখাস্পদং, ব্রীহিযবাদীনাং প্রাণিভক্ষ্যত্বস্যানিশ্চয়াৎ, তদভক্ষ্যত্বে চ পুনঃ শরীরপ্রাপ্তেরসম্ভবেন সুচিরমপি তদবস্থয়াবস্থিতেঃ সম্ভবাৎ দুর্নিষ্প্রপততরমিতি ভাবঃ)। যঃ যঃ (প্রাণী) হি (নিশ্চয়ে) অন্নম্ (ব্রীহিযবাদিরূপম্) অত্তি (ভক্ষয়তি), যঃ (যঃ যঃ প্রাণী) রেতঃ সিঞ্চতি (যোষিৎসংসর্গং করোতি), তদ্ভূয়ঃ (বাহুল্যেন তদাকারঃ) এব (অবধারণে) ভবতি (শেষকর্ম্মা জীবঃ ব্রীহি-যবাদিভাবাপন্নঃ সন্ যেন প্রাণিনা ভক্ষ্যতে, তদ্দেহে রেতোরূপেণ পরিণম্য যোষিতি নিক্ষিপ্তঃ সন্ পুনস্তদাকৃতিরেব জায়তে; আকৃতেঃ সর্ব্বতঃ সারূপ্য-নিবৃত্তয়ে 'ভূয়ঃ' পদপ্রয়োগ ইত্যর্থঃ)॥

অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে, অর্থাৎ জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়; শেষে তাহারা পৃথিবীতে ধান্য, যব, তৃণ, লতা, বৃক্ষ, তিল কিংবা মাষ কড়াই ইত্যাদি রূপে জন্ম ধারণ করে; এই ব্রীহিযবাদি অবস্থা হইতে নির্গমনই অতিশয় ক্লেশকর; যে যে প্রাণী অন্ন ভক্ষণ করে, এবং রেতঃসেক (স্ত্রীসংসর্গ) করে, [তাহাদের কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া তাহারা] প্রায় তাহাদেরই অনুরূপ হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অভ্রং ভূত্বা ততঃ সেচনসমর্থো মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা উন্নতেষু প্রদেশেষু অথ প্রবর্ষতি, বর্ষধারারূপেণ শেষকর্ম্মা পততীত্যর্থঃ। ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি এবম্প্রকারাঃ ক্ষীণকর্ম্মাণো জায়ন্তে। ক্ষীণ-কর্ম্মণামনেকত্বাৎ বহুবচননির্দ্দেশঃ। মেঘাদিষু পূর্ব্বেষ্বেকরূপত্বাদেকবচননির্দ্দেশঃ।

যস্মাদ্ গিরিতটদুর্গনদীসমুদ্রারণ্যমরুদেশাদিসন্নিবেশসহস্রাণি বর্ষধারাভিঃ পতিতানাম্; অতঃ তস্মাদ্ধেতোঃ বৈ খলু দুনিষ্প্রপতরং দুর্নিষ্ক্রমণং দুর্নিঃসরণম্। যতো গিরিতটাদুদকস্রোতসা উহ্যমানা নদীঃ প্রাপ্নুবন্তি ততঃ সমুদ্রম্, ততো মকরাদিভি-র্ভক্ষ্যন্তে; তেঽপ্যন্যেন; তত্রৈব চ সহ মকরেণ সমুদ্রে বিলীনাঃ সমুদ্রাম্ভোভিঃ জলধরৈরাকৃষ্টাঃ পুনর্ব্বর্ষধারাভির্ম্মরুদেশে শিলাতটে বা অগম্যে পতিতাস্তিষ্ঠন্তি; কদাচিৎ ব্যালমৃগাদিপীতা ভক্ষিতাশ্চান্যৈঃ, তেঽপ্যন্যৈরিত্যেবম্প্রকারাঃ পরিবর্ত্তেরন্; কদাচিদভক্ষ্যেষু স্থাবরেষু জাতাস্তত্রৈব শুষ্যেরন্; ভক্ষ্যেষ্বপি স্থাবরেষু জাতানাং রেতঃসিগ্দেহসম্বন্ধো দুর্ল্লভ এব, বহুত্বাৎ স্থাবরাণামিতি; অতো দুর্নিষ্ক্রমণত্বম্। অথবা, অতোঽস্মাদ্ ব্রীহিযবাদিভাবাৎ দুনিষ্প্রপতরং দুর্নির্গমনতরম্।

দুনিষ্প্রপতরমিতি তকার একো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ,—ব্রীহিযবাদিভাবো দুর্নিষ্প্রপতঃ, তস্মাদপি দুনিষ্প্রপতাৎ রেতঃসিগ্দেহসম্বন্ধো দুনিষ্প্রপততর ইত্যর্থঃ, যস্মাদূর্দ্ধরেতো-ভির্ব্বালৈঃ পুংস্ত্বরহিতৈঃ স্থবিরৈর্ব্বা ভক্ষিতা অন্তরালে শীর্য্যন্তে, অনেকত্বাদন্না-দীনাম্। কদাচিৎ কাকতালীয়ন্যায়েন রেতঃসিগ্ভির্ভক্ষ্যন্তে যদা, তদা রেতঃসিগ্-ভাবং গতানাং কর্ম্মণো বৃত্তিলাভঃ। কথম্? যো যো হি অন্নমত্তি অনুশয়িভিঃ সংশ্লিষ্টং রেতঃসিক্, যশ্চ রেতঃ সিঞ্চতি ঋতুকালে যোষিতি, তদ্ভূয় এব তদা-কৃতিরেব ভবতি। তদবয়বাকৃতিভূয়স্ত্বং ভূয় ইত্যুচ্যতে, রেতোরূপেণ যোষিতি গর্ভাশয়েঽন্তঃপ্রবিষ্টোঽনুশয়ী; রেতসো রেতঃসিগাকৃতিভাবিতত্বাৎ; "সর্ব্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতম্" ইতি হি শ্রুত্যন্তরাৎ; অতো রেতঃসিগাকৃতিরেব ভবতীত্যর্থঃ। তথাহি—পুরুষাৎ পুরুষো জায়তে, গোর্গবাকৃতিরেব, ন জাত্যন্তরা-কৃতিঃ, তস্মাদ্ যুক্তং তদ্ভূয় এব ভবতীতি।

যে ত্বন্যে অনুশয়িভ্যশ্চন্দ্রমণ্ডলমনারুহ্যৈব * পাপকর্ম্মভির্ঘোরৈঃ ব্রীহিযবাদিভাবং প্রতিপদ্যন্তে, পুনর্ম্মনুষ্যাদিভাবং, তেষাং নানুশয়িনামিব দুনিষ্প্রপতরম্। কস্মাৎ? কর্ম্মণা হি তৈর্ব্রীহিযবাদিদেহ উপাত্ত, ইতি। তদুপভোগনিমিত্তক্ষয়ে ব্রীহ্যাদেঃ স্তম্বদেহবিনাশে যথাকর্ম্মার্জ্জিতং দেহান্তরং নবং নবং জলূকাবৎ সংক্রমন্তে সবিজ্ঞানা এব, "সবিজ্ঞানো ভবতি, সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যদ্যপি উপসংহৃতকরণাঃ সন্তো দেহান্তরং গচ্ছন্তি, তথাপি স্বপ্নবদ্দেহান্তরপ্রাপ্তি-নিমিত্তকর্ম্মোদ্ভাবিতবাসনাজ্ঞানেন সবিজ্ঞানা এব দেহান্তরং গচ্ছন্তি; শ্রুতি-প্রামাণ্যাৎ। তথা অর্চ্চিরাদিনা ধূমাদিনা চ গমনম্ স্বপ্ন ইবোদ্ভূতবিজ্ঞানেন, লব্ধবৃত্তি-কর্ম্মনিমিত্তত্বাদ্ গমনস্য। ন তথা অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিভাবেন জাতানাং সবিজ্ঞানমেব রেতঃসিগ্‌যোষিদ্দেহসম্বন্ধ উপপদ্যতে; ন হি ব্রীহ্যাদিলবন-কণ্ডন-পেষণাদৌ চ সবিজ্ঞানানাং স্থিতিরস্তি।

ননু চন্দ্রমণ্ডলাদপ্যবরোহতাং দেহান্তরগমনস্য তুল্যত্বাৎ জলূকাবৎ সবি-জ্ঞানতৈব যুক্তা; তথা সতি ঘোরো নরকানুভব ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলা-দারভ্য প্রাপ্তো যাবৎ ব্রাহ্মণাদিজন্ম। তথা চ সত্যনর্থায়ৈব ইষ্টাপূর্ত্তাদ্যুপাসনং বিহিতং স্যাৎ; শ্রুতেশ্চাপ্রামাণ্যং প্রাপ্তম্; বৈদিকানাং কর্ম্মণামনর্থানুবন্ধিত্বাৎ। ন; বৃক্ষারোহণ-পতনবৎ বিশেষসম্ভবাৎ। দেহাদ্দেহান্তরং প্রতিপিৎসোঃ কর্ম্মণো লব্ধবৃত্তিত্বাৎ। কর্ম্মণোদ্ভাবিতেন বিজ্ঞানেন সবিজ্ঞানত্বং যুক্তম, বৃক্ষাগ্রমারোহত ইব

* অনারুহ্যৈব ইতি চ বা পাঠঃ।

ফলং জিহ্বক্ষোঃ ; তথা অর্চ্চিরাদিনা গচ্ছতাং সবিজ্ঞানত্বং ভবেৎ ; ধূমাদিনা চ চন্দ্রমণ্ডলমারুরুক্ষতাম্। ন তথা চন্দ্রমণ্ডলাদবরুরুক্ষতাং বৃক্ষাগ্রাদিব পততাং সচেতনত্বম্,—যথা চ মুদ্গরাদ্যভিহতানাং তদভিঘাতবেদনানিমিত্তসংমুর্চ্ছিতপ্রতিবদ্ধকরণানাং স্বদেহেনৈব দেশাদ্দেশান্তরং নীয়মানানাং বিজ্ঞানশূন্যতা দৃষ্টা, তথা চন্দ্রমণ্ডলাৎ মানুষাদিদেহান্তরং প্রতি অবরুরুক্ষতাং স্বর্গভোগনিমিত্তকর্ম্মক্ষয়াৎ মৃদিতাব্ দেহানাং প্রতিবদ্ধকরণানাম্। অতস্তে অপরিত্যক্তদেহবীজভূতাভিরদ্ভির্মূর্চ্ছিতা ইব আকাশাদিক্রমেণেমামবরুহ্য কর্ম্মনিমিত্তজাতিস্থাবরদেহৈঃ সংশ্লিষ্যন্তে প্রতিবদ্ধকরণতয়া অনুদ্ভূতবিজ্ঞানা এব। তথা লবনকণ্ডনপেষণসংস্কারভক্ষণরসাদিপরিণামরেতঃসেককালেষু মূর্চ্ছিতবদেব, দেহান্তরারম্ভকস্য কর্ম্মণোঽলব্ধবৃত্তিত্বাৎ। দেহবীজভূতাপ্সম্বন্ধাপরিত্যাগেনৈব সর্ব্বাস্ববস্থাসু বর্ত্তন্তে, ইতি জলূকাবৎ চেতনাবত্ত্বং ন বিরুধ্যতে। অন্তরালে ত্ববিজ্ঞানং মূর্চ্ছিতবদেবেত্যদোষঃ।

ন চ বৈদিকানাং কর্ম্মণাং হিংসাযুক্তত্বেনোভয়হেতুত্বং শক্যমনুমাতুম্ ; হিংসায়াঃ শাস্ত্রচোদিতত্বাৎ। "অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। শাস্ত্রচোদিতায়া হিংসায়া নাধর্ম্মহেতুত্বমভ্যুপগম্যতে। অভ্যুপগতেঽপ্যধর্ম্মহেতুত্বে মন্ত্রৈর্ব্বিষাদিবৎ তদপনয়োপপত্তেঃ ন দুঃখকার্য্যারম্ভকত্বোপপত্তির্বৈদিকানাং কর্ম্মণাং মন্ত্রেণেব বিষভক্ষণস্যেতি ॥৪০৫॥৬

আনন্দগিরিঃ।—উন্নতেষু সমুদ্রাদিব্যতিরিক্তেষু প্রদেশেম্বিতি যাবৎ। ত ইত্যনুশয়িনো নির্দ্দিশ্যন্তে। ইহেতি পৃথিবী কথ্যতে। কথমস্মিন্ বাক্যে বহুবচনেনানুশয়িনাং বহূক্ত্যা নির্দ্দেশঃ কৃতস্তত্রাহ—ক্ষীণকর্ম্মণামিতি। কথং তর্হি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতীত্যাদাবেকবচননির্দ্দেশস্তত্রাহ—মেঘাদিম্বিতি। যে পূর্ব্বে মেঘাদয়ো নভোঽন্তাস্তেষু প্রত্যেকমভিমানিদেবতানাম্ একরূপত্বাৎ তদুপশ্লিষ্টানাম্ অনুশয়িনাম্ অপি একবচনেন নির্দ্দেশঃ যুক্ত ইত্যর্থঃ। অতো বৈ খল্বিত্যাদি বাক্যং ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। অনুশয়িনাং দুঃশকং নিঃসরণমিত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি—যত ইত্যাদিনা। মকরাদিভির্ভক্ষিতানাম্ অনুশয়িনাং তেভ্যস্তৎসমানজাতীয়ত্বেন সমুদ্ভবো ভবিষ্যতীতি চেন্নেত্যাহ—তেঽপীতি। মকরাদয়োঽপি জলচারিভিঃ অন্যৈর্ভক্ষ্যন্তে, তথাচ সমুদ্রে পতিতানাম্ অনুশয়িনাং তত্রৈব লয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। নন্বেবম্ অনুশয়িনঃ সমুদ্রে লীনা ন ততঃ পুনরুদ্ধর্ত্তুং শক্যন্তে, তথাচ কৃতবিনাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জলধরৈরিতি। সমুদ্রাম্ভোভিরিতি তৃতীয়া সহার্থে। তর্হি সর্পব্যাঘ্রোপভুক্তানাম্ অনুশয়িনাং তৎসমানজাতীয়দেহভোগঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—ভক্ষিতাশ্চেতি। যৈস্তর্হি সর্পাদয়ো ভক্ষ্যন্তে, তেভ্যস্তৎসমানজাতীয়ত্বেন অনুশয়িনামুদ্ভবঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—তেঽপীতি। তথাপি যথোক্তরীত্যা পরিবর্ত্তনাৎ তে রেতঃসিগ্‌যোগমপি যদা কদাচিৎ প্রপদ্যেরন্নিতি চেন্নেত্যাহ—কদাচিদিতি। তথাপি ভক্ষ্যেষু জাতানাং রেতঃসিগ্-যোগঃ সুলভঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—ভক্ষ্যেম্বপীতি। ইতি-শব্দো যচ্ছব্দেন পূর্ব্বেণ সম্বধ্যতে। পূর্ব্বমতঃশব্দো হেতুপরতয়া ব্যাখ্যাতঃ সংপ্রতি ব্রীহ্যাদ্যবধিবাচকত্বেন তং ব্যাচষ্টে—অথবেতি।

দুর্নিষ্প্রপততরমিতি তকারসহিতে পাঠে সতি বিবক্ষিতমর্থমাহ—ব্রীহিষবাদীতি। তত্র হেতুমাহ—যস্মাদিতি। তর্হি তেষামন্তরালে বিশীর্ণানাং দেহভাগিত্বাভাবাৎ অনুশয়বৈয়র্থ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কদাচিদিতি। কাকতালীয়য়া বৃত্ত্যা যাদৃচ্ছিকন্যায়েনেতি

যাবৎ। অনুশয়াখ্যস্য কর্ম্মণো ভাবিদেহারম্ভার্থত্বাৎ মুখ্যং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। অনুশয়িনো রেতঃসিগাকারভাক্ত্বে হেতুমাহ—রেতস ইতি। তস্য রেতঃসিগাকৃত্যা তদংশেন ভাবিতত্বাৎ সংস্কৃতত্বাৎ তদঙ্গসম্ভূতত্বাৎ তদ্রূপেণ গর্ভাশয়মনুপ্রবিষ্টোঽনুশয়ী রেতঃসিগাকৃতির্ভবতীত্যর্থঃ। রেতসো রেতঃসিগঙ্গসমুত্থত্বে প্রমাণমৈতরেয়কশ্রুতিরিত্যাহ—সর্ব্বেভ্য ইতি। রেতোরূপেণ গর্ভাশয়ং প্রবিষ্টস্য রেতঃসিগাকারত্বমুক্তং নিগময়তি—অত ইতি। অনুশয়িনো রেতঃসিগাকারত্বে লৌকিকানুভবমনুকূলয়তি—তথাহীতি।

চন্দ্রস্থলস্খলিতানাম্ অবরোহতাং ব্রীহ্যাদিদেহসংশ্লিষ্টানাং দ্রাঘীয়সা কালেন দেহান্তরলাভশ্চেৎ, তর্হি ব্রীহ্যাদিদেহাভিমানিনাম্ অপি দুঃশকং নিষ্ক্রমণং ব্রীহ্যাদিদেহসম্বন্ধাবিশেষাৎ, ইত্যত আহ—যেত্বিতি। ব্রীহ্যাদিদেহসম্বন্ধাবিশেষে কুতস্তদ্দেহভাজাং ততো নিঃসরণমশক্যং ন ভবতীত্যাশঙ্ক্য বিশেষমাহ—কস্মাদিত্যাদিনা। "শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যোর্যেষাং কর্ম্মনিমিত্তং স্থাবরং জন্ম, তেষাং কর্ম্মক্ষয় এবাবধিঃ। অবরোহতাং তু কর্ম্মসংকীর্ত্তনাদ্বৈষম্যম্ ইত্যর্থঃ। যথা জলূকা তৃণাত্তৃণান্তরং দীর্ঘীভূতা সংক্রমতে, ন তথানুশয়িনো ব্রীহ্যাদিদেহভাজোঽপি তত্ত্যাগেন দেহান্তরং গচ্ছন্তঃ। তদ্বিষয়বিজ্ঞানবন্ত এব গচ্ছন্তীত্যত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিং প্রমাণয়তি—সবিজ্ঞান ইতি।

অথোপসংহৃতকরণানাং বিজ্ঞানে কারণাসম্ভবাৎ কথং সবিজ্ঞানত্বং তত্রাহ—যদ্যপীতি। দৃষ্টকারণাভাবেঽপ্যদৃষ্টমেবৈকং বাসনাত্মকং জ্ঞানোৎপত্তৌ নিমিত্তমিতি, তেন সবিজ্ঞানা এব গচ্ছন্তি দেহান্তরমিত্যত্র হেতুমাহ—শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি। শ্রুতিরত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ। যথা সবিজ্ঞানানামেব ব্রীহ্যাদিদেহান্তরগমনং, তথা জ্ঞানিনামর্চিরাদিনা কর্ম্মিণাং ধূমাদিনা চ গমনং স্বপ্নবদুদ্ভূতবাসনাত্মকবিজ্ঞানেন সবিজ্ঞানানামেবেত্যাহ—তথেতি। তেষাং সবিজ্ঞানত্বে হেতুমাহ—লব্ধবৃত্তীতি। অনুশয়িনামপি তর্হি ব্রীহ্যাদিষু সংশ্লিষ্টানাং রেতঃসিগাদিদেহসম্বন্ধঃ সবিজ্ঞানানামেবেতি চেন্নেত্যাহ—ন তথেতি। অনুপপত্তৌ হেতুমাহ—ন হীতি। ব্রীহ্যাদিসংশ্লিষ্টানামনুশয়িনাং সবিজ্ঞানত্বে তল্লবনাদৌ তজ্জীববৎ তেষামপি প্রবাসপ্রসঙ্গান্ন রেতঃসিগ্দেহসম্বন্ধঃ সিধ্যেদিত্যর্থঃ।

ব্রীহ্যাদিষু দেহান্তরং গচ্ছৎসু বিজ্ঞানত্বোপলম্ভাদনুশয়িষ্বপি দেহান্তরপ্রাপ্তেরবিশেষাদ্যুক্তং সবিজ্ঞানত্বমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি।

তৃণাত্তৃণান্তরং প্রতি জলূকাবদবরোহতামপি দেহাদ্দেহান্তরং প্রতি গমনস্য তুল্যত্বাৎ ব্রীহ্যাদিবদ্যুক্তা সবিজ্ঞানতেতি যোজনা। অস্তু তেষাং সবিজ্ঞানত্বং, কা হানিরিত্যত আহ—তথা সতীতি। ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারিণামন্তরালে নরকানুভবে। তথা চ সতি তদনুষ্ঠানস্যানর্থার্থং বিহিতত্বে শ্রেয়ঃসাধনবিষয়ককর্ম্মকাণ্ডং বিরুধ্যেতেত্যাহ—শ্রুতেশ্চেতি। যথা বুদ্ধিপূর্ব্বং বৃক্ষমারোহতাং সবিজ্ঞানত্বেঽপি তস্মাদবুদ্ধিপূর্ব্বং পততাং ন সবিজ্ঞানত্বং বিজ্ঞায়তে, তথা চন্দ্রমণ্ডলমারোহতাং সবিজ্ঞানত্বেঽপি ততোঽবরোহতাং নৈব তদস্তি উদ্ভূতকর্ম্মাভাবাৎ; ইত্যারোহাবরোহয়োর্জ্ঞানবিশেষসম্ভবান্নৈবমিতি পরিহরতি—ন বৃক্ষেতি। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—দেহাদিত্যাদিনা। চকারাদ্ গচ্ছতাং সবিজ্ঞানত্বং ভবেদিতি সম্বন্ধঃ। অবরোহতাং জীবানাং সর্ব্বথা বিজ্ঞানশূন্যত্বং ন যুক্তম্, তেষাং চৈতন্যস্বাভাব্যাদ্ বৃক্ষাৎ পততামপি

বিজ্ঞানমাত্রমস্ত্যেব ইত্যাশঙ্ক্য উদাহরণান্তরমাহ—যথা চেতি। তেন মুদ্গরাদিনা যোঽভিঘাতস্তেন হেতুনা যদ্বেদনাখ্যং নিমিত্তং, তেন সংমূর্চ্ছিতানি সংহৃতানি প্রতিবদ্ধানি বা করণানি যেষাং তেষামিতি যাবৎ। মৃদিতোঽভিনষ্টঃ দেহোঽস্ময়ঃ স্থূলো দেহো যেষাং, তেষাং তত এব প্রতিবদ্ধকরণানাং যুক্তা বিজ্ঞানশূন্যতেতি সম্বন্ধঃ যথোক্তদৃষ্টান্তবশাৎ চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহন্তো বিজ্ঞানশূন্যাঃ সিধ্যন্তীতি নিগময়তি—অত ইতি। তথাপি মূর্চ্ছিতানাং স্থূলদেহসদ্ভাবাদ্দেশান্তরগমনং যুক্তম্। অবরোহতাং তু তদভাবে কথং ব্রীহ্যাদিভাবঃ সম্ভবতীতি, অত আহ—অপরিত্যক্তেতি। ন পরিত্যক্তং দেহভাবস্য বীজং কর্ম্মাপূর্ব্বং যাভিস্তাভিরদ্ভিরুপহিতা জীবা মূর্চ্ছিতবদ্বিজ্ঞানশূন্যা গগনাদিক্রমেণ পৃথিবীং প্রাপ্য কর্ম্মফলভূতজাতিস্থাবরশরীরৈঃ সংশ্লিষ্যন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। স্থাবরদেহসম্বন্ধিত্বাৎ তদ্গতজীববৎ তদা সবিজ্ঞানত্বং সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতিবদ্ধেতি। ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষাবস্থায়াম্ অনুশয়িনাং কর্ম্মণোঽনুদ্ভূতবৃত্তিত্বাৎ করণানাং চ তত্র বৃত্তিলাভাভাবাৎ অনুদ্ভূতবিজ্ঞানত্বং যুক্তমিত্যর্থঃ। ন কেবলং ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষকালে অনুদ্ভূতবিজ্ঞানত্বং কিন্তু ব্রীহ্যাদের্লবনাদিকালেঽপীত্যাহ—তথেতি। পাকঃ সংস্কারঃ। রসাদীত্যাদিশব্দেন শোণিতমাংসমেদোঽস্থিমজ্জারেতাংসি উচ্যন্তে। তস্মিন্ কালে মূর্চ্ছিতবদনুদ্ভূতবিজ্ঞানত্বে দেহাদ্ বহির্নির্গতানাং প্রাগ্-দেহান্তরপ্রাপ্তেস্তদস্ত্যেবেতি হেতুমাহ—দেহেতি। অলব্ধবৃত্তিত্বাদিতি ছেদঃ। কথং পুনরনুশয়িনাং বিজ্ঞানশূন্যত্বে তদ্যথা তৃণজলূকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যমাক্রম্যাক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতীত্যাদৌ সচেতনা জলূকা দৃষ্টান্তত্বেনোপাদীয়তে? তত্রাহ—দেহবীজভূতেতি। সর্ব্বাস্ববস্থাসু তাসু ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষ-তল্লবনাদিবশাদিতি যাবৎ। ন চেতনাবত্ত্বং জলূকাদৃষ্টান্তে বিবক্ষিতং, কিন্তু সাতত্যমাত্রমিতিভাবঃ। জলূকাবত্ত্বং জলূকাসাদৃশ্যম্ অনুশয়িনামিত্যর্থঃ। আরোহতাং সবিজ্ঞানত্বমবরোহতাং বিজ্ঞানরাহিত্যম্ ইত্যুপপাদ্য আরোহতামপি যাবৎ স্বস্থানেভ্যঃ করণান্যুপসংহৃত্য হৃদয়ে অবস্থানং, তাবদেব সবিজ্ঞানত্বং ন দেহাদ্ বহির্নির্গতানাং, প্রাগ্দেহান্তরপ্রাপ্তেস্তদস্তি, অনুশয়িনাং তু চন্দ্রমণ্ডলাদবরুরুক্ষতামপি ন ভাবিদেহপর্য্যন্তা বাসনা দীর্ঘা ভবতি প্রমাণাভাবাদিত্যাহ—অন্তরালে ত্বিতি। চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহতাং দেহান্তরগমনস্য তুল্যত্বেঽপি বিজ্ঞানশূন্যত্বম্ অদুষ্টম্, ইত্যুপসংহরতি—ইত্যদোষ ইতি।

যত্তু হিংসানুগ্রহাত্মকত্বাদিকর্ম্মণাং স্থাবরত্বমপি তৎফলমেব, তথাচ বৈদিকানাং কর্ম্মণাম্ অনর্থানুবন্ধিত্বাদপ্রামাণ্যং শ্রুতেরিতি, তত্রাহ—ন চেতি। উভয়হেতুত্বমর্থানর্থহেতুত্বমিতি যাবৎ। অহিংসন্ ইত্যাদিশ্রুতেঃ শাস্ত্রচোদিতবৈদিকেষু কর্ম্মসু হিংসা নানর্থহেতুরিত্যাহ—অভ্যুপগতেঽপি ইতি। যদ্যপি স্বরূপেণ হিংসা অনর্থহেতুরভ্যুপগম্যতে, তথাপি তদ্যুক্তানাং বৈদিককর্ম্মণাং নানর্থারম্ভকত্বং, যথা স্বরূপেণ

বিষদধ্যাদের্ম্মরণজ্বরাদিহেতুত্বেঽপি মন্ত্রশর্করাদিভিঃ সহোপযুক্তং সৎ ন তৎকার্য্যারম্ভকম্। তথা হিংসায়াঃ স্বতোঽধর্ম্মহেতুত্বেঽপি বৈদিককর্ম্মনিষ্ঠায়া ন তদ্ধেতুত্বং বৈদিকৈরেব কর্ম্মভিস্তৎকৃতদোষাপনয়নসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তমেব দৃষ্টান্তং স্পষ্টয়তি—মন্ত্রেণেতি। তেন সহোপভুক্তস্য বিষস্যানর্থাহেতুত্বেন পুষ্টিহেতুত্ববদ্বৈদিককর্ম্মানুপ্রবিষ্টায়া হিংসায়াঃ পুরুষার্থত্বমেব। "অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ" ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ ॥ ৪০৫॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—অভ্র হইয়া তাহার পর জলসেচনক্ষম মেঘস্বরূপ হয়; অনন্তর মেঘ হইয়া উচ্চপ্রদেশ—পর্ব্বতাদিতে বর্ষিত হয়, অর্থাৎ কর্ম্মশেষ-সম্পন্ন জীব জলধারারূপে পতিত হয়। সেই ক্ষীণকর্ম্মা জীব ধান্য, যব, তৃণলতা, বৃক্ষ, তিল ও মাষকড়াই, ইত্যাদিরূপে এখানে জন্ম ধারণ করে। কর্ম্মক্ষয়ে যাহারা ঐরূপে ফিরিয়া আইসে, তাহারা সংখ্যায় অনেক; এইজন্য 'তে' এই বহুবচনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; আর পূর্ব্বোক্ত মেঘাদি ভাবগুলি একই প্রকার; এইজন্য সে সমস্ত স্থলে একবচনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেহেতু বর্ষার বারিধারারূপে যাহারা পতিত হয়, পর্ব্বততট, দুর্গমপ্রদেশে নদী, সমুদ্র, অরণ্য ও মরুভূমি প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় তাহাদিগের সহস্র সহস্র প্রকার আকারভেদ ঘটিয়া থাকে; সেই হেতু নিশ্চয়ই ইহা দুর্নিষ্প্রপতর অর্থাৎ অতি কষ্টে এ স্থান হইতে নিষ্ক্রমণ—নিঃসরণ হইয়া থাকে;—যেহেতু তাহারা পর্ব্বততট হইতে নির্গত হইয়া জলস্রোতে প্রবাহিত হইতে হইতে নদীসমূহ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে আবার সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, তাহার পর মকরাদি হিংস্র জন্তুকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহারাও আবার অপরকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, কিংবা ভক্ষণকারী সেই মকরের সহিতই সমুদ্রগর্ভে বিলীন থাকিতে থাকিতে পুনশ্চ জলধরকর্ত্তৃক জলরাশির সহিত আকৃষ্ট হইয়া মরুভূমিতে শিলাতটে কিংবা অগম্য প্রদেশে পতিত হইয়া অবস্থান করে; কখনও বা সর্প ও মৃগ প্রভৃতি প্রাণিকর্ত্তৃক পীত হইয়া তাহাদের সহিত অপর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তাহারাও আবার অপর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, এবংবিধ অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, (আর জন্মলাভ করিতে পারে না)। কখনও বা অভক্ষ্য স্থাবরমধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেখানেই শুষ্ক হয়; আর ভক্ষণযোগ্য স্থাবরমধ্যে জন্মলাভ করিলেও তাহাদের পক্ষে রেতঃসেককারী দেহের সহিত সম্বন্ধ হওয়া দুর্ঘটই বটে; কারণ, স্থাবর পদার্থের সংখ্যা বহু; এই কারণেই অতি কষ্টে নিষ্ক্রমণ [বলা হইয়াছে]। অথবা, "অতঃ" অর্থ উক্ত ব্রীহি-যবাদিভাবপ্রাপ্তি; সেই ব্রীহিযবাদিভাব হইতে নিষ্প্রপতন অর্থাৎ নির্গমন হওয়া অতিশয় দুঃখকর।

'দুর্নিষ্প্রপতর' স্থলে একটি 'ত' লুপ্ত হইয়াছে, [দুর্নিষ্প্রপততর] বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ ব্রীহিযবাদি অবস্থাই দুর্নিষ্প্রপত, অর্থাৎ দুর্লভ, সেই দুর্নিষ্প্রপত অপেক্ষাও রেতঃসেকক্ষম দেহ লাভ দুর্নিষ্প্রপততর অর্থাৎ অতিশয় দুর্ঘট; কেননা, ঊর্দ্ধরেতা (কখনও যাহার রেতঃস্খলন হয় নাই—সেই ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী), বালক কিংবা পুরুষত্বহীন বৃদ্ধগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেও তাহারা মধ্যস্থলেই বিশীর্ণ হইতে থাকে; অন্নভোক্তা জীবও অনেক, (কে যে কখন ভক্ষণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই)। সময়বিশেষে যখন কাকতালীয় ন্যায়ে (১) রেতঃসেকক্ষম প্রাণি-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, তখনই রেতঃসিগ্‌ভাব অর্থাৎ রেতঃ-সেকক্ষম দেহপ্রাপ্ত জীব-গণের কর্ম্মসমূহ নিজ নিজ কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, (তৎপূর্ব্বে নহে)। কি প্রকার?—রেতঃসেকক্ষম যে যে ব্যক্তি কর্ম্মশেষসম্পন্ন-জীবযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করে, এবং যে যে ব্যক্তি ঋতুকালে স্ত্রীতে রেতঃসেক করে, [ভক্ষিত জীব] ঠিক তদাকারই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মাশয়সম্পন্ন জীব শুক্ররূপে স্ত্রীর গর্ভাশয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহুল-পরিমাণে ভক্ষকেরই আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এইজন্য 'ভূয়ঃ' (বাহুল্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে; কেননা, তৎকালে রেতঃপদার্থটি রেতঃসেককারীর সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার-সমন্বিত থাকে। সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়—মনুষ্য হইতে মনুষ্যই হয় এবং গো হইতে গোর অনুরূপই হয়, কখনও অন্যজাতীয় আকৃতিসম্পন্ন হয় না; অতএব, "তদ্ভূয় এব ভবতি" কথাই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু অনুশয়ী ভিন্ন অপর যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ না করিয়া ইহলোকেই ঘোরতর পাপকর্ম্মের ফলে ব্রীহি-যবাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদের নির্গমন অনুশয়ীদিগের (২) ন্যায় অতিশয় দুঃখাবহ নহে। কি হেতু? যেহেতু তাহারা স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ব্রীহি-যবাদি দেহ লাভ করিয়াছে;

---

(১) তাৎপর্য্য—'কাকতালীয়' ন্যায়টি এইরূপ—তালবৃক্ষে রাশীকৃত তাল রহিয়াছে, একটি কাক আপন মনে তদুপরি বসিয়াছে, তাল ফেলিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিতেছে না, এমত অবস্থায় কোন কারণে কাকটি উড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটি তালও পড়িল, লোকে মনে করিল যে, ঐ কাকই এই তালটি ফেলিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ঐ তালের পতন ও কাকের উড্ডয়ন, এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ কার্য্য-কারণ ভাবই নাই, থাকিতেও পারে না। এইরূপ যে কোনও আকস্মিক ঘটনাকে 'কাকতালীয়' ন্যায় বলা হয়। আলোচ্য স্থলেও কর্ম্মানুযায়ী জীব ধূমাদি ক্রমে বারিধারারূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্রীহি-যবাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইল সত্য, কিন্তু রেতঃসেকক্ষম প্রাণীই যে, ঐ ব্রীহি-যবাদি ভক্ষণ করিবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। সুতরাং ঐ অবস্থায় দীর্ঘকালও পড়িয়া থাকিতে পারিত, এমত অবস্থায় যদি রেতঃসেকক্ষম প্রাণী তাহা ভক্ষণ করে, তবে তাহা নিশ্চয়ই "কাক-তালীয়" ন্যায়ের অন্তর্গত হইল।

(২) তাৎপর্য্য—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রমণ্ডলগত কর্ম্মী পুরুষদিগের ভোগাবশিষ্ট কর্ম্মের

সেই হেতুই তাহাদের ভোগনিদান কর্ম্মক্ষয়ের পর ব্রীহি-যবাদি দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহার পর তাহারা জলৌকার (জোঁকের) ন্যায় কর্ম্মানুরূপ নূতন নূতন দেহে প্রবেশ করে; (১) তখনও তাহাদের জ্ঞান বা অনুভব-শক্তি অক্ষুণ্ণই থাকে; কারণ, ['দেহান্তর-সংক্রমণ-সময়ে জীব] বোধশক্তিযুক্ত থাকে, এবং সজ্ঞানেই দেহান্তরে সংক্রমণ করে', এইরূপ অপর একটি শ্রুতি রহিয়াছে। যদিও মৃত্যুকালে ক্রিয়াসাধন ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি (ব্যাপার) সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং জীব তদবস্থায়ই অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে সত্য, তথাপি স্বপ্নাবস্থার ন্যায় তখনও দেহান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তীভূত স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা উদ্বোধিত সংস্কারময় জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানসমন্বিত হইয়াই দেহান্তরে গমন করে; কারণ, এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। এইরূপ অর্চ্চিরাদি পথে ও ধূমাদি পথে যে গমন, তাহাও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়; কেননা, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মই তাহার ঐরূপ গমনের কারণ; [সুতরাং সেই কর্ম্ম দ্বারাই তাহার চিরসুপ্ত জ্ঞানসংস্কার তখন জাগরিত হইয়া উঠে]। কিন্তু যে সমস্ত অনুশয়ী (কর্ম্মাবশেষ-সম্পন্ন জীব) ব্রীহি প্রভৃতিরূপে আবির্ভূত হয়, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ রেতঃসিক্ (পুরুষ) ও যোষিৎ দেহের সহিত জ্ঞানসহকারে সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না; কেননা, ব্রীহিপ্রভৃতির ছেদন, খণ্ডন ও পেষণাদি কালে কখনই অনুভবসম্পন্ন জীবগণের অবস্থান হইতে পারে না (২)।

ভাল, যাহারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতরণ করে, তাহাদের পক্ষেও যখন জলূকার ন্যায় দেহান্তরে প্রবেশ তুল্যরূপ, তখন তাহাদেরও সজ্ঞান অবস্থাই

নাম 'অনুশয়', পৃথিবীতে প্রত্যাগমনকালে সেই কর্ম্মশেষ বা অনুশয় সহযোগে আগমন করে বলিয়া তাহাদিগকে 'অনুশয়ী' বলা হইয়া থাকে।

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ প্রাণিমাত্রেরই দেহ দুইটি—একটি স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম। স্থূল দেহ পাঞ্চভৌতিক, আর সূক্ষ্ম দেহ—পঞ্চ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক। স্থূল দেহ প্রত্যেকবার জন্মে ও মরে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহটি মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির থাকে। এই সূক্ষ্ম দেহ লইয়াই জীব নানাবিধ লোকে গমনাগমন করে, কিন্তু জোঁক যেমন অপর একটি তৃণগ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বধৃত তৃণটি পরিত্যাগ করে না, তেমনি জীবও অপর একটি স্থূল দেহ গ্রহণ না করিয়া বর্ত্তমান স্থূলদেহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না; সেইজন্য মৃত্যুকালে জীব জোঁকের ন্যায় কর্ম্মানুযায়ী ভাবী দেহটিকে মানসিক চিন্তা দ্বারা আশ্রয় করিয়া তাহার পর বর্ত্তমান দেহটি পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

(২) তাৎপর্য্য—যাঁহারা জ্ঞানসহযোগে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন, আর যাঁহারা শুধু যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধূমাদিমার্গে চন্দ্রলোকে গমন করেন; চন্দ্রলোকে স্বকর্ম্মানুযায়ী সুখসম্ভোগ সমাপ্ত হইলে পর পূর্ব্বকৃত অবশিষ্ট কর্ম্ম লইয়া পুনশ্চ পৃথিবীমণ্ডলে আসিয়া স্বকর্ম্মানুসারে মনুষ্যাদি দেহ লাভ করেন। তাহার নিয়ম

ত যুক্তিসিদ্ধ; এরূপ হইলে কিন্তু ইষ্টাদি-কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের পক্ষে চন্দ্রমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণাদি জন্মলাভ পর্য্যন্ত ঘোরতর নরক যাতনাই হইয়া পড়ে। আর ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কেবল অনর্থের (অনিষ্টের) জন্যই বিহিত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, বেদোক্ত কর্ম্মসমূহ অনিষ্ট-বিধায়ক হওয়ায় [তদ্বিধায়ক] শ্রুতিরও অপ্রামাণ্য উপস্থিত হইয়া পড়ে। না—তাহা হয় না; কারণ, বৃক্ষে আরোহণ এবং বৃক্ষ হইতে পতনের ন্যায় এখানেও কিঞ্চিৎ বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য সম্ভব হইতেছে,—ফলগ্রহণের ইচ্ছায় বৃক্ষাগ্রে আরোহণকারীর ন্যায় এক দেহ হইতে অপর দেহে গমনেচ্ছু ব্যক্তির [ভাবী দেহে ভোগদায়ক] কর্ম্মসমূহ লব্ধবৃত্তি হওয়ায় সেই কর্ম্ম দ্বারা উদ্বোধিত পূর্ব্ব বিজ্ঞান দ্বারাই তাহার সবিজ্ঞান ভাব যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে এবং যাহারা অর্চ্চিরাদিপথে গমন করে, তাহাদেরও সবিজ্ঞানভাব সম্ভবপর হয়, আর ধূমাদিমার্গে যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করে, তাহাদের পক্ষেও সেই কথা; কিন্তু যাহারা বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত হয়, তাহাদের যেমন সচেতনভাব থাকে না (চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়), তেমনি চন্দ্রমণ্ডল হইতে যাঁহারা অবরোহণ করেন, তাঁহাদেরও আরোহণকালের ন্যায় সচেতনভাব থাকে না (সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যায়), এবং মুদ্গরাদি দ্বারা আহত ব্যক্তিরা যেমন তখন সেই আঘাতের বেদনায় সম্পূর্ণরূপে মূর্চ্ছিত ও নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া পড়ে, তাহাদিগের সেই দেহকে এক স্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাইবার সময় যেমন অনুভূতির অভাব দৃষ্ট হয়, তেমনি মনুষ্যাদি দেহের উদ্দেশে চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতরণেচ্ছু ব্যক্তিবর্গেরও স্বর্গভোগের হেতুভূত কর্ম্মের ক্ষয়

এই যে, প্রথমে ধূমের সহিত, পরে অভ্রের সহিত, তাহার পর মেঘের সহিত সম্মিলিত হন, শেষে বারিধারারূপে পৃথিবীতে পতিত এবং ব্রীহি-যবাদিরূপে পরিণত হইয়া অন্নরূপে পুরুষপ্রাণিকর্তৃক ভক্ষিত হন, অনন্তর শুক্ররূপে পরিণত হইয়া ও স্ত্রীশরীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া তদনুরূপ দেহ ধারণ করেন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, উক্ত ব্রীহি-যবাদিই কি অনুশয়ীর প্রকৃত ভোগ-দেহ? অথবা আশ্রয়মাত্র? ব্রীহি-যবাদি যদি তাহার ভোগ-দেহ হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত দেহে অনুশয়ীকেও স্বকর্ম্মানুযায়ী ক্লেশাদি ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে অনুশয়ীর শেষ অবস্থা বড়ই অনর্থময় হইয়া পড়ে। ইহাও যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠাতার পক্ষে শোভা পায় না। এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন "অন্যাধিষ্ঠিতেষু পূর্ব্ববদভিলাপাৎ" (৩।১।২৫ সূত্র)। অর্থাৎ যে সমস্ত জীব স্বীয় কর্ম্মানুসারে ব্রীহি-যবাদি দেহ ধারণ করিয়াছে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত অনুশয়ী জীবগণ তাহাদের অধিষ্ঠিত অর্থাৎ তাহাদের ভোগ-দেহ স্বরূপ ব্রীহি প্রভৃতিকেই আশ্রয় করে মাত্র, বস্তুতঃ সেখানে তাহাদের কোনরূপ ভোগসম্বন্ধ নাই। কেননা, প্রাথমিক ধূমাদির সহিত যেরূপ সম্বন্ধ বলা হইয়াছে, ব্রীহি-প্রভৃতির সঙ্গেও ঠিক তদ্রূপ সম্বন্ধই অভিহিত হইয়াছে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পূর্ব্বোক্ত ধূমাদি যখন অনুশয়ীর ভোগ-দেহ নহে, তখন ব্রীহি-যবাদিও যে ভোগ-দেহ নহে, ইহা সহজেই অবধারণ করা যাইতে পারে।

হওয়ায় তাহাদের জলময় দেহ গলিয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়-নিচয়ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে; এইজন্য তখন তাহাদেরও বোধশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়াই বোধশক্তিও জাগরিত হয় না, এবং দেহারম্ভক জলসমূহ তখনও দেহোৎপাদন শক্তি পরিত্যাগ করে না; তখন তাঁহারা অজ্ঞানাবস্থায়ই মূর্চ্ছিতের ন্যায় আকাশাদিক্রমে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া দেহবীজভূত জলে পরিবেষ্টিত হইয়া —কর্ম্মফলে যে সমস্ত স্থাবরাদি দেহ উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই সমস্ত দেহের সহিত সম্মিলিত হন। সেইরূপ ব্রীহি প্রভৃতির ছেদন, খণ্ডন, পেষণ, পাক, ভক্ষণ, রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতি ও রেতঃসেক সময় পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিতের ন্যায়ই থাকে; কারণ, তাহাদের দেহান্তর-সমুৎপাদক কর্ম্মসমূহ তখনও কার্য্যোন্মুখ হয় নাই (১); বিশেষতঃ কোন অবস্থাতেই দেহবীজভূত জলের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন না; এই জন্যই জলূকার ন্যায় (জোঁকের মত) সচেতনত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না (২)। আর মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় যে

(১) তাৎপর্য্য—যাহারা ব্রীহি-যবাদিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে, আর যাহারা মনুষ্যাদি জন্ম লাভের জন্য চন্দ্রমণ্ডল হইতে ধূমাদিক্রমে অবতরণ করিয়া ব্রীহি-যবাদি দেহে প্রবেশ করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যাহারা কর্ম্মফলে ব্রীহি-যবাদি দেহ ধারণ করে, তাহাদের সেই সমুদয় দেহগত সুখ দুঃখাদির অনুভূতি স্পষ্টরূপে বিদ্যমান থাকে, এবং সেই ব্রীহি-যবাদি দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই দেহান্তরে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত জীবগণের অবস্থা সেরূপ নহে; চন্দ্রমণ্ডলে ভোগার্হ কর্ম্ম শেষ হইয়া গেলেই তাহাদের হৃদয়ে নিরতিশয় ক্লেশের সঞ্চার হয়; ক্লেশাধিক্য বশতঃ শরীরে এত উষ্মা উপস্থিত হয় যে, তাহার ফলেই তাহাদের সেই দেহ গলিয়া যায়, এবং সেই সংজ্ঞাও বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ধূমাদিক্রমে ব্রীহি-যবাদিদেহে প্রবেশ করে মাত্র, সেখানে কিছুমাত্র অনুভূতি করিতে পারে না; কারণ, ঐ সমস্ত বস্তু তাহাদের ভোগ-দেহ নহে, এবং তাহাদের কর্ম্মও তখন পর্য্যন্ত ফলোন্মুখ হয় না। এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ ভাষ্যে, মুদ্গরাহত অচেতন ব্যক্তির সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শ্মশানে নয়ন ও বৃক্ষারূঢ় পতিতের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকেরা বৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক ফলপুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিতে থাকে; কিন্তু হঠাৎ সেখান হইতে অধঃপতিত হইলে যেমন ভূমিগত হইবার পূর্ব্বেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, সে অবস্থায় যেমন তাহার কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না, চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিরও ব্রীহি-যবাদি দেহের কর্ত্তনে ও খণ্ডনাদিতে কিছুমাত্র সুখ-দুঃখানুভূতি থাকে না; সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠাতৃবর্গের চন্দ্রমণ্ডলারোহণ দুঃখময়, কিংবা যাগাদি কর্ম্মের অনিষ্টসাধনতা দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে না।

(২) তাৎপর্য্য—শঙ্কা হইয়াছিল যে, অনুশয়িগণ যখন চন্দ্রমণ্ডল হইতে হতচেতন হইয়া ব্রীহি-যবাদির দেহে প্রবেশ করেন, এবং সেই অবস্থায়ই মনুষ্যাদি জন্ম লাভ করেন, তখন জলূকার দৃষ্টান্ত ত সঙ্গত হইতেছে না; কেননা, জলূকা নিজে চেতন; সে নিজের বুদ্ধি অনুসারেই এক তৃণ ছাড়িয়া অপর তৃণ গ্রহণ করে, আর উক্ত অনুশয়িগণ নিজের অজ্ঞাতসারে যদৃচ্ছাক্রমে দেহান্তরে প্রবেশ করেন; কাজেই দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য রহিল না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না সামঞ্জস্য আছে, জলূকা যেমন অপর তৃণ ব্যবহার না করা পর্য্যন্ত পূর্ব্বধৃত তৃণটি ত্যাগ করে না, তেমনি অনুশয়িগণও নূতন ভোগ-দেহ ধারণ না করা পর্য্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলীয় জলময় দেহের জলভাগ

জ্ঞানাভাব, তাহাও মূর্চ্ছিতেরই অনুরূপ; সুতরাং তাহাতেও কিছুমাত্র বিরোধ ঘটিতেছে না।

বেদোক্ত কর্ম্মসমূহ হিংসাযুক্ত; এইজন্য যে বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের উভয়হেতুত্ব, অর্থাৎ পাপপুণ্য-সাধকত্ব অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাও নহে; কারণ, শাস্ত্রেই এইরূপ হিংসার বিধান রহিয়াছে। '[যে লোক] তীর্থাতিরিক্ত স্থলে হিংসা করে না' এই শ্রুতি অনুসারে শাস্ত্রবিহিত হিংসার অধর্ম্মজনকতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। আর যদি শাস্ত্রোক্ত হিংসাকেও অধর্ম্মজনক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও, মন্ত্রশক্তি দ্বারা যেমন বিষের [মারকতাশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি] বৈধহিংসার অধর্ম্মজনকতাও বিনষ্ট হইতে পারে; সুতরাং মন্ত্রবলে বিষ-ভক্ষণের ন্যায় বেদোক্ত কর্ম্মসমূহেরও দুঃখোৎপাদন করা উপপন্ন হয় না (১) ॥৪০৫॥৬

তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাঽথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥৪০৬॥৭

[ইদানীমনুশয়িনাং জন্মপরিগ্রহপ্রকারমাহ—"তদ্ য ইহ" ইত্যাদি]। তৎ (তত্র—তেষু অনুশয়িষু মধ্যে) যে (অনুশয়িনঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) রমণীয়-চরণাঃ (রমণীয়ং চরণং আচরণং যেষাং, তে তথোক্তাঃ) তে (শোভনকর্ম্মাণঃ) হ (নিশ্চয়ে) অভ্যাশঃ (শীঘ্রং) রমণীয়াং (উৎকৃষ্টাং) যোনিং আপদ্যেরন্ (প্রাপ্নুয়ুঃ)। [যোনিমেব বিশেষয়ন্ আহ—] ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা, বৈশ্যযোনিং বা [স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ আপদ্যেরন্ ইতি ভাবঃ]। অথ (পক্ষান্তরে) যে (অনুশয়িনঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) কপূয়চরণাঃ (কপূয়ং কুৎসিতং চরণং যেষাং তে তথোক্তাঃ); তে (কপূয়চারিণঃ) অভ্যাশঃ (শীঘ্রং) হ (এব) কপূয়াং (কুৎসিতাং) যোনিম্ আপদ্যেরন্। [তামেব যোনিং বিশেষয়ন্ আহ—] শ্বযোনিং (কুক্কুরযোনিং) বা, শূকরযোনিং বা, চণ্ডালযোনিং বা, [স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ আপদ্যেরন্ ইত্যর্থঃ]॥

তাহাদের মধ্যে (চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত জীবগণের মধ্যে) যে সমস্ত লোক

পরিত্যাগ করেন না; সুতরাং জলূকার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতেছে, অধিকন্তু ইহা চেতনোচিত ব্যবহার; এইজন্য অনুশয়িগণের সচেতন ভাব কল্পনা করাও অনুচিত হয় না।

(১) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে হিংসা সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি মত দেখা যায়। সাংখ্য-কার বলেন—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, এই শ্রুতিতে

ইহলোকে উত্তম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অবিলম্বে ব্রাহ্মণযোনিই হউক কিংবা ক্ষত্রিয়যোনিই হউক, অথবা বৈশ্যযোনিই হউক—উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইবেন। আর যাঁহারা ইহলোকে অপকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা অপকৃষ্ট জন্ম—কুক্কুরযোনি, কিংবা শূকরযোনি, অথবা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইবেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ তত্র তেষ্বনুশয়িনাং যে ইহ লোকে রমণীয়ং শোভনং চরণং শীলং যেষাং, তে—রমণীয়চরণেনোপলক্ষিতঃ শোভনোঽনুশয়ঃ পুণ্যং কর্ম্ম যেষাং, তে রমণীয়চরণা উচ্যন্তে। ক্রৌর্য্যানৃতমায়াবর্জ্জিতানাং হি শক্য উপলক্ষয়িতুং শুভানুশয়সদ্ভাবঃ। তেনানুশয়েন পুণ্যেন কর্ম্মণা চন্দ্রমণ্ডলে ভুক্তশেষেণ অভ্যাশো হ ক্ষিপ্রমেব, যদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। তে রমণীয়াং ক্রৌর্য্যাদিবর্জ্জিতাং যোনিম্ আপদ্যেরন্ প্রাপ্নুয়ুঃ—ব্রাহ্মণযোনিং বা, ক্ষত্রিয়যোনিং বা, বৈশ্যযোনিং বা স্বকর্ম্মানুরূপেণ। অথ পুনর্যে তদ্বিপরীতাঃ কপূয়চরণোপলক্ষিতকর্ম্মাণ অশুভানুশয়াঃ, অভ্যাশো হ যৎ তে কপূয়াং যথাকর্ম্ম যোনিম্ আপদ্যেরন্ কপূয়ামেব ধর্ম্মসম্বন্ধবর্জ্জিতাং জুগুপ্সিতাং যোনিমাপদ্যেরন্—শ্বযোনিং বা, শূকরযোনিং বা, চণ্ডালযোনিং বা স্বকর্ম্মানুরূপেণৈব ॥৪০৬॥৭

আনন্দগিরিঃ।—তদ্ভূয় এব ভবতি ইত্যেতৎ প্রসঙ্গাগতং পরিসমাপ্য প্রকৃতং শ্রুতিব্যাখ্যানম্, অনুবর্ত্তয়তি—তত্তত্রেতি। অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাদিতি ন্যায়েন তেষু ব্রীহ্যাদিষু সংশ্লিষ্টা যেঽনুশয়িনঃ তেষাং মধ্যে যে কেচিদস্মিন্ লোকে চন্দ্রমণ্ডলপ্রাপ্তেঃ প্রাগবস্থায়াম্ অনুষ্ঠিতাভুক্তরমণীয়চরণাস্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ইতি সম্বন্ধঃ। উক্তমেব স্পষ্টয়তি—শোভন ইতি। কথং রমণীয়চরণানুরোধেন শোভনো ঽনুশয়ো লক্ষ্যতে, তত্রাহ—ক্রৌর্য্যেতি। তে খল্বনুশয়িনো রেতঃসিগ্‌যোগানন্তরং তেন কর্ম্মণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্নিতি যৎ, তৎ ক্ষিপ্রমেবেতি যোজনা। তত্রাপি হেতুমাহ—স্বকর্ম্মেতি। অথেতি প্রতীকং গৃহীত্বা ব্যাচষ্টে—পুনরিতি। তদ্বিপরীতাস্তেভ্যো বিলক্ষণা ইতি যাবৎ। তে কপূয়াং যোনিমশুভানুশয়বশাদ্রেতঃসিগ্‌যোগানন্তরমাপদ্যেরন্নিতি যত্তদিতি ক্ষিপ্রমেবেতি যোজনা। তত্রাপি বিকল্পে কারণমাহ—স্বকর্ম্মেতি। যোনিবিকল্পে তৃতীয়ং পন্থানম্ অবতারয়িতুং পূর্ব্বোক্তৌ পন্থানৌ সংক্ষিপ্যানুবদতি—যেত্বিতি। শুভানুশয়বশাদ্ যে কেচিৎ ব্রাহ্মণাদিযোনিমাপন্নাস্তে স্ববর্ণাশ্রমবিহিতকর্ম্মনিষ্ঠাঃ সন্তো যদীষ্টাদিকর্ম্ম কৃতবন্তঃ, তদা দক্ষিণেন পথা চন্দ্রং গচ্ছন্তি। তত্র চ ভোক্তব্যে কর্ম্মণি ভোগেন ক্ষীণে পুনরবশিষ্টেন কর্ম্মণা পৃথিবীমাগচ্ছন্তি। এবং ঘটীযন্ত্রবৎ পুনঃপুনরারোহন্তোঽবরোহন্তশ্চ কেবলকর্ম্মিণো

যখন সমস্ত হিংসাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন অশ্বমেধাদি কর্ম্মে যে হিংসার বিধান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, বুঝিতে হইবে, সেই সমস্ত যজ্ঞাদি কার্য্যে শাস্ত্রোক্ত হিংসা দ্বারা যেমন যজ্ঞাদির উপকার সাধিত হয়, তেমনি পাপও হয়, তবে এরূপ স্থলে কর্ত্তার চিত্তে হিংসাবৃত্তি প্রবল না থাকায় পাপের পরিমাণ অল্প হয় মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন যে, "অশুদ্ধমিতি চেৎ, ন, শব্দাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।১।২৬) অর্থাৎ শব্দময় শ্রুতিই যখন যজ্ঞে হিংসার বিধান করিয়াছেন, তখন উহা পাপকর হইতে পারে না। উহা কেবলই পুণ্যজনক।

দৃশ্যন্তে। যদি চেদ্দ্বিজাতয়ঃ স্বকর্ম্মস্থাঃ সন্তঃ জ্ঞানং লভেরন্, উত্তরেণ যানেনেতো ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥৪০৬॥৭

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহাদের—সেই সমস্ত অনুশয়িগণের (চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিগণের) মধ্যে যাঁহারা ইহলোকে রমণীয়চরণ—রমণীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করাই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা, "রমণীয়চরণাঃ" কথাটি উপলক্ষণমাত্র, [বুঝিতে হইবে,] যাঁহাদের অনুশয় অর্থাৎ পুণ্য—শোভন (উত্তম), তাঁহারাই 'রমণীয়চরণ' বলিয়া কথিত হইতেছেন ; কেননা, ক্রূরতা, অসত্য ও কপটতাদিরহিত লোক-দিগের সম্বন্ধে শুভকর্ম্মাবশেষই উপলক্ষিত করা যাইতে পারে। চন্দ্রমণ্ডলে ভুক্তাবশিষ্ট সেই 'অনুশয়' শব্দবাচ্য পুণ্য কর্ম্মের ফলে তাঁহারা অবিলম্বেই নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে রমণীয় অর্থাৎ ক্রূরতাদিদোষরহিত যোনি—ব্রাহ্মণযোনি কিংবা ক্ষত্রিয়যোনি, অথবা বৈশ্যযোনি পাইতে পারেন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ 'কপূয়চরণ' শব্দে উপলক্ষিত দুষ্কর্ম্মা—অশুভানুশয়যুক্ত, তাঁহারাও অবিলম্বে কর্ম্মানুরূপ কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাঁহারা নিজের কর্ম্মানুসারেই কপূয় অর্থাৎ নিন্দিত যোনিই—কুকুরযোনি, কিংবা শূকরযোনি, অথবা চণ্ডালযোনি লাভ করেন। শ্রুতির 'যৎ' পদ দুইটি [আপদ্যেরন্] ক্রিয়ার বিশেষণ ॥৪০৬॥৭

অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্য-সকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে, তস্মাজ্জুগুপ্সেত। তদেষ শ্লোকঃ—॥৪০৭॥৮

[ইদানীং জ্ঞানকর্ম্মোভয়ভ্রষ্টানাং গতিরুচ্যতে—"অথৈতয়োঃ" ইত্যাদিনা]। অথ (প্রকারান্তরসূচনায়াং) [যে তু ন জ্ঞানানুশীলিনঃ, নাপি কর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ মন্দাঃ তে] এতয়োঃ (পূর্ব্বোক্তয়োঃ) পথোঃ (অর্চ্চিরাদি-ধূমাদিলক্ষণয়োঃ) কতরেণ চ ন [গচ্ছন্তি], [তে] তানি (প্রসিদ্ধানি) ইমানি (অনুভূয়মানানি) অসকৃদাবর্ত্তীনি (বারংবারং আগমনশীলানি) জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি ক্ষুদ্রাণি ভূতানি ভবন্তি ; এতৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেন (হেতুনা) অসৌ লোকঃ (দ্যুলোকঃ চন্দ্রলোকঃ) ন সম্পূর্য্যতে (সম্পূর্ণঃ ভবতি) ; তস্মাৎ (হেতোঃ) জুগুপ্সেত (ঈদৃশসংসারগতৌ বীভৎসাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ)। তৎ (তস্মিন্ এতস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যম্) [অস্তীতি শেষঃ] ॥

যাহারা জ্ঞান ও কর্ম্মপথভ্রষ্ট, তাহারা উক্ত উভয় পথের কোন পথেই গমন করে না; তাহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল সেই এই 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'-সংজ্ঞক ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জন্মলাভ করিয়া থাকে। ইহাই তৃতীয় স্থান; সেই কারণে এই লোক পরিপূর্ণ হইতেছে না; অতএব [ঐরূপ সংসারগতি বিষয়ে] ঘৃণা করিবে। উল্লিখিত বিষয়ে এই একটি শ্লোক [আছে]—॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যে তু রমণীয়চরণা দ্বিজাতয়ঃ তে স্বকর্ম্মস্থাশ্চেদিষ্টাপূর্ত্তাদি-কারিণঃ, তে ধূমাদিনা গচ্ছন্ত্যাগচ্ছন্তি চ পুনঃ পুনর্ঘটীযন্ত্রবৎ। বিদ্যাং চেৎ প্রাপ্নুয়ুঃ, তদা অর্চ্চিরাদিনা গচ্ছন্তি। যদা তু ন বিদ্যাসেবিনো নাপীষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম সেবন্তে, তদা অথৈতয়োঃ পথোঃ যথোক্তয়োরর্চ্চির্ধূমাদিলক্ষণয়োঃ ন কতরেণ অন্যতরেণ চ নাপি যন্তি। তানীমানি ভূতানি ক্ষুদ্রাণি দংশমশককীটাদীনি অসকৃদা-বর্ত্তীনি ভবন্তি। অত উভয়মার্গপরিভ্রষ্টা হি অসকৃজ্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চেত্যর্থঃ। তেষাং জননমরণসন্ততেরনুকরণমিদমুচ্যতে; 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' ইতি ঈশ্বরনিমিত্তচেষ্টা উচ্যতে; জননমরণলক্ষণেনৈব কালযাপনা ভবতি, * ন তু ক্রিয়াসু শোভনেষু ভোগেষু বা কালোঽস্তীত্যর্থঃ, এতৎক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণং, তৃতীয়ং পূর্ব্বোক্তৌ পন্থানা-রপেক্ষ্য স্থানং সংসরতাম্। যেনৈবং দক্ষিণমার্গগা অপি পুনরাগচ্ছন্তি, অনধি-কৃতানাং জ্ঞানকর্ম্মণোরগমনমেব দক্ষিণেন পথেতি; তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে।

পঞ্চমস্তু প্রশ্নঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং ব্যাখ্যাতঃ। প্রথমো দক্ষিণোত্তরমার্গাভ্যা-মপাকৃতঃ। দক্ষিণোত্তরয়োঃ পথোঃ ব্যাবর্ত্তনাপি—মৃতানামগ্নৌ প্রক্ষেপঃ সমানঃ, ততো ব্যাবর্ত্ত্য অন্যে অর্চ্চিরাদিনা যন্তি, অন্যে ধূমাদিনা; পুনরুত্তরদক্ষিণায়নে ষণ্মাসান্ প্রাপ্নুবন্তঃ সংযুজ্য পুনর্ব্ব্যাবর্ত্তন্তে—অন্যে সংবৎসরম্, অন্যে মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্, ইতি ব্যাখ্যাতা। পুনরাবৃত্তিরপি ক্ষীণানুশয়ানাং চন্দ্রমণ্ডলাকাশাদি-ক্রমেণোক্তা। অমুষ্য লোকস্যাপূরণং স্বশব্দেনৈবোক্তম্—"তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ইতি।

যস্মাদেবং কষ্টা সংসারগতিঃ, তস্মাজ্জুগুপ্সেত। যস্মাচ্চ জন্মমরণজনিত-বেদনানুভবকৃতক্ষণাঃ ক্ষুদ্রজন্তবো ধ্বান্তে ঘোরে দুস্তরে প্রবেশিতাঃ—সাগর-ইবাগাধে অপ্লবে নিরাশাশ্চোত্তরণং প্রতি; তস্মাচ্চ এবংবিধাং সংসারগতিং জুগুপ্সেত বীভৎসেত ঘৃণী ভবেৎ—মা ভূদেবংবিধে সংসার-মহোদধৌ ঘোরে পাত ইতি। তদেতস্মিন্নর্থে এষ শ্লোকঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাস্তুতয়ে—॥৪০৭॥৮

* জননমরণক্ষণেনৈব কালযাপিনো ভবন্তি—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আনন্দগিরিঃ।—ইদানীং তৃতীয়স্থানমুপদিশতি—যদা ত্বিতি। পৌনঃপুন্যেন লোট মধ্যমৈকবচনাৎ তয়োঃ সর্ব্বাখ্যাতেষু বিধানাৎ পুনঃপুনর্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চেত্যস্মিন্নর্থে জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি প্রয়োগঃ, ইত্যাহ—তেষামিতি। যদ্বা, সর্ব্বেশ্বরো মার্গদ্বয়ভ্রষ্টং দৃষ্ট্বা তং জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি প্রেরয়ত্যেতদিহোচ্যতে ইতি দ্রষ্টব্যম্। তেনাসাবিত্যাদিবাক্যং ব্যাচষ্টে—যেনৈবমিতি।

উক্তয়া রীত্যা নির্ণীতান্ প্রশ্নান্ বিবিচ্য প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থং কথয়তি—পঞ্চমস্থিতি। ব্যাবর্ত্তনাপি ব্যাখ্যাতা, ইত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। মৃতানামবিদুষাং বিদুষাং চেত্যর্থঃ। অন্ত্যেষ্ট্যনন্তরং বিদুষাং কর্ম্মিণাঞ্চ সংবৎসরমিতি জ্ঞানিনো গৃহ্যন্তে। অন্যে পিতৃলোকমিতি কেবলকর্ম্মিণ ইতি বিভাগঃ। ক্ষীণানুশয়ানাং চন্দ্রলোকে ভোক্তব্যং কর্ম্মভোগেন ক্ষপিতবতামিতি যাবৎ। স্বশব্দমেবানুবদতি—তেনেতি।

কিমর্থমেষাং মহায়াসবতী তীব্রা সংসারগতিরুক্তা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাচ্চেতি। তৃতীয়স্থানস্থ কষ্টত্বং স্পষ্টয়তি—যস্মাদিতি। জন্মাদিনা জনিতা যা বেদনা, তদনুভবে কৃতঃ ক্ষণোঽবসরঃ নান্যত্র যেষাং, তে তথা। অপ্লব ইতি চ্ছেদঃ। তৃতীয়স্থানবদিতরয়োরাবৃত্তিমত্ত্বাৎ তুল্যা কষ্টতা, ইত্যভিপ্রেত্যাহ—তস্মাচ্চেতি। সংসারগত্যুপবর্ণনস্য তাৎপর্য্যমুক্ত্বা পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ অনুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং তস্যাঃ স্তাবকং শ্লোকমুদাহৃত্য ব্যাচষ্টে—তদেতস্মিন্ ইত্যাদিনা। পঞ্চাগ্নিবিদ্যামাহাত্ম্যং সপ্তম্যর্থঃ ॥৪০৭॥৮

ভাষ্যানুবাদ।—যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য), তাঁহারা যদি স্বকর্ম্মনিরত থাকিয়া ইষ্টাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ঘটীযন্ত্রের ন্যায় (গভীর কূপাদি হইতে জল তুলিবার একপ্রকার যন্ত্র; তাহাতে বহুতর ঘটী মালার মত বাঁধা থাকে এবং জল তুলিবার জন্য বারংবার উপরে নীচে উঠিতে পড়িতে থাকে), ধূমাদি মার্গে নিরন্তর গমনাগমন করিতে থাকেন; আর তাঁহারা যদি বিদ্যা (উপাসনাত্মক জ্ঞান) লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অর্চ্চিরাদি পথে গমন করেন। কিন্তু মনুষ্যগণ যখন বিদ্যা কিংবা যাগাদি কর্ম্মের সেবা করে না, তখন পূর্ব্বোক্ত এই অর্চ্চিরাদি ও ধূমাদি পথদ্বয়ের একটি পথেও গমন করিতে পারে না, পরন্তু, পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনশীল এই সমস্ত ডাঁশ, মশক ও কীটাদিরূপ ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া থাকে। অতএব, উক্ত উভয়বিধ পথভ্রষ্ট জীবগণ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণপ্রবাহের অনুকরণার্থই (নৈরন্তর্য্য-জ্ঞাপনার্থই) এই কথা বলা হইতেছে। 'জায়স্ব, ম্রিয়স্ব' কথায় ঈশ্বরাধীন চেষ্টা কথিত হইতেছে, অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু গ্রহণ করিতেই যেন তাহাদের কাল ক্ষয় হয়, কিন্তু তদ্ব্যতীত কোনরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানে কিংবা উত্তম বিষয়-ভোগে তাহাদের অবসর ঘটে না (১)।

---

(১) তাৎপর্য্য—'জায়স্ব' অর্থ—জন্ম ধারণ কর; 'ম্রিয়স্ব' অর্থ—মরিয়া যাও; এই দুইটি কথা হইতে বোধ হইতেছে যে, ঈশ্বর যেন বলিতেছেন,—"জায়স্ব" তুমি যাইয়া জন্ম লও, আবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বলিতেছেন—"ম্রিয়স্ব" মরিয়া যাও। ফলকথা, মশক-মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিগণ এত অল্পকাল জীবন ধারণ করে যে, দেখিয়া মনে হয়, ঈশ্বর যেন উহাদিগকে নিরন্তর কেবল জন্ম-মরণ-

মৃতগণের এই যে ক্ষুদ্রজন্তুত্বপ্রাপ্তি, ইহাই পূর্ব্বোক্ত পথদ্বয় অপেক্ষা তৃতীয় স্থান; যেহেতু দক্ষিণায়নে প্রস্থিত ব্যক্তিরাও ফিরিয়া আইসেন; আর জ্ঞান ও কর্ম্মে অনধিকৃত ব্যক্তিগণের দক্ষিণায়নেও গমন হয় না; সেই হেতুই এই লোক (চন্দ্রলোক) পরিপূর্ণ হইতেছে না।

রাজার পঞ্চম প্রশ্নটি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা নিরূপণেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; প্রথম প্রশ্নটিরও দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ পথ দ্বারাই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে; দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ পথদ্বয়ের বিয়োগস্থান সম্বন্ধে যে প্রশ্ন হইয়াছিল, তাহাও, মৃতব্যক্তিবর্গের অগ্নিতে নিক্ষেপ (জ্ঞানী ও কর্ম্মী, উভয়েরই) তুল্য, সেখান হইতে পৃথক্ হইয়া জ্ঞানিগণ অর্চ্চিরাদি পথে আর কর্ম্মীরা ধূমাদি পথে গমন করেন; তাহার পর উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন পথে ষণ্মাস প্রাপ্তির সময়ে পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া পুনশ্চ বিযুক্ত হন; জ্ঞানীরা সংবৎসরের পর আর কর্ম্মীরা মাসের পর পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অনুশয়ীদিগের কর্ম্মক্ষয়ের পর চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশাদি ক্রমে পুনরাবৃত্তিও কথিত হইয়াছে। চন্দ্রলোকের অপূরণ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরও "তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" এখানে সাক্ষাৎ শব্দেই উক্ত হইয়াছে।

[এই সমস্ত বর্ণনার অভিপ্রায় এই যে,] যেহেতু সংসারগতি এইরূপ কষ্টকর, সেই হেতু ইহাকে ঘৃণা করিবে (ইহাতে আসক্ত হইবে না), এবং যেহেতু, অগাধ, ভেলারহিত সাগরে নিমগ্ন ও উদ্ধারলাভের আশাশূন্য প্রাণিগণের ন্যায় নিরন্তর জন্ম-মরণ-জনিত বেদনা অনুভব করত সময়ক্ষেপকারী ক্ষুদ্র প্রাণিগণ ঘোরতর অপার মোহান্ধকারে প্রবেশিত হইয়াছে, অতএব এবম্ভূত সংসারগতিকে নিন্দা করিবে, অর্থাৎ যাহাতে এবংবিধ ভয়ঙ্কর সংসার-সাগরে আর পতন না হয়, তজ্জন্য ইহাতে বীতশ্রদ্ধ হইবে। সেই এই বিষয়ে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসার্থ এই একটি শ্লোক আছে ॥৪০৭॥৮

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ, পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈরিতি ॥৪০৮॥৯

[শ্লোকমেবাহ—"স্তেনঃ" ইত্যাদি।] হিরণ্যস্য (ব্রাহ্মণসুবর্ণস্য) স্তেনঃ (অপহর্ত্তা), সুরাং পিবন্ চ (সুরাপায়ী অপি) [ব্রাহ্মণ ইতি বোদ্ধব্যম্; তদিতরেষাং যথাকথঞ্চিৎ তৎপানে অনুজ্ঞানাৎ]। গুরোঃ তল্পম্ (শয্যাম্) আবসন্

যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই সংসারে প্রেরণ করিতেছেন; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহারাও নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই এইরূপ জন্ম-মরণ-যাতনা ভোগ করে, ঈশ্বর কেবল সাক্ষিরূপে তাহা সম্পাদন করিয়া দেন মাত্র।

(গুরুপত্নীম্ উপগচ্ছন্), ব্রহ্মহা (ব্রাহ্মণহন্তা) চ, এতে চত্বারঃ. তৈঃ সহ আচরন্ (হিরণ্যাপহারিপ্রভৃতিভিঃ সহ ব্যবহর্ত্তা) পঞ্চমঃ চ (অপি) পতন্তি (পতিতাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ)। [পাতিত্যকারণাৎ তৈঃ সহ ব্যবহারোঽপি প্রতিষিদ্ধ ইতি ভাবঃ]॥

ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী [ব্রাহ্মণ], গুরুপত্নীগামী, ব্রহ্মহত্যাকারী, এই চারিজন, এবং ইহাদের সহিত ব্যবহারকারী পঞ্চম, সকলেই পতিত হয়। [ইহাদের সহিত ব্যবহার করিবে না]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স্তেনো হিরণ্যস্য ব্রাহ্মণসুবর্ণস্য হর্তা, সুরাং পিবন্ ব্রাহ্মণঃ সন্, গুরোশ্চ তল্পং দারান্ আবসন্, ব্রহ্মহা ব্রাহ্মণস্য হন্তা চ, ইত্যেতে পতন্তি চত্বারঃ, পঞ্চমশ্চ তৈঃ সহ আচরন্নিতি ॥৪০৮॥৯

আনন্দগিরিঃ।—॥৪০৮॥৯

ভাষ্যানুবাদ।—হিরণ্যের স্তেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহারী, ব্রাহ্মণ হইয়া সুরাপায়ী, (১) গুরুর তল্পে (শয্যায়) বাসকারী অর্থাৎ গুরুপত্নীর সহবাসকারী, ব্রহ্মহা অর্থাৎ ব্রাহ্মণহত্যাকারী, এই চারিজন পতিত হয়; এবং তাহাদের সহিত ব্যবহারকারী—পঞ্চম ব্যক্তিও [পতিত হয়] ॥৪০৮॥৯

অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ, ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে, শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি, য এবং বেদ য এবং বেদ ॥৪০৯॥১০

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১০॥

[ইদানীং বিদ্যাফলমুপসংহরতি—"অথ" ইত্যাদিনা।] অথ হ (নিশ্চয়ে) যঃ (উপাসকঃ) এতান্ (যথোক্তান্ দ্যুপ্রভৃতীন্) পঞ্চ অগ্নীন্ এবং (যথোক্ত-প্রকারং) বেদ (বিজানাতি—উপাস্তে), [সঃ] তৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ মহাপাত-

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে সুবর্ণ-চৌর্য্যাদি যে পাঁচটি পাতকের উল্লেখ রহিয়াছে, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এই কয়টিকেই 'মহাপাতক' এবং তৎকর্ত্তাকে 'মহাপাতকী' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা,—"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥" (মনুসংহিতা ১১ অধ্যায়)। ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক। সুরাপান ব্রাহ্মণের পক্ষে মহাপাতক, অন্য জাতির পক্ষে নহে। বিষ্ণুপুরাণে মহাপাতকীদিগকে পতিত ও শ্রাদ্ধাদির অযোগ্য বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"মহাপাতকিনো যে চ পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ। পতিতানাং ন দাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ। ন বাশ্রুপাতঃ পিণ্ডো বা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং ক্বচিৎ। এতানি পতিতানাস্তু যঃ করোতি বিমোহিতঃ। তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়েনৈব তস্য শুদ্ধির্নচান্যথা॥" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মহাপাতকীদিগের যে কেবল সামাজিক ব্যবহারই নিষিদ্ধ, তাহা নহে, পরন্তু তাহারা ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যেরও একেবারে অযোগ্য, সেইজন্য তাহাদের পাপচিহ্ন ব্যাধিরূপে সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়।

কিভিঃ) সহ আচরন্ (ব্যবহারং কুর্ব্বন্ অপি) পাপ্মনা (সংসর্গজনিতেন পাপেন) ন লিপ্যতে। যঃ এবং (যথোক্তপ্রকারান্ পঞ্চ অগ্নীন্) বেদ, [সঃ] শুদ্ধঃ (নিষ্পাপঃ) পূতঃ (পবিত্রঃ) পুণ্যলোকঃ (পুণ্যঃ পবিত্রঃ লোকঃ প্রাজাপত্যাদিঃ [ভোগ্যঃ] যস্য, সঃ তথোক্তঃ) ভবতি। [প্রশ্নোত্তর-সমাপ্তিসূচনার্থং দ্বিরুক্তিঃ]॥

যিনি উক্ত পঞ্চবিধ অগ্নিকে উক্তপ্রকারে অবগত হন, অর্থাৎ উপাসনা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত মহাপাতকিগণের সহিত ব্যবহার করিয়াও পতিত হন না; যিনি উক্তপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনি শুদ্ধ, পবিত্র এবং প্রাজাপত্যাদি পুণ্যলোকগামী হন। পঞ্চ প্রশ্নের উত্তর-সমাপ্তি-সূচনার্থ "যঃ এবং বেদ" কথার দ্বিরুক্তি হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হ পুনঃ যো যথোক্তান্ পঞ্চাগ্নীন্ বেদ, স তৈরপ্যাচরন্ মহাপাতকিভিঃ সহ ন পাপ্মনা লিপ্যতে, শুদ্ধ এব। তেন পঞ্চাগ্নিদর্শনেন পাবিতঃ যস্মাৎ পূতঃ, পুণ্যঃ লোকঃ প্রাজাপত্যাদির্যস্য, সোঽয়ং পুণ্যলোকঃ ভবতি। য এবং বেদ যথোক্তং সমস্তং পঞ্চভিঃ প্রশ্নৈঃ পৃষ্টম্ অর্থজাতং বেদ। দ্বিরুক্তিঃ সমস্ত-প্রশ্ননির্ণয়প্রদর্শনার্থা॥৪০৯॥১০

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৫॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—পঞ্চ মহাপাতকিনঃ শ্লোকে নির্দ্দিশ্যন্তে, ন তু পঞ্চাগ্নি-বিদ্যাস্তুতিরিহ ভবতি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি। শুদ্ধত্বে হেতুমাহ—তেনেতি। কস্যেদং ফলম্? ইত্যপেক্ষায়াং পূর্ব্বোক্তবিদ্যাবন্তমনুবদতি—য এবমিতি॥৪০৯॥১০

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ॥৫॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ অগ্নিকে জানেন, তিনি সেই সমস্ত মহাপাতকিগণের সহিত ব্যবহার করিলেও পাপে লিপ্ত হন না, পরন্তু শুদ্ধই থাকেন। যেহেতু যিনি এইরূপ জানেন, অর্থাৎ উক্ত পঞ্চ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয় যিনি জানেন, তিনি সেই পঞ্চাগ্নি দর্শনে পবিত্রীকৃত—পূত, এবং পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র প্রাজাপত্যাদি লোক যাঁহার [উপভোগ্য], তিনি তাদৃশ পুণ্যলোকভোগী হন। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর-নির্ণয়-জ্ঞাপনার্থ "য এবং" ইত্যাদি কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥৪০৯॥১০

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের দশম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৫॥১০॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

একাদশঃ খণ্ডঃ।

প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ—কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্মেতি ॥৪১০॥১

ঔপমন্যবঃ (উপমন্যোঃ অপত্যম্ ঔপমন্যবঃ) প্রাচীনশালঃ (তন্নামকঃ), পৌলুষিঃ (পুলুষস্য অপত্যং) সত্যযজ্ঞঃ, ভাল্লবেয়ঃ (ভাল্লবেঃ অপত্যং) ইন্দ্রদ্যুম্নঃ, শার্করাক্ষ্যঃ (শর্করাক্ষস্য অপত্যং) জনঃ, আশ্বতরাশ্বিঃ (অশ্বতরাশ্বস্য অপত্যং) বুড়িলঃ, মহাশালাঃ (মহত্যঃ শালাঃ গৃহাণি যেষাং তে, মহাগৃহস্থাঃ) মহাশ্রোত্রিয়াঃ (বেদাধ্যয়ন-সদাচারাদি-সম্পন্নাঃ), তে এতে সমেত্য (একত্র মিলিতাঃ সন্তঃ) মীমাংসাং (বিচারণাং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ)। [মীমাংসাবিষয়মাহ—] নঃ (অস্মাকং) কঃ আত্মা? তৎ (প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম চ কিং (কিংস্বরূপম্)? ইতি ॥

উপমন্যুপুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষিপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিনন্দন ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষসুত জন, এবং অশ্বতরাশ্বপুত্র বুড়িল, ইঁহারা সকলেই মহাশাল (বড় গৃহস্থ) ও মহাশ্রোত্রিয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সদাচারী ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন; ইঁহারা একত্র মিলিত হইয়া বিচার করিয়াছিলেন যে, আমাদের আত্মা কি? এবং প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই বা কি? অর্থাৎ তাঁহারা আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণার্থ আলোচনা করিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দক্ষিণেন পথা গচ্ছতামন্নভাব উক্তঃ "তদ্দেবানামন্নম্", "তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি; ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণা চ কষ্টা সংসারগতিরুক্তা। তদুভয়-দোষপরিজিহীর্ষয়া বৈশ্বানরাত্বভাবপ্রতিপত্ত্যর্থমুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে, "অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়ম্" ইত্যাদিলিঙ্গাৎ। আখ্যায়িকা তু সুখাববোধার্থা বিদ্যাসম্প্রদান-ন্যায়প্রদর্শনার্থা চ।

প্রাচীনশাল ইতি নামতঃ, উপমন্যোরপত্যম্ ঔপমন্যবঃ। সত্যযজ্ঞো নামতঃ, পুলুষস্যাপত্যং পৌলুষিঃ। তথা ইন্দ্রদ্যুম্নো নামতঃ, ভল্লবেরপত্যং ভাল্লবিঃ, তস্যাপত্যং ভাল্লবেয়ঃ। জন ইতি নামতঃ, শর্করাক্ষস্যাপত্যং শার্করাক্ষ্যঃ। বুড়িলো নামতঃ, অশ্বতরাশ্বস্যাপত্যম্ আশ্বতরাশ্বিঃ। পঞ্চাপি তে হৈতে মহাশালাঃ মহাগৃহস্থাঃ—বিস্তীর্ণাভিঃ শালাভির্যুক্তাঃ সম্পন্না ইত্যর্থঃ। মহাশ্রোত্রিয়াঃ শ্রুতা-

ধ্যয়নবৃত্তসম্পন্না ইত্যর্থঃ। তে এবম্ভূতাঃ সন্তঃ সমেত্য সম্ভূয় ক্বচিৎ মীমাংসাং বিচারণাং চক্রুঃ কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। কথম্? কো নঃ অস্মাকম্ আত্মা? কিং ব্রহ্ম? ইতি। আত্ম-ব্রহ্মশব্দয়োরিতরেতরবিশেষণবিশেষ্যত্বম্। ব্রহ্মেতি অধ্যাত্মপরিচ্ছিন্নমাত্মানং নিবর্ত্তয়তি, আত্মেতি চ আত্মব্যতিরিক্তস্যাদিত্যাদিব্রহ্মণ উপাস্যত্বং নিবর্ত্তয়তি। অভেদেন আত্মৈব ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈব আত্মা, ইত্যেবং সর্ব্বাত্মা বৈশ্বানরো ব্রহ্ম, স আত্মেত্যেতৎ সিদ্ধং ভবতি, "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" "অন্ধোঽভবিষ্যৎ" ইত্যাদিলিঙ্গাৎ ॥৪১০॥১

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্বোত্তরসন্দর্ভয়োঃ সম্বন্ধং দর্শয়ন্ উত্তরসন্দর্ভম্ অবতারয়তি—দক্ষিণেনেত্যাদিনা। উত্তরগ্রন্থস্য বৈশ্বানরাখ্যাত্তৃভাবপ্রতিপত্ত্যর্থত্বে গমকমাহ—অৎসীতি। বিদ্যায়াঃ সম্প্রদানং শিষ্যঃ, তস্য ন্যায়ো বিনয়াদিসম্পত্তিঃ, তৎপ্রদর্শনার্থা আখ্যায়িকা। দৃশ্যতে চাত্র প্রাচীনশালপ্রভৃতীনাং তৎসম্পত্তিঃ। ইত্যাহ—বিদ্যেতি। কথং আত্ম-ব্রহ্মশব্দয়োঃ ইতরেতরবিশেষণবিশেষ্যত্বং? ব্যাবর্ত্ত্যাভাবাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মেতীতি। উক্তরীত্যা মিথো বিশেষণবিশেষ্যত্বে ফলিতমাহ—অভেদেনেতি। ইতশ্চোপাস্যস্য সর্ব্বাত্মত্বং গম্যতে, পরিচ্ছিন্নোপাসনস্য নিন্দিতত্বাৎ ভূয়ঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বমিতি ন্যায়াদিত্যাহ—মূর্দ্ধেতি ॥৪১০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—দক্ষিণপথে যাঁহারা গমন করেন, 'তাহাই দেবতাগণের অন্ন', 'দেবগণ তাঁহাদিগকে ভোগ করেন', এইরূপে তাঁহাদিগকে [দেবগণের] অন্ন বলা হইয়াছে, এবং ক্ষুদ্রজন্তুত্বপ্রাপ্তিরূপ যে কষ্টকর সংসারগতি, তাহাও কথিত হইয়াছে। উক্ত উভয়বিধ দোষের পরিহারেচ্ছায় বৈশ্বানররূপ ভোক্তৃত্ব লাভের উপায় প্রদর্শনার্থ পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে; 'অন্ন ভোজন করিতেছ, এবং প্রিয় দর্শন করিতেছ' ইত্যাদি বাক্যই [উল্লিখিত অর্থের] জ্ঞাপক। বক্তব্য বিষয়টিকে অনায়াসে বুদ্ধিগম্য করা এবং বিদ্যাপ্রদানোপযুক্ত শিষ্যগুণ-প্রদর্শনার্থ আখ্যায়িকা [রচিত হইয়াছে]।

প্রাচীনশাল-নামক উপমন্যুপুত্র—ঔপমন্যব, সত্যযজ্ঞ-নামক পুলুষনন্দন—পৌলুষি, তথা, ইন্দ্রদ্যুম্ন-নামক ভাল্লবেয়—ভাল্লবির পুত্র—ভাল্লবি, তাঁহার পুত্র—ভাল্লবেয়, জন-নামক শর্করাক্ষের পুত্র—শার্করাক্ষ্য, বুড়িল-নামক অশ্বতরাশ্বের পুত্র আশ্বতরাশ্বি, ইঁহারা পাঁচজনই মহাশাল—বড় গৃহস্থ, অর্থাৎ প্রকাণ্ডগৃহসম্পন্ন, এবং মহাশ্রোত্রিয়—শাস্ত্রাধ্যয়নসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র। এবংবিধ অবস্থাসম্পন্ন তাঁহারা সমবেত হইয়া—একস্থানে সম্মিলিত হইয়া কোন বিষয়ে মীমাংসা অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার?—আমাদের আত্মা কি, ব্রহ্ম কি? অর্থাৎ

াদের আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম কি? এখানে আত্মা ও ব্রহ্ম শব্দ পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন।

ব্রহ্ম-শব্দটি অধ্যাত্মপরিচ্ছিন্ন (দেহপরিচ্ছিন্ন) আত্মার ব্যাবৃত্তি করিতেছে; আর আত্মা-শব্দও আত্মাতিরিক্ত আদিত্যাদিস্বরূপ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব নিষেধ করিতেছে। অভেদসম্বন্ধে আত্মাই ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মই আত্মা। এইরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, সর্ব্বাত্মা বৈশ্বানরই ব্রহ্ম, এবং তিনিই আত্মা, 'তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত', 'তুমি অন্ধ হইতে' ইত্যাদি বাক্যই এইরূপ অর্থের গ্রাহক ॥৪১০॥১

তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরুদ্দালকো বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তꣳ হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি; তꣳ হাভ্যাজগ্মুঃ ॥৪১১॥২

তে (প্রাচীনশালাদয়ঃ) হ (ঐতিহ্যে) সম্পাদয়াঞ্চক্রুঃ (আত্মন উপদেষ্টারং নিরূপিতবন্তঃ)—ভগবন্তঃ (হে পূজনীয়াঃ) সম্প্রতি অয়ম্ উদ্দালকঃ নাম বৈ (প্রসিদ্ধঃ) আরুণিঃ (অরুণস্য অপত্যং) ইমং (অস্মদভিপ্রেতং) বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ অধ্যেতি (স্মরতি—জানাতীত্যর্থঃ)। হন্ত (আনন্দসূচনায়াং) তম্ (উদ্দালকম্) অভ্যাগচ্ছাম (যদ্যনুমতির্ভবেৎ, তদা তদভিমুখং গচ্ছাম ইত্যর্থঃ), ইতি (এবং নিশ্চিত্য) তম্ (উদ্দালকং) হ (ঐতিহ্যে) অভ্যাজগ্মুঃ (তৎসমীপং গতবন্তঃ)॥

তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, হে মহোদয়গণ, বর্ত্তমান সময়ে উদ্দালক-নামক এই আরুণি (অরুণের পুত্র) আমাদের অভিপ্রেত এই বৈশ্বানর আত্মা অবগত আছেন; বড় আহ্লাদের বিষয়, অনুমতি হইলে, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি; এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে হ মীমাংসন্তোঽপি নিশ্চয়মলভমানাঃ সম্পাদয়াঞ্চক্রুঃ সম্পাদিতবন্ত আত্মন উপদেষ্টারম্। উদ্দালকো বৈ প্রসিদ্ধো নামতঃ, হে ভগবন্তঃ পূজাবন্তঃ, অয়মারুণিঃ অরুণস্যাপত্যং সম্প্রতি সম্যক্ ইমমাত্মানং বৈশ্বানরম্ অস্মদভিপ্রেতম্ অধ্যেতি স্মরতি। তং হন্ত ইদানীমভ্যাগচ্ছাম, ইতি এবং নিশ্চিত্য তং হ অভ্যাজগ্মুঃ গতবন্তঃ তম্ আরুণিম্ ॥৪১১॥২

আনন্দগিরিঃ।—ভগবন্তঃ সন্তঃ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥৪১১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহারা মীমাংসা করিতে চেষ্টাবান্ হইয়াও নিশ্চয় করিতে না পারিয়া আপনাদের উপদেষ্টা স্থির করিয়াছিলেন—হে ভগবন্—পূজনীয়গণ, এই প্রসিদ্ধ উদ্দালক-নামক আরুণি—অরুণ-পুত্র বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অভিপ্রেত এই বৈশ্বানর আত্মাকে উত্তমরূপে অবগত আছেন। বেশ, এখন

আমরা তাঁহার নিকট গমন করি ; এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা সেই আরুণির নিকট গমন করিয়াছিলেন ॥৪১১॥২

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্ব্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্য-মভ্যনুশাসানীতি ॥৪১২॥৩

সঃ (উদ্দালকঃ) হ (ঐতিহ্যে) সম্পাদয়াঞ্চকার (নিশ্চিতবান্)—মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ ইমে (প্রাচীনশালাদয়ঃ) মাং প্রক্ষ্যন্তি (প্রশ্নং করিষ্যন্তি); [অহং পুনঃ] তেভ্যঃ (প্রাচীনশালাদিভ্যঃ—তৎপৃষ্টে অর্থে) সর্ব্বম্ ইব (ইবশব্দঃ সম্ভাবনায়াং) ন প্রতিপৎস্যে (বক্তুং ন শক্ষ্যামি); হন্ত (বিষাদে) অন্যম্ (অপরম্) [উপদেষ্টারম্] অভ্যনুশাসানি (উপদিশানি) ॥

সেই উদ্দালক ঋষি [মনে মনে] স্থির করিলেন, অর্থাৎ বুঝিতে পারিলেন যে, বড় গৃহস্থ মহাশ্রোত্রিয় ইঁহারা (অভ্যাগতগণ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু বোধ হইতেছে, আমি ইঁহাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না ; ভাল, অন্য উপদেষ্টার কথা বলিয়া দিই ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—স হ তান্ দৃষ্ট্বৈব তেষামাগমনপ্রয়োজনং বুদ্ধা সম্পাদয়াঞ্চকার। কথম্ ?—প্রক্ষ্যন্তি মাং বৈশ্বানরম্ ইমে মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ তেভ্যোঽহং ন সর্ব্বমিব পৃষ্টং প্রতিপৎস্যে বক্তুং নোৎসহে ; অতঃ হন্ত অহমিদানীমন্যম্ এষামভ্যনুশাসানি বক্ষ্যাম্যুপদেষ্টারম্, ইতি এবং সম্পাদ্য—তান্ হ উবাচ—॥৪১২॥৩

আনন্দগিরিঃ ।—॥৪১২॥৩

ভাষ্যানুবাদ ।—তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কি প্রকার ? এই মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয়গণ আমাকে বৈশ্বানর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে, আমি ইঁহাদের জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয় বুঝিব না, অর্থাৎ বলিতে সমর্থ হইব না। বেশ, অতএব, আমি এখন ইঁহাদিগকে অপর উপদেষ্টার অনুশাসন করি, অর্থাৎ বলিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া—॥৪১২॥৩

তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্র-তীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি, তৎ হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তৎ হাভ্যাজগ্মুঃ ॥৪১৩॥৪

[উদ্দালকঃ এবং নিশ্চিত্য] তান্ (মহাশ্রোত্রিয়ান্) উবাচ (উক্তবান্)

হ—হে ভগবন্তঃ, সম্প্রতি অয়ং (বুদ্ধিস্থঃ) কৈকেয়ঃ (কেকয়স্য অপত্যং) অশ্বপতিঃ (তন্নামকঃ রাজা) ইমং (ভবতাং জিজ্ঞাস্যং) বৈশ্বানরম্ (তদভিধম্) আত্মানম্ অধ্যেতি (স্মরতি—জানাতীতি যাবৎ)। হন্ত (হর্ষে) তম্ (অশ্বপতিম্) অভ্যাগচ্ছাম (আভিমুখ্যেন গচ্ছাম বয়ং, প্রার্থনায়াং লোট্), ইতি (এবম্ উক্ত্বা) তম্ (অশ্বপতিম্) অভ্যাজগ্মুঃ (তদভিমুখং গতবন্ত ইত্যর্থঃ)॥

উদ্দালক এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'হে মহাশয়গণ, বর্ত্তমান সময়ে এই অশ্বপতি-নামক কেকয়নন্দন এই (আপনাদের জিজ্ঞাস্য) বৈশ্বানরসংজ্ঞক আত্মাকে জানেন।' অনুমতি হইলে, বেশ, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি, এই বলিয়া তাঁহারা অশ্বপতির নিকট গমন করিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—এবং সম্পাদ্য তান্ হোবাচ। অশ্বপতির্বৈ নামতঃ, ভগবন্তঃ অয়ং কেকয়স্যাপত্যং কৈকেয়ঃ সম্প্রতি সম্যক্ ইমম্ আত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতী-ত্যাদি সমানম্ ॥৪১৩॥৪

আনন্দগিরিঃ ।—অশ্বপতিরিত্যাদৌ ভগবন্তইতি প্রাচীনশালপ্রভৃতয়ঃ সম্বোধ্যন্তে ॥৪১৩॥৪

ভাষ্যানুবাদ ।—এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—হে মহাশয়গণ, বর্ত্তমান সময়ে অশ্বপতি-নামক কেকয়নন্দন এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, ইত্যাদির ব্যাখ্যা তৃতীয় শ্রুতির সমান ॥৪১৩॥৪

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার ; স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ—ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ। নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ। যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি, যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি, তাবদ্ভগ-বদ্ভ্যো দাস্যামি, বসন্তু ভগবন্ত ইতি ॥৪১৪॥৫

প্রাপ্তেভ্যঃ (সমাগতেভ্যঃ) তেভ্যঃ (প্রাচীনশালাদিভ্যঃ) পৃথক্ (পৃথক্ পৃথক্) অর্হাণি (পূজাঃ) কারয়াঞ্চকার (পুরোহিতাদিভিঃ কারিতবান্)। সঃ (রাজা) হ (ঐতিহ্যে) প্রাতঃ সঞ্জিহানঃ (শয্যাং ত্যজন্) উবাচ (উক্তবান্)—মে (মম) জনপদে (রাজ্যে) স্তেনঃ (চৌরঃ) ন [অস্তীতি শেষঃ]; কদর্য্যঃ (দুঃশীলঃ) ন, মদ্যপঃ (সুরাপায়ী) ন, অনাহিতাগ্নিঃ (আহিতঃ অগ্নিঃ যেন, সঃ আহিতাগ্নিঃ, সঃ ন ভবতীতি অনাহিতাগ্নিঃ) [দ্বিজাতিঃ সন্ ইতি ভাবঃ] ন ; অবিদ্বান্ ন, স্বৈরী (পরদারগামী) ন, [সর্ব্বত্র অস্তীতি সম্বন্ধঃ]। [অতএব] স্বৈরিণী (পরপুরুষগামিনী) কুতঃ (কস্মাৎ)? [স্বৈরিণঃ পুরুষস্যাভাবাৎ সুতরা-মেব স্বৈরিণ্যা অপি অভাব ইতি ভাবঃ]। [পুনশ্চাহ—] হে ভগবন্তঃ, অহং

যক্ষ্যমণাঃ (যজ্ঞং করিষ্যন্) বৈ অস্মি (ভবামি)। [তত্র] একৈকস্মৈ (প্রত্যেকং) ঋত্বিজে (হোতৃপ্রভৃতয়ে) যাবৎ (যৎপরিমাণং) ধনং দাস্যামি, ভগবদ্ভ্যঃ (ভবদ্ভ্যঃ) তাবৎ (তৎপরিমাণং ধনং) দাস্যামি ; [অতঃ অত্র] ভগবন্তঃ বসন্তু (তিষ্ঠন্তু ইত্যর্থঃ), ইতি ['উবাচ' ইতি ক্রিয়য়া সহ সম্বন্ধঃ]॥

রাজা সমাগত সেই প্রাচীনশাল প্রভৃতির অর্চ্চনা করাইয়াছিলেন। সেই রাজা প্রাতঃসময়ে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছিলেন,—আমার জনপদে (দেশে) চোর নাই ; দুশ্চরিত্র নাই ; মদ্যপায়ী নাই ; অনাহিতাগ্নি (অগ্নি-হোত্রী নহে, এরূপ) দ্বিজাতি নাই ; বিদ্যাহীন নাই ; পরদারগামী নাই, সুতরাং স্বৈরিণী (কুলটা) থাকিবে কি রকমে ? মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে আমি এক এক ঋত্বিক্‌কে (পুরোহিতকে) যে পরিমাণ ধন দিব, আপনাদিগকেও সেই পরিমাণেই দিব। মহাশয়গণ, এখানে বাস করুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তেভ্যো হ রাজা প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ অর্হাণি অর্হণানি পুরোহিতৈঃ ভৃত্যৈশ্চ কারয়াঞ্চকার কারিতবান্। স হ অন্যেদ্যুঃ রাজা প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ—বিনয়েনোপগম্য—এতৎ ধনং মত্ত উপাদধ্বমিতি। তৈঃ প্রত্যাখ্যাতঃ ময়ি দোষং পশ্যন্তি নূনম্, যতো ন প্রতিগৃহ্ণন্তি মত্তো ধনম্, ইতি মন্বানঃ আত্মনঃ সদ্‌বৃত্ততাং প্রতিপিপাদয়িষন্নাহ—ন মে মম জনপদে স্তেনঃ পরস্বহর্ত্তা, ন কদর্য্যঃ অদাতা সতি বিভবে ; ন মদ্যপঃ দ্বিজোত্তমঃ সন্ ; ন অনাহিতাগ্নিঃ শতগুঃ ; ন অবিদ্বান্ অধিকারানুরূপম্ ; ন স্বৈরী পরদারেষু গন্তা ; অতএব স্বৈরিণী কুতঃ ? দুষ্টচারিণী ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তৈশ্চ 'ন বয়ং ধনেনার্থিনঃ', ইত্যুক্ত আহ—অল্পং মত্বৈতে ধনং ন গৃহ্ণন্তীতি। যক্ষ্যমাণো বৈ কতিভিরহোভিরহং হে ভগবন্তোঽহস্মি ; তদর্থং কৢপ্তং ধনং ময়া যাবদেকৈকস্মৈ যথোক্তমৃত্বিজে ধনং দাস্যামি, তাবৎ প্রত্যেকং ভগবদ্ভ্যোঽপি দাস্যামি ; বসন্তু ভগবন্তঃ পশ্যন্তু চ মম যাগম্॥৪১৪॥৫

আনন্দগিরিঃ।—সহেত্যাদি সোপস্কারং ব্যাচষ্টে—স হান্যেদ্যুরিত্যাদিনা। যথোক্তং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধমিতি যাবৎ॥৪১৪॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—রাজা পুরোহিত ও ভৃত্যবর্গ দ্বারা সমাগত তাঁহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্চ্চনা করাইয়াছিলেন। সেই রাজা পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়াই বিনয়পূর্ব্বক [তাঁহাদের] সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আপনারা আমার নিকট হইতে এই ধন গ্রহণ করুন। রাজা তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া মনে করিলেন যে, নিশ্চয়ই ইঁহারা আমার কোনরূপ

দোষ দর্শন করিতেছেন, যাহার জন্য আমার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিতেছেন না ; এইরূপ মনে করিয়া আপনার সৎস্বভাবত্ব প্রতিপাদনের ইচ্ছায় বলিলেন,—"আমার জনপদে স্তেন অর্থাৎ পরধনাপহারী নাই ; কদর্য্য অর্থাৎ বিভব-সত্ত্বে অদাতা নাই, উত্তম দ্বিজাতি হইয়া মদ্যপায়ী নাই ; যাহার একশতটি গো আছে, এরূপ লোক অনাহিতাগ্নি নাই, অর্থাৎ এরূপ কোন লোক নাই, যাহার একশতটি গো আছে, অথচ আহিতাগ্নি (সাগ্নিক) নহে (১) ; নিজ নিজ অধিকারানুরূপ বিদ্যালাভ করে নাই, এরূপ লোক নাই ; স্বৈরী অর্থাৎ পরস্ত্রীগামী লোক নাই ; কাজেই স্বৈরিণী কোথায় ? দুশ্চারিণী সম্ভব হয় না।" 'আমরা ধনার্থী নহি', এই কথা বলিলে পর, 'ইঁহারা বোধ হয়, পরিমাণে অল্প মনে করিয়া ধন গ্রহণ করিতেছেন না', ইহা মনে করিয়া রাজা বলিলেন,—"হে মহাশয়গণ, আমি কয়েকদিনের মধ্যেই যজ্ঞ করিব, সেই যজ্ঞের জন্য যে ধন রক্ষিত আছে, তাহা আমি এক এক ঋত্বিক্‌কে যে পরিমাণে দান করিব, মহাশয়দিগকেও সেই পরিমাণেই দিব। মহাশয়েরা এখানেই বাস করুন, এবং আমার যজ্ঞ দর্শন করুন।" ॥৪১৪॥৫

তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তꣳ হৈব বদেৎ, আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরꣳ সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহীতি ॥৪১৫॥৬

[এবম্ অনুরুদ্ধাঃ] তে (প্রাচীনশালাদয়ঃ) উচুঃ (উক্তবন্তঃ)—পুরুষঃ (জনঃ) যেন অর্থেন (প্রয়োজনেন) হ এব (নিশ্চয়ে) চরেৎ (গচ্ছেৎ) [যং প্রতি, সঃ] তং (অর্থং—প্রয়োজনং) হ এব বদেৎ (কথয়েৎ নান্যৎ)। [আগমন-প্রয়োজনমেবাহ—] সম্প্রতি ইমং বৈশ্বানরম্ আত্মানং [ত্বম্] এব অধ্যেষি, তম্ (আত্মানম্) এব নঃ (অস্মভ্যং) ব্রূহি (কথয়) ইতি ॥

তাঁহারা এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—লোক যে প্রয়োজনে আইসে, সেই প্রয়োজনই বলা উচিত। [আমাদের আগমনের প্রয়োজন বলিতেছি—] বর্ত্তমান সময়ে আপনিই 'বৈশ্বানর' আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, তাহাই আমাদিগকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ইত্যুক্তাস্তে হ উচুঃ—যেন হ এবার্থেন প্রয়োজনেন যৎ

---

(১) তাৎপর্য্য—দ্বিজাতি মাত্রেরই—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণেরই অগ্নি গ্রহণের বিধান আছে। তন্মধ্যে, যাহারা অন্ততঃ একশত গো'র অধিপতি, তাহাদিগের পক্ষে অগ্নিগ্রহণ অবশ্য-কর্ত্তব্য। উপনয়নের সময়, অথবা বিবাহের সময় যে অগ্নিতে যজ্ঞ করা হয়, আজীবন সেই অগ্নিকে রক্ষা করিয়া অথবা পৃথক্ অগ্নি স্থাপন করিয়া যাঁহারা আজীবন প্রত্যহ আহুতি প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে আহিতাগ্নি বলে।

প্রতি চরেৎ গচ্ছেৎ পুরুষঃ তং হ এবার্থং বদেৎ। ইদমেব প্রয়োজনমাগমনস্যেত্যয়ং ন্যায়ঃ সতাম্; বয়ঞ্চ বৈশ্বানরজ্ঞানার্থিনঃ। আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রতি অধ্যেষি সম্যগ্ জানাসি; অতস্তমেব নঃ অস্মভ্যং ব্রূহি ইত্যুক্তঃ—॥৪১৫॥৬

আনন্দগিরিঃ।—কি তর্হি ভগবদাগমনস্য প্রয়োজনং? তদাহ—বয়ং চেতি। তন্মমাপি নাস্তীতি শঙ্কাং নিরস্যতি—আত্মানমিতি ॥৪১৫॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারা বলিলেন,—লোকে যে প্রয়োজনে যাহার নিকট গমন করে, সে লোক [তাহাকে] সেই প্রয়োজনই বলিবে। ইহাই আগমনের প্রয়োজন, [ইহা প্রকাশ করাই] সাধুপুরুষদিগের নিয়ম। আমরাও বৈশ্বানরতত্ত্বজ্ঞানার্থী; আপনিই বর্ত্তমান সময়ে এই বৈশ্বানর আত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন; অতএব তাহাই আমাদিগকে বলুন ॥৪১৫॥৬

তান্ হোবাচ প্রাতর্ব্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি; তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে; তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ ॥৪১৬॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১১॥

[রাজা এবম্ উক্তঃ সন্] তান্ (প্রাচীনশালাদীন্) উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে)—প্রাতঃ বঃ (যুষ্মভ্যং) প্রতিবক্তাস্মি (প্রত্যুত্তরং দাস্যামি) ইতি। তে (প্রাচীনশালাদয়ঃ) [পরস্মিন্ দিবসে] পূর্ব্বাহ্নে সমিৎপাণয়ঃ (উপহারহস্তাঃ সন্তঃ) প্রতিচক্রমিরে (রাজসমীপং গতবন্তঃ); [স চ] তান্ অনুপনীয় (উপনীতম্ অকৃত্বা, পূর্ব্বমেব উপনীতত্বাৎ তেষাম্ উপনয়নাপেক্ষা নাস্তি ইতি ভাবঃ) এব এতৎ (বৈশ্বানরাত্মবিজ্ঞানম্) উবাচ (উক্তবান্) ॥

রাজা এইপ্রকার অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—আমি প্রাতঃকালে আপনাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। [পরদিবস] পূর্ব্বাহ্নে তাঁহারা সমিৎপাণি হইয়া পুনর্ব্বার গমন করিয়াছিলেন; রাজা তাঁহাদিগকে উপনীত না করিয়াই বৈশ্বানরাত্মবিজ্ঞান উপদেশ করিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তান্ হ উবাচ—প্রাতঃ বঃ যুষ্মভ্যং প্রতিবক্তাস্মি প্রতিবাক্যং দাতাস্মি, ইত্যুক্তাস্তে হ রাজ্ঞোঽভিপ্রায়জ্ঞাঃ সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ভারহস্তা অপরেদ্যুঃ পূর্ব্বাহ্নে রাজানং প্রতিচক্রমিরে গতবন্তঃ। যত এবং মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ব্রাহ্মণাঃ সন্তো মহাশালত্বাদ্যভিমানং হিত্বা সমিদ্ভারহস্তা জাতিতো হীনং রাজানং বিদ্যার্থিনো বিনয়েনোপজগ্মুঃ, তথা অন্যৈর্ব্বিদ্যোপাদিৎসুভির্ভবিতব্যম্। তেভ্যশ্চ অদাৎ বিদ্যাম্ অনুপনীয়ৈব উপনয়নমকৃত্বৈব তান্। যথা যোগ্যেভ্যো

বিদ্যামদাৎ, তথান্যেনাপি বিদ্যা দাতব্যা ইত্যাখ্যায়িকার্থঃ। এতৎ বৈশ্বানর-বিজ্ঞানমুবাচেতি বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ ॥৪১৬॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—শিষ্যভাবেনোপসন্নেভ্যো বিদ্যা দাতব্যা, ন যথাকথঞ্চিৎ, ইতি রাজ্ঞোঽভিপ্রায়ঃ। তে হেত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়তি—যত ইতি। যোগক্ষেমার্থং রাজানং প্রত্যুপগমনমিষ্টমেবেতি মন্বানো বিশিনষ্টি—বিদ্যার্থিন ইতি। তথেত্যত্রাতঃ শব্দো দ্রষ্টব্যঃ। উপনয়নং পাদয়োর্নিপতনম্। বক্ষ্যমাণং, বৈশ্বানর-বিজ্ঞানং, তেনৈতদিত্যস্য সম্বন্ধ ইতি যাবৎ। আখ্যায়িকাতাৎপর্য্যম্ উপসংহরতি—যথেতি ॥৪১৬॥৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—রাজা বলিলেন,—প্রাতঃকালে আপনাদের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। এই কথা বলিলে পর, তাঁহারা রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে সমিৎপাণি হইয়া অর্থাৎ হস্তে যজ্ঞীয় কাষ্ঠরাশি লইয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিলেন (১)। যেহেতু বিদ্যার্থী সেই ব্রাহ্মণগণ এইরূপ মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয় হইয়াও মহাশালত্বাদি অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক সমিধ্‌রাশি হস্তে করিয়া জাতিতে হীন রাজার নিকট বিনয়সহকারে গমন করিয়াছিলেন, অতএব, বিদ্যাগ্রহণেচ্ছু অপরাপর ব্যক্তিরও সেইরূপ হওয়া উচিত। রাজা তাঁহাদিগকে উপনীত না করিয়াই বিদ্যা দান করিলেন। এই আখ্যায়িকার অভিপ্রায় এই যে, রাজা যেমন যোগ্য পাত্রে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন, অপরেরও সেইরূপ দান করা উচিত। পরবর্ত্তী 'এই বৈশ্বানরবিজ্ঞান বলিলেন' এই কথার সহিত ইহার সম্বন্ধ (২) ॥৪১৬॥৭

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১১॥

---

(১) তাৎপর্য্য—শাস্ত্রীয় উপদেশ এই যে, যাঁহার নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করিতে হয়, ধর্ম্মতঃ তিনি গুরু বা আচার্য্যপদবাচ্য। আচার্য্যের নিকট শূন্যহস্তে উপস্থিত হইতে নাই; "রিক্তহস্তো ন পশ্যেত্তু রাজানং ভিষজং গুরুম্।" অর্থাৎ রাজা, চিকিৎসক ও গুরু—ইঁহাদিগকে রিক্তহস্তে দর্শন করিবে না। তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন,—"তমুপস্থত্যানুসরতি সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" এখানেও বিদ্যাদাতা রাজা জাতিতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন—ক্ষত্রিয় হইলেও ধর্ম্মতঃ গুরুস্থানীয়, তাই তাঁহারা শিষ্যবৃত্তিতে সমিৎ (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) উপহার লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

(২) তাৎপর্য্য—যাহার উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই, তাহার বিদ্যাগ্রহণেও অধিকার নাই। তাই বিদ্যাদানের পূর্ব্বে অনুপনীত শিষ্যকে উপনীত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু যাহার উপনয়ন-সংস্কার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, তাহার আর উপনয়নের আবশ্যক হয় না; এইজন্য রাজা প্রাচীনশাল প্রভৃতিকে উপনীত না করিয়াই উপদেশ দিলেন।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইতি; দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে ॥৪১৭॥১

[ইদানীং রাজ্ঞ উক্তিপ্রকারমাহ—"ঔপমন্যব" ইত্যাদিনা।] হে ঔপমন্যব, ত্বং কম্ (পদার্থম্) আত্মানম্ [বৈশ্বানরম্] উপাস্সে ইতি [রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ]। হে ভগবঃ রাজন্, দিবম্ (দ্যুলোকম্) এব [বৈশ্বানরত্বেন উপাসে] ইতি হ উবাচ (উক্তবান্) [ঔপমন্যব ইতি শেষঃ]। [রাজা প্রত্যাহ—] ত্বং যম্ (দ্যুলোকম্) আত্মানম্ উপাস্সে (উপাসিতবান্ অসি), এষঃ (দ্যুলোকঃ) বৈ (নিশ্চয়ে) সুতেজাঃ (শোভনতেজঃসম্পন্নঃ) বৈশ্বানরঃ আত্মা (আত্মনঃ অবয়বভূতঃ), তস্মাৎ (সুতেজসো, বৈশ্বানরস্য উপাসনাৎ হেতোঃ) তব কুলে (বংশে) সুতং (সোমরূপং) প্রসুতং (প্রকর্ষেণ সুতং চ) আসুতং চ [দৃশ্যতে]॥

[রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—] হে ঔপমন্যব, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? ঔপমন্যব বলিলেন,—ভগবন্ রাজন্, দ্যুলোককেই [ঐরূপে উপাসনা করিয়া থাকি]। [রাজা বলিলেন,—] তুমি যাহাকে উপাসনা করিয়া থাক, ইনি হইতেছেন উত্তম তেজঃসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ আত্মার অংশস্বরূপ; সেই জন্যই তোমার বংশে সুত (সোম) প্রসুত অর্থাৎ উৎকৃষ্টরূপে সুত এবং [অহর্গণাদি যাগে] সম্যগ্‌রূপে সুতও (১) দেখা যাইতেছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স কথমুবাচেতি আহ—হে ঔপমন্যব, কম্ আত্মানং বৈশ্বানরং ত্বমুপাস্স ইতি পপ্রচ্ছ। ননু অয়মন্যায়ঃ—আচার্য্যঃ সন্ শিষ্যং পৃচ্ছতীতি। নৈষ দোষঃ, 'যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ, ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামি' ইতি ন্যায়দর্শনাৎ। অন্যত্রাপি অপ্রতিভানবতি * শিষ্যে প্রতিভোৎপাদনার্থঃ প্রশ্নো দৃষ্টোঽজাতশত্রোঃ—"ক্বৈষ তদাভূৎ? কুত এতদাগাৎ" ইতি।

(১) তাৎপর্য্য—'সু' ধাতুর অর্থ স্নান ও নিষ্পীড়ন। যজ্ঞে সোমলতা নিষ্পীড়ন দ্বারা রস নিঃসারণের নিয়ম আছে; সুতরাং এখানে সুত শব্দ হইতে ঐরূপ অর্থ বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, যজ্ঞাঙ্গ স্নানেরও ব্যবস্থা আছে; সুতরাং স্নান অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

* অন্যত্রাপি আচার্য্যস্য অপ্রতিভানবতি—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

দিবমেব দ্যুলোকমেব বৈশ্বানরম্ উপাসে ভগবো রাজন্নিতি হোবাচ। এষ বৈ সুতেজাঃ শোভনং তেজো যস্য, সোঽয়ং সুতেজা ইতি প্রসিদ্ধো বৈশ্বানর আত্মা, আত্মনোঽবয়বভূতত্বাৎ; যৎ ত্বম্ আত্মানমাত্মৈকদেশমুপাস্সে, তস্মাৎ সুতেজসো বৈশ্বানরস্যোপাসনাৎ তব সুতম্ অভিষুতং সোমরূপং কর্ম্মণি প্রসুতং প্রকর্ষেণ চ সুতম্ আসুতঞ্চ অহর্গণাদিষু তব কুলে দৃশ্যতে; অতীব কর্ম্মিণস্ত্বংকুলীনা ইত্যর্থঃ ॥৪১৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—শিষ্যো হি প্রষ্টা আচার্য্যস্তু প্রতিবক্তেতি ন্যায়েন শঙ্কতে—নন্বিতি। বাক্যশেষাবষ্টম্ভেন দূষয়তি—নৈষ দোষ ইতি। বৃহদারণ্যকশ্রুত্যালোচনায়ামপি নৈতদন্যায্যমিত্যাহ—অন্যত্র'পীতি। আচার্য্যস্যাজাতশত্রোরিতি সম্বন্ধঃ। তস্যাত্মত্বে হেতুমাহ—আত্মন ইতি। একাহাদিরূপো জ্যোতিষ্টোমাদিরহর্গণঃ, তত্র সুতং সোমরূপং লতাদ্রব্যমহীনে প্রসুতং, সত্রে ত্বাসুতমিতি ভেদঃ, তবেতি পুনর্ব্বচনমন্বয়দর্শনার্থম্ ॥৪১৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সেই রাজা কি প্রকারে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—সেই রাজা প্রশ্ন করিলেন যে, হে ঔপমন্যব, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? ভাল, আচার্য্য হইয়া যে, শিষ্যকে প্রশ্ন করিতেছেন, ইহা ত রীতি-বিগর্হিত। না—ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, 'তুমি যাহা জান, তাহা লইয়া উপস্থিত হইও না, অর্থাৎ সে বিষয় আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, তাহার পরবর্ত্তী কথাই তোমাকে বলিব', অন্যত্রও এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। অন্য স্থানেও, শিষ্য যখন বুঝিতে পারিতেছে না, তখন তাহার বোধশক্তি-সমুদ্দীপনার্থ রাজা অজাতশত্রুর প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়,—'এই আত্মা তখন (সুষুপ্তি-সময়ে) কোথায় ছিল? এবং কোথা হইতে আসিল?' ইতি।

ঔপমন্যব বলিলেন,—ভগবন্ রাজন্, আমি দ্যুলোককেই বৈশ্বানররূপে উপাসনা করিয়া থাকি। [রাজা বলিলেন,—] তুমি যে আত্মাকে অর্থাৎ আত্মার একদেশকে উপাসনা করিয়া থাক, ইহা [প্রকৃত আত্মা না হইলেও] আত্মারই অংশভূত বলিয়া সুতেজাঃ অর্থাৎ শোভনতেজঃসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই সুতেজা বৈশ্বানরের উপাসনা-ফলেই তোমার বংশে সুত অর্থাৎ নিষ্পীড়িত অথবা স্নপিত সোমরস যজ্ঞক্রিয়ায় প্রসুত অর্থাৎ উত্তমরূপে সুত এবং অহর্গণাদি যজ্ঞেও যথাযথরূপে সুত হইতে দেখা যায়। অভিপ্রায় এই যে, তোমার বংশীয় লোকেরা অত্যন্ত সৎকর্ম্মান্বিত ॥৪১৭॥১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে মূর্দ্ধাত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ, মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪১৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১২॥

[উপাসনায়াঃ ফলমাহ—"অৎসি" ইত্যাদি।]—[তস্মাদেব উপাসনাৎ] অন্নম্ (ভোজনীয়ম্) অৎসি (ত্বং দীপ্তাগ্নিঃ অসীতি ভাবঃ)। প্রিয়ং (ইষ্টং পুত্ত্রাদিকং) চ পশ্যসি। [অন্যোঽপি] যঃ (জনঃ) এতং (পূর্ব্বোক্তং) বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ উপাস্তে, [সোঽপি] অন্নম্ অত্তি (দীপ্তাগ্নিঃ ভবতি), প্রিয়ং চ পশ্যতি, এষঃ (দ্যুলোকঃ) তু (পুনঃ) আত্মনঃ (বৈশ্বানরস্য) মূর্দ্ধা (শিরোভাগঃ), যৎ (যদি) মাং ন আগমিষ্যঃ, [তদা] তে (তব) মূর্দ্ধা (মস্তকং) ব্যপতিষ্যৎ (স্পষ্টং পতেৎ) ইতি হ উবাচ (উক্তবান্) [রাজা ইতি শেষঃ] ইতিশব্দঃ ঔপমন্যববাক্যসমাপ্ত্যর্থঃ॥

রাজা বলিলেন,—[এইজন্যই আপনি] অন্ন ভোজন করিতেছেন অর্থাৎ দীপ্তাগ্নি হইয়াছেন, এবং প্রিয়-পুত্ত্রাদি দর্শন করিতেছেন। অপরও যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তপ্রকার উপাসনা করে, তিনিও অন্ন ভোগ করেন এবং প্রিয় সন্দর্শন করেন। আপনি যদি আমার নিকট না আসিতেন, তাহা হইলে আপনার মস্তক পড়িয়া যাইত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অৎস্যন্নং দীপ্তাগ্নিঃ সন্ পশ্যসি চ পুত্রপৌত্রাদি প্রিয়মিষ্টম্। অন্যোঽপি অন্নমত্তি, পশ্যতি চ প্রিয়ম্, ভবত্যস্য সুতং প্রসুতমাসুতমিত্যাদি কর্ম্মিত্বং ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, যঃ কশ্চিদেতং যথোক্তমেবং বৈশ্বানরমুপাস্তে। মূর্দ্ধা তু আত্মনো বৈশ্বানরস্যৈষঃ, ন সমস্তো বৈশ্বানরঃ। অতঃ সমস্তবুদ্ধ্যা বৈশ্বানরস্যোপাসনাৎ শিরো মূর্দ্ধা তে বিপরীতগ্রাহিণো ব্যপতিষ্যৎ বিপতিতম্ অভবিষ্যৎ, যৎ যদি মাং নাগমিষ্যঃ নাগতোঽভবিষ্যঃ, সাধ্বকার্ষীঃ যন্মামাগতোঽসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪১৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—ন কেবলং প্রাচীনশালনিষ্ঠম্ ইদং ফলং, কিন্ত্বন্যস্যাপি ভবতীত্যাহ—অন্যোঽপীতি। তর্হি যথোক্তবৈশ্বানরজ্ঞানাদেব কৃতকৃত্যতা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ —মূর্দ্ধা ত্বিতি। অক্ষরার্থমুক্ত্বা বিবক্ষিতার্থমাহ—সাধ্বিতি ॥৪১৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—আপনি দীপ্তাগ্নি হইয়া অন্নভোজন করিতেছেন, এবং প্রিয় অর্থাৎ অভীষ্ট পুত্রপৌত্রাদি দর্শন করিতেছেন। অপরও যে কেহ এই—উক্তপ্রকার বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোজন করেন, এবং প্রিয় সন্দর্শন করেন, এবং তাঁহার বংশেও সুত, প্রসুত ও আসুত অর্থাৎ কর্ম্মিত্ব ও ব্রহ্মবর্চ্চস-(ব্রহ্মণ্যতেজঃ)-সম্পন্ন হইয়া থাকে; এই দ্যুলোকটি প্রকৃত বৈশ্বানর আত্মার মূর্দ্ধা বা শিরোভাগমাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে। অতএব, [অংশে] সমস্ত বুদ্ধিতে বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করায় বিপরীতগ্রাহী আপনার মস্তক বিশেষরূপেই পতিত হইত, যদি, আপনি আমার নিকট আগত না হইতেন। অভিপ্রায় এই যে, আপনি যে আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম কার্য্য করিয়াছেন ॥৪১৮॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১২॥

———

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং—প্রাচীনযোগ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্‌স ইতি? আদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে, তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে ॥৪১৩॥১

অথ (অনন্তরং) সত্যযজ্ঞং পৌলুষিম্ উবাচ (পৃষ্টবান্) হ—[রাজা ইতি শেষঃ] হে প্রাচীনযোগ্য, ত্বং কম্ আত্মানম্ উপাস্‌সে? ইতি। হে ভগবঃ (ভগবন্) রাজন্, আদিত্যং (সূর্য্যম্) এব [উপাস্‌সে] ইতি হ (ঐতিহ্যে) উবাচ [সত্যযজ্ঞঃ]। [রাজোবাচ—] ত্বং যম্ আত্মানম্ উপাস্‌সে, এষঃ (আদিত্যঃ) বৈ (প্রসিদ্ধঃ) বিশ্বরূপঃ বৈশ্বানরঃ আত্মা (আত্মনোঽবয়বভূতঃ), তস্মাৎ (বিশ্বরূপাত্মন উপাসনাৎ হেতোঃ) তব কুলে (বংশে) বিশ্বরূপং (নানাবিধোপকারসাধনং) বহু দৃশ্যতে॥

অতঃপর রাজা সত্যযজ্ঞ-নামক পৌলুষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মারূপে উপাসনা করিয়া থাক? [পৌলুষি] বলিলেন,—হে ভগবন্ রাজন্, আদিত্যকেই [উপাসনা করিয়া থাকি]। [রাজা বলিলেন,—] তুমি যাহার উপাসনা কর, তাহা হইতেছে বিশ্বরূপসংজ্ঞক বৈশ্বানর আত্মা। সেই কারণেই তোমার বংশে নানাপ্রকার উপকারসমর্থ বহু বিষয় দৃষ্ট হইতেছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিম্—হে প্রাচীনযোগ্য, কং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্‌সে ইতি। আদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি হ উবাচ। শুক্লনীলাদিরূপত্বাৎ বিশ্বরূপত্বমাদিত্যস্য, সর্ব্বরূপত্বাদ্‌বা, সর্ব্বাণি রূপাণি হি ত্বাষ্ট্রাণি যতঃ, অতো বা বিশ্বরূপ আদিত্যঃ; তদুপাসনাৎ তব বহু বিশ্বরূপম্ ইহামুত্রার্থমুপকরণং দৃশ্যতে কুলে ॥৪১৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—অথ প্রাচীনশালে তুষ্ণীম্ভূতে জিজ্ঞাসমানে সত্যানন্তরমিত্যর্থঃ। আদিত্যস্য শুক্লত্বাদিরূপত্বমষ্টমে স্পষ্টীভবিষ্যতি। তস্য সর্ব্বরূপত্বেন বিশ্বরূপত্বমুক্তম্ উপপাদয়তি—সর্ব্বাণীতি ॥৪১৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর সত্যযজ্ঞ-নামক পৌলুষিকে বলিলেন,—হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মারূপে উপাসনা করিয়া থাক? [প্রাচীনযোগ্য] বলিলেন,—হে ভগবন্ রাজন্, আদিত্যকেই [উপাসনা করিয়া থাকি]। শুক্লনীলাদি বহুরূপবিশিষ্ট বলিয়া অথবা সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া আদিত্যের বিশ্বরূপতা, অথবা যেহেতু রূপমাত্রই ত্বাষ্ট্র অর্থাৎ সূর্য্য হইতে আগত, সেই হেতুই আদিত্যদেব বিশ্বরূপ, তাঁহার উপাসনায় তোমার বংশে ঐহিক ও পারলৌকিক উপকারসাধন বহু বস্তু দৃষ্ট হইতেছে ॥৪১৩॥১

প্রবৃত্তোঽশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কোঽৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, চক্ষুষ্ট্বেতদাত্মন ইতি হোবাচান্ধোঽভবিষ্যো যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৩॥

অপিচ, অশ্বতরীরথঃ (অশ্বতরীভ্যাং যুক্তঃ রথঃ) দাসীনিষ্কঃ (দাসীভিঃ যুক্তঃ, নিষ্কঃ কণ্ঠহারঃ) [দৃশ্যতে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ]। অন্নম্ অৎসি (ভক্ষয়সি), প্রিয়ং (সুপুত্রাদিকং চ) পশ্যসি। যঃ (জনঃ) এতৎ (যথোক্তং) বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ উপাস্তে, [সঃ] অন্নম্ অত্তি (ভক্ষয়তি—দীপ্তাগ্নির্ভবতি) প্রিয়ং চ পশ্যতি। [কিঞ্চ,] অস্য (উপাসকস্য) কুলে ব্রহ্মবর্চ্চসং (স্বাধ্যায়াদিজনিতং তেজঃ) ভবতি। এতৎ (এষঃ আদিত্যঃ) তু (পুনঃ) আত্মনঃ (বৈশ্বানরস্য) চক্ষুঃ (অবয়বভূতচক্ষুঃস্থানীয়ম্ ইতি) যৎ (যদি) মাং ন আগমিষ্যঃ (ন আগচ্ছেঃ), [তদা] [অসমস্তে সমস্তবুদ্ধ্যা উপাসনাৎ] অন্ধঃ (চক্ষুঃশূন্যঃ) অভবিষ্যঃ ॥

অপিচ, অশ্বতরীযুক্ত রথ ও দাসীযুক্ত কণ্ঠহার, অর্থাৎ কণ্ঠহারযুক্ত দাসী [দৃষ্ট হইতেছে], তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ, এবং প্রিয় সন্দর্শন করিতেছ। যে লোক এই বৈশ্বানর আত্মাকে যথোক্তরূপে উপাসনা করে, সে লোকও অন্ন ভোজন করে (ভোক্তা হয়), এবং প্রিয় সন্দর্শন করে; তাহার বংশে ব্রহ্মবর্চ্চস (চরিত্র ও অধ্যয়নাদিজনিত যশঃ) হয়। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে অন্ধ হইয়া যাইতে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিঞ্চ, ত্বাম্ অনুপ্রবৃত্তঃ অশ্বতরীভ্যাং যুক্তো রথোঽশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কো দাসীভির্যুক্তো নিষ্কো হারো দাসীনিষ্কঃ, অৎস্যন্নমিত্যাদি সমানম্। চক্ষুর্ব্বৈশ্বানরস্য তু সবিতা। তস্য সমস্তবুদ্ধ্যোপাসনাদন্ধঃ অভবিষ্যঃ চক্ষুর্হীনঃ অভবিষ্যঃ, যৎ মাং নাগমিষ্য ইতি পূর্ব্ববৎ ॥৪২০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৩॥

আনন্দগিরিঃ।—অৎসি অন্নম্ ইত্যাদি চক্ষুষ্ট্বেতদিত্যতঃ প্রাক্তনমিতি শেষঃ। চক্ষুষ্ট্বেতদিত্যাদিবাক্যং ব্যাচষ্টে—চক্ষুরিত্যাদিনা। তত্রাপি তাৎপর্য্যং যথাপূর্ব্বং দ্রষ্টব্যমিত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি ॥৪২০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, অশ্বতরীদ্বয়-সমন্বিত রথ—অশ্বতরীরথ এবং দাসীনিষ্ক—দাসীগণের সহিত সংযুক্ত নিষ্ক—হার=দাসীনিষ্ক তোমার অনুগত আছে। "অৎসি অন্নম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বানুরূপ। সবিতা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার চক্ষুঃস্বরূপ। সমস্ত বৈশ্বানরবুদ্ধিতে উপাসনা করায় তুমি অন্ধ—চক্ষুহীন হইতে, যদি আমার নিকট না আসিতে, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের অনুরূপ ॥৪২০॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৩॥

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচেন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ম্—বৈয়াঘ্রপদ্য, কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি। বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে; তস্মাৎ ত্বাং পৃথগ্ বলয় আয়ন্তি পৃথগ্রথশ্রেণয়োঽনুযন্তি ॥৪২১॥১

অথ (অনন্তরম্) ইন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ম্ উবাচ [রাজা]—হে বৈয়াঘ্রপদ্য, ত্বং কম্ আত্মানং [বৈশ্বানরত্বেন] উপাস্সে? ইতি। [ভাল্লবেয়ঃ] উবাচ—ভগবঃ (ভগবন্) রাজন্, বায়ুম্ এব [বৈশ্বানরাত্মতয়া উপাসে ইতি শেষঃ] ইতি। [রাজা আহ—] এষঃ (বায়ুঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পৃথগ্বর্ত্মা (পৃথক্ নানা বর্ত্মানি পন্থানঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) বৈশ্বানরঃ আত্মা; ত্বং যম্ (বায়ুং) আত্মানং (আত্মতয়া) উপাস্সে। তস্মাৎ (তদুপাসনাৎ হেতোঃ) পৃথক্ (নানাদিক্স্থাঃ) বলয়ঃ (অন্নাচ্ছাদনাদিরূপাঃ উপহারাঃ) ত্বাম্ আয়ন্তি (আগচ্ছন্তি), পৃথক্ রথশ্রেণয়ঃ (রথপঙ্ক্তয়শ্চ) অনুযন্তি (অনুগচ্ছন্তি)॥

অতঃপর রাজা ভাল্লবেয় ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন—হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? ভাল্লবেয় বলিলেন—ভগবন্ রাজন্, বায়ুকে। রাজা বলিলেন,—তুমি যাহাকে [বৈশ্বানর] আত্মারূপে উপাসনা করিয়া থাক, [প্রকৃতপক্ষে] তাহা হইতেছে—পৃথগ্বর্ত্মা বৈশ্বানর আত্মা; এই কারণেই নানাদিক্ হইতে উপহার সমুদয় আসিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইতেছে এবং নানাবিধ রথশ্রেণীও তোমার অনুগত হইতেছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হোবাচ ইন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং—বৈয়াঘ্রপদ্য, কং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে ইত্যাদি সমানম্। পৃথগ্বর্ত্মাত্মা—নানা বর্ত্মানি যস্য বায়োঃ আবহোদ্বহাদিভিঃ ভেদৈর্ব্বর্ত্তমানস্য সোঽয়ং পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বায়ুঃ। তস্মাৎ পৃথগ্বর্ত্মাত্মনো বৈশ্বানরস্যোপাসনাৎ পৃথক্ নানাদিক্কাস্ত্বাং বলয়ো বস্ত্রান্নাদিলক্ষণা বলয় আয়ন্তি আগচ্ছন্তি। পৃথক্রথশ্রেণয়ঃ রথপঙ্ক্তয়োঽপি ত্বামনুযন্তি ॥৪২১॥১

আনন্দগিরিঃ।—সত্যযজ্ঞোপরমানন্তরমিত্যথশব্দার্থঃ। পৃথগিত্যথ প্রাক্তনমাদিপদেন গৃহীতম্। পৃথগ্ বর্ত্মেতি প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—নানেতি। আভিমুখ্যে-

নাগচ্ছন্নাবহঃ। ঊর্দ্ধেন বহতীত্যুদ্বহঃ। তস্মাত্ত্বামিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি। নানাদিক্কা নানাবিধাসু দিক্ষু ভবা ইত্যেতৎ ॥৪২১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাক? ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের মত। পৃথগ্‌বর্ত্মা অর্থ—নানাপ্রকার বর্ত্ম (পথ) যাহার—আবহ-উদ্বহ প্রভৃতি ভেদে অবস্থিত যে বায়ু (১), তাহাই এই পৃথগ্‌বর্ত্মা বায়ু। সেই পৃথগ্‌বর্ত্মা বৈশ্বানরের উপাসনা হেতুই পৃথক্ অর্থাৎ নানাদিগ্‌ জাত বলি—বস্ত্র ও অন্নপ্রভৃতি উপহার-সমূহ তোমাকে প্রাপ্ত হইতেছে, এবং বিভিন্নপ্রকার রথশ্রেণী তোমার অনুসরণ করিতেছে ॥৪২১॥১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে; প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ, প্রাণস্ত উদক্রমিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৪॥

[কিঞ্চ] অন্নম্ অৎসি (ভক্ষয়সি), প্রিয়ং পশ্যসি, যঃ (অন্যোঽপি কশ্চিৎ) এতং বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ এবম্ উপাস্তে, [সোঽপি] অন্নম্ অত্তি, প্রিয়ং পশ্যতি, অস্য কুলে ব্রহ্মবর্চ্চসং চ ভবতি। এষঃ (পৃথগ্বর্ত্মা) আত্মনঃ (বৈশ্বানরাখ্যস্য) প্রাণঃ, ইতি হ (ঐতিহ্যে) উবাচ [রাজা ইতি শেষঃ]। তে (তব ইন্দ্রদ্যুম্নস্য) প্রাণঃ উদক্রমিষ্যৎ (উৎক্রান্তঃ অভবিষ্যৎ), যৎ (যদি) মাং ন আগমিষ্যঃ (আগতঃ ন ভবেঃ) [ত্বম্ ইতি শেষঃ]॥

অপিচ, তুমি অন্ন ভোগ করিতেছ, এবং প্রিয় দর্শন করিতেছ, অপরেও যদি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তাহা হইলে তিনিও অন্নভোগ করিয়া থাকেন এবং প্রিয় দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার বংশে ব্রহ্ম-

(১) তাৎপর্য্য—বায়ু সাধারণতঃ এক হইলেও অন্তরিক্ষে উপর্য্যধোভাবে অবস্থানপূর্ব্বক বিভিন্নপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করায় আবহাদি নামভেদ হইয়াছে। ইহার বিবরণ দেবীপুরাণে এইরূপ কথিত আছে—

"আবহো নিবহশ্চৈব সংবহ উদ্বহস্তথা।
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ।
অন্তরিক্ষে চ বাহ্যন্তে পৃথঙ্‌মার্গাধিকারিণঃ॥
মহেন্দ্র প্রবিভক্তাঙ্গ মরুতঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥"

আবহ হইতে পরিবাহ পর্য্যন্ত সাতটি বায়ু ক্রমশঃ উপরে উপরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাদের গুণ ও স্বরূপাদি জানিতে হইলে দেবীপুরাণ দ্রষ্টব্য।

বর্চ্চস হইয়া থাকে। ইহা (পৃথগ্‌বর্ত্ম) কিন্তু আত্মার প্রাণস্বরূপ, রাজা এই কথা বলিলেন। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার প্রাণ বহির্গত হইত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অৎস্যন্নমিত্যাদি সমানম্। প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ, প্রাণস্তে তব উদক্রমিষ্যৎ উৎক্রান্তোঽভবিষ্যৎ, যৎ মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যাস্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—অৎসি অন্নম্ ইত্যাদি সমানম্ ইত্যত্র আদিপদম্ উপাস্ত ইত্যন্ন-বাক্যসংগ্রহার্থম্। উত্তরবাক্যেঽপ্যভিপ্রায়সাম্যং মত্বাহ—প্রাণস্ত্বিতি ॥৪২২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—"অৎসি অন্নম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। ইহা কিন্তু আত্মার প্রাণ, তিনি এই কথা বলিলেন। তোমার প্রাণ উৎক্রান্ত হইত, যদি তুমি আমার নিকটে না আসিতে ॥৪২২॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৪॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচ জনং শার্করাক্ষ্য, কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাকাশমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্ত্বং বহুলোঽসি প্রজয়া চ ধনেন চ ॥৪২৩॥১

অথ (অনন্তরং) জনম্ উবাচ—হে শার্করাক্ষ্য, ত্বং কম্ (বৈশ্বানরম্) আত্মানম্ উপাস্সে ? ইতি। [শার্করাক্ষ্যঃ] উবাচ—হে ভগবঃ রাজন্, আকাশমেব [উপাসে ইতি শেষঃ] ইতি। [রাজা আহ—] এষঃ (আকাশঃ) বৈ বহুলঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) বৈশ্বানরঃ আত্মা, যং (আকাশং) ত্বম্ উপাস্সে (উপাসিতবান্ অসি); তস্মাৎ (তদুপাসনাৎ হেতোঃ) ত্বং প্রজয়া (সন্তত্যা) ধনেন চ (সম্পদা চ) বহুলঃ (মহান্) অসি (ভবসি) ॥

অতঃপর রাজা জননামক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শার্করাক্ষ্য, তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক ? [শার্করাক্ষ্য] বলিলেন,—হে ভগবন্ রাজন্, আকাশকেই। [রাজা বলিলেন,—] তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক, তাহা হইতেছে বহুল বৈশ্বানর আত্মা, অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মার বহু অংশভাগী মাত্র। সেই উপাসনার ফলেই তুমি সন্ততি ও সম্পদে বহুল (মহান্) হইতেছ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হোবাচ জনমিত্যাদি সমানম্। এষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরঃ ; বহুলত্বমাকাশস্য সর্ব্বগতত্বাদ্বহুলগুণোপাসনাচ্চ। ত্বং বহুলোঽসি প্রজয়া চ পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণয়া, ধনেন চ হিরণ্যাদিনা * ॥৪২৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—ইন্দ্রদ্যুম্নোপরমানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। অত্রাদিপদমেষ ইত্যাদি প্রাক্তনবাক্যসংগ্রহার্থম্। কথমাকাশস্য বহুলত্বমত আহ—বহুলত্বমিতি ॥৪২৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ হ উবাচ জনম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। ইহা হইতেছে 'বহুল'-সংজ্ঞক বৈশ্বানর আত্মা ; আকাশের বহুলত্বের প্রতি কারণ দুইটি— এক সর্ব্বগতত্ব, অপর বহুতর গুণের উপাসনা। পুত্রপৌত্রাদিরূপ প্রজা ও সুবর্ণাদি ধনসম্পদ্ দ্বারা তুমিও বহুল (আঢ্য) হইতেছ ॥৪২৩॥১

* পশুভিরশ্বাজাদিভিঃ ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, সংদেহস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ, সংদেহস্তে ব্যশীর্য্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৪॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৫॥

কিঞ্চ, অন্নম্ অৎসি, প্রিয়ং পশ্যসি [ত্বমিতি শেষঃ], [অন্যোঽপি] যঃ এতং বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ এবম্ উপাস্তে, [সোঽপি] অন্নম্ অত্তি, প্রিয়ং পশ্যতি, অস্য কুলে ব্রহ্মবর্চ্চসং ভবতি। এষঃ (আকাশঃ) তু (পুনঃ) আত্মনঃ (বৈশ্বানরস্য) সংদেহঃ (শরীরমধ্যং) ইতি হ উবাচ [রাজা]; ত্বং যৎ (যদি) মাং ন আগমিষ্যঃ, [তর্হি] তে (তব) সংদেহঃ ব্যশীর্য্যৎ (শীর্ণম্ অভবিষ্যৎ) ইতি ॥

রাজা আরও বলিলেন,—তুমি অন্ন ভোগ করিতেছ এবং প্রিয় দর্শন করিতেছ। অন্যও যে লোক এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভক্ষণ করেন (দীপ্তাগ্নি হন), প্রিয় দর্শন করেন, এবং তাঁহার বংশে ব্রহ্মবর্চ্চস প্রতিভাত হয়। ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার সংদেহ অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগ। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমারও শরীরের মধ্যভাগ বিশেষরূপে শীর্ণ হইয়া যাইত॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সংদেহস্ত্বেষঃ—সংদেহঃ মধ্যমং শরীরং বৈশ্বানরস্য। দিহতের্ধাতোরুপচয়ার্থত্বাৎ, মাংসরুধিরাস্থ্যাদিভিশ্চ বহুলং শরীরম্। তৎসংদেহঃ তে তব শরীরং ব্যশীর্য্যৎ শীর্ণমভবিষ্যদ্, যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৪॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৫॥

আনন্দগিরিঃ।—কথং শরীরস্য মধ্যমে ভাগে সংশয়বাচী সংদেহশব্দো বর্ত্ততে, তত্রাহ—দিহেরিতি। আকাশস্য সর্ব্বগতত্বেন বহুলত্বাদ্দেহস্য চ পরিচ্ছিন্নত্বেন তদভাবাৎ কথম্ আকাশং বৈশ্বানরস্য শরীরং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মাংসেতি। তচ্ছরীরমিতি সম্বন্ধঃ ॥৪২৪॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—সংদেহ অর্থ—বৈশ্বানর আত্মার শরীরের মধ্য ভাগ। 'দিহ্' ধাতুর অর্থ—উপচয় বা বৃদ্ধি, শরীরও মাংস ও রুধির প্রভৃতি দ্বারা বহুল—পূর্ণ; তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার সংদেহ বিশীর্ণ হইত ॥৪২৪॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৫॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচ বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিম্, বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে ইত্যপ এব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্ত্বং রয়িমান্ পুষ্টিমানসি ॥৪২৫॥১

অথ (অনন্তরং) আশ্বতরাশ্বিং বুড়িলম্ উবাচ হ—হে বৈয়াঘ্রপদ্য, ত্বং কম্ আত্মানম্ উপাস্সে ইতি, [বৈয়াঘ্রপদ্যঃ] উবাচ হ—ভগবঃ রাজন্, অপঃ (জলানি) এব ইতি। [রাজা আহ—] ত্বং যম্ আত্মানম্ (বৈশ্বানরত্বেন) উপাস্সে (উপাসিতবানসি), এষঃ (জলরূপঃ) বৈ (অবধারণে) রয়িঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) বৈশ্বানরঃ আত্মা ; তস্মাৎ (তদুপাসনাৎ) ত্বং রয়িমান্ (ধনবান্) পুষ্টিমান্ (শরীরেণ পুষ্টশ্চ) অসি ॥

অনন্তর অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কাহাকে বৈশ্বানররূপে উপাসনা করিয়া থাক। [বুড়িল] বলিলেন—হে ভগবন্ রাজন্, জলকেই [উপাসনা করি]। [রাজা বলিলেন,—] তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক, তাহা হইতেছে, রয়িনামক বৈশ্বানর আত্মা, সেই জন্যই তুমি ধনবান্ ও পুষ্টিমান্ (শারীরিক পুষ্টিযুক্ত) হইতেছ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হোবাচ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিমিত্যাদি সমানম্। এষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরো ধনরূপঃ। অদ্ভ্যোঽন্নং ততো ধনমিতি। তস্মাৎ রয়িমান্ ধনবান্ ত্বং পুষ্টিমাংশ্চ শরীরেণ, পুষ্টেশ্চান্ননিমিত্তত্বাৎ ॥৪২৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—জনস্যোপরমানন্তরমথশব্দার্থঃ। কথমবাত্মকো বৈশ্বানরো রয়িরিতি ধনেন নির্দ্দিশ্যতে তত্রাহ—অদ্ভ্য ইতি। আয়ুর্ব্বৈ ঘৃতমিতিবৎ কার্য্যবাচকেন কারণং লক্ষ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যথোক্তবৈশ্বানরোপাসনাদিত্যেতৎ। ধনরূপবৈশ্বানরোপাসনাদ্ ধনবানিত্যেব বক্তব্যে কথং পুষ্টিমান্ ইত্যধিকাবাপঃ তত্রাহ—পুষ্টেশ্চেতি ॥৪২৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ হ উবাচ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। অথ হ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিম্, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। এই বৈশ্বানর আত্মা হইতেছে রয়ি অর্থাৎ ধনস্বরূপ ; কেননা, জল হইতে অন্ন হয়, এবং অন্ন হইতে ধন হয়। সেই হেতু রয়িমান্—ধনবান্ তুমি পুষ্টিমান্ও অর্থাৎ অন্নপ্রাচুর্য্যনিবন্ধন শারীরিক পুষ্টিযুক্তও বটে ॥৪২৫॥১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে। বস্তিস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ। বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৬॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৬॥

[কিঞ্চ, ত্বং] অন্নম্ অৎসি, প্রিয়ং চ পশ্যসি ; [অন্যোঽপি] যঃ এতং বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ এবম্ উপাস্তে, [সোঽপি] অন্নম্ অত্তি, প্রিয়ং চ পশ্যতি, অস্য কুলে ব্রহ্মবর্চ্চসং চ ভবতি। এষঃ তু (পুনঃ) আত্মনঃ (বৈশ্বানরস্য) বস্তিঃ ইতি হ উবাচ [রাজা], ত্বং যৎ (যদি) মাং ন আগমিষ্যঃ, [তদা] তে (তব) বস্তিঃ (মূত্রাশয়ঃ) ব্যভেৎস্যৎ (বিশেষেণ বিদীর্ণঃ অভবিষ্যৎ) ইতি ॥

আরও, তুমি অন্ন ভোগ করিতেছ, এবং প্রিয় দর্শন করিতেছ ; যে লোক এই বৈশ্বানর আত্মাকে যথোক্তরূপে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোগ করেন, প্রিয় দর্শন করেন, এবং তাঁহার বংশে ব্রহ্মবর্চ্চস প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার বস্তিস্বরূপ ; তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার বস্তি (মূত্রাশয়) বিদীর্ণ হইয়া যাইত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বস্তিস্ত্বেব আত্মনো বৈশ্বানরস্য। বস্তির্মূত্রসংগ্রহস্থানম্। বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যৎ ভিন্নোঽভবিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৬॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষোড়শ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৬॥

আনন্দগিরিঃ।—মূত্রাশয়ো ধনুর্বক্রো বস্তিরিত্যভিধীয়তে ইত্যাশয়েনাহ—বস্তিরিতি ॥৪২৬॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—কিন্তু, ইহা (জল) হইয়াছে বৈশ্বানর আত্মার বস্তিস্বরূপ ; বস্তি অর্থ—মূত্রসংগ্রহের স্থান অর্থাৎ যেখানে মূত্র জমা হয়। তোমার বস্তি ভিন্ন অর্থাৎ বিদীর্ণ হইত, যদি আমার নিকট না আসিতে ॥৪২৬॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের ষোড়শ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৬॥

———

পঞ্চমাধ্যায়ে

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচোদ্দালকমারুণিম্, গৌতম কং ত্বমাত্মানমুপাস্স-ইতি, পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচ। এষ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে, তস্মাত্ত্বং প্রতিষ্ঠিতোঽসি প্রজয়া চ পশুভিশ্চ ॥৪২৭॥১

অথ উদ্দালকম্ আরুণিম্ উবাচ—হে গৌতম, ত্বং কম্ আত্মানম্ উপাস্সে ইতি। [গৌতমঃ] উবাচ হ—হে ভগবঃ রাজন্, পৃথিবীম্ এব ইতি। [রাজা আহ—] ত্বং যম্ আত্মানং [বৈশ্বানরত্বেন] উপাস্সে, এষঃ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরঃ। তস্মাৎ হেতোঃ ত্বং প্রজয়া (সন্তত্যা) চ পশুভিশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রশস্তঃ) অসি ॥

অনন্তর, উদ্দালক আরুণিকে বলিলেন,—হে গৌতম, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক? [গৌতম বলিলেন], হে ভগবন্ রাজন্! নিশ্চয়ই পৃথিবীকে [উপাসনা করিয়া থাকি]। [রাজা বলিলেন], তুমি যাহাকে উপাসনা করিয়া থাক, তাহা প্রতিষ্ঠানামক বৈশ্বানর আত্মা; এই কারণেই তুমি সন্তান ও পশুসমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতেছ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হ উবাচ উদ্দালকমিত্যাদি সমানম্। পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচ। এষ বৈ প্রতিষ্ঠা পাদৌ বৈশ্বানরস্য ॥৪২৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—"অথ হ উদ্দালকম্" ইত্যাদির অর্থ—পূর্ব্ববৎ। তিনি বলিলেন,—হে ভগবন্ রাজন্! পৃথিবীকেই ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের মত। ইহা হইতেছে বৈশ্বানরের প্রতিষ্ঠা—পাদদ্বয় ॥৪২৭॥১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে, য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, পাদৌ ত্বেতাবাত্মন ইতি হোবাচ; পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৭॥

[কিঞ্চ], অন্নম্ অৎসি, প্রিয়ং পশ্যসি। যঃ এতং বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ উপাস্তে, [সোঽপি] অন্নম্ অত্তি, প্রিয়ং পশ্যতি, অস্য কুলে ব্রহ্মবর্চ্চসং ভবতি। [রাজা]

উবাচ হ—এতৌ তু আত্মনঃ (বৈশ্বানরস্য) পাদৌ ; যৎ (যদি) [ত্বং] মাং ন আগমিষ্যঃ, [তর্হি] তে (তব) পাদৌ ব্যম্লাস্যেতাং (বিম্লানৌ অভবিষ্যেতাম্) ইতি ॥

অপিচ, তুমি অন্ন ভোজন করিতেছ এবং প্রিয় দর্শন করিতেছ। যিনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তপ্রকারে উপাসনা করেন, তিনিও অন্ন ভোগ করেন, প্রিয় দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মবর্চ্চস প্রতিভাত হয়। তিনি বলিলেন,—ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার পাদদ্বয়। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার পাদদ্বয় বিশেষরূপে ম্লান হইত ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং বিম্লানাবভবিষ্যেতাং শিথিলীভূতৌ যৎ মাং নাগমিষ্য ইতি ॥৪২৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৭॥

আনন্দগিরিঃ।—প্রাচীনশালপ্রভৃতিষু পঞ্চসু মৌনমাতিষ্ঠমানেষ্বনন্তরমিত্যষ-শব্দার্থঃ ॥৪২৭-৪২৮॥১-২॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—তোমার পাদদ্বয় বিম্লান অর্থাৎ বিশেষরূপে মলিনীভূত—শিথিলীভূত হইত, তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে ॥৪২৮॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৭॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোঽন্নমত্থ ; যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি ॥৪২৯॥১

তান্ (যথোক্তদর্শনবতঃ প্রাচীনশালাদীন্) উবাচ হ—এতে (উপস্থিতাঃ) যূয়ং বৈ খলু (নিশ্চয়ে) ইমং বৈশ্বানরম্ আত্মানং পৃথগিব (একমপি সন্তং দ্যুমূর্দ্ধাদিভেদৈঃ পৃথগ্ ভূতম্ ইব কৃত্বা) বিদ্বাংসঃ (জানন্তঃ সন্তঃ) অন্নং (ভক্ষ্যমাত্রং) অত্থ (ভক্ষয়থ) ; যঃ তু (পুনঃ) এতং যথোক্তম্ এবং (দ্যুমূর্দ্ধাদিভেদবিশিষ্টং) প্রাদেশমাত্রম্ (শাস্ত্রেণ প্রকর্ষেণ আদিশ্যন্তে—অবয়বত্বেন উপদিশ্যন্তে ইতি প্রাদেশাঃ—দ্যুলোকাদয়ঃ, তৎপরিমাণং) অভিবিমানম্ (অভিবিমীয়তে প্রত্যগাত্মতয়া অহমিতি জ্ঞায়তে ইতি অভিবিমানঃ, তম্) আত্মানং বৈশ্বানরং (বিশ্বঃ নিখিলঃ নরঃ এব এষঃ, ইতি বৈশ্বানরঃ, তম্) উপাস্তে, সঃ (বিদ্বান্) সর্ব্বেষু লোকেষু (স্বর্গাদিষু) সর্ব্বেষু ভূতেষু (প্রাণিষু) সর্ব্বেষু আত্মসু অন্নম্ অত্তি। [বৈশ্বানরাত্মবিৎ সর্ব্বাত্মভাবং গতঃ সন্ সর্ব্বেষামন্নমেবাত্মনোঽন্নং মন্যতে, তেন তৃপ্যতি চেতি ভাবঃ]॥

রাজা সমাগত ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—এই তোমরা নিশ্চয়ই এই অপৃথক্ বৈশ্বানর আত্মাকে পৃথক্ করিয়াই যেন, অর্থাৎ খণ্ড-খণ্ডভাবেই যেন অবগত হইয়াছ ; সেই কারণেই শুধু অন্নমাত্র ভোগ করিতেছ ; কিন্তু যিনি উক্ত প্রকার দ্যুমূর্দ্ধাদি প্রদেশগত আত্মারূপে পরিজ্ঞাত এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত লোকে সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তান্ যথোক্তবৈশ্বানরদর্শনবতো হ উবাচ। এতে যূয়ং, বৈ খল্বিত্যনর্থকৌ। যূয়ং পৃথগিব অপৃথক্ সন্তম্ ইমমেকং বৈশ্বানরমাত্মানং বিদ্বাংসঃ অন্নমত্থ, পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধ্যেত্যেতৎ, হস্তিদর্শন ইব জাত্যন্ধাঃ ; যস্তু এতমেবং যথোক্তাবয়বৈঃ দ্যুমূর্দ্ধাদিভিঃ পৃথিবীপাদান্তৈর্ব্বিশিষ্টমেকং, প্রাদেশমাত্রং—প্রাদেশৈঃ দ্যুমূর্দ্ধাদিভিঃ পৃথিবীপাদান্তৈরধ্যাত্মং মীয়তে জ্ঞায়ত ইতি প্রাদেশমাত্রম্ ; মুখাদিষু বা

করণেষু অন্তৃত্বেন মীয়ত ইতি প্রাদেশমাত্রঃ। দ্যুলোকাদিপৃথিব্যন্তপ্রদেশপরিমাণো বা প্রাদেশমাত্রঃ। প্রকর্ষেণ শাস্ত্রেণাদিশ্যন্ত ইতি প্রাদেশাঃ,—দ্যুলোকাদয় এব, তাবৎপরিমাণঃ প্রাদেশমাত্রঃ। শাখান্তরে তু মূর্দ্ধাদিশ্চিবুকপ্রতিষ্ঠ ইতি প্রাদেশমাত্রং কল্পয়ন্তি, ইহ তু ন তথাভিপ্রেতঃ। তস্য হ বা এতস্যাত্মন ইত্যাদ্যুপসংহারাৎ। প্রত্যগাত্মতয়া অভিবিমীয়তে অহমিতি জ্ঞায়তে ইত্যভিবিমানঃ, তমেতমাত্মানং বৈশ্বানরং—বিশ্বান্নরান্ নয়তি পুণ্যপাপানুরূপাং গতিম্, সর্ব্বাত্মৈব ঈশ্বরো, বৈশ্বানরঃ, বিশ্বো নর এব বা সর্ব্বাত্মত্বাৎ, বিশ্বৈর্ব্বা নরৈঃ প্রত্যগাত্মতয়া প্রবিভজ্য নীয়ত ইতি বৈশ্বানরঃ। তমেবমুপাস্তে যঃ, সোঽদন্ অন্নাদী, সর্ব্বেষু লোকেষু দ্যুলোকাদিষু, সর্ব্বেষু ভূতেষু চরাচরেষু, সর্ব্বেষ্বাত্মসু শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিষু, তেষু হ্যাত্মকল্পনাব্যপদেশঃ। প্রাণিনামন্নমত্তি, বৈশ্বানরবিৎ সর্ব্বাত্মা সন্ অন্নমত্তি, ন যথা অজ্ঞঃ পিণ্ডমাত্রাভিমানঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥৪২৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—উদ্দালকান্তেষু বিদ্যার্থিষূপসন্নেষু সামস্ত্যেন বৈশ্বানরবিদ্যাং বক্তুকামস্তেষাং মিথ্যাজ্ঞানমনুবদতি—তানিত্যাদিনা। অনর্থকাবিবানর্থকৌ নিপাতৌ, ন ত্বনর্থকাবেব। তেষাং মিথ্যাজ্ঞানিত্বপ্রসিদ্ধিস্মারকত্বাৎ। যূয়মিত্যন্বয়ার্থং প্রাগুক্তমপি পাঠক্রমেণ পুনরনূদ্য পৃথগিব বিদ্বাংস ইতি সম্বন্ধঃ। যথা জাত্যন্ধা হস্তিদর্শনে ভিন্নদৃষ্টয়ঃ ভবন্তি, তথা যূয়ং বৈশ্বানরমাত্মানমেকমপি সর্ব্বাত্মকং সন্তং ভিন্নমিব বিদ্বাংসঃ পরিচ্ছিন্নাত্বরূপেণাত্মানং বুদ্ধবন্তঃ। তথা চ মিথ্যাদর্শিনঃ যূয়ং প্রাগেব প্রত্যবায়াৎ মামাগতবন্তঃ সাধু কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। প্রধানবিদ্যাং বক্তুং পাতনিকাং কৃত্বা তামিদানীম্ উপদিশতি—যস্ত্বিত্যাদিনা। এতমেবংভূতং যস্তূপাস্তে, স সর্ব্বেষন্নমত্তীতি সম্বন্ধঃ। এবংশব্দার্থমাহ—যথোক্তেতি। একং সমস্তং ত্রৈলোক্যাত্মকমিতি যাবৎ। প্রাদেশমাত্রমিত্যেতদ্ বিভজতে—প্রাদেশৈরিতি। যথোক্তৈঃ আধিদৈবিকৈঃ অবয়বৈঃ অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মনি এব অয়ং মীয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রাদেশমাত্রঃ, তমিতি যাবৎ। প্রকারান্তরেণ ব্যাচষ্টে—মুখাদিষু বেতি। তেষু হি প্রদেশেষন্নমত্তৃত্বেন সাক্ষিতয়া মীয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তথোচ্যতে ইত্যর্থঃ। বিধান্তরেণ ব্যাচষ্টে—দ্যুলোকাদীতি। অর্থান্তরমাহ—প্রকর্ষেণেতি। আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ইতি ন্যায়েন পক্ষান্তরমাহ—শাখান্তরেত্বিতি। অস্ত তর্হি জাবালশ্রুত্যনুসারেণ মূর্দ্ধানমারভ্য অধরফলকপর্য্যন্তে দেহাবয়বে সম্পাদিতো বৈশ্বানরঃ প্রাদেশমাত্র ইতি, নেত্যাহ—ইহ ত্বিতি। সর্ব্বাত্মত্বেন বৈশ্বানরস্যোপসংহারদর্শনান্নাত্র জাবালশ্রুতিরনুসর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। বিশেষণান্তরং ব্যাচষ্টে—প্রত্যগাত্মতয়েতি। সর্ব্বেশ্বরত্বং সর্ব্বাত্মত্বং সর্ব্বপ্রত্যক্ষত্বং বা হেতূকৃত্য বৈশ্বানরশব্দমনেকধা ব্যাকরোতি—বিশ্বানিত্যাদিনা। ঈশ্বরো বৈশ্বানর ইত্যত্র বৈশ্বানরশব্দমুভয়ত্র সম্বধ্যতে। স বৈশ্বানরবিদন্নমদন্ সর্ব্বেষু লোকাদিষু স্থিত্বা অন্নমত্তি ইতি সম্বন্ধঃ। কথমাত্মশব্দেন শরীরাদয়ো গৃহ্যন্তে, তত্রাহ—তেষু হীতি। সর্ব্বেষু লোকেষু ইত্যাদি বাক্যস্য তাৎপর্য্যার্থং দর্শয়তি—বৈশ্বানরবিদিতি ॥৪২৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[এখানে] 'বৈ' ও 'খলু' শব্দ অর্থহীন। উক্ত প্রকার বৈশ্বানরাত্মদর্শী [ব্রাহ্মণগণকে রাজা] বলিলেন—বৈশ্বানর আত্মা বস্তুতঃ পৃথক্ হইলেও পৃথকের ন্যায় করিয়া অবগত হওয়ায় এই তোমরা কেবল অন্নমাত্র ভোজন করিতেছ; অর্থাৎ জন্মান্ধ ব্যক্তিবর্গের হস্তিদর্শনের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন

আত্মবুদ্ধিতে উপাসনা করায় এইরূপ খণ্ডফল হইয়া থাকে (১) কিন্তু যে লোক এবংবিধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্যুমুর্ধাদি হইতে পৃথিবী-পাদ পর্য্যন্ত অবয়ববিশিষ্ট প্রাদেশমাত্র—দ্যু-মুর্ধাদি হইতে পৃথিবী পাদ পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম প্রাদেশসমূহ (অবয়বনিচয়) দ্বারা মিত—জ্ঞান হন, এইজন্য; 'প্রাদেশমাত্র'; অথবা মুখ প্রভৃতি করণে (ভোগসাধনে) ভোক্তৃরূপে পরিজ্ঞাত হন বলিয়া 'প্রাদেশমাত্র'; শাস্ত্রে উত্তমরূপে উপদিষ্ট হন বলিয়া দ্যুলোকাদি স্থানসমূহই 'প্রাদেশ'-(প্র+আদেশ) পদবাচ্য; তদনুরূপ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া 'প্রাদেশমাত্র'। কিন্তু—অপর বেদশাখায় (বেদাংশে) 'প্রাদেশমাত্র' অর্থে মূর্দ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক (মুখের নিম্ন ভাগ) পর্য্যন্ত স্থানসমূহকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এখানে সেরূপ অর্থ অভিপ্রেত নহে। কারণ, 'সেই এই আত্মায়' ইত্যাদি কথার উপসংহার করা হইয়াছে। [প্রাদেশ মাত্র শব্দে দ্যুমুর্ধাদিবিশিষ্ট আত্মার অভিধান না হইলে উপসংহারে কখনই 'আত্মা' শব্দ থাকিতে পারে না]। যাহা প্রত্যক্-আত্মারূপে বিশেষ ভাবে মিত হয়—'অহং' (আমি) বলিয়া বিজ্ঞাত হয়, তাহাই অভিবিমান; এই আত্মা বৈশ্বানরকে—সমস্ত মনুষ্যকে পুণ্য ও পাপানুরূপ গতি প্রাপ্ত করান; এইজন্য সর্ব্বাত্মক; এবং তজ্জন্যই তিনি বিশ্বনর (মনুষ্য); কিংবা সমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক জীবাত্মারূপে ভাগ ভাগ করিয়া নীত হন বলিয়া 'বৈশ্বানর'; যিনি সেই বৈশ্বানরকে এই প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত লোকে (দ্যুলোক প্রভৃতি স্থানে), চরাচরাত্মক সমস্ত ভূতে এবং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ সমস্ত আত্মাতে [থাকিয়া] অন্ন ভক্ষণ করেন বলিয়া অন্নাদী [বলিয়া কথিত হন]। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, [প্রকৃত পক্ষে আত্মা না হইলেও] আত্মারূপে কল্পিত হয়, এইজন্যই উহাদের আত্মারূপে নির্দ্দেশ হইয়াছে। বৈশ্বানর-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকলের আত্মস্বরূপ হইয়া প্রাণিগণের [ভক্ষণীয়] অন্ন ভক্ষণ করেন, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ কেবলই দেহাত্মাভিমানী হইয়া ভক্ষণ করে, সে সেরূপ করে না ॥৪২৯॥১

---

(১) তাৎপর্য্য—'অন্ধ-হস্তিদর্শন' নামে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে। তাহা এইরূপ—যে লোক জন্মান্ধ—কখনও হস্তীর বিপুল দেহ দর্শন করে নাই, তাহাকে যদি হস্তীর নিকটে উপস্থিত করিয়া হস্তিদেহের পরিমাণ জানিতে বলা যায়, তাহা হইলে সেই জন্মান্ধ লোক যেরূপ হস্তীর হস্তপদাদি এক একটি অংশ পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শ করিয়া ঐ এক একটি অংশকেই সম্পূর্ণ হস্তিদেহ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তদ্রূপ এখানে প্রাচীনশাল প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও বৈশ্বানরের এক এক অংশ—আকাশ প্রভৃতিকেই সম্পূর্ণ 'বৈশ্বানর' জ্ঞানে উপাসনা করিয়াছেন; সুতরাং উপাসনার ফলও আংশিক হইয়াছে, সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহাই রাজা সম্পূর্ণ উপাসনার পূর্ণফলের উপদেশ দিতেছেন।

তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষু-র্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ উর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ ॥৪৩০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৮॥

তস্য (প্রকৃতস্য) এতস্য বৈশ্বানরস্য আত্মনঃ হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ), সুতেজাঃ (দ্যুলোকঃ) মূর্দ্ধা এব (শির এব), বিশ্বরূপঃ (আদিত্যঃ) চক্ষুঃ [এব] পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা (বায়ুঃ) প্রাণঃ [এব], বহুলঃ (আকাশঃ) সংদেহঃ, রয়িঃ (জলং) বস্তিঃ এব, পৃথিবী পাদৌ এব, বেদিঃ উরঃ এব, বর্হিঃ লোমানি, গার্হপত্যঃ (অগ্নিঃ) হৃদয়ং, অন্বাহার্য্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নিঃ) মনঃ, আহবনীয়ঃ (অগ্নিঃ) আস্যং (মুখবিবরম্ এব) ন তু এতদন্যতমমপি বৈশ্বানর ইত্যভিপ্রায়ঃ॥

সেই এই বৈশ্বানর আত্মার সুতেজাই মস্তক [সম্পূর্ণ বৈশ্বানর নহে]; বিশ্বরূপ আদিত্য চক্ষুঃস্বরূপ, পৃথগ্বর্ত্মাত্মা প্রাণস্বরূপ, বহুল (আকাশ) দেহ-মধ্যভাগ, জল নিশ্চয়ই বস্তিস্বরূপ, পৃথিবীই পাদদ্বয়, বেদিই বক্ষঃস্থল, বর্হি বা কুশই লোমসমূহ, গার্হপত্য অগ্নিই হৃদয়স্বরূপ, অন্বাহার্য্যপচনই (দক্ষিণাগ্নিই) মনস্বরূপ, এবং আহবনীয় অগ্নিই মুখবিবরস্বরূপ। অভিপ্রায় এই যে, উল্লিখিত কোন একটিও বৈশ্বানর আত্মা নহে, তাহার অংশবিশেষমাত্র॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কস্মাদেবম্? যস্মাৎ তস্য হ বৈ প্রকৃতস্যৈব এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ, চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মং, সন্দেহঃ বহুলঃ, বস্তিরেব রয়িঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ। অথবা বিধ্যর্থমেতদ্‌বচনম্,—এবমুপাস্য ইতি।

অথেদানীং বৈশ্বানরবিদো ভোজনেঽগ্নিহোত্রং সম্পিপাদয়িষন্নাহ—এতস্য বৈশ্বানরস্য ভোক্তুরুর এব বেদিরাকারসামান্যাৎ। লোমানি বর্হির্বেদ্যামিবোরসি লোমান্যাস্তীর্ণানি দৃশ্যন্তে। হৃদয়ং গার্হপত্যঃ, হৃদয়াদ্ধি মনঃ প্রণীতমিবানন্তরী-ভবতি; অতোঽন্বাহার্য্যপচনোঽগ্নির্মনঃ। আস্যং মুখমাহবনীয় ইব আহবনীয়ঃ—হূয়তেঽস্মিন্ অন্নমিতি ॥৪৩০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৮॥

আনন্দগিরিঃ।—বৈশ্বানরোপাসকঃ সর্ব্বাত্মা সন্ অন্নমত্তীত্যেবং কস্মাৎ হেতোঃ নিশ্চিতম্ ইত্যাশঙ্কামনূদ্য হেতুপ্রদর্শনপরত্বেনোত্তরত্বেনোত্তরং বাক্যমুপাদত্তে—কস্মাদিত্যাদিনা। বৈশ্বানরস্য সর্ব্বাত্মত্বাৎ তদুপাসকস্যাপি 'তদাত্মতয়া সর্ব্বাত্মত্বাৎ অসৌ সর্ব্বাত্মা ভূত্বা সর্ব্বত্র অন্নম্ অত্তি ইতি যুক্তম্ ইত্যর্থঃ। তস্যেত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যান্তরমাহ—অথবেতি।

প্রধানবিদ্যাম্ উক্ত্বা তদঙ্গপ্রাণাগ্নিহোত্রং দর্শয়িতুকামঃ ভূমিকাং করোতি—অথেতি। সম্পাদয়িতুমিচ্ছন্ আদৌ তদঙ্গাগ্ন্যপতিরাহেত্যর্থঃ। বেদিরিতি স্থণ্ডিলমাত্রং গৃহ্যতে। অগ্নিহোত্রে তাবন্মাত্রস্যোপযুক্তত্বাৎ ইতরস্য দর্শপূর্ণমাসাত্মঙ্গত্বাৎ বেদ্যাম্ আস্তীর্য্যন্তে যে দর্ভা বর্হিঃশব্দেনোচ্যন্তে। হৃদয়স্য গার্হপত্যত্বং মনঃ প্রণয়নহেতুত্বাৎ, প্রণীতম্ উৎপন্নমিবেত্যর্থঃ। আহবনীয়সাদৃশ্যঞ্চ মুখস্য দর্শয়তি—আহবনীয় ইতি ॥৪৩০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপ ফল হয় কেন? [উত্তর—] যেহেতু সেই এই প্রস্তাবিত বৈশ্বানর আত্মার এই সুতেজা মূর্দ্ধস্বরূপই বটে, বিশ্বরূপ (আদিত্য) চক্ষুঃস্বরূপ, পৃথগ্বর্ত্মাত্মা (বায়ু) প্রাণস্বরূপ, বহুলই (আকাশই) সংদেহ (দেহের মধ্যভাগ), রয়ি (জল) বস্তিস্বরূপ, পৃথিবীই পাদদ্বয়, অথবা এই বাক্যটি বিধিজ্ঞাপক অর্থাৎ উক্ত প্রকারে [বৈশ্বানরের] উপাসনা করিবে, এইরূপ বিধান করিতেছেন।

অতঃপর এখন বৈশ্বানর-তত্ত্বজ্ঞের ভোজনে অগ্নিহোত্র (অগ্নিহোত্রনামক যজ্ঞ) সম্পাদনের ইচ্ছায় বলিতেছেন,—এই বৈশ্বানরস্বরূপ ভোক্তার বক্ষঃস্থলই বেদিস্বরূপ, কারণ, উভয়েরই আকারগত সাদৃশ্য রহিয়াছে; লোমসমূহই কুশরাশি, কেননা, বেদীসদৃশ বক্ষঃস্থলে লোমসমূহ যেন কুশের ন্যায় বিস্তৃত করা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ, কারণ, মন যেন হৃদয় হইতেই উৎপন্ন হইয়া তৎকার্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, এইজন্য মনই অন্বাহার্য্যপচনস্বরূপ, মুখই আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ, কেননা, আহবনীয় অর্থ—যাহাতে আহুতি অর্পণ করা হয়; [এইজন্য মুখকে আহবনীয়স্বরূপ বলা হইল।] ॥৪৩০॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৮॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

উনবিংশঃ খণ্ডঃ।

তদ্‌যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ꣳ স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি, প্রাণস্তৃপ্যতি ॥৪৩১॥১

তৎ (তস্মাৎ) যৎ ভক্তং (অন্নং) প্রথমম্ আগচ্ছেৎ (ভোজনার্থম্ আগতং ভবেৎ), তৎ (প্রথমাগতং ভক্তং) হোমীয়ং (হোমসম্বন্ধি, হোমরূপেণ তৎ প্রক্ষেপণীয়মিত্যর্থঃ)। সঃ (ভোক্তা) যাং প্রথমাম্ আহুতিং জুহুয়াৎ, তাং (আহুতিং) 'প্রাণায় স্বাহা', ইতি [মন্ত্রেণ] জুহুয়াৎ ; তেন (হোমেন) প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ বায়ুবিশেষঃ) তৃপ্যতি (তৃপ্তিং লভতে) ॥

অতএব, প্রথমে [ভোজনার্থ] যে অন্ন উপস্থিত হয়, তাহা হোমীয় অর্থাৎ হোমের যোগ্য ; ভোক্তা যে প্রথমা আহুতির হোম করিবে, তাহা 'প্রাণায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে, তাহা দ্বারা প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি যৎ ভক্তং প্রথমং ভোজনকালে আগচ্ছেৎ ভোজনার্থং তৎ (১) হোমীয়ং তৎ হোতব্যম্, অগ্নিহোত্রসম্পন্মাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ নাগ্নিহোত্রাঙ্গেতিকর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তিরিহ স ভোক্তা যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং কথং জুহুয়াদিত্যাহ—প্রাণায় স্বাহা ইত্যনেন মন্ত্রেণ। আহুতিশব্দাৎ অবদানপ্রমাণমন্নং প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ। তেন প্রাণস্তৃপ্যতি ॥৪৩১॥১

আনন্দগিরিঃ।—এবং সতীত্যুক্তন্যায়েনাগ্নিহোত্রে সম্পাদিতে সতীত্যর্থঃ। সম্পাদিতস্য অগ্নিহোত্রত্বস্য সামান্যাদগ্ন্যুদ্ধরণাদীনি তদঙ্গানি অত্র ভবেয়ুঃ, ইত্যাশঙ্ক্য তদ্বুদ্ধিমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ নৈবমিত্যাহ—অগ্নিহোত্রেতি। ইহেতি বৈশ্বানরবিদো ভোজনমুচ্যতে। প্রকৃতহোমগতাবান্তরবিভাগমাহ—স ভোক্তেতি। কথমিতি মন্ত্রো বা দ্রব্যপরিমাণং বা ফলং বা পৃচ্ছ্যতে, তত্র প্রথমং প্রত্যাহ—প্রাণায়েতি। যদি দ্বিতীয়স্তত্রাহ—আহুতীতি। অবদানস্য প্রমাণং পরিমাণং কর্ম্মিণাং প্রমাণং প্রসিদ্ধম্, তেন পরিমিতমিতি যাবৎ। তৃতীয়শ্চেৎ তত্রাহ—তেনেতি ॥৪৩১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—তদ্বিষয়ে এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত হইল, অর্থাৎ বৈশ্বানর বিদ্যাভিজ্ঞের শরীরই যখন অগ্নিহোত্রের বেদী প্রভৃতিরূপে পরিকল্পিত হইল, [তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহার] ভোজনকালে প্রথম যে অন্ন ভোজনার্থ আগত

---

(১) তাৎপর্য্য—অতীত অষ্টাদশ খণ্ডে "উরএব বেদিঃ" ইত্যাদি বাক্যে বৈশ্বানর বিদ্যাভিজ্ঞের অঙ্গে অগ্নিহোত্রযজ্ঞীয় বেদী প্রভৃতির আরোপ করা হইয়াছে ; এখন আহুতির ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছে ; তাই শ্রুতি উপাসকের প্রাত্যহিক ভোজনীয় অন্নকেই আহুতিরূপে কল্পনা করিতেছেন। প্রকৃত অগ্নিহোত্র যজ্ঞে আরও অনেকপ্রকার অঙ্গের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে সমস্ত অভিপ্রেত নয় বলিয়াই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

হইবে, তাহা হোমীয় অর্থাৎ তাহা আহুতিরূপে অর্পণ করিতে হইবে। এখানে অগ্নিহোত্রভাব সম্পাদন বা চিন্তা করাই একমাত্র অভিপ্রেত, সেই কারণে প্রকৃত অগ্নিহোত্রযজ্ঞের অঙ্গরূপে যে সমস্ত 'ইতিকর্ত্তব্যতা' অর্থাৎ অনুষ্ঠানপদ্ধতি বিহিত আছে, এখানে সে সমুদয়ের আবশ্যক হইতেছে না। বৈশ্বানর-বিদ্যাভিজ্ঞ ভোক্তা প্রথমে যে আহুতি অর্পণ করিবেন, তাহা কিরূপে অর্পণ করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন (২)—'প্রাণায় স্বাহা' এই মন্ত্রে [হোম করিবেন]। 'আহুতি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় [বুঝিতে হইবে], কর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ পরিমাণ বিহিত আছে, সেই পরিমাণ অন্ন অর্পণ করিবেন ; তাহার ফলে প্রাণ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ॥৪৩১॥১

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥৪৩২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৯॥

প্রাণে তৃপ্যতি (তৃপ্তে সতি) চক্ষুঃ তৃপ্যতি, চক্ষুষি তৃপ্যতি (সতি) আদিত্যঃ (তদধিষ্ঠাতা সূর্য্যঃ) তৃপ্যতি, আদিত্যে তৃপ্যতি (সতি) দ্যৌঃ চ (অন্তরিক্ষং) তৃপ্যতি, দিবি তৃপ্যন্ত্যাং (তৃপ্তিমত্যাং সত্যাং) দ্যৌঃ চ আদিত্যঃ চ যৎ কিঞ্চ (বস্তু) অধিতিষ্ঠতঃ (স্বামিরূপেণ পরিচালয়তঃ), তৎ (তৎ সর্ব্বং) তৃপ্যতি, তস্য (দ্যুসূর্য্যাধিষ্ঠিতস্য) তৃপ্তিম্ অনু (অনুসৃত্য) [ভোক্তাপি] প্রজয়া (সন্তত্যা), পশুভিঃ, অন্নাদ্যেন তেজসা (দৈহিকদীপ্ত্যা); ব্রহ্মবর্চসেন (অধ্যয়নাদিজনিততেজসা চ) তৃপ্যতি, ইতি (ইতিশব্দঃ বিদ্যাফলোপসংহারার্থঃ)॥

প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্তিলাভ করে, চক্ষু তৃপ্ত হইলে চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য তৃপ্তি লাভ করেন, সূর্য্য তৃপ্ত হইলে অন্তরিক্ষ লোক তৃপ্তি লাভ করে, অন্তরিক্ষ পরিতৃপ্ত হইলে পর দ্যুলোক ও আদিত্যদেব যে কিছু পদার্থের অধিষ্ঠাতা বা স্বামিরূপে পরিচালক, তৎসমস্তই তৃপ্তি লাভ করে ; তাহার তৃপ্তির অনুসারে [ভোক্তাও] সন্তান, পশু, অন্নপ্রাচুর্য্য, দৈহিক ও অধ্যয়নাদিজনিত মানস তেজে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥

(২) তাৎপর্য্য—ভাষ্যের 'কথম্' শব্দে এই তিনটি বিষয় আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিল—(১) হোমের মন্ত্র কি? (২) হোমের দ্রব্য কি? (৩) হোমের ফল কি? যথাক্রমে এতদুত্তরে বলিলেন—(১) মন্ত্র—'প্রাণায় স্বাহা', (২) দ্রব্য—ভক্ষ্য অন্ন, (৩) ফল—প্রাণের তৃপ্তি। দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য দানে 'স্বাহা' শব্দ প্রয়োজ্য হয়, উহার সাধারণ অর্থ—তৃপ্তি।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি, চক্ষুষি তৃপ্যতি আদিত্যো দ্যৌশ্চেত্যাদি তৃপ্যতি, যচ্চান্যদ্দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চ স্বামিত্বেনাধিতিষ্ঠতঃ, তচ্চ তৃপ্যতি, তস্য তৃপ্তিমনু স্বয়ং ভুঞ্জানস্তৃপ্যতি এবং প্রত্যক্ষম্ । কিঞ্চ, প্রজাদিভিশ্চ । তেজঃ শরীরস্থা দীপ্তিরুজ্জ্বলত্বং প্রাগল্ভ্যং বা, ব্রহ্মবর্চ্চসং বৃত্তস্বাধ্যায়নিমিত্তং তেজঃ ॥৪৩২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ঊনবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥১৯॥

আনন্দগিরিঃ ।—ভুঞ্জানস্য তৃপ্তৌ প্রত্যক্ষং প্রমাণং, প্রাণাদেস্তৃপ্তৌ শাস্ত্রম্ ইতি বিভাগম্ অভিপ্রেত্যাহ—প্রত্যক্ষমিতি । প্রজাদিভিশ্চ ভোক্তা তৃপ্যতীতি সম্বন্ধঃ ॥৪৩২॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ ।—প্রাণ পরিতৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্তি লাভ করে, চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য ও দ্যুলোক প্রভৃতিও তৃপ্তি লাভ করে ; আর আদিত্য ও দ্যুলোক স্বামিরূপে অন্য যে সমস্ত পদার্থে অধিষ্ঠান করেন, তাহাও তৃপ্তি লাভ করে, তাহার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ভোজনকর্ত্তাও তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে ; ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধই বটে । অধিকন্তু প্রজা প্রভৃতি দ্বারাও [তৃপ্তিলাভ করে] । তেজঃ অর্থ—শরীরগত দীপ্তি—উজ্জ্বলতা, অথবা প্রগল্ভতা । ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থ—সৎস্বভাব ও বেদাধ্যয়নাদিজনিত তেজঃ ॥৪৩২॥২

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের ঊনবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥১৯॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

বিংশঃ খণ্ডঃ।

অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদ্ব্যানায় স্বাহেতি, ব্যানস্তৃপ্যতি ॥৪৩৩॥১

অথ (অনন্তরং) যাং দ্বিতীয়াং (আহুতিং) জুহুয়াৎ, তাং 'ব্যানায় স্বাহা' ইতি (অনেন মন্ত্রেণ) জুহুয়াৎ, [তেন চ হোমেন] ব্যানঃ (প্রাণভেদঃ) তৃপ্যতি।

অতঃপর দ্বিতীয়বার যে আহুতির হোম করিবে, তাহা 'ব্যানায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে। তাহা দ্বারা ব্যানবায়ু তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—॥৪৩৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৩৩॥১

ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি, শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি, চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি, দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎকিঞ্চ দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি, তত্তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥৪৩৪॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২০॥

ব্যানে তৃপ্যতি (সতি) শ্রোত্রং তৃপ্যতি, শ্রোত্রে তৃপ্যতি (সতি) চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) তৃপ্যতি, চন্দ্রমসি তৃপ্যতি (সতি) দিশঃ (পূর্ব্বাদ্যাঃ) তৃপ্যন্তি, দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু (সতীষু) চন্দ্রমাঃ দিশশ্চ যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি বস্তু) অধিতিষ্ঠন্তি, তৎ (তৎ সর্ব্বং) তৃপ্যতি, তস্য তৃপ্তিম্ অনু [ভোক্তাপি] প্রজয়া, পশুভিঃ, অন্নাদ্যেন, তেজসা, ব্রহ্মবর্চ্চসেন তৃপ্যতি ॥

ব্যানবায়ু তৃপ্তিলাভ করিলে শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্তিলাভ করিলে চন্দ্র তৃপ্ত হয়, চন্দ্র তৃপ্তিলাভ করিলে দিক্‌সমূহ তৃপ্তিলাভ করে, দিক্‌সমূহ তৃপ্তিলাভ করিলে পর চন্দ্র ও দিক্‌সমূহ যে কোন পদার্থে অধিষ্ঠান করে, তাহা পরিতৃপ্ত হয়, তাহার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ভোক্তাও প্রজা, পশু, অন্নপ্রাচুর্য্য, শারীরতেজ ও অধ্যয়নাদিজাততেজ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—॥৪৩৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৩৪॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২০॥

একবিংশঃ খণ্ডঃ।

অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্য-পানস্তৃপ্যতি ॥৪৩৫॥১

অথ (অতঃপরং) যাং তৃতীয়াং (আহুতিং) জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ 'অপানায় স্বাহা' ইতি (অনেন মন্ত্রেণ), [তেন] অপানঃ (বায়ুভেদঃ) তৃপ্যতি ॥

অতঃপর তৃতীয়বার যে আহুতি হোম করিবে, তাহা 'অপানায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে। তাহা দ্বারা অপান বায়ু তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—॥৪৩৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৩৫॥১

অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি, বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃপ্য-ত্যগ্নৌ তৃপ্যতি পৃথিবী তৃপ্যতি পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥৪৩৬॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য একবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২১॥

অপানে তৃপ্যতি (সতি) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) তৃপ্যতি, বাচি তৃপ্যন্ত্যাং (সত্যাং) অগ্নিঃ (বাগধিপতিঃ) তৃপ্যতি, অগ্নৌ তৃপ্যতি (সতি) পৃথিবী তৃপ্যতি, পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং (সত্যাং) পৃথিবী চ অগ্নিঃ চ যৎ কিঞ্চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি, তস্য তৃপ্তিম্ অনু [স্বয়ং ভোক্তাপি] প্রজয়া, পশুভিঃ, অন্নাদ্যেন, তেজসা, ব্রহ্মবর্চ্চসেন তৃপ্যতি ইতি॥

অপান তৃপ্ত হইলে তদধিপতি অগ্নি তৃপ্তিলাভ করে, অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্তিলাভ করে, পৃথিবী তৃপ্ত হইলে বাগিন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে, বাগিন্দ্রিয় তৃপ্ত হইলে পর, পৃথিবী ও অগ্নি যে কোন পদার্থে অধিষ্ঠান করে, তৎসমুদয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে, [এবং স্বয়ং ভোক্তাও] তাহার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রজা, পশু, প্রচুরতর অন্ন, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—॥৪৩৬॥২

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৩৬॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য একবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২১॥

দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ।

অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াৎ সমানায় স্বাহেতি সমানস্তৃপ্যতি ॥৪৩৭॥১

অথ যাং চতুর্থীং (আহুতিং) জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ 'সমানায় স্বাহা' ইতি। [তেন চ] সমানঃ (বায়ুভেদঃ) তৃপ্যতি ॥

অতঃপর যে চতুর্থী আহুতি হোম করিবে, তাহা 'সমানায় স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে। তাহা দ্বারা সমান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—॥৪৩৭॥১

আনন্দগিরিঃ ।—॥৪৩৭॥১

সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি পর্জ্জন্যস্তৃপ্যতি, পর্জ্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুৎ তৃপ্যতি, বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ বিদ্যুচ্চ পর্জ্জন্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥৪৩৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২২॥

সমানে তৃপ্যতি (সতি) মনঃ (অন্তঃকরণং) তৃপ্যতি, মনসি তৃপ্যতি (সতি) পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) তৃপ্যতি, পর্জ্জন্যে তৃপ্যতি (সতি) বিদ্যুৎ তৃপ্যতি, বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং (সত্যাং) বিদ্যুৎ চ পর্জ্জন্যঃ চ যৎ কিঞ্চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি, তস্য তৃপ্তিম্ অনু [স্বয়ং ভোক্তাপি] প্রজয়া, পশুভিঃ, অন্নাদ্যেন, তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন তৃপ্যতি ইতি ॥

সমান বায়ু তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্তিলাভ করে, মন তৃপ্তি লাভ করিলে পর্জ্জন্যদেব (মেঘ) পরিতৃপ্ত হয়, পর্জ্জন্য তৃপ্তিলাভ করিলে বিদ্যুৎ তৃপ্ত হয়, বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে পর বিদ্যুৎ ও পর্জ্জন্য যে কিছু বস্তুতে অধিষ্ঠান করে, তৎসমস্তই তৃপ্তি লাভ করে, তাহার তৃপ্তির অনুসারে ভোক্তাও প্রজা, পশু, প্রচুরতর অন্ন, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—॥৪৩৮॥২

আনন্দগিরিঃ ।—॥৪৩৮॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২২॥

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ।

অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদুদানায় স্বাহেত্যু-
দানস্তৃপ্যতি ॥৪৩৯॥১

অথ যাং পঞ্চমীং (আহুতিং) জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ 'উদানায় স্বাহা' ইতি; [তেন চ] উদানঃ (বায়ুভেদঃ) তৃপ্যতি॥

অনন্তর যে পঞ্চমী আহুতি হোম করিবে, 'উদানায় স্বাহা' বলিয়া তাহা হোম করিবে; তাহা দ্বারা উদান বায়ু তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—॥৪৩৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৩৯॥১

উদানে তৃপ্যতি ত্বক্ তৃপ্যতি, ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং বায়ুস্তৃপ্যতি, বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যত্যাকাশে তৃপ্যতি যৎকিঞ্চ বায়ুশ্চা-কাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি, তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চ্চসেনেতি ॥৪৪০॥২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২৩॥

উদানে তৃপ্যতি (সতি) ত্বক্ ত্বগিন্দ্রিয়ং তৃপ্যতি, ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং (সত্যাং) বায়ুঃ তৃপ্যতি, বায়ৌ তৃপ্যতি (সতি) আকাশঃ তৃপ্যতি, আকাশে তৃপ্যতি (সতি) বায়ুঃ আকাশঃ চ যৎকিঞ্চ অধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি; তস্য তৃপ্তিম্ অনু প্রজয়া, পশুভিঃ, অন্নাদ্যেন, তেজসা, ব্রহ্মবর্চ্চসেন তৃপ্যতি ইতি॥

উদান তৃপ্ত হইলে ত্বগিন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, ত্বক্ তৃপ্ত হইলে বায়ু তৃপ্ত হয়, বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হয়, আকাশ তৃপ্ত হইলে পর বায়ু ও আকাশ যে কোন পদার্থে অধিষ্ঠান করে, সে সমুদয়ও তৃপ্ত হয়, সে সমুদয় তৃপ্ত হইলে পর, [স্বয়ং ভোক্তাও] তাহার তৃপ্তির অনুসারে প্রজা, পশু, অন্নাদি, তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চস তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যাং দ্বিতীয়াং তৃতীয়াং চতুর্থীং পঞ্চমীমিতি সমানম্॥ ৪৩৩—৪৪০॥৮॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে বিংশাবধি ত্রয়োবিংশ-খণ্ডপর্য্যন্ত-ভাষ্যম্ ॥৫॥২০-২৩॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৪০

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২৩॥

পঞ্চমাধ্যায়ে

চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ।

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াৎ তাদৃক্ তৎ স্যাৎ ॥৪৪১॥১

[সাম্প্রতং বৈশ্বানরদর্শনস্তুত্যর্থমিদমুচ্যতে—] সঃ যঃ (কশ্চিৎ) ইদং (উক্ত প্রকারং বৈশ্বানরবিজ্ঞানং) অবিদ্বান্ (অজানন্) অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যথা অঙ্গারান্ (জ্বলৎকাষ্ঠখণ্ডান্) অপোহ্য (অপসার্য্য) ভস্মনি জুহুয়াৎ, তৎ (অবিদুষো হবনং) তাদৃক্ (ভস্মাহুতিবৎ) স্যাৎ (বিফলীভবেদিতি ভাবঃ) ॥

যে কোন লোক উক্ত বৈশ্বানরবিদ্যা না জানিয়া যদি হোম করে, তাহা হইলে জ্বলৎ অঙ্গাররাশি উপেক্ষা করিয়া ভস্মে আহুতি যেরূপ হয়, তাহাও সেইরূপ করা হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—স যঃ কশ্চিদিদং বৈশ্বানরদর্শনং যথোক্তমবিদ্বান্ সন্ অগ্নিহোত্রং প্রসিদ্ধং জুহোতি, যথা অঙ্গারান্ আহুতিযোগ্যান্ অপোহ্য অনাহুতি স্থানে ভস্মনি জুহুয়াৎ, তাদৃক্ তত্তুল্যং তস্য তদগ্নিহোত্রহবনং স্যাৎ, বৈশ্বানরবিদঃ অগ্নিহোত্রমপেক্ষ্য, ইতি প্রসিদ্ধাগ্নিহোত্রনিন্দয়া বৈশ্বানরবিদোঽগ্নিহোত্রং স্তূয়তে ॥৪৪১॥১

আনন্দগিরিঃ ।—প্রসিদ্ধাগ্নিহোত্রনিন্দাদ্বারেণ বৈশ্বানরবিদো যথোক্তমগ্নিহোত্র মবশ্যকর্ত্তব্যতায়ৈ স্তৌতি—যঃ কশ্চিদিত্যাদিনা ॥৪৪১॥১

ভাষ্যানুবাদ ।—সেই যে কোন লোক এই উক্ত প্রকার বৈশ্বানর বিদ্যা না জানিয়া শাস্ত্রোক্ত অগ্নিহোত্র হোম করে, তাহা ঠিক যেমন, আহুতিযোগ্য অঙ্গারসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আহুতির অযোগ্য ভস্মে হোম করা হয়, তাহার সেই অগ্নিহোত্রাহুতিও ঠিক তাহারই তুল্য হইয়া থাকে। বৈশ্বানরবিদের অগ্নিহোত্র অপেক্ষা প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্র নিন্দা করায় বৈশ্বানরবিদের অগ্নিহোত্রের প্রশংসা করা হইতেছে ॥৪৪১॥১

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি ॥৪৪২॥২

অথ (অত্র অথশব্দঃ পক্ষান্তর-সূচনায়াং) যঃ এতৎ (বৈশ্বানরবিজ্ঞানং) এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) অগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য (বিদুষঃ) সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু চ হুতং ভবতি ॥

অথচ যে লোক এই বৈশ্বানরবিজ্ঞান উক্তপ্রকারে অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে তাঁহার হোম করা হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—অতশ্চ এতৎ বিশিষ্টমগ্নিহোত্রম্; কথম্? অথ য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য যথোক্তবৈশ্বানরবিজ্ঞানবতঃ সর্ব্বেষু লোকেম্বি-ত্যাদ্যুক্তার্থম্, হুতমন্নম্ অত্তীত্যনয়োরেকার্থত্বাৎ ॥৪৪২॥২

আনন্দগিরিঃ ।—প্রাণাগ্নিহোত্রস্য বৈশিষ্ট্যে হেত্বন্তরমতঃশব্দোপাত্তং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। নৈয়মিকাগ্নিহোত্রনিন্দাদ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্রস্তুত্যনন্তরং বিধান্তরেণ তস্যৈব নিরবদ্যতা কীর্ত্ত্যতে ইত্যথশব্দার্থঃ। এতদিতি বৈশ্বানরদর্শন-মুক্তং। এবমিতি। বৈশ্বানরস্য উক্তসর্ব্বাত্মত্বাদিপ্রকারেণেত্যর্থঃ। অগ্নিহোত্রমিতি সম্পাদিকমগ্নিহোত্রং গৃহ্যতে। কথমিদমুক্তার্থং সর্ব্বেষু লোকাদিম্বন্নমত্তীতি বাক্যং ব্যাখ্যাতং, তস্য সর্ব্বেষু লোকাদিষু হুতং ভবতীত্যস্যাদৃশমিদং বাক্যং, তত্রাহ—হুতমিতি ॥৪৪২॥২

ভাষ্যানুবাদ ।—এই কারণেও এই অগ্নিহোত্রের বিশেষত্ব; কি কারণে? [তাহা কথিত হইতেছে—] পক্ষান্তরে যে লোক ইহা এইরূপে অবগত হইয়া অগ্নি-হোত্র হোম করেন, উক্তপ্রকার বৈশ্বানর-বিদ্যাভিজ্ঞ সেই লোকের পক্ষে সমস্ত লোকে, [সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে হোম করা হয়] ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কেন না, 'হুত' ও 'অন্ন ভক্ষণ করে' এই দুই কথার অর্থ প্রকৃত পক্ষে একই বটে ॥৪৪২॥২

তদযথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবꣳ হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে, য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ॥৪৪৩॥৩

কিঞ্চ, তৎ (প্রসিদ্ধং) ইষীকাতূলং (ইষীকা—শরাকৃতিতৃণবিশেষঃ, তস্যাঃ তূলং প্রসূনভাগঃ) যথা অগ্নৌ প্রোতং (প্রক্ষিপ্তং সৎ) প্রদূয়েত (সম্যক্ দহ্যেত), এবং (ইষীকাতূলবৎ) এবংবিদঃ (যথোক্তবৈশ্বানরবিদঃ) সর্ব্বে পাপ্মানঃ (পাপানি) প্রদূয়ন্তে (প্রকর্ষেণ দহ্যন্তে) হ। যঃ এতৎ (বৈশ্বানরবিজ্ঞানং) এবং (উক্ত-প্রকারেণ) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) অগ্নিহোত্রং জুহোতি, [তস্য পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে ইতি সম্বন্ধঃ] ॥

যে লোক এই বৈশ্বানরবিদ্যা যথোক্ত প্রকারে অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে, ইষীকার তূল যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি এই বৈশ্বানরবিদ্যাভিজ্ঞের সমস্ত পাপও সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিঞ্চ, তদ্‌যথা ইষীকায়াস্তূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রক্ষিপ্তং প্রদূয়েত প্রদহেত ক্ষিপ্রম্, এবং হ অস্য বিদুষঃ সর্ব্বাত্মভূতস্য সর্ব্বান্নানামত্তঃ সর্ব্বে নিরবশিষ্টাঃ পাপ্মানো ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যা অনেকজন্মসঞ্চিতা ইহ চ প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ জ্ঞানসহভাবিনশ্চ প্রদূয়ন্তে প্রদহেরন্ বর্ত্তমানশরীরারম্ভকপাপ্মবর্জ্জম্; লক্ষ্য প্রতিমুক্তেযুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ তস্য ন দাহঃ। য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ভুঙ্‌ক্তে॥২৪॥৩

আনন্দগিরিঃ।—ইতশ্চ বৈশ্বানরবিদ্যাবতোঽগ্নিহোত্রং বিশিষ্টম্, ইতি বক্তুং বৈশ্বানরবিদ্যাং স্তৌতি—কিঞ্চেতি। তত্র বৈশ্বানরবিদ্যামাহাত্ম্যে দৃষ্টান্ত ইতি যাবৎ। ইষীকায়াঃ মুঞ্জামধ্যবর্ত্তিতৃণস্য ইত্যেতৎ। সর্ব্বশব্দাৎ প্রারব্ধকর্ম্মণোঽপি দাহমাশঙ্ক্যাহ—বর্ত্তমানেতি। বৈশ্বানরবিদ্যায়া মহাফলত্বে সিদ্ধে তদ্‌বতোঽগ্নিহোত্র বিশিষ্টমিতি তৎকর্ত্তুঃ সর্ব্বদোষাস্পর্শিত্বম্, ইত্যাশয়েনাহ—য এতদিতি॥২৪॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, ইষীকার (ইষীকা শরাকৃতিতৃণবিশেষ, তাহার) তূল যেরূপ অগ্নিতে প্রোত—প্রক্ষিপ্ত হইয়া শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, এই প্রকার ইহার সর্ব্বাত্মভূত ও সর্ব্বান্নভোক্তা বিদ্বানেরও বহুজন্মার্জ্জিত এবং ইহ জন্মেও জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও সমকালে সম্ভূত ধর্ম্মাধর্ম্মনামক সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়, কেবল বর্ত্তমান শরীরের কারণীভূত পাপরাশিই দগ্ধ হয় না; লক্ষ্য বস্তুকে উদ্দেশ করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় তাহার ফল আরব্ধ হওয়ায় তাহার আর দাহ হয় না (১)। যে লোক ইহা (বৈশ্বানরবিদ্যা) এইরূপে অবগত হইয়া ভোজন করেন, [তাঁহার পাপসমূহ]॥২৪॥৩

তস্মাদু হৈবংবিদ্ যদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদাত্মনি হৈবাস্য তদ্বৈশ্বানরে হুতꣳ স্যাদিতি। তদেষঃ শ্লোকঃ—॥২৪॥৪

তস্মাৎ (হেতোঃ) উ (অবধারণে) এবংবিৎ (বৈশ্বানরাত্মবিৎ) যদি (সম্ভাবনায়াং) চণ্ডালায় (অত্যন্তাধমায়) অপি উচ্ছিষ্টং (ভুক্তাবশিষ্টম্ অন্নম্)

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ মনুষ্যকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের তিনটি বিভাগ এইরূপ—(১) সঞ্চিত, (২) প্রারব্ধ, (৩) ক্রিয়মাণ। তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া ফলদানের জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় আছে, সে সমস্তকে বলে 'সঞ্চিত', আর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যে সমস্ত কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমান দেহ আরব্ধ হইয়াছে এবং ধারাবাহিকরূপে ফল প্রদান করিতেছে, সে সমুদয়কে বলে 'প্রারব্ধ', আর যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্ত্তমান দেহে উৎপন্ন হইতেছে, সে সমুদায়কে বলে 'ক্রিয়মাণ'। ইহাদের মধ্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহ জ্ঞানোদয়ের পর বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহ অক্ষত থাকে, ভোগশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, প্রারব্ধ কর্ম্মও তেমনি ভোগসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

প্রযচ্ছেৎ (দদ্যাৎ), [বস্তুতস্তু] অস্য (বিদুষঃ) আত্মনি বৈশ্বানরে এব তৎ (উচ্ছিষ্টং) হুতং (অর্পিতং) স্যাৎ (ভবেৎ) ইতি। তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এবঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (সংক্ষিপ্তার্থকং বাক্যং) [অস্তীতি শেষঃ]॥

অতএব, উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট অর্পণ করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা তাঁহার আত্মস্বরূপ বৈশ্বানরেই আহুত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে এই একটি শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক বাক্য) আছে—॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সঃ যদ্যপি চণ্ডালায় উচ্ছিষ্টানর্হায় উচ্ছিষ্টং দদ্যাৎ—প্রতিবিদ্ধমুচ্ছিষ্টদানং যদ্যপি কুর্য্যাৎ, আত্মনি হ এবাস্য চণ্ডালদেহস্থে বৈশ্বানরে তৎ হুতং স্যাৎ—ন অধর্ম্মনিমিত্তম্, ইতি বিদ্যামেব স্তৌতি। তদেতস্মিন্ স্তুত্যর্থে শ্লোকো মন্ত্রোঽপ্যেষ ভবতি ॥৪৪৪॥৪

আনন্দগিরিঃ।—বিদ্যামেব বিদ্যাস্তুতিদ্বারা অগ্নিহোত্রমিতি যাবৎ। স্তুত্যর্থে অগ্নিহোত্রস্য স্তুতিরূপো যোঽর্থস্তস্মিন্ ইত্যেতৎ ॥৪৪৪॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি যদি উচ্ছিষ্টদানের অযোগ্য চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য) প্রদান করেন, অর্থাৎ নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্ট দানও যদি করেন, [তাহা হইলেও] ইহার চণ্ডালদেহস্থ বৈশ্বানর আত্মাতেই তাহা হুত হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা তাহার পাপজনক হয় না, এ কথা দ্বারা বিদ্যারই মহিমা বর্ণন করিতেছেন। সেই এই স্তুতিবিষয়ে এই একটি শ্লোক—মন্ত্রও আছে—॥৪৪৪॥৪

যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসত এবꣳ সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি ॥৪৪৫॥৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২৪॥

ইহ (জগতি) ক্ষুধিতাঃ (ক্ষুধার্ত্তাঃ), বালাঃ (শিশবঃ) মাতরং পর্য্যুপাসতে (সেবন্তে), এবং (বালকবদেব) সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রাণিনঃ) অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে (অন্নপ্রদত্বেন আরাধয়ন্তীত্যর্থঃ)। দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা॥

এই সংসারে ক্ষুধার্ত্ত বালকগণ যেমন মাতার উপাসনা করে, তেমনি সমস্ত প্রাণীই অগ্নিহোত্রের উপাসনা করিয়া থাকে। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য "অগ্নিহোত্রম্" ইত্যাদি কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা ইহ লোকে ক্ষুধিতা বুভুক্ষিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে—কদা নো মাতা অন্নং প্রযচ্ছতীতি, এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অন্নাদানি এবং-

বিদোঽগ্নিহোত্রং ভোজনম্ উপাসতে—কদা ত্বসৌ ভোক্ষ্যত ইতি; জগৎ সর্ব্বং বিদ্বদ্ভোজনেন তৃপ্তং ভবতীত্যর্থঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থা ॥৪৪৫॥৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৫॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—মন্ত্রস্য তাৎপর্য্যার্থং দর্শয়তি—জগদিতি। বিদুষো বৈশ্বানরাত্মনঃ সর্ব্বাত্মত্বাদিত্যর্থঃ ॥৪৪৫॥৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৫॥২৪॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীশুদ্ধানন্দ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-ভগবদানন্দজ্ঞানকৃতায়াং ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহলোকে ক্ষুধিত—বুভুক্ষাযুক্ত বালকগণ যেমন মাতার উপাসনা করে—মাতা কখন আমাদিগকে অন্ন প্রদান করিবেন, এইরূপ অন্নভোক্তা সমস্ত প্রাণীই যথোক্তজ্ঞানীর অগ্নিহোত্রকে ভোজনের জন্য উপাসনা করিয়া থাকে—কখন ইনি ভোজন করিবেন। অভিপ্রায় এই যে, সেই বিদ্বানের ভোজনেই সমস্ত জগৎ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। অধ্যায় সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥৪৪৫॥৫

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥২৪॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শ্বেতকেতুঃ হ আরুণের আস, ইত্যাগ্যধ্যায়সম্বন্ধঃ—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" ইত্যুক্তম্, কথং তস্মাজ্জগদিদং জায়তে, তস্মিন্নেব চ লীয়তে, অনিতি চ তেনৈব, ইত্যেতদ্ বক্তব্যম্। অনন্তরঞ্চ একস্মিন্ ভুক্তে বিদুষি সর্ব্বং জগৎ তৃপ্তং ভবতীত্যুক্তম্, তৎ একত্বে সত্যাত্মনঃ সর্ব্বভূতস্থস্যোপপদ্যতে, ন আত্মভেদে; কথঞ্চ তদেকত্বম্? ইতি তদর্থোঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে—

আনন্দগিরিঃ।—বর্ত্তিষ্যমাণাধ্যায়স্য অতীতেন সন্দর্ভেণ সম্বন্ধং বক্তুং প্রতীকং গৃহীত্বা তং প্রতিজানীতে—শ্বেতকেতুরিতি। তমেব প্রকটয়ন্ প্রথমং তৃতীয়েনাধ্যায়েনাস্য সম্বন্ধং কথয়তি—সর্ব্বমিতি। এতদ্‌বক্তব্যং, তদর্থোঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যত ইতি সম্বন্ধঃ॥

ভাষ্যানুবাদ।—"শ্বেতকেতুঃ হ আরুণেয় আস" এই কথার সহিত পূর্ব্ব অধ্যায়ের সম্বন্ধ এইরূপ—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, 'এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতেই স্থিত এবং ব্রহ্মেতেই বিলীন হয়'। এই জগৎ যে, ব্রহ্ম হইতে কিরূপে উৎপন্ন হয়, এবং কিরূপেই বা তাঁহাতে বিলীন হয় এবং তাঁহা দ্বারাই বা কিরূপে জীবিত থাকে, এখন তাহা বলিতে হইবে; আর অব্যবহিত পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, একটি বিদ্বান্ ভোজন করিলেই এই জগৎ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহাও, সর্ব্বভূতস্থ আত্মার একত্ব অবধারিত হইলেই উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু আত্মভেদে [হইতে পারে] না; সেই একত্বই বা কিরূপে [সিদ্ধ হয়]। এই সমস্ত বিষয় অবধারণের জন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে—

শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস, তꣳ হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো, বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ॥৪৪৬॥১

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" ইত্যত্র জগতো যৎ ব্রহ্মণো জন্ম তত্রৈব স্থিতিঃ লয়শ্চোক্তঃ, তদুপপাদনায় আত্মন একত্বপ্রতিপাদনায় চ অয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে—

'হ' শব্দ ঐতিহ্যার্থঃ। আরুণেয়ঃ—(অরুণস্য অপত্যং পুমান্—আরুণিঃ, তস্য অপত্যম্ আরুণেয়ঃ, অরুণস্য পৌত্র ইতি যাবৎ)। শ্বেতকেতুর্নাম আরুণের

আস (বভূব), তং (শ্বেতকেতুং) হ (ঐতিহ্যে) পিতা (আরুণিঃ) উবাচ (উক্তবান্)—হে শ্বেতকেতো, ব্রহ্মচর্য্যং বস, (অবলম্বস্ব) [ত্বমিতি শেষঃ]। বৈ (যতঃ) হে সোম্য (প্রিয়দর্শন), অস্মৎকুলীনঃ (অস্মাকং বংশজঃ) [কশ্চিদপি] অননূচ্য (বেদান্ অনধীত্য) ব্রহ্মবন্ধুঃ ইব (ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য বন্ধুঃ, ন তু স্বয়ং ব্রাহ্মণোচিতাচারবানিতি ভাবঃ, স ইব—ব্রহ্মবন্ধুসদৃশঃ ন ভবতি ইতি, (ইতিশব্দো বাক্যসমাপ্তৌ)॥

শ্রুতির 'হ' শব্দটি ঐতিহ্যবোধক অর্থাৎ ঘটনার পুরাতনত্ববোধক; শ্বেতকেতু নামক আরুণেয়, অর্থাৎ অরুণের পৌত্র ছিলেন। তাহাকে পিতা (আরুণি) বলিলেন—শ্বেতকেতো, তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর; কারণ, আমাদের বংশোৎপন্ন কেহই বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় হয় নাই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পিতাপুত্রাখ্যায়িকা বিদ্যায়াঃ সারিষ্ঠত্বপ্রদর্শনার্থা। শ্বেতকেতুরিতি নামতঃ, হ ইত্যৈতিহ্যার্থম্। আরুণেয়ঃ অরুণস্য পৌত্রঃ আস বভূব। তং পুত্রং হ আরুণিঃ পিতা যোগ্যং বিদ্যাভাজনং মন্বানস্তস্যোপনয়নকালাত্যয়ঞ্চ পশ্যন্নুবাচ—হে শ্বেতকেতো, অনুরূপং গুরুং কুলস্য নো গত্বা বস ব্রহ্মচর্য্যম্। ন চৈতদ্যুক্তম্, যৎ অস্মৎকুলীনো হে সোম্য অননূচ্য অনধীত্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি, ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্ত ইতি। তস্য অতঃ প্রবাসোঽনুমীয়তে পিতুঃ, যেন স্বয়ং গুণবান্ সন্ পুত্রং নোপনেষ্যতি॥৪৪৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—ব্যবহিতং সম্বন্ধম্ উক্ত্বা অব্যবহিতং তমাদর্শয়তি—অনন্তরং চেতি। অধ্যায়তাৎপর্য্যম্ উক্ত্বা আখ্যায়িকাতাৎপর্য্যমাহ—পিতেতি। পিতা প্রতিবক্তা পুত্রশ্চ প্রষ্টা ইত্যেবংবিধেয়ম্ আখ্যায়িকা। সা চ বিদ্যায়াঃ সারিষ্ঠত্বদ্যোতনার্থা। পিতা হি পুত্রায় সারতমমেবোপদিশতীত্যর্থঃ। কুলস্যানুরূপমিত্যাদিবচনাৎ ন কুলাধমস্য গুরুত্বমিতি গম্যতে। ব্রহ্মচর্য্যমধ্যয়নার্থমিতি শেষঃ। গত্বেত্যাদিবচনান্ মাণবকাধীনম্ অধ্যয়নম্ ইতি সূচিতম্। মা ভূদুপনয়নমধ্যয়নং চেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চৈতদ্যুক্তমিতি। কিমিতি পিতা স্বয়মেবোপনীয় পুত্রং নাধ্যাপয়তি তত্রাহ—তস্যেতি। অতঃশব্দঃ স্বগৃহবিষয়ঃ। অনুমানং কল্পনং, তত্র কল্পকমাহ—যেনেতি॥৪৪৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পিতা ও পুত্রঘটিত আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য বিদ্যার সারবত্তা বা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন। 'হ' শব্দটি ঐতিহ্য বা পুরাবৃত্ততাজ্ঞাপক। শ্বেতকেতু নামে আরুণেয় অর্থাৎ অরুণের পৌত্র ছিলেন। পিতা আরুণি তাঁহাকে বিদ্যার উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া এবং তাঁহার উপনয়নের কাল অতীত হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, হে শ্বেতকেতো, আমাদের উপযুক্ত গুরুর নিকট যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য বাস কর। হে সোম্য, আর এটাও উচিত হয় না যে, আমাদের বংশীয় কেহ অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধুর ন্যায় থাকে। [ব্রহ্ম-বন্ধু অর্থ—] ব্রাহ্মণগণকে কেবল বন্ধু বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণোচিত আচার-সম্পন্ন নহে।

এই উপদেশ হইতে অনুমিত হইতেছে যে, শ্বেতকেতুর পিতা প্রবাসে যাইবেন, নচেৎ নিজে এরূপ গুণবান্ হইয়াও কেন পুত্রের উপনয়ন দিবেন না॥৪৪৬॥১

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ ॥৪৪৭॥২

[পিত্রা এবমাদিষ্টঃ] সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ (ঐতিহ্যে) দ্বাদশবর্ষঃ (দ্বাদশবর্ষবয়স্কঃ সন্) উপেত্য (গুরুসমীপং গত্বা—ব্রহ্মচর্য্যম্ অবলম্ব্য ইতি ভাবঃ) চতুর্ব্বিংশতিবর্ষঃ [বভূব], [তাবতা চ কালেন সঃ] সর্ব্বান্ (চতুরোঽপি) বেদান্ অধীত্য মহামনাঃ (মহান্—অন্যৈরসমানোঽহম্ ইতি মনো যস্য, স তথোক্তঃ)। অনূচানমানী (অনূচানং অধীয়ানং আত্মানং মন্যতে ইতি তথাস্বভাবঃ)। স্তব্ধঃ (অবিনীতস্বভাবঃ সন্) এয়ায় (পিতৃগৃহম্ আগতবান্)। হে সোম্য শ্বেতকেতো, নু (বিতর্কে) [ত্বং] যৎ ইদং (যৎ 'ইদং' ইতি ক্রিয়াবিশেষণং) মহামনাঃ অনূচানমানী স্তব্ধঃ [চ] অসি (ভবসি), উত (প্রশ্নে) তম্ আদেশং (আচার্য্যোপদেশমাত্রলভ্যং) অপ্রাক্ষ্যঃ (পৃষ্টবান্ অসি) ? [ত্বমিতি শেষঃ]॥

সেই শ্বেতকেতু পিতার ঐরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশবর্ষ বয়সে গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া গম্ভীরচিত্ত, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও স্তব্ধ অর্থাৎ অবিনীতস্বভাব হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হে সোম্য শ্বেতকেতো, তুমি কি সেই আদেশটি (আচার্য্যের উপদেশমাত্রলভ্য বিষয়টি) [আচার্য্যকে] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সঃ পিত্রোক্তঃ শ্বেতকেতুঃ হ দ্বাদশবর্ষঃ সন্ উপেত্যাচার্য্যং যাবৎ চতুর্ব্বিংশতিবর্ষো বভূব, তাবৎ সর্ব্বান্ বেদান্ চতুরোঽপি অধীত্য তদর্থঞ্চ বুদ্ধা মহামনাঃ—মহৎ গম্ভীরং মনো যস্য অসমমাত্মানম্ অন্যৈর্মন্যমানং মনো যস্য, সোঽয়ং মহামনাঃ, অনূচানমানী—অনূচানমাত্মানং মন্যত ইত্যেবংশীলো যঃ, সোঽনূচানমানী, স্তব্ধঃ অপ্রণতস্বভাব এয়ায় গৃহম্। তম্ এবম্ভূতং হ আত্মনোঽননুরূপশীলং স্তব্ধং মানিনং পুত্রং দৃষ্ট্বা পিতা উবাচ সদ্ধর্ম্মাবতারচিকীর্ষয়া শ্বেতকেতো, যৎ নু ইদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধশ্চাসি, কস্তে অতিশয়ঃ প্রাপ্ত উপাধ্যায়াৎ উত অপি তমাদেশম্—আদিশ্যত ইত্যাদেশঃ কেবলশাস্ত্রাচার্য্যোপদেশগম্যমিত্যেতৎ, যেন বা পরং ব্রহ্ম আদিশ্যতে, স আদেশঃ, তম্ অপ্রাক্ষ্যঃ পৃষ্টবানসি আচার্য্যম্ ? ॥৪৪৭॥২

আনন্দগিরিঃ।—অনূচানোঽনুবচনসমর্থঃ। কর্ম্মব্যুৎপত্ত্যা করণব্যুৎপত্ত্যা চ আদেশশব্দো ব্যাখ্যাতঃ ॥৪৪৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।—পিতার আদেশপ্রাপ্ত শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়সে গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া যাবৎ চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হয়, তাবৎ কালে সমস্ত বেদ, অর্থাৎ চারিটি বেদই অধ্যয়ন করিয়া এবং তাহার অর্থও অবগত হইয়া মহামনাঃ—মহৎ অর্থাৎ গম্ভীর (অচঞ্চল) যাহার মন, অর্থাৎ যাঁহার মন আপনাকে অন্যের অসমান (উৎকৃষ্ট) বলিয়া বোধ করে, তিনিই এই মহামনাঃ, যিনি আপনাকে অনূচান—অধ্যেতা বা ব্যাখ্যানিপুণ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন; যিনি ঈদৃশস্বভাবসম্পন্ন, তিনিই অনূচানমানী ও স্তব্ধ অর্থাৎ অপ্রণতস্বভাব (নম্রতা-রহিত) [এবংবিধ ভাবে] গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পিতা (আরুণি) এবম্ভূত পুত্রকে আপনার অননুরূপ-স্বভাব (বিপরীত-স্বভাব)—উদ্ধত ও অভিমানী দেখিয়া উত্তম ধর্ম্মগ্রহণে উন্মুখ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন—হে শ্বেতকেতো, তুমি যে এই প্রকার মহামনা (অতিগম্ভীরচিত্ত), অনূচান-মানী—অধ্যয়নগর্ব্বান্বিত ও স্তব্ধ (অবিনীতস্বভাব) হইতেছ; উপাধ্যায়ের নিকট হইতে তোমার এমন বিশেষ কি লাভ হইয়াছে? [জিজ্ঞাসা করি,] তুমি সেই আদেশ—যাহা আদিষ্ট হয়, তাহার নাম আদেশ, অর্থাৎ যাহা কেবল শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম আদিষ্ট (উপদিষ্ট) হন, তাহার নাম আদেশ, আচার্য্যকে সেই আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি? ॥৪৪৭॥২

যেনাশ্রুতꣳ শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥৪৪৮॥৩

যেন (আদেশেন শ্রুতেন, মতেন, জ্ঞাতেন চ সতা) অশ্রুতং (শ্রবণাবিষয়ী-ভূতমপি অন্যৎ) শ্রুতং ভবতি, অমতং (অতর্কিতং অবিচারিতমপি) মতং (বিচারিতং) ভবতি; অবিজ্ঞাতং (নিশ্চয়তোঽজ্ঞাতমপি) বিজ্ঞাতং (বিশেষেণ জ্ঞাতং ভবতি) ইতি॥

যাহা দ্বারা অর্থাৎ যাহা শুনিলে, মনন করিলে ও জানিলে পর অপর অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিশেষরূপে জ্ঞাত—জ্ঞানগোচর হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তমাদেশং বিশিনষ্টি—যেনাদেশেন শ্রুতে অশ্রুতমপি অন্যৎ শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্ অতর্কিতং তর্কিতং ভবতি, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্

অনিশ্চিতং নিশ্চিতং ভবতীতি। সর্ব্বানপি বেদান্ অধীত্য সর্ব্বং চান্যৎ বেদ্যমধিগম্যাপি অকৃতার্থ এব ভবতি, যাবদাত্মতত্ত্বং ন জানাতীতি আখ্যায়িকাতোঽবগম্যতে। তদেতদদ্ভুতং শ্রুত্বাহ—কথং নু এতদপ্রসিদ্ধমন্যবিজ্ঞানেনান্যদ্ বিজ্ঞাতং ভবতীতি এবং মন্বানঃ পৃচ্ছতি—কথং নু কেন প্রকারেণ হে ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥৪৪৮॥৩

আনন্দগিরিঃ।—কিমিত্যধীত্য সর্ব্ববেদমধিগততদর্থং চ পুত্রমাত্মবিদ্যামধিকৃত্য পিতা পৃচ্ছতি তস্য সর্ব্ববেদাধ্যয়নাদিনৈব কৃতার্থত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বানপীতি। তদেতদদ্ভুতং শ্রুত্বা আহেত্যুক্তং বিবৃণোতি—কথং ন্বিতি ॥৪৪৮॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই আদেশটিই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—যে আদেশটি শ্রুত হইলে অন্যান্য অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, অর্থাৎ তর্ক দ্বারা যাহা জানা হয় নাই তাহাও তর্কিত হয়, অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত অর্থাৎ যাহা নিশ্চয়রূপে জানা হয় নাই, তাহাও নিশ্চিত হয়। মানুষ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া এবং অপরাপর সমস্ত বিজ্ঞেয় বিষয় অবগত হইয়াও অকৃতার্থ ই থাকে, যে পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব জানিতে না পারে; ইহাই উক্ত আখ্যায়িকা হইতে প্রতীত হইতেছে। [শ্বেতকেতু] এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা আবার কি প্রকার?—অন্য বিজ্ঞানে যে, অন্য পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, ইহা ত প্রসিদ্ধও নহে; এইরূপ মনে করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন—হে ভগবন্, কি প্রকারে ঐরূপ আদেশ হইতে পারে? ॥৪৪৮॥৩

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতꣳ স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥৪৪৯॥৪

হে সোম্য, যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন [বিজ্ঞাতেন] সর্ব্বং মৃন্ময়ং (মৃত্তিকাবিকারঃ) বিজ্ঞাতং স্যাৎ (ভবেৎ)। [বিজ্ঞানপ্রকারমেব আহ—] বাচারম্ভণং (বাক্যারব্ধং শব্দমাত্রাবলম্বনং) নামধেয়ং (নামৈব) বিকারঃ (কার্য্যরূপঃ), [বস্তুতস্তু] 'মৃত্তিকা' ইত্যেব সত্যম্ (তত্ত্বম্)। [বিকারাকারনাশে মৃত্তিকারূপেণ পর্য্যবসানাদিতি ভাবঃ] ॥

হে সোম্য, একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায়, অর্থাৎ জানা যায় যে, মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার (কার্য্য পদার্থ) কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা স আদেশো ভবতি, তচ্ছৃণু—হে সোম্য, যথা লোকে একেন মৃৎপিণ্ডেন রুচককুম্ভাদিকারণভূতেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যৎ তদ্বিকারজাতং

মৃন্ময়ং মৃদ্‌বিকারজাতং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। কথং মৃৎপিণ্ডে কারণে বিজ্ঞাতে কার্য্যমন্যদ্বিজ্ঞাতং স্যাৎ? নৈষ দোষঃ, কারণেনানন্যত্বাৎ কার্য্যস্য। যৎ মন্যসে অন্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে অন্যন্ন জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেবং স্যাৎ, যদ্যন্যৎ কারণাৎ কার্য্যং স্যাৎ, নত্বেবমন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্। কথং তর্হীদং লোকে 'ইদং কারণম্, অয়মস্য বিকারঃ' ইতি? শৃণু,—বাচারম্ভণং বাগারম্ভণং বাগালম্বনমিত্যেতৎ। কোঽসৌ? বিকারঃ নামধেয়ম্ নামৈব নামধেয়ং, স্বার্থে ধেয়ট্‌প্রত্যয়ঃ। বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মৃত্তিকেত্যেব মৃত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি ॥৪৪৯॥৪

আনন্দগিরিঃ।—মৃন্ময়মিত্যস্য ব্যাখ্যা মৃদ্বিকারজাতমিতি। তদ্‌যথা মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন বিজ্ঞাতং স্যাৎ, তথা অন্যদপি সর্ব্বং কারণেন বিজ্ঞাতেন তদ্‌বিকারজাতং বিজ্ঞাতং ভবতীতি যোজনা। অন্যবিজ্ঞানাৎ অন্যবিজ্ঞানম্ অদৃষ্টত্বাৎ অশ্লিষ্টমিতি শঙ্কতে—কথমিতি। কার্য্যকারণয়োরন্যত্বাসিদ্ধের্নৈবমিতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। তদেব স্ফুটয়তি—যন্মন্যস ইত্যাদিনা। অন্যত্বাভাবে লোকপ্রসিদ্ধিবিরোধং শঙ্কতে—কথং তর্হীতি। বাচারম্ভণমিত্যত্র বাচেতি তৃতীয়া ষষ্ঠ্যর্থে দ্রষ্টব্যা। নামধেয়মিত্যস্যার্থং কথয়তি—নামৈবেতি। বিকারস্য মিথ্যাত্বে কিং পরমার্থতোঽস্তি ইত্যাশঙ্ক্যাহ—মৃত্তিকেত্যেবেতি ॥৪৪৯॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—সেই উপদেশ যেরূপে হইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর, হে সোম্য, জগতে একটি মাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ ঘটরুচকাদি মৃন্ময় পদার্থের কারণীভূত একখণ্ড মৃত্তিকা জানিলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় (মৃত্তিকাজাত) পদার্থ জানা হইয়া যায়। ভাল, কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ড পরিজ্ঞাত হইলেই অপর সমস্ত মৃত্তিকা-বিকার বিজ্ঞাত হয় কিরূপে? না,—ইহা দোষাবহ হয় না, যেহেতু কার্য্য বস্তুটি কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে। তুমি যে মনে করিতেছ, অন্য (এক) পদার্থ জানিলে অন্য পদার্থ জানা যায় না; ইহা সত্য হইতে পারিত, যদি কার্য্য পদার্থ টি কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ বস্তু হইত; বাস্তবিকপক্ষে কার্য্য কিন্তু কারণ হইতে অন্য নহে। ভাল, তাহা হইলে লোকব্যবহারে 'ইহা কারণ, ইহা তাহার কার্য্য' এরূপ ভেদব্যবহার হয় কিরূপে? শ্রবণ কর,—ইহা কেবল বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাক্যাশ্রিত। ইহা কি? ইহা বিকার; নামধেয় অর্থ নামই; স্বার্থে (নাম অর্থে) 'ধেয়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে। [অভিপ্রায় এই যে,] বাক্যারব্ধ নামই একমাত্র ঘটাদি বিকার বলিয়া [তদতিরিক্ত) কোন বস্তু নাই; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু 'মৃত্তিকা' ইহাই, অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য বস্তু, (বিকার কেবল কথামাত্র) (১) ॥৪৪৯॥৪

---

(১) তাৎপর্য্য—মূল শ্রুতি অপেক্ষাও ভাষ্যাংশ কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া পড়িয়াছে। তাই এ বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। পিণ্ডাকার মৃত্তিকা হইতে লোক ঘট শরা প্রভৃতি

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ॥৪৫০॥৫

হে সোম্য, যথা একেন লোহমণিনা (সুবর্ণপিণ্ডেন) [বিজ্ঞাতেন সতা] অন্যৎ সর্ব্বং লোহময়ং (সুবর্ণময়ং বস্তু) বিজ্ঞাতং স্যাৎ (তৎ সর্ব্বং সুবর্ণমেব, ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিৎ সত্যম্ ইতি বিশেষেণ জ্ঞাতং ভবেৎ)—বাচারম্ভণং নামধেয়ং (নামৈব) বিকারঃ, 'লোহম্' ইত্যেব সত্যম্ [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ] ॥

হে সোম্য, একটিমাত্র লোহমণি (সুবর্ণপিণ্ড) জানিলেই যেমন অপর সমস্ত লোহময় (সুবর্ণময়) পদার্থ বিজ্ঞাত হয়—বাক্যাত্মক নামই হইতেছে বিকার বা লোহময় পদার্থ, বস্তুতঃ লোহই হইতেছে সত্য ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা চ সোম্য, একেন লোহমণিনা সুবর্ণপিণ্ডেন সর্ব্বমন্যদ্ বিকারজাতং কটক-মুকুট-কেয়ূরাদি বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণমিত্যাদি সমানম্ ॥৪৫০॥৫

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৫০॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, একটি লোহমণি অর্থাৎ সুবর্ণপিণ্ড দ্বারা যেমন অপর সমস্ত সুবর্ণবিকার বলয়, মুকুট ও কেয়ূরাদি পদার্থ বিজ্ঞাত হয়। "বাচারম্ভণম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৪৫০॥৫

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্, এবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি ॥৪৫১॥৬

হে সোম্য, যথা একেন নখনিকৃন্তনেন (নখচ্ছেদিনা, নখনিকৃন্তনস্য কারণভূতেন কৃষ্ণায়সপিণ্ডেন) সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং (কৃষ্ণায়সবিকারজাতং) বিজ্ঞাতং স্যাৎ—বাচারম্ভণং নামধেয়ং বিকারঃ, 'কৃষ্ণায়সম্' ইত্যেব সত্যম্

প্রস্তুত করিয়া থাকে, সুতরাং মৃৎপিণ্ড হইতেছে কারণ, আর ঘট শরাদি হইতেছে তাহার কার্য্য। কোন বুদ্ধিমান্ লোক যদি একটি মাত্র মৃৎপিণ্ডকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, এবং যদি ইহাও বুঝিতে পারে যে, এই মৃত্তিকাখণ্ড হইতেই ঘট-শরা প্রভৃতি মৃন্ময় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সমস্ত মৃন্ময় পদার্থই একপ্রকার জানা হইয়া গেল। সে লোক বুঝিল যে, জগতে যত রকম মৃন্ময় বস্তু আছে, সমস্তই মৃত্তিকার বিকার বা অবস্থান্তর—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আকারে অবস্থিত মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃন্ময় পদার্থের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই মৃত্তিকা, তাহার উপর কেবল 'ঘট-শরা' প্রভৃতি এক একটা নাম সংযোজিত হইয়াছে মাত্র, ঐ নামগুলি বাদ দিলেও উহাদের মৃত্তিকারূপটি অক্ষতই থাকে, কিন্তু মৃত্তিকা বাদ দিলে আর উহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না; অতএব মৃত্তিকাই উহাদের সত্য বস্তু, কার্য্যাবস্থা কেবল একটা নামের উপর নির্ভর করিতেছে মাত্র।

ইতি (কৃতব্যাখ্যানমেতৎ)। হে সোম্য, সঃ (ময়োক্তঃ) আদেশশ্চ এবং ভবতি ইতি॥

হে সোম্য, একটিমাত্র নখনিকৃন্তন (নরুণ) অর্থাৎ তৎকারণ কৃষ্ণায়স দ্বারা যেমন অপর সমস্ত কৃষ্ণায়স (ইস্পাতবিকার) বিজ্ঞাত হয়, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। হে সোম্য, আমি যাহার কথা বলিয়াছি, সেই আদেশও ঠিক এই রূপই বটে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা সোম্য, একেন নখনিকৃন্তনেনোপলক্ষিতেন কৃষ্ণায়সপিণ্ডেনেত্যর্থঃ; সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং কৃষ্ণায়সো বিকারজাতং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। সমানমন্যৎ। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানং দার্ষ্টান্তিকানেকভেদানুগমার্থম্, দৃঢ়প্রতীত্যর্থঞ্চ। এবং সোম্য, স আদেশঃ, যো ময়োক্তঃ, ভবতি। ইত্যুক্তবতি পিতরি আহেতরঃ॥৪৫১॥৬

আনন্দগিরিঃ।—একেনৈব দৃষ্টান্তেন বিবক্ষিতার্থসিদ্ধৌ কিমনেকদৃষ্টান্তোপাদানেন, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অনেকেতি॥৪৫১॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, একটি নখনিকৃন্তন (নরুণ) অর্থাৎ তৎকারণীভূত কৃষ্ণায়সপিণ্ড (ইস্পাত লৌহখণ্ড) দ্বারা যেমন সমস্ত কার্ষ্ণায়স অর্থাৎ কৃষ্ণায়সজাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়। অন্যাংশ পূর্ব্ববৎ। হে সোম্য, আমি যাহার কথা বলিয়াছি, সেই আদেশটিও এইরূপই হয়। দার্ষ্টান্তিকগত বহুপ্রকার ভেদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ়তর প্রতীতি সমুৎপাদনার্থ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। পিতা এই কথা বলিলে পর অপর (পুত্র) বলিলেন—॥৪৫১॥৬

ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি, ভগবাꣳস্ত্বেব মে তদ্ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ॥৪৫২॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ॥৬॥১॥

[পিত্রা এবমুক্তঃ শ্বেতকেতুরাহ]—ভগবন্তঃ (পূজনীয়াঃ) তে (উপাধ্যায়াঃ) ন বৈ (নৈব) এতৎ (একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং) অবেদিষুঃ (বিদিতবন্তঃ), যৎ (যদি) হি (নিশ্চয়ে) এতৎ অবেদিষ্যন্, মে (মহ্যং প্রিয়শিষ্যায়) কথং ন অবক্ষ্যন্ (অকথয়িষ্যন্), ইতি (অস্মাৎ হেতোঃ) ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) এব তু তৎ মে (মহ্যং) ব্রবীতু ইতি। হে সোম্য, তথা (এবম্ অস্তু, অহমেব বক্ষ্যামীত্যর্থঃ) ইতি হ (ঐতিহ্যে) উবাচ (উক্তবান্) [পিতা]—॥

[পিতা এইরূপ বলিলে পর শ্বেতকেতু বলিলেন,] পূজনীয় সেই অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয়ই এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানবার্ত্তা জানিতেন না; যদি জানিতেন, [তাহা হইলে] কেন আমাকে বলিতেন না, অর্থাৎ আমাকে উপদেশ না করাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি ইহা জানিতেন না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ন বৈ নূনং ভগবন্তঃ পূজাবন্তো গুরবো মম যে, তে এতদ্ যদ্‌ভবদুক্তং বস্তু, নাবেদিষুর্ন বিজ্ঞাতবন্তো নূনম্। যদ্ যদি হি অবেদিষ্যন্ বিদিতবন্ত এতদ্বস্তু, কথং মে গুণবতে ভক্তায়ানুগতায় ন অবক্ষ্যন্ নোক্তবন্তঃ, তেনাহং মন্যে—ন বিদিতবন্ত ইতি। অবাচ্যমপি গুরোর্ন্যগ্‌ভাবমবাদীৎ পুনর্গুরুকুলং প্রতি প্রেষণভয়াৎ। অতো ভগবাংস্ত্বেব মে মহ্যং তদ্বস্তু, যেন সর্ব্বজ্ঞত্বং জ্ঞাতেন মে স্যাৎ, তৎ ব্রবীতু কথয়তু, ইত্যুক্তঃ পিতোবাচ—তথাস্তু সোম্যেতি ॥৪৫২॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১॥

আনন্দগিরিঃ।—ন বা ইত্যাদিপ্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে—ভগবান্ ইতি। তেষামজ্ঞানে হেতুমাহ—যদিত্যাদিনা। ননু শ্বেতকেতুর্গুরূণামজ্ঞানমাচক্ষাণো গুরুদ্রোহী প্রত্যবায়ী স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অবাচ্যমপীতি। গুরূণামজ্ঞানম্ অতঃশব্দার্থঃ॥ ৪৫২॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাঁহারা আমার ভগবান্ পূজনীয় গুরু [গৌরবে বহুবচন।] তাঁহারা, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা নিশ্চয়ই বিশেষরূপে অবগত নহেন। যদি নিশ্চয়ই এই বিষয় জানিতেন, গুণবান্ ভক্ত ও অনুগত শিষ্য আমাকে কেন বলিলেন না? তাহাতেই (আমাকে না বলাতেই) মনে করিতেছি যে, [তাঁহারা] এ বিষয় জানিতেন না। পাছে পুনশ্চ গুরুগৃহে প্রেরণ করেন, এই ভয়ে অবাচ্য হইলেও গুরুর ন্যূনতা বলিলেন। অতএব যাহা জ্ঞাত হইলে আমার সর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে, সেই বিষয়টি ভগবান্ (পূজনীয় আপনিই) আমাকে বলুন। এই কথা বলিলে পর পিতা বলিলেন—হে সোম্য, তথাস্তু (সেইরূপই হউক) ॥৪৫২॥৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক-আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ॥৪৫৩॥১

[সাম্প্রতং পিতুরুক্তির্নিরুচ্যতে "সদেব" ইত্যাদি]। হে সোম্য, ইদং (নামরূপাভিব্যক্তং জগৎ) অগ্রে (উৎপত্তেঃ প্রাক্) একম্ অদ্বিতীয়ং সৎ (বিদ্যমানং) এব (নিশ্চয়ে) আসীৎ। তৎ (তত্র—উক্তে অর্থে) একে (বৈনাশিকাঃ বৌদ্ধাঃ) আহুঃ (কথয়ন্তি)—ইদং (জগৎ) অগ্রে একম্ অদ্বিতীয়ম্ অসৎ (অবিদ্যমানং—অভাবরূপং) এব আসীৎ; অস্মাৎ অসতঃ (অভাবাৎ) সৎ (ভাবরূপং কার্য্যং) জায়ত (অজায়ত—উৎপন্নং)। অত্র অড়ভাবঃ ছান্দসঃ ॥

[এখন পিতার উক্তি বলা হইতেছে—] হে সোম্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। এবিষয়ে অপরে (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) বলেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ—অবিদ্যমান-অভাব-স্বরূপই ছিল, সেই অসৎ হইতেই সৎস্বরূপ এই জগৎ জন্মিয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সদেব—সদিতি অস্তিতামাত্রং বস্তু সূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষং সর্ব্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানম্, যদবগম্যতে সর্ব্ববেদান্তেভ্যঃ। এব শব্দোঽবধারণার্থঃ। কিং তদবধ্রিয়তে? ইত্যাহ—ইদং জগৎ, নামরূপক্রিয়াবৎ বিকৃতমুপলভ্যতে যৎ, তৎ সদেবাসীদিতি আসীচ্ছব্দেন সম্বধ্যতে। কদা সদেবেদমাসীদিতি, উচ্যতে—অগ্রে জগতঃ প্রাক্ উৎপত্তেঃ। কিং নেদানীমিদং সৎ, যেন অগ্র আসীৎ ইতি বিশেষ্যতে? ন, কথং তর্হি বিশেষণম্? ইদানীমপীদং সদেব, কিন্তু নাম-রূপবিশেষণবদিদংশব্দবুদ্ধিবিষয়ং চ, ইতি ইদঞ্চ ভবতি। প্রাগুৎপত্তেস্তু অগ্রে কেবলসচ্ছব্দ-বুদ্ধিমাত্রগম্যমেবেতি "সদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যবধার্য্যতে। নহি প্রাগুৎপত্তেঃ নামবৎ রূপবদ্বা ইদমিতি গ্রহীতুং শক্যং বস্তু সুষুপ্তকালে ইব। যথা সুষুপ্তাদুত্থিতঃ সত্ত্বমাত্রমবগচ্ছতি—সুষুপ্তে সন্মাত্রমেব কেবলং বস্তিতি, তথা প্রাগুৎপত্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ।

যথেদমুচ্যতে লোকে—পূর্ব্বাহ্নে ঘটাদি-সিসৃক্ষুণা কুলালেন মৃৎপিণ্ডং প্রসারিতমুপলভ্য গ্রামান্তরং গত্বা প্রত্যাগতোঽপরাহ্নে তত্রৈব ঘটশরাবাদ্যনেক-

ভেদভিন্নং কার্য্যমুপলভ্য মৃদেবেদং ঘটশরাবাদি কেবলং পূর্ব্বাহ্নে আসীৎ ইতি; তথা ইহাপ্যুচ্যতে—'সদেবেদমগ্র আসীৎ' ইতি।

একমেবেতি। স্বকার্য্যপতিতমন্যৎ নাস্তীত্যেকমেবেত্যুচ্যতে। অদ্বিতীয়মিতি। মৃদ্ব্যতিরেকেণ মৃদো যথা অন্যদ্‌ঘটাদ্যাকারেণ পরিণময়িতৃকুলালাদিনিমিত্তকারণং দৃষ্টম্, তথা সদ্ব্যতিরেকেণ সতঃ সহকারি কারণং দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে—অদ্বিতীয়মিতি, নাস্য দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরং বিদ্যত ইত্যদ্বিতীয়ম্।

নন্ু বৈশেষিকপক্ষেঽপি সৎসামানাধিকরণ্যং সর্ব্বস্যোপপদ্যতে, দ্রব্যগুণাদিষু সচ্ছব্দবুদ্ধ্যনুবৃত্তেঃ—'সৎ দ্রব্যম্, সন্ গুণঃ, সৎকর্ম্ম' ইত্যাদিদর্শনাৎ। সত্যমেবং স্যাদিদানীম্ প্রাগুৎপত্তেস্তু নৈব ইদং কার্য্যং সদেবাসীৎ ইত্যভ্যুপগম্যতে বৈশেষিকৈঃ, প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্যাসত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। ন চ একমেব সদদ্বিতীয়ং প্রাগুৎপত্তেরিচ্ছন্তি। তস্মাদ্বৈশেষিকপরিকল্পিতাৎ সতোঽন্যৎ কারণমিদং সদুচ্যতে মৃদাদিদৃষ্টান্তেভ্যঃ।

তৎ তত্র হ এতস্মিন্ প্রাগুৎপত্তের্বস্তুনিরূপণে একে বৈনাশিকা আহুঃ বস্তু নিরূপয়ন্তঃ—অসৎ সদভাবমাত্রং প্রাগুৎপত্তেরিদং জগদেকমেব অগ্রে অদ্বিতীয়মাসীৎ ইতি। সদভাবমাত্রং হি প্রাগুৎপত্তেস্তত্ত্বং কল্পয়ন্তি বৌদ্ধাঃ; ন তু সৎপ্রতিদ্বন্দ্বি বস্ত্বন্তরমিচ্ছন্তি। যথা, সচ্চাসদিতি গৃহ্যমাণং যথাভূতং তদ্বিপরীতং তত্ত্বং ভবতীতি নৈয়ায়িকাঃ।

নন্ু সদভাবমাত্রং প্রাগুৎপত্তেশ্চেদভিপ্রেতং বৈনাশিকৈঃ, কথং প্রাগুৎপত্তেঃ ইদমাসীৎ অসদেকমেবাদ্বিতীয়ঞ্চেতি কালসম্বন্ধঃ সংখ্যাসম্বন্ধোঽদ্বিতীয়ত্বং চোচ্যতে তৈঃ? বাঢ়ম্; ন যুক্তং তেষাং ভাবাভাবমাত্রমভ্যুপগচ্ছতাম্। অসত্ত্বমাত্রাভ্যুপগমোঽপ্যযুক্ত এব, অভ্যুপগন্তুরনভ্যুপগমানুপপত্তেঃ। ইদানীমভ্যুপগন্তা অভ্যুপগম্যতে, ন প্রাগুৎপত্তেরিতি চেৎ, ন, প্রাগুৎপত্তেঃ সদভাবস্য প্রামাণ্যাভাবাৎ প্রাগুৎপত্তেরসদেবেতি কল্পনানুপপত্তিঃ। নন্ু কথং বস্ত্বাকৃতেঃ শব্দার্থত্বে অসদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি পদার্থ-বাক্যার্থোপপত্তিঃ? তদনুপপত্তৌ চেদং বাক্যমপ্রমাণং প্রসজ্যেতেতি চেৎ, নৈষ দোষঃ সদ্গ্রহণনিবৃত্তিপরত্বাদ্বাক্যস্য। সদিত্যয়ং তাবৎ শব্দঃ সদাকৃতিবাচকঃ। একমেবাদ্বিতীয়মিত্যেতৌ চ সচ্ছব্দেন সমানাধিকরণৌ, তথা ইদমাসীদিতি চ। তত্র নঞ্ সদ্বাক্যে প্রযুক্তঃ সদ্বাক্যমেবাবলম্ব্য সদ্বাক্যার্থবিষয়াং বুদ্ধিং সদেকমেবাদ্বিতীয়মিদমাসীদিত্যেবংলক্ষণাং ততঃ সদ্বাক্যার্থাৎ নিবর্ত্তয়তি, অশ্বারূঢ় ইব অশ্বালম্বনোঽশ্বং তদভিমুখবিষয়ান্নিবর্ত্তয়তি, তদ্বৎ; ন তু পুনঃ সদভাবমেবাভিধত্তে। অতঃ পুরুষস্য বিপরীতগ্রহণনিবৃত্ত্যর্থপরমিদম্ অসদেবেত্যাদি বাক্যং প্রযুজ্যতে। দর্শয়িত্বা হি বিপরীতগ্রহণং ততো নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে, ইত্যর্থবত্ত্বাৎ অসদাদিবাক্যস্য শ্রৌতত্বং প্রামাণ্যঞ্চ সিদ্ধমিত্যদোষঃ। তস্মাদসতঃ সর্ব্বাভাবরূপাৎ সৎবিদ্যমানমজায়ত সমুৎপন্নম্। অড়ভাবশ্ছান্দসঃ ॥৪৫৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—যদ্‌বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং লভ্যতে, তদ্‌বিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতং প্রকটীকর্ত্তুং প্রথমং সর্ব্বস্য সন্মাত্রত্বং প্রতিজানীতে—সদেবেতি। সচ্ছব্দস্য সামান্যবিষয়ত্বং ব্যুদস্যতি—সদিতীতি। তস্য পৃথিব্যাদিভ্যো বিশেষং দর্শয়তি সূক্ষ্মমিতি।

আকাশাদিভ্যো বিশেষমাহ—নির্বিশেষমিতি। অন্ত্যবিশেষব্যাবৃত্ত্যর্থং বিশেষমাহ—সর্ব্বগতমিতি। তস্য তাটস্থ্যং ব্যাবর্ত্তয়তি—একমিতি। প্রত্যগভিন্নস্য তস্য সংসারিত্বং বারয়তি—নিরঞ্জনমিতি। নিষ্ক্রিয়ত্বেন তৎকূটস্থত্বমাহ—নিরবয়বমিতি। যথোক্তে বস্তুনি প্রমাণমাহ—যদবগম্যত ইতি।

বিশেষণানুসারেণ শঙ্কতে—কিং নেদানীমিতি। বর্ত্তমানদশায়াম্ অসত্ত্বং জগতো নাস্তীত্যাহ—নেতি। সদা সত্ত্বাবিশেষে বিশেষণং ন নির্বহতীতি শঙ্কতে—কথমিতি। কিং বিশেষণসামর্থ্যাৎ ইদানীম্ অসত্ত্বং জগতশ্চোদ্যতে? কিং বা বিশেষণস্যার্থবত্ত্বং পৃচ্ছ্যতে? তত্রাদ্যং দূষয়তি—ইদানীমপীতি। প্রত্যক্ষবিরোধাৎ ন বর্ত্তমানাবস্থায়াং জগদসত্ত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—কিংত্বিতি। যচ্চেদং বর্ত্তমানং জগন্নামরূপবিশেষণবদালক্ষ্যতে, তদিদংশব্দস্য তদ্বুদ্ধেশ্চ বিষয়ভাবেন স্থিতং ভবতীতি কৃত্বা ইদমিদানীমিত্যপি ব্যবহ্রিয়তে। তদেব ত্বগ্রে প্রাগুৎপত্তেঃ সচ্ছব্দস্তদ্বুদ্ধিশ্চেত্যেতাবন্মাত্রগম্যমেব ন ত্বিদংশব্দস্য তদ্বুদ্ধেশ্চ বিষয়ো ভবতীত্যগ্রে সদেবেদমাসীদিত্যবধার্য্যতে। তস্মাৎ বিশেষণমিদং শব্দবুদ্ধিব্যাবৃত্ত্যপেক্ষং প্রাক্কালীনে জগত্যবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অথাবর্ত্তমানাবস্থায়ামপি জগতঃ সত্ত্বে কিমিতি তত্রেদংশব্দবুদ্ধী ন ক্রমেতে, অত আহ—ন হীতি। যথা সুষুপ্তে কালে সদপি বস্তু নেদংশব্দবুদ্ধ্যোর্গোচরং, তথা প্রাগুৎপত্তেঃ সদপি জগন্নামবত্ত্বেন রূপবত্ত্বেন চ ইদমিতি ন ব্যবহর্ত্তুং শক্যম্, করণোপসংহারস্য উভয়ত্র তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ। সুষুপ্তেঽপি বস্তুনো ন সত্ত্বং, মানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। ন হি তত্র বস্তুনোঽসত্ত্বমুত্থিতস্য পরামর্শাৎ অনুভূতস্য অনুভবিতুশ্চাভাবে তদযোগাৎ। ন চ তত্র বিভক্তং বস্তু দৃশ্যতে, সুষুপ্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ তত্র কেবলসন্মাত্রং বস্ত্বিতি যথাবগমঃ, তথা প্রাগুৎপত্তেরপি সর্ব্বং সন্মাত্রং উক্তমেবেত্যর্থঃ।

উক্তমেবার্থং সংপ্রতিপন্নেন উদাহরণান্তরেণ সমর্থয়তে—যথেত্যাদিনা।

কিমিদং সদিত্যপেক্ষায়াং তল্লক্ষণমাহ—একমিতি। অবতারিতে লক্ষণবাক্যে প্রথমং বিশেষণয়োরর্থমাহ—স্বকার্য্যেতি। সজাতীয়স্বগতভেদহীনমিত্যর্থঃ। বিশেষণান্তরমাদায় ব্যাকরোতি—অদ্বিতীয়মিতীতি। বিজাতীয়ভেদশূন্যমিত্যর্থঃ।

যত্তুক্তং সৎসামানাধিকরণ্যাৎ সদেব সর্ব্বমিতি, তত্রারম্ভবাদী শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং কার্য্যস্য সৎসামানাধিকরণ্যং বর্ত্তমানদশায়াং পরপক্ষেঽপি সম্ভবতীত্যুচ্যতে? কিং বা প্রাগবস্থায়ামপি? ইতি বিকল্প্য আদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—প্রাগুৎপত্তেস্ত্বিতি। লক্ষণবাক্যঞ্চ পরপক্ষে দুর্য্যোজ্যমিত্যাহ—ন চেতি। বাক্যদ্বয়পর্য্যালোচনয়া পরপক্ষাসম্ভবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরৈকরূপ্যাদ্দৃষ্টান্তানাং কার্য্যকারণাভেদনিষ্ঠত্বাচ্চ বৈশেষিকপক্ষাসিদ্ধিরিত্যাহ—মৃদাদীতি।

বৈশেষিকপক্ষাসম্ভবেঽপি বৈনাশিকপক্ষো ভবিষ্যতি, ইতি শঙ্কতে—তত্ত্বত্রেতি। অসচ্ছব্দস্য তুচ্ছব্যাবৃত্তবিষয়ত্বং বারয়তি—অভাবমাত্রমিতি। সতোঽন্যৎ অসদিতি স্থিতে অসদ্বাদিনাপি প্রতিযোগিভূতং সদাস্থিতম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সদ্ভাবমাত্রমিতি। তদেব বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি—যথেতি। সদিতি যথাভূতম্,

অসদিতি চ ততো বিপরীতং গৃহ্যমাণং সচ্চাসচ্চেতি দ্বিবিধং তত্ত্বং ভবতি, ইতি যথা নৈয়ায়িকা বদন্তি দ্বে তত্ত্বে সদসতী ভাবাভাবৌ ইতি তৈরপ্যভ্যুপগমাৎ, ন তথা বৌদ্ধৈর্দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্টম্, সদত্যন্তাভাবঃ অসদিত্যভ্যুপগমাৎ। অপ্রতীতপ্রতিযোগিকাভাবস্যাত্যন্তাভাবতয়া শশবিষাণং নাস্তি, ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ।

তমিমং বৈনাশিকপক্ষং শিষ্যমুখেন দূষয়তি—নন্বিত্যাদিনা। শিষ্যোক্তিমঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। ভাবস্যযোঽভাবস্তন্মাত্রমসদিত্যভ্যুপগচ্ছতাং তেষাং পক্ষে ন যুক্তং কালসম্বন্ধাদি অসতঃ ইতি যুক্তমেব ত্বয়োক্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ তন্মতে বস্তু কস্যচিদসত্ত্বম্ ইষ্টং? সর্ব্বস্য বা? ইতি বিকল্প্য আদ্যম্ উপেত্য দ্বিতীয়ং দূষয়তি—অসত্ত্বেতি। কিমভ্যুপগন্তা যদা কদাচিৎ অভ্যুপগন্তব্যঃ? কিংবা প্রাগবস্থায়ামপি? ইতি বিকল্প্য আদ্যমঙ্গীকৃত্য দ্বিতীয়ং দূষয়ন্নাশঙ্কতে—ইদানীমিতি। স কিং তদানীং অসত্ত্বেনাভ্যুপগম্যতে? কিংবা তদভ্যুপগন্তুরভাবাৎ নাদ্য ইত্যাহ—ন প্রাগুৎপত্তেরিতি। ন দ্বিতীয়ঃ, প্রাগুৎপত্তের্জগদসদিত্যস্যাভ্যুপগন্তা সংপ্রতি অভ্যুপগম্যতে, তথা প্রাগবস্থায়াম্ অভ্যুপগন্তা সন্নিত্যস্যাপি অভ্যুপগন্তুঃ ইদানীন্ অভ্যুপগমসম্ভবাৎ। ন হি প্রাগুৎপত্তেস্তৎসত্ত্বে মানাভাবঃ। বিমতঃ কালো জ্ঞাতৃসত্তাবান্ কালত্বাৎ সংমতবদিত্যনুমানাদিত্যাহ—প্রাগুৎপত্তেরিতি। পরপক্ষং দূষয়িত্বা বাক্যতাৎপর্য্যং দর্শয়িতুং চোদয়তি—নন্বিতি। অন্যাপোহস্যাশব্দার্থত্বে সত্যপোহ বস্তুনস্তদর্থত্বে বা কথমসদিতিশব্দস্য অর্থসিদ্ধিরাকৃতেশ্চ মীমাংসকপ্রক্রিয়য়া শব্দার্থত্বে সত্যেকমদ্বিতীয়মিতিপদয়োরাকৃতিবাচকত্বাযোগাৎ অর্থানুপপত্তিস্তদভাবে চ পদার্থসংসর্গাত্মনো বাক্যার্থস্য অনুপপত্তিঃ, বাক্যার্থস্য অনুপপত্তৌ চ নির্বিষয়মিদং বাক্যম্ অপ্রমাণং স্যাদিত্যর্থঃ। সদভিনিবেশনিবৃত্ত্যর্থম্ ইদং বাক্যম্, ন তু শূন্যমেব সাক্ষাদভিধত্তে, তন্ন বাক্যাপ্রামাণ্যম্ ইতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। তথাপি কথম্ অসদাদিশব্দানাম্ অগৃহীতশক্তিত্বে বাক্যার্থোপপত্তিঃ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সদিত্যয়মিতি। একম্ অদ্বিতীয়ম্ ইতি শব্দদ্বয়বৎ ইদম্ আসীৎ ইতি চ শব্দৌ সচ্ছব্দেন সমানাধিকরণাবেবেত্যাহ—তথেতি। সদেবেত্যাদিবাক্যস্য উক্তবিধয়া অর্থবত্ত্বেঽপি কথম্ অসদেবেত্যাদিবাক্যম্ অর্থবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। ইবশব্দো যদ্বদিত্যস্মিন্নর্থে, তদ্বদিতি পৃথক্ প্রয়োগাৎ। কিমিতি বাক্যস্য সদভিনিবেশনিবৃত্তিপরত্বং সদভাবপরত্বমেব কিং ন স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ত্বিতি। অন্যসদভাবস্য অত্যন্তাভাবলক্ষণস্য তুচ্ছত্বাৎ শব্দশক্তিগোচরত্বাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। অন্যপরত্বাসম্ভবে সদভিনিবেশনিবৃত্তিপরত্বং বাক্যস্য সিদ্ধম্ ইত্যুপসংহরতি—অত ইতি। প্রাক্‌কালে পুরুষস্য সদভিনিবেশনিবৃত্তিরত্র বিবক্ষিতা চেৎ, তর্হি নঞ্‌পদমেব প্রযোক্তব্যম্, কিমিত্যসদেবেদম্ অগ্র আসীৎ ইতি প্রযুক্তম্? ইতি আশঙ্ক্যাহ—দর্শয়িত্বা হীতি। অথবা সদেবেত্যাদিনা স্বপক্ষম্ উক্ত্বা তদ্দৃঢ়ীকরণার্থত্বেন অসদেবেত্যাদিনা অনুবাদোঽয়মিতি। তাৎপর্য্যান্তরমাহ—দর্শয়িত্বা হীতি। প্রথমে পক্ষে তস্মাদিত্যাদিবাক্যস্য অর্থাভাবাদ্দ্বিতীয়ঃ পক্ষো গৃহীতঃ তত্র কারণস্য অসত্ত্বম্ উক্তং, ইদানীং কার্য্যস্যাপি তদ্দর্শয়তি—তস্মাদিতি। অজায়তেতি বক্তব্যে কথং শ্রুত্যা জায়তেতি প্রযুক্তম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অড়ভাব ইতি ॥৪৫৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—'সদেব' 'সৎ' অর্থ অস্তিত্বমাত্র (বিদ্যমানতা বা সত্তামাত্র), নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বগত, এক, নিরঞ্জন (নির্দ্দোষ) ও নিরবয়ব বিজ্ঞানস্বরূপ সূক্ষ্ম বস্তু, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়। 'এব' শব্দের অর্থ অবধারণ। সেই কোন্ বস্তুটি অবধারিত হইতেছে, তাহা বলিতেছেন—এই জগৎ, যাহা নামরূপ ও ক্রিয়াসম্বন্ধবশতঃ বিকৃত (বিকার প্রাপ্ত) বলিয়া প্রতীতি-গোচর হইতেছে, তাহা 'সৎ'ই ছিল, এইরূপে 'আসীৎ'পদের সহিত সম্বন্ধ হইতেছে। ইহা কোন্ সময় সৎস্বরূপই ছিল, তাহা বলিতেছেন, অগ্রে—জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে।

ভাল, তাহা হইলে এখন কি ইহা সৎ নহে? যে, 'অগ্রে সৎ ছিল' বলিয়া বিশেষিত করা হইতেছে। না,—তাহা নহে। তবে ঐরূপ বিশেষ করা হইতেছে কিরূপে? হাঁ, এখনও ইহা সৎই বটে, অধিকন্তু [এখন] নাম ও রূপ-বিশেষণে যুক্ত (বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ও আকৃতি সম্পন্ন) এবং 'ইদং' (ইহা) এইরূপ শব্দ ও বুদ্ধির বিষয়ও বটে; এই জন্যই 'ইদং'-শব্দবাচ্যও হইতেছে (১); কিন্তু অগ্রে—উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবলই 'সৎ' ইত্যাকার শব্দ ও বুদ্ধিগম্যই ছিল; এই কারণে 'ইহা অগ্রে সৎই ছিল' বলিয়া অবধারণ করা হইতেছে। সুষুপ্তি সময়ের ন্যায় উৎপত্তির পূর্ব্বেও কোন পদার্থকে ইহা নামবিশিষ্ট বা রূপবিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে (জানিতে) পারা যায় না। সুপ্তোত্থিত লোক যেরূপ অস্তিত্ব মাত্র অবগত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে যেরূপ কেবল বস্তু-সত্তাই অনুভূত হইয়া থাকে উৎপত্তির পূর্ব্বেও তদ্রূপ।

যেমন ব্যবহারে জগতে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, কোন লোক পূর্ব্বাহ্নে ঘটাদিনির্ম্মাণেচ্ছুক কুম্ভকার কর্ত্তৃক প্রসারিত মৃত্তিকাপিণ্ড দর্শন করিয়া গ্রামান্তরে যাইয়া অপরাহ্নে পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া সেই স্থানে বহুবিধ ঘটশরাবাদি প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিয়া [বলিয়া থাকে,] 'পূর্ব্বাহ্নে এই ঘট ও শরা প্রভৃতি কেবলই মৃত্তিকারূপে ছিল; 'অগ্রে ইহা সৎস্বরূপই ছিল' এই কথাও ঠিক তদ্রূপই বলা হইতেছে।

"একম্ এব" অর্থ—স্বীয় কার্য্য ভাবাপন্ন অন্য কিছুমাত্র নাই, এইজন্য 'একম্ এব' (একই) বলা হইতেছে। "অদ্বিতীয়ম্"—অর্থ—মৃত্তিকাকে ঘটাদি আকারে পরিণত করিবার জন্য যেমন মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র নিমিত্ত কারণ

---

(১) তাৎপর্য্য—'ইদং' অর্থ—যাহা প্রত্যক্ষগোচর বা প্রত্যক্ষযোগ্য; যাহার নাম বা আকৃতিবিশেষ নাই, তাহা সৎ—বর্ত্তমান থাকিলেও কখনই প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং 'ইদং' পদে নির্দ্দেশার্হও হইতে পারে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ বর্ত্তমানই ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানের ন্যায় কোনরূপ নাম বা রূপ (আকৃতি) ছিল না; কাজেই উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন জগৎকে অন্য কোন প্রকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না; তাই শ্রুতি উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, 'সদেব' কথায় তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহা দ্বারা জগতের বর্ত্তমান কালীন সত্তা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে না। বুঝিতে হইবে, জগৎ এখনও যেমন সৎ, পূর্ব্বেও তেমনই সৎস্বরূপই ছিল; এই মাত্র বিশেষ যে, এখন জগতে বিভিন্ন প্রকার নাম ও আকৃতি অভিব্যক্ত থাকায়, সে সমুদয়ই নির্দ্দেশের পক্ষে যথেষ্ট, আর উৎপত্তির র্ব্বে সে সমস্ত না থাকায় কেবল 'সৎ' স্বরূপ ভিন্ন বলিবার উপায় নাই।

কুম্ভকারাদির অপেক্ষা দৃষ্ট হয়, তেমনি সৎ হইতে পৃথক্ দ্বিতীয় কোন বস্তু সৎ-পদার্থের সহকারিরূপে প্রাপ্ত ছিল, 'অদ্বিতীয়' পদে তাহারই প্রতিষেধ করা হইতেছে। ইহার দ্বিতীয় অপর কোনও বস্তু নাই, এইজন্য তিনি অদ্বিতীয়।

ভাল কথা, বৈশেষিক-মতেও ত সর্ব্বপদের সৎসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' পদের সহিত সৎপদের অভেদে বিশেষণবিশেষ্যভাব উপপন্ন হইতে পারে? কেননা, 'দ্রব্য সৎ' 'গুণ সৎ' 'কর্ম্ম সৎ' ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্টে জানা যায় যে, দ্রব্য গুণাদি পদার্থেও 'সৎ' শব্দ ও 'সৎ' বুদ্ধির অনুবৃত্তি রহিয়াছে। হাঁ, এখন এইরূপ হইতে পারে সত্য, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে এই কার্য্য-জগৎ যে সৎস্বরূপই ছিল, ইহা বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন না; কেননা, তাঁহারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্তাই স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বে যে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিল, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন না। অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে, কারণরূপে অভিহিত এই সৎবস্তুটি বৈশেষিকগণের পরিকল্পিত সৎপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

'তৎ' অর্থ—তাহাতে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন এই বস্তু নিরূপণ বিষয়ে, অপরে অর্থাৎ বৈনাশিক (বিনাশবাদী) বৌদ্ধগণ বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া বলিয়া থাকেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ—সতের অভাবমাত্র (অসত্তামাত্র) ছিল; কারণ, বৌদ্ধগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে সত্তার অভাবকেই বস্তুতত্ত্ব বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সত্যের প্রতিপক্ষ অপর কোন বস্তুভূত অসৎ পদার্থ কল্পনা করেন না। যেমন নৈয়ায়িকগণ সৎ ও অসৎরূপে প্রতীয়মান পদার্থ নিচয়ের মধ্যে সৎস্বরূপকে যথাভূত বা সত্য, আর অসৎপদার্থকে তদ্বিপরীত বা অযথাভূত বলিয়া (সৎ ও অসৎ) দ্বিবিধ তত্ত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন; [বৌদ্ধগণ ত আর সেরূপ কল্পনা করেন না, পরন্তু অসৎ—অভাবস্বরূপই একমাত্র তত্ত্ব পরিকল্পনা করিয়া থাকেন]। (১)

ভাল, উৎপত্তির পূর্ব্বে যদি সদভাবমাত্রই (সতের অভাব—অসৎ মাত্রই) বৈনাশিকগণের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এ জগৎ এক

---

(১) তাৎপর্য্য—বৈনাশিক বৌদ্ধগণ বলেন—অসৎ—অভাবই একমাত্র তত্ত্ব; সেই অভাব হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয়; সৃষ্টির পূর্ব্বে 'সৎ' বলিয়া বস্তুভূত কোন পদার্থ ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও যেমন কারণীভূত মৃৎপিণ্ডাদি-ধ্বংসের—অভাবের পর ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সৃষ্টির প্রাক্কালের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ—অভাব হইতেই সৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব অসৎ—অভাবই একমাত্র তত্ত্ব। এখন নৈয়ায়িকের সঙ্গে উক্ত বৌদ্ধমতের প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—নৈয়ায়িকেরা বলেন মূলতঃ দুই শ্রেণীর পদার্থ—সৎ ও অসৎ। কারণ-মাত্রই সৎ, আর কার্য্যমাত্রই অসৎ; অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের কোনরূপ সত্তা থাকে না, কেবল কারণেরই সত্তা থাকে। সৎ স্বরূপ সেই মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ হইতেই অসৎ—অবিদ্যমান ঘটাদি কার্য্য পদার্থ অভিনব জন্ম লাভ করিয়া থাকে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য পদার্থের সত্তা না থাকিলেও পরে তাহাদের সত্তা উপস্থিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নৈয়ায়িকের সঙ্গে বৌদ্ধমতের সাম্য নাই, অনেক প্রভেদ আছে। ভাষ্যকার এখানে তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

অদ্বিতীয় ও অসৎই ছিল, এইরূপে অতীতকালের সহিতও একত্ব সংখ্যার সহিত সম্বন্ধ এবং অদ্বিতীয়ত্বই বা তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন কিরূপে? হাঁ একথা সত্য, কিন্তু একমাত্র সতের অভাবমাত্রবাদী তাহাদের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হয় না। বিশেষতঃ, অভ্যুপগন্তার অর্থাৎ অসত্ত্বপক্ষ স্বীকারকারী একজন কর্ত্তার অস্তিত্ব যখন স্বীকার না করিলে চলে না, তখন তাহাদের কেবলই অসত্ত্বের অভ্যুপগম বা স্বীকারোক্তিও যুক্তিযুক্ত হয় না। যদি বল, বর্ত্তমান সময়ে অভ্যুপগমকারী (স্বীকারকর্ত্তা) স্বীকার করা হয়, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে নহে, না—তা হইলে ত উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন সদভাব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঘটে; সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎই ছিল, এরূপ কল্পনাও উপপন্ন হয় না। যদি বল, বস্তুর আকৃতিই যখন পদার্থ (পদপ্রতিপাদ্য অর্থ), তখন 'এক অদ্বিতীয় অসৎই' এই সমস্ত পদের ও বাক্যের অর্থ উৎপন্ন হয় কিরূপে? (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যদি কোন বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে কোনরূপ বস্তুর আকৃতি থাকাও সম্ভবে না; সুতরাং 'এক ও অদ্বিতীয়' প্রভৃতি শব্দেরও কোন অর্থই হইতে পারে না, কাজেই বাক্যার্থও সম্ভবে না।) পদার্থ ও বাক্যার্থের অনুপপত্তি হইলেই সুতরাং ঐ বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে। না—ইহা দোষ হয় না; যেহেতু 'সৎ' প্রতীতির নিবৃত্তি করাই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য। 'সৎ' শব্দটি সাধারণতঃ সৎপদার্থের আকৃতিবাচক, এবং 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' পদ দুইটিও ঐ 'সৎ' পদের সমানাধিকরণ, অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধে বিশেষণ; সেইরূপ 'ইদম্' 'আসীৎ' এই পদও (সমানাধিকরণ) তন্মধ্যে 'সৎ' পদের পূর্ব্বে প্রযুক্ত নঞ্ (অ) পদটি সেই 'সৎ' পদকে অবলম্বন করিয়া সদ্‌বাক্যার্থবিষয়ক 'ইহা এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল', এইরূপ বুদ্ধিকে সৎবাক্যের প্রকৃতার্থ হইতে নিবর্ত্তিত করিতেছে; অশ্বারূঢ় ব্যক্তি যেমন অশ্বকেই অবলম্বন করিয়া অশ্বের সম্মুখীন বস্তুর দিক্ হইতে অশ্বকে নিবৃত্ত করিয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। কিন্তু কেবল সতের অভাব মাত্রই বোধ করাইতেছে না। অতএব [বুঝিতে হইবে,] লোকের বিপরীত বুদ্ধিবৃত্তি নিবৃত্তি করিবার জন্যই এই "অসদেব" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। কেন-না, অগ্রে বিপরীত জ্ঞান প্রদর্শন করিলেই পরে তাহা হইতে নিবারণ করিতে পারা যায়; এইরূপ সার্থকতা থাকায় 'অসৎ' ইত্যাদি বাক্যের শ্রৌতত্ব (শ্রুতিসম্মতত্ব) এবং প্রামাণ্যও সিদ্ধ হইবে; সুতরাং ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ দোষাবহ নহে। সর্ব্ব পদার্থের অভাবাত্মক সেই অসৎ হইতে সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থরাশি সমুৎপন্ন হইল। "জায়ত" পদে যে, অকারাগম হয় নাই, তাহা ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগানুরোধে, (নচেৎ 'অজায়ত' হইতে পারিত) ॥৪৫৩॥১

কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥৪৫৪॥২

অসৎকারণতাপক্ষং নিরসিতুমাহ—"কুতস্তু" ইত্যাদি। হে সোম্য, কুতঃ

(কস্মাৎ প্রমাণাৎ) তু (পুনঃ) খলু (নিশ্চয়ে) এবং স্যাৎ ইতি—কথম্ (কেন প্রকারেণ) অসতঃ (অবিদ্যমানাৎ অবস্তুভূতাৎ কারণাৎ) সৎ (বস্তুভূতং কার্য্যং) জায়েত (উৎপদ্যেত) [অসতঃ সদুৎপত্তৌ প্রমাণং দৃষ্টান্তো বা নাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ], ইতি উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে)। তু (পূর্ব্বপক্ষ-নিবৃত্তৌ) অগ্রে ইদং (জগৎ) একং এব অদ্বিতীয়ং সৎ (বিদ্যমানং বস্তুভূতম্) এব আসীৎ (নাসদিতি ভাবঃ)॥

পিতা বলিলেন, হে সোম্য, কোন্ প্রমাণানুসারে এইরূপ হইতে পারে?—কি প্রকারে অসৎ হইতে সদুৎপত্তি হইতে পারে? পরন্তু নিশ্চয়ই অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদেতদ্বিপরীতগ্রহণং মহাবৈনাশিকপক্ষং দর্শয়িত্বা প্রতিষেধতি—কুতস্তু প্রমাণাৎ খলু হে সোম্য এবং স্যাৎ—অসতঃ সৎ জায়েত ইত্যেবং কুতো ভবেৎ? ন কুতশ্চিৎ প্রমাণাদেবং সম্ভবতীত্যর্থঃ। যদপি বীজোপমর্দ্দেঽঙ্কুরো জায়মানো দৃষ্টোঽভাবাদেবেতি, তদপ্যভ্যুপগমবিরুদ্ধং তেষাম্। কথম্? যে তাবদ্বীজাবয়বা বীজসংস্থানবিশিষ্টাঃ, তেঽঙ্কুরেঽপ্যনুবর্ত্তন্ত এব, ন তেষামুপমর্দ্দোঽঙ্কুরজন্মনি। যৎ পুনর্ব্বীজাকারসংস্থানম্, তদ্বীজাবয়বব্যতিরেকেণ বস্তুভূতং ন বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যতে, যদঙ্কুরজন্মন্যুপমৃদ্যেত। অথ তদস্তি অবয়বব্যতিরিক্তং বস্তুভূতম্, তথাচ সতি অভ্যুপগমবিরোধঃ। অথ সংবৃত্যা অভ্যুপগতং বীজসংস্থানরূপমুপমৃদ্যত ইতি চেৎ; কেয়ং সংবৃতির্নাম?—কিমসাবভাবঃ? উত ভাবঃ? ইতি। যদ্যভাবঃ, দৃষ্টান্তাভাবঃ। অথ ভাবঃ, তথাপি নাভাবাদঙ্কুরোৎপত্তিঃ, বীজাবয়বেভ্যো হ্যঙ্কুরোৎপত্তিঃ। অবয়বা অপ্যুপমৃদ্যন্ত ইতি চেৎ, ন, তদবয়বেষু তুল্যত্বাৎ,—যথা বৈনাশিকানাং বীজসংস্থানরূপোঽবয়বী নাস্তি, তথা অবয়বা অপীতি তেষামপ্যুপমর্দ্দানুপপত্তিঃ। বীজাবয়বানামপি সূক্ষ্মাবয়বাঃ তদবয়বানামপ্যন্যে সূক্ষ্মতরাবয়বাঃ, ইত্যেবং প্রসঙ্গস্যানিবৃত্তেঃ সর্ব্বত্রোপমর্দ্দানুপপত্তিঃ। সদ্বুদ্ধ্যনুবৃত্তেঃ সত্তানিবৃত্তিশ্চেতি সদ্বাদিনাং সত এব সদুৎপত্তিঃ সেৎস্যতি, ন তু অসদ্বাদিনাং দৃষ্টান্তোঽস্তি অসতঃ সদুৎপত্তেঃ। মৃৎপিণ্ডাদ্ঘটোৎপত্তির্দৃশ্যতে সদ্বাদিনাম্, তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চাভাবাৎ। যদ্যভাবাদেব ঘট উৎপদ্যেত, ঘটার্থিনা মৃৎপিণ্ডো নোপাদীয়েত, অভাবশব্দ-বুদ্ধ্যনুবৃত্তিশ্চ ঘটাদৌ প্রসজ্যেত; ন ত্বেতদস্তি; অতো নাসতঃ সদুৎপত্তিঃ।

যদপ্যাহুঃ—মৃদ্বুদ্ধের্ঘটবুদ্ধের্নিমিত্তমিতি মৃদ্বুদ্ধির্ঘটবুদ্ধেঃ কারণমুচ্যতে, ন তু পরমার্থত এব মৃদ্ঘটো বাস্তীতি, তদপি মৃদ্বুদ্ধির্বিদ্যমানা বিদ্যমানায়া এব

ঘটবুদ্ধেঃ কারণম্, ইতি নাসতঃ সদুৎপত্তিঃ। মৃদ্‌বুদ্ধি-ঘটবুদ্ধ্যোর্নিমিত্ত-নৈমিত্তিকতয়া আনন্তর্য্যমাত্রম্, ন তু কার্য্যকারণত্বমিতি চেৎ, ন, বুদ্ধীনাং নৈরন্তর্য্যে গম্যমানে বৈনাশিকানাং বহির্দৃষ্টান্তাভাবাৎ। অতঃ কুতস্তু খলু সোম্য এবং স্যাদিতি হোবাচ,—কথং কেন প্রকারেণ অসতঃ সজ্জায়েত ইতি; অসতঃ সদুৎপত্তৌ ন কশ্চিদপি দৃষ্টান্তপ্রকারোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ। এবমসদ্‌বাদিপক্ষমুন্মথ্য উপসংহরতি—"সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি স্বপক্ষসিদ্ধিম্।

নন্বু সদ্‌বাদিনোঽপি সতঃ সদুৎপদ্যত ইতি নৈব দৃষ্টান্তোঽস্তি, ঘটাদ্ ঘটান্তরোৎপত্ত্যদর্শনাৎ। সত্যমেবং ন সতঃ সদন্তরমুৎপদ্যতে, কিং তর্হি, সদেব সংস্থানান্তরেণাবতিষ্ঠতে, যথা সর্পঃ কুণ্ডলী ভবতি, যথা চ মৃৎ চূর্ণ-পিণ্ড-ঘট-কপালাদিপ্রভেদৈঃ। যদ্যেবং সদেব সর্ব্বপ্রকারাবস্থম্, কথং প্রাগুৎপত্তেঃ ইদমাসীদিত্যুচ্যতে? নন্বু ন শ্রুতং ত্বয়া, সদেবেত্যবধারণমিদং-শব্দবাচ্যস্য কার্য্যস্য। প্রাপ্তং তর্হি প্রাগুৎপত্তেরসদেবাসীৎ, ন ইদংশব্দবাচ্যম্, ইদানীমিদং জাতমিতি। ন, সত এব ইদং-শব্দবুদ্ধিবিষয়তয়াবস্থানাৎ, যথা মৃদেব পিণ্ডঘটাদিশব্দবুদ্ধিবিষয়ত্বেনাবতিষ্ঠতে, তদ্বৎ।

নন্বু যথা মৃৎ বস্তু, এবং পিণ্ডঘটাদ্যপি, তদ্বৎ সদ্‌বুদ্ধেরন্যবুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ কার্য্যস্য সতোঽন্যদ্‌বস্ত্বন্তরং স্যাৎ কার্য্যজাতম্, যথা অশ্বাৎ গৌঃ; ন পিণ্ডঘটাদীনামিতরেতরব্যভিচারেঽপি মৃত্ত্বাব্যভিচারাৎ। যদ্যপি ঘটঃ পিণ্ডং ব্যভিচরতি পিণ্ডশ্চ ঘটম্, তথাপি পিণ্ড-ঘটৌ মৃত্ত্বং ন ব্যভিচরতঃ; তস্মান্মৃন্মাত্রং পিণ্ডঘটৌ। ব্যভিচরতি তু অশ্বং গৌঃ, অশ্বো বা গাম্; তস্মান্মৃদাদিসংস্থানমাত্রং ঘটাদয়ঃ। এবং সৎসংস্থানমাত্রমিদং সর্ব্বমিতি যুক্তং প্রাগুৎপত্তেঃ সদেবেতি, বাচারম্ভণমাত্রত্বাদ্‌বিকারসংস্থানমাত্রস্য।

নন্বু নিরবয়বং সৎ,

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥"

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, নিরবয়বস্য সতঃ কথং বিকারসংস্থানমুপপদ্যতে? নৈব দোষঃ, রজ্জ্বাদ্যবয়বেভ্যঃ সর্পাদিসংস্থানবদ্ বুদ্ধিপরিকল্পিতেভ্যঃ সদবয়বেভ্যো বিকারসংস্থানোপপত্তেঃ। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এবং 'সদেব সত্যম্' ইতি শ্রুতেঃ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরমার্থত ইদং-বুদ্ধিকালেঽপি॥৪৫৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—কুতস্তু খল্বিত্যাদিবাক্যালোচনায়ামপি দ্বিতীয়ঃ পক্ষো গ্রাহ্য ইত্যভিপ্রেত্যাহ—তদেতদিতি। বিমতমভাবপুরঃসরং কার্য্যত্বাদঙ্কুরবদিতি প্রমাণং শঙ্কতে—যদপীতি। অপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বং মত্বা পরিহরতি—তদপীতি। বীজোপমর্দ্দেনাঙ্কুরোৎপত্তেরিষ্টত্বাৎ, কথম্ অপ্রসিদ্ধবিশেষণতেতি শঙ্কতে—কথমিতি। কিমঙ্কুরোৎপত্তৌ বীজাবয়বা উপমৃদ্যন্তে, কিং বা বীজাকারসংস্থানমিতি বিকল্প্যাদ্যং প্রত্যাহ—যে তাবদিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—যৎপুনরিতি। তৎ কিং পরমার্থবস্তু? কিং বা সংবৃতিসিদ্ধং? নাদ্যঃ অভ্যুপগমবিরোধাৎ ইত্যুক্তং। দ্বিতীয়ামুত্থাপয়তি—

অথ সংবৃত্যেতি। সংবৃতিং বিকল্পয়তি—কেয়মিতি। আদ্যে ভাবস্যাভাবাৎ উৎপত্তৌ দৃষ্টান্তাভাবঃ, সংবৃতেরবস্তুত্বেন চ বীজসত্তাসাধকত্বাদিত্যাহ—যদীতি। দ্বিতীয়মনূদ্য দূষয়তি—অথেতি। তত্ত্বং যয়া সংব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে সা সংবৃতিঃ লৌকিকী বুদ্ধিঃ, সা চেত্তাবন্নাপেষ্টা, তর্হি বীজাবয়বানাম্ অঙ্কুরাকারপরিণামাসিদ্ধেঃ দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। লৌকিকবুদ্ধিমনাশ্রিত্য পরমতমেবাদায় শঙ্কতে—অবয়বা ইতি। অসতি অবয়বিনি উপমর্দ্দাযোগবদবয়বেষ্বপি তদযোগস্য তুল্যত্বান্নেদং চোদ্যমিত্যুত্তরমাহ—তদবয়বেষ্বিতি। তদেব স্ফুটয়তি—যথেতি। নন্বস্মৎপক্ষে পরমাবয়বী নাস্তি, অবয়বাস্তু সন্ত্যেবেতি চেৎ তত্রাহ—বীজাবয়বানামপীতি। ন চাঙ্কুরজন্মন্যবয়বপরম্পরা বিশ্রান্তিভূমিরুপপদ্যতে, তস্যাঃ শূন্যত্বে তদুপমর্দ্দে সৎকারণবাদাপাতাৎ। অশূন্যত্বেঽপি কার্য্যত্বে কাদাচিৎকদ্রব্যস্য সাবয়বত্বেনোক্তদোষতাদবস্থ্যাৎ, অকার্য্যত্বে ভাবশ্চেদুপমর্দ্দাসিদ্ধিঃ, অভাবশ্চেৎ তদুপমর্দ্দে সৎকারণবাদাপত্তিরিতি ভাবঃ। অসদ্বাদস্য অপ্রামাণিকত্বমুক্ত্বা সদ্বাদস্য প্রামাণিকত্বমাহ—সদ্বুদ্ধীতি। পরমতে দৃষ্টান্তাভাবমুক্তমনূদ্য স্বমতে তৎসত্ত্বং চ সমুচ্চিনোতি—ন ত্বিতি। ঘটস্যাপ্যভাবাদেব উৎপত্তেরিষ্টত্বাৎ দৃষ্টান্তাসংপ্রতিপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদীতি। কিং চ, যদ্যস্যোপাদানং দৃষ্টং, তচ্ছব্দপ্রত্যয়ৌ তত্রানুবর্ত্তেতে যথা, তথা অভাবশ্চেদ্ ঘটাদেরুপাদানং, তচ্ছব্দধিয়ৌ তত্রানুবৃত্তে স্যাতাং, ন চানুবর্ত্তেতে, তস্মাদসতঃ সদুৎপত্তিরযুক্তেত্যাহ—অভাবেতি।

ভাবস্য সতো মৃৎপিণ্ডস্য ঘটাদিকারণত্বমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ উক্তং, তত্রান্বয়ব্যতিরেকয়োঃ অন্যথাসিদ্ধিমুদ্ভাবয়তি—যদপীতি। তস্মিন্ অপি পক্ষে ন মৎপক্ষক্ষতিরিত্যুত্তরমাহ—তদপীতি। যত্তূক্তং সদ্রূপায়া বুদ্ধেঃ সদ্রূপাং বুদ্ধিং প্রতি কারণত্বম্ ইতি, তদসিদ্ধম্, ইতি শঙ্কতে—মৃদ্ঘটবুদ্ধ্যোরিতি। সত্ত্বসিদ্ধৌ হি পূর্ব্বভাবিত্বং কারণত্বং কার্য্যত্বঞ্চ উত্তরভাবিত্বং যুক্তং, বুদ্ধীনাং চাসত্ত্বাদ্ আনন্তর্য্যমাত্রেণ ব্যবহ্রিয়তে নিমিত্তনৈমিত্তিকত্বমিত্যর্থঃ। অসতীনাম্ অপি বুদ্ধীনাং আনন্তর্য্যেণ নিমিত্তনৈমিত্তিকত্বম্ ইত্যেতন্ন শক্যং সম্ভাবয়িতুং দৃষ্টান্তাভাবাদিত্যুত্তরমাহ—ন বুদ্ধীনামিতি। কুতস্তু খল্বিত্যাদি বাক্যং ব্যাখ্যাতমুপসংহরতি—অত ইতি। পূর্ব্বমসতঃ সদুৎপত্তৌ দৃষ্টান্তাভাব উক্তঃ, ইদানীম্ অন্যদুপসংহৃতমিতি শঙ্কাং বারয়তি—অসত ইতি। স্বপক্ষসিদ্ধিমুপসংহরতীতি সম্বন্ধঃ।

সিদ্ধান্তেঽপি দৃষ্টান্তাসিদ্ধিস্তুল্যেতি শঙ্কতে—নন্বিতি। যদ্যপি মৃদো ঘটোৎপত্তিঃ দৃষ্টা, তথাপি ন মৃদো মৃদন্তরং ঘটাদ্ঘটান্তরম্ উৎপদ্যমানম্ উপলভ্যতে, তস্মান্ন সতঃ সদন্তরোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। কিং সদন্তরস্য সতঃ সকাশাদুৎপত্তিরেব বার্য্যতে, কিংবা কারণত্বং সতো নিরাক্রিয়তে, তত্রাদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। দ্বিতীয়ং নিরাকরোতি—কিং তর্হীতি। তত্রাপি দৃষ্টান্তাভাবমাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। কুণ্ডলীভাবে কার্য্যত্বপ্রসিদ্ধির্নাস্তীত্যাশঙ্ক্য উদাহরণান্তরমাহ—যথা চেতি। প্রভেদৈরবতিষ্ঠত ইতি সম্বন্ধঃ। সত এব সর্ব্বপ্রকারেণাবস্থানে প্রাক্কালিকং কার্য্যস্য সত্ত্ববচনমযুক্তং, তস্য সর্ব্বদা সত্ত্বাবিশেষাদিতি শঙ্কতে—যদ্যেবমিতি। প্রাগবস্থং হি কারণং সন্মাত্রত্বং চ কার্য্যস্যাবধার্য্যতে তথা চ কারণস্যৈব সতস্তেন তেনাকারেণ অবস্থানমিত্যঙ্গীকারেঽপি কার্য্যস্য প্রাক্কালিকং সত্ত্বাবধারণম্ অবিরুদ্ধম্ ইত্যুত্তরমাহ—নন্বিতি কার্য্যস্য কারণমাত্রত্বং চেদবধৃতং তর্হি কারণমেবাসীৎ, ন কার্য্যং, তদসদেব ইদানীং

জাতম্ ইত্যসৎকার্য্যবাদিমতম্ আয়াতম্ ইতি শঙ্কতে—প্রাপ্তমিতি। কারণস্যৈব কার্য্যরূপেণাবস্থানাৎ ন অসৎকার্য্যবাদাপত্তিরিতি দৃষ্টান্তেন পরিহরতি—নেত্যাদিনা।

বিমতমুপাদানাদ্ভিদ্যতে তদ্বিলক্ষণবুদ্ধিবিষয়ত্বাদ্ যথা অশ্ববুদ্ধিবিলক্ষণবিষয়ো মহিষস্ততো ভিদ্যতে। তথা চ কথং সত এব ইদংধীবিষয়ানির্ব্বাচ্যাবস্থাঙ্গীকারেণ অসৎকার্য্যবাদাপত্তিসমাধিরিতি চোদয়তি—নন্বিতি। বিলক্ষণবুদ্ধিবিষয়ত্বস্য ভেদমাত্রসাধকত্বে সিদ্ধসাধনং, তাত্ত্বিকভেদসাধকত্বে দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ ইত্যভিপ্রেত্যাহ—নেতি। কিঞ্চ কার্য্যস্য ব্যভিচারিত্বেন রজ্জুসর্পাদিবৎ মিথ্যাত্বানুমানাৎ অনির্বাচ্যসংস্থানাদেব কার্য্যবুদ্ধ্যালম্বনত্বং সতোঽঙ্গীকর্ত্তব্যম্ ইত্যাহ—পিণ্ডেতি। তদেব স্ফুটয়তি—যদ্যপীতি। মৃত্ত্বমন্তরেণ পিণ্ডঘটয়োঃ স্বরূপাভাবাদিতি তচ্ছব্দার্থঃ। অব্যভিচারে মৃত্ত্বমিত্যাদিদৃষ্টান্তঃ। অব্যভিচারফলমাহ—তস্মাদিতি। দৃষ্টান্তাগতমর্থং দার্ষ্টান্তিকে সমর্থয়তি—এবমিতি। পৃথগেব প্রথমানস্য কার্য্যস্য কথং সন্মাত্রত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচারম্ভণেতি।

কার্য্যমিথ্যাত্বং স্ফুটীকর্ত্তুং চোদয়তি—নন্বিতি। যথা স্বপ্নজ্ঞাতেভ্যো রজ্জ্বাদ্যবয়বেভ্যঃ সর্পাদিসংস্থানমনির্ব্বাচ্যমিষ্টং, তথা শ্রুতিজনিতজগৎকারণত্ববুদ্ধ্যনুপপত্ত্যা কল্পিতেভ্যঃ সতো মায়োপাধিকস্য অবয়বেভ্যঃ বিকারসংস্থানম্ উপপদ্যতে, তস্মাদয়ং দ্বৈতপ্রপঞ্চো ব্রহ্মবিবর্ত্তঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। ব্রহ্মবিবর্ত্তো জগদিত্যত্র শ্রুতিমনুকূলয়তি—বাচারম্ভণমিতি। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বে ফলিতম্ উপসংহরতি—একমেবেতি॥৪৫৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই বিপরীতগ্রহণাত্মক মহাবৈনাশিকপক্ষ প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—হে সোম্য, কোন্ প্রমাণেই বা এইরূপ হইতে পারে?—অসৎ হইতে যে সৎ (কার্য্য পদার্থ) জন্মিতে পারে, ইহা কোন্ প্রমাণে সিদ্ধ হইতে পারে? অর্থাৎ কোন প্রমাণেই ইহা হইতে পারে না। আর বীজধ্বংসে জায়মান অঙ্কুরও যে, অভাব হইতে [ভাবোৎপত্তির] দৃষ্টান্ত, তাহাও তাহাদের অভ্যুপগম বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। কি প্রকারে? যে সমস্ত বীজাবয়ব বীজের সংস্থানবিশিষ্ট (বীজাকৃতিসম্পন্ন), সে সমুদয় ত অঙ্কুরেও অনুবৃত্তই হইয়া থাকে; সুতরাং অঙ্কুরজন্মে সে সমস্ত বীজাবয়বের বিনাশ হয় না (১)। আর যে, বীজাকারে সংস্থান (গঠন), তাহাও বীজাবয়বাতিরিক্ত বস্তুভূত কোন পদার্থ বলিয়া বৈনাশিকগণও স্বীকার করে না; যাহা অঙ্কুরোৎপত্তির পর উপমর্দ্দিত বা বিনষ্ট হইবে। যদি বল,

(১) তাৎপর্য্য—বৈনাশিক বৌদ্ধগণ বলেন,—সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্রে কারণের ধ্বংস, পশ্চাৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। যথা, অগ্রে বীজটি নষ্ট হয়, পশ্চাৎ তদনুযায়ী অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু বীজ অক্ষত থাকিতে কস্মিন্ কালেও কোন অঙ্কুর জন্মে না বা জন্মিতে পারে না। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অসৎই (অভাবই) সমস্ত কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ; এই বিশাল জগতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ কোন সৎপদার্থই নহে, পরন্তু অবস্তুভূত অসৎ পদার্থই। এইজন্য তাঁহারা বলেন,—"অসতঃ সৎ জায়তে"।

তাহা ত অবয়বাতিরিক্ত বস্তুভূতই আছে, তাহা হইলেও [তাহাদের] অভ্যুপগমের (অর্থাৎ স্বীকৃত সিদ্ধান্তের) বিরোধ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, যদি বল, বীজ-সংস্থানের যে উপমর্দ্দ (বিনাশ) স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা কেবল সংবৃতিমূলক (ব্যবহারিকমাত্র)। [ভাল] এই সংবৃতি পদার্থটা কি?—ইহা কি অভাব? অথবা ভাবপদার্থ? যদি অভাব হয়, তবে দৃষ্টান্তের অভাব (১); আর যদি ভাবপদার্থ হয়, তাহা হইলেও অভাব হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি সম্ভব হইল না; কারণ, বীজাবয়বসমূহ হইতেই অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি বল, অবয়ব সমূহও ত বিনষ্ট হইয়া যায়; না—একথা হইতে পারে না, কারণ, অবয়ব সম্বন্ধেও সে কথা সমান; কেননা, বৈনাশিকের মতে যেমন বীজসংস্থান বা বীজাকৃতি অবয়বী নাই, তেমনি অবয়বও নাই; সুতরাং অবয়বসমূহের উপমর্দ্দের কথাও হইতে পারে না। বিশেষতঃ বীজাবয়বসমূহের যেমন সূক্ষ্ম-অবয়বসমূহ কল্পনা করিতে হইবে এইরূপ কল্পনা-প্রবাহের কোথাও বিশ্রাম না হওয়ায় আর উপমর্দ্দেরই সম্ভব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, [সমস্ত কার্য্যেই] সৎ-বুদ্ধির অনুবৃত্তি হওয়ায় [বুঝিতে হইবে,] সত্ত্বের নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং সদ্‌বাদীর অভিপ্রেত 'সৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয়' এই সিদ্ধান্তই সিদ্ধ হইবে; অথচ, অসদ্‌বাদীর পক্ষে অসৎ হইতে সদুৎপত্তির কোনও দৃষ্টান্ত নাই। সদ্‌বাদীর পক্ষে কিন্তু, মৃত্তিকাসদ্ভাবে সদ্ভাব, আর মৃত্তিকার অভাবে অভাব হয় বলিয়া, মৃত্তিকা-পিণ্ড হইতে ঘটোৎপত্তি [দৃষ্টান্তস্বরূপ] দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ অভাব হইতেই যদি ঘট উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ঘটার্থী ব্যক্তি মৃত্তিকা গ্রহণ করিত না, তা'ছাড়া অভাবশব্দ ও অভাব বুদ্ধিও ঘটে অনুবৃত্ত হইতে পারিত, [যেমন মৃন্ময় ঘটে মৃত্তিকাশব্দ ও মৃত্তিকা-বুদ্ধি অনুগত হইয়া থাকে, তেমনি]। অথচ সেরূপ ত কখনও হয় না। অতএব অসৎ হইতে কখনও কার্য্যোৎপত্তি হয় না।

আরও যে বলিয়া থাকেন—মৃত্তিকাজ্ঞানই ঘটজ্ঞানের কারণ, অর্থাৎ মৃত্তিকা-জ্ঞান হইতেই ঘটাকার-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, এই কারণে মৃত্তিকা-জ্ঞানকে ঘট-জ্ঞানের কারণ বলা হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা বা ঘট বলিয়া কোন পদার্থ নাই; (ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে) সেই মৃত্তিকা-জ্ঞানটি বর্ত্তমান থাকিয়াই ত ঘটাকার-জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে, [বিনষ্ট হইয়া আর উৎপাদন করে না];

---

(১) তাৎপর্য্য—বৈনাশিকগণ যে যে স্থলে কারণধ্বংস হইতে কার্য্যোৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে সেই সেই স্থলেও অভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, পরন্তু অবস্থান্তর-প্রাপ্ত সেই কারণের অবয়বসমূহ হইতেই কার্য্যোৎপত্তি এখানে হইয়া থাকে। সুতরাং অভাব হইতে কার্য্যোৎপত্তির কোনও দৃষ্টান্ত নাই।

সুতরাং এ পক্ষেও অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি [সিদ্ধ হইতেছে] না (২)। যদি বল, মৃত্তিকাবুদ্ধি ও ঘটবুদ্ধির কেবল নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবে পৌর্ব্বাপর্য্য মাত্র আছে, কিন্তু কার্য্য-কারণভাব নাই; অর্থাৎ অগ্রে মৃত্তিকা-জ্ঞান হয় বলিয়াই পশ্চাৎ ঘটাকার-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, বস্তুতঃ ঘটজ্ঞানের কালে মৃত্তিকাজ্ঞান বর্ত্তমান থাকিয়া কারণ হয় না। না—এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, বুদ্ধিসমূহের যে নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ অব্যবধানে পৌর্ব্বাপর্য্যসদ্ভাব, তদ্বিষয়ে বৈনাশিকগণের কোনরূপ বাহ্য-দৃষ্টান্ত নাই [কেননা, তাঁহাদের মতে বাহিরে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই]। এই কারণেই পিতা বলিলেন,—হে সোম্য, কোন্ প্রমাণে এরূপ হইতে পারে?—কি প্রকারেই বা অসৎ হইতে সৎ পদার্থ জন্মিতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, অসৎ হইতে সৎপদার্থের উৎপত্তিবিষয়ে কোনপ্রকার প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত নাই। [শ্রুতি] এইরূপে অসৎকারণত্ববাদীর সিদ্ধান্ত উন্মথিত করিয়া 'হে সোম্য, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইহা সৎস্বরূপই ছিল,' এই কথা বলিয়া স্বপক্ষসিদ্ধির উপসংহার করিতেছেন।

ভাল, সদ্‌বাদীর পক্ষেও ত সৎ হইতে যে সতের উৎপত্তি হয়, এ বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত নাই; কারণ ঘট হইতে ত অপর ঘটের উৎপত্তি দেখা যায় না। হাঁ, একটি সৎ হইতে অপর সৎ উৎপন্ন হয় না সত্য, তবে কিনা একটি সৎই অন্য আকারে অবস্থান করে মাত্র; যেমন [লম্বমান] সর্প কুণ্ডলী অর্থাৎ কুণ্ডলের ন্যায় গোলাকার হইয়া থাকে, এবং এক মৃত্তিকাই চূর্ণ, পিণ্ড, ঘট ও কপালাদি আকারভেদে [অবস্থান করিয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ]। আচ্ছা, এইরূপে এক সৎপদার্থই যদি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাপন্ন হয়, [তাহা হইলে,] 'উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল' একথা বলা হইতেছে কিরূপে? তুমি কি শোন নাই যে, 'সৎই' (সদেব) এই কথাটি 'ইদং'-শব্দ-প্রতিপাদ্য কার্য্যেরই (জগতেরই) [অস্তিত্ব] অবধারণ করিতেছে, অর্থাৎ এই 'সৎ এব' কথা দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইদংশব্দার্থ এই জগতেরই অস্তিত্ব অবধারণ করা হইয়াছে। ভাল, তাহা হইলে, জগৎ যখন এখন উৎপন্ন হইল, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে ত

---

(২) বিজ্ঞানবাদী—এক সম্প্রদায় বৌদ্ধ আছেন, তাঁহারা বলেন,—বাহিরে কোন বস্তুই সত্য নহে, সমস্তই মিথ্যা আবিদ্যক, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিতে কতকগুলি সংস্কার অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত রহিয়াছে; সেই সংস্কারগুলিই যখন জাগরিত বা উদ্‌বুদ্ধ হয়, তখনই আমরা বাহিরে ঐরূপ সংস্কারানুযায়ী এক একটি বস্তুর অস্তিত্ব মনে করিয়া থাকি, বাস্তবিক পক্ষে সে সমস্ত বাহ্য পদার্থ আন্তর বুদ্ধিবৃত্তি ভিন্ন কিছুই নহে। সেই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণই বলিয়া থাকেন যে, মৃত্তিকা ও ঘট বলিয়া বস্তুই নাই; সুতরাং তদুভয়ের কার্য্য-কারণভাব চিন্তা করা অনাবশ্যক; প্রকৃতপক্ষে অগ্রে যে, মৃত্তিকা বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান হইতেই

অসংই ছিল; ইদং-পদার্থ (জগৎ) যে ছিল না তাহাই পাওয়া গেল? না—তাহা নহে; কারণ, সেই সৎপদার্থই [বর্ত্তমান সময়ে] ইদং-শব্দ ও ইদমাকার বুদ্ধির বিষয়রূপে অবস্থান করিতেছেন মাত্র; মৃত্তিকাই যেমন পিণ্ড ও ঘটাদি শব্দ ও বুদ্ধির বিষয়রূপে অবস্থান করে, ইহাও তদ্রূপ।

ভাল, মৃত্তিকা যেমন একটি স্বতন্ত্র বস্তু, পিণ্ড ঘটাদিও তেমনই বটে; সেইরূপ ঘটাদি কার্য্য পদার্থ যখন সৎ-বুদ্ধি হইতে ভিন্ন বুদ্ধির বিষয় অর্থাৎ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয়, তখন অশ্ব হইতে গো যেমন পৃথক্ পদার্থ, তেমনি কার্য্য পদার্থগুলিও সৎপদার্থ হইতে পৃথক্ পদার্থ হইতে পারে। [অভিপ্রায় এই যে, জন্য পদার্থমাত্রই যদি সৎপদার্থের অবস্থান্তর মাত্র হইত; তাহা হইলে জন্য পদার্থগুলিও নিশ্চয়ই "সৎ" বলিয়া প্রতীত হইত; তাহা না হওয়ায়—ভিন্ন বুদ্ধির বিষয় হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, জন্য পদার্থগুলি সৎপদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্]। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, পিণ্ড ও ঘটাদির পরস্পর ব্যভিচার থাকিলেও অর্থাৎ পিণ্ডেতে ঘটত্ব বা ঘটে পিণ্ডত্ব না থাকিলেও, উহাদের মধ্যে মৃত্তিকাত্ব-ধর্ম্মের ব্যভিচার নাই। যদিও ঘট বস্তুটি পিণ্ডকে ছাড়িয়া থাকে, এবং পিণ্ডও ঘটকে ছাড়িয়া থাকে সত্য, তথাপি পিণ্ড ও ঘট, উভয়ই মৃন্মাত্র, অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। কিন্তু গো অশ্বকে, এবং অশ্বও গোকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে; [সুতরাং তাহাদের অভেদ সম্ভব হয় না]; অতএব ঘটাদি পদার্থগুলি মৃত্তিকা প্রভৃতিরই সংস্থান বা রূপান্তরমাত্র [অতিরিক্ত নহে]। এই প্রকার এই সমস্ত জগৎই সৎপদার্থের সংস্থানমাত্র, এবং বিকার-সংস্থান বা কার্য্যমাত্রই যখন কেবলই বাচারম্ভণস্বরূপ; সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে 'সৎ এব' (কেবল সৎই), এইরূপ অবধারণ করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

আপত্তি হইতেছে যে, পুরুষ (পরমাত্মা,) 'নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত (রজস্তমোগুণরহিত) নিরবদ্য (নির্দ্দোষ) নিরঞ্জন (পাপস্পর্শশূন্য), দিব্য, অমূর্ত্ত (মূর্ত্তিহীন নিরাকার), বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, এবং 'অজ' (জন্মরহিত)', ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] সৎপদার্থ নিরবয়ব; নিরবয়ব সৎপদার্থের বিকাররূপ পরিণাম সঙ্গত হয় কিরূপে? না—ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, রজ্জু প্রভৃতির অবয়ব হইতে যেমন সর্পাদি আকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি বুদ্ধি-

---

ঘটাকার জ্ঞান জন্মে; কাজেই সৎ হইতে সতের উৎপত্তির কথা আসিতে পারে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, এ পক্ষেও অগ্রে মৃত্তিকা-বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান বিদ্যমান থাকিয়াই যখন ঘটাকার জ্ঞান জন্মায়, তখন ত সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি সিদ্ধ হইল, অসৎ হইতে হইল না।

পরিকল্পিত সতের অবয়ব সমূহ হইতেও নিখিল বিকার-সংস্থান উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'বাক্যারব্ধ' যাহা তাহার নামই হইতেছে বিকার, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ; এইরূপ সৎপদার্থই (একমাত্র) 'সত্য' ইহা হইতেই (উক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইতেছে); অতএব, 'ইদং'-বুদ্ধিকালেও অর্থাৎ জগৎপ্রতীতি-সময়েও পরমার্থতঃ এক অদ্বিতীয়ই বটে ॥৪৫৪॥২

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত, তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্‌যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে ॥৪৫৫॥৩

[সাম্প্রতং সৃষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমুপক্রমতে—"তৎ" ইত্যাদি।] তৎ (পূর্ব্বোক্তং সৎ—ব্রহ্ম) ঐক্ষত (আলোচয়ামাস)—[অহং] বহু (নানাবিধং) স্যাং (ভবেয়ং) প্রজায়েয় (প্রকৃষ্টেন জাতো ভবেয়ম্) ইতি। [অনন্তরং] তৎ (সৎ ব্রহ্ম) তেজঃ অসৃজত, [পুনশ্চ] তৎতেজঃ (তেজউপহিতং ব্রহ্ম) ঐক্ষত (আলোচয়ামাস)—বহু স্যাং—প্রজায়েয় ইতি। [এবম্ ঈক্ষিত্বা] তৎ (তেজঃ) অপঃ (জলম্) অসৃজত। তস্মাৎ (অপাং তেজঃপ্রসূতত্বাৎ হেতোঃ) পুরুষঃ যত্র ক্ব চ (স্থানে) শোচতি (শোকং করোতি) বা (অথবা) স্বেদতে (ঘর্ম্মাক্তঃ ভবতি); তৎ (তত্র) তেজসঃ এব আপঃ (জলানি) অধিজায়ন্তে (প্রাদুর্ভবন্তি)॥

এখন সৃষ্টিপ্রণালী বর্ণনা করিতেছেন,—সেই পূর্ব্বোক্ত সৎ ব্রহ্ম ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব। [অতঃপর] তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন; সেই তেজ আবার ঈক্ষণ করিল—আমি বহু হইব—জন্মিব; [অনন্তর] সেই তেজই জল সৃষ্টি করিল। সেই হেতুই পুরুষ (প্রাণী) যে কোনও স্থানে শোক করে বা ঘর্ম্মাক্ত হয়, সেইখানেই তেজ (শারীর উষ্মা) হইতে অধিক পরিমাণে জল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ সৎ ঐক্ষত—ঈক্ষাং দর্শনং কৃতবান্। অতশ্চ ন প্রধানং সাংখ্যপরিকল্পিতং জগৎকারণম্, প্রধানস্যাচেতনত্বাভ্যুপগমাৎ। ইদন্তু সৎ চেতনম্, ঈক্ষিতৃত্বাৎ। তৎ কথমৈক্ষত, ইত্যাহ—বহু প্রভূতং স্যাং ভবেয়ম্, প্রজায়েয় প্রকর্ষেণোৎপন্তেয়। যথা মৃৎ ঘটাদ্যাকারেণ, যথা বা রজ্জ্বাদি সর্পাদ্যাকারেণ বুদ্ধিপরিকল্পিতেন। অসদেব তর্হি সর্ব্বম্, যদ্ গৃহ্যতে রজ্জুরিব সর্পাদ্যাকারেণ। ন, সত এব দ্বৈতভেদেন অন্যথা গৃহ্যমাণত্বাৎ নাসত্ত্বং কস্যচিৎ ক্বচিদিতি ব্রূমঃ। যথা সতোঽন্যদ্ বস্ত্বন্তরং পরিকল্প্য পুনস্তস্যৈব প্রাগুৎপত্তেঃ প্রধ্বংসাচ্চোর্দ্ধমসত্ত্বং ব্রুবতে তার্কিকাঃ, ন তথাস্মাভিঃ কদাচিৎ ক্বচিদপি সতোঽন্যদভিধানমভিধেয়ং বা বস্তু পরিকল্প্যতে; সদেব তু সর্ব্বমভিধানমভিধীয়তে চ যদন্যবুদ্ধ্যা, যথা রজ্জুরেব

সর্পবুদ্ধ্যা সর্প ইত্যভিধীয়তে, যথা বা পিণ্ডঘটাদি মৃদোঽন্যবুদ্ধ্যা পিণ্ডঘটাদিশব্দেনাভিধীয়তে লোকে; রজ্জুবিবেকদর্শিনাং তু সর্পাভিধান-বুদ্ধী নিবর্ত্তেতে, যথা চ মৃদ্বিবেকদর্শিনাং ঘটাদিশব্দ-বুদ্ধী, তদ্বৎ সদ্বিবেকদর্শিনামন্যবিকারশব্দ-বুদ্ধী নিবর্ত্তেতে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি, "অনিরুক্তেঽনিলয়নে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। এবমীক্ষিত্বা তৎ তেজোঽসৃজত তেজঃ সৃষ্টবৎ।

নন্বু "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরে, আকাশাদ্বায়ুঃ, ততঃ তৃতীয়ং তেজঃ শ্রুতম্, ইহ কথং প্রাথম্যেন তস্মাদেব তেজঃ সৃজ্যতে, তত এব চাকাশমিতি বিরুদ্ধম্? নৈব দোষঃ, আকাশ-বায়ুসর্গানন্তরং তৎ সৎ তেজোঽসৃজতেতি কল্পনোপপত্তেঃ। অথবা অবিবক্ষিত ইহ সৃষ্টিক্রমঃ; সৎকার্য্যমিদং সর্ব্বম্, অতঃ সদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যেতদ্বিবক্ষিতম্, মৃদাদিদৃষ্টান্তাৎ। অথবা, ত্রিবৃৎকরণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, তেজোঽবন্নানামেব সৃষ্টিমাচষ্টে। তেজ ইতি প্রসিদ্ধং লোকে দগ্ধৃ পক্তৃ প্রকাশকং রোহিতঞ্চেতি, তৎ সৎ সৃষ্টং তেজ ঐক্ষত—তেজোরূপসংস্থিতং সৎ ঐক্ষতেত্যর্থঃ। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি পূর্ব্ববৎ। তদপোঽসৃজত, আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ স্যন্দিন্যঃ শুক্লাশ্চেতি প্রসিদ্ধং লোকে। যস্মাৎ তেজসঃ কার্য্যভূতা আপঃ, তস্মাদ্‌যত্র ক্ব চ দেশে কালে বা শোচতি সন্তপ্যতে স্বেদতে প্রস্বিদ্যতে বা পুরুষস্তেজস এব তৎ তদাপোঽধিজায়ন্তে ॥৪৫৫॥৩

আনন্দগিরিঃ।—অদ্বিতীয়ত্বসমর্থনার্থমুত্তরবাক্যমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—তৎসদিতি। সচ্ছব্দবাচ্যং জগৎকারণং প্রধানমিতি কেচিৎ, তদপ্যেতেন নিরস্তমিত্যাহ—অতশ্চেতি। ঈক্ষাপূর্ব্বকারিত্বাদিতি যাবৎ। অচেতনত্বাভ্যুপগমাৎ ন তস্যেক্ষাপূর্ব্বকং স্রষ্টৃত্বমিতি শেষঃ। পরিণামবিবর্ত্তবাদাবাশ্রিত্য উদাহরণদ্বয়ম্। বহু স্যামিত্যাদিশ্রুতিতাৎপর্য্যং বক্তুং নিরস্তমেব চোদ্যমুদ্ভাবয়তি—অসদেবেতি। বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যনেনেক্ষিতুরেব কার্য্যাকারাপত্তিবচনেন বৈশেষিকাদিমতমেতন্নিরস্তমিতি শ্রুতিতাৎপর্য্যং-দর্শয়ন্ উত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। তদেব প্রপঞ্চয়তি—যথেত্যাদিনা। প্রতিজ্ঞাতমর্থং মতদ্বয়ানুসারেণ দৃষ্টান্তাভ্যাং স্পষ্টয়তি—যথা রজ্জুরিতি। অজ্ঞানান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং রজ্জুসর্পাদেরজ্ঞানময়ত্বং চ দ্বৈতাভিনিবেশস্য সন্মাত্রাবিবেকে সত্যেবোৎপত্তের্বিচারেণ তদ্‌বিবেকে চানুৎপত্তেঃ দ্বৈতমপ্যজ্ঞানময়মেব, তস্য তু তত্ত্বং সন্মাত্রমধিষ্ঠানং বাঙ্‌মনসাতীতমিত্যর্থঃ। তস্যাবাঙ্‌মনসাতীতত্বে প্রমাণমাহ—যত ইতি। অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদিত্যাদিবাক্যমাদিপদার্থঃ।

তৈত্তিরিয়কশ্রুতিবিরোধমাশঙ্কতে—নন্বিতি। তথাপি কথং বিরোধধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতি বিরুদ্ধমিতি। অস্যাং শ্রুতৌ সতঃ সকাশাদেব প্রাথম্যেন তেজঃ সৃজ্যমানমুচ্যতে, শ্রুত্যন্তরে তু তস্মাদেব সতঃ সকাশাদাকাশং প্রাথম্যেন সৃষ্টমিত্যুপদিষ্টং। তথাচ কথমিদং মিথো বিরুদ্ধম্ সিধ্যতি ইত্যর্থঃ। তৈত্তিরীয়শ্রুত্যনুসারেণ ছান্দোগ্যশ্রুতের্ব্যাখ্যানসম্ভবান্ন বিরোধোঽস্তীতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। সৃষ্টিক্রমস্য বিবক্ষিতত্বমঙ্গীকৃত্যোক্তং, তদেব নাস্তি. অদ্বিতীয়ত্বং তু সতো বিবক্ষিত-

মিতি পক্ষান্তরমাশ্রিত্যাহ—অথবেতি। তত্র গমকং দর্শয়তি—মৃদাদীতি মৃদাদি-কার্য্যং ঘটাদি, তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি, মৃদাদ্যেব তু সত্যমিতি দৃষ্টান্তোপাদানাদ্ ব্রহ্মণঃ সতস্তেজোঽবন্নাদি কার্য্যং তদতিরেকেণ নাস্তি, সন্মাত্রমেব সত্যমিতি দার্ষ্টা-ন্তিকেঽপি বিবক্ষিতং প্রতিভাতীত্যর্থঃ। তত্তেজোঽসৃজত ইত্যাদিশ্রুতে-তাৎপর্য্যান্তরমাহ—অথবা ত্রিবৃৎকরণস্যেতি। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীত্যাদৌ ত্রিবৃৎকরণস্যেষ্টত্বাৎ ত্রয়াণামেব ভূতানামিহ সৃষ্টিরুচ্যতে। নচৈবং পঞ্চীকরণম্ অবিবক্ষিতমিতি বাচ্যং, ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতৌ শ্রুত্যন্তরসিদ্ধাকাশাদিসৃষ্টে-রুপলক্ষণবৎ ত্রিবৃৎকরণশ্রুত্যা পঞ্চীকরণোপলক্ষণাৎ। তথাচ শ্রুত্যন্তরসিদ্ধয়ো-রাকাশবায্বোস্তেজঃপ্রভৃতিষ্বন্তর্ভাবমভিপ্রেত্য লঘূপায়েন সর্ব্বস্য সন্মাত্রত্বং মন্তব্যমিতি মন্বানা শ্রুতিস্ত্রিবৃৎকরণমেবাচক্ষাণা তদনুরোধেন ত্রয়াণামেব সৃষ্টিমাহেত্যর্থঃ। তেজসোঽচেতনস্য কথমিক্ষিতৃত্বমিত্যাশঙ্ক্য বাক্যার্থমাহ—তেজোরূপেতি। অপাং তেজঃকার্য্যত্বে লোকানুভবমনুকূলয়তি—যস্মাদিতি ॥৪৫৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সৎ (পরব্রহ্ম) ঈক্ষণ করিয়াছিলেন—দর্শন করিয়া-ছিলেন (আলোচনা করিয়াছিলেন)। এই ঈক্ষণ হইতেই [বুঝা যাইতেছে যে,] সাংখ্যদর্শন-পরিকল্পিত প্রধান (প্রকৃতি) জগৎকারণ নহে; কারণ, [তাহাদের মতে] প্রধানের অচেতনতা (জড়তা) স্বীকৃত হইয়াছে; এই সং-পদার্থটি কিন্তু চেতন; কারণ, ইনি ঈক্ষিতা (দ্রষ্টা) (১)। তিনি কি প্রকার ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন,—আমি বহু—প্রভূত (অনেক) হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব। মৃত্তিকা যেরূপ ঘটাদি আকারে, এবং রজ্জু প্রভৃতি যেরূপ মনঃকল্পিত সর্পাদি আকারে [পরিণত হয়, তদ্রূপ]। তাহা হইলে ত সর্পাদি আকারে দৃশ্যমান রজ্জুর ন্যায় যাহা কিছু জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, তৎ-সমস্তই অসৎ পদার্থ হইয়া পড়িল। না—আমরা বলি, সৎপদার্থ ই (ব্রহ্মই) বিবিধ দ্বৈতাকারে অন্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং কখনও কোন পদার্থ অসৎ নহে। তার্কিকগণ (নৈয়ায়িকগণ) যেরূপ প্রথমে সদ্ভিন্ন (অসৎ) বলিয়া অপর বস্তু কল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার সেই অসৎ বস্তুরই উৎপত্তির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পরে অসত্ত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু কখনও কোথাও সেরূপ সতের অতিরিক্ত কোনপ্রকার অভিধান (নাম) বা অভিধেয় (শব্দপ্রতিপাদ্য) পদার্থ কল্পনা করি না, পরন্তু [আমরা বলি,] সৎপদার্থ ই সমস্ত অভিধান—যাহা অন্য-রূপ বুদ্ধিতে অভিহিত বা কথিত হয় মাত্র; সৎ রজ্জুই যেমন সর্প বুদ্ধিতে

(১) তাৎপর্য্য—ঈক্ষণ বা দর্শন কার্য্যটি চেতন পদার্থের ধর্ম্ম, তাহা কস্মিন্ কালেও অচেতন পদার্থে সম্ভবপর হয় না। সৃষ্টির প্রথমে যখন সৃষ্টিকর্ত্তার ঈক্ষণের কথা শ্রুতিতে অভিহিত আছে, তখন এই 'সৎ' শব্দটি সাধারণভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও ইহা দ্বারা সাংখ্যদর্শনের অভিমত জগৎকারণ প্রকৃতিকে ধরা যাইতে পারে না; কারণ, তাঁহাদের কল্পিত প্রকৃতি অচেতন জড় পদার্থ, তাহার চেতনোচিত ঈক্ষণ বা জ্ঞান একেবারেই অসম্ভব: অসম্ভব বলিয়াই প্রকৃতিকে জগতের আদিকারণ (কর্ত্তা) বলিতে পারা যায় না: এইজন্যই ভাষ্যকার 'ঈক্ষিতৃত্বাৎ' হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনে "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) সূত্রে ইহার বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে; আবশ্যক হইলে, সেই সূত্রটি দ্রষ্টব্য।

সর্প বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, অথবা, মৃৎপিণ্ড ও ঘটাদি পদার্থ যেমন পিণ্ড ও ঘটাদি-বোধে মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ পদার্থ ভাবে পিণ্ড ও ঘটাদি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। কিন্তু যাঁহারা রজ্জুবিবেকদর্শী অর্থাৎ রজ্জু-তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যেমন সর্পশব্দ ও সর্পজ্ঞান উভয়ই নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং যাঁহারা মৃদ্বিবেকদর্শী, অর্থাৎ মৃত্তিকার তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যেমন ঘটাদিশব্দ ও ঘটাদি বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহারা যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থেই কেবল মৃত্তিকার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, তেমনি যাঁহারা সদ্বিবেকদর্শী, অর্থাৎ সৎ ও অসৎ যথাযথ রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও অপর যে সমস্ত বিকার বা জন্য পদার্থ আছে, তদ্বিষয়ক নাম ও জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। 'বাক্যসমূহ যাঁহাকে (ব্রহ্মকে) না পাইয়া অর্থাৎ প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ হইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে' 'অনিরুক্ত—যাঁহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এবং অনিলয়ন, অর্থাৎ যিনি [অন্যত্র] বিলীন হন না' ইত্যাদি শ্রুতিই উক্তার্থে প্রমাণ। [এখন শ্রুতির ব্যাখ্যা হইতেছে,) তিনি উক্তপ্রকার ঈক্ষণ করিয়া (চিন্তা করিয়া) তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।

ভাল, 'সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল', এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশ হইতে বায়ু [দ্বিতীয়], তেজঃ তাহার তৃতীয় বলিয়া শ্রুত হইয়াছে; এখানে সেই কারণ হইতেই প্রথমেই তেজের সৃষ্টি বলা হইতেছে কিরূপে? এবং সেই কারণ হইতেই আবার আকাশও [প্রথমে সৃষ্ট হয়], ইহা ত বিরুদ্ধ কথা? না—ইহা দোষ হয় না; কারণ, আকাশ ও বায়ুসৃষ্টির পর সেই ব্রহ্মই তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ কল্পনা করিলেই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে। অথবা এখানে সৃষ্টিক্রম নিরূপণ করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে; পরন্তু মৃদাদি দৃষ্টান্ত হইতে [জানা যায় যে,] এই সমস্ত পদার্থই সৎকার্য্য অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং সৎ ব্রহ্মই এক ও অদ্বিতীয়, এই বিষয়টিই এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত। অথবা ত্রিবৃৎকরণই (১) এখানে বিবক্ষিত; সুতরাং তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়েরই উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। লোক-প্রসিদ্ধ দাহক, পাচক, প্রকাশক ও লোহিতবর্ণ পদার্থমাত্রই এখানে তেজঃশব্দবাচ্য। সেই ব্রহ্মসৃষ্ট তেজঃ আবার ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ তেজোরূপে

(১) তাৎপর্য্য—'ত্রিবৃৎ' অর্থ—তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয়কে পরস্পর সংমিশ্রিত করা। এই ষষ্ঠাধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে তৃতীয় শ্রুতিতে 'ত্রিবৃৎকরণ' প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

অবস্থিত সৎ ব্রহ্মই আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব, ইহার অর্থ পূর্ব্ববৎ। তিনি আবার জল সৃষ্টি করিলেন। জল পদার্থটি জগতে দ্রব (তরল), স্নিগ্ধ (ইহার সাহায্যে মৃত্তিকা বা শক্তু প্রভৃতি পিণ্ডাকার ধারণ করে), ক্ষরণশীল ও শুক্লবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু জল পদার্থটি তেজের কার্য্য, অর্থাৎ তেজঃ হইতে সমুৎপন্ন, সেই হেতুই মানুষ যে কোনও দেশে ও যে কোনও কালে শোক করে অর্থাৎ সন্তাপিত হয়, কিংবা স্বেদযুক্ত (ঘর্ম্মাক্ত) হয়, তখন সেই তেজঃ হইতেই (আভ্যন্তরীণ উষ্মা হইতে) জল সঞ্জাত (নিঃসৃত) হইয়া থাকে ॥৪৫৫॥৩

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি, তা অন্নমসৃজন্ত ; তস্মাদযত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে ॥৪৫৬॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৬৷২॥

তাঃ (তেজঃসৃষ্টাঃ) আপঃ ঐক্ষন্ত (আলোচয়াঞ্চক্রুঃ)—(বয়ং] বহ্ব্যঃ স্যাম—প্রজায়েমহি (উৎপন্না ভবেম) ইতি। তাঃ (আপঃ) অন্নম্ (পৃথিবীম্) অসৃজন্ত (সৃষ্টবত্যঃ); তস্মাৎ (অন্নস্য জলসৃষ্টত্বাৎ হেতোঃ) যত্র ক্ব চ (যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ দেশে) বর্ষতি (বারিপাতং করোতি) তৎ (তত্র) এব (নিশ্চয়ে) ভূয়িষ্ঠম্ (প্রচুরতরম্) অন্নং ভবতি। অদ্ভ্যঃ (জলেভ্যঃ) এব তৎ অন্নাদ্যম্ (অন্নাদিকম্) অধিজায়তে (উৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ)॥

সেই তেজঃসৃষ্ট জলসমূহ আলোচনা করিল—আমরা বহু হইব—জন্মিব। তাহারা পৃথিবী সৃষ্টি করিল ; সেই হেতু যে কোন স্থানে বারি বর্ষণ করে, সেখানেই প্রচুর পরিমাণে অন্নাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তা আপ ঐক্ষন্ত, পূর্ব্ববদেব অবাকারসংস্থিতং সৎ ঐক্ষতেত্যর্থঃ, বহ্ব্যঃ প্রভূতাঃ স্যাম ভবেম, প্রজায়েমহি উৎপদ্যেমহীতি। তা অন্নমসৃজন্ত পৃথিবীলক্ষণম্। পার্থিবং হি অন্নম্ ; যস্মাদপ্ কার্য্যমন্নম্, তস্মাৎ যত্র ক্ব চ বর্ষতি দেশে, তৎ তত্রৈব ভূয়িষ্ঠং বহুতরমন্নং ভবতি ; অতঃ অদ্ভ্য এব তদন্নাদ্যম্ অধিজায়তে ইতি। তা অন্নমসৃজন্তেতি পৃথিব্যুক্তা পূর্ব্বম্, ইহ তু দৃষ্টান্তে অন্নঞ্চ তদাদ্যঞ্চেতি বিশেষণাদ্ ব্রীহিযবাদ্যা উচ্যন্তে। অন্নঞ্চ গুরু স্থিরং ধারণং কৃষ্ণঞ্চ রূপতঃ প্রসিদ্ধম্।

নন্বু তেজঃপ্রভৃতিষু ঈক্ষণং ন গম্যতে, হিংসাদিপ্রতিষেধাভাবাৎ ত্রাসাদিকার্য্যানুপলম্ভাচ্চ ; তত্র কথং তৎ তেজ ঐক্ষতেত্যাদি ? নৈষ দোষঃ। ঈক্ষিতৃ-

কারণপরিণামত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতীনাং সত এবেক্ষিতুঃ নিয়তক্রমবিশিষ্টকার্য্যোৎপাদকত্বাচ্চ তেজঃপ্রভৃতি ঈক্ষতে ইব—ঈক্ষতে ইত্যুচ্যতে ভূতম্। ননু সতোঽপ্যুপচরিতমেবেক্ষিতৃত্বম্, ন, সদীক্ষণস্য কেবলশব্দগম্যত্বাৎ ন শক্যমুপচরিতং কল্পয়িতুম্। তেজঃপ্রভৃতীনাং তু অনুমীয়তে মুখ্যেক্ষণাভাবঃ, ইতি যুক্তমুপচরিতং কল্পয়িতুম্। ননু সতোঽপি মৃদ্বৎ কারণত্বাদচেতনত্বং শক্যমনুমাতুম্; অতঃ প্রধানস্যেবাচেতনস্য সতশ্চেতনার্থত্বাৎ নিয়তকালক্রমবিশিষ্টকার্য্যোৎপাদকত্বাচ্চ ঐক্ষত ইব ঐক্ষত ইতি শক্যমনুমাতুমুপচরিতমেব ঈক্ষণম্। দৃষ্টশ্চ লোকেঽচেতনে চেতনবদুপচারঃ, যথা কূলং পিপতিষতীতি, তদ্বৎ সতোঽপি স্যাৎ। ন, "তৎ সত্যম্, স আত্মা" ইতি তস্মিন্নাত্মোপদেশাৎ। আত্মোপদেশোঽপ্যুপচরিত ইতি চেৎ, যথা 'মমাত্মা ভদ্রসেনঃ' ইতি সর্ব্বার্থকারিণি অনাত্মনি আত্মোপচারঃ, তদ্বৎ। ন, সদস্মীতি সৎ-সত্যাভিসন্ধস্য "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি মোক্ষোপদেশাৎ।

মোক্ষোঽপ্যুপচার ইতি চেৎ,—প্রধানাত্মাভিসন্ধস্য মোক্ষসামীপ্যং বর্ত্ততে, ইতি মোক্ষোপদেশোঽপ্যুপচরিত এব, যথা লোকে গ্রামং গন্তুং প্রস্থিতঃ প্রাপ্তবানহং গ্রামমিতি ব্রূয়াৎ ত্বরাপেক্ষয়া, তদ্বৎ। ন, যেন বিজ্ঞাতেনাবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতীত্যুপক্রমাৎ। সত্যেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি, তদনন্যত্বাৎ সর্ব্বস্যাদ্বিতীয়বচনাচ্চ। ন চান্যৎ বিজ্ঞাতব্যমবশিষ্টং শ্রাবিতং শ্রুত্যা, অনুমেয়ং বা লিঙ্গতোঽস্তি, যেন মোক্ষোপদেশ উপচরিতঃ স্যাৎ। সর্ব্বস্য চ প্রপাঠকস্যোপচরিতত্বপরিকল্পনায়াং বৃথা শ্রমঃ পরিকল্পয়িতুঃ স্যাৎ, পুরুষার্থসাধনবিজ্ঞানস্য তর্কেণৈবাধিগতত্বাৎ তস্য। তস্মাদ্ বেদপ্রামাণ্যাৎ ন যুক্তঃ শ্রুতার্থপরিত্যাগঃ। অতশ্চেতনাবৎ কারণং জগত ইতি সিদ্ধম্॥৪৫৬॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৬॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—পৃথিব্যামন্নশব্দপ্রয়োগে হেতুমাহ—পার্থিবং হীতি। অপাং কার্য্যমন্নমিত্যত্রাপি লোকপ্রসিদ্ধিং দর্শয়তি—যস্মাদিতি। তা অন্নমসৃজন্ত ইত্যত্রাদ্ভ্যোঽন্নসৃষ্টিরুপদিষ্টা, দৃষ্টান্তেঽপি তাভ্যস্তৎসৃষ্টিরুপদিশ্যতে, তথাচ পৌনরুক্ত্যমিত্যাশঙ্ক্যার্থবিশেষং দর্শয়তি—অন্নমিতি।

তত্তেজ ঐক্ষতেত্যাদৌ যথাশ্রুতমর্থং গৃহীত্বা চোদয়তি—নন্বিতি। প্রাণিষু হিংসাপ্রতিষেধবদনুগ্রহবিধানবচ্চ তেজঃপ্রভৃতিষু তদভাবাত্তেষু ঈক্ষণকার্য্যদৃষ্টিবদেতেষু তদ্দৃষ্ট্যভাবাচ্চ নৈতেষু ঈক্ষণং প্রামাণিকম্। তথা চ প্রকৃতং বাক্যং প্রমত্তগীতমিত্যর্থঃ। তেষাং গৌণমীক্ষিতৃত্বমুপেত্য পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। সতোঽপি গৌণমীক্ষণমুপচারপ্রায়ে পাঠাদিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। সন্নিধেঃ শব্দস্য বলীয়স্ত্বমুপেত্য পরিহরতি—ন সদীক্ষণস্যেতি। তুল্যং তেজঃপ্রভৃতিষ্বপি শব্দগম্যত্বমীক্ষণস্যেতি চেন্নেত্যাহ—তেজঃপ্রভৃতীনাং ত্বিতি। বিমতমীক্ষিতৃ ন ভবত্যচেতনত্বাৎ কুম্ভবদিত্যনুমানাৎ তেজোমুখ্যে জগতীক্ষণাসম্ভবাৎ তত্র শ্রুতং তদৌপচারিকমুচিত-

মিত্যর্থঃ। সাংখ্যোঽনুমানাবষ্টম্ভেন শঙ্কতে—নন্বিতি। অচেতনস্য কথমীক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। অনুমাতুং কল্পয়িতুমিতি যাবৎ। কথমচেতনে চেতনবদুপচারস্তত্রাহ—দৃষ্টশ্চেতি। আত্মশব্দাবষ্টম্ভেন পরিহরতি—নেত্যাদিনা। আত্মোপদেশোঽপি প্রধানে গৌণো ভবিষ্যতীতি শঙ্কতে—আত্মোপদেশোঽপীতি। তামেব শঙ্কাং দৃষ্টান্তদ্বারা বিবৃণোতি—যথেতি। ইদং পরিহরন্নাত্মোপদেশঃ গৌণো ন ভবতি তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাদিত্যুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা।

মোক্ষোপদেশোঽপ্যুপচরিতো ভবিষ্যতি ইতি শঙ্কতে—সোঽপীতি। শঙ্কামেব বিবৃণোতি—প্রধানাপেক্ষেতি। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশমাশ্রিত্য পরিহরতি—ন যেনেতি। উক্তমেব বিবৃণোতি—সত্যেকস্মিন্নিতি। সতোঽন্যস্য জ্ঞাতব্যস্য অপ্রামাণিকত্বাচ্চ সতো জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞানোপদেশঃ যুক্তিমানিত্যাহ—ন চেতি। সম্প্রতি হি প্রধানজ্ঞানে তদ্‌বিকারস্য তদভিন্নস্য জ্ঞানং, তস্য চ পুরুষার্থত্বাৎ তজ্জ্ঞানে পুরুষাণামপি জ্ঞানমুপচর্য্যতে, তস্মাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশাৎ ন মোক্ষোপদেশমুখ্যত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বস্য চেতি। কথমুপনিষদারম্ভো বৃথেত্যুচ্যতে পুমর্থসাধনজ্ঞানার্থত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ পুরুষার্থেতি। তস্যানুমানবাদিনঃ সাংখ্যস্য মতে মুক্তিহেতোঃ জ্ঞানস্য জড়াজড়য়োরৈক্যানুপপত্তিরিত্যাদিনা তর্কেণৈব সিদ্ধত্বাদুপনিষদারম্ভো বৃথৈবেত্যর্থঃ। শ্রুতের্মুখ্যার্থত্বে বাধকাভাবাৎ তৎপরিত্যাগাযোগাৎ ঈক্ষত্যধিকরণন্যায়েন প্রধানবাদাসিদ্ধিরিতি পরমতনিরসনমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। প্রধানবাদাসম্ভবে পরিশেষান্নাতং স্বমতং নিগময়তি—অতইতি ॥৪৫৬॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৬॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই তেজঃসম্ভূত জলসমূহ ঈক্ষণ করিল,—পূর্ব্বের ন্যায় জলাকারে অবস্থিত সৎ ব্রহ্মই আলোচনা করিলেন—আমরা বহু—অনেক হইব—প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব। সেই জলসমূহ পৃথিবীরূপ অন্ন সৃষ্টি করিলেন। অন্ন নিশ্চয়ই পার্থিব বা পৃথিবীর পরিণাম, যেহেতু অন্ন পদার্থটি অপ্‌কার্য্য (জলসম্ভূত), সেইহেতু, যে কোনও দেশে বারিবর্ষণ করে, সেই স্থানেই প্রভূত পরিমাণে অন্ন (শস্য) জন্মিয়া থাকে। এই জলসমূহ হইতেই সেই অন্ন অধিক পরিমাণে জন্মে। পূর্ব্বে "তাঃ অন্নম্ অসৃজন্ত" স্থলে 'অন্ন-'শব্দে পৃথিবী উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এই উদাহরণ স্থলে অন্নাদ্য এইরূপ বিশেষ করিয়া বলায় [বুঝিতে হইবে] অন্নাদ্য শব্দে ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্য কথিত হইতেছে। অন্নও গুরুত্ববিশিষ্ট, স্থির, ধারক এবং [পৃথিবীর ন্যায়] কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আপত্তি হইতেছে যে, তেজঃ প্রভৃতির স্থলে ত ঈক্ষণের (দর্শনের) প্রতীতি হইতেছে না; কেননা, তাহাদের সম্বন্ধে ত [চেতনোচিত] হিংসাদি কার্য্যের প্রতিষেধ নাই, এবং [চেতনোচিত] ত্রাসাদি কার্য্যও (ভয়কম্পাদিও) প্রতীত হইতেছে না, তবে আর 'সেই তেজ ঈক্ষণ করিল', ইত্যাদি কথা হয় কি প্রকারে? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কেননা, তেজঃ প্রভৃতি যখন কারণস্বরূপ ঈক্ষিতারই (ব্রহ্মেরই) পরিণাম, এবং প্রকৃতপক্ষে যখন ঈক্ষিতা নিয়মিতক্রমে

পরিণামের কারণ, তখন [বুঝিতে হইবে] তেজঃ প্রভৃতি ভূত যেন ঈক্ষণই করে, এইজন্য 'ঈক্ষতে' বলা হইয়া থাকে (১)। ভাল, সৎ ব্রহ্মও যখন মৃত্তিকার ন্যায় কারণ (উপাদান-কারণ), তখন মৃত্তিকার ন্যায় তাঁহারও অচেতনত্ব অনুমান করা যাইতে পারে? অতএব অচেতন সৎপদার্থ প্রধান যখন চেতনার্থ, অর্থাৎ চেতনের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করাই যখন তাহার একমাত্র প্রয়োজন, এবং নিয়মিত কাল ও ক্রমাদি অনুসারেই কার্য্যোৎপাদন করাই যখন তাহার স্বভাব, তখন সেই প্রধানের পক্ষেই বরং 'যেন ঈক্ষণই করিয়াছিল', এইরূপ ঈক্ষণের উপচরিতত্ব অনুমান করা সঙ্গত হইতে পারে। আর জগতে অচেতন পদার্থেও চেতনানুরূপ উপচার বা ব্যবহার দেখিতেও পাওয়া যায়; যেমন 'নদীকূল পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে' (২) [বলিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে], উক্ত সৎ পদার্থের (প্রধানেরও) তেমনি হইতে পারে। না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, 'তিনিই সত্য, এবং তিনিই আত্মা' এইরূপ সেই সৎপদার্থেরই আত্মত্ব উপদেশ করা আছে। যদি বল, আত্মোপদেশও উপচরিত বা গৌণ, যেমন নিজের সর্ব্বপ্রয়োজনসাধক অনাত্মা [ভৃত্যাদির প্রতি] 'ভদ্রসেন আমার আত্মা' এইরূপে [আত্ম-শব্দের] গৌণ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। না, কারণ, 'আমি হইতেছি সৎস্বরূপ' এইরূপে যে লোক সৎপদার্থকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে 'তাহার ততটুকুই বিলম্ব' এই শ্রুতিতে মোক্ষোপদেশ বর্ণিত আছে।

---

(১) তাৎপর্য্য—তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই তিনটি ভূতই অচেতন জড় পদার্থ। ইহাদের কাহারই জ্ঞান বলিয়া কোন গুণ নাই; জ্ঞান থাকিলে বোধশক্তিসম্পন্ন অপরাপর প্রাণীর সম্বন্ধে যেরূপ হিংসা নিষিদ্ধ আছে, তেমনি ইহাদেরও হিংসা নিষিদ্ধ থাকিত; এবং ইহাদেরও জ্ঞানি-ধর্ম্ম—ত্রাস, ভয় ও কম্পাদি দৃষ্ট হইত। সুতরাং ইহাদের পক্ষে ঈক্ষণ করা ত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, হাঁ, ইহাদের ঈক্ষণ সম্ভবপর হয় না সত্য, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই সমস্ত কার্য্যের প্রয়োজক; তাঁহার প্রেরণাবশে তেজঃপ্রভৃতিও যথানিয়মে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে; এইজন্য তাহাদেরও 'ঈক্ষণ' কর্তৃত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে মাত্র।

(২) তাৎপর্য্য—সাংখ্যদর্শনে একটি সূত্র আছে "সংহতপরার্থত্বাৎ" অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ সংহত বা অবয়বসমষ্টি দ্বারা বিরচিত কিংবা পরস্পরের সহযোগে কার্য্যকারী, তৎসমুদায় পদার্থই পরার্থ, অর্থাৎ অন্যের উপকার সাধন করাই তাহাদের অস্তিত্বের কারণ। প্রধানও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টিভূত—সংহত; সুতরাং তাহাও পুরুষের ভোগমোক্ষসাধনে ব্যাপৃত।

"নদীকূলং পিপতিষতি" কথার অর্থ নদীর কূলটি পতনোন্মুখ—পড়িতে আর বিলম্ব নাই, এই অবস্থা দর্শন করিয়াই লোকে 'পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে' এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে; বস্তুতঃ নদীকূল অচেতন পদার্থ, কস্মিন্ কালেও তাহার ইচ্ছা থাকা সম্ভব হয় না; কাজেই ঐরূপ প্রয়োগকে উপচার বলা হয়। এইরূপ প্রধানও চেতন পদার্থের ন্যায় যথানিয়মে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে; এইজন্য তাহার সম্বন্ধেও ভাবী কার্য্যের আসন্নতা দেখিয়া 'তৎ ঐক্ষত' বলা যাইতে পারে।

যদি বল, তাহাও (মোক্ষোপদেশও) উপচারমাত্র ; যেমন গ্রামাভিমুখে প্রস্থিত ব্যক্তি সত্বরতানুসারে অর্থাৎ যদি অবিলম্বে গ্রামপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তবে বলিয়া থাকে—'আমি গ্রামপ্রাপ্ত হইয়াছি' তেমনি যে লোক প্রকৃতিকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করে, তাহারও মোক্ষপ্রাপ্তি সন্নিহিত ; এইজন্যই ঐরূপ উপদেশ হইয়াছে, অতএব সেই মোক্ষোপদেশও নিশ্চয়ই উপচরিত বা গৌণ। না—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, বাক্যের প্রারম্ভে রহিয়াছে যে, 'যাহা বিজ্ঞাত হইলে পর অন্য অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হইয়া থাকে'। অথচ একটি বস্তু বিজ্ঞাত হইলেই যে অপর সমস্তও বিজ্ঞাত হইয়া যায়, তাহারও কারণ একমাত্র তদনন্যত্ব, অর্থাৎ তাহার সহিত অপর বস্তুর ভেদাভাব, এবং সৎপদার্থের অদ্বিতীয়ত্বাভিধান। তদ্ভিন্ন আরও যে, কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা ত শ্রুতি কর্তৃকও শ্রাবিত (উপদিষ্ট) হয় নাই, কিংবা হেতু দ্বারাও অনুমেয় নহে, যাহার ফলে উক্ত মোক্ষোপদেশ উপচরিত হইবে। বিশেষতঃ সমস্ত প্রপাঠকটির (ষষ্ঠ অধ্যায়ের) প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপচরিতত্ব কল্পনা করিতে হইলে, কল্পয়িতার অনর্থক পরিশ্রমমাত্রই সার হইতে পারে ; কারণ, তাহার পুরুষার্থসাধন বা মোক্ষোপায় প্রধানতঃ তর্ক হইতেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; অতএব বেদের প্রামাণ্য হেতুই শ্রুতির মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব চেতনাবান্ বা চেতন পদার্থই যে জগতের কারণ, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৪৫৬॥৪

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥২॥

षष्ठाध्याये

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি ॥৪৫৭॥১

তেষাং (জীবাবিষ্টানাং) খলু (প্রসিদ্ধৌ) এষাং (বক্ষ্যমাণানাং) ভূতানাং (পক্ষিপ্রভৃতীনাং) ত্রীণি এব বীজানি (কারণানি) ভবন্তি—আণ্ডজং (অণ্ডাৎ জাতম্ অণ্ডজং, অণ্ডজমেব আণ্ডজম্ পক্ষিসর্পাদি), জীবজং (জীবাৎ জাতং—জরায়ুজমিত্যর্থঃ), উদ্ভিজ্জং (উর্দ্ধং ভিত্ত্বা জায়তে ইতি উদ্ভিজ্জং বৃক্ষাদি)। ইতি ॥

সেই জীবসম্পন্ন এই সমস্ত পক্ষিপ্রভৃতি ভূতের তিনটিই কারণ হইয়া থাকে, —আণ্ডজ—পক্ষিসর্পাদি, জীবজ—জরায়ুজ মনুষ্যাদি, আর উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষাদি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তেষাং জীবাবিষ্টানাং খল্বেষাং পক্ষ্যাদীনাং ভূতানাম্ এষামিতি প্রত্যক্ষনির্দ্দেশাৎ, ন তু তেজঃপ্রভৃতীনাম্; তেষাং ত্রিবৃৎকরণস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ; অসতি ত্রিবৃৎকরণে প্রত্যক্ষনির্দ্দেশানুপপত্তিঃ। দেবতাশব্দ-প্রয়োগাচ্চ তেজঃপ্রভৃতিষু—"ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ" ইতি। তস্মাৎ তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং পশুপক্ষিস্থাবরাদীনাং ত্রীণ্যেব নাতিরিক্তানি বীজানি কারণানি ভবন্তি। কানি তানীতি? উচ্যন্তে—আণ্ডজম্—অণ্ডাজ্জাতম্ অণ্ডজম্, অণ্ডজমেব আণ্ডজং পক্ষ্যাদি। পক্ষিসর্পাদিভ্যো হি পক্ষিসর্পাদয়ো জায়মানা দৃশ্যন্তে; তেন পক্ষী পক্ষিণাং বীজম্, সর্পঃ সর্পাণাং বীজম্, তথা অন্যদপ্যণ্ডাজ্জাতং তজ্জাতীয়ানাং বীজমিত্যর্থঃ।

নন্বণ্ডাজ্জাতমণ্ডজমুচ্যতে, অতোঽণ্ডমেব বীজমিতি যুক্তম্, কথমণ্ডজং বীজমুচ্যতে? সত্যমেবং স্যাৎ, যদি ত্বদিচ্ছাতন্ত্রা শ্রুতিঃ স্যাৎ, স্বতন্ত্রা তু শ্রুতিঃ, যত আহ অণ্ডজাদ্যেব বীজং নাণ্ডাদীতি। দৃশ্যতে চ অণ্ডজাদ্যভাবে তজ্জাতীয়-সন্তত্যভাবঃ, নাণ্ডাদ্যভাবে। অতোঽণ্ডজাদীন্যেব বীজানি অণ্ডজাদীনাম্। তথা জীবাজ্জাতং জীবজং জরায়ুজমিত্যেতৎ, পুরুষপশ্বাদি। উদ্ভিজ্জম্—উদ্ভিনত্তীতি উদ্ভিৎ স্থাবরম্, ততো জাতমুদ্ভিজ্জম্, ধানা বা উদ্ভিৎ, ততো জায়ত

ইত্যুদ্ভিজ্জম্; স্থাবরবীজং স্থাবরাণাং বীজমিত্যর্থঃ। স্বেদজ-সংশোকজয়োঃ অণ্ডজোদ্ভিজ্জয়োরেব যথাসম্ভবমন্তর্ভাবঃ। এবং হি অবধারণং—ত্রীণ্যেব বীজানি ইত্যুপপন্নং ভবতি ॥৪৫৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—মহাভূতানামচেতনানাং ব্রহ্মকার্য্যতোক্তা সংপ্রতি জীবাবিষ্টানাং ভৌতিকানামপি পরম্পরয়া ব্রহ্মকার্য্যতৈবেতি বক্তুং তান্যনুবদতি—তেষ্যমিতি। পূর্ব্বাধ্যায়ে যেষাং গত্যাগতী দর্শিতে তৃতীয়ং চ স্থানমুক্তং, তানি তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যন্তে। তেষাং প্রসিদ্ধত্বদ্যোতনার্থং খলু ইত্যুক্তম্। ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। ভূতশব্দস্য তেজঃপ্রভৃতিষু রূঢ়ত্বাৎ তেষামিহ গ্রহণং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এষামিতীতি। ভূতানাং প্রত্যক্ষত্বমেষামিতি নির্দ্দিশ্যতে। সম্ভবতি চ পক্ষ্যাদীনাং প্রত্যক্ষতেতি তান্যেবাত্র ভূতানি বিবক্ষিতানি, ন তু তেজঃপ্রভৃতীনি, তেষাং প্রত্যক্ষত্বাযোগাদিত্যর্থঃ। তেজঃপ্রভৃতীনাং প্রত্যক্ষত্বাযোগাৎ এষামিতি নির্দ্দেশানুপপত্তিং সমর্থয়তে—তেষামিতি। তেষাং প্রত্যক্ষত্বা নির্দ্দেশাসম্ভবে হেত্বন্তরমাহ—দেবতাশব্দেতি। দেবতানাং পরোক্ষত্বপ্রসিদ্ধেরেতেষু চ দেবতাপদপ্রয়োগাৎ ন এতেষাং প্রত্যক্ষত্বোপপত্তিরিত্যর্থঃ। তস্মাৎ মহাভূতানামত্র ভূতশব্দেনোপাদানাযোগাদিত্যর্থঃ। আণ্ডজং পক্ষ্যাদীত্যেতৎ প্রত্যক্ষেণোপপাদয়তি—পক্ষিসর্পাদিভ্যো হীতি। অন্যদপীতি গোধাদ্যুচ্যতে।

অণ্ডাজ্জাতমিতি ব্যুৎপত্ত্যনুসারেণাণ্ডমেব বীজং,ন ত্বণ্ডজমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। পৌরুষেয়ী ব্যুৎপত্তিঃ শ্রুত্যা বাধ্যেতি পরিহরতি—সত্যমিত্যাদিনা। ন কেবলং শ্রুতেরেষা ব্যবস্থা, কিন্তূপপত্তেশ্চেত্যাহ—দৃশ্যতে চেতি। সত্যেবাণ্ডজাদৌ তজ্জাতীয়মণ্ডজাদি সন্তত্যা জায়তে, তদভাবে তদভাব ইত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ অণ্ডজাদ্যেবাণ্ডজজাতিকারণম্ যদ্যপি অণ্ডজাদ্যভাবে নাণ্ডজাদি জায়তে, তথাপ্যণ্ডাদিভাবে অণ্ডজাদ্যভাবেঽপি তদ্ ভবতীতি নান্বয়ঃ। তস্মাদণ্ডজাদীনামণ্ডজাদ্যেব বীজানি নাণ্ডাদীনীত্যর্থঃ। ধানাশব্দো বীজবিষয়ঃ। ননু স্বেদজং সংশোকজমিতি বীজদ্বয়মবশিষ্যতে, তৎ কিমিতি ন ব্যুৎপাদ্যতে, তত্রাহ—স্বেদজেতি। স্বেদমুদ্ভিদ্য জায়মানং দংশমশকাদি, তদুদ্ভিজ্জেঽন্তর্ভবতি। সংশোকাদৌষ্ম্যাজ্জায়মানং যূকাদি, তদণ্ডজেঽন্তর্ভবতি। যদ্বা স্বেদজং যূকাদি, তদণ্ডজেঽন্তর্ভূতং, সংশোকাদৌষ্ম্যাদ্ ভূমিমুদ্ভিদ্য জাতং মশকাদি তস্য উদ্ভিজ্জেঽন্তর্ভাবঃ। তথা চ ন তয়োরস্তি পৃথগ্ব্যুৎপাদনাপেক্ষা ইত্যর্থঃ। স্বেদজাদেরণ্ডজাদাবন্তর্ভাবস্য প্রাপকমাহ—এবমিতি ॥৪৫৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সেই জীবাবিষ্ট এই সমস্ত পক্ষিপ্রভৃতি ভূতের—এখানে 'এষাং' বলিয়া প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করায় ['ভূত' শব্দে পক্ষিপ্রভৃতি ভূতই বুঝিতে হইবে], কিন্তু তেজঃ প্রভৃতি ভূতগণ নহে; কারণ, তাহাদের ত্রিবৃৎকরণের কথা পরে বলা হইবে; অথচ ত্রিবৃৎকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের প্রত্যক্ষত্ব নির্দ্দেশ করা উপপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ "এই তিনটি দেবতাকে" এইরূপ [ঐ ভূতত্রয়ে] দেবতা-শব্দেরও প্রয়োগ রহিয়াছে; [সুতরাং ভূতশব্দে তাহাদের উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না]। অতএব সেই এই ভূতসমূহের

অর্থাৎ পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদি ভূতের কেবল তিনটিমাত্র কারণ হইয়া থাকে, অতিরিক্ত নহে। সেই তিনটি কি কি, তাহা কথিত হইতেছে—অণ্ডজ—অণ্ড হইতে জাত—অণ্ডজ, অণ্ডজই আণ্ডজ—পক্ষী প্রভৃতি। পক্ষি-সর্পাদিকে অপর পক্ষি-সর্পাদি হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; সেই হেতু পক্ষিই পক্ষিগণের বীজ, আর সর্পই সর্পাদির বীজ, এইরূপ অপরাপর অণ্ডজাত প্রাণীও তজ্জাতীয় প্রাণিগণের বীজ হইয়া থাকে।

আপত্তি হইতেছে যে, অণ্ড হইতে জাতকে অণ্ডজ বলা হইতেছে; অতএব অণ্ডই তাহার বীজ হওয়া উচিত; তবে আর অণ্ডজকে বীজ বলা হইতেছে কি প্রকারে? হাঁ, এইরূপ হইতে পারিত সত্য, যদি শ্রুতি তোমার ইচ্ছার অনুগামিনী হইত; কিন্তু শ্রুতি ত স্বতন্ত্র (স্বাধীন); সেই শ্রুতিই যখন অণ্ডাদিকে বীজ না বলিয়া অণ্ডজাদিকেই বীজ বলিতেছেন, আর যখন দেখিতেও পাওয়া যায়, অণ্ডজাদির অভাবেই তজ্জাতীয় সন্তানগণের অভাব ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অণ্ডাদির অভাবে নহে, অতএব অণ্ডজাদিই অণ্ডজাদির বীজ। এইরূপ জীবজ অর্থাৎ জীব হইতে জাত—জরায়ুজ মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি। উদ্ভিজ্জ—উর্দ্ধদেশ ভেদ করে বলিয়া স্থাবর বৃক্ষাদি পদার্থ উদ্ভিদ্, তাহা হইতে জাত—উদ্ভিজ্জ; অথবা উদ্ভিদ্ অর্থ—ধান্যাদি বীজ, তাহা হইতে জাত—উদ্ভিজ্জ; অর্থাৎ স্থাবর পদার্থের বীজই স্থাবর পদার্থের বীজ বা কারণ। স্বেদজ এবং সংশোকজেরও যথাসম্ভব উক্ত অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জের মধ্যেই অন্তর্ভাব করিতে হইবে (১)। এইরূপ হওয়াতেই "ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি" এইরূপ অবধারণও সঙ্গত হইতেছে ॥৪৫৭॥১

সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥৪৫৮॥২

সা (প্রকৃতা) ইয়ং (সৎস্বরূপা) দেবতা ঐক্ষত (আলোচয়ামাস)—হন্ত (উৎসাহে) অহম্ অনেন (স্ববুদ্ধিস্থেন) জীবেন আত্মনা (জীবরূপেণ) ইমাঃ (তেজোঽবন্নরূপাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ অনুপ্রবিশ্য (তদ্ভাবমিব প্রাপ্য) নামরূপে (নাম চ রূপং চ—নামরূপে) ব্যাকরবাণি (তাস্তাঃ সংজ্ঞাঃ আকৃতীঃ চ বিস্পষ্টং করবাণীত্যর্থঃ)॥

---

(১) তাৎপর্য্য—স্বেদজ অর্থ—যাহারা স্বেদ (পচা) উদ্ভেদ করিয়া জন্ম ধারণ করে, যেমন ডাঁশ, মশা ও মক্ষিকা প্রভৃতি। এই জাতীয় প্রাণিসমূহ উদ্ভিদের অন্তর্গত। আর সংশোকজ অর্থ—যাহারা উষ্মা হইতে জন্ম ধারণ করে, যেমন ছারপোকা ও উকুণ প্রভৃতি। ইহারা অণ্ডজের অন্তর্গত। কেহ কেহ ডাঁশ মশক প্রভৃতিকে অণ্ডজ, আর সংশোকজদিগকে উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভূত করিয়া থাকেন।

সেই এই সৎরূপা দেবতা আলোচনা করিয়াছিলেন যে,—বেশ, আমি ঐ জীবাত্মরূপে উক্ত তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (বাচক শব্দ ও বিশেষ বিশেষ আকৃতি) ব্যক্ত করিব॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সেয়ং প্রকৃতা সদাখ্যা তেজোঽবন্নযোনিঃ দেবতা উক্তা ঐক্ষত ঈক্ষিতবতী—যথা পূর্ব্বং বহু স্যামিতি। তদেব বহুভবনং প্রয়োজনং নাদ্যাপি নির্বৃত্তম্, ইত্যত ঈক্ষাং পুনঃ কৃতবতী বহুভবনমেব প্রয়োজনমুররীকৃত্য। কথম্? —হন্ত ইদানীমহমিমা যথোক্তাঃ তেজআদ্যাঃ তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনেতি,—স্ববুদ্ধিস্থং পূর্ব্বসৃষ্ট্যনুভূত-প্রাণধারণম্ আত্মানমেব স্মরন্তী আহ—অনেন জীবেনাত্মনেতি। প্রাণধারণকর্ত্রা আত্মনেতি বচনাৎ—স্বাত্মনোঽব্যতিরিক্তেন চৈতন্যস্বরূপতয়া অবিশিষ্টেন ইত্যেতদ্দর্শয়তি। অনুপ্রবিশ্য তেজোঽবন্নভূতমাত্রাসংসর্গেণ লব্ধবিশেষবিজ্ঞানা সতী নাম চ রূপঞ্চ নাম-রূপে ব্যাকরবাণি বিস্পষ্টম্ আকরবাণি—অসৌনামায়ম্ ইদংরূপ ইতি ব্যাকুর্য্যামিত্যর্থঃ।

ননু ন যুক্তমিদমসংসারিণ্যাঃ সর্ব্বজ্ঞায়া দেবতায়া বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ অনেকশতসহস্রানর্থাশ্রয়ং দেহমনুপ্রবিশ্য দুঃখমনুভবিষ্যামীতি সঙ্কল্পনম্, অনুপ্রবেশশ্চ স্বাতন্ত্র্যে সতি। সত্যমেবং ন যুক্তং স্যাদ্, যদি স্বেনৈবাবিকৃতেন রূপেণ অনুপ্রবিশেয়ং, দুঃখমনুভবেয়ম্ ইতি চ সঙ্কল্পিতবতী ; ন ত্বেবম্। কথং তর্হি? অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্যেতি বচনাৎ। জীবো হি নাম দেবতায়া আভাসমাত্রম্ বুদ্ধ্যাদিভূতমাত্রাসংসর্গজনিতঃ—আদর্শে ইব প্রবিষ্টঃ পুরুষপ্রতিবিম্বঃ, জলাদিম্বিব চ সূর্য্যাদীনাম্। অচিন্ত্যানন্তশক্তিমত্যা দেবতায়া বুদ্ধ্যাদিসম্বন্ধঃ চৈতন্যাভাসো দেবতাস্বরূপ-বিবেকাগ্রহণনিমিত্তঃ 'সুখী, দুঃখী, মূঢ়ঃ' ইত্যাদ্যনেকবিকল্পপ্রত্যয়হেতুঃ। ছায়ামাত্রেণ জীবরূপেণানুপ্রবিষ্টত্বাৎ দেবতা ন দৈহিকৈঃ স্বতঃ সুখদুঃখাদিভিঃ সংবধ্যতে, যথা পুরুষাদিত্যাদয় আদর্শোদকাদিষু চ্ছায়ামাত্রেণানুপ্রবিষ্টা আদর্শোদকাদি-দোষৈর্ন সংবধ্যন্তে, তদ্বৎ দেবতাপি।

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥"
"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইতি হি কাঠকে।
"ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি চ বাজসনেয়কে॥

ননু বাচারম্ভণমাত্রশ্চেৎ জীবঃ, মৃষৈব প্রাপ্তঃ ; তথা পরলোকেহলোকাদি চ তস্য। নৈষ দোষঃ, সদাত্মনা সত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। সর্ব্বঞ্চ নামরূপাদি সদাত্মনৈব সত্যং বিকারজাতম্, স্বতস্তু অনৃতমেব, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যুক্তত্বাৎ। তথা জীবোঽপীতি। "যক্ষানুরূপো হি বলিঃ" ইতি ন্যায়প্রসিদ্ধিঃ। অতঃ সদাত্মনা সর্ব্বব্যবহারাণাং সর্ব্ববিকারাণাঞ্চ সত্যত্বম্, সতোঽন্যত্বে চানৃতত্বম্

ইতি ন কশ্চিদ্দোষস্তার্কিকৈরিহানুবক্তুং শক্যঃ, যথা ইতরেতরবিরুদ্ধদ্বৈতবাদাঃ স্ববুদ্ধিবিকল্পনামাত্রা অতত্ত্বনিষ্ঠা ইতি শক্যং বক্তুম্ ॥৪৫৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—জীবাবিষ্টানাং ভূতানাং সৎকার্য্যত্বং প্রকরণপ্রামাণ্যাদুক্তম্, ইদানীং জীবানাং বিশিষ্টরূপেণ ব্রহ্মকার্য্যত্বেঽপি ন স্বরূপেণ তৎকার্য্যত্বং, ব্রহ্মৈবোপাধিপ্রবিষ্টং জীবব্যবহারাস্পদম্ ইত্যঙ্গীকারাৎ, তথা চ ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে জীবজ্ঞানং সেৎস্যতি। জীবানাং চ ভোগায়তনানি ভৌতিকানি কার্য্যাণি, তেষাং নামরূপনির্ম্মাণং বক্তব্যম্ ইত্যভিপ্রেত্য উত্তরগ্রন্থমাদায় ব্যাকরোতি—সেয়মিত্যাদিনা। যথা বহু স্যামিতি, পূর্ব্বমীক্ষিতবতী, তথা কিমিতি পুনরৈক্ষত প্রয়োজনাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদেবেতি। ইদানীং মহাভূতসৃষ্টেরনন্তরমিতি যাবৎ। ব্রহ্মণো মায়োপাধিকস্য কারণত্বাৎ মায়োপাধিবশাৎ পূর্ব্বসৃষ্টারনুভূতত্বং তৎসংস্কারস্য বুদ্ধিস্থত্বং স্মরণং চেত্যাদি ন বিরুদ্ধমিতি দ্রষ্টব্যম্। আত্মনেতি বিশেষণস্য তাৎপর্য্যমাহ—প্রাণেতি। নির্বিকল্পকচিন্মাত্ররূপা দেবতা মায়াবশান্মহাভূতানি সৃষ্ট্বা তেষু যদা প্রবিষ্টা, তদা তদারব্ধেষু সূত্রবিরাট্ প্রভৃতিষু সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মসু দেহেষু প্রবিশ্য তত্তদ্দেহাভিমানবতী দেবদত্তাদিনাম্না রূপেণ চ শৌক্ল্যাদিনা সংযোজ্য পিণ্ডং ব্যাকরোতীত্যাহ—অনুপ্রবিশ্যেতি।

দেবতায়াঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ অসংসারিত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যাচ্চ সঙ্কল্পপ্রবেশাবযুক্তাবিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং সাক্ষাদনুপ্রবেশাদি বিরুধ্যতে? কিংবা জীবদ্বারাপি ইতি বিকল্প্য আদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। সাক্ষাদনুপ্রবেশাদ নাস্তি চেৎ, তর্হি কথং তদিত্যাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং দ্বিতীয়ং দূষয়তি—কথমিতি। দেবতায়া জীবদ্বারেণানুপ্রবেশাদ্যবিরুদ্ধম্ ইতি শেষঃ। অবিরোধমেব সাধয়িতুং জীবস্বরূপমাহ—জীবো হীতি। আভিমুখ্যেনাহমিত্যপরোক্ষেণ ভাসত ইতি আভাসঃ—স্বতোঽপরোক্ষশ্চিৎপ্রতিবিম্বঃ, তন্মাত্রং জীবো নামেত্যর্থঃ। তস্য স্বরূপেণানাদিত্বেঽপি বিশিষ্টরূপেণ সাদিত্বং দর্শয়তি—বুদ্ধ্যাদীতি। বুদ্ধ্যাদিভির্ভূতমাত্রাদিভিশ্চিদাত্মনঃ সংসর্গঃ, তেন জনিতঃ তত্ত্বত্র ইতি যাবৎ। ননু চিদাত্মা কূটস্থোঽসঙ্গোঽদ্বিতীয়শ্চ ইষ্যতে, স কথং বুদ্ধ্যাদিভির্ভূতমাত্রাদিভিশ্চ সংসৃজ্যতে, তত্রাহ—অচিন্ত্যেতি। সত্ত্বাদিপ্রকারৈরশক্যচিন্তনীয়া অনাদিরনির্বাচ্যা সম্যগ্‌জ্ঞানমন্তরেণ নাশশূন্যা দণ্ডায়মানা যা মায়াশক্তিঃ তস্যা বিষয়ত্বেন আশ্রয়ত্বেন চ পরা দেবতা অবতিষ্ঠতে। তস্যাশ্চ স্বনিষ্ঠমায়াশক্তিবশাদ্ বুদ্ধ্যাদিভিরাত্মনঃ সম্বন্ধঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। বুদ্ধ্যাদিসম্বন্ধফলমাহ—চৈতন্যেতি। তদাভাসঃ জীবশব্দবাচ্যঃ সিধ্যতীতি শেষঃ। বুদ্ধ্যাদিভিরাত্মনঃ সম্বন্ধে মায়াশক্তিরুপাদানমিত্যুক্তং, তত্রৈব নিমিত্তকারণমাহ—দেবতেতি। আবরণবিক্ষেপশক্তিসম্পন্না হি মায়াশক্তিঃ, ততঃ অবিদ্যোত্থদেশকালাদ্যবচ্ছিন্নদেবতাস্বরূপঃ —অহমিতি বিশেষাগ্রহণম্ আবরণং নিমিত্তং কৃত্বা বুদ্ধ্যাদ্যধ্যাসঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। বুদ্ধ্যাদ্যধ্যাসস্য কার্য্যান্তরং দর্শয়তি—সুখীতি। পরৈব তর্হি দেবতা সংসারিণী স্যাদিতি চেৎ, সত্যমজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধ্যাদিসম্বন্ধমনুভূয় জীবত্বং প্রাপ্য সৈব সংসরতীত্যাহ—ছায়ামাত্রেণেতি। পরস্যা দেবতায়াঃ স্বতঃ সংসারাভাবং দৃষ্টান্তে স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। তস্যাঃ স্বতো দুঃখাদ্যসম্বন্ধে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—সূর্য্য ইতি। উপাধিদ্বারা তস্যাঃ সংসারিত্বে চ শ্রুতিরস্তীত্যাহ—ধ্যায়তীতি।

প্রতিবিম্বে চ্ছায়াশব্দপ্রয়োগাৎ মিথ্যাত্বম্ ইষ্টমিতি মন্বানঃ শঙ্কতে—নন্বিতি। তন্মৃষাত্বমিষ্টমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। জীবস্য মৃষাত্বে স্বীকৃতে সতি তস্যেহলোক-পরলোকৌ তদ্ধেতুর্মোক্ষঃ তদ্ধেতুশ্চেতি সর্ব্বং মৃষা স্যাদিত্যর্থঃ। বিশিষ্টরূপেণ মিথ্যাত্বেহপি স্বরূপেণ সত্যত্বাজ্জীবস্য ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ সম্ভবতীতি সমাধত্তে নৈষ দোষ ইতি। যৎ তু পরলোকেহলোকাদি মৃষা স্যাদিতি, তত্রাহ—সর্ব্বং চেতি। কথং তর্হি তস্য মিথ্যাত্বোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বত ইতি। যথা প্রপঞ্চো ব্রহ্মাত্মনা সত্যোহপি স্বরূপেণ মিথ্যেতি উক্তং, তথা জীবশব্দবাচ্যোহপি ব্রহ্মাত্মনা সত্যঃ স্বরূপেণ মিথ্যেতি স্বীকর্ত্তব্যম্, ইত্যাহ—তথেতি। অথ ভোক্তা স্বরূপেণাপি সত্যোহস্তু, ভোগ্যপ্রপঞ্চস্যৈব মিথ্যাত্বম্ ইষ্যতাম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যক্ষানুরূপোহীতি। লৌকিকন্যায়ানুসারেণ ভোগ্যপ্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বে ভোক্তুরপি বিভক্তস্বরূপেণ তৎ-প্রসিদ্ধিঃ, অতো জীবশব্দবাচ্যস্য মিথ্যাত্বেহপি তল্লক্ষণস্য সন্মাত্রস্য সত্যত্বমিতি ব্যবস্থেত্যর্থঃ। যচ্চ তার্কিকৈরুচ্যতে—প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বে সৌগতমতানুমতিঃ, সত্যত্বে চাদ্বৈতব্যাহতিরিতি, তদপ্যুক্তন্যায়েন নিরস্তমিত্যাহ—অত ইতি। অদ্বৈতবাদে দোষাভাবং বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি ॥৪৫৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই প্রস্তাবিত তেজঃ, জল ও পৃথিবীর কারণীভূত সৎ-সংজ্ঞক দেবতা পূর্ব্বের ন্যায় আলোচনা করিয়াছেন—'আমি বহু হইব'। তাহার বহুভাব ধারণরূপ প্রয়োজনটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; এই জন্য সেই বহুভাব প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনটিই স্বীকার করিয়া পুনশ্চ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। কি প্রকার?—বেশ, আমি এখন এই জীবাত্মারূপে এই পূর্ব্বোক্ত তেজঃপ্রভৃতি দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই সূক্ষ্ম ভূতত্রয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া নাম-রূপ—নাম ও আকৃতি ব্যাকৃত করিব, অর্থাৎ এই বস্তুটি অমুকনামক এবং এইরূপ আকৃতিমান্, এইরূপে সম্যক্‌ভাবে বিস্পষ্ট করিব। এখানে "অনেন জীবেন" কথা থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রাণধারণানুভবকারী আপনাকেই, অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিতে নিজেই প্রাণধারণ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, স্বীয় বুদ্ধিস্থ সেই জীবভাবকে স্মরণ করিয়া "অনেন জীবেনাত্মনা" বলিয়াছেন। আর 'প্রাণ-ধারণকারী আত্মারূপে' বলায় ইহাই দেখাইতেছেন যে, এই জীবভাবটি তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে, এবং চৈতন্য-রূপেও তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। ভাল, অসংসারিণী অর্থাৎ স্বকৃত পাপপুণ্যশূন্য সর্ব্বজ্ঞ দেবতার (ব্রহ্মের) পক্ষে যে বুদ্ধিপূর্ব্বক (জেনে শুনে) নানাবিধ শতসহস্র দুঃখসমাকুল দেহে প্রবেশ করিয়া 'আমি দুঃখ অনুভব করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করা এবং স্বাধীনতা সত্ত্বেও যে অনুপ্রবেশ করা, ইহা ত যুক্তিযুক্ত হয় না। হাঁ, সত্য ব'টে, এইরূপ সঙ্কল্প করা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হইত না, যদি অবিকৃত স্বস্বরূপেই 'আমি অনুপ্রবিষ্ট হইব,

এবং আমি দুঃখ অনুভব করিব', এইরূপ সঙ্কল্প করিতেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ত ঐরূপে করেন না; কেননা, 'এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া' এইরূপ কথা রহিয়াছে, [ঐরূপ কথা হইতেই এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে]। দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ-প্রতিবিম্বের ন্যায় এবং জলাদিতে প্রতিফলিত সূর্য্যাদির ন্যায় ভূত-তন্মাত্র-সংসৃষ্ট বুদ্ধ্যাদি-সম্বদ্ধ দেবতার (ব্রহ্মের) আভাস বা প্রতিবিম্বই জীব; উহা (পর দেবতা হইতে স্বতন্ত্র নহে) (১)। অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন দেবতার (ব্রহ্মের) যে, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বদ্ধ চৈতন্যের আভাস (প্রতিবিম্ব), দেবতার প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে বিবেক-বোধ না হওয়ায় সেই চৈতন্যাভাসই ফলতঃ 'আমি সুখী, দুঃখী, মূঢ়' ইত্যাদি বহুবিধ বিকল্প-বুদ্ধি উৎপাদন করে, কিন্তু ছায়া বা প্রতিবিম্বাত্মক জীবরূপে প্রবিষ্ট হওয়ায় স্বয়ং দেবতা ঐসমস্ত দৈহিক সুখদুঃখাদির সহিত সম্বদ্ধ হন না। পুরুষ ও সূর্য্যাদি যেরূপ প্রতিবিম্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া আদর্শ ও জলাদির দোষে সংসৃষ্ট হয় না, এই দেবতাও তদ্রূপ। কারণ, কঠোপনিষদে আছে—'সর্ব্বলোকের চক্ষুঃ অর্থাৎ চক্ষুর অনুগ্রাহক বা প্রকাশক সূর্য্য যেমন চক্ষুর্গত বাহ্য দোষরাশি দ্বারা লিপ্ত হন না, তেমনি একই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত হইয়াও লৌকিক দুঃখে লিপ্ত হন না; কারণ, তিনি ইহার অতীত।' 'আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য', এবং বাজসনেয়কেও (বৃহদারণ্যকেও) আছে—তিনি যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন, [এখানে 'ইব' (যেন) শব্দ থাকায় বাস্তবিক পক্ষে ধ্যানের অভাব বুঝাইতেছে]।

ভাল কথা, জীব যদি চৈতন্যের ছায়াস্বরূপই হইল, তাহা হইলে ত মিথ্যা হইয়া পড়িল? এবং তাহার পরলোকাদিও সেইরূপ হইয়া পড়িল? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কারণ, সৎস্বরূপে তাহার সত্যতাই স্বীকৃত আছে; কেননা, নাম-রূপাদি যাহা কিছু কার্য্যজগৎ, তৎসমস্তই সৎস্বরূপে সৎ, আর জড়স্বরূপে নিশ্চয়ই অসৎ; কারণ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'বিকার পদার্থ কেবলই বাক্যারব্ধ নামমাত্র' [স্বরূপতঃ উহাদের কিছুমাত্র সত্যতা নাই]; 'জীবও সেইরকম', অর্থাৎ সৎস্বরূপে সত্য, জীবরূপে অসত্য,

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তমতে বুদ্ধিপদার্থটি ভৌতিক—আকাশাদি পঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন; সত্ত্বপ্রধান বলিয়া ইহা প্রকাশশক্তিসম্পন্ন—উজ্জ্বল। সূর্য্য যেমন স্বচ্ছ দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হন, তেমনি চৈতন্যময় ব্রহ্মও এই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন, এই প্রতিবিম্বই জীব। বহুক্ষণ অগ্নির মধ্যস্থিত লৌহখণ্ড যেমন অগ্নির ন্যায় হইয়া যায়, এবং অজ্ঞ লোক যেমন তাহাকেও অগ্নি বলিয়াই মনে করে, তেমনি জীবও অনাদি কাল সঞ্চিত অবিদ্যার সহযোগে বুদ্ধির সঙ্গে একীভাব ধারণ করে, তখন আর আপনাকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারে না; ইহারই নাম অবিবেক। এই অবিবেকবশতঃই জীব বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদি ধর্ম্মগুলিকে আপনার বলিয়া মনে করে, এবং মুগ্ধ হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এইরূপ সুখদুঃখাদি ব্রহ্মচৈতন্যকে অতি অল্পমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। আকাশে মেঘের উদয়ে বা অপগমে যেমন আকাশের কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, তেমনি সাংসারিক সুখ-দুঃখাদির যোগ বা বিয়োগে আত্মারও কিছুমাত্র বিকার ঘটে না।

এতদনুরূপ লোকপ্রসিদ্ধিও আছে—'যেমন দেবতা, তেমনি তাহার নৈবেদ্য' (১)। অতএব [বুঝিতে হইবে] সমস্ত ব্যবহারে ও সমস্ত বিকার পদার্থেরই ব্রহ্মস্বরূপে সত্যত্ব, আর সদ্ভিন্নত্বরূপে মিথ্যাত্ব; অতএব পরস্পর-বিরুদ্ধ দ্বৈতবাদ-সমূহকে যেরূপ স্ববুদ্ধিকল্পিত অতত্ত্বনিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তার্কিকগণ এ সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন প্রকার দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন না ॥৪৫৮॥২

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি; সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরোৎ ॥৪৫৯॥৩

সা (পূর্ব্বোক্তা) ইয়ং (ভূতযোনিঃ) দেবতা তাসাম্ (পূর্ব্বোক্তানাং তেজোজলপৃথিবীরূপাণাং দেবতানাম্) একৈকাং (একামেকাং দেবতাং) ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং (ত্রিতয়াত্মিকাং) করবাণি (কুর্য্যাম্) ইতি [সঙ্কল্প্য] ইমাঃ (তেজোঽবন্নরূপাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ অনেন (পূর্ব্বোক্তেন) জীবেন এব অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে (নাম চ রূপং চ) ব্যাকরোৎ (ব্যক্তীকৃতবতী)॥

সেই পূর্ব্বোক্ত ভূতযোনি দেবতা 'সেই তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাত্মক দেবতাগণের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মক ত্র্যাত্মক) করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, পূর্ব্বোক্ত জীবরূপে এই তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপে দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সা এবং তিস্রো দেবতা অনুপ্রবিশ্য স্বাত্মাবস্থে বীজভূতে অব্যাকৃতে নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ঈক্ষিত্বা তাসাঞ্চ তিসৃণাং দেবতানামেকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি—একৈকস্যাঃ ত্রিবৃৎকরণে একৈকস্যাঃ প্রাধান্যং, দ্বয়োর্দ্বয়োর্গুণভাবঃ; অন্যথা হি রজ্জ্বা ইব একমেব ত্রিবৃৎকরণং স্যাৎ, ন তু তিসৃণাং পৃথক্ পৃথক্ ত্রিবৃৎকরণমিতি। এবং হি তেজোঽবন্নানাং পৃথঙ্নামপ্রত্যয়লাভঃ স্যাৎ—তেজ ইদম্, ইমা আপোঽন্নমিদমিতি চ। সতি চ পৃথঙ্নামপ্রত্যয়লাভে দেবতানাং সম্যগ্ব্যবহারস্য প্রসিদ্ধিঃ প্রয়োজনং স্যাৎ। এবমীক্ষিত্বা সেয়ং দেবতা ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব যথোক্তেনৈব জীবেন সূর্য্যবিম্ববৎ অন্তঃ

(১) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, জীব যদি অসত্যই হইল, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধই বা কি? আর পরলোকাদি চিন্তাই বা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীবের জীবভাবও যেরূপ অসত্য, বিধিনিষেধাদিও তদ্রূপ অসত্য: পরলোকও তেমনি অসত্য বটে। কারণ জীবভাবও অজ্ঞানমূলক, বিধিনিষেধাদিও অজ্ঞানমূলক; উভয়ই যখন এক শ্রেণীর অন্তর্গত, তখন আর এ বিষয়ে আপত্তি কি? সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ।" অর্থাৎ পশু প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার যে অজ্ঞানমূলক, এ বিষয়ে কাহারো সংশয় নাই, সাধারণ মনুষ্যের ব্যবহারও অনেকাংশেই তত্তুল্য, তখন তাহাকে অজ্ঞানমূলক বলা দোষাবহ হয় না।

প্রবিশ্য বৈরাজং পিণ্ডং প্রথমং দেবাদীনাং চ পিণ্ডান্ অনুপ্রবিশ্য যথাসঙ্কল্পমেব নাম-রূপে ব্যাকরোৎ—অসৌনামা অয়ম্, ইদংরূপঃ ইতি ॥৪৫৭॥৩

আনন্দগিরিঃ।—ব্যাকরবাণীত্যেতদন্তং বাক্যং ব্যাখ্যায় তদনূদ্য তাসামিত্যাদি ব্যাচষ্টে—সৈবমিত্যাদিনা। ব্যাকরবাণীতি ঐক্ষতেতি সম্বন্ধঃ। কথং পুনরিদং ত্রিবৃৎকরণম্। ইত্যাশঙ্ক্য প্রথমম্ একৈকাং দেবতাং দ্বিধা দ্বিধা বিভজ্য পুনরেকৈকং ভাগং দ্বিধা দ্বিধা কৃত্বা তদিতরভাগয়োর্নিক্ষিপ্য ত্রিবৃৎকরণং বিবক্ষিতম্, ইত্যাহ—একৈকস্যা ইতি। গুণপ্রধানভাবানঙ্গীকারে সমানপরিমাণসূত্রত্রয়নির্ম্মিতরজ্জুবৎ ত্রিবৃৎকরণম্ একমেব স্যাদিত্যাহ—অন্যথেতি। এবকারার্থং দর্শয়তি—ন ত্বিতি। গুণপ্রধানভাবেন ত্রিবৃৎকরণম্ উপসংহর্ত্তুমিতিশব্দঃ। ইতশ্চ গুণপ্রধানভাবেন ত্রিবৃৎকরণমেষ্টব্যম্ ইত্যাহ—এবং হীতি। পৃথঙ্নামপ্রত্যয়লাভেনাপি কিং স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পৃথগিতি। সেয়মিত্যাদি ব্যাচষ্টে—এবমিত্যাদিনা ॥৪৫৭॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেই দেবতা (ব্রহ্ম), এইরূপে দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বস্বরূপাবস্থিত বীজভূত অনভিব্যক্ত নাম ও রূপকে ব্যাকৃত (ব্যক্তীকৃত) করিব, এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া এবং সেই তিন দেবতার এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব; এক একটি দেবতার ত্রিবৃৎকরণ হইলেই এক একটির প্রাধান্য এবং দুই দুইটির গুণভাব বা অপ্রাধান্য সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ না হইলে [ত্রিবেণীকৃত] রজ্জুর ন্যায় একটিরই কেবল ত্রিবৃৎকরণ হইতে পারে, কিন্তু তিনটির আর পৃথক্ পৃথক্ ত্রিবৃৎকরণ হইতে পারে না (১)। অথচ এইরূপ হইলেই অর্থাৎ গুণপ্রধানভাব হইলেই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর পৃথক্ পৃথক্ নাম ও পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও সিদ্ধ হইতে পারে, যেমন—ইহা তেজঃ, ইহা জল এবং ইহা পৃথিবী। উক্ত দেবতাগণের পৃথক্ পৃথক্ নাম ও প্রতীতি সিদ্ধ হইলেই, যথাযথরূপে লোকব্যবহারসিদ্ধিরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হইতে পারে। সেই এই দেবতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈক্ষণ করিয়া সূর্য্য-বিম্বের ন্যায় এই জীবাত্মা-রূপে এই দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ প্রথমজ বৈরাজ পিণ্ডে (সমষ্টিভূত বিরাট্-দেহে) এবং দেবগণের দেহমধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পানুসারেই নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিলেন—ইহার নাম অমুক, এবং রূপ এই ॥৪৫৭॥৩

---

(১) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যে তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই তিনটি মাত্র ভূতের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে; কাজেই এখানে 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশ ও বায়ুরও উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং তদনুসারে 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দে 'পঞ্চীকরণ' বুঝিতে হইবে। এই জন্যই সদানন্দ যতি বলিয়াছেন যে, 'ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ', অর্থাৎ যদিও শ্রুতিতে 'ত্রিবৃৎকরণ' শব্দ থাকুক, কিন্তু উহা হইতে 'পঞ্চীকরণ' প্রক্রিয়াই বুঝিতে হইবে। বিদ্যারণ্যস্বামী অতি সহজ কথায় এইরূপে পঞ্চীকরণ প্রণালী বুঝাইয়া দিয়াছেন, —"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।" অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেক ভূতকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, পরে প্রত্যেক এক এক খণ্ডকে চারি-ভাগে বিভক্ত করিয়া, ইহার এক এক ভাগকে আবার প্রথমোক্ত অপর ভূতের প্রত্যেক অর্দ্ধ খণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিলেই পঞ্চীকৃত হইল। পঞ্চীকৃত অবস্থায় এক ভূতের অর্দ্ধাংশ আর অপরাপর চারি ভূতের দুই দুই আনা করিয়া অর্দ্ধাংশ যোগে আকাশাদি এক একটি স্থূল ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি ॥৪৬০॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৩॥

তাসাং (তেজোজলপৃথিবীনাং) একৈকাং (প্রত্যেকং) ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ অকরোৎ (কৃতবতী) [সা দেবতা ইতি শেষঃ]। হে সোম্য, ইমাঃ (উক্তাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ সতী যথা (যেন প্রকারেণ) খলু (নিশ্চয়ে) একৈকা (পৃথক্ পৃথক্ একৈকনামভাক্) ভবতি, তৎ মে (মৎসকাশাৎ) বিজানীহি (বিশেষেণ অবগচ্ছ ইত্যর্থঃ) ইতি ॥

[ঐরূপ সঙ্কল্পের পর ব্রহ্ম] তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। হে সোম্য, সেই দেবতাত্রয় (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া যে প্রকারে এক একটি হইয়া থাকে অর্থাৎ ত্র্যাত্মক হইয়াও যেরূপে এক একটি নামে পরিচিত হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হইতে বিশেষরূপে অবগত হও ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তাসাঞ্চ দেবতানাং গুণপ্রধানভাবেন ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ কৃতবতী দেবতা। তিষ্ঠতু তাবদ্দেবতাদিপিণ্ডানাং নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতানাং তেজোঽবন্নময়ত্বেন ত্রিধাত্বম্, যথা তু খলু বহিরিমাঃ পিণ্ডেভ্যস্তিস্রো দেবতাঃ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে মম নিগদতো বিজানীহি বিস্পষ্টম্ অবধারয় উদাহরণতঃ ॥৪৬০॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—সংক্ষেপেণ ত্রিবৃৎকরণং প্রতিজ্ঞায় উদাহরণতঃ স্ফুটীকর্তুম্ আরভমাণঃ দেহে ত্রিবৃৎকরণস্যাগ্রে স্ফুটীকর্তব্যত্বাৎ দেহাতিরিক্তেষু প্রথমং তদুদাহর্তুম্ উপক্রমতে—তিষ্ঠতু তাবদিতি ॥৪৬০॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—দেবতা (ব্রহ্ম) সেই দেবতাগণের এক একটিকে গুণপ্রধানভাবে অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। নামরূপে অভিব্যক্ত দেবতাদি পিণ্ডসমূহের যে তেজঃ জল ও অন্নময়ত্ব নিবন্ধন ত্রিধাত্ব (ত্রিবৃৎকৃতত্ব), তাহা থাকুক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই; এই পিণ্ডের (বৈরাজ পিণ্ডের) বাহিরেও যে প্রকারে উক্ত দেবতাগণ (ভূতত্রয়) ত্রিবৃৎকৃতভাবে এক একটি হইয়া থাকে, আমি বলিতেছি, আমার নিকট হইতে তাহা তুমি বিশেষরূপে অবগত হও অর্থাৎ উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্টরূপে অবধারণ কর ॥৪৬০॥৪

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৩॥

———

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

যদগ্নে রোহিতꣳ রূপং তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছুক্লং তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য ; অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥৪৬১॥১

[সম্প্রতি ত্রিবৃৎকরণপ্রক্রিয়ায়াঃ সুখাববোধনার্থম্ উদাহরণান্যাহ—"যদগ্নেঃ" ইত্যাদি।] অগ্নেঃ (লোকপ্রসিদ্ধস্য) যৎ রোহিতং (লোহিতং) রূপং, তৎ (লৌহিত্যং) তেজসঃ রূপম্, যৎ শুক্লং [রূপং], তৎ অপাং (জলস্য) [রূপং], যৎ কৃষ্ণং [রূপং], তৎ অন্নস্য (পৃথিব্যাঃ) [রূপং]। [এবং চ সতি] অগ্নেঃ অগ্নিত্বং অপাগাৎ (রূপত্রয়-ব্যতিরেকেণ অগ্নেঃ স্থিত্যসম্ভবাৎ অগ্নিত্বমেব অপগতমিত্যর্থঃ), [যতঃ] বাচারম্ভণং অগ্নিরিতি নামধেয়ং বিকারঃ, ত্রীণি (লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাত্মকানি) রূপাণি, ইত্যেব সত্যম্। (রূপত্রয়-ব্যতিরেকেণ) অগ্নির্নাম বস্তু নাস্তীত্যাশয়ঃ॥

[সম্প্রতি ত্রিবৃৎকরণ-পদ্ধতি বুঝাইবার জন্য উদাহরণসমূহ প্রদত্ত হইতেছে—] অগ্নির যে লোহিত রূপ দৃষ্ট হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা তেজেরই রূপ ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ, আর যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর রূপ ; [এইরূপে] অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া গেল ; কারণ, বাক্যারব্ধের নামই হইতেছে বিকার ; উক্ত তিনটি রূপই সত্য, অর্থাৎ উক্ত রূপত্রয়ের অতিরিক্ত অগ্নি বলিয়া কোন সত্য পদার্থ নাই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যত্তৎ দেবতানাং ত্রিবৃৎকরণমুক্তং—তস্যৈবোদাহরণমুচ্যতে, উদাহরণং নাম একদেশপ্রসিদ্ধ্যা অশেষপ্রসিদ্ধ্যর্থমুদাহ্রিয়ত ইতি। তদেতদাহ—যদগ্নেঃ ত্রিবৃৎকৃতস্য রোহিতং রূপং প্রসিদ্ধং লোকে, তৎ অত্রিবৃৎকৃতস্য তেজসো রূপমিতি বিদ্ধি তথা যৎ শুক্লং রূপমগ্নেরেব, তৎ অপাম্ অত্রিবৃৎকৃতানাম্ ; যৎ কৃষ্ণং তস্যৈবাগ্নে রূপম্, তদন্নস্য পৃথিব্যা অত্রিবৃৎকৃতায়া ইতি বিদ্ধি। তত্রৈবং সতি রূপত্রয়ব্যতিরেকেণাগ্নিরিতি যৎ মন্যসে ত্বম্, তস্যাগ্নেরগ্নিত্বম্ ইদানীমপাগাৎ অপগতম্। প্রাগ্রূপত্রয়বিবেকবিজ্ঞানাদ্ যা অগ্নিবুদ্ধিরাসীৎ তে, সাগ্নিবুদ্ধিরপগতা, অগ্নিশব্দশ্চেত্যর্থঃ। যথা দৃশ্যমানরক্তোপধানসংযুক্তঃ * স্ফটিকো গৃহ্যমাণঃ পদ্মরাগো-

* রক্তোপাধিসংযুক্তঃ ইতি বা পাঠঃ।

ঽয়মিতিশব্দবুদ্ধ্যোঃ প্রয়োজকো ভবতি প্রাগুপধান-স্ফটিকয়োর্ব্বিবেকবিজ্ঞানাৎ, তদ্‌বিবেকবিজ্ঞানে তু পদ্মরাগ-শব্দবুদ্ধী নিবর্ত্তেতে তদ্‌বিবেকবিজ্ঞাতুঃ, তদ্বৎ।

ননু কিমত্র বুদ্ধি-শব্দকল্পনয়া ক্রিয়তে প্রাক্ রূপত্রয়বিবেককরণাৎ * অগ্নিরেবাসীৎ, তদগ্নেরগ্নিত্বং রোহিতাদিরূপবিবেককরণাৎ অপাগাদিতি যুক্তম্,—যথা তন্তুপকর্ষণে পটাভাবঃ। নৈবম্, বুদ্ধিশব্দমাত্রমেব হি অগ্নিঃ, যত আহ,—বাচারম্ভণমগ্নির্নাম বিকারো নামধেয়ং নামমাত্রমিত্যর্থঃ, অতোঽগ্নিবুদ্ধিরপি মৃষৈব। কিং তর্হি তত্র সত্যম্? ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্, নাণুমাত্রমপি রূপত্রয়ব্যতিরেকেণ সত্যমস্তি, ইত্যবধারণার্থঃ ॥৪৬১॥১

আনন্দগিরিঃ।—কথমুদাহরণতোঽবধারণম্, ইত্যাশঙ্ক্য অনন্তরবাক্যম্ অবতারয়তি—যত্তদিতি। উদাহরণশব্দং ব্যুৎপাদয়তি—উদাহরণং নামেতি। তত্রৈব শ্রুতিমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদেতদিত্যাদিনা। অত্রিবৃৎকৃতানাং রূপমিতি বিদ্ধি ইতি সম্বন্ধঃ। তত্রাগ্নৌ রূপত্রয়ে পূর্ব্বোক্তরীত্যা পৃথক্ কৃতে সতীতি যাবৎ। ইদানীং বিবেকদশায়ামিত্যর্থঃ। অক্ষরার্থমুক্ত্বা বাক্যতাৎপর্য্যার্থমাহ—প্রাগিতি। রূপত্রয়বিবেকাৎ প্রাগবস্থায়াম্ অগ্নিশব্দবুদ্ধী, তদ্‌বিবেকাদূর্দ্ধং তন্নিবৃত্তিরিত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তে—যথেত্যাদিনা।

অগ্নিবিষয়ে শ্রুতং হিত্বা অধিককল্পনায়াং নাস্তি নিবন্ধনম্, ইতি শঙ্কতে—নন্বিতি। রোহিতাদিরূপত্রয়বিবেকে সত্যগ্নেঃ অগ্নিত্বম্ অপগচ্ছতীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। শব্দবুদ্ধিপ্রক্ষেপেঽপি ন শ্রুতত্যাগোঽস্তীতি পরিহরতি—নৈবমিতি। তত্র প্রমাণত্বেনানন্তরবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—যত ইতি। অগ্নের্নামমাত্রত্বমতঃশব্দার্থঃ ॥৪৬১॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যে, দেবতাগণের সেই ত্রিবৃৎকরণ-প্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহারই দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে—উদাহরণ অর্থ—সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধির জন্য একস্থলে প্রসিদ্ধ বিষয়ের যে উল্লেখ করা সেই উদাহরণই এখানে এইরূপে বলিতেছেন—জগতে ত্রিবৃৎকৃত (স্থূল) অগ্নির যে লোহিত রূপ প্রসিদ্ধ আছে, তাহাকে অত্রিবৃৎকৃত (সূক্ষ্ম) তেজের রূপ বলিয়া জানিও। সেইরূপ, অগ্নিরই যে শুক্ল রূপ, তাহা অত্রিবৃৎকৃত জলেরই রূপ [বলিয়া জানিও]। আর সেই অগ্নিরই যে কৃষ্ণ রূপ, তাহাও অত্রিবৃৎকৃত অন্নের অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ বলিয়া জানিও। এইরূপই যখন নিশ্চিত হইল, তখন তুমি যাহাকে রূপত্রয়াতিরিক্ত অগ্নি বলিয়া মনে করিতেছ, এখন সেই অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইল; অর্থাৎ উক্ত রূপত্রয়ের বিবেকসম্পাদনের পূর্ব্বে তোমার যে অগ্নি বলিয়া একটা জ্ঞান ছিল, এখন সেই অগ্নি-বুদ্ধি এবং অগ্নি-শব্দ উভয়ই দূরীভূত হইল। যেমন কোনও লোহিতপদার্থরূপ উপাধিসংযুক্ত স্ফটিক দৃষ্টিগোচর হইলে পর, সেই উপাধি ও স্ফটিকের বিবেক বা পার্থক্যের উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত 'ইহা পদ্মরাগমণি' এইরূপ শব্দ ও বুদ্ধি সমুৎপাদন করিয়া থাকে; তাহার পর,

* বিবেকগ্রহণাৎ ইত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ।

উপাধি ও স্ফটিকের বিবেক বুদ্ধিগোচর হইলে, যেমন সেই বিজ্ঞাতারই পূর্ব্বোৎপন্ন পদ্মরাগ-শব্দ ও পদ্মরাগ-বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া যায়, ইহাও তদ্রূপ।

ভাল, এখানে বুদ্ধি ও শব্দকল্পনার আবশ্যক কি? পরন্তু, পূর্ব্বে রূপত্রয়ের বিবেক বা পার্থক্যোপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত যথার্থ অগ্নিই ছিল, পশ্চাৎ লোহিতাদি-রূপত্রয়ের বিবেক সম্পাদন করায় অগ্নির সেই অগ্নিত্ব ধর্ম্মটিমাত্র বিলুপ্ত হইয়া গেল, এইরূপ কল্পনাই ত যুক্তিযুক্ত হয়; দৃষ্টান্ত—যেমন তন্তুর অপনয়নে বস্ত্রের বিলোপ হয়। না—এরূপ নহে; কেননা, অগ্নি পদার্থটি কেবলই শব্দ ও বুদ্ধিস্বরূপ, অর্থাৎ নাম ও তদনুরূপ জ্ঞান ভিন্ন অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থ নাই; যেহেতু শ্রুতিই বলিতেছেন,—'অগ্নি' এই বিকার বা কার্য্য পদার্থ টি কেবল বাক্যারব্ধ নামধেয় অর্থাৎ নামমাত্র, (তদতিরিক্ত কোন বস্তু নহে); সুতরাং অগ্নিবুদ্ধিটাও মিথ্যাই বটে। আচ্ছা, তাহা হইলে সত্য কোনটুকু? [উত্তর—] তিনটি রূপ ছাড়া আর অণুমাত্রও কিছু সত্য নাই ॥৪৬১॥১

যদাদিত্যস্য রোহিতꣳ রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥৪৬২॥২

কিঞ্চ, আদিত্যস্য (সূর্য্যস্য) যৎ রোহিতং (লোহিতং) রূপং, তৎ তেজসঃ রূপম্, যৎ শুক্লং [রূপং], তৎ অপাং (জলস্য) রূপম্, যৎ কৃষ্ণং, তৎ অন্নস্য (পৃথিব্যাঃ) রূপম্; [এবং বিবেকে সতি] আদিত্যাৎ আদিত্যত্বম্ অপাগাৎ (অপগতং) [রূপত্রয়ব্যতিরেকেণ আদিত্যাখ্যস্য বস্তুনঃ অভাবাদিতি ভাবঃ]। [যতঃ] বাচারম্ভণং নামধেয়ং (নামৈব) বিকারঃ; [বস্তুতস্তু] ত্রীণি রূপাণি (লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাখ্যানি) ইত্যেব সত্যম্, (ন ততোঽন্যৎ কিমপীত্যর্থঃ)॥

অপিচ, আদিত্যের যে লোহিত রূপ, প্রকৃতপক্ষে তাহা তেজেরই রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের রূপ; আর যাহা কৃষ্ণ, তাহা পৃথিবীর রূপ; [সুতরাং এখন তোমার নিকট] আদিত্যের আদিত্যত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল; কারণ, বিকার অর্থই কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র (শব্দমাত্র), বস্তুতঃ উক্ত তিনটি রূপই, কেবল সত্য॥

যচ্চন্দ্রমসো রোহিতꣳ রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নাম-ধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥৪৬৩॥৩

[তথা] চন্দ্রমসঃ (চন্দ্রস্য) যৎ লোহিতং রূপং তৎ তেজসঃ রূপম্; যৎ শুক্লং, তৎ অপাং রূপম্; যৎ কৃষ্ণং, তৎ অন্নস্য রূপম্; [এবং সতি] চন্দ্রাৎ চন্দ্রত্বম্ অপাগাৎ; যতঃ বিকারো নাম বাচারম্ভণং নামধেয়ম্; ত্রীণি রূপাণি, ইত্যেব সত্যম্॥

সেইরূপ, চন্দ্রের যে লোহিতরূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্ল, তাহা জলের রূপ, যাহা কৃষ্ণ, তাহা পৃথিবীর রূপ; [এইরূপ বিশ্লেষণ করায়, এখন] চন্দ্র হইতে চন্দ্রত্ব অপগত হইয়া গেল; কারণ, বিকার কেবল বাচারম্ভণ নামমাত্র; ঐ যে তিনটি রূপ, তাহাই একমাত্র সত্য॥

যদ্‌বিদ্যুতো রোহিতꣳরূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদ্‌বিদ্যুতো বিদ্যুত্ত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥৪৬৪॥৪

[তথা], বিদ্যুতঃ যৎ রোহিতং রূপং, তৎ তেজসঃ রূপং; যৎ শুক্লং, তৎ অপাং রূপং, যৎ কৃষ্ণং, তৎ অন্নস্য রূপম্, [এবং চ সতি] বিদ্যুতঃ বিদ্যুত্ত্বম্ অপাগাৎ, [যতঃ] বিকারঃ নাম বাচারম্ভণং নামধেয়ম্; ত্রীণি রূপাণি, ইত্যেব সত্যম্॥

বিদ্যুতের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ, যাহা শুক্ল, তাহা জলের রূপ; যাহা কৃষ্ণ, তাহা পৃথিবীর রূপ। [এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে] বিদ্যুতের বিদ্যুদ্ভাবটি অপগত হইয়া গেল; কারণ, বিকার অর্থই কেবল বাচারম্ভণ নাম মাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নাই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা, যৎ আদিত্যস্য, যৎ চন্দ্রমসঃ, যৎ বিদ্যুত ইত্যাদি সমানম্। নন্বু "যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহি" ইত্যুক্ত্বা তেজস এব চতুর্ভিরপ্যুদাহরণৈঃ অগ্ন্যাদিভিস্ত্রিবৃৎকরণং দর্শিতম্, নাবন্নয়োরুদাহরণং দর্শিতং ত্রিবৃৎকরণে। নৈষ দোষঃ; অবন্নবিষয়াণ্যপি উদাহরণানি এবমেব চ দ্রষ্টব্যানীতি মন্যতে শ্রুতিঃ। তেজস উদাহরণমুপলক্ষণার্থম্। রূপবত্ত্বাৎ স্পষ্টার্থত্বোপপত্তেশ্চ। গন্ধরসয়োরনুদাহরণং ত্রয়াণামসম্ভবাৎ; ন হি গন্ধরসৌ তেজসি স্তঃ। স্পর্শশব্দয়োরনুদাহরণং বিভাগেন দর্শয়িতুমশক্যত্বাৎ। যদি সর্ব্বং জগৎ ত্রিবৃৎকৃতমিতি অগ্ন্যাদিবৎ ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্, অগ্নেরগ্নিত্ববৎ অপাগাৎ জগতো জগত্ত্বম্। তথান্নস্যাপি অপ্‌শুঙ্গত্বাদাপ ইত্যেব সত্যং, বাচারম্ভণমাত্রমন্নম্। তথা অপামপি তেজঃশুঙ্গত্বাৎ বাচারম্ভণত্বে তেজ ইত্যেব সত্যম্। তেজসোঽপি সচ্ছুঙ্গত্বাৎ বাচারম্ভণত্বং, সদিত্যেব সত্যম্, ইত্যেষোঽর্থো বিবক্ষিতঃ।

নন্বু বায়্বন্তরিক্ষে তু অত্রিবৃৎকৃতে তেজঃপ্রভৃতিষু অনন্তর্ভূতত্বাৎ অবশিষ্যেতে, এবং গন্ধরসশব্দস্পর্শাশ্চাবশিষ্টাঃ, ইতি কথং সতা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যদবিজ্ঞাতং

বিজ্ঞাতং ভবেৎ ? তদ্‌বিজ্ঞানে বা প্রকারান্তরং বাচ্যম্। নৈব দোষঃ, রূপবদ্‌দ্রব্যে সর্ব্বস্য দর্শনাৎ। কথম্ ? তেজসি তাবদ্ রূপবতি শব্দস্পর্শয়োরপ্যুপলম্ভাৎ বায়্বন্তরিক্ষয়োস্তত্র স্পর্শশব্দগুণবতোঃ সদ্ভাবোঽনুমীয়তে। তথা অবন্নয়োঃ রূপবতো রসগন্ধান্তর্ভাব ইতি। রূপবতাং ত্রয়াণাং তেজোঽবন্নানাং ত্রিবৃৎকরণপ্রদর্শনেন সর্ব্বং তদন্তর্ভূতং সদ্‌বিকারত্বাৎ ত্রীণ্যেব রূপাণি বিজ্ঞাতং মন্যতে শ্রুতিঃ। ন হি মূর্ত্তং রূপবৎ দ্রব্যং প্রত্যাখ্যায় বায়্বাকাশয়োস্তদ্‌গুণয়োর্গন্ধরসয়োর্ব্বা গ্রহণমস্তি। অথবা, রূপবতামপি ত্রিবৃৎকরণং প্রদর্শনার্থমেব মন্যতে শ্রুতিঃ। যথা তু ত্রিবৃৎকৃতে ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্, তথা পঞ্চীকরণেঽপি সমানো ন্যায় ইতি। অতঃ সর্ব্বস্য সদ্‌বিকারত্বাৎ সতা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ—সদেকমেবাদ্বিতীয়ং সত্যমিতি সিদ্ধমেব ভবতি। তদেকস্মিন্ সতি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি সূক্তম্॥৪৬২-৪৬৪॥২-৪

আনন্দগিরিঃ।—প্রক্রম-পর্য্যালোচনায়াম্ উদাহরণে ন্যূনত্বমস্তীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। যদ্‌বাপীকূপাদেরোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য যচ্চ ব্রীহিযবাদে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য ইত্যুদাহরণসম্ভবাৎ ন ন্যূনতেতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। তর্হি তেজোবিষয়মপ্যুদাহরণমূহনীয়ং, কিমিত্যুদাহৃতম্ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তেজস ইতি। যদি ক্বচিদপি নোদাহরণমুচ্যতে, নোপলক্ষণমেব সিধ্যেৎ ; অতস্ত্রয়াণাং রূপবত্ত্বেন যথোক্তরূপবিভাগস্য তেষু স্ফুটত্বসম্ভবাৎ তেজসঃ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনমন্নাদিবিষয়োদাহরণোপলক্ষণার্থং, তেন নোপেক্ষিতমিত্যর্থঃ। অবন্নয়োরপি ত্রিবৃৎকরণম্ উপলক্ষিতং চেৎ, তর্হি তত্র রসগন্ধয়োঃ অসাধারণ্যাৎ তয়োঃ ত্রিবৃৎকরণমুদাহর্ত্তব্যম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—গন্ধরসয়োরিতি। যথা যদবন্নয়োর্ভাস্বরং লোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যেতি শক্যতে রূপং বিবেক্তুং, ন তথা অমুকো রসঃ গন্ধঃ বা তেজসোঽপামগ্নেশ্চাস্তীতি জ্ঞাতুং শক্যমিত্যনুদাহরণং তয়োরিত্যর্থঃ। ননু ত্রিবৃৎকরণে ত্রিষ্বপি রূপবদ্‌গন্ধরসৌ সম্ভাবিতৌ, তৎ কথং তয়োস্ত্রয়াণাম্ অসম্ভবোক্তিঃ, তত্রাহ—ন হীতি। সম্ভাবিতাবপি তৌ ত্রিষু বিবেক্তুম্ অশক্যৌ ইত্যনুদাহরণীয়ৌ ইত্যর্থঃ। তর্হি সর্ব্বেষু ভূতেষু সম্ভাবিতয়োঃ স্পর্শশব্দয়োরুদাহরণং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্পর্শশব্দয়োরিতি। যথা লৌহিত্যাদি রূপত্রয়ং ত্রয়াণাং বিভাগেন দর্শয়িতুং শক্যং, ন তথা শব্দত্রয়ং স্পর্শত্রয়ং চ ত্রয়াণাং বিভাগেন দর্শয়িতুং শক্যং, নো খলু একত্র উষ্ণশীতানুষ্ণাশীতস্পর্শত্রয়ং দৃশ্যতে, নাপি খরমধুরমধ্যমশব্দত্রয়ম্ একত্রোপলব্ধমিত্যর্থঃ। সর্ব্বস্য ত্রিবৃৎকৃতত্বে ফলিতমাহ—যদীতি। যথাঽগ্ন্যাদি ত্রিবৃৎকৃতং, তথা সর্ব্বমেব জগদ্‌যদি ত্রিবৃৎকৃতমিত্যঙ্গীকৃতং, তদাঽগ্নেরগ্নিত্ববৎ জগতো জগত্ত্বমপগতং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যমিতি যোজনা। তথাপি কথং সন্মাত্রপরিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। রূপত্রয়ব্যতিরেকেণ জগতোঽভাববৎ কৃষ্ণস্যাপি রূপস্য পৃথিবীশব্দিতস্য শুক্লরূপমাত্রজলকার্য্যাৎ তদতিরেকেণাসত্ত্বং, পৃথিবীবদপামপি শুক্লরূপমাত্রাণাং লোহিতরূপমাত্রতেজোবিকারত্বাৎ তদ্‌ব্যতিরেকেণাভাবস্তস্যাপি সৎকার্য্যত্বাৎ ততো ভেদেনাসত্ত্বং সন্মাত্রমেব পরিশিষ্টমিত্যেতত্ত্রিবৃৎকরণপ্রকরণে বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ।

ত্রিবৃৎকরণপক্ষে নৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সিধ্যতি, পরিশিষ্টবিজ্ঞেয়সত্ত্বাবাদিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। ইতিপদং কথমিত্যাদিনা সম্বধ্যতে। গন্ধাদয়শ্চ শব্দান্তা গুণা গুণিষ্বনন্তর্ভূতাঃ সন্তীতি ন সদ্বিজ্ঞানেন তদ্বিজ্ঞানোপপত্তিরিত্যাহ—গন্ধেতি। তদ্বিজ্ঞানে সদ্বিজ্ঞানেন বায্বাদিবিজ্ঞানং, তত্র প্রকারান্তরং তৎকার্য্যত্বাদতিরিক্তমিতি যাবৎ। আকাশাদেস্ত্রিষ্বেবান্তর্ভাবসদ্ভাবান্ন পরিশিষ্টবিজ্ঞেয়মস্তীতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। কথং তেজোঽবন্নেষু সর্ব্বস্যাকাশাদের্দর্শনমিত্যাহ—কথমিতি। তত্র শব্দস্পর্শয়োরাকাশবায্বোশ্চ ভূতত্রয়ে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামুপলব্ধিং দর্শয়তি—তেজসীতি। তেজোগ্রহণমবন্নয়োরুপলক্ষণং, তত্রাপি স্পর্শাদ্যুপলব্ধেরবিশেষাৎ। যত্তু গন্ধাদি জ্ঞেয়ান্তরমিতি তত্রাহ—তথেতি। ভূতত্রয়ে স্পর্শাদ্যন্তর্ভাববৎ ইতি যাবৎ। ত্রিষ্বেবান্তর্ভাবে ফলিতমাহ—রূপবতামিতি। ভূতত্রয়ে রূপবত্যাকাশাদেরন্তর্ভাবং ব্যতিরেকদ্বারা সমর্থয়তে—ন হীতি। অন্তর্ভাবোক্তিপ্রয়াসং পরিহর্ত্তুং পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। প্রদর্শনার্থং পঞ্চীকরণস্যেতি শেষঃ। কথং পঞ্চীকরণে সন্মাত্রপরিশেষঃ সিধ্যতি ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। যদা পঞ্চাপি ভূতানি প্রত্যেকং দ্বেধা বিভজ্য পুনরেকৈকং ভাগং চতুর্দ্ধা কৃত্বা স্বভাগাতিরিক্তেষু পূর্ব্বেষু ভাগেষু একৈকশো নিক্ষিপ্যতে, তদা পঞ্চীকরণং শ্রুত্যুপলক্ষিতং লভ্যতে, তত্রাপি পঞ্চানাং ভাগানাং পৃথক্করণে পঞ্চৈব তন্মাত্রাণি অবশিষ্যন্তে, তান্যপি পৃথিব্যাদীন্যবাদিকার্য্যত্বাৎ তৎ তৎ কারণব্যতিরেকেণ ন সিধ্যন্তি ইতি ত্রিবৃৎকরণবৎ পঞ্চীকরণেঽপি ন্যায়সাম্যাৎ সর্ব্বস্য সদ্বিকারত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণাভাবাৎ তেন বিজ্ঞাতেন তদপি বিজ্ঞাতমেব স্যাৎ, সন্মাত্রং তু পরমার্থসত্যং পরিশিষ্টং ভবতি ইত্যর্থঃ। উক্তন্যায়েনৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রুতিরবিরুদ্ধেতি উপসংহরতি—তদেকস্মিন্নিতি ॥ ৪৬২-৪৬৪॥২-৪

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ "যৎ আদিত্যস্য যৎ চন্দ্রমসঃ, যৎ বিদ্যুতঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। আচ্ছা, 'হে সোম্য, এই তিন দেবতা (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) প্রত্যেকে যেরূপ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও' এই কথা বলিয়া ত্রিবৃৎকরণ-প্রকরণে অগ্নিপ্রভৃতি চারিটি উদাহরণেই কেবল তেজেরই ত্রিবৃৎকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু অপ্ ও পৃথিবীর ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না, [ইহা কি রকম হইল?]; না—ইহা দোষাবহ হয় না; কেননা, শ্রুতি মনে করেন যে, জল ও পৃথিবীর উদাহরণসমূহও এই প্রকারই জানিতে হইবে; বিশেষতঃ রূপ থাকায় সহজেই বুদ্ধিগম্য হইতে পারে, এইজন্য কেবল তেজেরই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে; অধিকন্তু, ইহা [জল এবং পৃথিবীরও] উপলক্ষণ বা প্রতীতিজনক। একত্র ত্রিবিধভাব সম্ভব হয় না বলিয়া গন্ধ ও রসের উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই; কেননা, তেজের মধ্যে ত আর গন্ধ ও রস বিদ্যমান নাই, [কাজেই তদুভয়ের উদাহরণ প্রদত্ত হয় নাই]। পৃথক্ভাবে প্রদর্শন করা অসম্ভব বলিয়াই স্পর্শ ও শব্দের উদাহরণ প্রদত্ত হয় নাই। সমস্ত জগৎই যদি ত্রিবৃৎকৃত হয়, তাহা হইলে অগ্নিপ্রভৃতির ন্যায় [জগতেরও] তিনটি রূপই সত্য, এবং অগ্নির অগ্নিত্বের ন্যায় জগতেরও জগত্ব অর্থাৎ জগদ্ভাব অপনীত হইয়া যায়; সেইরূপ পৃথিবীও

যখন অপ্‌শুঙ্গ অর্থাৎ জল-সম্ভূত, তখন অপ্‌ই একমাত্র সত্য, এবং পৃথিবী কেবল বাচারম্ভণমাত্র। সেইরূপ জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া জলের বাচারম্ভণমাত্ররূপতা, এবং কেবল তেজেরই সত্যতা। তেজও আবার সৎসম্ভূত বলিয়া স্বয়ং বাচারম্ভণ-মাত্র, সৎই একমাত্র সত্য, এইরূপ অর্থই এখানে বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত।

আপত্তি হইতেছে যে, বায়ু ও অন্তরিক্ষ যখন ত্রিবৃৎকৃত নহে—অত্রিবৃৎকৃত, এবং উক্ত তেজঃপ্রভৃতির মধ্যেও যখন অন্তর্ভূত নহে, তখন ঐ দুইটি ভূতই অবশিষ্ট থাকিতেছে; এবং গন্ধ, রস, শব্দ ও স্পর্শ গুণগুলিও অবশিষ্ট (অনুক্ত) থাকিতেছে; অতএব একমাত্র সৎ পদার্থ বিজ্ঞাত হইলেই অবিজ্ঞাত অপর সমস্তও বিজ্ঞাত হইবে কিরূপে? পক্ষান্তরে, সে সমুদায়ের বিজ্ঞানের জন্যও অন্য প্রকার কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে; না—ইহাতেও দোষ হয় না; কারণ, রূপবিশিষ্ট দ্রব্যমধ্যে এ সমস্তেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। কি প্রকারে? [দেখ,] রূপবিশিষ্ট তেজঃদ্রব্যে শব্দ এবং স্পর্শেরও উপলব্ধি হইয়া থাকে; সুতরাং সেখানে শব্দ-স্পর্শ গুণবান্ আকাশ এবং বায়ুর অস্তিত্বও অনুমিত হয়; [কারণ] শব্দ আকাশের গুণ, আর স্পর্শ বায়ুর গুণ; গুণ কখনই আশ্রয়চ্যুত হইয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ রূপবান্ জলে ও পৃথিবীতে রস ও গন্ধ গুণের অন্তর্ভাব বুঝিতে হইবে। শ্রুতি মনে করেন যে, রূপবিশিষ্ট তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই তিনটি দ্রব্যের ত্রিবৃৎকরণ প্রদর্শনের ফলেই তদন্তর্ভূত অপর সমস্ত পদার্থেরও সৎসম্ভূতত্ব-নিবন্ধন 'তিনটি রূপই' সত্য এইরূপ বিজ্ঞান উপস্থিত হইয়া থাকে। কেননা, মূর্ত্ত বা স্থূল দ্রব্য (তেজঃপ্রভৃতি) পরিত্যাগ করিয়া বায়ু ও আকাশের কিংবা তদুভয়ের গুণ —গন্ধ ও রসের কোথাও প্রতীতি হয় না। অথবা, রূপবান্ তেজঃ প্রভৃতির যে ত্রিবৃৎকরণ কথন, শ্রুতি মনে করিয়া থাকেন, তাহাও কেবল উদাহরণ প্রদর্শনার্থই —ত্রিবৃৎকরণে যেরূপ তিনটি মাত্র রূপই সত্য, তদ্রূপ পঞ্চীকরণেও সত্যতার ব্যবস্থা সমান; সুতরাং সদ্‌বিকারত্বনিবন্ধন, একমাত্র সৎপদার্থের বিজ্ঞানেই এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয়; এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থই সত্য; অতএব [একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান] অবশ্যই সিদ্ধ হইতেছে। অতএব সেই একমাত্র সৎপদার্থ (ব্রহ্ম) বিজ্ঞাত হইলেই যে এ সমস্তও বিজ্ঞাত হয় বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই বটে ॥৪৬২-৪৬৪॥২-৪

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্‌বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহা-শ্রোত্রিয়াঃ—ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্য-তীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ ॥৪৬৫॥৫

তৎ এতৎ (সদ্‌বিজ্ঞানং) বিদ্বাংসঃ (বিজানন্তঃ) হ (ঐতিহ্যে) বৈ (কিল) পূর্ব্বে (পূর্ব্বতনাঃ) মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ আহুঃ স্ম—অদ্য (ইদানীমপি) কশ্চন (কশ্চিদপি বিদ্বান্) নঃ (অস্মাকং) অশ্রুতম্ অমতম্ অবিজ্ঞাতং [কিঞ্চিৎ] ন উদাহরিষ্যতি (বক্তুং শক্ষ্যতি), ইতি। [কথমেতৎ ? ইত্যাহ—] হি (যস্মাৎ) এভ্যঃ (উদাহৃতেভ্যঃ ত্রিভ্যঃ লোহিতাদিরূপেভ্যঃ) বিদাঞ্চক্রুঃ (বিদিতবন্তঃ) [একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমিতি শেষঃ]॥

সেই এই সদ্‌বিজ্ঞান অবগত হইয়াই পূর্ব্বতন মহাশাল (বড় ঘরের লোক) মহাশ্রোত্রিয়গণ বলিয়াছেন—কেহই এখন পর্য্যন্ত আমাদের অশ্রুত অমত বা অবিজ্ঞাত কোন বিষয় উল্লেখ করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহারা এই লোহিতাদি রূপত্রয় হইতেই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এতৎ বিদ্বাংসঃ বিদিতবন্তঃ পূর্ব্বে অতিক্রান্তা মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া আহুঃ স্ম বৈ কিল। কিমুক্তবন্ত ইত্যাহ—ন নোঽস্মাকং কুলে অদ্য ইদানীং যথোক্তবিজ্ঞানবতাং কশ্চন কশ্চিদপি অশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতম্ উদাহরিষ্যতি নোদাহরিষ্যতি ; সর্ব্বং বিজ্ঞাতমেবাস্মৎকুলীনানাং সদ্‌বিজ্ঞানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তে পুনঃ কথং সর্ব্বং বিজ্ঞাতবন্তঃ, ইত্যাহ—এভ্যস্ত্রিভ্যো রোহিতাদিরূপেভ্যঃ ত্রিবৃৎকৃতেভ্যো বিজ্ঞাতেভ্যঃ সর্ব্বমপ্যন্যৎ শিষ্টম্ এবমেবেতি বিদাঞ্চক্রুঃ বিজ্ঞাতবন্তো যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞা এব সদ্বিজ্ঞানাৎ তে আহুরিত্যর্থঃ। অথবা এভ্য বিদাঞ্চক্রুরিতি অগ্ন্যাদিভ্যো দৃষ্টান্তেভ্যো বিজ্ঞাতেভ্যঃ সর্ব্বমন্যদ্বিদাঞ্চক্রুরিত্যেতৎ ॥৪৬৫॥৫

আনন্দগিরিঃ।—ত্রিবৃৎকরণপক্ষেঽপ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রুতিঃ অবিরুদ্ধেত্যুপপাদ্য ত্রিবৃৎকরণম্ উদাহরণান্তরেণ দর্শয়িতুমারভতে—এতদিতি। ত্রিবৃৎকরণমিতি যাবৎ। তে পুনরিতি ত্রিবৃৎকরণবিজ্ঞানবন্তো নির্দ্দিশ্যন্তে ॥৪৬৫॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা (এই রূপত্রয়বিজ্ঞান) অবগত হইয়া পূর্ব্ব অর্থাৎ অতীত—পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশাল ও মহাশ্রোত্রিয়গণ বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—এখন পর্য্যন্ত কেহও পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানসম্পন্ন আমাদের বংশে অশ্রুত অমত বা অবিজ্ঞাত বিষয় উদাহরণ করিতে পারিবে না। অভিপ্রায় এই যে, সদ্‌বিজ্ঞান সদ্ভাববশতঃ আমাদের বংশীয়দিগের সমস্ত বিষয়ই বিজ্ঞাত আছে, (কিছুই অবিজ্ঞাত নাই)। তাঁহারাই বা কিরূপে বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—যেহেতু তাঁহারা এই ত্রিবৃৎকৃত লোহিতাদি রূপত্রয়বিজ্ঞান হইতেই অবশিষ্ট অন্য সমস্তও 'এইরূপই বটে' এই প্রকার জানিয়াছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা সদ্‌বিজ্ঞানের ফলে নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। অথবা, "এভ্যঃ বিদাঞ্চক্রুঃ" অর্থ—বিজ্ঞাত এই অগ্নি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতেই অন্য সমস্ত বিষয় বুঝিয়াছিলেন ॥৪৬৫॥৫

যদু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্‌বিদাঞ্চক্রুঃ, যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাꣳ রূপমিতি তদ্‌বিদাঞ্চক্রুর্যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্‌বিদাঞ্চক্রুঃ ॥৪৬৬॥৬

[তেষাং বেদনপ্রকারমেবাহ—"যদু" ইত্যাদিনা। উ (বিতর্কে) [জ্ঞানোদয়াৎ প্রাক্] যৎ রোহিতং (লোহিতম্) ইব অভূৎ ইতি, তৎ (রোহিতং) তেজসঃ রূপম্ ইতি যৎ উ শুক্লম্ ইব অভূৎ ইতি, তৎ (শুক্লং) অপাম্ (জলানাং) রূপম্, ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ ; যৎ উ কৃষ্ণম্ ইব অভূৎ ইতি, তৎ (কৃষ্ণং) অন্নস্য (পৃথিব্যাঃ) রূপম্ ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ [তে মহাশ্রোত্রিয়াঃ ইতি শেষঃ] ॥

তাঁহারা কি প্রকার জানিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—[জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে] যাহা লোহিত বর্ণের মত ছিল, তাহা তেজের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন ; যাহা শুক্লের ন্যায় ছিল, তাহা জলের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন ; আর যাহা কৃষ্ণের ন্যায় ছিল, তাহা পৃথিবীর রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন ॥

যদ্বিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাꣳ সমাস ইতি তদ্‌বিদাঞ্চক্রুর্যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি ॥৪৬৭॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৪॥

উ (বিতর্কে) যৎ [পূর্ব্বং] অবিজ্ঞাতম্ ইব (সামান্যতো জ্ঞাতমপি বিশেষেণ ন জ্ঞাতমিব) অভূৎ (আসীৎ) ইতি, তৎ এতাসাং দেবতানাম্ (তেজঃপ্রভৃতীনাং) দেবতানাম্ এব সমাসঃ (সমষ্টিঃ) ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ (বিদিতবন্তঃ তে)। হে সোম্য, যথা (যেন রূপেণ) তু (পুনঃ) ইমাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ (অগ্ন্যাদয়ঃ) পুরুষং (হস্তপদাদিসংঘাতরূপং) প্রাপ্য (ভক্ষ্যরূপেণ প্রবিশ্য) একৈকা (প্রত্যেকং) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ ভবতি, তৎ (তৎ প্রকারং) মে (মৎসকাশাৎ) বিজানীহি (বিশেষেণ অবগচ্ছ) [ত্বমিতি শেষঃ] ॥

পূর্ব্বে যাহা [তাঁহাদের] অবিজ্ঞাতের ন্যায় ছিল, [তখন তাঁহারা] বুঝিয়াছিলেন যে, তাহা এই তেজঃপ্রভৃতিরই সমাস বা সমষ্টিস্বরূপ। হে সোম্য, এই তিন দেবতা পুরুষকে (প্রাণিদেহকে) প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকেই যেরূপে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হইতে অবগত হও ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কথম্? যদন্যদ্রূপেণ সন্দিহ্যমানে কপোতাদিরূপে রোহিতমিব যদ্‌গৃহ্যমাণমভূৎ তেষাং পূর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদাম্, তৎ তেজসোরূপমিতি বিদাঞ্চক্রুঃ। তথা যৎ শুক্লমিবাভূদ্ গৃহ্যমাণম্, তদপাম্, যৎ কৃষ্ণমিব গৃহ্যমাণং, তদন্নস্যেতি বিদাঞ্চক্রুঃ।

এবমেব অত্যন্তদুর্লক্ষ্যং যৎ উ অপি অবিজ্ঞাতমিব বিশেষতঃ অগৃহ্যমাণমভূৎ, তদপ্যেতাসামেব তিসৃণাং দেবতানাং সমাসঃ সমুদায় ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ এবং তাবদ্বাহ্যং বস্তু অগ্ন্যাদিবদ্ বিজ্ঞাতম্, তথেদানীং যথা নু খলু সোম্য, ইমাঃ যথোক্তাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং প্রাপ্য পুরুষেণোপযুজ্যমানাঃ ত্রিবৃত্ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি, তৎ আধ্যাত্মিকং বিজানীহি নিগদত ইত্যুক্ত্বা আহ—॥৪৬৬-৪৬৭॥৬-৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—বেদনপ্রকারমেব আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। অন্যদগ্ন্যাদিভ্যঃ সকাশাদিতি শেষঃ। যৎ অনেকরূপত্বাৎ কপোতাদিরূপেণ সন্দিহ্যমানম্ এতৎ দৃশ্যতে, তস্মিন্ কপোতাদিস্বরূপে যৎকিঞ্চিৎ রোহিতমিব রূপং গৃহ্যমাণং পূর্ব্বেষামাসীৎ, তৎ তেজসো রূপমিতি যে বিদিতবন্ত ইতি যোজনা। অত্যন্তদুর্লক্ষ্যং নামরূপাভ্যাং দুর্জ্ঞানং দ্বীপান্তরাদাগতং পক্ষ্যাদি ইত্যর্থঃ। অগৃহ্যমাণমিতি চ্ছেদঃ। যথা নু খল্বিত্যাদি বাক্যং বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকম্ অবতারয়তি—এবং তাবদিতি। যথা খলু একৈকা দেবতা পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদ্ ভবতি, তথেদানীং তৎ আধ্যাত্মিকং ত্রিবৃৎকরণম্ এবমেবেতি জানীহি ইতি সম্বন্ধঃ। আধ্যাত্মিকং ত্রিবৃৎকরণমিতি শেষঃ ॥৪৬৬-৪৬৭॥৬-৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা কি প্রকার? না, সন্দিহ্যমান কপোতাদিরূপবিশিষ্ট অন্য পদার্থ (অগ্ন্যাদি হইতে ভিন্ন বস্তু), যাহাকে সেই পূর্ব্বতন ব্রহ্মবিদ্‌গণ প্রথমে নানারূপে সন্দেহ করিয়া শেষে রোহিত (লোহিত) বলিয়াই যেন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তেজের রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; আর সেই যাহাকে শুক্লরূপ বলিয়াই যেন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকেও জলের রূপ বলিয়া এবং যাহাকে কৃষ্ণরূপ বলিয়াই যেন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকেও পৃথিবীর রূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

এইরূপ আরও যাহা অতি দুর্লক্ষ্য বা দুর্বিজ্ঞেয় পদার্থ একপ্রকার যেন অবিজ্ঞাতই ছিল, অর্থাৎ বিশেষরূপে বিজ্ঞাত ছিল না; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তাহাও উক্ত তিন দেবতারই সমাস অর্থাৎ সমষ্টি বা সংঘাত মাত্র। এইরূপে বাহ্যপদার্থসমূহ অগ্নি প্রভৃতির তুলনায় বিজ্ঞাত হইল; হে সোম্য, অতঃপর, যথোক্ত এই তিন দেবতা (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) পুরুষকে—হস্ত-মস্তকাদিসম্পন্ন দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ প্রাণিকর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া প্রত্যেকে যে প্রকারে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, সেই আধ্যাত্মিক ত্রিবৃৎকরণ-প্রণালী আমার কথা হইতে অবগত হও, এই কথা বলিয়া বলিলেন—॥৪৬৬-৪৬৭॥৬-৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৪॥

———

ষষ্ঠাধ্যায়ে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাꣳসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ ॥৪৬৮॥১

[ইদানীমগ্ন্যাদীনাং ত্রিবৃৎকরণপ্রকারং বক্তুমুপক্রমতে "অন্নম্" ইত্যাদি।]—অন্নম্ অশিতং (ভুক্তং সৎ) ত্রেধা (ত্রিধা—ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ) বিধীয়তে (বিভজ্যতে), —তস্য (ভুক্তান্নস্য) যঃ স্থবিষ্ঠঃ (স্থূলতমঃ) ধাতুঃ (সারঃ—অংশঃ), তৎ (সঃ অংশঃ) পুরীষং (বিষ্ঠা) ভবতি; যঃ মধ্যমঃ (অংশঃ), তৎ মাংসং [ভবতি], যঃ অণিষ্ঠঃ (সূক্ষ্মতমঃ অংশঃ) তৎ মনঃ [ভবতি], [মনোরূপেণ পরিণম্য মনস উপচয়ং করোতীত্যর্থঃ]॥

এখন অগ্ন্যাদি দেবতার ত্রিবৃৎকরণপ্রণালী কথিত হইতেছে;—অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে,—সেই ভুক্তান্নের যাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা বিষ্ঠা হয়, যাহা মধ্যম ভাগ, তাহা মাংস হয়, আর যাহা সূক্ষ্মতম ভাগ, তাহা মনঃ হয়, অর্থাৎ মনোরূপে পরিণত হইয়া মনের উৎকর্ষ সাধন করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অন্নমশিতং ভুক্তং ত্রেধা বিধীয়তে—জাঠরেণাগ্নিনা পচ্যমানং ত্রিধা বিভজ্যতে। কথম্? তস্যান্নস্য ত্রেধা বিধীয়মানস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ স্থূলতমো ধাতুঃ স্থূলতমং বস্তু—বিভক্তস্য স্থূলোঽংশঃ, তৎ পুরীষং ভবতি; যো মধ্যমোঽংশো ধাতুরন্নস্য, তৎ রসাদিক্রমেণ পরিণম্য মাংসং ভবতি; যঃ অণিষ্ঠঃ অণুতমো ধাতুঃ, স ঊর্দ্ধং হৃদয়ং প্রাপ্য সূক্ষ্মাসু হিতাখ্যাসু নাড়ীষনুপ্রবিশ্য বাগাদিকরণসঙ্ঘাতস্য স্থিতিমুৎপাদয়ন্ মনো ভবতি। মনোরূপেণ বিপরিণমন্ মনস উপচয়ং করোতি। ততশ্চ অন্নোপচিতত্বান্মনসো ভৌতিকত্বমেব, ন বৈশেষিকতন্ত্রোক্তলক্ষণং নিত্যং নিরবয়বঞ্চেতি গৃহ্যতে। যদপি মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ ইতি বক্ষ্যতি, তদপি ন নিত্যত্বাপেক্ষয়া, কিং তর্হি? সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ব্যাপকত্বাপেক্ষয়া। যচ্চান্যেন্দ্রিয়বিষয়াপেক্ষয়া নিত্যত্বম্, তদপ্যাপেক্ষিকমেবেতি বক্ষ্যামঃ, "সৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ ॥৪৬৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—কথং ত্রিধা বিভজ্যমানত্বং, কথং তস্য বিনিয়োগঃ? ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। রসাদীত্যাদিশব্দেন রুধিরাদি গৃহ্যতে। তস্য কর্ম্মফলস্য নাড়ীচরো ভোক্তেতি হিতাখ্যা নাড্যন্তাসু ইতি যাবৎ। কথম্

অন্নোপযোগাৎ প্রাগেব মনসঃ সিদ্ধত্বাৎ তন্মনো ভবতি ইত্যুচ্যতে, তত্রাহ—মনোরূপেণেতি। মনসঃ অন্নোপচিতত্ববচনাদ্বৈশেষিকপরিভাষাপি দূষিতা বেদিতব্যা, ইত্যাহ—ততশ্চেতি। মনসো দৈবত্ববিশেষণাৎ নিত্যত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদপীতি। কেনাভিপ্রায়েণ তর্হি বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তর্হীতি। তর্হি চক্ষুরাদিভ্যো বৈলক্ষণ্যাদস্তি তদপেক্ষয়া নিত্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যচ্চেতি। যদ্বা চক্ষুরাদিষ্বসৎস্বপি মনসঃ সত্ত্বে সত্ত্বোপলম্ভাৎ তদপেক্ষয়া তস্য নিত্যত্বমেষ্টব্যম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যচ্চেতি। আত্মবন্মনসো নিত্যত্বং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সদিতি ॥৪৬৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন প্রকারে পরিণত হয়, অর্থাৎ জাঠরাগ্নি দ্বারা পক্ক হইয়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। কি প্রকারে? ত্রিধা বিভক্ত অন্নের যাহা স্থবিষ্ঠ—স্থূলতম ধাতু, অর্থাৎ বিভক্ত অন্নের স্থূলতম বস্তু বা অংশ, তাহা পুরীষ হইয়া থাকে; ভুক্তান্নের যাহা মধ্যম অংশ—ধাতু, তাহা রসাদিপরম্পরা-ক্রমে মাংসরূপে পরিণত হয়; আর যাহা অণিষ্ঠ অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম ধাতু, তাহা ঊর্দ্ধস্থ হৃদয়প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া 'হিতা'-নামক সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাক্ প্রভৃতি করণসমূহের স্থিতি সম্পাদন-পূর্ব্বক মনঃসংজ্ঞক হইয়া থাকে, অর্থাৎ মনোরূপে পরিণত হইয়া মনের পুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব, অন্ন দ্বারা উপচিত হয় বলায়, মনের ভৌতিকত্বই নিশ্চিত হইতেছে; কিন্তু বৈশেষিকোক্ত নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্ব পরিগৃহীত হইতেছে না। যদিও ইহার পরে 'মনকে দৈব চক্ষু' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে সত্য; কিন্তু তাহাও মনের নিত্যত্বানুরোধে নহে, পরন্তু, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, দূরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়েই মনের ব্যাপার বা গ্রাহকতা আছে, সেই সর্ব্বগ্রাহকতা অনুসারে মনকে দৈব চক্ষুঃ বলা হইয়াছে। আর অপরাপর ইন্দ্রিয়বিষয়াপেক্ষাও যে মনের নিত্যত্ব, তাহাও নিশ্চয়ই আপেক্ষিক, যেহেতু 'সৎ পদার্থ এক ও অদ্বিতীয়' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে; ইহা পশ্চাৎ প্রতিপাদন করিব ॥৪৬৮॥১

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ॥৪৬৯॥২

[অন্নবদেব] আপঃ (জলানি) পীতাঃ (সত্যঃ) ত্রেধা বিধীয়ন্তে (বিভজ্যন্তে)। তাসাং (অপাং) যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ মূত্রং ভবতি; যঃ মধ্যমঃ (ধাতুঃ), তৎ লোহিতং (রক্তং); যঃ অণিষ্ঠঃ (সূক্ষ্মতমঃ ভাগঃ) সঃ প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) [ভবতীতি শেষঃ]॥

সেইরূপ জলও পীত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়; তাহার যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা মূত্র হয়; যাহা মধ্যম, তাহা রক্ত; আর যাহা অতিশয় সূক্ষ্ম অংশ, তাহা প্রাণরূপে পরিণত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা আপঃ পীতাঃ ত্রেধা বিধীয়ন্তে, তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তন্মূত্রং ভবতি। যো মধ্যমঃ, তৎ লোহিতং ভবতি। যোঽণিষ্ঠঃ, স প্রাণো ভবতি। বক্ষ্যতি হি "আপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যতে" ইতি ॥৪৬৯॥২

আনন্দগিরিঃ।—ভুক্তস্য অন্নস্য ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বা পীতানাম্ অপামপি ত্রৈবিধ্যমাহ—তথেতি ॥৪৬৯॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ জলও পীত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। জলের যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা মূত্র হয়; যাহা মধ্যম অংশ, তাহা রক্ত হয়; যাহা অতিশয় সূক্ষ্ম অংশ, তাহা প্রাণ হয়। পরেও বলিবেন—'প্রাণ হইতেছে আপোময়, জল পান না করিলে [প্রাণ] বিচ্ছিন্ন (নষ্ট) হইবে' ॥৪৬৯॥২

তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে—তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্ ॥৪৭০॥৩

[তথা] তেজঃ (তৈলঘৃতাদি) অশিতং সৎ ত্রেধা বিধীয়তে; তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ, তৎ অস্থি ভবতি, যঃ মধ্যমঃ, সঃ মজ্জা (অস্থিমধ্যগতঃ ধাতুবিশেষঃ), যঃ অণিষ্ঠঃ, সা বাক্ [ভবতীতি শেষঃ]॥

সেইরূপ ভুক্ত তেজও তিন প্রকারে বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে যাহা স্থূলতম অংশ, তাহা অস্থি হয়; যাহা মধ্যম, তাহা মজ্জা (অস্থির মধ্যস্থিত এক প্রকার পদার্থ); আর যাহা অতিশয় সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা বাক্ হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা তেজোঽশিতং তৈলঘৃতাদি ভক্ষিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুঃ, তৎ অস্থি ভবতি; যো মধ্যমঃ, স মজ্জা অস্থ্যন্তর্গতঃ স্নেহঃ; যোঽণিষ্ঠঃ, সা বাক্; তৈলঘৃতাদিভক্ষণাদ্ধি বাগ্বিশদা ভাষণে সমর্থা ভবতীতি প্রসিদ্ধং লোকে ॥৪৭০॥৩

আনন্দগিরিঃ।—কথং তেজসোঽগ্ন্যাদিত্যাদেরশনমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—তৈলেতি। মজ্জাশব্দার্থমাহ—অস্থীতি। যোঽণিষ্ঠঃ, সা বাগিত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—তৈলঘৃতাদীতি ॥৪৭০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ তেজঃও অশিত হইয়া—তৈল-ঘৃতাদি বস্তু ভক্ষিত হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়; তাহার যাহা স্থূলতম ধাতু, তাহা অস্থি হয়; যাহা মধ্যম, তাহা মজ্জা হয়; মজ্জা অর্থে—অস্থির মধ্যস্থিত স্নেহ পদার্থ; যাহা অণিষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্মতম ধাতু, তাহা বাক্ হয়; কারণ, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি ভক্ষণেই বাগিন্দ্রিয় জড়তাশূন্য হইয়া শব্দোচ্চারণসমর্থ হয়। এইরূপই লোকপ্রসিদ্ধি রহিয়াছে ॥৪৭০॥৩

অন্নময়ং হি সোম্য, মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৭১॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৬।৫॥

[হে সোম্য] মনঃ (অন্তঃকরণং) হি (নিশ্চয়ে) অন্নময়ং (অন্নোপচিতং); প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ) আপোময়ঃ (জলময়ঃ); বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) তেজোময়ী (ভুক্তেন তেজোদ্রব্যেণ উপচিতা) ইতি। [পুনশ্চ শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) ভূয় এব (পুনরেব) মা (মাং) বিজ্ঞাপয়তু (বিশেষেণ—দৃষ্টান্তাদিপ্রদর্শনেন বোধয়তু) ইতি। হে সোম্য, তথা (এবম্ অস্তু) ইতি (এতৎ) হ উবাচ (উক্তবান্) [পিতা ইতি শেষঃ]॥

হে সোম্য, মনঃ [হইতেছে] অন্নময় (ভুক্ত অন্ন দ্বারা পরিপুষ্ট); প্রাণ [হইতেছে] আপোময় (পীত জল দ্বারা উপচিত); আর বাগিন্দ্রিয় [হইতেছে] তেজোময়, অর্থাৎ ভুক্ত তৈলঘৃতাদি তেজঃপদার্থ দ্বারা পরিপুষ্ট। [শ্বেতকেতু পুনশ্চ বলিলেন—] ভগবান্ (পূজনীয় আপনি) পুনর্ব্বার আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন্। পিতা বলিলেন,—হে সোম্য, "তথাস্তু"—সেই রূপই হউক॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যত এবম্ অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্। নন্থ কেবলান্নভক্ষিণ আখুপ্রভৃতয়ো বাগ্মিনঃ প্রাণবন্তশ্চ। তথা অব্মাত্রভক্ষ্যাঃ সামুদ্রা মীনমকরপ্রভৃতয়ো মনস্বিনো বাগ্মিনশ্চ, তথা স্নেহপানামপি প্রাণবত্ত্বং মনস্বিত্বং চানুমেয়ম্ যদি সন্তি; তত্র কথমন্নময়ং হি সোম্য মন ইত্যাদ্যুচ্যতে? নৈষ দোষঃ, সর্ব্বস্য ত্রিবৃৎকৃতত্বাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বোপপত্তেঃ। ন হি অত্রিবৃৎকৃতমন্নমশ্নাতি কশ্চিৎ, আপো বা অত্রিবৃৎকৃতাঃ পীয়ন্তে, তেজো বা অত্রিবৃৎকৃতমশ্নাতি কশ্চিৎ, ইত্যন্নাদানামাখুপ্রভৃতীনাং বাগ্মিত্বং প্রাণবত্ত্বঞ্চ ইত্যাদ্যবিরুদ্ধমিতি।

এবং প্রত্যায়িতঃ শ্বেতকেতুরাহ—ভূয় এব পুনরেব মা মাং ভগবান্ অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ ইত্যাদি বিজ্ঞাপয়তু—দৃষ্টান্তেনাবগময়তু; নাদ্যাপি মমাস্মিন্নর্থে সম্যক্ নিশ্চয়ো জাতঃ। যস্মাৎ তেজোঽবন্নময়ত্বেনাবিশিষ্টে দেহে একস্মিন্ উপযুজ্যমানানি অবন্নস্নেহজাতানি অণিষ্ঠধাতুরূপেণ মনঃ-প্রাণ-বাচ উপচিন্বন্তি স্বজাত্যনতিক্রমেণ, ইতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যভিপ্রায়ঃ; অতো ভূয় এবেত্যাহ। তমেবমুক্তবন্তং তথাস্তু সোম্যেতি হ উবাচ পিতা, শৃণ্বত্র দৃষ্টান্তং, যথৈতদুপপদ্যতে—যৎ পৃচ্ছসি॥৪৭১॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৬॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—ভুক্তস্যান্নস্য পীতানামপ্যপামশিতস্য তৈলাদেশ্চ যেঽণিষ্ঠা ধাতবঃ, তে মনোবাক্প্রাণা ইত্যেবং যতঃ সিদ্ধম্, অতস্তেষামন্নাদিময়ত্বং যুক্তমিত্যাহ—যত ইতি। তেষামন্নাদিময়ত্বং ব্যতিরেকসিদ্ধিমাশ্রিত্য আক্ষিপতি—নন্বিতি। আখুপ্রমুখাণাং স্ফুটোদপানাদ্যনুপলম্ভেঽপি যত্তেষাং ভক্ষ্যং, তত্রৈব উদকাদ্যন্তর্ভাবসম্ভবাৎ প্রাণাদেরম্ময়ত্বাদ্যুপপন্নম্, ইত্যুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইতি। সর্ব্বস্য অন্নাদেস্ত্রিবৃৎকৃতত্বস্য উক্তত্বাৎ তস্য সর্ব্বস্যৈব ভক্ষ্যস্য ভূতত্রয়াত্মত্বসম্ভবাদেকৈকং ভক্ষয়তোঽপি সর্ব্বভক্ষ-

কত্বোপপত্তের্মন আদেরন্নাদিময়ত্বম্ অবিরুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। উক্তমেব ব্যক্তীকরোতি—ন হীত্যাদিনা। উক্তরীত্যা মনআদেঃ অন্নাদিময়ত্বপ্রত্যায়নদ্বারা প্রনাড্যা সন্মাত্রপরিশেষে প্রত্যায়িতে সতি শ্বেতকেতুশ্চোদয়তীত্যাহ—ইত্যেবমিতি। সর্ব্বেষাং সন্নিধানবিশেষে অন্নস্য সূক্ষ্মাংশো মন এবোপচিনোতি ন প্রাণমিতি নিশ্চয়াসিদ্ধিঃ, ইত্যাহ—নাপ্যাপীতি। পার্থিবমেবোপচিনোতীতি বিশেষমাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। একস্মিন্নুদরে প্রবিষ্টানামন্নাদীনাং মিশ্রীভূতত্বাৎ মনসশ্চ সর্ব্বভূতগুণব্যঞ্জকত্বেন সর্ব্বভূতারব্ধত্বাৎ পার্থিবত্বাসিদ্ধের্নোক্তো বিশেষঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। যস্মাৎ এবমভিপ্রায়ঃ শ্বেতকেতোঃ, অত ইতি যোজনা। মনআদেঃ অন্নাদিময়ত্বম্ উপপাদয়িতুম্ উত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—তমেবমিতি। যং ত্বং মন আদেরন্নাদিময়ত্বং কথমিতি পৃচ্ছসি তদিদং যথোপপদ্যতে, তথাত্র অন্নাদিময়ত্বে তস্য দৃষ্টান্তমুচ্যমানং শৃণ্বিতি যোজনা ॥৪৭১॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, [সেই হেতু] হে সোম্য, মন হইতেছে অন্নময়, প্রাণ আপোময় এবং বাগিন্দ্রিয় তেজোময়। ভাল, কেবল অন্নমাত্রভক্ষক ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীও ত বাগ্মী (শব্দোচ্চারণে সমর্থ, এবং প্রাণবান্; সেইরূপ কেবল জলমাত্রভক্ষণশীল সামুদ্র মৎস্য-মকর প্রভৃতিও মনস্বী (মনঃসম্পন্ন) এবং বাগ্মী; এইরূপ, যদি থাকে, অর্থাৎ সম্ভবপর হয়, তবে কেবল স্নেহপায়ী প্রাণিগণেরও প্রাণবত্ত্ব ও মনস্বিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। এমত অবস্থায় 'অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ' ইত্যাদি কথা বলা হইতেছে কি প্রকারে? না—ইহা দোষাবহ হয় না; কেননা, সমস্তই যখন ত্রিবৃৎকৃত, তখন সর্ব্বত্রই সর্ব্বপদার্থের অস্তিত্ব রহিয়াছে, এবং তাহাই এখানে কথিত হইতেছে। কারণ, কেহই ত অত্রিবৃৎকৃত অন্ন ভক্ষণ করে না, কিংবা অত্রিবৃৎকৃত জল পান করে না, অথবা অত্রিবৃৎকৃত তেজও ভক্ষণ করে না; কাজেই কেবল অন্নাদিমাত্রভোজী ইঁদুর প্রভৃতির প্রাণবত্ত্ব ও বাগ্মিত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ হয় না।

এই প্রকারে শ্বেতকেতুর বিশ্বাস সমুৎপাদন করিলে পর শ্বেতকেতু বলিলেন,—ভগবান্ (পূজনীয় আপনি) পুনশ্চ আমাকে "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" ইত্যাদি বিজ্ঞাপিত করুন, অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন; এখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়াত্মক বোধ সমুৎপন্ন হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, এই দেহ সমানভাবে তেজঃ, জল ও পৃথিবীময়; যেহেতু সেই একই দেহে উপভুক্ত অন্ন, জল ও স্নেহ পদার্থ সকল সূক্ষ্মতম ধাতুরূপে যথাক্রমে মনঃ, প্রাণ ও বাগিন্দ্রিয়ের উপচয় জন্মায়, কিছুতেই স্বজাতির সম্বন্ধ অতিক্রম করে না, সেই হেতুই এই বিষয়টি দুর্বিজ্ঞেয় অর্থাৎ সহজবোধ্য নহে; অতএব 'অবশ্যই পুনশ্চ আমাকে বলুন' ইত্যাদি বলিলেন। তিনি এইরূপ বলিলে পর পিতা বলিলেন, হে সোম্য, তথাস্তু—তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা যাহাতে যুক্তিসঙ্গত হয়, এ বিষয়ে তদনুরূপ দৃষ্টান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৪৭১॥৪ .

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৫॥

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীয়তি, তৎ সর্পির্ভবতি ॥৪৭২॥১

[ইদানীম্ উক্তমর্থং দৃষ্টান্তমুখেন দ্রঢ়য়িতুমুপক্রমতে "দধ্নঃ" ইত্যাদি।]—হে সোম্য, মথ্যমানস্য দধ্নঃ যঃ অণিমা (সূক্ষ্মতমঃ ভাগঃ) সঃ ঊর্দ্ধঃ সমুদীয়তি (নবনীতভাবেন ঊর্দ্ধম্ উদ্গচ্ছতি)। তৎ (ঊর্দ্ধোত্থিতঃ ভাগঃ) সর্পিঃ (ঘৃতং) ভবতি॥

[এখন কথিত বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন]—দধি মন্থন করিলে, সেই দধির যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা (মাখনরূপে) উপরে ভাসিয়া উঠে, তাহাই সর্পিঃ (ঘৃত) হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা অণুভাবঃ, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীয়তি—সম্ভূয় ঊর্দ্ধং নবনীতভাবেন গচ্ছতি, তৎ সর্পির্ভবতি ॥৪৭২॥১

আনন্দগিরিঃ।—মিশ্রভাবেঽপি সূক্ষ্মভাগস্য পৃথগেব কার্য্যকারণত্বে দৃষ্টান্তমাহ—দধ্ন ইতি ॥৪৭২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, মথ্যমান (যাহা মন্থন করা হয়, সেই) দধির যাহা অণিমা—অণুভাগ, তাহাই উর্দ্ধে উত্থিত হয়, অর্থাৎ একত্র হইয়া নবনীতভাবে উপরে উঠে, পরে তাহাই ঘৃতরূপে পরিণত হয় ॥৪৭২॥১

এবমেব খলু সোম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীয়তি, তন্মনো ভবতি ॥৪৭৩॥২

হে সোম্য, এবমেব (মথ্যমানদধিবৎ এব) খলু (নিশ্চয়ে) অশ্যমানস্য (ভুজ্যমানস্য) অন্নস্য (ওদনাদেঃ) যঃ অণিমা (অণুভাবঃ), সঃ (ঊর্দ্ধগামী সন্) সমুদীয়তি (সম্যক্ উদ্গচ্ছতি), তৎ মনঃ ভবতি (মনোঽবয়বৈঃ স মিলিত্বা মনসঃ উপচয়ং করোতীত্যর্থঃ)॥

হে সোম্য, ঠিক এইরূপই ভুক্ত অন্নের যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা ঊর্দ্ধদিকে উঠে, এবং তাহাই মনঃ হয়, অর্থাৎ মনের পুষ্টি সাধন করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ, এবমেব খলু সোম্য অন্নস্য ওদনাদেরশ্যমানস্য ভুজ্যমানস্য ঔদর্য্যেণাগ্নিনা বায়ুসহিতেন খজেনেব মথ্যমানস্য যোঽণিমা, সঃ ঊর্দ্ধঃ সমুদীয়তি; তৎ মনো ভবতি, মনোঽবয়বৈঃ সহ সম্ভূয় মন উপচিনোতি, ইত্যেতৎ ॥৪৭৩॥২

আনন্দগিরিঃ।—দৃষ্টান্তমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—যথেতি। খজো মন্থঃ, তেন মথ্যমানস্য দধ্নো যথাণিমা, তথা যথোক্তস্যান্নস্য যোঽণিমেতি যোজ্যম্। কথং তন্মনো ভবতীত্যুচ্যতে, প্রাগপি মনসঃ সিদ্ধত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মনোঽবয়বৈরিতি ॥৪৭৩॥২

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপই, যাহা ভোজন করা হয়, সেই অশ্যমান অন্ন অর্থাৎ ওদনাদি ভক্ষ্যদ্রব্য মন্থনদণ্ডসদৃশ বায়ুসহকৃত জাঠরাগ্নি দ্বারা মথিত হয়; তাহার যাহা অণিমা (সূক্ষ্ম অংশ), তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই মনঃ হয়, অর্থাৎ মনের অবয়বসমূহের সঙ্গে মিলিত হইয়া মনের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে ॥৪৭৩॥২

অপাꣳ সোম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, স প্রাণো ভবতি ॥৪৭৪॥৩

হে সোম্য, পীয়মানানাম্ অপাং (জলানাং) যঃ অণিমা, সঃ উর্দ্ধঃ সমুদীষতি (উদ্গচ্ছতি), সঃ (অণুভাগঃ) প্রাণঃ ভবতি ॥

হে সোম্য, পীয়মান জলের যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই প্রাণস্বরূপ হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথা অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা, স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি, স প্রাণো ভবতি ॥৪৭৪॥৩

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৭৪॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—সেইরূপ হে সোম্য, পীয়মান জলের যাহা অণুভাগ, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহা প্রাণ হয় ॥৪৭৪॥৩

তেজসঃ সোম্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা, স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি, সা বাগ্‌ভবতি ॥৪৭৫॥৪

হে সোম্য, [তথা] অশ্যমানস্য (ভুজ্যমানস্য) তেজসঃ (ঘৃততৈলাদেঃ) যঃ অণিমা, সঃ উর্দ্ধঃ সমুদীষতি, সা চ বাক্ ভবতি ॥

হে সোম্য, সেইরূপ ভুক্ত তেজের (ঘৃতাদির) যাহা অণিমা, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং তাহাই বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমেব খলু সোম্য তেজসোঽশ্যমানস্য যোঽণিমা, স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি, সা বাগ্‌ভবতি ॥৪৭৫॥৪

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৭৫॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, ঠিক এইরূপই ভুক্ত তেজের (তৈলঘৃতাদির) যাহা অণুভাগ, তাহা উর্দ্ধগামী হয়, এবং তাহাই বাক্ হয় ॥৪৭৫॥৪

অন্নময়ꣳ হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী

বাগিতি, ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৭৬॥৫

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৬॥

[অতঃ] হে সোম্য, হি (অবধারণে) মনঃ অন্নময়ং, প্রাণঃ আপোময়ঃ, বাক্ চ তেজোময়ী ইতি (মদুক্তং যুক্তমেবেতি ভাবঃ)। [এবমুক্তঃ শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবান্ ভূয় এব মা (মাং) বিজ্ঞাপয়তু ইতি ; হে সোম্য, তথা (এবমস্তু) ইতি হ উবাচ [পিতা]॥

অতএব হে সোম্য, মনঃ নিশ্চয়ই অন্নময়, প্রাণ নিশ্চয়ই আপোময়, এবং বাক্ নিশ্চয়ই তেজোময়। [শ্বেতকেতু বলিলেন] ভগবান্ পুনশ্চ আমাকে ইহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন। [পিতা] বলিলেন—হে সোম্য, তথাস্তু ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্ ইতি—যুক্তমেব ময়োক্তম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অতঃ অপ্তেজসোরস্তু এতৎ সর্ব্বমেবম্; মনস্তু অন্নময়ম্ ইত্যত্র নৈকান্তেন মম নিশ্চয়ো জাতঃ; অত এব মা ভগবান্ মনসোঽন্নময়ত্বং দৃষ্টান্তেন বিজ্ঞাপয়তু ইতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ পিতা ॥৪৭৬॥৫

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥৬॥

আনন্দগিরিঃ।—মনআদেঃ অন্নাদিময়ত্বম্ উপসংহরতি—অন্নময়ং হীতি। ততো ভবদভিপ্রায়াদিতি যাবৎ। এতৎ সর্ব্বমিতি প্রাণস্য অম্ময়ত্বং, বাচঃ তেজোময়ত্বং চোচ্যতে। হৃদয়প্রদেশে প্রাণাদিসন্নিধানাবিশেষে কথং মনস এব অন্নরসেনোপচয় ইত্যেতৎ নাদ্যাপি সমাহিতমিতি মত্বাহ—মনস্ত্বিতি। মনসো বিশেষতোঽন্নময়ত্বম্ উপপাদয়িতুম্ উত্তরগ্রন্থম্ উত্থাপয়তি—তথেতি ॥৪৭৬॥৫

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, আমি যে বলিয়াছি, মনঃ অন্নময়ই, প্রাণ আপোময়ই এবং বাক্ তেজোময়ই, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। আচ্ছা, অপ্ ও তেজের সম্বন্ধে যথোক্ত সমস্তই ঐরূপ হউক ; কিন্তু মনঃ যে অন্নময়, এ বিষয়ে আমার দৃঢ়তার নিশ্চয় জন্মে নাই। অতএব, অবশ্য, পুনর্ব্বার আপনি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে মনের অন্নময়ত্ব বুঝাইয়া দিন্। পিতা বলিলেন,—হে সোম্য, 'তথা'—তাহাই হউক ॥৪৭৬॥৫

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৬॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ; পঞ্চদশাহানি মাশীঃ; কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত-ইতি ॥৪৭৭॥১

[মনসোঽন্নময়ত্বং বোধয়িতুমুপক্রমতে—"ষোড়শকলঃ" ইত্যাদি।] হে সোম্য, পুরুষঃ (হস্তমস্তকাদিলক্ষণঃ) ষোড়শকলঃ (ষোড়শ কলাঃ অংশাঃ যস্য, সঃ, ষোড়শকলঃ); পঞ্চদশ অহানি (দিনানি) মা আশীঃ (অন্নভোজনং মা কুরু), কামং (যথেচ্ছং) অপঃ (জলানি) পিব; [ত্বমিতি শেষঃ]। [যতঃ] ন পিবতঃ (জলপানম্ অকুর্ব্বতঃ তব) আপোময়ঃ প্রাণঃ বিচ্ছেৎস্যতে (বিচ্ছেদং প্রাপ্স্যতে, প্রাণবিগমো ভবিষ্যতীতি যাবৎ) ইতি॥

এখন মনের অন্নময়ত্ব বুঝাইবার জন্য উপক্রম করিতেছেন—হে সোম্য, হস্তমস্তকাদিলক্ষণাক্রান্ত এই পুরুষ ষোড়শকলাসংযুক্ত; তুমি পনের দিন ভোজন করিও না; ইচ্ছানুসারে জল পান করিও; কারণ, জল পান না করিলে তোমার আপোময় প্রাণ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ প্রাণ বহির্গত হইবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অন্নস্য ভুক্তস্য যোঽণিষ্ঠো ধাতুঃ, স মনসি শক্তিমধাৎ; সা অন্নোপচিতা মনসঃ শক্তিঃ ষোড়শধা প্রবিভজ্য পুরুষস্য কলাত্বেন নির্দ্দিদিক্ষিতা। তয়া মনস্যন্নোপচিতয়া শক্ত্যা ষোড়শধা প্রবিভক্তয়া সংযুক্তস্তদ্বান্ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতলক্ষণো জীববিশিষ্টঃ পুরুষঃ ষোড়শকল উচ্যতে; যস্যাং সত্যাং দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞাতা সর্ব্বক্রিয়াসমর্থঃ পুরুষো ভবতি; হীয়মানায়াং চ যস্যাং সামর্থ্যহানিঃ। বক্ষ্যতি চ "অথান্নস্যায়ী (১) দ্রষ্টা" ইত্যাদি। সর্ব্বস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য সামর্থ্যং মনঃকৃতমেব। মানসেন হি বলেন সম্পন্না বলিনো দৃশ্যন্তে লোকে ধ্যানাহারাশ্চ কেচিৎ, অন্নস্য সর্ব্বাত্মকত্বাৎ। অতোঽন্নকৃতং মানসং বীর্য্যম্। ষোড়শ কলাঃ যস্য পুরুষস্য, সোঽয়ং ষোড়শকলঃ পুরুষঃ। এতচ্চেৎ প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছসি, পঞ্চদশসঙ্খ্যাকান্যহানি মাশীঃ অশনং মা কার্যীঃ, কামম্ ইচ্ছাতঃ অপঃ পিব; যস্মাৎ ন পিবতোঽপঃ তে প্রাণো বিচ্ছেৎস্যতে বিচ্ছেদমাপৎস্যতে, যস্মাদাপোময়ঃ অব্বিকারঃ প্রাণ ইত্যবোচাম। ন হি কার্য্যং স্বকারণোপষ্টম্ভমন্তরেণ অবিভ্রংশমানং স্থাতুমুৎসহতে ॥৪৭৭॥১

---

(১) "অথান্নস্যায়ৈ" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আনন্দগিরিঃ।—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং মনসোঽন্নরসোপচিতত্বং দর্শয়িতুম্ অন্নরসজনিতাং শক্তিং কলাত্বেন কল্পয়তি—অন্নস্যেত্যাদিনা। ষোড়শদিনাবচ্ছেদেন ষোড়শধা কল্পনং দ্রষ্টব্যম্। তথাপি পুরুষস্য কথং ষোড়শকলত্বমত আহ—তয়েতি। তামেব প্রকৃতামন্নরসকৃতাং শক্তিং বিশিনষ্টি—যস্যামিতি। তথা সংযুক্তঃ পুরুষঃ ষোড়শকল ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। অন্নরসজনিতং মানসশক্তিপ্রযুক্তং সংঘাতস্য সামর্থ্যমিত্যত্র বাক্যং প্রমাণয়তি—বক্ষ্যতি চেতি। আয়ো লাভোঽস্যাস্তীত্যায়ঃ, যাবদন্নং প্রাপ্যাত্তা ভবতি, তাবদেবাস্য দ্রষ্টেত্যাদি ব্যবহারঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। উক্তেঽর্থে লোকানুভবমনুকূলয়তি—সর্ব্বস্যেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—মানসেনেতি। কিঞ্চ কেচিন্মানসেনৈব বলেন ধ্যানাহারা দৃশ্যন্তে, তচ্চ ধ্যানমন্নপরম্পরাপরিনিষ্পন্নমন্নস্যৈব দেহাদিরূপেণ পরিণতত্বাদিত্যাহ—ধ্যানেতি। এবং পাতনিকাং কৃত্বা ষোড়শকলশব্দার্থমাহ—অত ইতি। যতোঽন্নকৃতং মানসং বীর্য্যমতস্তদেব ষোড়শধা বিভজ্য কলা যস্যেতি যোজনা। এতচ্ছব্দেনান্নকৃতং মানসং বীর্য্যং পরামৃশ্যতে। বিচ্ছেৎস্যতে বিচ্ছেদমাপৎস্যতে যস্মাৎ, তস্মাদপঃ পিবেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। অপাং পানপরিত্যাগে প্রাণবিচ্ছেদে কারণমাহ—যস্মাদিতি। প্রাণস্যাম্ময়ত্বেঽপি কিমিত্যপাং পরিত্যাগে তস্যোচ্ছেদঃ তত্রাহ—নহীতি ॥৪৭৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—ভুক্ত অন্নের যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহাই মনে শক্তি সমুৎপাদন করিয়া থাকে; এখন মনের সেই অন্নোপচিত শক্তিকেই ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া পুরুষের (জীববিশিষ্ট দেহের) 'কলা' রূপে নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। মনে অন্নোপচিত ষোড়শ ভাগে বিভক্ত সেই শক্তির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ সেই শক্তিমান্ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত, জীববিশিষ্ট পুরুষই 'ষোড়শকল' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, এই শক্তির সদ্ভাবেই পুরুষ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞাতা এবং সর্ব্বক্রিয়া সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে; এবং ইহার অসদ্ভাবেই [পুরুষের] সামর্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে। পরেও 'অন্নপ্রাপ্ত [পুরুষ] দ্রষ্টা [হয়]' ইত্যাদি কথা বলিবেন। বিশেষতঃ কার্য্য-করণ-সামর্থ্য সমস্তই মনঃকৃত অর্থাৎ মনের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। অন্ন পদার্থটি সর্ব্বাত্মক বলিয়াই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ মানস বলে বলবান্ এবং একমাত্র ধ্যানাহার হইয়া রহিয়াছেন (১); অতএব মনের যে সামর্থ্য, নিশ্চয়ই তাহা অন্ন দ্বারা সম্পাদিত। ষোড়শটি কলা (অংশ) যাহার (যে পুরুষের), সেই পুরুষই 'ষোড়শকল'। এই তত্ত্বটি যদি প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে

(১) তাৎপর্য্য—যাহারা ধ্যানাহার অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধ্যানে রত, কিছুমাত্র অন্ন আহার করে না; অন্নসম্বন্ধ না থাকায় তাহাদের দেহও রক্ষা পাইতে পারে না; এইজন্য বুঝিতে হইবে যে, ধ্যানকালেও তাহাদের শরীরপোষণোপযোগী আহার বিদ্যমানই থাকে। সেই আহার কিরূপ? না,—মনঃ স্বভাবতঃই অন্নময়—অন্ন দ্বারা উপচিত, ধ্যানাকার বৃত্তিরূপে মনের সেই অন্নরসই তখন দেহে বল সঞ্চার করিয়া পোষণ করিতে থাকে। এইজন্য ভাষ্যকার 'ধ্যানাহার' ব্যক্তির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পঞ্চদশ-সংখ্যক (পনের) দিন ভোজন করিও না ; ইচ্ছানুসারে জল পান করিও ; যেহেতু জল পান না করিলে তোমার প্রাণ বিচ্ছিন্ন হইবে—বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তোমার প্রাণ বহির্গত হইবে। কেননা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাণ হইতেছে আপোময় ; অতএব কার্য্য পদার্থ কখনও কারণের সাহায্য ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না ॥৪৭৭॥১

স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইতি, ঋচঃ সোম্য যজূꣳষি সামানীতি, স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি ॥৪৭৮॥২

সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ (ঐতিহ্যে) পঞ্চদশ অহানি (পঞ্চদশসংখ্যাকদিনানি ব্যাপ্য) ন আশ (ভোজনং ন কৃতবান্)। অথ (অনন্তরং) হ এনম্ (পিতরম্) উপসসাদ (উপগতবান্); [উপগম্য চ উবাচ—] ভোঃ (হে পিতঃ) কিং ব্রবীমি (কথয়ামি)? ইতি। [পিতা আহ—] হে সোম্য, ঋচঃ (ঋগ্বেদান্) যজূংষি (যজুর্বেদান্) সামানি (সামবেদান্) [ব্রূহি] ইতি। সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ উবাচ—ভোঃ (হে পিতঃ)! মা (মাং প্রতি) ন বৈ (নৈব) প্রতিভান্তি (প্রকাশন্তে) [ঋগাদীনি ইতি শেষঃ] ইতি ॥

সেই শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন ভোজন করিলেন না, অনন্তর পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন, [এবং বলিলেন]—হে পিতঃ, কি বিষয় বলিব? [পিতা বলিলেন—] হে সোম্য, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ [বল] ; শ্বেতকেতু বলিলেন—পিতঃ [ঋগ্বেদ প্রভৃতি ত] আমার প্রতিভাত হইতেছে না, অর্থাৎ সে সমস্ত আমার স্মৃতিপথে আসিতেছে না ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ এবং শ্রুত্বা মনসোঽন্নময়ত্বং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছন্ পঞ্চদশ অহানি ন আশ অশনং ন কৃতবান্। অথ ষোড়শেঽহনি হ এনং পিতরম্ উপসসাদ উপগতবান্। উপগম্য চ উবাচ—কিং ব্রবীমি ভো ইতি। ইতর আহ—ঋচঃ সোম্য যজূংষি সামান্যধীষ্বেতি। এবমুক্তঃ পিত্রাহ—ন বৈ মা মাম্ ঋগাদীনি প্রতিভান্তি—মম মনসি ন দৃশ্যন্ত ইত্যর্থঃ, হে ভো ভগবন্নিতি ॥৪৭৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৭৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই শ্বেতকেতু এইরূপ শ্রবণ করিয়া মনের অন্নময়ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছায় পঞ্চদশ দিন ভোজন করিলেন না। অতঃপর ষোড়শ দিবসে সেই পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে পিতঃ, কি বলিব? অপরে (পিতা) বলিলেন—হে সোম্য, ঋক্, যজুঃ ও

সাম-সমুহ অধ্যয়ন কর। পিতা এইরূপ বলিলে পর তিনি বলিলেন—হে ভগবন্, ঋক্ প্রভৃতি ত আমার প্রতিভাত হইতেছে না, অর্থাৎ আমার মনে প্রকাশ পাইতেছে না ॥৪৭৮॥২

তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারং খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাত্তেন ততোঽপি ন বহু দহেৎ, এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্যাত্তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবস্যশান অথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি ॥৪৭৯॥৩

[পিতা এবমুক্তঃ সন্] তং (শ্বেতকেতুম্) উবাচ—হে সোম্য, যথা অভ্যাহিতস্য (ইন্ধনাদিভিরুপচিতস্য) মহতঃ (বিপুলস্য) [অগ্নেঃ] একঃ অঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ (খদ্যোতপরিমাণঃ) পরিশিষ্টঃ (অবশিষ্টঃ) স্যাৎ, তেন (অঙ্গারেণ) ততঃ (তৎপরিমাণাৎ) [অল্পম্] অপি বহু (অধিকং) ন দহেৎ (দগ্ধং কুর্য্যাৎ), অঙ্গারানুরূপমেব দহেৎ, ন ততোঽধিকমিতি ভাবঃ। হে সোম্য, এবং (অঙ্গারবদেব) তে (তব) ষোড়শানাং কলানাং (মনোঽবয়বানাং) একা কলা (অংশঃ) অতিশিষ্টা (অবশিষ্টা) স্যাৎ (আসীৎ), এতর্হি (ইদানীং) তয়া (খদ্যোতপরিমিতাঙ্গারতুল্যয়া কলয়া) বেদান্ (ঋক্প্রভৃতীন্) ন অনুভবসি (ন বুধ্যসে); [অধুনা কিঞ্চিৎ] অশান (ভুঙ্ক্ষ্ব), অথ (অনন্তরং) মে (মম) [বাক্যং] বিজ্ঞাস্যসি (বিশেষেণ জ্ঞাস্যসি) ইতি ॥

পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সোম্য, যেমন প্রজ্বলিত প্রভূতপরিমাণ অগ্নির খদ্যোত-পরিমিত একটিমাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে, তাহা দ্বারা তদধিক কোন বস্তু দগ্ধ করিতে পারা যায় না; হে সোম্য, ঠিক তেমনি তোমারও সেই ষোড়শ কলার একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তুমি তাহা দ্বারা এখন বেদসমূহ বুঝিতে পারিতেছ না; ভোজন কর, অতঃপর আমার কথা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমুক্তবন্তং পিতা আহ—শৃণু তত্র কারণং, যেন তে তানি ঋগাদীনি ন প্রতিভান্তীতি। তং হোবাচ—যথা লোকে হে সোম্য মহতো মহৎপরিমাণস্য অভ্যাহিতস্য উপচিতস্য ইন্ধনৈঃ অগ্নেরেকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ খদ্যোতপরিমাণঃ শান্তস্য পরিশিষ্টোঽবশিষ্টঃ স্যাদ্ভবেৎ, তেনাঙ্গারেণ ততোঽপি তৎপরিমাণাৎ ঈষদপি ন বহু দহেৎ, এবমেব খলু সোম্য, তে তব অন্নোপচিতানাং ষোড়শানাং কলানামেকা কলা অবয়বঃ অতিশিষ্টা অবশিষ্টা স্যাৎ, তয়া ত্বং

খদ্যোতমাত্রাঙ্গারতুল্যয়া এতর্হি ইদানীং বেদান্ নানুভবসি ন প্রতিপদ্যসে শ্রুত্বা চ মে মম বাচম্, অথাশেষং বিজ্ঞাস্যসি, অশান ভুঙ্ক্ষ্ব তাবৎ ॥৪৭৯॥৩

আনন্দগিরিঃ।—ঋগাদ্যপ্রতিভানং তত্রেত্যুচ্যতে। ঈষদপি ন দহেৎ কুতো বহু দহেদিতি যোজনা ॥৪৭৯॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—এই কথা বলিলে পর পিতা তাঁহাকে বলিলেন—যে কারণে ঋক্ প্রভৃতি বেদ তোমার প্রতিভাত হইতেছে না, তাহার কারণ শ্রবণ কর। তাঁহাকে বলিলেন,—হে সোম্য, জগতে যেমন অভ্যাহিত অর্থাৎ কাষ্ঠাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত মহৎপরিমাণ অগ্নির নির্ব্বাণাবস্থায় খদ্যোতপরিমিত একটি মাত্র অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে; সেই অঙ্গার দ্বারা যেমন তদপেক্ষা সামান্যমাত্রও অধিক বস্তু দগ্ধ করিতে পারা যায় না; হে সোম্য, ঠিক এইরূপই তোমার অন্নোপচিত ষোড়শ কলার মধ্যে একটিমাত্র কলা—অংশ অবশিষ্ট ছিল, তুমি সেই খদ্যোত-পরিমিত অঙ্গারসদৃশ সেই অবশিষ্ট কলা দ্বারা এখন বেদসমূহ অনুভব করিতে পারিতেছ না—বুঝিতে পারিতেছ না। এখন কিঞ্চিৎ ভক্ষণ কর; পরে আমার বাক্য শুনিয়া বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে ॥৪৭৯॥৩

স হাশাথ হৈনমুপসসাদ, তꣳ হ যৎকিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্ব্বꣳ হ প্রতিপেদে ॥৪৮০॥৪

[এবমুক্তঃ] সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ (ঐতিহ্যে) আশ (ভুক্তবান্); অথ (অনন্তরং) এনম্ (পিতরম্) উপসসাদ (উপগতবান্) হ। [পিতা] তং (শ্বেতকেতুং) হ যৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি) পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্), [তৎ] সর্ব্বং প্রতিপেদে (প্রতিপন্নঃ—জ্ঞাতবান্) হ ॥

এইরূপে আদিষ্ট সেই শ্বেতকেতু ভোজন করিলেন; অনন্তর তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। [তখন পিতা] যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, [শ্বেতকেতু] তৎসমস্তই বুঝিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স হ তথৈবাশ ভুক্তবান্; অথানন্তরং হৈনং পিতরং শুশ্রূষুরুপসসাদ; তং হোপাগতং পুত্রং যৎকিঞ্চ ঋগাদিষু পপ্রচ্ছ গ্রন্থরূপমর্থজাতং বা পিতা, স শ্বেতকেতুঃ সর্ব্বং হ তৎ প্রতিপেদে ঋগাদ্যর্থতো গ্রন্থতশ্চ ॥৪৮০॥৪

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৮০॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—সেই শ্বেতকেতু পিতার আদেশমতই ভোজন করিলেন; অনন্তর উপদেশ-শ্রবণেচ্ছু হইয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত সেই শ্বেতকেতুকে পিতা ঋক্ প্রভৃতি বিষয়ে যাহা কিছু—গ্রন্থ বা তাহার অর্থ

জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বেতকেতু তৎসমস্তই ঋক্ প্রভৃতির পাঠ ও অর্থ বুঝিলেন,—অর্থাৎ তৎসমস্তই তাঁহার স্মরণ হইল ॥৪৮০॥৪

তꣳ হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারꣳ খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং, তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রজ্বালয়েৎ। * তেন ততোঽপি বহু দহেৎ ॥৪৮১॥৫

[পিতা] তম্ (শ্বেতকেতুম্) উবাচ হ—হে সোম্য, যথা অভ্যাহিতস্য মহতঃ [অগ্নেঃ] পরিশিষ্টং খদ্যোতমাত্রং তম্ একম্ অঙ্গারং তৃণৈঃ উপসমাধায় (সংধুক্ষ্য) প্রজ্বালয়েৎ (বর্দ্ধয়েৎ) [জনঃ], তেন (প্রজ্বালিতেন অঙ্গারেণ) ততঃ (পূর্ব্বপরিমাণাৎ) অপি বহু (অধিকং) দহেৎ (ভস্মীকুর্য্যাৎ)॥

পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন, হে সোম্য, কাষ্ঠাদি দ্বারা প্রজ্বলিত মহৎপরিমিত অগ্নির অবশিষ্ট খদ্যোতপরিমিত একটিমাত্র অঙ্গারকে যেমন তৃণরাশি দ্বারা লোকে প্রজ্বলিত করে, এবং তদ্দ্বারা যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বস্তুও দগ্ধ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং হ উবাচ পুনঃ পিতা—যথা সোম্য, মহতোঽভ্যাহিতস্যেত্যাদি সমানম্। একমঙ্গারং শান্তস্যাগ্নেঃ খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং, তং তৃণৈশ্চূর্ণৈশ্চোপসমাধায় প্রজ্বালয়েৎ বর্দ্ধয়েৎ। তেনেদ্ধেনাঙ্গারেণ ততোঽপি পূর্ব্বপরিমাণাৎ বহু দহেৎ ॥৪৮১॥৫

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৮১॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—পিতা পুনশ্চ তাঁহাকে বলিলেন,—হে সোম্য যেমন অভ্যাহিত মহৎপরিমাণ ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অগ্নির অবশিষ্ট খদ্যোতপরিমিত সেই একটি মাত্র অঙ্গারকেই যদি তৃণ ও কাষ্ঠাদিচূর্ণসমূহ দ্বারা যথোপযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত—বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে সেই পরিবর্দ্ধিত অঙ্গার দ্বারা তদপেক্ষাও অর্থাৎ পূর্ব্বপরিমাণ হইতেও অধিক বস্তু দগ্ধ করান যায় ॥৪৮১॥৫

এবꣳ সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ, সাঽন্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালী ; তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ꣳ হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি। তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥৪৮২॥৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৭॥

* প্রাজ্বলয়েদিতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

হে সোম্য, এবং (অঙ্গারবদেব) তে (তব) ষোড়শানাং কলানাং [অন্নময়ানাং] একা কলা অতিশিষ্টা (অবশিষ্টা) অভূৎ; সা (ষোড়শতমী কলা) অন্নেন (ত্বয়া ভুক্তেন) উপসমাহিতা (সংধুক্ষিতা সতী) প্রাজ্বালী (বৰ্দ্ধিতা অভূৎ); এতর্হি (অধুনা) তয়া (অবশিষ্টয়া কলয়া) বেদান্ (ঋগাদীন্) অনুভবসি (বুদ্ধৌ আকলয়সি)। হে সোম্য, হি (অতঃ) [ময়োক্তং] মনঃ অন্নময়ং, প্রাণঃ আপোময়ঃ, বাক্ তেজোময়ী ইতি। [এতেন বাক্প্রাণয়োরপি তেজোময়াম্ময়ত্বং সংসিদ্ধং বেদিতব্যম্]। অস্য (পিতুঃ) তৎ (অন্নময়ত্বাদি বচনং) বিজজ্ঞৌ (বিশেষেণ জ্ঞাতবান্) [শ্বেতকেতুরিতি শেষঃ] দ্বিরুক্তিঃ ত্রিবৃৎকরণপ্রকরণসমাপ্ত্যর্থা ॥

হে সোম্য, এই প্রকার তোমারও অন্নময় ষোড়শ কলার মধ্যে একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই ভুক্ত অন্ন দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে, তুমি তাহার সাহায্যেই এখন বেদসমূহ বুঝিতে পারিতেছ; এই জন্যই বলিয়াছি যে, হে সোম্য, মনঃ অন্নময়, প্রাণ আপোময়, আর বাক্ হইতেছে তেজোময়। [তখন শ্বেতকেতু] পিতার কথা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং সোম্য, তে ষোড়শানামন্নকলানাং সামর্থ্যরূপাণাম্ একা কলা অতিশিষ্টা অভূদ্ অতিশিষ্টাসীৎ, পঞ্চদশাহানি অভুক্তবত একৈকেনাহ্না একৈকা কলা চন্দ্রমস ইবাপরপক্ষে ক্ষীণা অতিশিষ্টা কলা তবান্নেন ভুক্তেন উপসমাহিতা বৰ্দ্ধিতা উপচিতা প্রাজ্বালী, দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্, প্রজ্বলিতা বৰ্দ্ধিতেত্যর্থঃ। প্রাজ্বালীদিতি পাঠান্তরম্। তদা তেনোপসমাহিতা সুপ্রজ্বলিতবতীত্যর্থঃ। তয়া বৰ্দ্ধিতয়া এতর্হি ইদানীং বেদান্ অনুভবস্যুপলভসে। এবং ব্যাবৃত্ত্যনুবৃত্তিভ্যামন্নময়ত্বং মনসঃ সিদ্ধমিত্যুপসংহরতি—অন্নময়ং হি সোম্য মন ইত্যাদি। যথৈতন্মনসোঽন্নময়ত্বং তব সিদ্ধং, তথা আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিত্যেতদপি সিদ্ধমেব ইত্যভিপ্রায়ঃ। তদেতৎ হ তস্য পিতুরুক্তং মন আদীনামন্নাদিময়ত্বং বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবান্ শ্বেতকেতুঃ। দ্বিরভ্যাসস্ত্রিবৃৎকরণপ্রকরণপরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৪৮২॥৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য সপ্তম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬।৭॥

আনন্দগিরিঃ।—ব্যাবৃত্তির্ব্যতিরেকঃ—অন্নোপযোগাভাবে মনসঃ সামর্থ্যাভাবঃ। অনুবৃত্তিঃ অন্বয়ঃ অন্নোপযোগে মনসঃ সামর্থ্যমিতি ভেদঃ। মনসোঽন্নময়ত্বম্ উপপাদয়িতুম্ উপক্রান্তম্ আপোময়ঃ প্রাণ ইত্যাদি কথমিহোচ্যতে, তত্রাহ—যথৈতদিতি। বিদ্যাসমাপ্তিমন্তরেণ কথং দ্বির্বচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্বিরভ্যাস ইতি ॥৪৮২॥৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৬।৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, এই প্রকার (অবশিষ্ট অঙ্গারের ন্যায়) শক্তিস্বরূপ সেই ষোড়শসংখ্যক অন্নকলার একটি মাত্র কলা অতিশিষ্ট বা অবশিষ্ট ছিল; পঞ্চদশ দিবস ভক্ষণ না করায়, কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তোমারও এক এক দিনে এক একটি কলা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তোমার সেই অবশিষ্ট কলাই ভুক্ত অন্ন দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়াছে, অর্থাৎ সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'প্রাজ্বালী' পদের ইকারটি ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ হইয়াছে—['প্রাজ্বালি' বুঝিতে হইবে]। 'প্রাজ্বালীৎ' ও অপর পাঠ আছে; তদনুসারে অর্থ হয়—তখন সেই ভুক্ত অন্ন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনিই প্রজ্বলিত হইয়াছে। সেই প্রজ্বলিত কলার সাহায্যেই এখন তুমি বেদসমূহ অনুভব করিতে পারিতেছ। এইরূপ ব্যাবৃত্তি ও অনুবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ অন্ন-পরিত্যাগ ও অন্ন-গ্রহণ দ্বারা মনের অন্নময়ত্ব সিদ্ধ করিয়া তাহারই উপসংহারে বলিতেছেন—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই যে, তোমার যেমন মনের অন্নময়ত্ব সিদ্ধ হইল, তেমনি 'আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্' এই কথাও সিদ্ধ হইল [বুঝিতে হইবে]। পিতার কথিত সেই যে এই মনঃ প্রভৃতির অন্নময়াদি ভাব, তাহা শ্বেতকেতু বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। ত্রিবৃৎকরণের প্রস্তাব-সমাপ্তি সূচনার জন্য 'বিজজ্ঞৌ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৪৮২॥৬

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি, যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনꣳ স্বপিতীত্যাচক্ষতে —স্বꣳহ্যপীতো ভবতি ॥৪৮৩॥১

উদ্দালকঃ (উদ্দালকনামা) আরুণিঃ (অরুণস্যাপত্যম্) পুত্রং শ্বেতকেতুম্ উবাচ (উক্তবান্)—হে সোম্য, মে (মম সকাশে) স্বপ্নান্তং (সুষুপ্তং, স্বপ্নতত্ত্বং বা) বিজানীহি (বিশেষেণ অবগচ্ছ), পুরুষঃ (জীবঃ) যত্র (স্বপ্নান্তে) এতৎ (সুষুপ্তিগমনং যথা স্যাৎ, তথা) স্বপিতি (নিদ্রাতি) নাম। যদ্বা, যত্র (যস্মিন্ কালে) [পুরুষস্য] এতৎ 'স্বপিতি' নাম (পুরুষঃ স্বপিতীতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ) [ভবতি; হে সোম্য, পুরুষঃ তদা (তস্মিন্ কালে) সতা (সৎস্বরূপেণ পরমাত্মনা) সম্পন্নঃ (মিলিতঃ তদ্রূপঃ) ভবতি, স্বং (স্বস্বরূপং) অপীতঃ (প্রাপ্তঃ) ভবতি, তস্মাৎ (স্বস্বরূপপ্রাপ্তেঃ হেতোঃ) এনং (পুরুষং) 'স্বপিতি' ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লোকাঃ]; হি (যস্মাৎ) [তদা] স্বং (স্বরূপং) অপীতঃ (প্রাপ্তঃ) ভবতি, [তস্মাৎ তদভিধানং যুক্তমেবেতি ভাবঃ]॥

অরুণের পুত্র উদ্দালক স্বপুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন—হে সোম্য, তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অর্থাৎ সুষুপ্তি বা স্বপ্নতত্ত্ব অবগত হও। পুরুষ যে সময় এইরূপে শয়ন করে, অথবা জীবপুরুষ যে সময় এই 'স্বপিতি' নামে প্রসিদ্ধ হয়, হে সোম্য, তখন সে সতের (পরমাত্মার) সহিত মিলিত হয়,—স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; সেই কারণে ইহাকে [তখন] 'স্বপিতি' বলিয়া থাকে; কারণ, [তখন] সে স্বকে (আপনার যথার্থস্বরূপ পরমাত্মভাব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্মিন্মনসি জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা পরা দেবতা—আদর্শে ইব পুরুষঃ প্রতিবিম্বেন, জলাদিষ্বিব চ সূর্য্যাদয়ঃ প্রতিবিম্বৈঃ। তন্মনোঽন্নময়ং তেজোঽবম্ময়াভ্যাং সঙ্গতমধিগতম্। যন্ময়ো যৎস্থশ্চ জীবো মননদর্শনশ্রবণাদি-ব্যবহারায় কল্পতে, তদুপরমে চ স্বং দেবতারূপমেব প্রতিপদ্যতে। তদুক্তং

শ্রুত্যন্তরে—"ধ্যায়তীব লেলায়তীব" "সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি", "স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময় ইত্যাদি, স্বপ্নেন শারীরমিত্যাদি, প্রাণনেন* প্রাণো নাম ভবতীত্যাদি। তস্যাস্য মনস্থস্য মনআখ্যাং গতস্য মনউপশমদ্বারেণেন্দ্রিয়-বিষয়েভ্যো নিবৃত্তস্য যস্যাং দেবতায়াং স্বাত্মভূতায়াং যদবস্থানং, তৎ পুত্রায়াচিখ্যা-সুরুদ্দালকো হ কিলারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচোক্তবান্।—

স্বপ্নান্তং স্বপ্নমধ্যম্, স্বপ্ন ইতি দর্শনবৃত্তেঃ স্বপ্নস্যাখ্যা, তস্য মধ্যং স্বপ্নান্তং সুষুপ্তমিত্যেতৎ। অথবা স্বপ্নান্তং স্বপ্নসতত্ত্বমিত্যর্থঃ, তত্রাপি অর্থাৎ সুষুপ্তমেব ভবতি, স্বমপীতো ভবতীতি বচনাৎ। ন হ্যন্যত্র সুষুপ্তাৎ স্বমপীতিং জীবস্যেচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদঃ। তত্র হি আদর্শাপনয়নে পুরুষপ্রতিবিম্ব আদর্শগতো যথাস্বমেব পুরুষমপীতো ভবতি, এবং মন আদ্যুপরমে চৈতন্য-প্রতিবিম্বরূপেণ জীবেনাত্মনা মনসি প্রবিষ্টা নামরূপ-ব্যাকরণায় পরা দেবতা সা স্বমেবাত্মানং প্রতিপদ্যতে জীবরূপতাং মনআখ্যাং হিত্বা। অতঃ সুষুপ্ত এব স্বপ্নান্ত-শব্দবাচ্য ইত্যবগম্যতে। যত্র তু সুপ্তঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি, তৎ স্বাপ্নং দর্শনং সুখদুঃখসংযুক্তমিতি পুণ্যাপুণ্যকার্য্যম্। পুণ্যাপুণ্যয়োর্হি সুখদুঃখারম্ভকত্বং প্রসিদ্ধম্। পুণ্যাপুণ্যয়োশ্চ অবিদ্যাকামোপষ্টম্ভেনৈব সুখদুঃখতদ্দর্শন-কার্য্যারম্ভকত্বমুপপদ্যতে, নান্যথা, ইত্যবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ সংসারহেতুভিঃ সংযুক্ত এব স্বপ্নঃ, ইতি ন স্বমপীতো ভবতি। "অনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন, তীর্ণো হি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি, তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা এষ পরম আনন্দঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

সুষুপ্ত এব স্বং দেবতারূপং জীবত্ববিনির্ম্মুক্তং দর্শয়িষ্যামীত্যাহ—স্বপ্নান্তং মে মম নিগদতো হে সোম্য বিজানীহি বিস্পষ্টমবধারয়েত্যর্থঃ। কদা স্বপ্নান্তো ভবতীতি, উচ্যতে—যত্র যস্মিন্ কালে এতন্নাম ভবতি পুরুষস্য স্বপ্স্যতঃ, প্রসিদ্ধং হি লোকে স্বপিতীতি, গৌণঞ্চেদং নামেত্যাহ। যদা স্বপিতীত্যুচ্যতে পুরুষস্তদা তস্মিন্ কালে সতা সচ্ছব্দবাচ্যয়া প্রকৃতয়া দেবতয়া সম্পন্নো ভবতি সঙ্গত একীভূতো ভবতি, মনসি প্রবিষ্টং মনআদিসংসর্গকৃতং জীবরূপং পরিত্যজ্য স্বং সদ্রূপং যৎপরমার্থসত্যমপীতোঽপিগতো ভবতি, অতস্তস্মাৎ স্বপিতীত্যেনমাচক্ষতে লৌকিকাঃ। স্বমাত্মানং হি যস্মাদপীতো ভবতি। গুণনামপ্রসিদ্ধিতোঽপি স্বাত্মপ্রাপ্তির্গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথং পুনর্লৌকিকানাং প্রসিদ্ধা স্বাত্মসম্পত্তিঃ। জাগ্রচ্ছ্রমনিমিত্তসুখদুঃখাদ্যনেকায়াসানুভবাচ্ছ্রান্তো ভবতি; তৎশ্চায়স্তানাং করণানামনেকব্যাপারনিমিত্তগ্লানানাং স্বব্যাপারেভ্য উপরমো

---

* প্রাণন্নেকপ্রাণো নাম ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ভবতি। শ্রুতেশ্চ "শ্রাম্যত্যেব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ" ইত্যেবমাদি। তথা চ "গৃহীতা বাক্ গৃহীতঞ্চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ" ইত্যেবমাদীনি করণানি প্রাণগ্রস্তানি ; প্রাণ একোঽশ্রান্তো দেহে কুলায়ে যো জাগর্ত্তি, তদা জীবঃ শ্রমাপনুত্তয়ে স্বং দেবতারূপমাত্মানং প্রতিপদ্যতে। নান্যত্র স্বরূপাবস্থানাচ্ছ্রমাপনোদঃ স্যাদিতি যুক্তা প্রসিদ্ধির্লৌকিকানাং স্বং হ্যপীতো ভবতীতি। দৃশ্যতে হি লোকে জ্বরাদিরোগগ্রস্তানাং তদ্বিনির্ম্মোকে স্বাত্মস্থানাং বিশ্রমণং ; তদ্বদিহাপি স্যাদিতি যুক্তম্। "তদ্যথা শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ॥৪৮৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—ত্রিবৃৎকরণনির্ণয়বিষয়মবান্তরং প্রকরণং পরিসমাপ্য মহাপ্রকরণং সদ্বিষয়মেবানুবর্ত্তয়ন্মনসো লয়ে সুষুপ্তৌ জীবস্য সৎসম্পত্তিং বক্তুং মনউপাধিকত্বমুক্তমনুবদতি—যস্মিন্নিতি। উপাধেঃ স্বরূপমুক্তং সঞ্চারয়তি—তন্মন ইতি। উপাধ্যুপহিতে কার্য্যকরত্বং দর্শয়তি—যন্ময় ইতি। মনসো ভাবে জাগ্রৎস্বপ্নব্যবহারসিদ্ধিরিত্যুক্ত্যা তদভাবে সুষুপ্তিমবতারয়তি—তদুপরমে চেতি। আত্মনি মনোবশাদেব দর্শনাদিব্যবহারো ন স্বারস্যেনেত্যত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিং প্রমাণয়তি—তদুক্তমিতি। দ্বিতীয়ে বাক্যে সধীরিত্যেতদুপযুজ্যতে। তৃতীয়ে তু বিজ্ঞানময়ো মনোময় ইতি চ পদদ্বয়মুপজীব্যতে। এবং ভূমিকাং কৃত্বা সমনন্তরবাক্যমাদত্তে—তস্যেতি। তৎপুত্রায়েত্যত্র তস্যাং দেবতায়াং তদবস্থানমিতি তচ্ছব্দার্থঃ।

তত্রেতি দ্বিতীয়পক্ষোক্তিঃ। অর্থাদিতি। স্বপ্নস্য হি কার্য্যস্য সতত্ত্বং কারণং, তচ্চ সুষুপ্তমেব। সুষুপ্তাখ্যং তমোঽজ্ঞানং বীজং স্বপ্নপ্রবোধয়োরিত্যভয়াপগমনাৎ। দ্বিতীয়ব্যাখ্যানে সুষুপ্তমেবার্থবশাৎ ফলতীত্যর্থঃ। ইতশ্চ স্বপ্নান্তশব্দো সাক্ষাদর্থাদ্বা সুষুপ্তমেবোক্তমিত্যাহ—স্বমিতি। নন্ববস্থান্তরেঽপি স্বমপীতো ভবতীতিবচনমবিরুদ্ধমিতি চেন্নেত্যাহ—নহীতি। তত্রাপি কথং স্বাপঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। স্বপিতিনামনির্ব্বচনসামর্থ্যসিদ্ধমর্থং নিগময়তি—অতইতি। ননু স্বপ্নান্তশব্দো বুদ্ধান্তশব্দবদ্ যদা স্বপ্নমেবান্বাচষ্টে তদাপি স্বমপীতো ভবতীত্যবিরুদ্ধং, সর্ব্বদা জীবস্য সদ্রূপব্রহ্মপ্রাপ্তেস্তুল্যত্বাদত আহ—যত্র হ্বিতি। স্বপ্নদর্শনস্য পুণ্যাপুণ্যকার্য্যত্বং প্রকটয়তি—পুণ্যাপুণ্যয়োর্হীতি। ন কেবলং পুণ্যাপুণ্যাভ্যামেব স্বপ্নে সংযুজ্যতে, কিন্ত্ববিদ্যাদিভিশ্চেতি ন তত্র স্বাপ্যয়ঃ সম্ভবতীত্যাহ—পুণ্যাপুণ্যয়োশ্চেতি। তর্হি স্বপ্নবন্ন সুষুপ্তেঽপি স্বাপ্যয়ঃ স্যাৎ, তত্রাপি কামকর্ম্মাদিসম্বন্ধসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনন্বাগতমিতি।

সতি জীবরূপে কথং দেবতাভাবঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—মনসীতি। তস্মাদিত্যস্যাতঃশব্দো ব্যাখ্যা অতস্তেন পরামৃষ্টং হেতুমেব স্পষ্টয়তি—স্বমাত্মানমিতি। স্বপিতিনামনির্ব্বাচনফলং দর্শয়তি—গুণেতি। সুষুপ্তে স্বরূপাবস্থানস্য মুখ্যস্যাসম্ভবান্নুক্তত্বেনানুত্থানপ্রসঙ্গাৎ স্বরূপাবস্থানপ্রসিদ্ধেনিমিত্তং বক্তব্যমিতি পৃচ্ছতি—কথং পুনরিতি। জ্বরাদিরোগগ্রস্তস্য স্বভাবস্থিতৌ প্রসিদ্ধঃ শ্রমাভাবঃ, সুষুপ্তং চ শ্রমাপনোদাবস্থানং, তথা চ তত্র স্বরূপস্থিতিপ্রসিদ্ধিঃ অবিরুদ্ধেত্যাহ—জাগ্রদিতি। সংগৃহীতং সমাধানং বিবৃণোতি—জাগরিতে হীতি। করণানামনেকব্যাপারনিমিত্তা গ্লানির্ভবতীত্যত্র মানমাহ—শ্রুতেশ্চেতি। অনুভবসমুচ্চয়ার্থঃ চকারঃ। সুষুপ্ত্যবস্থায়াং

করণানামুপরতৌ প্রমাণমাহ—তথা চেতি। সুষুপ্তৌ প্রাণস্থাপি বাগাদিবৎ উপসংহৃতত্বমাশঙ্ক্যাহ—করণানীতি। অন্যথা মৃতিভ্রান্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। জীবস্যাপি বহির্ব্যাপারঃ স্যাদিতি চেৎ, নৈবং, করণাভাবাদিত্যাহ—তদেতি। ননু সুষুপ্তে শ্রমাপনোদমাত্রং, ন স্বরূপাবস্থানং, তৎ কুতো লৌকিকী প্রসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নান্যত্রেতি। উক্তমর্থং লৌকিকদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—দৃশ্যতে হীতি। বৃহদারণ্যকশ্রুত্যালোচনায়ামপি সুযুপ্ত্যবস্থায়াম্ অবস্থাদ্বয়জনিতশ্রমাপোহার্থং ব্রহ্মনীড়প্রাপ্তির্গম্যত ইত্যাহ—তদ্‌যথেতি ॥৪৮৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—লোক যেমন প্রতিবিম্বস্বরূপে দর্পণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সূর্য্য প্রভৃতি যেমন প্রতিবিম্বরূপে জল প্রভৃতি স্বচ্ছদ্রব্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি পরদেবতা (পরমাত্মা) জীবাত্মারূপে যে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হন, সেই অন্নময় মনঃ তেজোময় ও জলময় বাক্ ও প্রাণের সহিত সম্মিলিত বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। জীব যদাকারাপন্ন এবং যাহাতে অবস্থিত হইয়া দর্শন, শ্রবণ ও মননাদি ব্যবহার সম্পাদনে সমর্থ হয়, তাহার (সেই মনের) উপরম বা নিবৃত্তি হইলে স্বীয় দেবতাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপর শ্রুতিতে এ কথা উক্ত আছে—'যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে', জীব 'বুদ্ধিবিজ্ঞানের সহিত স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত (সুষুপ্ত) হইয়া এই লোককে (জাগ্রৎ-ব্যবহারক্ষেত্র) অতিক্রম করে', 'সেই এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ এবং বিজ্ঞানময় ও মনোময়' (১) ইত্যাদি, এবং 'স্বপ্নাবস্থায় শরীরধর্ম্মকে [অতিক্রম করে]', 'প্রাণব্যাপার করে বলিয়াই প্রাণসংজ্ঞক হয়' ইত্যাদি। মনে অবস্থিত, তজ্জন্য মনঃসংজ্ঞাপ্রাপ্ত এবং মনোবৃত্তির নিবৃত্তিকরণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত সেই এই জীবাত্মার যাহা স্বরূপ, এবং পরদেবতার যেরূপে অবস্থান হয়, তাহা পুত্রকে উপদেশ দিতে ইচ্ছুক হইয়া অরুণ-নন্দন উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন,—স্বপ্নান্ত অর্থ স্বপ্নের মধ্য; 'স্বপ্ন' শব্দটি দর্শন-ব্যবহারাত্মক প্রসিদ্ধ স্বপ্নের নাম, তাহার মধ্য—স্বপ্নান্ত, অর্থাৎ সুষুপ্তি। অথবা স্বপ্নান্ত অর্থ—স্বপ্নের তত্ত্ব; এই পক্ষেও ফলতঃ সুষুপ্তিই সিদ্ধ হইতেছে; কারণ, স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ার কথা রহিয়াছে; কেন না, ব্রহ্মবিদ্‌গণ সুষুপ্তি ভিন্ন আর কোথাও জীবের

---

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্তশাস্ত্রে এক অন্তঃকরণেরই চারিটি বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। (১) মনঃ, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার ও (৪) চিত্ত। তন্মধ্যে, সংশয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তির নাম মনঃ; নিশ্চয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তির নাম বুদ্ধি, ইহারই নামান্তর বিজ্ঞান; অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম অহঙ্কার; আর স্মরণাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম চিত্ত। এ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে—"মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" (বেদান্তকারিকা)। সংসারী জীব সাধারণতঃ মন ও বুদ্ধির অধীন থাকিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, এই জন্য জীবকে বিজ্ঞানময় ও মনোময় বলা হইয়া থাকে।

স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তি ইচ্ছা করেন না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে, আদর্শগত পুরুষপ্রতিবিম্ব যেমন আদর্শাপসারণে স্ব-স্বরূপ পুরুষকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি, নামরূপ-প্রকটীকরণের নিমিত্ত চৈতন্য-প্রতিবিম্বাত্মক জীবাত্মারূপে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট পর-দেবতা পরব্রহ্মও মনঃ প্রভৃতি উপাধি-বিগমে জীবরূপী মনঃসংজ্ঞা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই স্বপ্নান্ত-শব্দে নিশ্চয়ই সুষুপ্তি অবস্থা অভিহিত হইয়াছে। সুপ্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় স্বপ্নগম্য বস্তু দর্শন করিয়া থাকে, তাহার সেই স্বপ্নদর্শনে সুখদুঃখের সম্বন্ধ থাকে, সুতরাং নিশ্চয়ই তাহা পুণ্য ও পাপকর্ম্মের ফল; কারণ, পুণ্য ও পাপকর্ম্মেরই সুখ-দুঃখ-সমুৎপাদন করা লোকপ্রসিদ্ধ। আর পুণ্য-পাপও অবিদ্যা ও কামনার (বাসনার) সাহায্যেই সুখদুঃখানুভূতিরূপ কার্য্য সমুৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে; সুতরাং জীব স্বপ্নাবস্থায় সংসারহেতুভূত অবিদ্যা কাম, ও তদনুগত কর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধই থাকে; কাজেই তখন আর স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না। [অথচ সুষুপ্তি-সময়ে কোন প্রকারেও পুণ্য-পাপসম্বন্ধ থাকে না; ইহা] তখন সুষুপ্তি-সময়ে পুণ্য ও পাপ দ্বারা সম্বদ্ধ হয় না, তখন 'হৃদয় সমস্ত দুঃখের অতীত হয়', 'জীবের সেই সুষুপ্তি-সময়টি কামনারহিত পরমানন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়।

আমি সুষুপ্তি-সময়েই জীবভাববিনির্ম্মুক্ত স্ব-স্বরূপ পরদেবতাকে স্বরূপ প্রদর্শন করিব, এই অভিপ্রায়ে উদ্দালক বলিলেন,—হে সোম্য, আমি বলিতেছি, তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অবগত হও—বিশেষ স্পষ্টরূপে অবধারণ কর। কোন্ সময়ে স্বপ্নান্ত হয়, তাহা বলিতেছেন—যে সময়ে নিদ্রিত ব্যক্তির এইরূপ একটি নাম হয়; 'স্বপিতি' নামটি লোকপ্রসিদ্ধও বটে। উক্ত নামটি যে গৌণ অর্থাৎ অনুরূপ গুণসম্বন্ধপ্রযুক্ত, তাহা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—পুরুষ যে সময় 'স্বপিতি' নামে অভিহিত হয়, সেই সময় প্রস্তাবিত সৎপদার্থ পরদেবতার সহিত সম্পন্ন—একীভূত হয়; অর্থাৎ মন প্রভৃতি উপাধির সংসর্গজনিত জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থসত্য যে সৎ-রূপ, তাহাই প্রাপ্ত হয়। সেই কারণেই সাধারণ লোকে ইহাকে 'স্বপিতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু সেই সময় স্বীয় আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং গুণপ্রকাশক নাম-প্রসিদ্ধি হইতেও স্বীয় আত্মস্বরূপপ্রাপ্তি প্রতীতি হইয়া থাকে; [অতএব সৎ-স্বরূপপ্রাপ্তির কথা নিশ্চয়ই সত্য]। ভাল, সাধারণ লোকদিগের নিকট স্বাত্ম-স্বরূপপ্রাপ্তিই বা প্রসিদ্ধ কিরূপে? [উত্তর—] [আচার্য্যগণ—] বলেন—যে হেতু জাগ্রৎকালীন শ্রমবশতঃ ঐ স্বপ্নের উদ্ভব হয়, [সেই হেতুই এইরূপ লোক-

প্রসিদ্ধি সঙ্গত হয়]। জাগ্রৎকালে জীব পুণ্য ও পাপ-জনিত বহুবিধ আয়াস-কর সুখদুঃখানুভব করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া থাকে; সেই কারণে বহুবিধ ব্যাপার-ক্লিষ্ট অলস ইন্দ্রিয়নিচয় তখন নিজ নিজ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বাগিন্দ্রিয়ও ক্লান্ত হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ও শ্রান্ত হয়। এই প্রকার আরও আছে, 'বাগিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় গৃহীত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয় গৃহীত হয়, এবং মন গৃহীত হয়, ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণগ্রস্ত অর্থাৎ প্রাণের অধীন হইয়া থাকে; কেবল প্রাণই একমাত্র দেহ-কুলায়ে (দেহমধ্যে) প্রশান্তভাবে জাগরিত থাকে; তখন জীব আপনার শ্রমাপনোদনার্থ পরদেবতারূপ স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়। স্বরূপে অবস্থিতি ব্যতীত অন্য কোন সময়ই যখন শ্রমনিবৃত্তি হইতে পারে না, তখন 'নিশ্চয়ই তখন স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়', এইরূপ লোক-প্রসিদ্ধি যুক্তিসঙ্গতই বটে। দেখা যায় যে, জ্বরাদিরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ রোগনিবৃত্তিতে প্রকৃতিস্থ হইয়া, বিশ্রাম করিয়া থাকে; এখানেও যে সেইরূপ হওয়া সম্ভব, ইহা যুক্তিসম্মত। বিশেষতঃ 'যেমন শ্যেন বা অপর পক্ষী পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হয়' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও [এই কথার যৌক্তিকতা সমর্থিত হইতেছে] ॥৪৮৩॥১

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত * এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে; প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি ॥৪৮৪॥২

সঃ (প্রসিদ্ধঃ) শকুনিঃ (পক্ষী) সূত্রেণ (তন্তুনা) প্রবদ্ধঃ (বদ্ধঃ সন্) দিশং দিশং পতিত্বা (চতসৃষু দিক্ষু ভ্রমিত্বা) অন্যত্র (স্থানান্তরে) আয়তনম্ (আশ্রয়ম্) অলব্ধ্বা (অপ্রাপ্য) যথা বন্ধনম্ (বন্ধনস্থানম্) এব উপশ্রয়তে (আশ্রয়তে); হে সোম্য, এবমেব (শকুনিবদেব) খলু (নিশ্চিতং) তৎ মনঃ (মনউপাধিকঃ জীবঃ) দিশং দিশং পতিত্বা (নানাদিক্স্থেষু বিষয়েষু ভ্রমিত্বা) অন্যত্র আয়তনম্ (বিশ্রাম-স্থানম্) অলব্ধ্বা প্রাণম্ (পরমাত্মানম্) এব উপশ্রয়তে (আশ্রয়তে)। [কুত এবম্? ইত্যাহ—] হে সোম্য, হি (যতঃ) মনঃ (মনউপলক্ষিতঃ জীবঃ) প্রাণবন্ধনং (প্রাণঃ পরমাত্মা বন্ধনং যস্য, তৎ তথা; প্রাণোপলক্ষিতপরমাত্মাশ্রয়মিত্যর্থঃ) ॥

সূত্র দ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে অন্যত্র কোথাও বিশ্রামস্থান না পাইয়া [বিশ্রামার্থ পুনর্ব্বার] সেই বন্ধনস্থানই অবলম্বন করে; হে সোম্য, তেমনি এই মনও অর্থাৎ মনউপাধিযুক্ত (মনোমধ্যে প্রবিষ্ট) এই

* উভয়ত্র 'উপাশ্রয়তে' ইতি ক্বচিৎ।

জীবও নানাদিকে ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় বিবিধ বিষয় গ্রহণ করিয়া অন্যত্র কোথাও বিশ্রামস্থান লাভ না করিয়া (শ্রান্তির অপনোদানার্থ) প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ-উপলক্ষিত পরমাত্মাকেই আশ্রয় করে; কারণ, হে সোম্য, যেহেতু এই প্রাণই অর্থাৎ প্রাণোপলক্ষিত পরমাত্মাই মনের (জীবের) বন্ধন বা প্রকৃত আশ্রয়স্থান॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রায়ং দৃষ্টান্তো যথোক্তেঽর্থে—স যথা শকুনিঃ পক্ষী শকুনিঘাতকস্য হস্তগতেন সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ পাশিতঃ দিশং দিশং বন্ধনমোক্ষার্থী সন্ প্রতিদিশং পতিত্বা অন্যত্র বন্ধনাদায়তনমাশ্রয়ং বিশ্রমণায় অলব্ধ্বা অপ্রাপ্য বন্ধনমেব উপশ্রয়তে, এবমেব—যথায়ং দৃষ্টান্তঃ খলু, হে সোম্য, তৎ মন্মনঃ তৎ প্রকৃতং ষোড়শকলমন্নোপচিতং মনো নির্দ্ধারিতম্, তৎপ্রবিষ্টস্তৎস্থঃ তদুপলক্ষিতো জীবঃ তন্মন ইতি নির্দ্দিশ্যতে মঞ্চাক্রোশনবৎ। স মনআখ্যোপাধির্জীবোঽবিদ্যাকামকর্ম্মোপদিষ্টাং দিশং দিশং সুখদুঃখাদিলক্ষণাং জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ পতিত্বা গত্বা অনুভূয়েত্যর্থঃ, অন্যত্র সদাখ্যাৎ স্বাত্মন আয়তনং বিশ্রমণস্থানমলব্ধ্বা প্রাণমেব প্রাণেন সর্ব্বকার্য্যকারণাশ্রয়েণোপলক্ষিতা প্রাণ ইত্যুচ্যতে সদাখ্যা পরা দেবতা, "প্রাণস্য প্রাণং" "প্রাণশরীরো ভারূপঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতস্তাং দেবতাং প্রাণং প্রাণাখ্যামেবোপশ্রয়তে। প্রাণো বন্ধনং যস্য মনসস্তৎ প্রাণবন্ধনং, হি যস্মাৎ, সোম্য, মনঃ প্রাণোপলক্ষিতদেবতাশ্রয়ং, মন ইতি তদুপলক্ষিতো জীব ইতি॥৪৮৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—তত্রেতি সুষুপ্ত্যবস্থোচ্যতে। যথোক্তোঽর্থো হি জীবস্য ব্রহ্মণ্যবস্থানং তস্মিন্নিতি যাবৎ। সশব্দো দৃষ্টান্তবিষয়ঃ শকুনিবিষয়ো বা। অপ্রাপ্যেতিচ্ছেদঃ। যথা মঞ্চাক্রোশনেন মঞ্চস্থো দেবদত্তো লক্ষ্যতে তথা তন্মন ইতি মনসি স্থিতো জীবো লক্ষ্যো ভবতীত্যাহ—মঞ্চাক্রোশনবদিতি। ন কেবলং প্রকরণাৎ প্রাণশব্দেন পরা দেবতা লক্ষ্যতে, অন্যত্র প্রয়োগদর্শনাচ্চ, ইত্যাহ—প্রাণস্যেতি। প্রাণশব্দেন পরদেবতা লক্ষণায়াং ফলিতমাহ—অত ইতি। প্রাণমেবোপশ্রয়তে বিজ্ঞানাত্মেত্যত্র হেতুমাহ—প্রাণবন্ধনমিতি॥৪৮৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টান্ত—শকুনি অর্থাৎ পক্ষী যেমন পক্ষিঘাতকের (শিকারীর) হস্তগত সূত্রে প্রবদ্ধ অর্থাৎ পাশবদ্ধ হইয়া বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য দিকে দিকে প্রত্যেক দিকে উড়িয়া, বন্ধনস্থানের অন্যত্র কোথাও বিশ্রামের জন্য আশ্রয় লাভ না করিয়া—প্রাপ্ত না হইয়া [পুনর্ব্বার] সেই বন্ধনকেই আশ্রয় করে, হে সোম্য, এইরূপই—যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, ঠিক তদনুরূপই সেই মনঃ, অর্থাৎ সেই যে অন্নোপচিত ষোড়শ কলাযুক্ত মন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই মনোমধ্যে প্রবিষ্ট—তন্মধ্যস্থ, অর্থাৎ মনউপলক্ষিত জীবই মঞ্চাক্রোশনের ন্যায় (১) 'মনঃ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মনোরূপ

(১) তাৎপর্য্য—মঞ্চাক্রোশন ন্যায়টি এইরূপ,—মঞ্চ অর্থ মাচা, আক্রোশন অর্থ—শব্দকরণ,

উপাধিযুক্ত সেই জীবই অবিদ্যা, কামনা ও তদনুরূপ কর্ম্ম-প্রদর্শিত সুখদুঃখাদি-রূপ নানা দিকে ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় ঐ সমস্ত অনুভব করিয়া 'সৎ'-সংজ্ঞক স্বীয় আত্মা ভিন্ন অন্যত্র আয়তন অর্থাৎ বিশ্রামস্থান লাভ না করিয়া প্রাণকেই—সমস্ত দেহেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত প্রাণ দ্বারা উপলক্ষিত পরদেবতা পরমাত্মাই এখানে 'প্রাণ' শব্দে অভিহিত হইতেছেন। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'প্রাণের প্রাণ' [পরমাত্মা প্রাণশরীর ও ভা-রূপ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়] ইত্যাদি। অতএব সেই প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণসংজ্ঞক পরদেবতাকেই আশ্রয় করে। হে সোম্য, মন যেহেতু প্রাণবন্ধন,—প্রাণই যাহার—যে মনের বন্ধন, তাহা প্রাণবন্ধন, অর্থাৎ প্রাণোপলক্ষিত পরদেবতাশ্রিত। মনঃ অর্থ—মন-উপলক্ষিত জীব ॥৪৮৪॥২

অশনা-পিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষোঽশিশিষতি নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদযথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায়ঃ ইত্যেবং তদপ আচক্ষতে, অশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥৪৮৫॥৩

[ইদানীং পরম্পরয়াপি জগতো মূলভূতং ব্রহ্ম দিদর্শয়িষুরুদ্দালক আহ—"অশনাপিপাসে" ইতি]। হে সোম্য, মে (মম সমীপে) অশনা-পিপাসে (অশিতুমিচ্ছা—অশনায়া; 'য়া'-লোপশ্ছান্দসঃ, পাতুমিচ্ছা—পিপাসা, তে) বিজানীহি (বিশেষেণ অবগচ্ছ)—পুরুষঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ অশিশিষতি নাম (অশিতুমিচ্ছতি অশিশিষতীতি নামভাক্ ভবতি), তৎ (তদা) আপঃ (জলানি) এব অশিতং (ভুক্তম্ অন্নাদি) নয়ন্তে। তৎ (তত্র) [অয়ং দৃষ্টান্তঃ—] যথা গো-নায়ঃ (গবাং নেতা), অশ্বনায়ঃ (অশ্বানাং নেতা), পুরুষনায়ঃ (পুরুষাণাং নেতা) ইতি [আচক্ষতে], এবং (গোনায়াদিবৎ) অপঃ 'অশনায়া' ইতি আচক্ষতে [লৌকিকা ইতি শেষঃ]। হে সোম্য, তত্র (তস্মিন্ বিষয়ে) এতৎ (শরীরং) শুঙ্গং (চিহ্নং কার্য্যরূপং) উৎপতিতং বিজানীহি—ইদঞ্চ (শরীরং) অমূলং (নিষ্কারণং) ন ভবিষ্যতি ইতি॥

অচেতন মাচা কখনই শব্দ করিতে পারে না, এমত অবস্থায় মঞ্চস্থ মঞ্চোপলক্ষিত লোকেরা শব্দ করিলেও 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি', অর্থাৎ মঞ্চগুলি শব্দ করিতেছে, বলা হইয়া থাকে; এখানে মঞ্চ অর্থ যেমন মঞ্চোপলক্ষিত মঞ্চস্থ লোক, তেমনি আলোচ্য স্থলেও মনঃশব্দে মনউপলক্ষিত জীবকে বলা হইয়াছে। মনই জীবের উপাধি বা পরিচায়ক; সুতরাং জীবকে মনউপলক্ষিত বলা অসঙ্গত হয় না

[এখন পরম্পরা সম্বন্ধেও যে সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ, তাহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"অশনা-পিপাসে" ইত্যাদি]। হে সোম্য, আমি বলিতেছি, তুমি আমার নিকট অশনা ও পিপাসা অর্থাৎ পানেচ্ছা ও ভোজনেচ্ছা অবগত হও। পুরুষ যে সময় 'অশিশিষতি' ও 'পিপাসতি' এই নামদ্বয়যুক্ত হয়, অর্থাৎ ঐ দুই নামে পরিচিত হয়, [বুঝিতে হইবে], সেই সময় জলই তাহার ভুক্ত অন্নাদি [যথাস্থানে] লইয়া যায়; যেমন 'গো-নায়' (যিনি গো লইয়া যান), 'অশ্বনায়' (যিনি অশ্ব লইয়া যান) এবং 'পুরুষ-নায়' (যিনি পুরুষগণের নেতা, রাজা বা সেনাপতি) প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে, এইরূপ সেই জলকেও লোকে 'অশনায়া' বলিয়া থাকে। তাহাতেই অর্থাৎ সেই অন্নরসাদির পরিপাকেই এই শরীররূপ শুঙ্গ—কার্য্যটি উৎপন্ন হইয়াছে; হে সোম্য, তুমি জানিও—ইহা (এই শরীর) অমূল অর্থাৎ কারণশূন্য হইবে না, অবশ্যই ইহারও একটি কারণ আছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং স্বপিতিনামপ্রসিদ্ধিদ্বারেণ যজ্জীবস্য সত্যস্বরূপং জগতো মূলম্, তৎ পুত্রস্য দর্শয়িত্বাহ অন্নাদিকার্য্যকারণপরম্পরয়াপি জগতো মূলং সৎ দিদর্শয়িষুঃ—অশনা-পিপাসে অশিতুমিচ্ছা অশনা, যালোপেন। পাতুমিচ্ছা পিপাসা, তে অশনাপিপাসে, অশনাপিপাসয়োঃ সতত্ত্বং বিজানীহীত্যেতৎ। যত্র যস্মিন্ কালে এতন্নাম পুরুষো ভবতি। কিং তৎ? অশিশিষতি অশিতুমিচ্ছতীতি। তদা তস্য পুরুষস্য কিং নিমিত্তং নাম ভবতীত্যাহ—যত্তৎপুরুষেণাশিতমন্নং কঠিনং পীতা আপো নয়ন্তে—দ্রবীকৃত্য রসাদিভাবেন বিপরিণময়ন্তে, তদা ভুক্তমন্নং জীর্য্যতি। অথচ ভবত্যস্য নাম অশিশিষতীতি গৌণম্। জীর্ণে হি অন্নে অশিতুমিচ্ছতি সর্ব্বো হি জন্তুঃ। তত্র অপামশিতনেতৃত্বাদশনায়া ইতি নাম প্রসিদ্ধমিত্যেতস্মিন্নর্থে। যথা গোনায়ঃ, গাং নয়তীতি গোনায়ো গোপাল ইত্যুচ্যতে; তথা অশ্বান্ নয়তীতি অশ্বনায়োঽশ্বপাল ইত্যুচ্যতে; পুরুষনায়ঃ পুরুষান্নয়তীতি রাজা সেনাপতির্ব্বা; এবং তৎ তদা আপ আচক্ষতে লৌকিকা অশনায়েতি বিসর্জ্জনীয়লোপেন। তত্রৈবং সতি অদ্ভিঃ রসাদিভাবেন নীতে-নাশিতেনান্নেন নিষ্পাদিতমিদং শরীরং বটকণিকায়ামিব শুঙ্গঃ অঙ্কুর উৎপতিত উদ্গতঃ, তমিমং শুঙ্গং কার্য্যং শরীরাখ্যং বটাদিশুঙ্গবদুৎপতিতং হে সোম্য বিজা-নীহি। কিং তত্র বিজ্ঞেয়মিতি উচ্যতে—শৃণু ইদং শুঙ্গবৎ কার্য্যত্বাচ্ছরীরং নামূলং মূলরহিতং ভবিষ্যতীত্যুক্ত আহ শ্বেতকেতুঃ ॥৪৮৫॥৩

আনন্দগিরিঃ।—বৃত্তমনূদ্যানন্তরবাক্যমুত্থাপয়তি—এবমিতি। আহ অশনা-পিপাসে সোম্যেত্যাদীতি শেষঃ। কিমভিপ্রায়ঃ সন্ পিতা পুত্রং প্রত্যেবমাহ

ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—অন্নাদিতি। অন্নাদীনি কার্য্যাণি কারণান্যবাদীনি, তেষাং বা পরম্পরা, তয়াপি জগতো যৎ সল্লক্ষণং মূলং তদ্দর্শয়িতুমিচ্ছন্ পিতা পুত্রং প্রতি অশনেত্যাদিকং বাক্যমাহেত্যর্থঃ। অশনেত্যস্য সন্নন্তত্বাভাবেঽপি কথং তদর্থো ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—অশনে'ত। যকারস্য লোপেনাস্মিন্ প্রয়োগে সন্প্রত্যয়ঃ প্রযুক্তস্তথাচ তদর্থোক্তিরবিরুদ্ধেত্যর্থঃ। তত্রাশনায়াপিপাসয়োঃ সতত্ত্বং বিজ্ঞাপয়তি—যত্রেতি। সামান্যেনোক্তং নাম বিশেষতো জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি কিং তদেতি। যং কঠিনমন্নং পুরুষেণাশিতং, তৎ পীতা আপো নয়ন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। তদেতি পরিণামাবস্থোক্তিঃ। অথেত্যন্নস্য ভুক্তস্য জীর্ণত্বানন্তর্য্যমুচ্যতে। কথং যদা নাম্নো গৌণত্বং তদাহ—জীর্ণে হীতি। তদ্ যথেত্যত্র তচ্ছব্দার্থমাহ—তত্রেতি। এতস্মিন্নর্থে দৃষ্টান্ত উচ্যত ইতি শেষঃ। অশনায়েতি কথমপামাখ্যানম্ অশনায়া ইতি হি বক্তব্যং, তত্রাহ—বিসর্জ্জনীয়েতি। তত্রেত্যস্য ব্যাখ্যানমেবং সতীত্যপামশিতনেতৃত্বে সতীত্যর্থঃ। অদ্ভিঃ পীতাভিরিতি শেষঃ। তত্রেতি শরীরনির্দ্দেশঃ ॥৪৮৫॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপে জীবের 'স্বপিতি' নাম-প্রসিদ্ধি প্রদর্শন দ্বারা জগতের যাহা সত্যস্বরূপ মূল, তাহা পুত্রকে বুঝাইয়া এখন অন্নরসাদি কার্য্যপরম্পরাক্রমেও জগতের মূল কারণ যে সৎ পদার্থ, তাহা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন—অশনাপিপাসে—অশনা অর্থ—অশন (ভোজন) করিবার ইচ্ছা, সন্ প্রত্যয়, 'য'র লোপ হইয়াছে, (নচেৎ 'অশনায়া' হওয়া উচিত ছিল)। পিপাসা অর্থ—পান করিবার ইচ্ছা; সেই অশনা ও পিপাসা অর্থাৎ অশনের ও পিপাসার তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হও। পুরুষ যে সময় এই নামবিশিষ্ট হয়, সেই নামটি কি? অশিশিষতি—অশন করিতে ইচ্ছা করে, সেই সময় পুরুষের ঐরূপ নাম কি কারণে হয়, তাহা বলিতেছেন—পুরুষ যে কিছু কঠিন অন্ন ভোজন করে, পীত জলসমূহ তাহাই দ্রবীভূত করিয়া লইয়া যায়, অর্থাৎ রসাদিরূপে পরিণত করে, তখনই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইয়া থাকে; এই কারণে এই পুরুষের ঐ গুণযোগে 'অশিশিষতি' এই গৌণ নাম হইয়া থাকে; কেননা, অন্ন জীর্ণ হইলে পরই সকল প্রাণী আহার করিতে ইচ্ছা করে। অশিত বস্তু লইয়া যায় বলিয়া যে জলের 'অশনা' নাম-প্রসিদ্ধি, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, 'গোনায়', গোকে লইয়া যায় বলিয়া গোপাল 'গোনায়' নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ অশ্বসমূহকে লইয়া যায় বলিয়া অশ্বপালক 'অশ্বনায়' বলিয়া কথিত হয়, পুরুষসমূহকে (জনসমূহকে) পরিচালিত করেন বলিয়া রাজা ও সেনাপতি 'পুরুষনায়' নামে অভিহিত হন; এইরূপ লোকসমূহ সেই জলকেও 'অশনায়ঃ' শব্দের বিসর্গ লোপ করিয়া 'অশনায়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন বটবীজখণ্ডের মধ্যে যেরূপ শুঙ্গ (কার্য্যস্বরূপ) অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, হে সোম্য, সেইরূপ সেই এই শরীরাখ্য শুঙ্গ—কার্য্যটিকেও বটাদি বীজের অঙ্কুরে সমুৎপন্ন জানিও। ভাল, ইহাতে আর বিশেষরূপে জানিবার কি আছে? বলা হই-

তেছে—শ্রবণ কর। এই শরীরও যখন অঙ্কুরের একটি কার্য্য বা জন্য পদার্থ, তখন ইহা অমূল অর্থাৎ মূলরহিত (কারণরহিত) হইবে না। এই কথা বলিলে পর শ্বেতকেতু বলিলেন—॥৪৮৫॥৩

তস্য ক্ব মূলꣳ স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥৪৮৬॥৪

[ক্রমেণ পরমমূলং সৎপদার্থং বিজ্ঞাপয়িতুমুপক্রমতে—"তস্য" ইত্যাদি।]—হে সোম্য, তস্য (শরীরস্য) অন্নাৎ (শরীরমূলভূতাৎ) অন্যত্র ক্ব (কুত্র) মূলং স্যাৎ? (ন কুত্রাপীতি ভাবঃ)। এবমেব (যথা দেহশুঙ্গঃ অন্নমূলকঃ, তথৈব) খলু (নিশ্চয়ে) অন্নেন শুঙ্গেন (কার্য্যভূতেন) আপঃ (জলং) মূলম্ (অন্নস্য কারণম্) অন্বিচ্ছ (অনুসন্ধৎস্ব); হে সোম্য, অদ্ভিঃ (জলৈঃ) শুঙ্গেন (কার্য্যভূতৈঃ) তেজঃ মূলং (অপাং কারণম্) অন্বিচ্ছ; হে সোম্য, তেজসা শুঙ্গেন (কার্য্যভূতেন) সৎ (পরং ব্রহ্ম) মূলম্ (তেজঃকারণম্) অন্বিচ্ছ; হে সোম্য, [কিং বহুনা,] ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (জন্মবন্তঃ পদার্থাঃ) সন্মূলাঃ (সৎ—পরং ব্রহ্ম মূলং কারণং যাসাং, তাঃ সন্মূলাঃ, অবিদ্যয়া ব্রহ্মণি অধ্যস্তত্বাদিতি ভাবঃ), সদায়তনাঃ (সৎ আয়তনম্ আশ্রয়ঃ যাসাং, তাঃ), সৎপ্রতিষ্ঠাঃ (সতি ব্রহ্মণি প্রতিষ্ঠা লয়ঃ যাসাং, তাঃ তথোক্তা ইত্যর্থঃ)॥

ক্রমে পরমকারণ পরব্রহ্মকে প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ভুক্ত অন্ন ভিন্ন আর কোথায় সেই শরীরের মূল হইতে পারে, অর্থাৎ অন্য কোথাও নহে; হে সোম্য, তুমি এইরূপই অন্নরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার মূল কারণরূপে জলের অনুসন্ধান কর; হে সোম্য, জলরূপ কার্য্য দ্বারা আবার তেজকে তাহার মূল কারণ বলিয়া অনুসন্ধান কর; তেজঃকার্য্য দ্বারা আবার সৎব্রহ্মকে তাহার মূল কারণরূপে অনুসন্ধান কর; হে সোম্য, [অধিক কি,] এই সমস্ত জন্য পদার্থ সন্মূলক অর্থাৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সদায়তন অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থিত, এবং সৎপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ প্রলয়কালেও সৎব্রহ্মেই বিলীন হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদ্যেবং সমূলমিদং শরীরং বটাদিশুঙ্গবৎ, তস্যাস্য শরীরস্য ক্ব মূলং স্যাৎ ভবেৎ? ইত্যেবং পৃষ্ট আহ পিতা—তস্য ক্ব মূলং স্যাৎ—অন্যত্রান্নাৎ, অন্নং মূলমিত্যভিপ্রায়ঃ। কথম্? অশিতং হি অন্নমদ্ভির্দ্রবীকৃতং জাঠরেণাগ্নিনা পচ্যমানং রসাদিভাবেন পরিণমতে; রসাৎ শোণিতং, শোণিতাৎ মাংসং, মাংসাৎ

মেদঃ, মেদসোঽস্থীনি, অস্থিভ্যো মজ্জা, মজ্জাতঃ শুক্রম্। তথা যোষিদ্ভুক্তস্যান্ন রসাদিক্রমেণৈবং পরিণতং লোহিতং ভবতি। তাভ্যাং শুক্রশোণিতাভ্যাম্ অন্নকার্য্যাভ্যাং সংযুক্তাভ্যামন্নেন এবং প্রত্যহং ভুজ্যমানেন আপূর্য্যমাণাভ্যাং কুড্যমিব মৃৎপিণ্ডৈঃ প্রত্যহমুপচীয়মানোঽন্নমূলো দেহশুঙ্গঃ পরিনিষ্পন্ন ইত্যর্থঃ।

যত্তু দেহশুঙ্গস্য মূলমন্নং নির্দ্দিষ্টম্, তদপি দেহবদ্বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ কস্মাচ্চিন্মূলাৎ উৎপতিতং শুঙ্গ এবেতি কৃত্বা আহ—যথা দেহশুঙ্গোঽন্নমূলঃ, এবমেব খলু সোম্য, অন্নেন শুঙ্গেন কার্য্যভূতেন আপো মূলমন্নস্য শুঙ্গস্য অন্বিচ্ছ প্রতিপদ্যস্ব। অপামপি বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ শুঙ্গত্বমেব, ইতি অদ্ভিঃ সোম্য, শুঙ্গেন কার্য্যেণ কারণং তেজো মূলমন্বিচ্ছ। তেজসোঽপি বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ শুঙ্গত্বম্ ইতি তেজসা সোম্য, শুঙ্গেন সৎ মূলং একমেবাদ্বিতীয়ং পরমার্থসত্যম্। যস্মিন্ সর্ব্বমিদং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতং রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিকল্পজাত মধ্যস্তম্ অবিদ্যয়া, তদস্য জগতো মূলম্; অতঃ সন্মূলাঃ সৎকারণাঃ হে সোম্য, ইমাঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ। ন কেবলং সন্মূলা এব, ইদানীমপি স্থিতিকালে সদায়তনাঃ সদাশ্রয়া এব; ন হি মৃদমনাশ্রিত্য ঘটাদেঃ সত্ত্বং স্থিতির্ব্বা অস্তি; অতো মৃদ্বৎ সন্মূলত্বাৎ প্রজানাং, সৎ আয়তনং যাসাং, তাঃ সদায়তনাঃ প্রজাঃ; অন্তে চ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, সৎ এব প্রতিষ্ঠা লয়ঃ সমাপ্তিরবসানং পরিশেষঃ যাসাং, তাঃ সৎ প্রতিষ্ঠাঃ ॥৪৮৬॥৪

আনন্দগিরিঃ।—অন্নস্য দেহমূলত্বমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা॥ তথা পুরুষভুক্তান্নবদিতি যাবৎ। তথাপি কথং সতো মূলস্য সিদ্ধিরত আহ—বস্থিতি। সতো মূলস্য বাস্তবং রূপং দর্শয়তি—একমিতি। তস্য সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানত্বেন পরিণামবাদং ব্যুদস্যতি—যস্মিন্নিতি। অধ্যাসে মূলকারণমাহ—অবিদ্যয়েতি। প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সন্মূলাঃ সদায়তনাশ্চেত্যুক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তি—ন হীতি। সৎপ্রতিষ্ঠাঃ সদায়তনা চ ইত্যনয়োরর্থভেদাভাবমাশঙ্ক্যাহ—অন্তে চেতি। প্রতিষ্ঠাশব্দস্য লয়বাচিত্বাৎ আয়তনশব্দস্য চ আশ্রয়বিষয়ত্বাৎ পৌনরুক্ত্যমিত্যর্থঃ। লয়শব্দস্য সুষুপ্তাদিবিষয়ত্বং বারয়তি—সমাপ্তিরিতি। সম্যগাপ্তিঃ সমাপ্তিরিতি প্রাপ্তিরত্র বিবক্ষিতেতি শঙ্কাং বারয়তি—অবসানমিতি। তস্যাভাবত্বেন তুচ্ছরূপত্বং নিরস্যতি—পরিশেষ ইতি ॥৪৮৬॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—আচ্ছা, বটাদি অঙ্কুরের ন্যায় এই শরীরও যদি উক্ত প্রকারে সমূলই হয়, তাহা হইলে, সেই শরীরের মূল কোথায় হইতে পারে? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতা বলিলেন—অন্ন ব্যতীত আর কোথায় ইহার মূল হইতে পারে? অভিপ্রায় এই যে, অন্নই শরীরের মূল বা উপাদান কারণ। কি প্রকারে?—যেহেতু ভুক্ত অন্ন জলসংযোগে দ্রবীভূত এবং জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইয়া রসাকারে পরিণত হয়; রসের পর রক্ত, রক্তের পর মাংস, মাংসের পর মেদঃ (চর্ব্বি), মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্ররূপে

পরিণত হয়। এইরূপ স্ত্রীভুক্ত অন্নও আবার রসাদিরূপে পরিণত হইয়া লোহিতরূপে (রক্তরূপে) পরিণত হয়। মৃৎপিণ্ড দ্বারা যেমন কুড্য (দেয়াল, বা প্রাচীর) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি প্রত্যহ উপযুক্ত অন্ন দ্বারা পরিপূর্য্যমাণ উক্ত শুক্র-শো'ণতদ্বারা বর্দ্ধিত অন্নপরিণাম এই দেহশুঙ্গও নিষ্পন্ন হইয়াছে।

যে অন্নকে দেহরূপ কার্য্যের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই অন্নও যখন দেহেরই মত উৎপত্তি-বিনাশশীল, তখন নিশ্চয়ই উহাও কোন কারণ হইতে উৎপন্ন—শুঙ্গ অর্থাৎ কারণের অনুমাপক কার্য্য; এই জন্য বলিতেছেন—দেহরূপ কার্য্যটি যেমন সন্মূলক, অর্থাৎ সৎ-পদার্থ হইতে উৎপন্ন, ঠিক তেমনি [অন্নও আবার জল হইতে উৎপন্ন; অতএব] হে সোম্য, কার্য্যস্বরূপ অন্ন দ্বারা কার্য্যরূপী সেই অন্নের মূলীভূত জলের অনুসন্ধান কর—অবগত হও। উৎপত্তি ও বিনাশ বিদ্যমান থাকায় জলও নিশ্চয়ই শুঙ্গ (কার্য্য বা জন্য পদার্থ); অতএব হে সোম্য, জলরূপী কার্য্য দ্বারা তৎকারণীভূত তেজোরূপ জলের অনুসন্ধান কর। উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া তেজও নিশ্চয়ই শুঙ্গ; অতএব হে সোম্য, তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা তৎকারণীভূত এক অদ্বিতীয় পরমার্থ সত্য সৎপদার্থের অনুসন্ধান কর (১)। বাক্যারব্ধ নামমাত্রসার মিথ্যাভূত বিকারাত্মক এই সমস্ত জগৎ অবিদ্যা দ্বারা রজ্জু-সর্পের ন্যায় যাহার উপরে অধ্যস্ত বা আরোপিত রহিয়াছে, তাহাই (সেই সৎপদার্থই) এই জগতের মূল কারণ; অতএব হে সোম্য, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই সমস্ত জন্য পদার্থই সন্মূলক অর্থাৎ সৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। কেবল সন্মূলকই নহে, এখনও—স্থিতিকালেও সদায়তন অর্থাৎ নিশ্চয়ই সৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত; কেন না, মৃত্তিকা অবলম্বন না করিয়া কখনও ঘটাদির অস্তিত্ব বা অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব সৎই সমস্ত জন্য পদার্থের মূল বলিয়া সমস্ত জন্য পদার্থ সদায়তন অর্থাৎ সৎই তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থান; এবং

---

(১) তাৎপর্য্য—এখানে কার্য্যকারণ ভাবঘটিত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা এইরূপ;—কার্য্য থাকিলেই তাহার কারণ থাকা আবশ্যক হয়, বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না বা হইতে পারে না। জীবের এই যে শরীর, যাহা উপভুক্ত অন্নজলাদির সাহায্যে প্রত্যহ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে. ইহাও যখন জন্য বা উৎপত্তিশীল বস্তু, তখন নিশ্চয়ই ইহারও একটা কারণ—উপাদান আছে; অন্নই তাহার সেই উপাদান-কারণ; এই অন্নও যখন উৎপত্তিবিনাশশীল, তখন তাহারও একটা কারণ থাকা আবশ্যক; সেই কারণ হইতেছে জল। এইরূপে জলের কারণরূপে তেজের অবধারণ করিয়া সর্ব্বশেষে সৎ—ব্রহ্মকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া অবধারণ করা হইতেছে। এই সৎ-ব্রহ্ম-কারণবাদ অবধারণ-করণার্থই এখানে সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। এই প্রকরণ হইতে সিদ্ধান্ত হইল যে, সৎ ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তি-কারণ—উপাদান, উৎপন্নাবস্থায়ও অবস্থিতির স্থান—আয়তন এবং বিনাশ-সময়েও বিলয়ন-স্থান—প্রতিষ্ঠা; সুতরাং জগতের ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত সত্তা নাই, জগৎ স্বরূপতঃ অসৎ—মিথ্যা।

অন্তেও সৎপ্রতিষ্ঠ, অর্থাৎ সৎপদার্থেই যাহাদের প্রতিষ্ঠা—লয় বা সমাপ্তি অর্থাৎ অবসান বা শেষ, তাহারাই সৎপ্রতিষ্ঠ-পদবাচ্য ॥৪৮৬॥৪

অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম, তেজ এব তৎ পীতং নয়তে; তদ্‌যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ-আচষ্ট উদন্যেতি, তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতঙ্ সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥৪৮৭॥৫

অথ (অর্থান্তরে) পুরুষঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ 'পিপাসতি' নাম (জলাদি পাতুম্ ইচ্ছতি), তৎ (তদা) তেজঃ (জাঠরাগ্নিঃ) এব (নিশ্চয়ে) পীতং [জলাদি] নয়তে (রক্তপ্রাণরূপেণ পরিণময়তি)। তৎ (তত্র) [অনুরূপ দৃষ্টান্তঃ—] যথা (যদ্‌বৎ) গোনায়ঃ (গবাং নেতা), অশ্বনায়ঃ (অশ্বচালকঃ), পুরুষনায়ঃ (পুরুষনেতা) ইতি, এবং (তথা) তৎ (জাঠরং) তেজঃ 'উদন্যা' ইতি (উদকং নয়তীতি উদন্যং ; স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দেশঃ ছান্দসঃ), আচষ্টে (কথয়তি) [লোকঃ]। তত্র (অপ্‌পরিণামে) এতৎ (শরীরম্) এব শুঙ্গং (কার্য্যং) উৎপতিতম্ (উৎপন্নম্) হে সোম্য, ইদং (শরীরং) অমূলং (কারণরহিতং) ন ভবিষ্যতি, ইতি বিজানীহি (বিশেষেণ অবগচ্ছ ইত্যর্থঃ)॥

পুরুষ যে সময় 'পিপাসতি' অর্থাৎ জলাদি পান করিতে ইচ্ছা করে, সেই সময় উদরস্থ তেজই সেই পীত জলাদি লইয়া যায়, অর্থাৎ রসরুধিরাদিরূপে পরিণত করে; এইজন্য যেমন [গোচালককে] 'গোনায়', [অশ্বচালককে] 'অশ্বনায়', আর [পুরুষের চালককে] 'পুরুষনায়' [বলা হইয়া থাকে], তেমনি সেই তেজকে লোকে 'উদন্যা' (উদক-নেতা) বলিয়া থাকে। তাহাতে এই শরীরই কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়, হে সোম্য, জানিও—ইহাও মূলশূন্য হইবে না, অর্থাৎ ইহারও একটি কারণ আছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ ইদানীমপ্‌শুঙ্গদ্বারেণ সতো মূলস্যানুগমঃ কার্য্যঃ ইত্যাহ—যত্র যস্মিন্ কালে এতন্নাম পিপাসতি পাতুমিচ্ছতীতি পুরুষো ভবতি। অশিশিষতীতিবৎ ইদমপি গৌণমেব নাম ভবতি। দ্রবীকৃতস্যাশিতস্যান্নস্য নেত্র্যঃ আপঃ অন্নশুঙ্গং দেহং ক্লেদয়ন্ত্যঃ শিথিলীকুর্য্যুঃ অব্বাহুল্যাদ্, যদি তেজসা ন শোষ্যন্তে। নিতরাং চ তেজসা শোষ্যমাণাস্বপ্‌সু দেহভাবেন পরিণমমানাসু পাতুমিচ্ছা পুরুষস্য জায়তে, তদা পুরুষঃ পিপাসতি নাম। তদেতদাহ—তেজ এব তৎ তদা পীতম্ অবাদি শোষয়ৎ দেহগতলোহিত-প্রাণভাবেন নয়তে পরিণময়তি। তদ্‌যথা 'গোনায়ঃ' ইত্যাদি সমানম্। এবং তৎ তেজ আচষ্টে লোকঃ—

উদন্যেতি, উদকং নয়তীত্যুদন্যম্ উদন্যেতি ছান্দসম্, তত্রাপি পূর্ব্ববৎ। অপামপ্যেতদেব শরীরাখ্যং শুঙ্গং নান্যদিত্যেবমাদি সমানমন্যৎ ॥৪৮৭॥৫

আনন্দগিরিঃ।—অন্নাখ্যশুঙ্গদ্বারা সতো মূলস্যাধিগতেরনন্তরমিত্যর্থশব্দার্থঃ। পিপাসতীত্যেতন্নাম পুরুষো যস্মিন্‌কালে ভবতীতি যোজনা। কথং পিপাসতীত্যেতন্নাম পুরুষস্য গৌণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রবীকৃতস্যেতি। ভবত্বপাং তেজসা শোষ্যমাণত্বং কিং তাবতাহ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নিতরাং চেতি। তদা পানেচ্ছাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। তেজসো যদুদকনেতৃত্বমুক্তং ; তত্র শ্রুতিমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—তদেতদাহেতি। উদন্যমিতি বক্তব্যে কথমুদন্যেত্যুক্তং, তত্রাহ—উদন্যেতীতি। তত্রাপি তেজস্যপীত্যেতৎ। যথাশনায়েতি চ্ছান্দসং, তথাত্রাপি তেজস্যুদন্যম্, ইত্যপিচ্ছান্দসমেব, ইত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। অন্নদ্বারা সতো মূলস্যাধিগমবৎ অব্দ্বারাঽপি তস্যাধিগতিরস্তীত্যাহ—অপামপীতি ॥৪৮৭॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর জলরূপ কার্য্য দ্বারা মূলীভূত সৎপদার্থের অনুসন্ধান করা আবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—পুরুষ (প্রাণী) যে সময়ে 'পিপাসতি'—পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এইরূপ নামে প্রসিদ্ধ হয়। 'অশিশিষতি' নামের ন্যায় ইহাও তাহার গৌণ—গুণানুযায়ী নাম। দেহে জলাধিক্যবশতঃ দ্রবীভূত ভুক্তান্নের পরিণাম-সম্পাদক জলরাশি অন্নপরিণতি এই দেহকে কর্দ্দমাকার করিয়া নিশ্চয়ই শিথিলীভূত করিত, যদি তেজঃ সেই জলরাশিকে শুষ্ক না করিত। দেহাকারে পরিণত জলসমূহ জাঠরাগ্নি দ্বারা যথেষ্টরূপে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইলেই পুরুষের পিপাসা উপস্থিত হইয়া থাকে, তখনই পুরুষ 'পিপাসতি' নামে প্রসিদ্ধ হয়। সেই এই বিষয়ই বলিতেছেন—তখন জাঠর তেজই পীত জলাদিকে শুষ্ক করিয়া দৈহিক রুধির ও প্রাণাদিরূপে পরিণত করায়। "তদ্‌যথা গোনায়" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। এই প্রকার সাধারণ লোকে সেই তেজকে 'উদন্যা' বলিয়া থাকে, উদককে (জলকে) লইয়া যায়—পরিণত করায়, এইজন্য [তেজের নাম] 'উদন্য'। পূর্ব্বোক্ত 'অশনায়' পদের ন্যায় 'উদন্যা' পদটিও ছান্দস, নচেৎ 'উদন্য' হওয়া উচিত ছিল। জলেরও এই শরীরই একমাত্র শুঙ্গ (কার্য্য) অপর কিছু নহে, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৪৮৭॥৫

তস্য ক্ব মূলꣳ স্যাদন্যত্রাদ্ভ্যোঽদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ, সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্য

সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ ॥৪৮৮॥৬

তস্য (অপ্পরিণামদেহস্য) অদ্ভ্যঃ (জলেভ্যঃ) অন্যত্র ক্ব (কুত্র) মূলং স্যাৎ, (ন কুত্রাপীতি ভাবঃ)। হে সোম্য, [তস্মাৎ] অদ্ভিঃ শুঙ্গেন (কার্য্যভূতৈঃ জলৈঃ) মূলং (অপাং কারণীভূতং) তেজঃ অন্বিচ্ছ (অনুসন্ধৎস্ব); হে সোম্য, তেজসা শুঙ্গেন সৎ (ব্রহ্ম) মূলং অন্বিচ্ছ; হে সোম্য, ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সন্মূলাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ [চ]। হে সোম্য, ইমাঃ (অনন্তরোক্তাঃ) তিস্রঃ দেবতাঃ (তেজোজলপৃথিব্যঃ) পুরুষং (জীবদেহং) প্রাপ্য যথা (যেন প্রকারেণ) তু (পুনঃ) খলু (নিশ্চয়ে) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মিকা ত্র্যাত্মিকা) একা একা ভবতি, তৎ (ত্রিবৃৎকরণং) পুরস্তাদেব (পূর্ব্বং—"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে" ইত্যত্রৈব) উক্তং (কথিতং) ভবতি। হে সোম্য, প্রয়তঃ (মুমূর্ষোঃ) অস্য পুরুষস্য (প্রাণিনঃ) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) মনসি (অন্তঃকরণে) সম্পদ্যতে (উপসংহ্রিয়তে); মনঃ প্রাণে [সম্পদ্যতে], প্রাণঃ (পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ মুখ্যঃ প্রাণঃ) তেজসি [সম্পদ্যতে], তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং (পরমাত্মনি) [সম্পদ্যতে]॥

জল ভিন্ন আর কোথায় তাহার (সেই শরীরের) মূল হইতে পারে, পরন্তু সেই জলই তাহার মূল; হে সোম্য, সেই জলরূপ কার্য্য দ্বারা আবার তৎকরণীভূত তেজের অনুসন্ধান কর; হে সোম্য, তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার মূল কারণ সৎ-ব্রহ্মের অনুসন্ধান কর। হে সোম্য, এই সমস্ত প্রজাই সন্মূলক (সৎ হইতে উৎপন্ন), সদায়তন (সতে অবস্থিত), এবং সৎপ্রতিষ্ঠ (সতে বিলয়নশীল)। হে সোম্য, এই তেজঃ, জল ও পৃথিবী দেবতাত্রয় পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া (জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া) প্রত্যেকে যেরূপে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। হে সোম্য, পুরুষ যখন প্রয়াণ করিতে উদ্যত হয়, অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হয়, তখন তাহার বাগিন্দ্রিয় মনে মিলিত হয়, মনঃ প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজঃ আবার পরদেবতার আত্মাতে মিলিত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সামর্থ্যাৎ তেজসোঽপি এতদেব শরীরাখ্যং শুঙ্গম্; অতোঽপ্শুঙ্গেন দেহেন আপো মূলং গম্যতে। অদ্ভিঃ শুঙ্গেন তেজো মূলং গম্যতে; তেজসা শুঙ্গেন সৎ মূলং গম্যতে পূর্ব্ববৎ।

এবং হি তেজোঽবন্নময়স্য দেহশুঙ্গস্য বাচারম্ভণমাত্রস্য অন্নাদিপরম্পরয়া পরমার্থসত্যং সৎ মূলমভয়ম্ অসন্ত্রাসং নিরায়াসং সৎমূলমন্বিচ্ছেতি পুত্রং গময়িত্বা

অশিশিষতি পিপাসতীতি নামপ্রসিদ্ধিদ্বারেণ। যদন্যৎ ইহ অস্মিন্ প্রকরণে তেজোঽবন্নানাং পুরুষেণোপযুজ্যমানানাং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য দেহশুঙ্গস্য স্বজাত্যসাঙ্কর্য্যেণোপচয়করত্বং বক্তব্যং প্রাপ্তম্, তদিহোক্তমেব দ্রষ্টব্যমিতি পূর্ব্বোক্তং ব্যপদিশতি—

যথা নু খলু যেন প্রকারেণ ইমাস্তেজোঽবন্নাখ্যাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃত্ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি, তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবতি—অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে ইত্যাদি তত্রৈবোক্তম্। অন্নাদীনামশিতানাং যে মধ্যমা ধাতবঃ, তে সাপ্তধাতুকং শরীরমুপচিন্বন্তীত্যুক্তং—মাংসং ভবতি লোহিতং ভবতি, মজ্জা ভবত্যস্থি ভবতীতি। যে তু অণিষ্ঠা ধাতবঃ মনঃ প্রাণং বাচ্যং দেহস্যান্তঃকরণসঙ্ঘাতমুপচিন্বন্তীতি চোক্তম্—তন্মনো ভবতি, স প্রাণো ভবতি, সা বাগ্ভবতীতি। সোঽয়ং প্রাণঃ করণসঙ্ঘাতঃ দেহে বিশীর্ণে দেহান্তরং জীবাধিষ্ঠিতঃ যেন ক্রমেণ পূর্ব্বদেহাৎ প্রচ্যুতো গচ্ছতি, তদাহ অস্য—

হে সোম্য, পুরুষস্য প্রয়তো ম্রিয়মাণস্য বাক্ মনসি সম্পদ্যতে মনস্যুপসংহ্রিয়তে। অথ তদাহুঃ জ্ঞাতয়ঃ—ন বদতীতি। 'মনঃপূর্ব্বকো হি বাগ্ব্যাপারঃ', 'যদ্বৈ মনসা ধ্যায়তি, তদ্বাচা বদতি', ইতি শ্রুতেঃ। বাচ্যুপসংহৃতায়াং মনসি মননব্যাপারেণ কেবলেন বর্ত্ততে। মনোঽপি যদোপসংহ্রিয়তে, তদা মনঃ প্রাণে সম্পন্নং ভবতি—সুষুপ্তিকালে ইব, তদা পার্শ্বস্থা জ্ঞাতয়ঃ ন বিজানাতীত্যাহুঃ। প্রাণশ্চ তদা উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী স্বাত্মন্যুপসংহৃতবাহ্যকরণঃ সংবর্গবিদ্যায়াং দর্শনাৎ হস্তপাদাদীন্ বিক্ষিপন্ মর্ম্মস্থানানি নিকৃন্তন্নিব উৎসৃজন্ ক্রমেণোপসংহৃতকরণঃ (১) তেজসি সম্পদ্যতে, তদাহুঃ জ্ঞাতয়ঃ—ন চলতীতি। মৃতো নেতি বা বিচিকিৎসন্তঃ দেহমালভমানা উষ্ণত্বোপলভমানা দেহ উষ্ণো জীবতীতি যদা, তদাপি ঔষ্ণ্যলিঙ্গং তেজঃ উপসংহ্রিয়তে, তদা তৎ তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং প্রশাম্যতি। তদেবং ক্রমেণোপসংহৃতে স্বমূলং প্রাপ্তে চ মনসি তৎস্থো জীবোঽপি সুষুপ্তিকালবৎ নিমিত্তোপসংহারাদুপসংহ্রিয়মাণঃ সন্ সত্যাভিসন্ধিপূর্ব্বকং চেদুপসংহ্রিয়তে, সদেব সম্পদ্যতে, ন পুনর্দ্দেহান্তরায় সুষুপ্তাদিবোত্তিষ্ঠতি। যথা লোকে সভয়ে দেশে বর্ত্তমানঃ কথঞ্চিদিব অভয়ং দেশং প্রাপ্তঃ, তদ্বৎ। ইতরস্তু অনাত্মজ্ঞস্তস্মাদেব মূলাৎ সুষুপ্তা'দবোত্থায় মৃত্বা পুনর্দ্দেহজালমাবিশতি, যস্মান্মূলাদুত্থায় দেহমাবিশতি জীবঃ ॥৪৮৮॥৬

আনন্দগিরিঃ।—তেজঃশুঙ্গদ্বারাপি সতো মূলস্য প্রতিপত্তিরস্তীত্যাহ—সামর্থ্যাদিতি। ত্রিবৃৎকরণবশাদিতি যাবৎ। শরীরস্য ভূতত্রয়কার্য্যত্বমতঃশব্দার্থঃ। যথা পূর্ব্বমন্নশুঙ্গেন দেহেনান্নাখ্যং মূলং গম্যতে ইত্যাদি ব্যাখ্যাতং, তথা তেজঃশুঙ্গেন দেহেন তেজো মূলং গম্যত ইত্যাদি ব্যাখ্যেয়মিত্যাহ—পূর্ব্ববদিতি। বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকং যথেত্যাদিবাক্যমাদত্তে—এবং হীতি। উক্তয়া রীত্যা নামদ্বয়প্রসিদ্ধিদ্বারেণ যথোক্তদেহাখ্যশুঙ্গস্যান্নাদীতিকারণপরম্পরয়া সদাখ্যং মূলমুক্তবিশেষণং সমূল-

(১) 'উপসংহৃতঃ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

মন্বিচ্ছেত্যুপদেশেন শ্বেতকেতুং জ্ঞাপয়িত্বা ব্যবস্থয়া শরীরমেকৈকভূতারব্ধমিত্যাক্ষেপে প্রাপ্তে, যদাস্মিন্ প্রকরণে তেজঃপ্রভৃতীনামুপযুজ্যমানানাং স্বস্বভাবানুসারেণ সংঘাতস্যোপচয়করত্বং বক্তব্যং প্রাপ্তং; তদিহ সর্ব্বশরীরেষু সর্ব্বভূতকার্য্যোপলম্ভাদ্ ব্যবস্থায়াং প্রমাণাভাবাদ্ দৃশ্যমানে সংঘাতে কস্য কস্য কিয়ৎ কার্য্যমিত্যপেক্ষায়াম্ অন্নমশিতমিত্যাদাবুক্তমেব দ্রষ্টব্যমিতি পূর্ব্বোক্তং ব্যপদিশতীতি যোজনা। সতো মূলস্য ব্যবহারসত্যত্বং বারয়তি—পরমার্থেতি। বস্তুতো নাবিদ্যাসম্বন্ধস্তস্যাস্তীত্যাহ—অভয়মিতি। অবিদ্যাকার্য্যসম্বন্ধোঽপি পরমার্থতো ন তস্যাস্তীত্যাহ—অসংক্রমমিতি। উভয়সম্বন্ধাভাবে সমুৎখাতনিখিলদুঃখত্বেন পরমানন্দত্বং তস্য সিধ্যতীত্যাহ—নিরায়াসমিতি। পূর্ব্বোক্তমেব ব্যক্তীকরোতি তত্রৈবেতি। কিং তদন্নমশিতমিত্যাদাবুক্তং? তত্রাহ অন্নাদীনামিতি। সাপ্তধাতুকং ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোমজ্জাস্থিশুক্রাখ্যাঃ সপ্ত ধাতবস্তেষাং সংহতিরূপমিত্যর্থঃ।

তেজোঽবন্নকার্য্যভূতদেহশুঙ্গদ্বারা সত্তত্ত্বং নিরূপিতমিদানীং মরণদ্বারেণাপি তন্নিরূপয়িতুমারভতে—সোঽয়মিতি।—তদাহেত্যত্র ক্রমবদ্‌গমনং তদিত্যুক্তম্। বাগ্‌ব্যাপারস্য মনসি লয়ে হেতুমাহ—মনঃপূর্ব্বকো হীতি। প্রাণসম্পত্তির্মনসস্তদধীনত্বম্। মনোব্যাপারনিবৃত্ত্যবস্থা তদেত্যুচ্যতে। প্রাণশ্চতদেত্যবিজ্ঞানাবস্থা কথ্যতে। কথং প্রাণস্য স্বাত্মন্যুপসংহৃতবাহ্যকরণত্বং তদাহ—সংবর্গবিদ্যায়ামিতি। তত্র হি প্রাণঃ সংবৃঙ্‌ক্তে বাগাদীনীতি দৃষ্টমতো যুক্তং তস্য স্বাত্মন্যুপসংহৃতকরণত্বমিত্যর্থঃ। তেজসীতি ভৌতিকমাধ্যাত্মিকং তেজো গৃহ্যতে। জীবতীত্যাহুরিতি সম্বন্ধঃ।

সকরণস্য সপ্রাণস্য চ ভূতসর্গস্য পরস্যাং দেবতায়ামুক্তক্রমেণোপসংহারেঽপি জীবস্য কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদৈবমিতি। তস্যাং পরস্যাং দেবতায়ামুক্তেন ক্রমেণ তেজস্যুপসংহৃতে সতীতি যাবৎ। স্বমূলং মনসো মূলং—ভূতপঞ্চকম্। নিমিত্তোপসংহারাদিত্যত্র নিমিত্তং মনো বিবক্ষিতম্। সৎসম্পন্নস্য সত্যাভিসন্ধের্ন পুনরুত্থানমিত্যেতদ্ দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। অভয়ং দেশং প্রাপ্তো ন পুনঃ সভয়ং দেশং গন্তুমিচ্ছতীতি শেষঃ। যস্ত্বনৃতাভিসন্ধো যথোক্তয়া রীত্যা ন সৎসম্পন্নস্তং প্রত্যাহ—ইতরস্ত্বিতি ॥৪৮৮॥৬

ভাষ্যানুবাদ।—ত্রিবৃৎকরণসামর্থ্যে বুঝা যাইতেছে যে, এই শরীর তেজেরও কার্য্য অর্থাৎ তেজঃসম্ভূত; অতএব যেহেতু এই শরীরটি ভূতত্রয়েরই কার্য্যস্বরূপ, (সেই হেতু) জলের পরিণতিস্বরূপ এই দেহ-কার্য্য দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জলই ইহার মূল কারণ; আবার জলরূপ কার্য্য দ্বারা তাহারও মূলরূপে তেজের প্রতীতি হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় তেজোরূপ কার্য্য দ্বারা তাহারও মূলকারণরূপে সৎ ব্রহ্ম জানা যাইতেছে।

উদ্দালক ঋষি এই প্রকারে তেজঃ, জল ও পৃথিবীময় এবং শুদ্ধ বাচারম্ভণমাত্ররূপী দেহ-কার্য্যটির অন্নাদি-পরম্পরাক্রমে মূল কারণ যথার্থ সত্য সৎ পদার্থকে—যাহা ভয় ও ত্রাসশূন্য এবং নির্ব্ব্যাপার সৎ পদার্থ, তাহাকেই মূল কারণ বলিয়া অনুসন্ধান কর, পুত্রকে এইরূপে প্রবোধিত করার পর 'অশি-

শিষতি' ও 'পিপাসতি' এই প্রসিদ্ধ-নাম নির্দ্দেশ দ্বারা, আরও যাহা কিছু বক্তব্য এই প্রকরণে বলা উচিত ছিল, অর্থাৎ পুরুষভুক্ত তেজঃ, জল ও অন্ন যে প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্য-করণ সমষ্টিভূত এই দেহ-কার্য্যের উপচয় (বৃদ্ধি) করিয়া থাকে, তাহা এখানে বলা উচিত ছিল, তাহাও উক্তই হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্ত কথারই পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছেন—

এই তিন দেবতা—তেজঃ, জল ও অন্ন পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া (পুরুষ-ভুক্ত হইয়া) প্রত্যেকেই যে প্রকারে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে —'অশিত অন্ন তিন ভাগে বিভক্ত হয়' ইত্যাদি স্থলেই কথিত হইয়াছে। অশিত অন্নাদির যে সমস্ত মধ্যম ভাগ, সে সমস্ত এই সপ্তধাতুময় (১) শরীরকে উপচিত (বর্দ্ধিত) করিয়া থাকে, একথাও বলা হইয়াছে—মাংস হয়, রুধির হয়, মজ্জা হয় ও অস্থি হয়। আর যে সমস্ত অতিশয় সূক্ষ্ম ধাতু, সে সমস্তও দেহগত মনঃ, প্রাণ, বাক্ এবং অন্তঃকরণসমষ্টিকে উপচিত করে, একথাও বলা হইয়াছে, তাহা মন হয়, তাহা প্রাণ হয়, তাহা বাক্ হয় ইতি। দেহ বিশীর্ণ হইলে পর অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে পর জীবাধিষ্ঠিত (জীবাত্মা কর্তৃক পরিচালিত) সেই এই প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-সমষ্টি পূর্ব্ব দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যে প্রকারে দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন,—

হে সৌম্য, এই পুরুষ (দেহেন্দ্রিয় সমষ্টি-সম্পন্ন জীব) যখন প্রয়াণ করিতে উদ্যত হয় অর্থাৎ আসন্ন-মৃত্যু হয়, তখন তাহার বাগিন্দ্রিয় মনেতে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ মনেতে মিলিত হয়, অনন্তর জ্ঞাতিগণ বলিতে থাকেন,—[এখন আর] কথা বলিতেছে না। 'মনে যে বিষয় ধ্যান করে, তাহাই বাক্যে প্রকাশ করে' এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অগ্রে মনের কার্য্য, পরে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য ; অতএব বাগিন্দ্রিয় মনের অধীন হইয়া পড়িলে তখন পুরুষ কেবল মনন বা চিন্তা-মাত্র কার্য্য করিতে থাকে। সেই মনও যখন উপসংহৃত হয়,—সুষুপ্তি সময়ের ন্যায় মনও যখন প্রাণের সহিত মিলিত হয়, তখন পার্শ্বস্থ জ্ঞাতিগণ বলিয়া থাকেন যে, [এখন আর কিছুই] অনুভব করিতে পারিতেছে না, অর্থাৎ ইহার বোধ-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। সংবর্গবিদ্যার কথানুসারে জানা যায় যে, প্রাণও তখন ঊর্দ্ধশ্বাসযুক্ত এবং সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়-নিচয়কে সমাহৃত করিয়া হস্তপদাদি বিক্ষিপ্ত করত মর্ম্ম-স্থানকে কর্ত্তন করিয়াই যেন বহির্গত হইবার জন্য ক্রমে

(১) তাৎপর্য্য—দেহের উপাদান-ভূত সাতটি ধাতু এই—"রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিমজ্জা-শুক্রাণি ধাতবঃ" অর্থাৎ রস, রুধির, মাংস, মেদঃ (চর্ব্বি), অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি দৈহিক ধাতু। এই সপ্ত ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এই শরীরকে 'সাপ্তধাতুক' বলা হয়।

২৩

নির্ব্যাপার হইয়া তেজেতে (দৈহিক উষ্মাতে) সম্পন্ন হয়, তখন জ্ঞাতিগণ বলিয়া থাকেন,—[এখন আর] স্পন্দিত হইতেছে না, অর্থাৎ এখন আর নড়ে না। তদনন্তর, মৃত্যু হইয়াছে কিনা, এই সংশয়গ্রস্ত জ্ঞাতিগণ দেহ স্পর্শ করত উষ্ণতা অনুভব করিয়া তখন বলিতে থাকেন,—দেহ উষ্ণ, এখনও জীবিত আছে, এবং উষ্ণতাসূচিত সেই তেজঃও প্রশমিত হইতেছে; তখন সেই তেজঃ পরদেবতায় (আত্মায়) প্রশমিত হয় (মিলিয়া যায়) (১)। তৎকালে মনঃ উক্ত ক্রমে উপসংহৃত অর্থাৎ ক্রমশঃ সঙ্কোচিত হইয়া আপনার মূল কারণে বিলীন হইলে পর, মনোঽধিষ্ঠিত জীবও সুষুপ্তি-সময়ের ন্যায় তৎকালে নিজের সমস্ত প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ আর কিছু কর্ত্তব্য বাকি না থাকায় বিরত-ব্যাপার হয়। বিশেষ এই যে, যদি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ে অনুধ্যানপূর্ব্বক বিরত হয়, তাহা হইলে সৎস্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়, সুষুপ্তি কালের ন্যায় পুনর্ব্বার আর দেহান্তর প্রাপ্তির নিমিত্ত উত্থিত হয় না, অর্থাৎ তাহাকে আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। জগতে ভীতি-সঙ্কুল স্থানে অবস্থিত ব্যক্তি যদি কোন প্রকারে নির্ভয় স্থান লাভ করে, সে যেমন আর সে স্থানে প্রত্যাগমন করে না, তদ্রূপ সৎসম্পন্ন জীবও আর জন্মান্তর গ্রহণ করে না। কিন্তু যে লোক সত্যাভিসন্ধিশূন্য বা আত্মজ্ঞান-রহিত, সে লোক পূর্ব্বেও যে মূল হইতে বিযুক্ত হইয়া দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মূল হইতেই উত্থিত হইয়া—মরিয়া—পুনরপি দেহজালে জড়িত হইয়া থাকে অর্থাৎ জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে॥৪৮৮॥৬

স যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি; তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৮৯॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৬৷৮॥

[সঃ (সৎস্বরূপঃ) যঃ এষঃ (প্রকৃতঃ) অণিমা (অণুভাবঃ), ইদং (দৃশ্য-

(১) তাৎপর্য্য—এই শ্রুতিতে মৃত্যুকালীন দৈহিক অবস্থাগুলি বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়গুলি অনুভবসিদ্ধ হইলেও শ্রুতি বলিতেছেন যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রথমেই বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া (শব্দোচ্চারণ-সামর্থ্য) বিলুপ্ত হইয়া যায়, কারণ, তখন বাগিন্দ্রিয় যাইয়া মনের সহিত মিলিত হয়, তখনও মনে মনে ভাল মন্দ বিষয় অনুভব করিতে পারে ও করে। তাহার পর মনও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া প্রাণে যাইয়া মিলিত হয়, অর্থাৎ প্রাণশক্তির অধীন হয়, তখন আর কোনরূপ অনুভব-শক্তি থাকে না, কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসাদিরূপ প্রাণবৃত্তিমাত্র বর্ত্তমান থাকে, এবং দৈহিক স্পন্দনমাত্র বর্ত্তমান থাকে; তাহার পরই উর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হয়। ইহাই জীবনের চরম অবস্থা, সেই প্রাণও আবার পরদেবতা আত্মায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার পরেই উৎক্রমণ—দেহ হইতে জীবের বহির্গমন—মৃত্যু।

মানং) সর্ব্বং জগৎ ঐতদাত্ম্যং (এতদাত্মকং); তৎ (সঃ অণিমা) সত্যং (পরমার্থসৎ), সঃ আত্মা, [অতএব] হে শ্বেতকেতো, ত্বং (ত্বমপি) তৎ (সৎ-স্বরূপং) অসি (ভবসি) ইতি। ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) ভূয়ঃ (পুনরপি) মা (মাং) বিজ্ঞাপয়তু (বিশেষেণ বোধয়তু) ইতি [শ্বেতকেতুঃ প্রাহ]। হে সোম্য, তথা (এবমস্তু) ইতি হ উবাচ [পিতা]॥

সেই যে এই অণিমা অর্থাৎ অণুভাব সৎপদার্থ, এ সমস্তই এতৎস্বরূপ; সেই সৎপদার্থই সত্য, তাহাই আত্মা; হে শ্বেতকেতো, তুমি হও তৎস্বরূপ ইতি। [শ্বেতকেতু বলিলেন] আপনি আমাকে পুনরপি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিন ইতি। [পিতা] বলিলেন—হে সোম্য, তাহাই [হউক]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যঃ সদাখ্য এষ উক্তোঽণিমা অণুভাবঃ জগতো মূলম্, ঐতদাত্ম্যম্ এতৎ সৎ আত্মা যস্য সর্ব্বস্য, তদেতদাত্ম, তস্য ভাবঃ ঐতদাত্ম্যম্; এতেন সদাখ্যেনাত্মনা আত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ। নান্যোঽস্ত্যস্যাত্মা সংসারী 'নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ'ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাৎ। যেন চাত্মনা আত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ, তদেব সদাখ্যং কারণং সত্যং পরমার্থসৎ। অতঃ স এবাত্মা জগতঃ প্রত্যক্স্বরূপং সতত্ত্বং যাথাত্ম্যম্; আত্মশব্দস্য নিরুপপদস্য প্রত্যগাত্মনি গবাদিশব্দবৎ নিরূঢ়ত্বাৎ। অতঃ তৎ সৎ ত্বমসীতি হে শ্বেতকেতো, ইত্যেবং প্রত্যায়িতঃ পুত্র আহ—ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু, যদ্ভবদুক্তং, তৎ সন্দিগ্ধং মম অহন্যহনি সর্ব্বাঃ প্রজ্ঞাঃ সুষুপ্তৌ সৎ সম্পদ্যন্তে ইত্যেতৎ, যেন সৎ সম্পদ্য ন বিদুঃ সৎসম্পন্না বয়মিতি। অতো দৃষ্টান্তেন মাং প্রত্যায়য়ত্বিত্যর্থঃ। এবমুক্তঃ তথাস্তু সোম্যেতি হ উবাচ পিতা॥৪৮৯॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য অষ্টম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৬।৮॥

আনন্দগিরিঃ।—অস্যেতি ষষ্ঠ্যা সর্ব্বং জগদুক্তম্। অসংসারী সংসারী বেতি চ্ছেদঃ। মূলাদেৰ্বিশেষং দর্শয়তি—পরমার্থেতি। কল্পিতস্য জগতঃ স্বরূপং প্রত্যগ্ভূতমতাত্ত্বিকমিতি শঙ্কাং বারয়তি—সতত্ত্বমিতি। তত্ত্বেন সহিতমপি সতত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যাথাত্ম্যমিতি। কথমেবমর্থবত্ত্বমাত্মশব্দস্য লভ্যতে, তত্রাহ—আত্মশব্দস্যেতি। সতো ভবত্বাত্মত্বং, মম তু কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। সন্দেহাস্পদমেব বিশিনষ্টি—অহন্যহনীতি। সংদেহে হেতুমাহ—যেনেতি। তেন সংদিগ্ধমেতদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। সংদেহব্যাবৃত্তিস্তর্হি কথমিত্যত আহ—অত ইতি। পুত্রস্য প্রাপ্তসংদেহাপোহার্থমুত্তরগ্রন্থমুত্থাপয়তি—এবমিতি॥৪৮৯॥৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ॥৬।৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে এই সৎসংজ্ঞক অণিমা অর্থাৎ অণুত্ব জগতের মূল বলিয়া কথিত হইল; এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক (সৎস্বরূপ); এই সৎ-

পদার্থ যাহার আত্মা, তাহা এতদাত্মা; তাহার ভাব বা ধর্ম্ম—ঐতদাত্ম্য; ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এই সৎসংজ্ঞক আত্মা দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্ অর্থাৎ সত্তাবান্ সৎ; তদ্ভিন্ন আর অপর সংসারী আত্মা নাই; কারণ, অপর শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহার অতিরিক্ত আর দ্রষ্টা নাই', 'ইহার অতিরিক্ত আর শ্রোতা নাই' ইত্যাদি। যে আত্মা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্, সৎসংজ্ঞক সেই কারণ-বস্তুই সত্য অর্থাৎ যথার্থ সৎ; অতএব তাহাই জগতের আত্মা,—জীবরূপী যথার্থ তত্ত্ব; কেননা, অন্য কোন উপপদ না থাকিলে (যাহা দ্বারা অর্থান্তর হইতে পারে, তাহা না থাকিলে) 'গো' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় আত্মাশব্দও প্রত্যক্ আত্মাতেই নিরূঢ় বা প্রসিদ্ধ। অতএব, হে শ্বেতকেতো, তুমি তৎস্বরূপই বট? এইরূপে বিশ্বাসিত হইয়া পুত্র বলিলেন—মহাশয়, পুনরপি আমাকে অবশ্য বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিন; কেননা, আপনি যে বলিয়াছেন,—প্রজাগণ প্রত্যহ সুষুপ্তিসময়ে সৎস্বরূপ সম্পন্ন হয়; তাহারা যে সেই সৎসম্পন্ন হইয়াও, আমরা সৎসম্পন্ন হইয়াছি, বুঝিতে পারে না কেন; এ বিষয়ে আমার সংশয় রহিয়াছে। অতএব দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন। শ্বেতকেতু এই কথা বলিলে পর, পিতা বলিলেন—হে সোম্য, 'তথাস্তু' সেইরূপই হউক ॥৪৮৯॥৭

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬।৮॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

নবমঃ খণ্ডঃ।

যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি ॥৪৯০॥১

সুষুপ্তৌ সৎসম্পত্তাবপি তদনধিগমকারণমাখ্যাতুং দৃষ্টান্তমাহ—যথেত্যাদি। হে সোম্য, মধুকৃতঃ (মধুমক্ষিকাঃ) যথা (যদ্বৎ) মধু নিস্তিষ্ঠন্তি (নিষ্ঠীবনং কুর্ব্বন্তি, নিষ্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ),—নানাত্যয়ানাং (নানাবিধানাং) বৃক্ষাণাং রসান্ (পুষ্পরসান্) সমবহারং (সমাহৃত্য সমাহৃত্য) রসং (রসান্) একতাং (একীভাবং) গময়ন্তি (প্রাপয়ন্তি—মধুত্বম্ আপাদয়ন্তীতি যাবৎ)॥

হে সোম্য, মধুমক্ষিকাসমূহ যেরূপে মধু নিষ্ঠীবন করে, অর্থাৎ মধু ত্যাগ করে ;—[তাহারা] নানাপ্রকার বৃক্ষসমূহ হইতে পুষ্পরসসমূহ সংগ্রহ করিয়া সেই রসকে একতা প্রাপ্ত করায়, অর্থাৎ মধুরূপে সম্পাদন করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যৎ পৃচ্ছসি অহন্যহনি সৎ সম্পদ্য ন বিদুঃ—সৎসম্পন্নাঃ স্ম ইতি। তৎ কস্মাদিতি ? অত্র শৃণু দৃষ্টান্তম্—যথা লোকে সোম্য, মধুকৃতঃ মধু কুর্ব্বন্তীতি মধুকৃতঃ মধুকরমক্ষিকাঃ মধু নিস্তিষ্ঠন্তি মধু নিষ্পাদয়ন্তি তৎপরাঃ সন্তঃ। কথম্ ? নানাত্যয়ানাং নানাগতীনাং নানাদিক্কানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারং সমাহৃত্য একতামেকভাবং মধুত্বেন রসান্ গময়ন্তি মধুত্বমাপাদয়ন্তি ॥৪৯০॥১

আনন্দগিরিঃ।—যথেত্যাদিদৃষ্টান্তমবতারয়তি—যৎ পৃচ্ছসীতি। প্রত্যহং সুষুপ্তৌ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সৎ সংপদ্য সৎসংপন্নাঃ স্মো বয়মিতি যন্ন বিদুঃ, তদজ্ঞানং কস্মাৎ কারণাদিতি যন্মাং পৃচ্ছসি, তত্র সুষুপ্তাদাবজ্ঞানে কারণভূতং দৃষ্টান্তমুচ্যমানং শৃণু ত্বমিতি যোজনা। যথা স দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টো ভবতি, তথোচ্যত ইত্যাহ—যথেতি। পুনর্মধুপদং ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধপ্রদর্শনার্থম্। মধুকৃতাং মধুনিষ্পাদকত্বমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং দর্শয়তি—কথমিত্যাদিনা। নানাগতীনাং নানাফলানামিত্যেতৎ। বহূনাং রসানাং কথমেকতেত্যাশঙ্ক্যাহ—মধুত্বেনেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—মধুত্বমিতি ॥৪৯০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে শ্বেতকেতো, তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছ—প্রত্যহ সৎসম্পন্ন হইয়াও যে আমরা সৎসম্পন্ন হইয়াছি, ইহা জানিতে পারে না, তাহার কারণ কি ? তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর, হে সোম্য, জগতে মধুকৃৎ—যাহারা মধু নির্ম্মাণ করে, তাহারা মধুকৃৎ—মধুকর মক্ষিকাসমূহ (মধুমক্ষিকাসমূহ) যেমন তৎপর হইয়া মধু নিষ্পাদন করে, কি প্রকারে করে ? নানাগতি অর্থাৎ নানাপ্রকার

অবস্থাপন্ন চতুর্দ্দিক্‌স্থিত বৃক্ষসমূহের রস সকল আহরণ করিয়া সমস্ত রসকে একতা অর্থাৎ মধুরূপে একীভাব প্রাপ্ত করায়—মধুত্ব সম্পাদন করায়—॥৪৯০॥১

তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মী-ত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি ॥৪৯১॥২

তে (মধুত্বমাপাদিতাঃ রসাঃ) যথা তত্র (তদবস্থায়াং) 'অহং অমুষ্য বৃক্ষস্য রসঃ' ইতি (ইত্থং) বিবেকং (বিভেদজ্ঞানং) ন লভন্তে; হে সোম্য, এবমেব (মধুবদেব) খলু (নিশ্চয়ে) ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (জনাঃ) সতি (আত্মস্বরূপে ব্রহ্মণি) সম্পদ্য (একতাং প্রাপ্য) 'সতি সম্পদ্যামহে, (সৎসম্পন্না বয়ম্) ইতি ন বিদুঃ (জানন্তীত্যর্থঃ) ॥

হে সোম্য, সেই রসসমূহ যেমন সেই অবস্থায় 'আমি হই অমুক বৃক্ষের রস' এই প্রকার বিবেক বা পার্থক্যবোধ লাভ করে না; নিশ্চয় এই প্রকারই এই লোকসমূহও সতে (ব্রহ্মে) মিলিত হইয়া 'আমরা সতে মিলিত হইলাম' বুঝিতে পারে না ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তে রসা যথা মধুত্বৈনৈকতাং গতাঃ তত্র মধুনি বিবেকং ন লভন্তে। কথম্? অমুষ্যাহম্ আম্রস্য পনসস্য বা বৃক্ষস্য রসোঽস্মীতি—যথা হি লোকে বহূনাং চেতনাবতাং সমেতানাং প্রাণিনাং বিবেকলাভো ভবতি—অমুষ্যাহং পুত্রঃ অমুষ্যাহং নপ্তাস্মীতি, তে চ লব্ধবিবেকাঃ সন্তো ন সঙ্কীর্য্যন্তে, ন তথেহ—অনেক-প্রকারবৃক্ষরসানামপি মধুরাম্লতিক্তকটুকাদীনাং মধুত্বৈনৈকতাং গতানাং মধুরাদিভাবেন বিবেকো গৃহ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। যথায়ং দৃষ্টান্তঃ; ইতি এবমেব খলু সোম্য, ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহন্যহনি সতি সম্পদ্য সুষুপ্তিকালে মরণ-প্রলয়য়োশ্চ ন বিদুঃ ন বিজানীয়ুঃ—সতি সম্পদ্যামহে ইতি সম্পন্না ইতি বা ॥৪৯১॥২

আনন্দগিরিঃ।—তে যথেত্যাদি ব্যাচষ্টে—তে রসা ইতি। উক্তমর্থং বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথা হীত্যাদিনা। ইহেতি প্রকৃতদৃষ্টান্তোক্তিঃ। দৃষ্টান্তমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—যথেতি ॥৪৯১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সমস্ত রস মধুরূপে একতা প্রাপ্ত হইয়া সেই মধুতে যেমন বিবেক (পার্থক্য বোধ) লাভ করে না। কি প্রকার?—'আমি হইতেছি অমুকের—আম্র বা পনস (কাঁঠাল) বৃক্ষের রস' এই প্রকার। অভিপ্রায় এই যে, জগতে একত্র সমবেত চেতনাবান্ (চেতন) বহু প্রাণীর যেরূপ 'আমি অমুকের পুত্র, আমি অমুকের নাতি' এইরূপে পার্থক্য বোধ করিতে পারে, এবং তাহারা বিবেক

লাভ করিয়া যেমন পরস্পরে মিশ্রিত না হইয়া থাকিতে পারে; এখানে একতা-প্রাপ্ত অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু প্রভৃতি অনেকপ্রকার বৃক্ষরসের সেরূপ বিবেক বা পার্থক্য গ্রহণ করা যায় না। হে সোম্য, উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক তদ্রূপই এই প্রজাগণ প্রত্যহ সুষুপ্তিসময়ে, প্রলয়-কালে এবং মৃত্যু-সময়েও সতে মিলিত হইয়া বুঝিতে পারে না যে, আমরা সতে মিলিত হইতেছি বা সৎসম্পন্ন হইয়াছি ॥৪৯১॥২

ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদযদ্ভবন্তি, তদা ভবন্তি ॥৪৯২॥৩

[যস্মাৎ, সতি সম্পন্ত্যাপি ন তৎ বিদুঃ, তস্মাৎ] তে সৎসম্পন্নাঃ ইহ লোকে ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা, বৃকঃ (ব্যাঘ্রবিশেষঃ) বা, বরাহো বা, কীটো বা, পতঙ্গো বা, দংশো বা, মশকো বা যৎ যৎ ভবন্তি (সন্তি), আ [পুনরাগত্য] তৎ ভবন্তি, (সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাতঃ পূর্ব্বং স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ যে যথা আসন্, সুষুপ্ত্যাদ্যপগমেঽপি তে তথৈব ভবন্তীতি ভাবঃ)॥

[যেহেতু তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে, সেই হেতু] তাহারা [নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে] ইহ লোকে ব্যাঘ্র কিংবা সিংহ, বৃক কিংবা বরাহ, অথবা কীট বা পতঙ্গ, ডাঁস বা মশক, যাহা যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্ব্বেও যে যাহা ছিল, পরেও তাহাই হয় (মুক্ত হয় না)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্মাচ্চ এবমাত্মনঃ সদ্রূপতামজ্ঞাত্বৈব সৎ সম্পদ্যন্তে, অতঃ তে ইহ লোকে যৎকর্ম্মনিমিত্তাং যাং যাং জাতিং প্রতিপন্না আসুঃ—ব্যাঘ্রাদীনাং—ব্যাঘ্রোঽহং সিংহোঽহমিত্যেবম্ তে তৎকর্ম্মজ্ঞানবাসনাঙ্কিতাঃ সন্তঃ সৎপ্রবিষ্টা অপি তদ্ভাবেনৈব পুনরাভবন্তি—পুনঃ সত আগত্য ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ পূর্ব্বমিহ লোকে ভবন্তি সম্বভূবুরিত্যর্থঃ, তদেব পুনরাগত্য ভবন্তি। যুগসহস্রকোট্যন্তরিতাপি সংসারিণো জন্তোর্যা পুরা ভাবিতা বাসনা, সা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। যথাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥৪৯২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—রসানামচেতনত্বেন বিবেকানর্হত্বাৎ কথং চেতনাবতামেবং দৃষ্টান্তঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাচ্চেতি। এবং যথোক্তরসদৃষ্টান্তবশেনেতি যাবৎ। চেতনানামপি সুষুপ্ত্যাদৌ জাড্যাস্কন্দিততয়া রসতুল্যত্বাত্তেষাং বিবেকানর্হাবস্থাপত্তি-মাত্রে প্রকৃতমুদাহরণমবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ। সতা সংপন্নানামপি তৎ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংসারিণ ইতি ॥৪৯২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু তাহারা পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়াই

সৎসম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব তাহারা ইহ লোকে অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে যে কর্ম্মানুসারে ব্যাঘ্রাদি যে-যে জাতি—আমি ব্যাঘ্র, আমি সিংহ ইত্যাদি প্রকার প্রাপ্ত ছিল, তাহারা সেই সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম-সংস্কার সহকারে সৎস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া সেই ভাবেই পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইসে; সৎ হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পূর্ব্বে এখানে ব্যাঘ্র, অথবা সিংহ, কিংবা বৃক, অথবা কীট, পতঙ্গ, কিংবা বরাহ, ডাঁশ কিংবা মশক যাহা যাহা ছিল, ফিরিয়া আসিয়াও ঠিক তাহাই হয়; কারণ, 'প্রজ্ঞা বা জ্ঞান সংস্কার অনুসারেই জন্ম হয়' এই অপর শ্রুতি হইতে জানা যায় যে সংসারী জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত যে বাসনা (সংস্কার), তাহা সহস্র কোটী যুগ ব্যবধানেও বিনষ্ট হয় না ॥৪৯২॥৩

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং, তৎ সত্যꣳ, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি, ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৯৩॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৬।৯॥

ইদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরতি "স যঃ" ইত্যাদিনা। সঃ (প্রস্তুতঃ) যঃ এষঃ অণিমা (অণুভাবঃ সৎপদার্থঃ), ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ঐতদাত্ম্যং (এতৎস্বরূপম্), তৎ সত্যম্, সঃ আত্মা; হে শ্বেতকেতো, ত্বং তৎ (সৎস্বরূপঃ) অসি (ভবসি) ইতি। [শ্বেতকেতুঃ আহ—] ভগবান্ মা (মাং) ভূয়ঃ (পুনরপি) বিজ্ঞাপয়তু ইতি, [পিতা] আহ—হে সোম্য, তথা (এবমস্তু) ইতি ॥

এখন প্রকরণার্থ উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—সেই যে এই অণিমা, এই সমস্ত জগৎ তদাত্মক; তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমিও তৎস্বরূপ ইতি। [শ্বেতকেতু বলিলেন—] পূজনীয় আপনি পুনশ্চ আমাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিন; পিতা বলিলেন—হে সোম্য, 'তথাস্তু' [তাহাই হউক]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তাঃ প্রজা যস্মিন্ প্রবিশ্য পুনরাবির্ভবন্তি, যে তু ইতোঽন্যে সৎসত্যাত্মাভিসন্ধা যম্ অণুভাবং সদাত্মানং প্রবিশ্য নাবর্ত্তন্তে, স য এষোঽণিমেত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। যথা লোকে স্বকীয়ে গৃহে সুপ্ত উত্থায় গ্রামান্তরং গতো জানাতি—স্বগৃহাদাগতোঽস্মীতি, এবং সত আগতোঽস্মীতি চ জন্তুনাং কস্মাদ্বিজ্ঞানং ন ভবতি, ইতি ভূয় এব বা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিত্যুক্তস্তথা সোম্যেতি হোবাচ পিতা ॥৪৯৩॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য নবম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬।৯॥

আনন্দগিরিঃ।—স য এষোঽণিমেত্যাত্তবতারয়তি—তাঃ প্রজা ইতি। ইতঃ সদ্বিজ্ঞানরহিতেভ্যঃ সকাশাদিতি যাবৎ। যমণুভাবমিতি তচ্ছব্দোঽধ্যাহর্ত্তব্যঃ। প্রশ্নান্তরং দৃষ্টান্তবলাদুত্থাপয়তি—যথেতি। সতোঽহমাগতোঽস্মীত্যুক্তিঃ তস্য জ্ঞানাভাবং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়িতুমুত্তরগ্রন্থমুত্থাপয়তি—ইত্যুক্ত ইতি ॥৪৯৩॥৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই প্রজাগণ যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরাগমন করে, এবং অপর যাহারা সৎ ও সত্যস্বরূপ আত্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়া সৎ আত্মাতে প্রবেশ করিয়া আর ফিরিয়া আইসে না। 'সেই যে এই অণিমা' ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। জগতে, স্বগৃহে সুপ্ত ব্যক্তি যেমন নিদ্রাভঙ্গের পর গ্রামান্তরে যাইয়া বুঝিতে পারে যে, আমি স্বগৃহ হইতে আসিয়াছি, তেমনি 'আমি সৎ হইতে আসিয়াছি', এইরূপ বোধ লোকদিগের হয় না কেন? ইহা আমাকে আপনি পুনশ্চ বুঝাইয়া দিন; এইরূপ বলিলে পর পিতা বলিলেন—হে সোম্য, 'তথাস্তু'—তাহাই হউক ॥৪৯৩॥৪

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥৯॥

দশমঃ খণ্ডঃ।

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপি যন্তি সমুদ্র এব ভবন্তি, তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি ॥৪৯৪॥১

হে সোম্য, ইমাঃ প্রাচ্যঃ (পূর্ব্বদিক্স্থাঃ) নদ্যঃ (গঙ্গাদ্যাঃ) পুরস্তাৎ (পূর্ব্বাং দিশং) স্যন্দন্তে (স্রবন্তি—গচ্ছন্তীতি যাবৎ), তথা, প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদিক্স্থাঃ) [সিন্ধু-প্রভৃতয়ঃ নদ্যঃ] পশ্চাৎ (পশ্চিমাং দিশং) স্যন্দন্তে ; তাঃ (নদ্যঃ) সমুদ্রাৎ [উৎপন্নাঃ সত্যঃ] সমুদ্রম্ এব অপি যন্তি (গঙ্গাদিনদীরূপেণ উৎপদ্য সমুদ্রে এব বিলীয়ন্তে), সঃ (প্রসিদ্ধঃ) সমুদ্রঃ এব ভবতি, [ন ততো ব্যতিরিচ্যন্তে] ; তাঃ (বিলীয়মানাঃ নদ্যঃ) যথা তত্র 'অহং ইয়ং (গঙ্গা) অস্মি, অহং চ ইয়ং (সিন্ধুঃ) অস্মি' ইতি ন বিদুঃ (বিজানন্তি) ইতি ॥

হে সোম্য, পূর্ব্বদিক্স্থিত গঙ্গাদি নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে ক্ষরিত হয়, আর পশ্চিমদিকের সিন্ধু প্রভৃতি নদীসমূহ পশ্চিমদিকে ক্ষরিত হয়। সেই নদীসমূহ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন এবং সমুদ্রেই গমন করে,—সমুদ্রই হইয়া যায় ; তখন তাহারা যেমন বুঝিতে পারে না যে 'আমি হইতেছি অমুক নদী, আমি হইতেছি অমুক নদী' ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শৃণু তত্র দৃষ্টান্তম্—যথা সোম্য, ইমা নদ্যো গঙ্গাদ্যাঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বাং দিশং প্রাচ্যঃ প্রাগঞ্চনাঃ স্যন্দন্তে স্রবন্তি। পশ্চাৎ প্রতীচীং দিশং প্রতি সিন্ধ্বাদ্যাঃ, প্রতীচীমঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি প্রতীচ্যঃ তাঃ সমুদ্রাদম্ভোনিধের্জ্জলধরৈরাক্ষিপ্তাঃ পুনর্বৃষ্টিরূপেণ পতিতা গঙ্গাদিনদীরূপিণ্যঃ পুনঃ সমুদ্রম্ অম্ভোনিধিমেব অপি যন্তি, স সমুদ্র এব ভবতি। তা নদ্যো যথা তত্র সমুদ্রে সমুদ্রাত্মৈকতাং গতা ন বিদুর্নজানন্তি—ইয়ং গঙ্গাহমস্মি, ইয়ং যমুনাহমস্মীতি চ ॥৪৯৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—আগমনাবধ্যপরিজ্ঞানং তত্রেত্যুক্তম্ ॥৪৯৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর,—হে সোম্য, যেমন পূর্ব্বদিক্গামিনী এই গঙ্গাদি নদীসমূহ পুরস্তাৎ অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের অভিমুখে গমন করে, আর পশ্চিম দিক্স্থ সিন্ধুপ্রভৃতি নদীসমূহ পশ্চিম দিকে গমন করে। সেই নদীগুলি মেঘ কর্ত্তৃক সমুদ্র হইতে আকৃষ্ট হইয়া পুনশ্চ বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া

গঙ্গাদিরূপ ধারণ করত পুনর্ব্বার সমুদ্রকে—জলনিধিকেই প্রাপ্ত হয়—সেই সমুদ্রই হইয়া যায়। সেই নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রমধ্যে সমুদ্ররূপে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না যে, আমি হইতেছি গঙ্গা, কিংবা আমি হইতেছি যমুনা ॥৪৯৪॥১

এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি, ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি ॥৪৯৫॥২

হে সোম্য, [যথায়ং দৃষ্টান্তঃ] এবমেব খলু (নিশ্চয়ে), ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতঃ (ব্রহ্মণঃ) আগম্য 'সতঃ আগচ্ছামহে' ইতি ন বিদুঃ (জানন্তি); তে (আগতাঃ জনাঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) ব্যাঘ্রো বা, সিংহো বা, বৃকো বা, বরাহো বা, কীটো বা, পতঙ্গো বা, দংশো বা, মশকো বা, যৎ যৎ (স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ যথারূপাঃ) ভবন্তি (আসন্), [ততঃ আগত্য চ] তৎ (তত্তদ্রূপাঃ), ভবন্তি ॥

হে সোম্য, ঠিক উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় এই সমস্ত প্রজা সৎ ব্রহ্ম হইতে আসিয়া জানিতে পারে না যে, আমরা সৎ ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসিতেছি বা আসিয়াছি। তাহারা ইহলোকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ কিংবা মশক, যাহা যাহা ছিল, সৎ হইতে আসিয়াও তাহারা ঠিক তাহাই হয় (কিছুমাত্রও পার্থক্য হয় না)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমেব খলু সোম্য, ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ যস্মাৎ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ, তস্মাৎ সত আগম্য ন বিদুঃ—সত আগচ্ছামহে আগতা ইতি বা। "তে ইহ ব্যাঘ্রঃ" ইত্যাদি সমানমন্যৎ ॥৪৯৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—॥৪৯৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, ঠিক এই প্রকারই, এই সমস্ত প্রজা যেহেতু সতে মিলিত হইয়াও তাঁহাকে জানে না, সেই হেতুই সৎ হইতে আসিয়াও বুঝিতে পারে না যে, আমরা সৎ হইতে আসিতেছি বা আসিয়াছি। "তে ইহ ব্যাঘ্রো বা" ইত্যাদি অন্যান্য অংশ নবমের তৃতীয় শ্লোকের অনুরূপ ॥৪৯৫॥২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদংং সর্ব্বং, তৎ সত্যংং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৯৬॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১০॥

সঃ যঃ এষ অণিমা, ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং (জগৎ); তৎ সত্যং, সঃ আত্মা, হে শ্বেতকেতো, ত্বং তৎ (সৎ) অসি, ইতি। [শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবান্ ভূয় এব মা (মাং) বিজ্ঞাপয়তু ইতি। হে সোম্য, 'তথা অস্তু' ইতি পিতা উবাচ হ॥

সেই যে এই অণিমা, এই সমস্ত জগৎই তদাত্মক; তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, হে শ্বেতকেতু, তুমি হইতেছ তৎস্বরূপ। শ্বেতকেতু বলিলেন—পূজনীয় আপনি পুনশ্চ আমাকে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিলেন—হে সোম্য 'তথাস্তু' তাহাই হউক॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—দৃষ্টং লোকে, জলে বীচিতরঙ্গফেনবুদ্‌বুদাদয় উত্থিতাঃ পুনস্তদ্ভাবং গতা বিনষ্টা ইতি, জীবাস্তু তৎকারণভাবং প্রত্যহং গচ্ছন্তোঽপি সুষুপ্তে মরণ-প্রলয়য়োশ্চ ন বিনশ্যন্তীত্যেতৎ ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু দৃষ্টান্তেন। তথা সোম্যেতি হ উবাচ পিতা॥৪৯৬॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৬॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—প্রশ্নান্তরং—ব্যাচষ্টে—দৃষ্টমিতি। বিনষ্টা ইতি লোকে দৃষ্টমিতি সম্বন্ধঃ। জীবাস্তু প্রত্যহং সুষুপ্ত্যবস্থায়াং মরণপ্রলয়য়োশ্চ কারণভাবং গচ্ছন্তোঽপি ন বিনশ্যন্তীতি যদেতৎ, তদিতি যোজনা। জীববিনাশং শঙ্কমানস্য প্রতিবোধনার্থমুত্তরং বাক্যমুত্থাপয়তি—তথেতি॥৪৯৬॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ॥৬॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—জগতে দেখাও যায় যে, জল হইতে বীচি (ক্ষুদ্র ঢেউ) তরঙ্গ (বড় ঢেউ) ফেনা বুদ্‌বুদ্ প্রভৃতি উত্থিত হয়, এবং পুনর্ব্বার তদ্ভাব (জল-ভাব) প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু জীবগণ প্রত্যহ সুষুপ্তি-সময়ে এবং প্রলয় ও মরণকালে সেই কারণভাব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াও বিনষ্ট হয় না [কেন?] আপনি দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনশ্চ আমাকে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিলেন—হে সোম্য 'তথাস্তু' তাহাই হউক॥৪৯৬॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৬॥১০॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

একাদশঃ খণ্ডঃ।

অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্‌যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যা-জ্জীবন্ স্রবেৎ; স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি ॥৪৯৭॥১

[উক্তার্থে দৃষ্টান্তমুপক্রমতে—অস্যেতি।]—হে সোম্য, যঃ (কশ্চিৎ) অস্য (দৃশ্যমানস্য) মহতঃ বৃক্ষস্য মূলে (মূলদেশে) অভ্যাহন্যাৎ (কুঠারাদিনা সকৃদ্ আঘাতং কুর্য্যাৎ) [তদা অয়ং বৃক্ষঃ] জীবন্ (সজীব এব) [ভবতি ; কেবলমস্য] রসঃ স্রবেৎ নিঃসরেৎ); যঃ (কশ্চিৎ) মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ, [তদাপি] জীবন্ (সজীব এব) [ভবতি]; [রসমাত্রং] স্রবেৎ; যঃ (কশ্চিৎ) অগ্রে অভ্যাহন্যাৎ, [তদাপি] জীবন্ [ভবতি]; [রসমাত্রমস্য] স্রবেৎ; [অত ইদানীমপি] এষঃ (বৃক্ষঃ) জীবেন আত্মনা অনুপ্রভূতঃ (অন্তর্ব্যাপ্তঃ, অতএব) পেপীয়মানঃ (অত্যন্তং জলং পিবন্) মোদমানঃ (হর্ষং প্রাপ্নুবন্ সন্) তিষ্ঠতি (বর্ত্ততে)॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্তার্থ বলিতেছেন—হে সোম্য, কেহ যদি এই দৃশ্যমান বৃক্ষটির মূলে একবার কুঠারাঘাত করে, তাহা হইলে বৃক্ষটি নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকে, কেবল রসমাত্র নিঃসৃত হয়। কেহ যদি মধ্যে আঘাত করে, তাহা হইলেও বাঁচিয়া থাকে, কেবল রসমাত্র বাহির হয়; আর কেহ যদি অগ্রে আঘাত করে, তাহা হইলেও বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকে, কেবল রসমাত্র নিঃসৃত হয়। জীবাত্মা ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকায়, [তখনও] মূল দ্বারা অতিমাত্র রস পান করতঃ হর্ষযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শৃণু দৃষ্টান্তমস্য—হে সোম্য, মহতোঽনেকশাখাদিযুক্তস্য, অস্যেতি অগ্রতঃ স্থিতং বৃক্ষং দর্শয়ন্নাহ—যদি কশ্চিদস্য মূলে অভ্যাহন্যাৎ পরশ্বাদিনা সকৃদ্‌ঘাতমাত্রেণ ন শুষ্যতীতি, জীবন্নেব ভবতি, তদা তস্য রসঃ স্রবেৎ। তথা যো মধ্যে অভ্যাহন্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ; তথা যোঽগ্রে অভ্যাহন্যাৎ, জীবন্ স্রবেৎ। স এষ বৃক্ষ ইদানীং জীবেনাত্মনা অনু প্রভূতোঽনুব্যাপ্তঃ পেপীয়মানোঽত্যর্থং পিবন্ উদকং ভৌমাংশ্চ রসান্ মূলৈর্গৃহ্ণন্ মোদমানো হর্ষং প্রাপ্নুবন্ তিষ্ঠতি ॥৪৯৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—জীবস্য নাশাভাবং বক্তুমাদৌ দৃষ্টান্তমাহ—শৃণ্বিতি ॥৪৯৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, [কথিত বিষয়ে] দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর,—'অস্য' বলিয়া সম্মুখস্থ একটি বৃক্ষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—কেহ যদি এই মহৎ—অনেক শাখাদি-সংযুক্ত বৃক্ষের মূলে কুঠারাদি দ্বারা আঘাত করে, একবার মাত্র আঘাতে নিশ্চয়ই শুষ্ক হয় না (মরে না), নিশ্চয়ই জীবিত থাকে; তখন তাহার কেবল রস নিঃস্থত হয় মাত্র; সেইরূপ, কেহ যদি মধ্যে আঘাত করে, [তখনও] জীবিত থাকে, কেবল রস নিঃস্থত হয় মাত্র; সেইরূপ কেহ যদি অগ্রে আঘাত করে, [তখনও] জীবিত থাকে; ইহার রস নিঃস্থত হয় মাত্র। সেই (আঘাতপ্রাপ্ত) এই বৃক্ষটি এখন জীবাত্মাকর্তৃক অনুপ্রভূত অর্থাৎ অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত থাকিয়া (পেপীয়মান), অর্থাৎ অধিক পরিমাণে পান করত—মূলসমূহ দ্বারা জল ও পার্থিব রস গ্রহণ করত মোদমান—হর্ষলাভ করিয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ অগ্রে বা মূলে কুঠারাঘাত প্রাপ্ত হইলেও জীববিমুক্ত না হওয়ায় এখনও পূর্ব্বের ন্যায় পার্থিব জলীয়ভাগ গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট-পুষ্ট রহিয়াছে ॥৪৯৭॥১

অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি, তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি, সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যতি ॥৪৯৮॥২

অথ (পক্ষান্তরে) জীবঃ (আত্মা) যৎ (যদা) অস্য (বৃক্ষস্য) একাং শাখাং জহাতি, অথ (অনন্তরং) সা (শাখা) শুষ্যতি (শুষ্কা ভবতি); [যদা] দ্বিতীয়াং [শাখাং] জহাতি, অথ সা (দ্বিতীয়া শাখা) শুষ্যতি; [যদা] তৃতীয়াং [শাখাং] জহাতি, অথ সা (তৃতীয়া শাখা) শুষ্যতি, [যদা] সর্ব্বং জহাতি, অথ সর্ব্বঃ (বৃক্ষ এব) শুষ্যতি (ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ)॥

পক্ষান্তরে জীব যখন ইহার একটি শাখা ত্যাগ করে, তখন সেই একটিমাত্র শাখাই শুষ্ক হয়, যখন দ্বিতীয় শাখা ত্যাগ করে, তখন সেই দ্বিতীয়া শাখা শুষ্ক হয়; যখন তৃতীয়া শাখা ত্যাগ করে, তখন সেই তৃতীয়া শাখা মাত্র শুষ্ক হয়, যখন সমস্ত ত্যাগ করে, তখন সমস্তই শুষ্ক হয়, অর্থাৎ বৃক্ষটি মরিয়া যায়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্যাস্য যদেকাং শাখাং রোগগ্রস্তামাহতাং বা জীবো জহাতি উপসংহরতি শাখায়াং বিপ্রসৃতমাত্মাংশম্; অথ সা শুষ্যতি। বাঙ্মনঃ-প্রাণকরণগ্রামানুপ্রবিষ্টো হি জীবঃ, ইতি তদুপসংহারে উপসংহ্রিয়তে। জীবেন চ প্রাণযুক্তেন অশিতং পীতঞ্চ রসতাং গতং জীবচ্ছরীরং বৃক্ষঞ্চ বর্দ্ধয়ৎ রসরূপেণ জীবস্য সদ্ভাবে লিঙ্গং ভবতি। অশিতপীতাভ্যাং হি দেহে জীবস্তিষ্ঠতি। তে চাশিতপীতে জীবকর্ম্মানুসারিণী, ইতি; তস্যৈকাঙ্গবৈকল্যনিমিত্তং কর্ম্ম যদোপস্থিতং

ভবতি, তদা জীব একাং শাখাং জহাতি শাখায়া আত্মানমুপসংহরতি; অথ তদা সা শাখা শুষ্যতি। জীবস্থিতিনিমিত্তো রসো জীবকর্ম্মাক্ষিপ্তো জীবোপসংহারে ন তিষ্ঠতি; রসাপগমে চ শাখা শোষমুপৈতি। তথা সর্ব্বং বৃক্ষমেব যদায়ং জহাতি, তদা সর্ব্বোঽপি বৃক্ষঃ শুষ্যতি। বৃক্ষস্য রসস্রবণশোষণাদিলিঙ্গাৎ জীববত্ত্বম্, দৃষ্টান্তশ্রুতেশ্চ চেতনাবন্তঃ স্থাবরা ইতি বৌদ্ধকাণাদমতম্—অচেতনাঃ স্থাবরা ইত্যেতদসারমিতি দর্শিতং ভবতি ॥৪৯৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—নন্বু রোগগ্রস্তায়াং বাতোপহতায়াং বা শাখায়াং প্রাণোপসংহারেঽপি কুতো জীবোপসংহারঃ সম্ভবতি, তত্রাহ—বাগিতি। নন্বু বৃক্ষে জীবস্য সদ্ভাবে তত্রোপসংহারানুপসংহারৌ বক্তব্যৌ, তত্র তস্য সত্ত্বং তু কুতস্ত্যমত আহ—জীবেন চেতি। রসরূপেণ বর্দ্ধয়দিতি সম্বন্ধঃ। বৃক্ষশরীরে জীবস্য সত্ত্বেঽপি কিমিত্যসৌ কদাচিৎ তদীয়ামেকাং শাখাং জহাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অশিতেতি। জীবোপসংহারেঽপি কিমিতি শাখা শুষ্যতি, তত্রাহ—জীবস্থিতীতি। জীবস্য স্থিতিনিমিত্তং যস্যেতি বিগ্রহঃ। তথা শাখায়ামুক্তপ্রকারেণেতি যাবৎ। বৎ তু বৈশেষিকবৈনাশিকাভ্যাং স্থাবরাণাং নির্জীবত্বেন অচেতনত্বমুক্তং, তদেতন্নিরস্তমিত্যাহ—বৃক্ষস্যেতি। আদিশব্দো বৃদ্ধিমোদাদিসংগ্রহার্থঃ। স এব বৃক্ষো জীবেনাত্মনা অনুপ্রভূত ইতি দৃষ্টান্তশ্রুতিঃ ॥৪৯৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—জীব যদি সেই বৃক্ষের যাহা রোগগ্রস্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই শাখা পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ শাখা মধ্যে প্রসারিত আত্মাংশকে সঙ্কোচিত করে, অতঃপর তাহা শুষ্ক হয়; কারণ, জীব সাধারণতঃ বাক্, মনঃ প্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়নিচয়ে অনুপ্রবিষ্ট থাকে; সুতরাং তাহাদের অপগমে জীবও সঙ্কোচদশাপ্রাপ্ত হয়, ভুক্ত ও পীত বস্তু প্রাণযুক্ত জীবের সহায়েই রসরূপে পরিণত হইয়া জীবযুক্ত বৃক্ষশরীরের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে; অতএব তাহাই জীব সদ্ভাবের জ্ঞাপক; কেননা, জীব অশিত ও পীত বস্তুর সাহায্যেই দেহমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। সেই পান-ভোজনও জীবেরই কর্ম্মানুযায়ী; অতএব, জীবের একটি অঙ্গের বৈকল্য হওয়ায় যখন সেই কর্ম্ম অসম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয়, তখন জীব সেই শাখাটি পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ সেই শাখা হইতে আপনাকে সরাইয়া লইয়া যায়; তৎপরে সেই শাখাটি শুষ্ক হইয়া পড়ে। জীবের অবস্থিতিই রসস্থিতির নিমিত্ত এবং তাহা জীবের কর্ম্ম দ্বারাই আহৃত; সুতরাং জীবের অংশসংকোচনে তাহা আর থাকে না; রসের অভাবে শাখাও শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ এই জীব যখন সমস্ত বৃক্ষটিকে পরিত্যাগ করে, তখন সম্পূর্ণ বৃক্ষটিই শুষ্ক হইয়া যায়। রস-ক্ষরণ ও শোষণাদি চিহ্ন হইতে বৃক্ষের সজীবত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়, এবং পূর্ব্ব শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত হইতেও স্থাবর পদার্থের চেতনাবত্ত্ব সাধিত হওয়ায় বৌদ্ধ ও কণাদ-(বৈশেষিক দর্শন) সম্মত স্থাবর পদার্থের অচেতনত্ববাদ যে অসার বা অযৌক্তিক, তাহা প্রমাণিত হইল ॥৪৯৮॥২

এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ, জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং তৎ সত্যꣳ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি যথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৪৯॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১১॥

হে সোম্য, এবমেব (উক্তদৃষ্টান্তবদেব) খলু (নিশ্চয়ে) বিদ্ধি (বিজানীহি) ইতি হ (ঐতিহ্যে) উবাচ (কথিতবান্) [উদ্দালকঃ]—বাব (প্রসিদ্ধৌ) কিল (অবধারণে), জীবাপেতং (জীবপরিত্যক্তং) ইদং (শরীরমেব) ম্রিয়তে, জীবঃ ন ম্রিয়তে ইতি। 'সঃ যঃ এষঃ অণিমা, ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বম্' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

উদ্দালক বলিলেন—হে সোম্য, তুমি নিশ্চয় জানিও, কথিত বৃক্ষের ন্যায় জীবপরিত্যক্ত এই শরীরই মরে, (বিনষ্ট হয়) কিন্তু জীব মরে না। ইহার অপরাংশ অষ্টম খণ্ডের সপ্তম শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথাস্মিন্ বৃক্ষদৃষ্টান্তে দর্শিতং—জীবেন যুক্তো বৃক্ষোঽশুষ্কো রসপানাদিযুক্তো জীবতীত্যুচ্যতে, তদপেতশ্চ ম্রিয়ত ইত্যুচ্যতে; এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ—জীবাপেতং জীববিযুক্তং বাব কিলেদং শরীরং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়ত ইতি। কার্য্যশেষে চ সুপ্তোত্থিতস্য মমেদং কার্য্যশেষমপরিসমাপ্তম্, ইতি স্মৃত্বা সমাপনদর্শনাৎ। জাতমাত্রাণাঞ্চ জন্তূনাং স্তন্যাভিলাষভয়াদিদর্শনাচ্চ অতীতজন্মান্তরানুভূত-স্তন্যপানদুঃখানুভবস্মৃতির্গম্যতে। অগ্নিহোত্রাদীনাং চ কর্ম্মণামর্থবত্ত্বাৎ ন জীবো ম্রিয়ত ইতি। স য এষোঽণিমেত্যাদি সমানম্। কথং পুনরিদমত্যন্তস্থূলং পৃথিব্যাদি নামরূপবৎ জগদত্যন্তসূক্ষ্মাৎ সদ্রূপাৎ নামরূপরহিতাৎ সতো জায়তে? ইত্যেতদ্ দৃষ্টান্তেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ পিতা ॥৪৯॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য একাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—শ্রুতিদৃষ্টান্তে বিবক্ষিতমংশমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—যথেত্যাদিনা। জীবস্য সুষুপ্তে নাশাভাবে হেত্বন্তরমাহ—কার্য্যশেষে চেতি। তস্মিন্ সতি সুষুপ্তো ভূত্বা পুনরুত্থিতস্য কার্য্যস্য শেষোঽস্তি যস্মিন্ কর্ম্মণি, তদিদং মমাসমাপ্তমিতি স্মৃত্বা তস্য সমাপনদর্শনাৎ ন স্বাপে জীবো নশ্যতীত্যর্থঃ। মরণকালে তন্নাশাভাবে হেত্বন্তরমাহ—জাতমাত্রাণামিতি। আদ্যশ্চকারঃ সমুচ্চয়ে, দ্বিতীয়োঽবধারণে। জীবস্য প্রলয়াদৌ অবিনাশে কারণান্তরমাহ—অগ্নিহোত্রাদীনামিতি। ইতিশব্দো জীবস্য নিত্যত্বোপসংহারার্থঃ। যদুক্তং সন্মূলাঃ সোম্যেত্যাদি, তত্র চোদয়তি—কথং পুনরিতি। বিলক্ষণয়োর্ন কার্য্যকারণত্বমিতি শঙ্কমানং প্রতিবোধয়িতুমুত্তরং বাক্যমুপাদত্তে—তথেতি ॥৪৯॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই বৃক্ষ দৃষ্টান্তে যেরূপ দেখান হইল;—জীবসংযুক্ত বৃক্ষ শুষ্ক না হইয়া রসপানাদি-সমন্বিত থাকায় বাঁচিয়া আছে বলিয়া কথিত হয়, এবং তাহার অপগমে 'মরিতেছে' বলা হয়। উদ্দালক বলিলেন—হে সোম্য, ঠিক এইরূপই জানিও, নিশ্চয়ই জীবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই শরীরই মরে, কিন্তু জীব মরে না; কেননা, কার্য্যশেষে নিদ্রিত ব্যক্তিকে পুনরুত্থিত হইয়া আমার এই কার্য্যটি অসমাপিত রহিয়াছে, এইরূপ স্মরণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ সমাপিত করিতে দেখা যায়, এবং জাতমাত্র শিশুরও স্তন্যাদি পানে অভিলাষ বা প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, তাহা কেবল অতীত জন্ম-জন্মান্তরে অনুভূত স্তন্যপান ও দুঃখানুভূতিরই স্মরণ মাত্র (১)। আর বেদবিহিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মের সার্থকতার অনুরোধেও বলিতে হয় যে, জীবের মৃত্যু নাই (২)। "সঃ যঃ এষোঽণিমা" ইত্যাদির অর্থ অষ্টম খণ্ডের সপ্তম শ্রুতির অনুরূপ। [শ্বেতকেতু বলিলেন] ভাল, অত্যন্ত স্থূল ও নামরূপ বিশিষ্ট এই পৃথিব্যাদি জগৎ, তদপেক্ষা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নাম-রূপরহিত সত্যস্বরূপ সৎ—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় কিরূপে? ইহা আপনি দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনর্ব্বার আমাকে বুঝাইয়া দিন; পিতা বলিলেন—হে সোম্য, 'তথাস্তু' ॥৪৯৯॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১১॥

---

(১) তাৎপর্য্য—শঙ্কা হইয়াছিল যে, শরীরই মরে, কিংবা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জীবও মরে। তদুত্তরে বলিতেছেন—না—জীব মরে না, শরীরই মরে। জীব যখন শরীর পরিত্যাগ করে, তখনই সেই দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়। দেহের সঙ্গে যদি জীবেরও মৃত্যু হইত, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি নিদ্রা হইতে উঠিয়া আর পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের অবশিষ্ট ভাগ শেষ করিতে যাইত না; কারণ, বেদান্তমতে (অনেকের মতেই বটে), সুষুপ্তি সময়ে এই স্থূল দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়; জীব বিনাশী হইলে তৎকালে তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী হইত; অথচ, একের অনুভূত বিষয় অপরে কখনও স্মরণ করিতে পারে না। এমত অবস্থায় জীব নষ্ট হইলে, নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির কখনই কার্য্য শেষ সম্পাদনে প্রবৃত্তি আসিতে পারে না। তাহার পর, সদ্যোজাত বালকেরও স্তন্য পানে প্রবৃত্তি এবং ভয় কম্পাদি চিহ্ন দৃষ্ট হয়; কিন্তু অনেক যত্ন ও সংস্কারসাপেক্ষ ঐ সমস্ত কার্য্য শিশুর পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব, স্বীকার করিতে হয় যে, জীব পূর্ব্বজন্মে ঐ সমস্ত বিষয় অনুভব করিয়া যে সংস্কার লাভ করিয়াছিল, তাহাই শিশু-দেহে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র।

(২) তাৎপর্য্য—'অগ্নিহোত্র' এক প্রকার যাগ; শ্রুতি বলিয়াছেন—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ," জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত 'অগ্নিহোত্র' যাগের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে, দেহের সঙ্গে যদি জীবেরও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে জীব অগ্নিহোত্র যজ্ঞের ফল ভোগ করিবে কখন? জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানই করিয়া গেল, এবং দেহপাতের পর সে নিজেই নষ্ট হইয়া গেল; সুতরাং ফলভোগের আর অবসর থাকে কোথায়? কাজেই বেদোক্ত যাগের নিষ্ফলত্ব হইতে পারে; তাহার ফলে স্বতঃ প্রমাণ বেদেরও অপ্রামাণ্য আসিয়া পড়ে। তাহা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে; অতএব বেদের সার্থকতার অনুরোধেও জীবের মৃত্যু প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। জীব মৃত্যুরহিত হইলেই পর জন্মে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল ভোগ সম্ভবপর হইতে পারে; সুতরাং বেদের প্রামাণ্যও অব্যাহত থাকিতে পারে।

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতি, ইদং ভগব ইতি, ভিন্ধীতি, ভিন্নং ভগব ইতি, কিমত্র পশ্যসীতি, অণ্ব্যইবেমা ধানা ভগব ইতি, আসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি, ভিন্না ভগব ইতি, কিমত্র পশ্যসীতি, ন কিঞ্চন ভগব ইতি ॥৫০০॥১

উক্তমর্থং প্রত্যক্ষয়িতুম্ উদ্দালক আহ—"ন্যগ্রোধফলম্" ইত্যাদি। [হে সোম্য] অতঃ (অস্মাৎ দৃশ্যমানাৎ বটবৃক্ষাৎ) ন্যগ্রোধফলম্ আহর (আনয়) ইতি; [আহৃত্য শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবঃ, ইদম্ ইতি; [পিতা আহ—] ভিন্ধি (ফলমিদং বিদারয়) ইতি, [ভিত্ত্বা শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবঃ, ভিন্নম্ ইতি; [পিতা আহ—] অত্র (ভগ্নে ফলে) কিং পশ্যসি, ইতি; [শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবঃ, ইমাঃ (প্রদর্শ্যমানাঃ) অণ্ব্যঃ (অতিশয়েন সূক্ষ্মাঃ) ইব ধানাঃ (বীজানি) ইতি; [পিতাহ—] অঙ্গ (ভোঃ) আসাং (ধানানাং) একাং (ধানাং) ভিন্ধি (বিদারয়) ইতি; [শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবঃ, ভিন্না ইতি; [পিতাহ—] অত্র কিং পশ্যসি? [শ্বেতকেতুরাহ—] ভগবঃ ন কিঞ্চন ইতি (অত্র কিঞ্চিদপি ন পশ্যামীত্যর্থঃ)॥

কথিত বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাইবার ইচ্ছায় উদ্দালক বলিলেন—[বৎস,] এই বটবৃক্ষ হইতে একটি বটফল আনয়ন কর; [শ্বেতকেতু ফলটি আনিয়া বলিলেন—] ভগবন্ এই; [পিতা বলিলেন] ইহা ভাঙ্গ; [শ্বেতকেতু বলিলেন] ভগবন্, ভাঙ্গা হইয়াছে; [পিতা বলিলেন] ইহাদের একটি খণ্ডকে আবার ভাঙ্গ; [শ্বেতকেতু বলিলেন] ভগবন্, ভাঙ্গা হইয়াছে; [পিতা বলিলেন] ইহার মধ্যে কিছু দেখিতেছ? [শ্বেতকেতু বলিলেন] ভগবন্, কিছুই না, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদ্যেতৎ প্রত্যক্ষীকর্তুমিচ্ছসি, অতঃ অস্মাৎ মহতো ন্যগ্রোধাৎ ফলমেকম্ আহর, ইত্যুক্তঃ তথা চকার সঃ; ইদং ভগব উপহৃতং ফলম্, ইতি দর্শিতবন্তং প্রতি আহ—ফলং ভিন্ধীতি; ভিন্নমিত্যাহ ইতরঃ। তমাহ পিতা—কিমত্র পশ্যসি? ইতি উক্ত আহ—অণ্ব্যঃ অণুতরা ইব ইমা ধানাঃ বীজানি

পশ্যামি ভগব ইতি। আসাং ধানানামেকাং ধানাম্ অঙ্গ হে বৎস ভিন্ধি, ইত্যুক্ত আহ—ভিন্না ভগব ইতি। যদি ভিন্না ধানা, তস্যাং ভিন্নায়াং কিং পশ্যসীত্যুক্ত আহ ন কিঞ্চন পশ্যামি ভগব ইতি ॥৫০০॥১

আনন্দগিরিঃ।—স্থূলস্য কার্য্যস্য সূক্ষ্মমুখ্যকারণত্বমেতৎ ইত্যুচ্যতে। অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্যেতি প্রকৃতং বৃক্ষং পরামৃশতি—অত ইতি ॥৫০০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—॥৫০০॥১

তꣳ হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়সে, এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি, শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি ॥৫০১॥২

তং (এবমুক্তবন্তং পুত্রং) হ উবাচ (উক্তবান্ পিতা)—হে সোম্য, যং বৈ (অবধারণে) এতম্ অণিমানং (অণুভাবং) ন নিভালয়সে (ন পশ্যসি ত্বম্), হে সোম্য, এতস্য অণিম্নঃ (বীজাণোঃ) এবং (শাখাস্কন্ধাদিমান্) এষঃ মহান্যগ্রোধঃ (মহান্ বটবৃক্ষঃ) তিষ্ঠতি; হে সোম্য, শ্রদ্ধৎস্ব (মদুক্তৌ বিশ্বস্তঃ ভব) ইতি ॥

পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে সোম্য, তুমি এই যে অণিমাকে প্রত্যক্ষ করিতেছ না, হে সোম্য, এই বীজাণুর মধ্যেই ঈদৃশ মহৎ বটবৃক্ষ রহিয়াছে; হে সোম্য, তুমি আমার কথায় শ্রদ্ধাবান্ হও॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং পুত্রং হ উবাচ—বটধানায়াং ভিন্নায়াং যং বটবীজাণিমানং হে সোম্য, এতং ন নিভালয়সে ন পশ্যসি. তথাপি এতস্য বৈ কিল সোম্য, এষ মহান্যগ্রোধঃ বীজস্যাণিম্নঃ সূক্ষ্মস্যাদৃশ্যমানস্য কার্য্যভূতঃ স্থূলশাখাস্কন্ধফলপলাশবান্ তিষ্ঠতি উৎপন্নঃ সন্, উত্তিষ্ঠতীতি বা, উচ্ছব্দোঽধ্যাহার্য্যঃ; অতঃ শ্রদ্ধৎস্ব সোম্য, সত এবাণিম্নঃ স্থূলং নাম-রূপাদিমৎ কার্য্যং জগদুৎপন্নমিতি। যদ্যপি ন্যায়াগমাভ্যাং নির্দ্ধারিতোঽর্থস্তথৈবেত্যবগম্যতে, তথাপি অত্যন্তসূক্ষ্মেষ্বর্থেষু বাহ্যবিষয়াসক্তমনসঃ স্বভাবপ্রবৃত্তস্যাসত্যাং গুরুতরায়াং শ্রদ্ধায়াং দুরবগমত্বং স্যাদিত্যাহ শ্রদ্ধৎস্বেতি। শ্রদ্ধায়ান্তু সত্যাং মনসঃ সমাধানং বুভুৎসিতেঽর্থে ভবেৎ, ততশ্চ তদর্থাবগতিঃ, 'অন্যত্রমনা অভূবম্' ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥৫০১॥২

আনন্দগিরিঃ।—যমেতমণিমানং ন পশ্যসি এতস্যাণিম্নো বীজস্যেতি সম্বন্ধঃ। তথাপীতি অত্যন্তাণুত্বাৎ অদর্শনেঽপীত্যর্থঃ। অত্যন্তসূক্ষ্মাৎ বীজাৎ অত্যন্তস্থূলস্য বৃক্ষস্য উৎপত্ত্যুপলম্ভঃ অতঃশব্দার্থঃ। সন্মূলাঃ সোম্যেত্যাদিশ্রুত্যা দৃশ্যতে ত্বিতি ন্যায়েন চ জগতঃ সৎকার্য্যত্বে সিদ্ধে শ্রদ্ধামন্তরেণাপি তন্নির্ণয়সম্ভবাৎ কিমিতি শ্বেতকেতুঃ শ্রদ্ধৎস্বেতি পিত্রা নিযুজ্যতে, তত্রাহ—যদ্যপীতি। সত্যামপি শ্রদ্ধায়াং কথং বাহ্যবিষয়াসক্তমনসঃ অত্যন্তসূক্ষ্মেষ্বর্থেষ্ববগমঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রদ্ধায়াং ত্বিতি। মনঃসমাধানবশাৎ বুভুৎসিতস্যার্থস্য অবগতিরিত্যত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিং সংবাদয়তি—অন্যত্রেতি ॥৫০১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—[উদ্দালক বলিলেন—] হে সোম্য, বিদারিত বটবীজের মধ্যে এই যে বীজাণু দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি [জানিও] সেই অদৃশ্যমান সূক্ষ্মভূত অণুরই কার্য্যভূত এই স্থূল শাখাস্কন্ধ ও পুষ্পপত্র-সমন্বিত মহান্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছে, অথবা 'উৎ' এই উপসর্গটির অধ্যাহার করিয়া উত্থিত হইতেছে [অর্থ করিতে হইবে]। অতএব, হে সোম্য, নাম ও রূপাদিবিশিষ্ট স্থূল কার্য্যভূত জগৎ যে, অণিমা সৎপদার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথায় শ্রদ্ধা কর (বিশ্বাস কর)। যদিও যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা অবধারিত বিষয়টি নিশ্চয়ই সেইরূপ (অবধারণানুরূপ) বলিয়াই প্রতীতি হয় সত্য, তথাপি যাহার মন বাহ্য বিষয়ে আসক্ত এবং বাহ্যবিষয়েই প্রবৃত্তিশীল, দৃঢ়তর শ্রদ্ধা না হইলে, তাহার পক্ষে ঐ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইতে পারে, এই জন্য বলিতেছেন—শ্রদ্ধৎস্ব—শ্রদ্ধা কর। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে জ্ঞাতব্য বিষয়ে মনের স্থিরতা হয়, তাহার পর সেই বুভুৎসিত বিষয়টি প্রতীতিগোচর হয়। কারণ, 'অন্য বিষয়ে মন ছিল; [সেই জন্য শুনিতে পাই নাই'] এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে ॥৫০১॥২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং তৎ সত্যꣳ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫০২॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১২॥

"সঃ য এষঃ অণিমা" ইত্যাদি প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানম্।

"সঃ য এষঃ অণিমা" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদ্যুক্তার্থম্। যদি তৎ সৎ জগতো মূলং কস্মান্নোপলভ্যতে? ইত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন মা মাং ভগবান্ ভূয় এব বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ পিতা ॥৫০২॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—প্রত্যক্ষতোঽনুপলভ্যমানত্বাৎ নাস্তীতি মন্বানঃ শঙ্কতে—যদীতি। অনুপলভ্যমানস্যাপি সত্ত্বমাশঙ্ক্যাহ—ইত্যেতদিতি। অপ্রত্যক্ষস্যাপি জগন্মূলস্যাস্তিত্বং প্রতিপাদয়িতুমুত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—তথেতি ॥৫০২॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—'স যঃ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই সৎ যদি জগতের মূল, তবে প্রত্যক্ষ হয় না কেন; ইহা আপনি দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনঃ আমাকে বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিলেন—হে সোম্য, তথাস্তু ॥৫০২॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১২॥

———

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি, স হ তথা চকার, তং হোবাচ—যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ, তদাহরেতি, তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ ॥৫০৩॥১

[বিদ্যমানস্যাপি বস্তুনোঽনুপলব্ধৌ দৃষ্টান্তমাহ—"লবণম্" ইত্যাদিনা।] [হে সোম্য,] এতৎ লবণম্ উদকে (জলে, জলপূর্ণে ঘটাদৌ) অবধায় (নিক্ষিপ্য) অথ (অনন্তরং) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) মা (মাং) উপসীদথাঃ (উপাগচ্ছেঃ) ইতি। সঃ (শ্বেতকেতুঃ) হ (অবধারণে) তথা (লবণম্ উদকে নিক্ষিপ্য প্রাতরাগমনং) চকার (কৃতবান্)। [পিতা] তম্ (শ্বেতকেতুম্) উবাচ হ—অঙ্গ (ভোঃ) দোষা (রাত্রৌ) যৎ লবণম্ উদকে অবাধাঃ (নিক্ষিপ্তবান্ অসি) তৎ (লবণম্) আহর (আনয়) ইতি। [শ্বেতকেতুশ্চ] অবমৃশ্য (অনুসন্ধায়) ন বিবেদ (ন বিজ্ঞাতবান্)॥

[বিদ্যমান বস্তুও যে, প্রত্যক্ষ হয় না তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন]—[হে সোম্য,] তুমি এই লবণখণ্ড জলপূর্ণ ঘটাদিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও ; শ্বেতকেতু তাহাই করিল। পিতা তাহাকে বলিলেন—রাত্রিতে যে লবতুমিণখণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা লইয়া আইস। শ্বেতকেতু আলোড়ন করিয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বিদ্যমানমপি বস্তু নোপলভ্যতে, প্রকারান্তরেণ তু উপলভ্যত ইতি ; শৃণ্বত্র দৃষ্টান্তম্—যদি চ ইমমর্থং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছসি, পিণ্ডরূপং লবণমেতৎ ঘটাদাবুদকে অবধায় প্রক্ষিপ্য অথ মাং শ্বঃ প্রাতরুপসীদথা উপগচ্ছেথা ইতি। স হ পিত্রোক্তমর্থং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছন্ তথা চকার। তং হোবাচ পরেদ্যুঃ যৎ লবণং দোষা রাত্রৌ উদকে অবাধাঃ নিক্ষিপ্তবানসি, অঙ্গ হে বৎস, তৎ আহর, প্রাতঃ—ইত্যুক্তঃ তৎ লবণম্ আজিহীর্ষুঃ কিল অবমৃশ্য উদকে ন বিবেদ ন বিজ্ঞাতবান্,—যথা তল্লবণং বিদ্যমানমপি * অপ্সু † লীনং সংশ্লিষ্টমভূৎ ॥৫০৩॥১

---

* "বিদ্যমানেব" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† "সদপ্সু" ইত্যপি ক্বচিৎ।

আনন্দগিরিঃ।—নোপলভ্যতে স্বেন প্রকারেণেতি শেষঃ। ইতীমমর্থং প্রত্যক্ষীকর্ত্তুং যদীচ্ছসি, তর্হি দৃষ্টান্তমত্র শৃণ্বিতি যোজনা। রাত্রেরত্যয়ানন্তর্য্যম্ অথশব্দার্থঃ। জগন্মূলং স্বতোঽপ্রত্যক্ষমপি প্রত্যক্ষমুপায়ান্তরেণেতি পিত্রোক্তোঽর্থঃ, তং প্রত্যক্ষীচিকীর্ষুঃ ঘটাদাবুদকে পিণ্ডরূপং লবণং রাত্রৌ প্রক্ষিপ্য তদত্যয়ানন্তরং প্রাতঃকালে পিতৃসমীপং শ্বেতকেতুর্গতবানিত্যাহ—স হেতি। যথা তৎ পিণ্ডরূপং লবণং প্রক্ষেপাৎ প্রাগভূৎ, তথা ন বিজ্ঞাতবানিতি সম্বন্ধঃ। উদকে প্রক্ষিপ্তং লবণং বিমৃশ্যাপি ন বিজ্ঞায়তে চেৎ অসদেব তর্হি তদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিদ্যমানমেবেতি। কিমিতি তর্হি চক্ষুষা স্পর্শেন বা নোপলভ্যতে, তত্রাহ—অপ্স্বিতি ॥৫০৩॥১

ভাষ্যানুবাদ।—বিদ্যমান বস্তুও যে, প্রত্যক্ষগোচর হয় না, অথচ প্রকারান্তরে উপলব্ধির বিষয় হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর—তুমি যদি এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই লবণপিণ্ডটি ঘটাদি পাত্রে জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ কল্য প্রাতঃকালে আমার সমীপে আসিও। সেই শ্বেতকেতু পিতার কথিত বিষয়টি প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছায় সেইরূপই করিলেন। তিনি (শ্বেতকেতু) পরদিন প্রাতঃকালে উপস্থিত হইলে পিতা বলিলেন—বৎস, কল্য রাত্রিতে যে লবণ-খণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা লইয়া আইস; এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত শ্বেতকেতু সেই লবণ আহরণে ইচ্ছুক হইয়া জলের মধ্যে আলোড়ন করিয়া বুঝিতে পারিলেন না যে, লবণ বিদ্যমান থাকিয়াও জলে লীন অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে ॥৫০৩॥১

যথা বিলীনমেবাঙ্গাস্যান্তাদাচামেতি, কথমিতি? লবণমিতি, মধ্যাদাচামেতি, কথমিতি? লবণমিতি, অন্তাদাচামেতি, কথমিতি? লবণমিতি। অভিপ্রাস্যৈতদথ মোপসীদথা ইতি, তদ্ধ তথা চকার, তচ্ছশ্বৎ সংবর্ত্ততে, তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি ॥৫০৪॥২

[পিতা আহ—] বিলীনং (জলে সুশ্লিষ্টম্) এব [লবণং] যথা (যেন প্রকারেণ সৎ), [তথা প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছসি চেৎ] অঙ্গ (হে বৎস), অস্য (ঘটাদিপাত্রস্থ-জলস্য) অন্তাৎ (প্রান্তভাগাৎ উদ্ধৃত্য) [কিঞ্চিৎ] আচাম (পিব) ইতি; [কৃতোদকপানং পুত্রং পুনরাহ—] কথম্? ইতি। [শ্বেত-কেতুরাহ—] লবণম্ (লবণাস্বাদযুক্তম্) ইতি; তথা মধ্যাৎ [উদ্ধৃত্য] আচাম ইতি; কথং (কিংপ্রকারম্)? ইতি; লবণম্ ইতি; তথা অন্তাৎ (অধোভাগাৎ) আচাম ইতি, কথম্? ইতি লবণম্ ইতি। [পুনঃ পিতাহ—] এতৎ (উদকং) অভিপ্রাস্য (দূরে নিক্ষিপ্য) অথ (অনন্তরং) মা (মাং) উপসীদথাঃ (মৎসমীপং

আগচ্ছেঃ)। [শ্বেতকেতুশ্চ] তৎ তথা চকার (লবণং নিক্ষিপ্য সমাগতবান্); [আগত্য চ] তৎ (লবণং) শশ্বৎ (নিত্যমেব) সংবর্ত্ততে (উদকে সম্যক্ তিষ্ঠতি), [এবমুক্তবন্তং] তং (পুত্রং) হ (ঐতিহ্যে) [পিতা] উবাচ—হে সোম্য, অত্র (তেজোঽবন্নকার্য্যে অস্মিন্ দেহে) সৎ (বিদ্যমানং) বাব কিল ন নিভালয়সে (চক্ষুরাদিভিঃ ন পশ্যসি); অথচ অত্র (দেহে) এব কিল (নিশ্চয়ে) [বর্ত্ততে ইতি শেষঃ] [যথা জলে বিদ্যমানমপি লবণং চক্ষুষা নোপলভ্যতে, কিন্তু জিহ্বয়া অনুভূয়তে, তথা অত্র বিদ্যমানমপি সৎ বস্তু চক্ষুরাদিভির্নোপলভ্যতে সত্যম্, প্রমাণান্তরেণ তু উপলভ্যতে এব ইতি ভাবঃ]॥

[পিতা বলিলেন]—নিক্ষিপ্ত লবণ যেরূপে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, [তাহা যদি অনুভব করিতে ইচ্ছা কর, তবে] এই জলের প্রান্তভাগ হইতে লইয়া পান কর; [শ্বেতকেতু পান করিলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন;—] কি প্রকার? [উত্তর] লবণ; মধ্য হইতে পান কর; কি প্রকার?—[উত্তর] লবণ; আচ্ছা নিম্নভাগ হইতে পান কর; কি প্রকার? [উত্তর] লবণ। আচ্ছা, এই জল নিক্ষেপ করিয়া আমার নিকট এস; শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন; [এবং বলিলেন যে,] ঐ নিক্ষিপ্ত লবণ বরাবরই জলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পিতা তাহাকে বলিলেন, হে সোম্য, এই জলমধ্যে বিদ্যমান লবণ যেমন দর্শন করিতেছ না, তেমনি তেজঃ, জল ও পৃথিবীর পরিণতি স্বরূপ এই দেহমধ্যে অবস্থিত সৎ বস্তুকেও দর্শন করিতে পারিতেছ না, বস্তুতঃ তাহা ইহার মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা বিলীনং লবণং ন বেথ, তথাপি তৎ চক্ষুষা স্পর্শনেন চ পিণ্ডরূপং লবণমগৃহ্যমাণং বিদ্যত এবাপ্সু উপলভ্যতে চোপায়ান্তরেণ, ইত্যেতৎ পুত্রং প্রত্যায়য়িতুমিচ্ছন্নাহ—অঙ্গ অস্যোদকস্য অন্তাদুপরি গৃহীত্বা আচাম ইত্যুক্ত্বা পুত্রং তথা কৃতবন্তমুবাচ—কথমিতি? ইতর আহ—লবণং স্বাদত ইতি; তথা মধ্যাদুদকস্য গৃহীত্বা আচাম ইতি; কথমিতি? লবণমিতি। তথা অন্তাদধোদেশাদ্ গৃহীত্বা আচাম ইতি; কথমিতি? লবণমিতি। যদ্যেবম্, অভিপ্রাস্য পরিত্যজ্য এতদুদকম্ আচম্য অথ মা উপসীদথা ইতি। তৎ হ তথা চকার— লবণং পরিত্যজ্য পিতৃসমীপম্ আজগামেত্যর্থঃ; ইদং বচনং ব্রুবন্—তল্লবণং তস্মিন্নেবোদকে যৎ ময়া রাত্রৌ ক্ষিপ্তং শশ্বন্নিত্যং সংবর্ত্ততে বিদ্যমানমেব সৎ সম্যগ্‌বর্ত্তত ইতি, ইত্যেবমুক্তবন্তং হ উবাচ পিতা—যথেদং লবণং দর্শনস্পর্শনাভ্যাং পূর্ব্বং গৃহীতং পুনরুদকে বিলীনং তাভ্যামগৃহ্যমাণমপি বিদ্যত এব, উপায়ান্তরেণ জিহ্বয়োপলভ্যমানত্বাৎ; এবমেব অত্রৈব অস্মিন্নেব তেজোঽবন্নাদি-

কার্য্যে শুঙ্গে দেহে, বাব কিলেত্যাচার্য্যোপদেশস্মরণপ্রদর্শনার্থৌ, সৎ তেজোঽবন্নাদিশুঙ্গকারণং বটবীজাণিমবৎ বিদ্যমানমেব ইন্দ্রিয়ৈর্নোপলভসে ন নিভালয়সে। যথা অত্রৈবোদকে দর্শনস্পর্শনাভ্যামনুপলভ্যমানং লবণং বিদ্যমানমেব জিহ্বয়োপলব্ধবানসি, এবমেব অত্রৈব কিল বিদ্যমানং সৎ জগন্মূলম্ উপায়ান্তরেণ লবণাণিমবৎ উপলপ্স্যসে ইতি বাক্যশেষঃ ॥৫০৪॥২

আনন্দগিরিঃ।—কথং তর্হি তস্য বিদ্যমানত্বমবগতং, তত্রাহ—যথেতি। যদ্যপি পিণ্ডরূপং লবণম্ উদকে ক্ষিপ্তমবমৃশ্যাপি চক্ষুঃস্পর্শনাভ্যাং ন ত্বং বেথ, তথাপি তৎ তত্র বিদ্যত এব, যতস্তাভ্যামগৃহ্যমাণমপি তত্রোপায়ান্তরেণ উপলভ্যত ইত্যেতমর্থং পুত্রং প্রত্যায়য়িতুমুত্তরং, বাক্যমিত্যর্থঃ। যথাশব্দো যদ্যপীত্যর্থে। তদ্ধেত্যাদি ব্যাচষ্টে—লবণমিতি। সংবর্ত্তত ইতীদং বচনং ব্রুবন্নাজগামেতি সম্বন্ধঃ। দৃষ্টান্তমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—ইত্যেবমুক্তবন্তমিত্যাদিনা। সতো জগন্মূলস্য অস্মিন্ দেহে সত্ত্বং ত্বয়া কথমবগতম্? ইত্যত আহ—বাবেতি। অত্র বাবেত্যাদিনা অত্রৈব কিলেত্যস্য পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য—অর্থবিশেষং দর্শয়তি—যথাঽত্রেত্যাদিনা ॥৫০৪॥২

ভাষ্যানুবাদ।—হে বৎস, বিলীন লবণ যেরূপ বুঝিতেছ না; তথাপি চক্ষু ও স্পর্শদ্বারা সেই পিণ্ডাকার লবণ উপলব্ধি-গোচর না হইলেও জলমধ্যে নিশ্চয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং অন্য উপায়ে অর্থাৎ জিহ্বার সাহায্যে অনুভবও করিতেছ; এই বিষয়টিই পুত্রকে উত্তমরূপে বুঝাইবার ইচ্ছায় পিতা বলিলেন—এই জলের প্রান্তভাগ হইতে উপরে তুলিয়া আচমন কর, অর্থাৎ পান কর; এই কথানুসারে পুত্র সেইরূপ করিলে পর, পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি প্রকার? অর্থাৎ কিরূপ স্বাদ অনুভব করিলে? অপরে অর্থাৎ পুত্র বলিলেন—আস্বাদে লবণ; সেইরূপ অন্ত হইতে অর্থাৎ অধোভাগ হইতে লইয়া পান কর; কি প্রকার?—লবণ। [পিতা বলিলেন] এইরূপই যদি হয়, [তবে] এই জল পরিত্যাগ করিয়া এবং মুখ ধুইয়া পরে আমার নিকট আসিও; পুত্র তাহা সেইরূপ করিলেন অর্থাৎ লবণ ফেলিয়া দিয়া, এই কথা বলিতে বলিতে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন,—আমি রাত্রিকালে যে লবণ জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই জলের মধ্যে সর্ব্বদা বিদ্যমান সেই লবণ যথাযথরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রকার বলিলে পর, পিতা সেই পুত্রকে বলিলেন—পূর্ব্বে দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা প্রথমে উপলব্ধিগোচর সেই লবণপিণ্ড যেরূপ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে পর দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা অনুভূত না হইলেও নিশ্চয়ই বিদ্যমান আছে; কারণ, অন্য উপায়ে অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা অনুভূত হইতেছে, ঠিক এই প্রকারই, এখানেই—তেজঃ জল ও অন্নজনিত এই দেহ-শুঙ্গেই, (বটবীজের) মধ্যে অবস্থিত বটবীজাণুর ন্যায় তেজঃ জল ও পৃথিবীর কারণীভূত সৎ পদার্থও

বিদ্যমানই রহিয়াছে, কেবল ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না মাত্র। এই উদকমধ্যে বিদ্যমান লবণ যেমন দর্শনস্পর্শন অর্থাৎ চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও জিহ্বা দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছ; তেমনি এখানেই নিশ্চয়ই বিদ্যমান জগৎকারণ সৎপদার্থও লবণাণুর ন্যায় উপায়ান্তরে উপলব্ধি করিতে পারিবে। 'বাব' 'কিল' শব্দদ্বয় আচার্য্যোপদেশ স্মরণ-প্রকাশক ॥৫০৪॥২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং তৎসত্যꣳ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫০৫॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৬৷১৩॥

"সঃ য এষোঽণিমা" ইত্যাদি কৃতব্যাখ্যানমেতৎ পুরস্তাৎ ॥

অষ্টম খণ্ডের সপ্তম শ্রুতিতেই—"সঃ যঃ" ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি সমানম্। যদ্যেবং লবণাণিমবদিন্দ্রিয়ৈরনুপলভ্যমানমপি জগন্মূলং সৎ উপায়ান্তরেণোপলব্ধুং শক্যতে, যদুপলম্ভাৎ কৃতার্থঃ স্যাম্, অনুপলম্ভাচ্চাকৃতার্থঃ স্যামহম্, তস্যৈবোপলব্ধৌ ক উপায়ঃ? ইত্যেতৎ ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু দৃষ্টান্তেন, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫০৫॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬৷১৩॥

আনন্দগিরিঃ।—উপায়ান্তরজিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতি—যদ্যেবমিতি। তর্হি তদেত্যধ্যাহৃতস্য তস্যেত্যাদিনা সম্বন্ধঃ। সতো মূলস্যোপলম্ভে অনুপলম্ভে বা কিং স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ যদুপলম্ভাদিতি। বুভুৎসিতমুপায়ম্ উপদর্শয়িতুম্ উত্তরগ্রন্থমুপাদত্তে—তথেতি ॥৫০৫॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৬৷১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সঃ যঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। আচ্ছা, এইরূপ যদি লবণাণিমার ন্যায় ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি-গোচর না হইলেও জগতের মূলকারণ সৎপদার্থকে উপায়ান্তরে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, যাহার উপলব্ধিতে আমি কৃতার্থ হইতে পারি, এবং যাহার অনুপলব্ধিতে অকৃতার্থ থাকিব, সেই সৎ পদার্থের উপলব্ধির উপায় কি? তাহা আপনি আমাকে পুনর্ব্বার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিলেন—হে সোম্য, তথাস্তু ॥৫০৫॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬৷১৩॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ, স যথা তত্র প্রাঙ্ বা উদঙ্ বাধরাঙ্ বা প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীত—অভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ ॥৫০৬॥১

হে সোম্য, যথা (যদ্বৎ) অভিনদ্ধাক্ষং (বদ্ধচক্ষুষং) পুরুষং (কঞ্চিৎ জনং) গন্ধারেভ্যঃ (তন্নামক-জনপদেভ্যঃ) আনীয় ততঃ (অনন্তরং) তম্ (পুরুষম্) অতিজনে (জনশূন্যে অরণ্যাদৌ) বিসৃজেৎ (পরিত্যজেৎ) [তস্করাদিঃ]। অভিনদ্ধাক্ষঃ আনীতঃ অভিনদ্ধাক্ষ এব বিসৃষ্টঃ (পরিত্যক্তঃ) সঃ যথা (যদ্বৎ) তত্র (অরণ্যাদৌ) প্রাঙ্ (প্রাঙ্মুখঃ) বা, উদঙ্ (উত্তরাস্যঃ) বা, অধরাঙ্ (দক্ষিণাস্যঃ (?)) বা, প্রত্যঙ্ (পশ্চিমাস্যঃ) প্রধ্মায়ীত (উচ্চৈঃশব্দং কুর্য্যাৎ) [কথমিব ? ইত্যাহ—] অহং অভিনদ্ধাক্ষ আনীতঃ, অভিনদ্ধাক্ষ এব বিসৃষ্টঃ [তস্করাদিভিঃ ; অতঃ গন্তব্যাং দিশং নোপালভে ইতি ভাবঃ] ॥

হে সোম্য, যদি কোন লোককে চক্ষু বাঁধিয়া গন্ধার দেশ হইতে আনিয়া তাহাকে লোকশূন্য অরণ্যাদি স্থানে পরিত্যাগ করে ; [তাহা হইলে], সে লোক যেরূপ সেই স্থানে পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ, অন্যমুখ কিংবা পশ্চিমমুখ হইয়া চীৎকার করিতে থাকে—আমি বদ্ধ-চক্ষু অবস্থায় আনীত হইয়াছি এবং বদ্ধচক্ষু অবস্থায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছি ; [অতএব আমি গন্তব্য দিক্ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথা লোকে হে সোম্য, পুরুষং যং কঞ্চিৎ গন্ধারেভ্যঃ জনপদেভ্যঃ অভিনদ্ধাক্ষং বদ্ধচক্ষুষমানীয় দ্রব্যহর্ত্তা তস্করঃ তম্ অভিনদ্ধাক্ষমেব বদ্ধহস্তমরণ্যে ততোঽপি অতিজনে অতিগতজনে অত্যন্তবিগতজনে দেশে বিসৃজেৎ, স তত্র দিগ্‌ভ্রমোপেতো যথা প্রাঙ্ বা প্রাগঞ্চনঃ প্রাঙ্মুখো বেত্যর্থঃ। তথা উদঙ্ বা অধরাঙ্ বা প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীত শব্দং কুর্য্যাৎ বিক্রোশেৎ—অভিনদ্ধাক্ষোঽহং গন্ধারেভ্যস্তস্করেণ আনীতঃ অভিনদ্ধাক্ষ এব বিসৃষ্ট ইতি ॥৫০৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—যথা অয়মুপায়ঃ শক্যঃ জ্ঞাতুং, তথা লোকে প্রদৃশ্যতে দৃষ্টান্তঃ, ইত্যাহ—যথেতি। তমেব দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে—হে সোম্যেতি। যথা দিগ্‌ভ্রমোপেতো যৎকিঞ্চিদ্দিগভিমুখো বিক্রোশতি, তথা স তত্র বিজনে দেশে শব্দং কুর্য্যাদিতি সম্বন্ধঃ। প্রাঙিত্যস্যার্থমাহ—প্রাগঞ্চন ইতি। তস্যৈব বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—প্রাঙ্মুখ ইতি। বক্ষ্যমাণপ্রকারৈর্বিকল্পার্থো বা-শব্দঃ ॥৫০৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, দ্রব্যাপহারী তস্কর যে কোন একটি লোককে গন্ধার-নামক জনপদ হইতে অভিনদ্ধাক্ষ অর্থাৎ চক্ষু বদ্ধ করিয়া আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে বদ্ধচক্ষু অবস্থায়ই হাত বাঁধিয়া, অরণ্যমধ্যে—তাহাতেও আবার অতিজনে অর্থাৎ জনরহিত অতিশয় বিজন স্থানে পরিত্যাগ করে; সে যেমন সেখানে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রাঙ্ অর্থাৎ পূর্ব্বমুখ হইয়া, কিংবা উত্তরমুখ হইয়া অথবা বিপরীতাস্য হইয়া কিংবা পশ্চিমাস্য হইয়া শব্দ করিতে থাকে,—চীৎকার করিতে থাকে,—আমি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধচক্ষু হইয়া গন্ধার প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছি, এবং বদ্ধচক্ষু অবস্থায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছি; [অতএব গন্তব্য দিক্ স্থির করিতে পারিতেছি না] ॥৫০৬॥১

তস্য যথাভিনহং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি। স গ্রামাদ্‌গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেত, এবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ; তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি ॥৫০৭॥২

[কশ্চিৎ কারুণিকঃ] যথা (বদ্বৎ) তস্য (বদ্ধচক্ষুষঃ) অভিনহং (চক্ষুর্বন্ধনং) প্রমুচ্য (অপনীয়) প্রব্রূয়াৎ (উপদিশেৎ)—এতাং (নির্দ্দিশ্যমানাং) দিশং [উত্তরতঃ] গন্ধারাঃ; এতাং দিশং ব্রজ (গচ্ছ) ইতি। পণ্ডিতঃ (বিচারকুশলঃ) মেধাবী (উপদিষ্টার্থগ্রহণসমর্থঃ] সঃ (পুরুষঃ) গ্রামাৎ গ্রামং পৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসমানঃ) [যথা] গন্ধারান্ এব উপসংপদ্যেত (প্রাপ্নুয়াৎ); এবমেব (যথোক্তবদেব) ইহ আচার্য্যবান্ (ব্রহ্মজ্ঞেন আচার্য্যেণ উপদিষ্টঃ) পুরুষঃ বেদ (বিজানাতি) [জগদেককারণং সদ্ ব্রহ্ম ইতি শেষঃ]। তস্য (বিদুষঃ) তাবদেব চিরং (বিলম্বঃ), যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে (প্রারব্ধকর্ম্মণা বিমোক্ষ্যতে), অথ (অনন্তরং—দেহপাতসমকালমেব) সম্পৎস্যে (ব্রহ্ম সম্পৎস্যতে) ॥

কোন করুণাবান্ পুরুষ যেমন তাহার চক্ষুর বন্ধন অপনয়ন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন,—এই দিকের উত্তরে গন্ধার দেশ; তুমি এই দিকে গমন কর। উপদেশ-গ্রহণ-পটু সেই পণ্ডিত লোকটি যেমন গ্রামের পর গ্রাম জিজ্ঞাসা করিয়া গন্ধার দেশকেই প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি আচার্য্যবান্ (যিনি সদ্‌গুরু লাভ

করিয়াছেন, তিনি) [জগৎকারণ ব্রহ্মকে] অবগত হন। তাহার সেই পর্য্যন্তই [মোক্ষলাভের] বিলম্ব, যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়; তাহার পর অর্থাৎ দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই বিমুক্ত হন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং বিক্রোশতস্তস্য যথা অভিনহনং যথা বন্ধনং প্রমুচ্য মুক্ত্বা কারুণিকঃ কশ্চিৎ এতাং দিশমুত্তরতো গন্ধারাঃ, এতাং দিশং ব্রজ—ইতি প্রব্রূয়াৎ। স এবং কারুণিকেন বন্ধনান্মোক্ষিতো গ্রামাদ্ গ্রামান্তরং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতঃ উপদেশবান্ মেধাবী পরোপদিষ্টগ্রামপ্রবেশমার্গাবধারণসমর্থঃ সন্ গন্ধারানেব উপসম্পদ্যেত, নেতরঃ মূঢ়মতির্দ্দেশান্তরদর্শনতৃড্ বা।

যথায়ং দৃষ্টান্তো বর্ণিতঃ—স্ববিষয়েভ্যঃ গন্ধারেভ্যঃ পুরুষস্তস্করৈরভিনদ্ধাক্ষোঽবিবেকঃ দিঙ্মূঢ়ঃ অশনায়াপিপাসাদিমান্ ব্যাঘ্রতস্করাদ্যনেকভয়ানর্থব্রাতযুতমরণ্যং প্রবেশিতঃ দুঃখার্ত্তঃ বিক্রোশন্ বন্ধনেভ্যো মুমুক্ষুস্তিষ্ঠতি, স কথঞ্চিদেব কারুণিকেন কেনচিৎ মোক্ষিতঃ স্বদেশান্ গন্ধারানেবাপন্নো নির্ব্বৃতঃ সুখ্যভূৎ। এবমেব সতো জগদাত্ম-স্বরূপাৎ তেজোঽবন্নাদিময়ং দেহারণ্যং বাতপিত্তকফরুধিরমেদোমাংসাস্থিমজ্জাশুক্রকৃমিমূত্রপুরীষবৎ শীতোষ্ণাদ্যনেকদ্বন্দ্বদুঃখবচ্চ ইদং মোহপটাভিনদ্ধাক্ষো ভার্য্যাপুত্রমিত্রপশুবন্ধাদিদৃষ্টাদৃষ্টানেকবিষয়-তৃষ্ণাপাশিতঃ পুণ্যাপুণ্যাদিতস্করৈঃ প্রবেশিতঃ—অহমমুষ্য পুত্রঃ, মমৈতে বান্ধবাঃ, সুখ্যহং দুঃখী মূঢ়ঃ পণ্ডিতো ধার্ম্মিকো বন্ধুমান্ জাতো মৃতো জীর্ণঃ পাপী, পুত্রো মে মৃতঃ, ধনং মে নষ্টম্, হা হতোঽস্মি, কথং জীবিষ্যামি, কা মে গতিঃ, কিং মে ত্রাণম্—ইত্যেবমনেকশতসহস্রানর্থজালবান্ বিক্রোশন্ কথঞ্চিদেব পুণ্যাতিশয়াৎ পরমকারুণিকং কঞ্চিৎ সদ্ব্রহ্মাত্মবিদং বিমুক্তবন্ধনং ব্রহ্মিষ্ঠং যদা আসাদয়তি, তেন চ ব্রহ্মবিদা কারুণ্যাৎ দর্শিতসংসারবিষয়দোষদর্শনমার্গঃ বিরক্তঃ সংসারবিষয়েভ্যঃ—নাসি ত্বং সংসারী অমুষ্য পুত্রত্বাদিধর্ম্মবান্, কিন্তর্হি? সদ্ যৎ, তৎ ত্বমসীত্যবিদ্যামোহপটাভিনহনাৎ মোক্ষিতো গন্ধারপুরুষবচ্চ স্বং সদাত্মানমুপসম্পদ্য সুখী নির্বৃতঃ স্যাৎ, ইত্যেতমেবার্থমাহ—আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি।

তস্যাস্যৈবম্ আচার্য্যবতো মুক্তাবিদ্যাভিনহনস্য তাবদেব তাবানেব কালঃ চিরং ক্ষেপঃ সদাত্মস্বরূপসম্পত্তেরিতি বাক্যশেষঃ। কিয়ান্ কালশ্চিরম্, ইতি উচ্যতে—যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে ন বিমোক্ষ্যতে ইত্যেতৎ, পুরুষব্যত্যয়েন, সামর্থ্যাৎ; যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তস্যোপভোগেন ক্ষয়াদ্দেহপাতো যাবদিত্যর্থঃ। অথ তদৈব সৎ সম্পৎস্যে সম্পৎস্যত ইতি পূর্ব্ববৎ। ন হি দেহমোক্ষস্য সৎসম্পত্তেশ্চ কালভেদোঽস্তি, যেন অথ-শব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ স্যাৎ।

নন্বু যথা সদ্বিজ্ঞানানন্তরমেব দেহপাতঃ সৎসম্পত্তিশ্চ ন ভবতি কর্ম্মশেষবশাৎ,

তথা অপ্রবৃত্তফলানি প্রাগ্ জ্ঞানোৎপত্তের্জ্জন্মান্তরসঞ্চিতান্যপি কর্ম্মাণি সন্তীতি তৎফলোপভোগার্থং পতিতেঽস্মিন্ শরীরান্তরমারব্ধব্যম্। উৎপন্নে চ জ্ঞানে যাবজ্জীবং বিহিতানি প্রতিষিদ্ধানি বা কর্ম্মাণি করোত্যেব, ইতি তৎফলোপভোগার্থঞ্চ অবশ্যং শরীরান্তরমারব্ধব্যম্, ততশ্চ কর্ম্মাণি, ততঃ শরীরান্তরমিতি জ্ঞানানর্থক্যম্, কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বাৎ। অপ্রবৃত্তফলানি কর্ম্মাণি ন ব্রহ্মজ্ঞানেন ক্ষীয়ন্তে, কর্ম্মত্বাৎ, প্রবৃত্তফলকর্ম্মবদিত্যুক্তম্। তত্র জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি স্মৃতিবিরোধঃ। (১)। অথ জ্ঞানবতঃ ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মাণি; তদা জ্ঞানপ্রাপ্তিসমকালমেব জ্ঞানস্য সৎসম্পত্তিহেতুত্বাৎ মোক্ষঃ স্যাদিতি শরীরপাতঃ স্যাৎ। তথাচ আচার্য্যাভাব ইতি "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যনুপপত্তিঃ, জ্ঞানাৎ মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গশ্চ, দেশান্তরপ্রাপ্ত্যুপায়জ্ঞানবদনৈকান্তিকফলত্বং বা জ্ঞানস্য। ন, কর্ম্মণাং প্রবৃত্তাপ্রবৃত্তফলবত্ত্ববিশেষোপপত্তেঃ। যদুক্তম্—অপ্রবৃত্তফলাণাং কর্ম্মণাং ধ্রুবফলবত্ত্বাদ্ ব্রহ্মবিদঃ শরীরে পতিতে শরীরান্তরমারব্ধব্যম্ অপ্রবৃত্তকর্ম্মফলোপভোগার্থমিতি; এতদসৎ, বিদুষঃ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি শ্রুতেঃ প্রামাণ্যাৎ।

ননু "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতেরপি প্রামাণ্যমেব। সত্যমেবম্, (তথাপি প্রবৃত্তফলানামপ্রবৃত্তফলানাঞ্চ কর্ম্মণাং বিশেষোঽস্তি) কথম্? যানি প্রবৃত্তফলানি কর্ম্মাণি,—যৈর্ব্বিদ্বচ্ছরীরমারব্ধম্, তেষামুপভোগেনৈব ক্ষয়ঃ—যথা আরব্ধবেগস্য লক্ষ্যমুক্তেষ্বাদের্বেগক্ষয়াদেব স্থিতিঃ, ন তু লক্ষ্যবেধসমকালমেব—প্রয়োজনং নাস্তীতি, তদ্বৎ। অন্যানি তু অপ্রবৃত্তফলানি ইহ প্রাগ্জ্ঞানোৎপত্তেরূর্দ্ধং চ কৃতানি বা ক্রিয়মাণানি বা অতীতজন্মান্তরকৃতানি বা অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানেন দহ্যন্তে প্রায়শ্চিত্তেনেব। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ইতি স্মৃতেশ্চ। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" ইতি চাথর্ব্বণে। অতো ব্রহ্মবিদো জীবনাদিপ্রয়োজনাভাবেঽপি প্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণামবশ্যমেব ফলোপভোগঃ স্যাৎ, ইতি মুক্তেষুবৎ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি যুক্তমেবোক্তম্,—ইতি যথোক্তদোষচোদনানুপপত্তিঃ। জ্ঞানোৎপত্তেরূর্দ্ধং চ ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মাভাবমবোচাম "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইত্যত্র; তচ্চ স্মর্ত্তুমর্হসি ॥৫০৭॥২

আনন্দগিরিঃ।—যথাবন্ধনং বন্ধনমনুস্যত্যেতি যাবৎ। পণ্ডিতো মেধাবীতি বিশেষণদ্বয়স্য ব্যবচ্ছেদ্যং দর্শয়তি—নেতর ইতি।

ব্যাখ্যাতং দৃষ্টান্তং সোপস্কারমনুবদতি—যথেত্যাদিনা। দার্ষ্টান্তিকং ব্যাচষ্টে—এবমিতি। আদিশব্দেন বায়্বাকাশৌ গৃহ্যেতে। ময়ড্ বিকারার্থঃ। দেহারণ্যস্য অনেকানর্থসঙ্কটত্বং কথয়তি—বাতেতি। শীতোষ্ণাদীত্যাদিপদেন রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বং গৃহীতম্, তেন অনেকেন দ্বন্দ্বেন জাতং সুখং দুঃখং চ তদুপেতমিদং দেহারণ্য-

(১) কস্মিংস্তু, 'অপ্রবৃত্তফলানি' ইত্যাদিঃ 'বিরোধশ্চ', ইত্যন্তঃ পাঠঃ নোপলভ্যতে।

মিত্যেতৎ। বন্ধাদীত্যাদিশব্দো মিত্রক্ষেত্রাদিবিষয়ঃ, পুণ্যাপুণ্যাদীত্যাদিপদম্ অবিদ্যাকামবাসনাসংগ্রহার্থম্। দেহারণ্যং প্রবিষ্টস্য জন্তোর্বিক্রোশনপ্রকারং সকারণং সূচয়তি—অহমিত্যাদিনা। তস্য সদা দুঃখিত্বশঙ্কাং বারয়তি—কথঞ্চিদ্দেবেতি। আপাততো ব্রহ্মবিত্বমাত্রেণ মুক্তবন্ধনত্বাসিদ্ধের্বিশিনষ্টি—ব্রহ্মিষ্ঠমিতি। যদা আসাদয়তি তদা সুখী স্যাদিত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। সংসারবিষয়ং দোষদর্শনং, তস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বাদিজ্ঞানং, তস্য মার্গো বিবেকঃ, স যস্যাচার্য্যেণ দর্শিতো বিদ্যাতঃ, স দর্শিতসংসারবিষয়দোষদর্শনমার্গঃ। আচার্য্যেণ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্যাধিকারিণঃ সংসারান্মোক্ষিতত্বপ্রকারং দর্শয়তি—নাসীতি।

যদ্যপি বাক্যার্থজ্ঞানে বাক্যমেবোপায়ঃ, তথাপি আচার্য্যোপদেশজনিতাতিশয়দর্শনাৎ তদুপদেশোঽবগত্যন্তবাক্যার্থজ্ঞানে প্রথমো হেতুঃ, উপদেশমাত্রাদ্যস্য নাবগত্যন্তবাক্যার্থধীস্তস্য প্রমাণাদ্যসম্ভাবনানিরসনসমর্থো বিচারো মেধাবিশব্দেন বিহিতঃ, তস্য প্রজ্ঞাতিশয়বতি প্রয়োগাদিতি ভাবঃ। পুরুষব্যত্যয়ে হেতুমাহ—সামর্থ্যাদিতি। অস্মদ্যুপপদে অসতি উত্তমপুরুষপ্রয়োগানুপপত্তেঃ দেহাদিস্থিত্যনুপপত্তের্ব্বা ইত্যর্থঃ। যাবদিত্যাদিবাক্যার্থং স্পষ্টয়তি—যেনেতি। পূর্ব্ববদিতি সামর্থ্যাৎ পুরুষব্যত্যয়ং লক্ষয়তি। অথ শব্দস্য সৎসম্পত্তেঃ দেহমোক্ষাদানন্তর্য্যমর্থো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি।

অথ সম্পৎস্য ইতি বিদেহমুক্তিমুক্তামাক্ষিপতি নন্বিতি। অপ্রবৃত্তফলানীতিচ্ছেদঃ। উৎপন্নে চেতি চকারোঽপ্যর্থঃ, বিমতানি কর্ম্মাণি ব্রহ্মজ্ঞানেন ন ক্ষীয়ন্তে কর্ম্মত্বাৎ প্রবৃত্তফলকর্ম্মবদিত্যর্থঃ, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধাৎ কালাত্যযাপদিষ্টতেতি শঙ্কতে—অথেতি। অতিপ্রসঙ্গাৎ ন শ্রুতিস্মৃত্যোর্যথাশ্রুতার্থতেতি পরিহরতি—তদেতি। জ্ঞানস্যানর্থক্যমুক্ত্বা পক্ষান্তরমাহ—দেশান্তরেতি। যথা গ্রামপ্রাপ্ত্যুপায়োঽশ্বো রথো বেতি জ্ঞানে সত্যসত্যন্তরায়ে কস্যচিদেব গ্রামপ্রাপ্তির্ভবতি, ন ত্বন্তরায়বতস্তজ্জ্ঞানেঽপি তৎপ্রাপ্তির্যথা, তথা সমুৎপন্নজ্ঞানস্যাপি কস্যচিদেব ভোগেন ক্ষীণকর্ম্মাশয়স্য মোক্ষঃ, ন জ্ঞানমাত্রাৎ, ইত্যনিয়তফলত্বমিত্যর্থঃ। কর্ম্মত্বহেতোরপ্রয়োজকত্বং বদন্নুত্তরমাহ—ন কর্ম্মণামিতি। সংগ্রহবাক্যমেব প্রপঞ্চয়ন্ আদৌ নঞর্থং স্ফুটয়তি—যদুক্তমিতি। তত্র হেতুমাহ—বিদুষইতি। প্রামাণ্যাৎ দেহান্তরারম্ভে তদ্বিরোধপ্রসঙ্গাদিতি শেষঃ।

শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্য শঙ্কতে—নন্বিতি। তথা চানারব্ধকর্ম্মবশাদবিদুষোঽপি দেহান্তরমারব্ধব্যমিতি শেষঃ। তৎপ্রামাণ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমেবমিতি। তর্হি বিদুষোঽপি দেহান্তরম্ অনারব্ধকর্ম্মবশাদারব্ধব্যং, নেত্যাহ—তথাপীতি। বিশেষমেবাকাঙ্ক্ষাদ্বারা বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। প্রবৃত্তফলত্বমেব স্ফুটয়তি—যৈরিতি। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। লক্ষ্যস্য বেধো ভেদনং তৎসমকালমেব ইষ্বাদেরূর্দ্ধং গতিপ্রয়োজনং নাস্তীতি ন স্থিতিঃ, লক্ষ্যমুদ্দিশ্য মুক্তস্য তস্য আরব্ধবেগস্য অপ্রতিবন্ধেন তদাসাদিতস্য বেগক্ষয়াদেব স্থিতিঃ, দৃষ্টান্তবদ্ বিদ্যার্থে দেহে বিদ্যালাভানন্তরং ফলং নাস্তীতি ন কর্ম্মাণি নিবর্ত্তন্তে, কিন্তু ভোগক্ষয়াদেব তস্য লব্ধবৃত্তিত্বাদিত্যর্থঃ। প্রবৃত্তফলেভ্যঃ অপ্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণাং বিশেষমাহ—অন্যানি ত্বিতি। ন চাপ্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণাং ক্ষয় অপ্রসিদ্ধঃ, তথাবিধস্যৈব পাপস্য প্রায়শ্চিত্তেন

প্রক্রিয়োপযোগাদিত্যাহ—প্রায়শ্চিত্তেনেবেতি। আরব্ধফলাতিরিক্তানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানান্নিবৃত্তৌ শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তি—জ্ঞানাগ্নিরিত্যাদিনা। প্রবৃত্তাপ্রবৃত্তফলেষু কর্ম্মসু সিদ্ধে বিশেষে ফলিতমাহ—অত ইতি। জীবনাদীত্যাদিশব্দেন পুত্রকলত্রাদি গৃহ্যতে ; মুক্তস্য অপ্রতিবদ্ধেষ্বাদেঃ যাবদ্বেগক্ষয়ং গতিধ্রৌব্যব্যবহারবৎ আরব্ধ-কর্ম্মণাং ফলভোগোঽবশ্যমেব স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। যতশ্চারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ, ততস্তস্যেত্যাদিনা যচ্চিরত্বং সৎসম্পত্তেরুক্তং, তদ্যুক্তমেবেতি কৃত্বা যথোক্তস্য দোষস্য সদ্যঃশরীরপাতাদিলক্ষণস্য আশঙ্কানুপপত্তিরিত্যুপসংহরতি—ইতীতি। আত্মস্যেতিশব্দস্য তস্যেত্যনেন সম্বন্ধঃ। যৎ তু উৎপন্নেঽপি জ্ঞানে যাবজ্জীবং বিহিতানি করোত্যেবেতি, তত্রাহ—জ্ঞানোৎপত্তেরিতি ॥৫০৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।—কোন কারুণিক পুরুষ যেমন ঐরূপে চীৎকারকারী সেই ব্যক্তির চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন—এই দিকের উত্তরে গন্ধার দেশ ; এই দিকে গমন কর ; কারুণিক পুরুষ কর্তৃক বন্ধন-বিমুক্ত সেই ব্যক্তি পণ্ডিত—উপদেশ প্রাপ্ত এবং উপদিষ্ট গ্রাম-প্রবেশের পথ অবধারণেও সমর্থ বলিয়া গ্রামের পর গ্রাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গন্ধার দেশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অপরে—যে লোক মূঢ়মতি কিংবা দেশান্তর-দর্শনাভিলাষী, সে লোক পারে না।

এই দৃষ্টান্তটি যেরূপ প্রদর্শিত হইল,—স্বদেশ গন্ধার রাজ্য হইতে বদ্ধচক্ষু অবস্থায় তস্করগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, বিবেকহীন, দিগ্ভ্রমগ্রস্ত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সমাকুল, ব্যাঘ্র-চৌরাদি বিবিধ ভয়ঙ্কর অনর্থসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে নির্ব্বাসিত ও দুঃখার্ত্ত পুরুষ যেমন চীৎকার করিতে করিতে বন্ধন-মোচনার্থী হইয়া অবস্থান করিতেছিল, শেষে কোন প্রকারে কোন এক করুণাবান্ পুরুষ কর্তৃক বিমোচিত হইয়া সেই লোক যেমন স্বদেশ গন্ধার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করতঃ সুখী হইয়াছিল, ঠিক এইরূপই লোকসমূহ পুণ্যপাপাদিরূপ তস্করগণকর্তৃক মোহবস্ত্রে আবৃতদৃষ্টি এবং ঐহিক ভার্য্যা, পুত্র, মিত্র, পশু ও বন্ধু প্রভৃতি পাশে ও পারলৌকিক বিষয়-তৃষ্ণা পাশে আবদ্ধ অবস্থায় জগদাত্মস্বরূপ সৎ ব্রহ্ম হইতে তেজঃ, জল ও অন্নময়, বাত পিত্ত কফ মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র কৃমি মূত্র ও পুরীষযুক্ত এবং শীত, উষ্ণ প্রভৃতি বহুবিধ দ্বন্দ্ব-দুঃখ-সমন্বিত দেহারণ্য মধ্যে প্রবেশিত হইয়া আমি অমুকের পুত্র, ইহারা আমার বান্ধব, আমি সুখী, দুঃখী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধার্ম্মিক, বন্ধুযুক্ত, জাত, মৃত, জীর্ণ (বৃদ্ধ) ও পাপী, আমার পুত্র মরিয়াছে, আমার ধন নষ্ট হইয়াছে, হায় আমি হত হইয়াছি, কিরূপে বাঁচিব ? আমি কোথা যাই ? কে আমাকে রক্ষা করে ? এইরূপে অনেক শত সহস্র অনর্থজালে জড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কোন প্রকারে সুমহৎ পুণ্যবলে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মাত্মদর্শী, বিমুক্তবন্ধন (মুক্ত) করুণাবান্ ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ

শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ কোনও গুরুকে যখন প্রাপ্ত হন, এবং সেই ব্রহ্মবিৎ গুরু যদি করুণা করিয়া সাংসারিক বিষয়ের দোষ-দর্শনের প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করত সাংসারিক বিষয় হইতে বিরক্ত বা অনাসক্ত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, তুমি অমুকের পুত্র ইত্যাদি বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত সংসারী নও, তবে কি ? না—যে সেই সৎ বস্তু ব্রহ্ম, তুমি তৎস্বরূপই। তাহা হইলেই তাহার অবিদ্যা-বস্ত্রের আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়, তখন সে গন্ধার পুরুষের ন্যায় নিজের সৎস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সুখী হইতে ও নির্ব্বৃতি লাভ করিতে পারে; এই জন্যই বলিতেছেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইতি।

এইরূপে অবিদ্যাবন্ধনবিমুক্ত সেই এই আচার্য্যবান্-পুরুষের তাবৎ অর্থাৎ সেই পরিমাণ কালই সৎ-আত্মস্বরূপ লাভের বিলম্ব; কত কাল বিলম্ব? তাহা কথিত হইতেছে—যাবৎ বিমুক্ত না হইবে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা শরীর আরব্ধ হইয়াছে, ভোগ দ্বারা সেই কর্ম্মশেষে যতদিনে দেহপাত না হয়, [তাবৎ কাল]। তৎক্ষণাৎই (অথ), সৎ (ব্রহ্ম) সম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়; দেহপাত ও সৎসম্পত্তির কালভেদ নাই, অর্থাৎ যেক্ষণে দেহপাত, সেইক্ষণেই সৎ-স্বরূপ লাভ হয়; সুতরাং এখানে অথ শব্দের আনন্তর্য্য অর্থ হইতে পারে না। এখানে 'বিমোক্ষ্যে' ও 'সংপৎস্যে' এই দুইটি ক্রিয়াতে উত্তম পুরুষ থাকিলেও অর্থসঙ্গতির অনুরোধে তাহার ব্যতিক্রম করিতে হইবে—উত্তম পুরুষ স্থানে প্রথম পুরুষ 'বিমোক্ষ্যতে' ও 'সংপৎস্যতে' করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ না হওয়ায় যেমন সৎস্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই দেহপাত ও সৎসম্পত্তি (ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি) হয় না, তেমনি, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে—অপরাপর জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তখনও যে সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ আরম্ভ হয় নাই; সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগার্থ এই দেহপাতের পরও দেহান্তরোৎপত্তি অবশ্যই হইতে পারে; আর জ্ঞানোৎপত্তির পরেও, যাবজ্জীবনের জন্য বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ ত অবশ্যই করিতে হয়; সুতরাং সে সমস্ত কর্ম্মের ফল-ভোগার্থও অবশ্যই শরীরান্তর আরব্ধ হওয়া উচিত; তাহার পর আবার কর্ম্ম, তাহার পর আবার শরীরান্তর, [এইরূপে জন্মপ্রবাহের বিচ্ছেদ না হওয়ায়] ব্রহ্মজ্ঞানের আনর্থক্যই হইতে পারে; কারণ, কর্ম্মমাত্রেরই ভোগযোগ্য ফল রহিয়াছে। এইরূপ একটা অনুমানও করা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ আরব্ধ হয় নাই, সে সমুদয় কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; যেহেতু উহারাও কর্ম্ম; দৃষ্টান্ত—যেমন প্রারব্ধ কর্ম্ম। [না—এরূপ অনুমান হইতে পারে না]; কারণ, [তাহা হইলে যে] 'জ্ঞানরূপ অগ্নি

সমস্ত কর্ম্মকে [ভস্মসাৎ করে'] এই গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, একথা উক্ত হইয়াছে। আর যদি বল, কেবল জ্ঞানীর কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও জ্ঞান যখন সৎসম্পত্তির (মুক্তির) হেতু, তখন জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেহপাত হইতে পারে; এবং ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যেরও একেবারে অত্যন্তাভাব হইতে পারে; সুতরাং "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" এই শ্রুতির আনর্থক্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে দেশান্তর প্রাপ্তির উপায়-বিজ্ঞানের ফল যেরূপ অনিশ্চিত, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানের ফলেরও অনৈকান্তিকতা, অর্থাৎ কখনও হইল, কখনও বা হইল না, এইরূপে ব্যভিচারিতা ঘটিতে পারে (১)। না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মসমূহের প্রবৃত্তফলত্ব আর অপ্রবৃত্তফলত্বরূপ যে দুইটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা দ্বারাই ইহার উপপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে—অপ্রবৃত্তফলক কর্ম্মসমূহেরও ফলারম্ভকত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মবিদের দেহপাত হইলেও সেই অপ্রবৃত্তফলক (সঞ্চিত) কর্ম্মের ফলভোগার্থ দেহান্তরোৎপত্তি অবশ্যই হইবে; সে কথা ভালও হয় নাই; কেননা, 'তাঁহার সেই পরিমাণই বিলম্ব' এই শ্রুতিই বিদ্বানের [দেহান্তরানুৎপত্তির পক্ষে] প্রমাণ রহিয়াছে।

আচ্ছা, 'পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকে গমন করে, আর পাপ কর্ম্ম দ্বারা দুঃখময় লোকে গমন করে, ইত্যাদি শ্রুতিও ত নিশ্চয়ই প্রমাণ। হাঁ, প্রমাণ সত্য; কিন্তু তথাপি প্রবৃত্তফলক (প্রারব্ধ) ও অপ্রবৃত্তফলক (যে সমস্ত কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই সেই) কর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ বা প্রভেদ আছে। কি প্রকার?—যে সমস্ত কর্ম্ম প্রবৃত্তফলক—যাহাদের দ্বারা জ্ঞানীর এই শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে, কেবল উপভোগ দ্বারাই সে সমুদয় কর্ম্মের ক্ষয় হয়; যেমন কোন একটি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিক্ষিপ্ত আরব্ধবেগ বাণ প্রভৃতির আরব্ধ বেগক্ষয়েই গতি-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু আর প্রয়োজন নাই বলিয়া যে, লক্ষ্যবেধের সঙ্গে সঙ্গেই গতিনিবৃত্তি বা স্থিতি হয়, তাহা নহে; জ্ঞানীর কর্ম্মও তদ্রূপ। পক্ষান্তরে অপ্রবৃত্তফলক কর্ম্মসমূহ—যে সমস্ত কর্ম্ম ইহজন্মে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে কৃত হইয়াছে, কিংবা পশ্চাৎ করা হইতেছে (ক্রিয়মাণ), অথবা

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মজ্ঞানের অব্যভিচারী ফল—মোক্ষ, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানে যদি কর্ম্মক্ষয় না হয়, এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্মরাশি যদি ধারাবাহিকরূপে পর পর এক একটি দেহ সমুৎপাদন করিতে থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানীর আর দেহ শেষ করিয়া মুক্তিলাভের আশা থাকে না; সুতরাং যাহার কর্ম্মশেষ হইল, তাহারই জ্ঞানফল মুক্তিলাভ হইবে, আর যাহার শেষ হইল না, তাহার পক্ষে জ্ঞানফল লাভ হইল না: কাজেই জ্ঞানফলের অনৈকান্তিকতা হইয়া পড়ে। এই দোষ ভয়ে যদি ব্রহ্মদর্শীর সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও কর্ম্মাভাবে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দেহধ্বংস ঘটিতে পারে; দেহ না থাকিলে কে কাহার আচার্য্য হইবে? আচার্য্যের অভাবে 'আচার্য্যবান্ বেদ' শ্রুতিরও অসঙ্গতি হইল, অধিকন্তু আচার্য্যের অভাবে জ্ঞানের অভাব, সুতরাং 'জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ' এই কথাটাও তুলিয়া দিতে হয়। আর যদি কর্ম্মফলভোগশেষে মোক্ষলাভ করিতে হয়, তাহা হইলেও যেমন কোন লোক জানিল যে, এই এই উপায়ে অমুক গ্রামে যাওয়া যায়, কিন্তু উপায় জানিলেও বিঘ্ন না ঘটিলেই তাহার গ্রামপ্রাপ্তি হয়, বিঘ্ন থাকিলে হয় না; তেমনি ভোগ-শেষ ভাবী মোক্ষও ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যেই ঘটিতে পারে, সকলের পক্ষে নহে।

শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ কোনও গুরুকে যখন প্রাপ্ত হন, এবং সেই ব্রহ্মবিৎ গুরু যদি করুণা করিয়া সাংসারিক বিষয়ের দোষ-দর্শনের প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করত সাংসারিক বিষয় হইতে বিরক্ত বা অনাসক্ত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, তুমি অমুকের পুত্র ইত্যাদি বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত সংসারী নও, তবে কি ? না—যে সেই সৎ বস্তু ব্রহ্ম, তুমি তৎস্বরূপই। তাহা হইলেই তাহার অবিদ্যা-বস্ত্রের আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায়, তখন সে গন্ধার পুরুষের ন্যায় নিজের সৎস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সুখী হইতে ও নির্বৃতি লাভ করিতে পারে ; এই জন্যই বলিতেছেন—"আচার্য্য-বান্ পুরুষো বেদ" ইতি।

এইরূপে অবিদ্যাবন্ধনবিমুক্ত সেই এই আচার্য্যবান্-পুরুষের তাবৎ অর্থাৎ সেই পরিমাণ কালই সৎ-আত্মস্বরূপ লাভের বিলম্ব ; কত কাল বিলম্ব ? তাহা কথিত হইতেছে—যাবৎ বিমুক্ত না হইবে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা শরীর আরব্ধ হইয়াছে, ভোগ দ্বারা সেই কর্ম্মশেষে যতদিনে দেহপাত না হয়, [তাবৎ কাল]। তৎক্ষণাৎই (অথ), সৎ (ব্রহ্ম) সম্পন্ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় ; দেহপাত ও সৎসম্পত্তির কালভেদ নাই, অর্থাৎ যেক্ষণে দেহপাত, সেইক্ষণেই সৎ-স্বরূপ লাভ হয় ; সুতরাং এখানে অথ শব্দের আনন্তর্য্য অর্থ হইতে পারে না। এখানে 'বিমোক্ষ্যে' ও 'সংপৎস্যে' এই দুইটি ক্রিয়াতে উত্তম পুরুষ থাকিলেও অর্থসঙ্গতির অনুরোধে তাহার ব্যতিক্রম করিতে হইবে—উত্তম পুরুষ স্থানে প্রথম পুরুষ 'বিমোক্ষ্যতে' ও 'সংপৎস্যতে' করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ না হওয়ায় যেমন সৎস্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই দেহপাত ও সৎসম্পত্তি (ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি) হয় না, তেমনি, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে—অপরাপর জন্মে যে সমস্ত কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তখনও যে সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ আরম্ভ হয় নাই ; সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগার্থ এই দেহপাতের পরও দেহান্তরোৎপত্তি অবশ্যই হইতে পারে ; আর জ্ঞানোৎপত্তির পরেও, যাবজ্জীবনের জন্য বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ ত অবশ্যই করিতে হয় ; সুতরাং সে সমস্ত কর্ম্মের ফল-ভোগার্থও অবশ্যই শরীরান্তর আরব্ধ হওয়া উচিত ; তাহার পর আবার কর্ম্ম, তাহার পর আবার শরীরান্তর, [এইরূপে জন্মপ্রবাহের বিচ্ছেদ না হওয়ায়] ব্রহ্মজ্ঞানের আনর্থক্যই হইতে পারে ; কারণ, কর্ম্মমাত্রেরই ভোগ-যোগ্য ফল রহিয়াছে। এইরূপ একটা অনুমানও করা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ আরব্ধ হয় নাই, সে সমুদয় কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ; যেহেতু উহারাও কর্ম্ম ; দৃষ্টান্ত—যেমন প্রারব্ধ কর্ম্ম। [না—এরূপ অনুমান হইতে পারে না] ; কারণ, [তাহা হইলে যে] 'জ্ঞানরূপ অগ্নি

সমস্ত কর্ম্মকে [ভস্মসাৎ করে'] এই গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, একথা উক্ত হইয়াছে। আর যদি বল, কেবল জ্ঞানীর কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও জ্ঞান যখন সৎসম্পত্তির (মুক্তির) হেতু, তখন জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেহপাত হইতে পারে; এবং ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যেরও একেবারে অত্যন্তাভাব হইতে পারে; সুতরাং "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" এই শ্রুতির আনর্থক্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে দেশান্তর প্রাপ্তির উপায়-বিজ্ঞানের ফল যেরূপ অনিশ্চিত, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানের ফলেরও অনৈকান্তিকতা, অর্থাৎ কখনও হইল, কখনও বা হইল না, এইরূপে ব্যভিচারিতা ঘটিতে পারে (১)। না— এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মসমূহের প্রবৃত্তফলত্ব আর অপ্রবৃত্তফলত্বরূপ যে দুইটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা দ্বারাই ইহার উপপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বে যে কথিত হইয়াছে—অপ্রবৃত্তফলক কর্ম্মসমূহেরও ফলারম্ভকত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মবিদের দেহপাত হইলেও সেই অপ্রবৃত্তফলক (সঞ্চিত) কর্ম্মের ফলভোগার্থ দেহান্তরোৎপত্তি অবশ্যই হইবে; সে কথা ভালও হয় নাই; কেননা, 'তাঁহার সেই পরিমাণই বিলম্ব' এই শ্রুতিই বিদ্বানের [দেহান্তরানুৎপত্তির পক্ষে] প্রমাণ রহিয়াছে।

আচ্ছা, 'পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকে গমন করে, আর পাপ কর্ম্ম দ্বারা দুঃখময় লোকে গমন করে, ইত্যাদি শ্রুতিও ত নিশ্চয়ই প্রমাণ। হাঁ, প্রমাণ সত্য; কিন্তু তথাপি প্রবৃত্তফলক (প্রারব্ধ) ও অপ্রবৃত্তফলক (যে সমস্ত কর্ম্মের ফল আরব্ধ হয় নাই সেই) কর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ বা প্রভেদ আছে। কি প্রকার?—যে সমস্ত কর্ম্ম প্রবৃত্তফলক—যাহাদের দ্বারা জ্ঞানীর এই শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে, কেবল উপভোগ দ্বারাই সে সমুদয় কর্ম্মের ক্ষয় হয়; যেমন কোন একটি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিক্ষিপ্ত আরব্ধবেগ বাণ প্রভৃতির আরব্ধ বেগক্ষয়েই গতি-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু আর প্রয়োজন নাই বলিয়া যে, লক্ষ্য-বেধের সঙ্গে সঙ্গেই গতিনিবৃত্তি বা স্থিতি হয়, তাহা নহে; জ্ঞানীর কর্ম্মও তদ্রূপ। পক্ষান্তরে অপ্রবৃত্তফলক কর্ম্মসমূহ—যে সমস্ত কর্ম্ম ইহজন্মে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে কৃত হইয়াছে, কিংবা পশ্চাৎ করা হইতেছে (ক্রিয়মাণ), অথবা

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মজ্ঞানের অব্যভিচারী ফল—মোক্ষ, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানে যদি কর্ম্মক্ষয় না হয়, এবং অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্মরাশি যদি ধারাবাহিকরূপে পর পর এক একটি দেহ সমুৎপাদন করিতে থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানীর আর দেহ শেষ করিয়া মুক্তিলাভের আশা থাকে না; সুতরাং যাহার কর্ম্মশেষ হইল, তাহারই জ্ঞানফল মুক্তিলাভ হইবে, আর যাহার শেষ হইল না, তাহার পক্ষে জ্ঞানফল লাভ হইল না: কাজেই জ্ঞানফলের অনৈকান্তিকতা হইয়া পড়ে। এই দোষ ভয়ে যদি ব্রহ্মদর্শীর সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও কর্ম্মাভাবে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই দেহধ্বংস ঘটিতে পারে; দেহ না থাকিলে কে কাহার আচার্য্য হইবে? আচার্য্যের অভাবে 'আচার্য্যবান্ বেদ' শ্রুতিরও অসঙ্গতি হইল, অধিকন্তু আচার্য্যের অভাবে জ্ঞানের অভাব, সুতরাং 'জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ' এই কথাটাও তুলিয়া দিতে হয়। আর যদি কর্ম্মফলভোগশেষে মোক্ষলাভ করিতে হয়, তাহা হইলেও যেমন কোন লোক জানিল যে, এই এই উপায়ে অমুক গ্রামে যাওয়া যায়, কিন্তু উপায় জানিলেও বিঘ্ন না ঘটিলেই তাহার গ্রামপ্রাপ্তি হয়, বিঘ্ন থাকিলে হয় না; তেমনি ভোগ-শেষ ভাবী মোক্ষও ব্যক্তি-বিশেষের ভাগ্যেই ঘটিতে পারে, সকলের পক্ষে নহে।

অতীত জন্মান্তরে কৃত হইয়াছে, সেই অপ্রবৃত্তফলক, সেই সমুদয় কর্ম্মই প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়; কারণ, 'সেইরূপ, জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে' ইত্যাদি স্মৃতি রহিয়াছে, এবং 'ইহার (আত্মজ্ঞানীর) কর্ম্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি অথর্ব্ববেদোক্ত শ্রুতিও রহিয়াছে। অতএব, জ্ঞানীর জীবন-রক্ষাদি-প্রয়োজন না থাকিলেও ক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; অতএব ক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় যে, তাহার (জ্ঞানীর) সেই পরিমাণ বিলম্ব হয়, বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসম্মতই বটে; অতএব পূর্ব্বোক্তপ্রকার দোষারোপের উপপত্তি হইতেছে না। জ্ঞানোৎপত্তির পরে যে, জ্ঞানীর কর্ম্ম থাকে না অর্থাৎ ফলজনক কর্ম্মের অভাব হয়, তাহা পূর্ব্বেই 'ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করে' এই স্থলেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, সে কথা তুমি স্মরণ করিতে পার ॥৫০৭॥২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং তৎ সত্যꣳ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫০৮॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১৪॥

"সঃ যঃ এষঃ" ইত্যাদি প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানম্। দৃষ্টান্তমুখেন ব্রহ্মসম্পত্তিক্রমবুভুৎসয়া পুনরিয়মুপদেশপ্রার্থনেত্যাশয়ঃ॥

পূর্ব্বেই "সঃ যঃ এষঃ" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখানে কেবল দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মসম্পত্তির ক্রম জানিবার ইচ্ছায় পুনর্ব্বার প্রার্থনা করা হইয়াছে মাত্র॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদ্যুক্তার্থম্। আচার্য্যবান্ বিদ্বান্ যেন ক্রমেণ সৎ সম্পদ্যতে তং ক্রমং দৃষ্টান্তেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হ উবাচ ॥৫০৮॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—জ্ঞানস্য নানর্থক্যম্, অবিদ্যাতৎকার্য্যনিবর্ত্তনেন সৎসম্পত্তিহেতুত্বাৎ, নাপ্যনৈকান্তিকফলত্বম্, অন্তরায়াভাবাদিত্যুক্তম্। ইদানীমর্চ্চিরাদিমার্গপ্রাপ্ত্যা বা অত্রৈবাবিদ্যানিবৃত্তিমাত্রেণ বা সৎসম্পত্তিরিতি সন্দিহানঃ শঙ্কতে—আচার্য্যবানিতি। সংশয়ানস্য সম্বোধনার্থমুত্তরং বাক্যমবতারয়তি—তথেতি ॥৫০৮॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সঃ যঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। উপযুক্ত আচার্য্যবান্ যেরূপে সৎবস্তু প্রাপ্ত হন, ভগবান্ (আপনি) তাহা আমাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনশ্চ বুঝাইয়া দিন। পিতা বলিলেন—হে সোম্য, তথাস্তু ॥৫০৮॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১৪॥

———

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

পুরুষꣳ সোম্যোতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে—জানাসি মাং, জানাসি মামিতি, তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্, তাবজ্জানাতি ॥৫০৯॥১

হে সোম্য, উপতাপিনং (জ্বরাদি-সন্তাপযুক্তং) [মুমূর্ষুং] পুরুষং (হস্তপদাদি-বিশিষ্টং) জ্ঞাতয়ঃ (বান্ধবাঃ) পর্য্যুপাসতে (পরিতঃ বেষ্টয়িত্বা পৃচ্ছন্তি)—মাং জানাসি কিম্?—মাং জানাসি কিম্? ইতি। যাবৎ তস্য (মুমূর্ষোঃ পুরুষস্য) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) মনসি সম্পদ্যতে (মনোঽধীনা ভবতি), মনঃ প্রাণে [সম্পদ্যতে], প্রাণঃ তেজসি [সম্পদ্যতে]। তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং (আত্মনি) [সম্পদ্যতে], তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তং) জানাতি (পরিচিনোতি) [জ্ঞাতীন্]॥

হে সোম্য, জ্ঞাতিগণ, উপতাপযুক্ত অর্থাৎ জ্বরাদি রোগাক্রান্ত (মুমূর্ষু) ব্যক্তিকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপাসনা করিতে থাকে অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে—আমাকে জান কি?—আমাকে জান কি? যতক্ষণ তাহার বাক্ মনেতে না মিলে, মনঃ প্রাণে না মিলে, প্রাণ তেজে না মিলে, এবং তেজঃও পরা দেবতাতে মিলিত না হয়, ততক্ষণ জানে—চিনিতে পারে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পুরুষং হে সোম্য, উপতাপিনং জ্বরাদ্যুপতাপবন্তং জ্ঞাতয়ঃ বান্ধবাঃ পরিবার্য্য উপাসতে মুমূর্ষুম্,—জানাসি মাং—তব পিতরং, পুত্রং ভ্রাতরঞ্চেতি পৃচ্ছন্তঃ, তস্য মুমূর্ষোঃ যাবৎ ন বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামিত্যেতদুক্তার্থম্ ॥৫০৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—॥৫০৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, জ্ঞাতি (বান্ধবগণ) উপতাপী—জ্বরাদিরোগ-ক্লিষ্ট মুমূর্ষু পুরুষকে পরিবেষ্টিত করিয়া এইরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, (জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে) আমাকে—তোমার পিতা, পুত্র ও ভ্রাতাকে জান কি? (চিনিতে পার কি?), যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্ মনেতে,

মনঃ প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে এবং তেজঃও পরা দেবতাতে [মিলিত না হয়], ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫০৯॥১

অথ যদাস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি ॥৫১০॥২

অথ (অনন্তরং) যদা (যস্মিন্ কালে) অস্য (মুমূর্ষোঃ) বাক্ মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং [সম্পদ্যতে]; অথ (অনন্তরং—ততঃ পরম্) ন জানাতি (বান্ধবাদীন্ ন পরিচিনোতি)॥

অনন্তর যখন এই মুমূর্ষুর বাক্ মনেতে, মনঃ প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে, তেজঃ পরা দেবতাতে বিলীন হয়, তাহার পর আর (জ্ঞাতি প্রভৃতিকে) চিনিতে পারে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সংসারিণো যো মরণক্রমঃ, স এবায়ং বিদুষোঽপি সংসম্পত্তিক্রম ইত্যেতদাহ—পরস্যাং দেবতায়াং তেজসি সম্পন্নে অথ ন জানাতি। অবিদ্বাংস্তু সত উত্থায় প্রাগ্ভাবিতং ব্যাঘ্রাদিভাবং দেবমনুষ্যাদিভাবং বা বিশতি; বিদ্বাংস্তু শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিত-জ্ঞানদীপপ্রকাশিতং সদ্ব্রহ্মাত্মানং প্রবিশ্য নাবর্ত্ততে, ইত্যেষ সৎসম্পত্তিক্রমঃ।

অন্যে তু মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা উৎক্রম্য আদিত্যাদিদ্বারেণ সৎ গচ্ছন্তীত্যাহুঃ তদসৎ; দেশ-কালনিমিত্ত-ফলাভিসন্ধানেন গমনদর্শনাৎ। ন হি সদাত্মৈকত্বদর্শিনঃ সত্যাভিসন্ধস্য দেশ-কালনিমিত্তফলাদ্যনৃতাভিসন্ধিরুপপদ্যতে, বিরোধাৎ। অবিদ্যাকামকর্ম্মণাঞ্চ গমননিমিত্তানাং সদ্বিজ্ঞান-হুতাশনবিপ্লুষ্টত্বাৎ গমনানুপপত্তিরেব; "পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ" ইত্যাথর্ব্বণে, নদীসমুদ্রদৃষ্টান্তশ্রুতেশ্চ ॥৫১০॥২

আনন্দগিরিঃ।—নন্বেষ সংসারিণো মরণক্রমঃ, ন তু বিদুষঃ সৎসম্পত্তিক্রমঃ, তয়োর্বিশেষস্য বক্তব্যত্বাদত আহ—সংসারিণ ইতি। করণোপরমে তেজঃসহচরিতভূতসূক্ষ্মোপসংহারে চ বিশেষবিজ্ঞানাভাবঃ সমান এব বিদ্বদবিদুষোরিত্যর্থঃ। কস্তর্হি তয়োর্বিশেষঃ, তত্রাহ—অবিদ্বানিতি।

সতস্তস্মাৎ অজ্ঞাতাৎ সদাত্মনঃ সকাশাদিতি যাবৎ। একদেশিমতমুত্থাপ্য প্রত্যাচষ্টে—অন্যে ত্বিতি। ভবতু বিদুষোঽপি তদভিসন্ধিপূর্ব্বকং গমনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। আদিশব্দেন গত্যাগতী গৃহ্যেতে। সদ্বিজ্ঞানবতো গমনাযোগে হেত্বন্তরমাহ—অবিদ্যেতি। বিদুষোঽবিদ্যাকামকর্ম্মণামভাবে প্রমাণমাহ—পর্য্যাপ্তকামস্যেতি। ননু কামপ্রবিলয় এবাত্র শ্রূয়তে, নাবিদ্যাকামকর্ম্মনির্ম্মোকস্তত্রাহ—নদীতি। যথা নদ্যো গঙ্গাদ্যা নামরূপে বিহায় সমুদ্রং প্রবিশন্তি, তথা বিদ্বান্ নামরূপে হিত্বা পরং পুরুষমুপৈতীতি দৃষ্টান্তপূর্ব্বিকায়াঃ শ্রুতের্নামরূপবীজাবস্থাবিদ্যায়া লয়ো গম্যতে, ন চাবিদ্যাকাময়োরভাবে কর্ম্মোপপত্তিঃ, তস্মাৎ ন বিদুষো গতিপূর্ব্বিকা সৎসম্পত্তিরিত্যর্থঃ ॥৫১০॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সংসারীদিগের মরণপ্রণালী যেরূপ, জ্ঞানীর সৎসম্পত্তি প্রণালীও তদনুরূপ, ইহাই বলিতেছেন—তেজঃ (শারীর উষ্মা) পরা দেবতাতে মিলিত হইলে পর আর জানে না, অর্থাৎ বোধশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবিদ্বান্ পুরুষ সেখান হইতে উঠিয়া পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী ব্যাঘ্রাদি ভাব কিংবা দেবতাদি ভাব অথবা মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-জাত বিবেক-জ্ঞানময় দীপে প্রকাশিত সৎব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে প্রবেশ করিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না, ইহাই সৎসম্পত্তির ক্রম বা প্রণালী।

কেহ কেহ বলেন—জ্ঞানী পুরুষ মূর্দ্ধন্য (মস্তকস্থ) নাড়ী দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হইয়া আদিত্যাদি দ্বারা অর্থাৎ আদিত্যলোক, চন্দ্রলোক ও বিদ্যুৎ-লোকাদি-ক্রমে সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এ কথা ঠিক নহে; কেননা, দেখিতে পাওয়া যায়, দেশ, কাল ও নিমিত্তানুযায়ী ফলাভিলাষ-অনুসারেই স্থান-বিশেষে গমন হইয়া থাকে; কিন্তু সৎস্বরূপ আত্মৈকত্বদর্শী সত্যাভিসন্ধ পুরুষের পক্ষে ত কখনই অসত্য দেশ, কাল ও নিমিত্তানুযায়ী ফলাভিলাষ উপপন্ন হইতে পারে না; কারণ, উহা বিরুদ্ধ। অধিকন্তু, গমনের নিমিত্তীভূত অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মসমূহ সৎস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ হুতাশনদ্বারা দগ্ধ হওয়ায় গমনেরই আর সম্ভাবনা হয় না। বিশেষতঃ 'পূর্ণকাম কৃতাত্মার (আত্মদর্শীর) সমস্ত কামনা এখানেই বিলীন হইয়া যায়' এই আথর্ব্বণ শ্রুতিতে নদীরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ॥৫১০॥২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদꣳ সর্ব্বং তৎ সত্যꣳ স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫১১॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৬।১৫॥

"সঃ যঃ" ইত্যাদি কৃতব্যাখ্যানমধস্তাৎ। মরণোত্তরম্ উভয়োঃ সৎসম্পত্তেঃ তুল্যত্বেঽপি অবিদ্বান্ আবর্ত্ততে, নতু বিদ্বান্; ইত্যত্র যৎ কারণং, দৃষ্টান্তেন পুনরপি মাং ভগবান্ তৎ বিজ্ঞাপয়তু ইতি। তথা সোম্যেতি উবাচ পিতা ইত্যর্থঃ॥

"সঃ যঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে মৃত্যুর পর সৎসম্পত্তি সমান হইলেও অবিদ্বান্ প্রত্যাবৃত্ত হয়, আর বিদ্বান্ প্রত্যাবৃত্ত হয় না; ইহার কারণ পুনশ্চ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে মাত্র॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স য ইত্যাদি সমানম্। যদি মরিষ্যতো মুমুক্ষতশ্চ তুল্যা

সৎসম্পত্তিঃ, তত্র বিদ্বান্ সৎসম্পন্নো নাবর্ত্ততে, আবর্ত্ততেঽবিদ্বান্, ইত্যত্র কারণং দৃষ্টান্তেন ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥৫১১॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১৫॥

আনন্দগিরিঃ।—বিমতঃ সৎসম্পন্নঃ পুনরাবৃত্তিমর্হতি, সৎসম্পন্নত্বাৎ ; মরণকালে সৎসম্পন্নবৎ, বিমতো বা বিশেষবিজ্ঞানাভাবো নাত্যন্তিকো বিদুষো বিশেষবিজ্ঞানাভাবত্বাৎ, মরণকালীন-বিশেষবিজ্ঞানাভাববৎ, ইত্যনুমানাৎ বিদ্বদবিদুষোরবিশেষং মন্বানঃ শঙ্কতে—যদীতি। তত্রানৃতাভিসন্ধত্বং তাদৃগভিসন্ধিমন্নিষ্ঠত্বং চোপাধিরিত্যনুমানদ্বয়ং দূষয়িতুমুত্তরং গ্রন্থমুত্থাপয়তি—তথেতি ॥৫১১॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—'সঃ যঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বের অনুরূপ। ভাল, সাধারণ মৃত ও মুমুক্ষু, উভয়েরই যদি সৎসম্পত্তি সমান হয়, তাহা হইলে, বিদ্বান্ পুরুষ সৎসম্পন্ন হইয়া আর ফিরিয়া আসেন না; কিন্তু অবিদ্বান্ ফিরিয়া আসে, ইহার কারণ আপনি পুনশ্চ আমাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিন। [পিতা] বলিলেন, হে সোম্য, তথাস্তু ॥৫১১॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১৫॥

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ—স্তেয়মকার্ষীৎ, পরশুমস্মৈ তপতেতি। স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি, তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে; সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি, স দহ্যতেঽথ হন্যতে ॥৫১২॥১

[প্রকৃতার্থ-প্রবোধনায় চৌর্য্যদৃষ্টান্তমবতারয়তি—"পুরুষম্" ইত্যাদিনা।]—হে সোম্য, [রাজপুরুষাঃ অয়ং জনঃ] অপহার্ষীৎ (ধনাপহরণং কৃতবান্)—স্তেয়ম্ (চৌর্য্যম্) অকার্ষীৎ, অস্মৈ (অস্য শোধনার্থং) পরশুং (কুঠারং) তপত (তপ্তং কুরুত) [হে জনাঃ], ইতি [বদন্তঃ চৌর্য্যকর্ম্মণি সন্দিহ্যমানং] পুরুষং হস্তগৃহীতং (বদ্ধহস্তং) আনয়ন্তি (বিচারকসমীপে উপস্থাপয়ন্তি)। সঃ (পুরুষঃ) যদি তস্য (চৌর্য্যস্য) কর্ত্তা (চোর এব) ভবতি, [তদা] তত এব (পরশুগ্রহণাদেব) আত্মানম্ অনৃতং (অসত্যম্—অসত্যাভিসন্ধং) কুরুতে; অনৃতাভিসন্ধঃ সঃ (পুরুষঃ) অনৃতেন (অসত্যেন) আত্মানং (স্বং) অন্তর্ধায় (আবৃত্য) তপ্তং পরশুং প্রতিগৃহ্ণাতি, সঃ (পরশুং গৃহ্ণন্) দহ্যতে; অথ (অনন্তরং) হন্যতে (রাজপুরুষৈঃ পীড্যতে)॥

হে সোম্য, এই ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে—চুরি করিয়াছে, এই বলিতে বলিতে রাজপুরুষগণ চৌর্য্য-সন্দেহে কোন পুরুষকে হাত বাঁধিয়া [বিচারকসমীপে] লইয়া আইসে; [এবং বলে যে], ইহার জন্য কুঠার তপ্ত কর। সে যদি যথার্থ ই চৌর্য্যকারী হয়, তাহা হইলে সেই পরশু-গ্রহণ দ্বারাই আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে; সেই অসত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি অসত্য দ্বারা আপনাকে আবৃত রাখিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে, সে দগ্ধ হয়; অতঃপর রাজপুরুষগণকর্ত্তৃক প্রহৃত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শৃণু—যথা সোম্য, পুরুষং চৌর্য্যকর্ম্মণি সন্দিহ্যমানং নিগ্রহায় পরীক্ষণায় উত অপি হস্তগৃহীতং বদ্ধহস্তম্ আনয়ন্তি রাজপুরুষাঃ। কিং কৃতবানয়মিতি—পৃষ্টাশ্চ আহুঃ—অপহার্ষীৎ ধনমস্যায়ম্। তে চাহুঃ—কিম্ অপহরণমাত্রেণ বন্ধনমর্হতি, অন্যথা দত্তেঽপি ধনে বন্ধনপ্রসঙ্গাৎ; ইত্যুক্তাঃ পুনরাহুঃ—

স্তেয়মকার্ষীৎ চৌর্য্যেণ ধনমপহার্ষীদিতি। তেষ্বেবং বদৎস্থ ইতরোঽপহ্নুতে—নাহং তৎকর্ত্তা ইতি। তে চাহুঃ—সন্দিহ্যমানং স্তেয়মকার্ষীঃ ত্বমস্য ধনস্যেতি। তস্মিংশ্চ অপহ্নুবানে আহুঃ—পরশুমস্মৈ তপতেতি,—শোধয়তু আত্মানমিতি। স যদি তস্য স্তৈন্যস্য কর্ত্তা ভবতি বহিশ্চাপহ্নুতে, স এবম্ভূতঃ তত এবানৃতম্ অন্যথাভূতং সন্তমন্যথা আত্মানং কুরুতে, স তথানৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্ধায় ব্যবহিতং কৃত্বা পরশুং তপ্তং মোহাৎ প্রতিগৃহ্লাতি, স দহ্যতে; অথ হন্যতে রাজপুরুষৈঃ স্বকৃতেনানৃতাভিসন্ধি-দোষেণ ॥৫১২॥১

আনন্দগিরিঃ।—পরীক্ষণায় পরীক্ষাদ্বারেণ রক্ষণার্থমিতি যাবৎ। পরস্বগ্রহণমাত্রেণ বন্ধনে প্রতিগ্রহীতুরপি বন্ধনপ্রসঙ্গাৎ ন তন্মাত্রং বন্ধনকারণমিত্যাহ—অন্যথেতি। তত এবানৃতাভিসন্ধত্বাদেবেত্যর্থঃ ॥৫১২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে সোম্য, শ্রবণ কর—যেমন চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া সন্দিহ্যমান কোন পুরুষকে রাজকর্ম্মচারিগণ দণ্ড দিবার জন্য হস্তগৃহীত অর্থাৎ হাত বাঁধিয়া লইয়া আইসে; এই লোকটি কি করিয়াছে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, এই লোকটি ইহার ধন অপহরণ করিয়াছে। শ্রোতৃবৃন্দ জিজ্ঞাসা করিল যে, কেবল ধন অপহরণ করিলেই কি বন্ধনার্হ হয়? তাহা হইলে ত ধন দিলেও অর্থাৎ অপরের প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিলেও বন্ধন হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে তাহারা পুনশ্চ বলিল, না—স্তেয় করিয়াছে—চৌর্য্য দ্বারা ধন অপহরণ করিয়াছে। রাজ-পুরুষগণ এইরূপ বলিলে পর, সেই গৃহীত পুরুষ 'আমি চুরি করি নাই' বলিয়া গোপন করিতে থাকে। তখন তাহারা বলে যে, সন্দেহ হইতেছে—তুমি ইহার ধন চুরি করিয়াছ। সে লোক পুনশ্চ গোপন করিতে থাকে। তখন তাহারা বলে যে,—ইহার জন্য কুঠার তপ্ত কর, আপনাকে শুদ্ধ করুক, অর্থাৎ নির্দ্দোষ প্রমাণ করুক। বাস্তবিকপক্ষে, সে যদি চৌর্য্যকারী হইয়া থাকে, এবং বাহিরে কেবল গোপন করিতে থাকে, তাহা হইলে, ঈদৃশাবস্থায় সে ব্যক্তি আপনাকে অনৃত করে, অর্থাৎ নিজে অন্যথাভূত (চৌর্য্যকারী হইয়াও আপনাকে) অন্যথাভূত (চৌর্য্যকারী নয়) বলিয়া প্রকাশ করে। অসত্যসন্ধ সেই লোক অনৃত (অসত্যব্যবহার) দ্বারা আপনাকে অন্তর্হিত—ব্যবহিত করিয়া মোহবশে তপ্ত পরশু (কুঠার) গ্রহণ করে, এবং সে দগ্ধ হইতে থাকে; অতঃপর স্বকৃত অসত্যাভিসন্ধির ফলে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইতে থাকে (১) ॥৫১২॥১

(১) তাৎপর্য্য—পুরাকালে বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ অমীমাংস্য বা সন্দেহের বিষয়ীভূত হইলে দিব্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তপ্ত পরশুগ্রহণ তাহার অন্যতম; অপরাধী বলিয়া

অথ যদি তস্যাকর্ত্তা ভবতি, তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে, স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি, স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে ॥৫১৩॥২

অথ (পক্ষান্তরে) [সঃ গৃহীতঃ পুরুষঃ] যদি তস্য (চৌর্য্যস্য) অকর্ত্তা ভবতি (চৌর্য্যকারী ন ভবতি); ততঃ (তস্মাৎ তপ্তপরশুগ্রহণাদেব) আত্মানং সত্যং কুরুতে। সঃ সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেন আত্মানম্ অন্তর্ধায় (ব্যবধায়) তপ্তং পরশুং প্রতিগৃহ্ণাতি; সঃ (গ্রহীতা) ন দহ্যতে; অথ (অনন্তরং) মুচ্যতে (বন্ধনমুক্তঃ ভবতি)॥

পক্ষান্তরে সে লোক যদি বাস্তবিকই চৌর্য্যকারী না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেই আপনাকে সত্যসন্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করে। সত্যাভিসন্ধ সেই লোক আপনাকে সত্য দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তপ্ত পরশু গ্রহণ করে; সেইজন্য সে দগ্ধ হয় না; তাহার পর মুক্তি লাভ করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদি তস্য কর্ম্মণোঽকর্ত্তা ভবতি, তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে। স সত্যেন তয়া স্তৈন্যাকর্ত্তৃতয়া আত্মানমন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতি-গৃহ্ণাতি। সত্যাভিসন্ধঃ সন্ ন দহ্যতে সত্যব্যবধানাৎ, অথ মুচ্যতে চ মৃষাভি-যোক্তৃভ্যঃ। তপ্তপরশু-হস্ততলসংযোগস্য তুল্যত্বেঽপি স্তেয়কর্ত্রকর্ত্রোরনৃতাভিসন্ধো দহ্যতে, ন তু সত্যাভিসন্ধঃ ॥৫১৩॥২

আনন্দগিরিঃ।—তত এবেতি স্তৈন্যস্য কর্ম্মণোঽকর্ত্তৃত্বাদেবেত্যর্থঃ দৃষ্টান্তে বিব-ক্ষিতমংশমনুবদতি—তপ্তেতি ॥৫১৩॥২

ভাষ্যানুবাদ।—আর যদি বাস্তবিকপক্ষে চৌর্য্যকারী না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে আপনাকে সত্য (সত্যবাদী) করিয়া থাকে; সে লোক সেই চৌর্য্যকর্ত্তৃত্বাভাব দ্বারা আপনাকে অন্তরিত অর্থাৎ ব্যবহিত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে। সত্যাভিসন্ধ হওয়ায়—সত্য দ্বারা ব্যবহিত থাকায় দগ্ধ হয় না। অধিকন্তু, মিথ্যা অভিযোগকারীদিগের নিকট হইতেও মুক্তি লাভ করে।

গৃহীত ব্যক্তির অপরাধ যখন সাক্ষ্যাদি প্রমাণে নিঃসন্দেহরূপে অবধারিত হইতেছে না; অথচ বাদিপক্ষ দোষ উত্থাপন করিতেছে, কিন্তু বিবাদী তাহা অস্বীকার করিতেছে; এইরূপ সঙ্কটাবস্থায় দিব্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত, সেই পরীক্ষায় আসামী যদি নিষ্পাপ প্রতিপন্ন হইত, তাহা হইলেই সে মুক্তিলাভ করিত। আলোচ্য তপ্ত পরশুগ্রহণের পদ্ধতি এইরূপ— একখানি কুঠার অগ্নিতে উত্তমরূপে উত্তপ্ত করিয়া সন্দিগ্ধ অপরাধীকে স্বহস্তে তাহা গ্রহণ করিতে হইত, সেই ব্যক্তি যদি সত্য সত্যই পাপ করিত, তাহা হইলে তাহার হস্ত দগ্ধ হইত, আর নিরপরাধ হইলে পরশুধারণে কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, তাহার ফলে সে লোক বন্ধন-মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিত।

চৌর্য্যের কর্ত্তা ও অকর্ত্তা উভয়েরই তপ্ত পরশুর সহিত হস্ততলের সম্বন্ধ তুল্য হইলেও, তন্মধ্যে অনৃতাভিসন্ধ দগ্ধ হয়, আর সত্যাভিসন্ধ দগ্ধ হয় না, [ইহাই সত্য-মিথ্যার ফলগত তারতম্য] ॥৫১৩॥২

স যথা তত্র নাদাহ্যেত ; ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি, তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥৫১৪॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১৬॥

সঃ (সত্যাভিসন্ধঃ) যথা (যদ্বৎ) তত্র (তপ্তপরশুগ্রহণে) ন অদাহ্যেত (ন দহ্যেত), [এবং সত্যাভিসন্ধানৃতাভিসন্ধয়োঃ শরীরপাতকালে সৎসংপত্তেঃ তুল্যত্বেঽপি সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষঃ, অনৃতাভিসন্ধস্য চ বন্ধনং ভবতীতি বোদ্ধব্যম্। প্রকরণার্থমুপসংহরন্ আহ—ইদম্ (সর্ব্বং জগৎ) ঐতদাত্ম্যম্, তৎ সত্যম্, সঃ আত্মা ; হে শ্বেতকেতো, ত্বমপি তৎ (সদাত্মস্বরূপম্) অসি (ভবসি) ইতি। অস্য (পিতুঃ) তৎ (উপদেশবচনং) বিজজ্ঞৌ (বিশেষেণ জ্ঞাতবান্) [শ্বেতকেতুরিতি শেষঃ] ॥

উক্ত সত্যবাদী পুরুষ যেমন তপ্তপরশুগ্রহণ করিয়াও দগ্ধ হয় না, এবং বন্ধন হইতেও বিমুক্ত হয় ; তেমনি সত্যাভিসন্ধ ও অসত্যাভিসন্ধ পুরুষদ্বয়ের মধ্যে সৎ-ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মুক্তি হয়, আর তদনভিজ্ঞ ব্যক্তির বন্ধন—পুনরুত্থান হয়। এখন প্রকরণার্থের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—এই সমস্ত জগৎই তদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ; তাহাই সত্য, এবং সেই সৎ পদার্থই আত্মা ; হে শ্বেতকেতো, তুমিও তৎস্বরূপই হও। অতঃপর শ্বেতকেতু তাঁহার উপদেশ বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন—বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যথা সত্যাভিসন্ধঃ তপ্তপরশুগ্রহণকর্ম্মণি সত্যব্যবহিতহস্ততলত্বাৎ নাদাহ্যেত ন দহ্যেত ইত্যেতৎ, এবং সদ্ব্রহ্ম-সত্যাভিসন্ধেতরয়োঃ শরীরপাতকালে চ তুল্যায়াং সৎসম্পত্তৌ বিদ্বান্ সৎ সম্পদ্য ন পুনর্ব্ব্যাঘ্রদেবাদিদেহগ্রহণায় আবর্ত্ততে, অবিদ্বাংস্তু বিকারানৃতাভিসন্ধঃ পুনর্ব্ব্যাঘ্রাদিভাবং দেবতাদিভাবং বা যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং প্রতিপদ্যতে। যদাত্মাভিসন্ধ্যনভিসন্ধিকৃতে মোক্ষবন্ধনে, যচ্চ মূলং জগতঃ, যদায়তনাঃ যৎপ্রতিষ্ঠাশ্চ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ, যদাত্মকঞ্চ সর্ব্বং, যচ্চাজমমৃতমভয়ং শিবমদ্বিতীয়ম্, তৎ সত্যং, স আত্মা তব ; অতঃ তৎ ত্বমসি হে শ্বেতকেতো, ইত্যুক্তার্থমসকৃদ্বাক্যম্।

কঃ পুনরসৌ শ্বেতকেতুঃ—ত্বং-শব্দার্থঃ ? যোঽহং শ্বেতকেতুরুদ্দালকস্য পুত্র

ইতি বেদ আত্মানম্ আদেশং শ্রুত্বা মত্বা বিজ্ঞায় চ অশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতুং পিতরং পপ্রচ্ছ—কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি। স এষোঽধিকৃতঃ শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা তেজোঽবন্নময়ং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং প্রবিষ্টা পরৈব দেবতা নামরূপব্যাকরণায়—আদর্শে ইব পুরুষঃ, সূর্য্যাদিরিব জলাদৌ প্রতিবিম্বরূপেণ। স আত্মানং কার্য্য-করণেভ্যঃ প্রবিভক্তং সদ্রূপং সর্ব্বাত্মানং প্রাক্ পিতুঃ শ্রবণাৎ ন বিজজ্ঞৌ। অথেদানীং পিত্রা প্রতিবোধিতঃ তত্ত্বমসীতি দৃষ্টান্তৈর্হেতুভিশ্চ, তৎ পিতুরস্য হ কিলোক্তং সদেবাহমস্মীতি বিজজ্ঞৌ বিজ্ঞাতবান্। দ্বির্ব্বচনমধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থম্।

কিং পুনরত্র ষষ্ঠে বাক্যপ্রমাণেন জনিতং ফলমাত্মনি? কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়ো-রধিকৃতত্ববিজ্ঞাননিবৃত্তিস্তস্য ফলম্, যমবোচাম—ত্বং-শব্দবাচ্যমর্থং শ্রোতুং মন্তুঞ্চাধিকৃতমবিজ্ঞাতবিজ্ঞানফলার্থম্। প্রাক্ চৈতন্যাদ্বিজ্ঞানাদ্ অহমেবং করি-ষ্যামি অগ্নিহোত্রাদীনি কর্ম্মাণি, অহমত্রাধিকৃতঃ, এষাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলমিহামুত্র চ ভোক্ষ্যে, কৃতেষু বা কর্ম্মসু কৃতকর্ত্তব্যঃ স্যাম্—ইত্যেবং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োরধি-কৃতোঽস্মীতি আত্মনি যদ্বিজ্ঞানমভূৎ তস্য, যৎ সৎ জগতো মূলম্ একমেবাদ্বিতীয়ম্, তৎ ত্বমসীত্যনেন বাক্যেন প্রতিবুদ্ধস্য নিবর্ত্ততে, বিরোধাৎ—ন হ্যেকস্মিন্নদ্বিতীয়ে আত্মনি অয়মহমস্মীতি বিজ্ঞাতে, মমেদমন্যৎ, অনেন কর্ত্তব্যম্, ইদং কৃত্বা অস্য ফলং ভোক্ষ্যে, ইতি বা ভেদবিজ্ঞানমুপপদ্যতে। তস্মাৎ সৎ-সত্যাদ্বিতীয়াত্মবিজ্ঞানে বিকারানৃতজীবাত্মবিজ্ঞানং নিবর্ত্তত ইতি যুক্তম্।

ননু তত্ত্বমসীত্যত্র ত্বং-শব্দবাচ্যেঽর্থে সদ্বুদ্ধিরাদিশ্যতে, যথা আদিত্য-মন-আদিষু ব্রহ্মাদিবুদ্ধিঃ, যথা চ লোকে প্রতিমাদিষু বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধিঃ, তদ্বৎ; নতু সদেব ত্বমিতি; যদি সদেব শ্বেতকেতুঃ স্যাৎ, কথমাত্মানং ন বিজানীয়াৎ, যেন তস্মৈ তত্ত্বমসীত্যুপদিশ্যতে? ন, আদিত্যাদিবাক্যবৈলক্ষণ্যাৎ,—'আদিত্যো ব্রহ্ম' ইত্যাদৌ ইতি-শব্দব্যবধানাৎ ন সাক্ষাদ্ব্রহ্মত্বং গম্যতে; রূপাদিমত্ত্বাচ্চ আদিত্যাদীনাম্। আকাশ-মনসোশ্চ ইতি-শব্দব্যবধানাদেব অব্রহ্মত্বম্ ইহ তু সত এবেহ প্রবেশং দর্শয়িত্বা তত্ত্বমসীতি নিরঙ্কুশং সদাত্মভাবমুপদিশতি।

ননু পরাক্রমাদিগুণঃ সিংহোঽসি ত্বম্, ইতিবৎ তত্ত্বমসীতি স্যাৎ? ন, মৃদাদি-বৎ সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, সত্যম্ ইত্যুপদেশাৎ। ন চ উপচারবিজ্ঞানাৎ "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি সৎসম্পত্তিরুপদিশ্যেত; মৃষাত্বাদুপচারবিজ্ঞানস্য—ত্বমিন্দ্রো যম ইতিবৎ। নাপি স্তুতিঃ অনুপাস্যত্বাৎ; শ্বেতকেতোঃ। নাপি সৎ শ্বেতকেতু-ত্বোপদেশেন স্তূয়তে; ন হি রাজা 'দাসস্ত্বম্' ইতি স্তুত্যঃ স্যাৎ। নাপি সতঃ সর্ব্বাত্মনা একদেশনিরোধো যুক্তঃ—তত্ত্বমসীতি—দেশাধিপতেরিব গ্রামাধ্যক্ষ-

স্বমিতি। ন চান্যা গতিরিহ সদাত্মত্বোপদেশাদর্থান্তরভূতা সম্ভবতি। ননু সদস্মীতি বুদ্ধিমাত্রমিহ কর্ত্তব্যতয়া চোদ্যতে, ন তু অজ্ঞাতং সদস্মীতি জ্ঞাপ্যতে, ইতি চেৎ। ননু অস্মিন্ পক্ষেঽপি অশ্রুতং শ্রুতং ভবতীত্যাদ্যনুপপন্নম্। ন, সদস্মীতি বুদ্ধিবিধেঃ স্তুত্যর্থত্বাৎ। ন, "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" "তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যুপদেশাৎ। যদি হি সদস্মীতি বুদ্ধিমাত্রং কর্ত্তব্যতয়া বিধীয়তে, নতু ত্বং-শব্দবাচ্যস্য সদ্রূপত্বমেব, তদা ন 'আচার্য্যবান্ বেদ' ইতি জ্ঞানোপায়োপদেশো বাচ্যঃ স্যাৎ। যথা "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" ইত্যেবমাদিষু অর্থপ্রাপ্তমেবাচার্য্যবত্ত্বমিতি, তদ্বৎ। "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি চ ক্ষেপকরণং ন যুক্তং স্যাৎ। সদাত্মতত্ত্বে অবিজ্ঞাতেঽপি সকৃদ্‌বুদ্ধিমাত্রকরণে মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তত্ত্বমসীত্যুক্তে নাহং সদিতি-প্রমাণবাক্যজনিতা বুদ্ধির্নিবর্ত্তয়িতুং শক্যা, নোৎপন্নেতি বা শক্যং বক্তুম্; সর্ব্বোপনিষদ্বাক্যানাং তৎপরতয়ৈবোপক্ষয়াৎ। যথা অগ্নিহোত্রাদি-বিধিজনিতাগ্নিহোত্রাদিকর্ত্তব্যতাবুদ্ধীনাম্ অতথার্থত্বমনুৎপন্নত্বং বা ন শক্যতে বক্তুম্, তদ্বৎ।

যত্তু উক্তম্—সদাত্মা সন্ নাত্মানং কথং ন জানীয়াদিতি? নাসৌ দোষঃ, কার্য্যকরণসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তঃ অহং জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তেত্যপি স্বভাবতঃ প্রাণিনাং বিজ্ঞানাদর্শনাৎ, কিমু তস্য সদাত্মবিজ্ঞানম্। কথমেবং ব্যতিরিক্তবিজ্ঞানে অসতি তেষাং কর্ত্তৃত্বাদিবিজ্ঞানং সম্ভবতি দৃশ্যতে চ; তদ্বৎ তস্যাপি দেহাদিষু আত্মবুদ্ধিত্বাৎ ন স্যাৎ সদাত্মবিজ্ঞানম্। তস্মাদ্বিকারানৃতাধিকৃত-জীবাত্মবিজ্ঞাননিবর্ত্তকমেব ইদং বাক্যং—তত্ত্বমসীতি সিদ্ধমিতি ॥৫১৪॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষোড়শ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৬॥১৬॥

আনন্দগিরিঃ।—তদানুবাদপূর্ব্বকং দার্ষ্টান্তিকমাহ—স যথেতি। স য এষোঽণিমেত্যাদি ব্যাচষ্টে—যদাত্মেতি।

ত্বং তদসীতি ত্বমর্থোদ্দেশেন তদর্থভাবো বিধীয়তে, তত্রোদ্দেশ্যস্য শরীরদ্বয়-বিশিষ্টস্য বিরোধাদশরীরব্রহ্মাত্মত্বং বিধাতুমশক্যমিতি মন্বানশ্চোদয়তি—কঃ পুনরিতি। ত্বং-পদেন বাচ্যস্য লক্ষ্যস্য বা ব্রহ্মত্বাযোগস্তয়োচ্যতে। নাদ্যোঽঙ্গীকারাৎ, ন দ্বিতীয়ঃ শরীরবৈশিষ্ট্যোপলক্ষিতস্য শ্রোতৃত্বাদ্যধ্যাসাস্পদস্য ত্বং-পদলক্ষ্যস্য ব্রহ্মত্ববিধানে বিরোধাস্ফুরণাদিতি পরিহরতি—যোঽহমিতি। বিজ্ঞায় চ বেদেতি পূর্ব্বেণ সহ সম্বন্ধঃ। তস্য সতঃ সকাশাদৌপাধিকো ভেদঃ, বস্তুতস্ত্বৈক্যমিতি মত্বাহ—তেজোঽবন্নময়মিতি। ত্বং-পদার্থং শ্বেতকেতুং নির্দ্ধার্য্য তদ্ধাস্যেত্যাদি ব্যাচষ্টে—আত্মানমিতি।

অজ্ঞাতার্থপ্রকাশনং মানফলং, তস্য স্বপ্রকাশে ব্রহ্মণি নোপপত্তিরিতি মন্বানশ্চোদয়তি—কিং পুনরিতি। অত্রাত্মনীতি সম্বন্ধঃ। স্বপ্রকাশে প্রকাশাতিশয়স্য মানফলস্য অসম্ভবেঽপ্যধ্যস্তব্যাবৃত্তিস্তৎফলং ভবিষ্যতীত্যুত্তরমাহ—কর্ত্তৃত্বেতি। অশ্রুতস্য শ্রবণায় অমতস্য মননায়াবিজ্ঞাতস্য বিজ্ঞানফলসিদ্ধয়ে চাধিকৃতং যমর্থং ত্বং-পদবাচ্যমবোচাম, তস্য স্বাত্মনি ক্রিয়াকর্ত্তৃত্বে ফলভোক্তৃত্বে চ যন্মিথ্যৈবাধিকৃতত্ব-বিজ্ঞানং, তন্নিবৃত্তিঃ মানফলমিতি যোজনা। যথোক্তং মানফলমেব প্রপঞ্চয়তি—প্রাক্‌চেতি। অহমেবাত্রাধিকৃতশ্চেতি চকারস্য সম্বন্ধঃ। তস্যেত্যজ্ঞস্যেত্যর্থঃ, বিরোধমেব স্ফোরয়তি—ন হীতি। প্রমাণফলমুপসংহরতি—তস্মাদিতি।

তত্ত্বমসীতি বাক্যং মুখ্যৈকত্বপরমিতি স্বপক্ষমুক্ত্বা পরপক্ষং শঙ্কতে—নন্বিতি। আধ্যাসিকমেকত্বং সামানাধিকরণ্যালম্বনমিতি স্বপক্ষং দৃষ্টান্তেনোক্ত্বা সিদ্ধান্তং দূষয়তি—ন ত্বিতি। শ্বেতকেতোঃ সন্মাত্রত্বে তদজ্ঞানাযোগাৎ অসকৃদুপদেশাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কিমধ্যাসবাক্যসামান্যাৎ আধ্যাসিকমেকত্বং সামানাধিকরণ্যালম্বনং? কিং বা মুখ্যৈকত্বে বাধকসদ্ভাবাৎ? ইতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। যথা লোকে শুক্তিকাং রজতমিতি প্রত্যেতি ইত্যাদাবিতি-শব্দপরম্ সামানাধিকরণ্যং ন বস্তুনিষ্ঠং দৃষ্টং, তথাধ্যাসবাক্যানামপি আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ ইত্যাদীনাম্ ইতি-শব্দপরসামানাধিকরণ্যবশাৎ অবস্তুনিষ্ঠত্বং গম্যতে, ন তথা তত্ত্বমসি-বাক্যস্য অবস্তুনিষ্ঠত্বম্, ইতি-শব্দপরত্বাভাবেন সামানাধিকরণ্যস্য স্বরূপপর্য্যবসায়িত্বনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ। ইহ ত্বিতি প্রকরণোক্তিঃ। ইহ প্রবেশং দর্শয়িত্বা ইত্যত্র তেজোঽবন্নময়ং সঙ্ঘাতমিহেতি ব্যপদিশতি।

জীবব্রহ্মণোঃ ভেদগ্রাহিপ্রমাণাবিরোধাৎ ন মুখ্যমেকত্বং, কিন্তু চৈতন্যগুণযোগাৎ গৌণমিতি দ্বিতীয়ং শঙ্কতে—নন্বিতি। যথা মৃদাদিকারণমেব ঘটাদিকার্য্যং ন পৃথগস্তি, তথা সর্ব্বমিদম্ আকাশাদি কার্য্যং সন্মাত্রং, তত্র সর্ব্বপ্রকারভেদরহিতমেকরসম্ অবাধিতম্ ইত্যুপদেশদর্শনাৎ ন গৌণমেকত্বমিত্যুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। ইতশ্চ নোপচরিতমেকত্বমিত্যাহ—ন চেতি। ঔপচারিকবিজ্ঞানস্য মৃষাত্বে দৃষ্টান্তমাহ—ত্বমিতি। কিং চ গৌণমেকত্বম্ বদতা স্তুত্যর্থত্বম্ বিধিপরত্বং বা বাক্যস্য বক্তব্যম্। আদ্যেঽপি শ্বেতকেতোঃ সতো বা বস্তুনঃ স্তুতিরিতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি—নাপীতি। উপাস্যত্বাৎ সতঃস্তুতিরিতি দ্বিতীয়মাশঙ্ক্য দূষয়তি—নাপি সদিতি। ইতশ্চ শ্বেতকেতুত্বোপদেশেন সতো ন স্তুতিরিত্যাহ—নাপি সত ইতি। শ্বেতকেতোরনুপাস্যত্বেন স্তুত্যসম্ভবেঽপি কর্তৃত্বাৎ কর্ম্মসু তৎস্তাবকত্বং বাক্যস্য যুক্তমিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মবিধ্যসন্নিধানাৎ সদাত্মত্বমাত্রপ্রতীতেশ্চ নৈবমিত্যাহ—ন চেতি। বিকল্পান্তরমুদ্ভাবয়তি—ননু সদস্মীতীতি। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবচনবিরোধাৎ ন দৃষ্টিবিধিপরত্বম্, ইত্যুত্তরমাহ—নন্বিতি। গৌণপক্ষেঽপি তুল্যানুপপত্তিঃ ইত্যপেরর্থঃ। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রুতের্ন বিরোধোঽস্তীতি পূর্ব্ববাদ্যাহ—নেতি। নেদমেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং দৃষ্টিবিধিস্তুতিঃ কার্য্যকারণানন্যত্বাদিযুক্তিভিঃ উপপাদিতত্বাৎ, বিধিপক্ষে চ অসম্ভাবনাদিনিরাসসমর্থাচার্য্যবত্ত্বোপদেশানর্থক্যাৎ উপদেশিকজ্ঞানমাত্রেণ বিধ্যনুষ্ঠানসিদ্ধেঃ বিধ্যপেক্ষিতস্য চ তেনৈবাক্ষেপাৎ ইত্যুত্তরমাহ—নাচার্য্যবানিতি। তদেব বিবৃণোতি—যদি হীতি। আচার্য্যবত্ত্বমিতি নোপদিশ্যতে ইতি শেষঃ। ইতশ্চ নেদং বাক্যং দৃষ্টিবিধিপরমেষ্টব্যমিত্যাহ—তস্যেতি। সদাত্মত্বসাক্ষাৎকারাদৃতেঽপি সকৃদনুষ্ঠিতপরোক্ষবুদ্ধিমাত্রাৎ মোক্ষসম্ভবাৎ বিলম্বাভিধানম্ অনর্থকমাপদ্যেত, যথা সকৃদনুষ্ঠিতাদপি যাগাৎ ভবতি স্বর্গঃ, তদ্বদিহ চ চিরমিতি ক্ষেপকরণং মোক্ষস্যেতি, তস্মান্নেদং দৃষ্টিবিধিপরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বিধিবাদিনা প্রতীয়মানেঽর্থে বাক্যস্যাপ্রামাণ্যং বিপর্য্যাসলক্ষণম্ অনুৎপত্তিলক্ষণং বা বাচ্যং, তদুভয়ং দুর্ব্বচমিত্যাহ—ন চেতি। তত্ত্বমসীত্যধিকারিণং প্রত্যুক্তে সতি প্রমাণভূতেন তেন বাক্যেন জনিতা সদ্ব্রহ্মাহমিতি যা তস্য বুদ্ধিঃ, তাং নিবর্ত্তয়িতুং নাহং সদিতি বলবতী বুদ্ধিরুৎপন্নেতি ন শক্যতে বক্তুম্। বিবেকবতঃ শ্রুতবাক্যস্য

তথাবিধবুদ্ধ্যনুৎপাদাৎ। ন চাধিকারিণঃ শ্রুতবাক্যস্য সদ্‌ব্রহ্মাহমিতি বুদ্ধির্নোৎপন্নেতি বক্তুং শক্যম্, অধিকারিণঃ প্রমিতিজনকো বেদ ইতি ন্যায়াৎ। ন চ ভেদপ্রত্যয়ো যথোক্তায়া বুদ্ধের্বাধকঃ, তস্য স্বাপ্নভেদপ্রত্যয়বৎ মিথ্যাত্বানুমানাদিত্যর্থঃ। ইতশ্চ তত্ত্বমসিবাক্যং বস্তুপরমেবেত্যাহ—সর্ব্বোপনিষদিতি। তত্ত্বমসিবাক্যাৎ ন অযথার্থা বুদ্ধির্নাপি ন ভবত্যেব বুদ্ধিরিত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি।

জীবে ভাসমানেঽপি অনবভাসমানত্বাৎ ন স্বভাবো ব্রহ্মেত্যুক্তমনূদ্য দূষয়তি—যৎ তূক্তমিতি। লোকায়তাতিরিক্তানাং দেহাদতিরেকো জীবস্য স্বাভাবিকোঽপি নাবভাসতে, তথা ব্রহ্মভাবোঽপি তস্য অনাদ্যনির্ব্বাচ্যাজ্ঞানসামর্থ্যাদেব নাবভাসিষ্যতে। তথা চ তস্মিন্ ভাসমানেঽপি অনবভাসমানত্বাৎ ন স্বভাবো ব্রহ্ম ইত্যযুক্তম্ ব্যক্ত্যভাবাৎ, ইত্যাহ—কার্য্যেতি। ননু দেহব্যতিরিক্তাত্মবাদিনাম্ আত্মনি ভাতি দেহব্যতিরিক্তোঽপি ভাত্যেবেতি ব্যাপ্তিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথমিতি। দেহাদিসঙ্ঘাতাৎ অতিরিক্তোঽহম্ ইত্যেবং ব্যতিরিক্তবিজ্ঞানে সতি কথং তেষাং কর্ত্তৃত্বাদিবিজ্ঞানং সম্ভবতি। ন হি সঙ্ঘাতাভিমানবিগমে তদ্ যুজ্যতে। ন চ তন্নাস্ত্যেব দৃশ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। সিদ্ধে দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তিকমাহ—তদ্‌বদিতি। দেহাদ্‌ব্যতিরিক্তস্য সতোঽপি অপ্রতিভানবৎ সদাত্মকস্যাপি শ্বেতকেতোর্দেহাদিষু আত্মাভিমানিত্বাৎ সদাত্মনি ব্রহ্মণি বিজ্ঞানং ন স্যাৎ, অত তৎস্বভাবস্যাপি ব্রহ্মভাবস্য অপ্রতিভানম্ অজ্ঞানকৃতমিত্যর্থঃ। বাক্যস্য অর্থান্তরপরত্বাসম্ভবে ফলিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। মহাবাক্যস্যোক্তয়া বিধয়া অর্থান্তরপরত্বাসম্ভাবাৎ বিকারে অনৃতাভিসন্ধিকৃতোঽয়ং জীবাত্মা ইত্যেবংরূপং যন্মিথ্যাজ্ঞানং, তস্য সনিদানস্য নিবর্ত্তকমেবেদং তত্ত্বমসিবাক্যং, ন তু অভূতপ্রাদুর্ভাবফলম্, ইত্যেবং জীবব্রহ্মণোরৈক্যং সর্ব্বোপনিষৎসারভূতং স্থিতমিত্যর্থঃ ॥৫১৪॥৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৬॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই সত্যবাদী ব্যক্তি যেমন হস্ততলকে সত্য দ্বারা ব্যবহিত (আবৃত) রাখায় তপ্ত কুঠার গ্রহণেও দগ্ধ হয় নাই; এইরূপ সত্যস্বরূপ সৎ-ব্রহ্মাভিসন্ধ ব্যক্তির ও অপর ব্যক্তির (অসত্যাভিসন্ধের) শরীর-পাত-সময়ে সৎ-সম্পত্তি সমান হইলেও, বিদ্বান্ পুরুষ সৎব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার আর ব্যাঘ্রাদি ভাব গ্রহণের নিমিত্ত ফিরিয়া আইসে না, কিন্তু অবিদ্বান্ পুরুষ ও মিথ্যাময় বিকারে (জগতে) অভিনিবিষ্ট থাকায় পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম ও জ্ঞানানুসারে ব্যাঘ্রাদিভাব বা মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে আত্মার অনুসন্ধানে মোক্ষ, আর অননুসন্ধানে বন্ধ হয়; যাহা জগতের মূল কারণ; সমস্ত বস্তু যাহাতে অবস্থিত ও বিলীন হয়, এবং যাহা অজ, অমৃত, অভয়, অদ্বিতীয় ও কল্যাণময়, তাহাই সত্য, তাহাই তোমার আত্মা; হে শ্বেতকেতো, তুমিও হইতেছ তৎস্বরূপ; এই বাক্য অনেকবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ত্বম্ পদবাচ্য এই শ্বেতকেতু কে? [উত্তর—] যিনি—আমি উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু বলিয়া আপনাকে জানিয়াছিলেন, এবং উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া এবং বিশেষরূপে অনুভব করিয়া অশ্রুত, অমত ও অবিজ্ঞাত বিষয়সমূহ জানিবার নিমিত্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

—'ভগবন্, সেরূপ আদেশ কিরূপে হইতে পারে?' ইতি। সেই এই অধিকারী শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা [শ্বেতকেতু অপর কিছুই নহে, পরন্তু,] দর্পণে প্রতিবিম্বিত পুরুষের ন্যায়, এবং জলাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায়, নাম-রূপ প্রকটীকরণার্থ তেজঃ, জল ও অন্নময় কার্য্য-কারণাত্মক দেহে প্রবিষ্ট পরা দেবতাই (পরমাত্মাই) [অন্য নহে]। [কিন্তু তাহা হইলেও] পিতার উপদেশ শ্রবণের পূর্ব্বে সে আত্মাকে কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতাত্মক দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ সৎস্বরূপ সর্ব্বাত্মক বলিয়া জানিত না; অনন্তর পিতা, এখন দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা 'তুমিই সেই ব্রহ্ম' (তত্ত্বমসি) উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে পর, পিতার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া—বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, 'আমি সৎ ব্রহ্মস্বরূপই' বটে। অধ্যায়-সমাপ্তিসূচনার্থ 'বিজজ্ঞৌ' কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥

এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রমাণভূত বাক্য দ্বারা অর্থাৎ উদ্দালকের কথিত উপদেশ দ্বারা আত্মবিষয়ে কি ফল হইল? [উত্তর]—কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিষয়ে যে, অধিকার-বুদ্ধি ছিল, তন্নিবৃত্তিই সেই উপদেশের ফল, যাহার জন্য আমরা অবিজ্ঞাত (জীবকে) বিজ্ঞানার্থ শ্রবণ ও মনন-কার্য্য ত্বং পদার্থকে অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এবংবিধ জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে আত্মার সম্বন্ধে তাহার যে, 'আমি এইরূপে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিব, আমি ইহার অধিকারী, ইহকালে ও পরলোকে আমিই এই সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করিব, এবং কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন হইলে আমি কৃতকৃত্য হইব, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বে আমিই অধিকারী', ইত্যাকার জ্ঞান ছিল, যাহা 'জগতের মূলকারণ এক অদ্বিতীয় সৎপদার্থ, তুমি তৎস্বরূপ' এই বাক্যোপদেশে প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়ার পর তাহার সেই ভ্রম-জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়; কারণ, [উভয়ের মধ্যে] বিরোধ রহিয়াছে; কেননা, 'আমি এতৎ-স্বরূপ' এইরূপে এক অদ্বিতীয় আত্মা বিজ্ঞাত হইলে পর, 'ইহা আমা হইতে ভিন্ন, ইহা দ্বারা এই কার্য্য করিতে হইবে, এই কার্য্য করিয়া ইহার ফল ভোগ করিব' এই প্রকার ভেদবুদ্ধি কখনও উপপন্ন হইতে পারে না। অতএব, এক অদ্বিতীয় সত্য সৎপদার্থ পরিজ্ঞাত হইলে যে, অসত্য (অবস্তু) দেহাদি বিকার-পদার্থগত জীবাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হয়, একথা যুক্তিসিদ্ধ।

ভাল, 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যোক্ত ত্বং যে পদার্থে সৎস্বরূপত্ব জ্ঞানের উপদেশ করা হইতেছে,—আদিত্য ও মনঃ প্রভৃতি অব্রহ্ম পদার্থে যেরূপ ব্রহ্মাদি বুদ্ধির উপদেশ, এবং জগতে, প্রতিমা প্রভৃতিতে যেরূপ বিষ্ণুত্বাদি বুদ্ধির উপদেশ, ইহাও তদ্রূপই বটে; কিন্তু, সৎ ও তুমি অভিন্ন, এরূপ উপদেশ নহে। পক্ষান্তরে, শ্বেতকেতু যদি যথার্থই সৎস্বরূপ হইবে, তাহা হইলে সে আত্মাকে জানিবে না কেন? সে জন্য আবার তাহাকে 'তত্ত্বমসি' উপদেশ দিতে হইল? না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, 'আদিত্যো ব্রহ্ম' (আদিত্যো ব্রহ্মেত্যুপাসীত) ইত্যাদি বাক্যের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। 'আদিত্যই ব্রহ্ম' ইত্যাদি-স্থলের মধ্যে একটি 'ইতি' শব্দ থাকায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আদিত্যাদির ব্রহ্মত্ব প্রতীত হয় না; বিশেষতঃ আদিত্যাদির রূপাদি ধর্ম্মও বিদ্যমান রহিয়াছে, [নীরূপ ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রতীতি হইতে পারে না] (১)। আর আকাশ ও মনের

পক্ষেও 'ইতি' শব্দ ব্যবধান থাকাতেই অব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এখানে কিন্তু সৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই অভ্যন্তরে প্রবেশের কথা বলিয়া 'তুমি হইতেছ তৎস্বরূপই' এইরূপে নিঃসঙ্কোচভাবে [শ্বেতকেতুর] সদাত্মভাব উপদেশ করিতেছেন।

ভাল, [পরাক্রমাদিশালী কোন লোককে লক্ষ্য করিয়া] যেমন বলা হয়, 'তুমি হও পরাক্রমাদিযুক্ত সিংহ', এই 'তত্ত্বমসি' বাক্যও তদ্রূপ হইতে পারে? না—সেরূপ হইতে পারে না; কারণ, [ঘটাদি কার্য্যের কারণীভূত] মৃত্তিকা প্রভৃতি যেমন সত্য, এক অদ্বিতীয় সৎ পদার্থও তেমনি সত্য, এইরূপ উপদেশ রহিয়াছে। বিশেষতঃ এইরূপ উপচার-জ্ঞান অর্থাৎ গৌণার্থ জ্ঞানে 'তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব বা অপেক্ষা', এইরূপ সৎসম্পত্তির উপদেশ হইতে পারে না; কেননা, ঔপচারিক জ্ঞানমাত্রই 'তুমিই ইন্দ্র, তুমিই যম' ইত্যাদি বাক্যোৎপন্ন জ্ঞানের ন্যায় মিথ্যা বা অসত্য। ইহা স্তুতিও নহে, কারণ, শ্বেতকেতু ত আর নিজেই উপাস্য নহে, (উপাসনায় লোকের প্রবৃত্তি সম্পাদনার্থই উপাস্যের প্রশংসা করা হইয়া থাকে)। বিশেষতঃ শ্বেতকেতুরূপে উপদেশ দ্বারা যে সৎ-পদার্থেরও স্তুতি করা হইতে পারে, তাহা নহে; কারণ, 'তুমি দাস' এ কথা বলিলে কখনই রাজার স্তুতি করা হয় না। আর সর্ব্বাত্মক সৎপদার্থকেও 'তৎ ত্বম্ অসি' বলিয়া পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে সঙ্কোচিত করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। যেমন দেশাধিপতিকে তুমি 'গ্রামাধ্যক্ষ' বলিলে তাহার স্তুতি হয় না, ইহাও তদ্রূপ। এখানে সৎস্বরূপের আত্মত্বোপদেশ ভিন্ন আর অর্থান্তর কল্পনারও কোনও উপায় নাই। যদি বল, এখানে কেবল 'আমি হই সৎস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞানেরই কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে মাত্র, কিন্তু অবিজ্ঞাত সদাত্মভাব যে বিজ্ঞাপিত হইতেছে, তাহা নহে। ভাল, এ পক্ষেও ত 'অশ্রুতও শ্রুত হয়' ইত্যাদি উপদেশ উপপন্ন হয় না; না, তাহাও উপপন্ন হইতে পারে; কেননা, 'আমি হই সৎস্বরূপ' এই-রূপ যে বুদ্ধির বিধান, তাহা কেবল স্তুতিরই বিধায়ক মাত্র। না—জ্ঞানমাত্রের কর্ত্তব্যতোপদেশ হইতে পারে না; কারণ, 'আচার্য্যবান্ পুরুষই জ্ঞান লাভ করেন। তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব', ইত্যাদি উপদেশ রহিয়াছে। 'সদস্মি' এই বাক্যে যদি ঐরূপ জ্ঞানেরই কেবল কর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়া থাকে, পরন্তু ত্বং-শব্দ বাচ্যের (জীবের) সৎস্বরূপতা নিশ্চয়ই উপদিষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা

(১) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইতেছে যে, "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে; "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত", মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে; "আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাসীত", আকাশকে ব্রহ্ম ইত্যাকারে উপাসনা করিবে; ইত্যাদি স্থানে যেরূপ অব্রহ্ম আদিত্য, আকাশ ও মনে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিবার উপদেশ করা হইয়াছে, 'তৎ ত্বম্ অসি' স্থলেও তেমনি অব্রহ্ম শ্বেতকেতুকে আপনাতে ব্রহ্ম-বুদ্ধি স্থাপনের উপদেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে, ত্বংপদার্থ শ্বেতকেতু কখনও ব্রহ্ম-স্বরূপ নহে; সুতরাং ব্রহ্মের সঙ্গে তাহার অভেদ উপদেশ করাও শ্রুতির অভিপ্রেত হইতে পারে না। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, আদিত্যাদি বাক্যের সহিত 'তত্ত্বমসি' বাক্যের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। আদিত্যাদির অব্রহ্মভাব জ্ঞাপনের জন্য 'ব্রহ্ম' শব্দের পরে একটি 'ইতি' শব্দ (ব্রহ্মেতি) প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু এখানে সেরূপ কোন শব্দ না থাকায় অভেদেই তাৎপর্য্য জ্ঞাপিত হইয়াছে।

হইলে 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' এইরূপ জ্ঞানোপায়ের উপদেশ-প্রদান কখনই হইত না; কেননা, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" ইত্যাদি স্থলে যেমন আবশ্যকানুসারেই আচার্য্যবত্ত্ব পাওয়া যায়, এখানেও সেইরূপই পাওয়া যাইতে পারে। পরন্তু "তস্য তাবদেব চিরম্" বলিয়া তাহার কালবিলম্বের উপদেশও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, সদাত্মভাব অবিজ্ঞাত থাকিলেও একবার মাত্র ঐরূপ জ্ঞান-সম্পাদনেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে। বিশেষতঃ, 'তুমি হইতেছ তৎস্বরূপ' এইরূপ উপদেশের পর প্রমাণভূত শ্রুতিবাক্য-জাত সদাত্মবুদ্ধিকে কখনই 'আমি সৎস্বরূপ নহে' বলিয়া নিবারণ করা যাইতে পারে না; অথবা ঐরূপ সদাত্মবুদ্ধি উৎপন্নই হয় নাই, একথাও বলা যাইতে পারে না; কেননা, ঐরূপ অর্থপ্রতি-পাদনেই সমস্ত উপনিষদ্‌বাক্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যেমন অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-বিধায়ক বাক্যজনিত অগ্নিহোত্রাদির কর্ত্তব্যতাবুদ্ধির আনর্থক্য বা অনুৎপন্নত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে না; ইহাও তদ্রূপ।

পুনশ্চ যে বলা হইয়াছে, জীব যদি সৎস্বরূপই হইবে, তবে কেন সে আপ-নাকে জানিতে পারে না? বস্তুতঃ ইহাও দোষাবহ নহে। কারণ, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে অতিরিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত জীবরূপী আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা, প্রাণিগণের এতটুকু পর্য্যন্তও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান যখন দৃষ্ট হয় না, তখন তাহাদের সৎস্বরূপত্ব জ্ঞানের কথা আর কি বলিব? দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্তত্ব জ্ঞান না থাকিলেই বা তাহাদের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জ্ঞান সম্ভবপর হয় কিরূপে? অথচ [সর্ব্বত্রই] ঐরূপ জ্ঞান দৃষ্ট হইয়া থাকে, এইপ্রকার অর্থাৎ দেহাদিব্যতিরিক্তত্ব জ্ঞানাভাবেও কর্ত্তৃত্বাদি জ্ঞানের ন্যায় তাহারও (শিষ্যেরও) দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিবন্ধন সদাত্মত্ব বুদ্ধি না হওয়া সম্ভব। অতএব "তত্ত্বমসি" এই বাক্য যে অসত্য বিকা-রাত্মক দেহাদিতে অধিকারী জীবেরই আত্মবুদ্ধি-নিবর্ত্তক, ইহা প্রমাণিত হইল ॥৫১৪॥৩

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের ষোড়শ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥১৬॥

ষষ্ঠাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥

সপ্তমাধ্যায়ে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পরমার্থতত্ত্বোপদেশপ্রধানপরঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সদাত্মৈকত্ব-নির্ণয়পরতয়ৈবোপযুক্তঃ। ন সতোঽর্ব্বাগ্বিকারলক্ষণানি তত্ত্বানি নির্দ্দিষ্টানীত্যতঃ তানি নামাদীনি প্রাণান্তানি ক্রমেণ নির্দ্দিশ্য তদ্দ্বারেণাপি ভূমাখ্যং নিরতিশয়ং তত্ত্বং নির্দ্দেক্ষ্যামীতি, শাখাচন্দ্রদর্শনবৎ ইতীমং সপ্তমং প্রপাঠকমারভতে। অনির্দ্দিষ্টেষু হি সতোঽর্ব্বাক্ তত্ত্বেষু সন্মাত্রে চ নির্দ্দিষ্টেঽন্যদপ্যবিজ্ঞাতং স্যাদিত্যা-শঙ্কা কস্যচিৎ স্যাৎ সা মা ভূদিতি বা তানি নির্দ্দিদিক্ষতি; অথবা সোপানারোহণবৎ স্থূলাদারভ্য সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরঞ্চ বুদ্ধিবিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা তদতিরিক্তে স্বারাজ্যে অভি-ষেক্ষ্যামীতি নামাদীনি নির্দ্দিদিক্ষতি; অথবা নামাদ্যুত্তরোত্তরবিশিষ্টানি তত্ত্বানি, অতিতরাঞ্চ তেষামুৎকৃষ্টতমং ভূমাখ্যং তত্ত্বম্, ইতি তৎস্তুত্যর্থং নামাদীনাং ক্রমে-ণোপন্যাসঃ।

আখ্যায়িকা তু পরবিদ্যাস্তুত্যর্থা। কথম্? নারদো দেবর্ষিঃ কৃতকর্ত্তব্যঃ সর্ব্ব-বিদ্যোঽপি সন্ অনাত্মজ্ঞত্বাৎ শুশোচৈব, কিমু বক্তব্যম্ অন্যোঽল্পবিদ্ জন্তুরকৃত-পুণ্যাতিশয়োঽকৃতার্থ ইতি; অথবা, নান্যদাত্মজ্ঞানং নিরতিশয়শ্রেয়ঃসাধনমস্তীত্যে-তৎপ্রদর্শনার্থং সনৎকুমার-নারদাখ্যায়িকা আরভ্যতে; যেন সর্ব্ববিজ্ঞানসাধনশক্তি-সম্পন্নস্যাপি নারদস্য দেবর্ষেঃ শ্রেয়ো ন বভূব, যেন উত্তমাভিজন-বিদ্যা-বৃত্ত-সাধন-শক্তি-সম্পত্তিনিমিত্তাভিমানং হিত্বা প্রাকৃতপুরুষবৎ সনৎকুমারমুপসসাদ শ্রেয়ঃ-সাধনপ্রাপ্তয়ে; অতঃ প্রখ্যাপিতং ভবতি নিরতিশয়শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনত্বমাত্মবিদ্যায়া ইতি।

আনন্দগিরিঃ।—ষষ্ঠসপ্তময়োরধ্যায়য়োঃ সম্বন্ধং বক্তুকামঃ ষষ্ঠে বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—পরমার্থেতি। উত্তমাধিকারিণং প্রত্যবাধিততত্ত্ববোধনং, প্রধানং তৎপরোঽতীতোঽ-ধ্যায়ঃ, স সতো ব্রহ্মণঃ প্রত্যঙনিশ্চয়পরত্বেনৈব ব্যাখ্যাত ইত্যর্থঃ। অধ্যায়ান্তর-ভূমিকামারচয়তি ন সত ইতি। মধ্যমমধিকারিণং প্রতি পরম্পরয়া ব্রহ্মাত্মত্বমুপদেষ্টুং সপ্তমপ্রপাঠকপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। নন্বত্রাপি ব্রহ্মাত্মত্বমেবোপদেষ্টুম্ ইষ্টং চেৎ, কিমিতি তর্হি নামাদীনি তত্ত্বানি নির্দ্দিশ্যন্তে, তত্রাহ—অনির্দ্দিষ্টেষ্বিতি। বাশব্দঃ শঙ্কানিরা-সার্থঃ। যদ্ বা দ্বয়োরধ্যায়য়োঃ অদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মবিষয়ত্বাবিশেষেঽপি সাক্ষাৎ-পারম্পর্য্যাভ্যাম্ অপৌনরুক্ত্যমুক্তম্, সম্প্রতি নামাদীনাম্ উত্তরোত্তরভূয়স্ত্ববিশিষ্টানাং সন্মাত্রবিজ্ঞানেন অবিজ্ঞানাৎ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমযুক্তম্, ইত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং স্পষ্টীকর্ত্তুম্ উত্তরগ্রন্থান্তরারম্ভ ইত্যাহ—অনির্দ্দিষ্টেষ্বিতি। নামাদিসঙ্কীর্ত্তনস্য, তাৎপর্য্যান্তরমাহ—অথবেতি। অধমোঽধিকারী নামাদীনি ব্রহ্মত্বেনোপাস্য তৎফলং চ ভুক্ত্বা ক্রমেণ সাক্ষাদ্ব্রহ্মভাবং প্রাপ্নোতীতি প্রদর্শয়িতুমুত্তরো গ্রন্থ ইত্যর্থঃ। শাখাচন্দ্রনিদর্শন-ন্যায়েন মধ্যমস্যাধিকারিণো ব্রহ্মসিদ্ধিস্বীকারার্থং মধ্যমস্যাধিকারিণো

ধ্যানার্থং বা নামাদিসঙ্কীর্ত্তনমিত্যুক্তম্, ইদানীম্ উত্তমমেব অধিকারিণম্ অধিকৃত্য ভূমস্তুত্যর্থং নামাদিবচনমিতি মতান্তরমাহ—অথবা নামাদীতি। অধ্যায়সম্বন্ধমুক্ত্বা আখ্যায়িকাসম্বন্ধমাহ—আখ্যায়িকা ত্বিতি। স্তুত্যর্থত্বমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। তথা চ পরবিদ্যয়া কৃতার্থত্বাৎ তস্যাঃ স্তুতিরত্র বিবক্ষিতেতি শেষঃ। অতীতাধ্যায়াদিষু সদাত্মত্ববিজ্ঞানাৎ অন্যদেব দেবতোপাসনং মোক্ষসাধনমিত্যাশঙ্ক্য তন্নিষেধেন সদাত্মবিজ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বং দৃঢ়ীকর্ত্তুম্ আখ্যায়িকা প্রবৃত্তেতি পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। দ্বিতীয়মাখ্যায়িকাতাৎপর্য্যং প্রপঞ্চয়তি—যেনেত্যাদিনা। সর্ব্বস্যাপি জ্ঞেয়স্য যদ্‌বিজ্ঞানং, তস্য সাধনমুৎপাদনং, তত্র শক্ত্যা সম্পন্নে বেদবেদাঙ্গাভিজ্ঞত্বং তস্যাপীতি যাবৎ। অস্তি হি নারদস্যোত্তমাভিজনে জন্ম। ব্রহ্মণো মানসপুত্রত্বাদস্তি চোত্তমকর্ম্মবিদ্যা অস্তি চ বৃত্তং সদাচরণমস্তি চ শ্রবণধ্যানাদিসাধনশক্তীনাং ধর্ম্মাধর্ম্মসাধনস্য বা শরীরস্য শক্তেঃ সম্পত্তিশ্চ, জন্মাদয়ো নিমিত্তমস্যাভিমানস্য, তং ত্যক্ত্বেতি যাবৎ। ইতিশব্দঃ অধ্যায়াখ্যায়িকয়োঃ সম্বন্ধোক্তিসমাপ্ত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—ষষ্ঠ অধ্যায়টি প্রধানতঃ পরমার্থ তত্ত্বোপদেশ এবং সৎস্বরূপ আত্মার একত্ব নিরূপণেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সৎপদার্থের নিম্নতন বিকারাত্মক তত্ত্বসমূহ তাহাতে নিরূপিত হয় নাই; এই জন্য নামাদি প্রাণপর্য্যন্ত সেই সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া এবং তাহা দ্বারা শাখা-চন্দ্র দর্শনের ন্যায় (১) সর্ব্বাতিশয় ভূমানামক পরতত্ত্ব নিরূপণ করিব, এই অভিপ্রায়ে এই সপ্তম প্রপাঠক আরম্ভ করিতেছেন। যদি সৎপদার্থের নিম্নতন তত্ত্বসমূহ নির্দ্দিষ্ট না হইয়া কেবল সৎস্বরূপই নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহা হইলে কাহারো মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারিত যে, আরও বুঝি কিছু তত্ত্ব আছে, যাহা অবিজ্ঞাত রহিল; এইরূপ আশঙ্কা না হউক, এই জন্যই বা সেই সমস্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অথবা, সোপানে আরোহণের ন্যায় (২) স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় জ্ঞাপন করিয়া পশ্চাতে তদতিরিক্ত স্বারাজ্যে অর্থাৎ স্বরাট্‌ভাবে—স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্ররূপে অভিষিক্ত করিব, এই অভিপ্রায়ে নামাদি বিষয়সমূহ নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন; অথবা, নামাদি তত্ত্বসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর তত্ত্বনিচয়ই বিশিষ্ট বা উত্তম, ভূমাখ্য

(১) তাৎপর্য্য—'শাখাচন্দ্র-দর্শন' ন্যায়টি এইরূপ—চন্দ্র কাহাকে বলে, তাহা জানে না, অথচ বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখা জানে; এইরূপ কোনও শিশুকে চন্দ্র দেখাইতে হইলে, যেমন প্রথমে, চন্দ্র যে বৃক্ষের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে, সেই বৃক্ষের দিকে শিশুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করাইতে হয়, শিশুর দৃষ্টি বৃক্ষে পতিত হইলে পর, সেই বৃক্ষের যে শাখার উপর দিয়া চন্দ্র দেখা যাইতেছে, সেই শাখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাইতে হয়, সেই শাখায় দৃষ্টি পতিত হইলে পর, বুঝাইতে হয় যে, ঐ শাখার উপরে উজ্জ্বল গোলাকার যাহা দেখা যাইতেছে, তাহারই নাম—চন্দ্র। এইরূপ অবিজ্ঞাত কোন পদার্থ বুঝাইতে হইলেও গুরুদেব শিষ্যকে প্রথমে নামাদি অপরমার্থ পদার্থে নিবিষ্টচিত্ত করিয়া ক্রমে সেই নামাদির সাহায্যে পরতত্ত্ব পরমেশ্বর উপদেশ করিবেন।

(২) তাৎপর্য্য—সোপানারোহণে যেমন প্রথমে সর্ব্ব নিম্নবর্ত্তী সিঁড়িতে আরোহণ করিতে হয়, এবং ক্রমে উপরে উঠিতে হয়, এইরূপ পরতত্ত্ব অবগত হইতে হইলেও প্রথমে নিম্নতন স্থূলতত্ত্ব জানিতে হয়, ক্রমে অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তত্ত্বে মন দিতে হয়। ইহাকেই বলে সোপানারোহণ ন্যায়।

তত্ত্বটি আবার তাহাদের মধ্যেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট; এইজন্য সেই ভূমা তত্ত্বের প্রশংসার জন্য নামাদি তত্ত্বসমূহের পরপর উপন্যাস বা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য,—পরবিদ্যার স্তুতিপ্রদর্শন। কি প্রকার? [তাহা বলা হইতেছে—] নারদ নিজে দেবর্ষি, কৃতকৃত্য এবং সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ, তথাপি তিনিও যখন আত্মজ্ঞানের অভাবে নিয়ত শোক করিতেছিলেন, তখন অল্পজ্ঞ এবং পুণ্যাতিশয়বিহীন অকৃতার্থ অপর লোক যে শোক করিবে, তাহাও কি আর বলিতে হয়? অথবা, আত্মজ্ঞান ব্যতীত জীবের নিরতিশয় কল্যাণসাধন আর নাই, ইহা প্রদর্শনার্থই সনৎকুমার ও নারদের আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে; যেহেতু, সর্ব্বজ্ঞান-সাধনোপযোগী সামর্থ্যসম্পন্ন দেবর্ষি নারদেরও পরম কল্যাণ (শ্রেয়ঃ) প্রাপ্তি হইয়াছিল না, যাহার জন্য তিনি বংশ, বিদ্যা, চরিত্র ও সাধন-প্রাচুর্য্য জনিত আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃসাধন (মুক্তির উপায়) লাভের লালসায় সাধারণ লোকের ন্যায় সনৎকুমারের নিকট [শিষ্যভাবে] উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতএব আত্ম-বিদ্যাই যে নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র উপায়, তাহাও বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ, ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি স হোবাচ ॥৫১৫॥১

ষষ্ঠেঽধ্যায়ে পরমার্থসত্যসদাত্মতত্ত্বমুপদিশ্য ইদানীং বিকারভূত-নামাদি-দ্বারেণাপি ভূমাখ্যং পরং ব্রহ্ম উপদিদিক্ষুঃ শ্রুতিরিয়ং সপ্তমমধ্যায়মারভতে। আখ্যায়িকা তু বিদ্যাধিগমসৌকর্য্যার্থা, গুরু-শিষ্যভাবাপেক্ষার্থা চ।

ভগবঃ (ভগবন্) অধীহি (অধ্যাপয় মাং) [ইতি কৃত্বা] নারদঃ হ (ঐতিহ্যে) সনৎকুমারম্ উপসসাদ (শিষ্যবৃত্ত্যা উপস্থিতঃ বভূব); তং (উপস্থিতং নারদং) হ উবাচ (উক্তবান্) [সনৎকুমারঃ]—যৎ বেত্থ (ত্বং যৎ জানাসি) তেন মা (মাং) উপসীদ (উপস্থিতো ভব, তৎ মাং জ্ঞাপয়েত্যর্থঃ), [অহং] ততঃ (ত্বদ্বিজ্ঞাতাৎ) ঊর্দ্ধং (অবিজ্ঞাতং) বক্ষ্যামি (উপদেশং করিষ্যামি) ইতি॥

ভগবন্, আপনি আমাকে অধ্যয়ন করান, এই বলিয়া নারদ মুনি সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যাহা অবগত আছ, তাহা লইয়া উপস্থিত হও, অর্থাৎ তাহা আমাকে জ্ঞাপন কর, আমি তাহার পরবর্ত্তী বক্তব্য বিষয় উপদেশ দিব॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অধীহি অধীষ ভগবঃ ভগবন্নিতি হ কিল উপসসাদ।

অধীহি ভগব ইতি মন্ত্রঃ। সনৎকুমারং যোগীশ্বরং ব্রহ্মিষ্ঠং নারদ উপসন্নবান্। তম্ ন্যায়ত উপসন্নং হ উবাচ—যৎ আত্মবিষয়ে কিঞ্চিৎ বেত্থ, তেন তৎপ্রখ্যাপনেন মাম্ উপসীদ—ইদমহং জানে ইতি, ততোঽহং ভবতো বিজ্ঞানাৎ তে তুভ্যমূর্দ্ধং বক্ষ্যামি ইত্যুক্তবতি স হ উবাচ নারদঃ ॥৫১৫॥১

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যয়নেন জ্ঞানং লক্ষ্যতে। তথা চাধীব জ্ঞাপয়েত্যর্থঃ। মন্ত্র উপসদনস্যেতি শেষঃ। ন্যায়তঃ সমিৎপাণিরিত্যাদি শাস্ত্রোক্তবিধিবশাদিতি যাবৎ ॥৫১৫॥১

ভাষ্যানুবাদ।—ভগবঃ—ভগবন্ [আমাকে] অধ্যয়ন করান (উপদেশ দিন), এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ সনৎকুমার-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অধীহি ভগবঃ' এই অংশটুকু [গুরু-সমীপে উপস্থিত হইবার] মন্ত্র। [এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক] যোগীশ্বর ও ব্রহ্মিষ্ঠ সনৎকুমারের নিকট নারদ উপস্থিত হইয়াছিলেন। (শিষ্যোচিত) বিধিপূর্ব্বক উপস্থিত তাঁহাকে তিনি (সনৎকুমার) বলিয়াছিলেন—আত্মা সম্বন্ধে যাহা কিছু জান, তাহাদ্বারা অর্থাৎ তাহা জ্ঞাপন করিয়া আমার উপসন্ন হও—ইহা আমি জানি ইতি; তাহার পর আমি তোমার বিজ্ঞাত বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয়, অর্থাৎ যাহা তুমি জান না, সেই বিষয়ে উপদেশ দিব; [সনৎকুমার] এই কথা বলিলে পর নারদ বলিলেন ॥৫১৫॥১

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদꣳ সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যꣳ রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাꣳ সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি ॥৫১৬॥২

ভগবঃ (ভগবন্,) [অহং] ঋগ্বেদম্ অধ্যেমি (স্মরামি—জানামীত্যর্থঃ) যজুর্ব্বেদং সামবেদং, চতুর্থম আথর্ব্বণং (অথর্ব্ববেদং) পঞ্চমম্ (পঞ্চমবেদরূপম্) ইতিহাস-পুরাণং, বেদানাং (মহাভারতপঞ্চমানাম্) বেদং (ব্যাকরণং, ব্যাকরণস্যাপি বেদার্থোপকারকত্বাৎ বেদত্বমিত্যর্থঃ), পিত্র্যং (শ্রাদ্ধকল্পং), রাশিং (গণিতশাস্ত্রং), দৈবং (দিব্যাদিব্যোৎপাত-বিজ্ঞানং), নিধিং (ভূগর্ভস্থরত্নাদি-বিজ্ঞানশাস্ত্রং), বাকোবাক্যং (তর্কশাস্ত্রং), একায়নং (নীতিশাস্ত্রং), দেববিদ্যাং (দৈবতনিরূপকনিরুক্তশাস্ত্রং), ব্রহ্মবিদ্যাং (বেদাঙ্গানি শিক্ষাকল্পাদিশাস্ত্রাণি); ভূতবিদ্যাং (ভূতবিজ্ঞানশাস্ত্রং), ক্ষত্রবিদ্যাং (যুদ্ধবিদ্যাং—ধনুর্ব্বেদং), নক্ষত্রবিদ্যাং (জ্যোতিষং), সর্প-দেবজনবিদ্যাং (সর্পবিদ্যাং গারুড়তন্ত্রং, দেবজনবিদ্যাং কুঙ্কুমাদিসৌগন্ধ্যসম্পাদন-নৃত্যগীতাদিবিজ্ঞানানি), ভগবঃ, এতৎ (যথোক্তং সর্ব্বং) অধ্যেমি (জানামি)॥

ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ব্বণ (অথর্ব্ববেদ), পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র, বেদসমূহের বেদ অর্থাৎ বৈদিক পদনিষ্পাদক ব্যাকরণশাস্ত্র, পিত্র্য (শ্রাদ্ধপদ্ধতি), গণিতশাস্ত্র, অনিষ্টসূচক উৎপাতজ্ঞাপক

শাস্ত্র, ভূগর্ভস্থ রত্নজ্ঞানের শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, বেদাঙ্গশিক্ষাকল্পাদি শাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা যায়, এবং নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা করা যায়, সেই সমস্ত শাস্ত্র জানি ; ভগবন্, আমি এই সমস্ত বিদ্যা অবগত আছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ঋগ্বেদং ভগবঃ অধ্যেমি স্মরামি, "যদ্‌বেত্থ" ইতি বিজ্ঞানস্য স্পষ্টত্বাৎ। তথা যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থং বেদম্, বেদশব্দস্য প্রকৃতত্বাৎ। ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদং, বেদানাং ভারতপঞ্চমানাং বেদং ব্যাকরণমিত্যর্থঃ। ব্যাকরণেন হি পদাদিবিভাগশ ঋগ্বেদাদয়ো জ্ঞায়ন্তে। পিত্র্যং শ্রাদ্ধকল্পম্, রাশিং গণিতং, দৈবম্ উৎপাতজ্ঞানম্, নিধিং মহাকালাদিনিধিশাস্ত্রম্, বাকোবাক্যং তর্ক-শাস্ত্রম্; একায়নং নীতিশাস্ত্রম্, দেববিদ্যাং নিরুক্তম্; ব্রহ্মণ ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যস্য বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঃ শিক্ষাকল্পচ্ছন্দশ্চিতয়ঃ, ভূতবিদ্যাং ভূততন্ত্রম্, ক্ষত্রবিদ্যাং ধনুর্ব্বেদম্, নক্ষত্রবিদ্যাং জ্যোতিষম্, সর্প-দেবজনবিদ্যাং—সর্পবিদ্যাং গারুড়ম্, দেবজনবিদ্যাং গন্ধযুক্তি-নৃত্যগীতবাদ্যশিল্পাদিবিজ্ঞানানি ; এতৎ সর্ব্বং হে ভগবঃ অধ্যেমি ॥৫১৬॥২

আনন্দগিরিঃ।—অধ্যয়নবাচি পদং স্মরণপরতয়া কথং ব্যাখ্যাতম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্ বেত্থেতি। গন্ধযুক্তিঃ কুঙ্কুমাদি-সম্পাদনম্ ॥৫১৬॥২

ভাষ্যানুবাদ।—ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতেছি, অর্থাৎ অবগত আছি; 'যাহা তুমি জান' এইস্থলে জ্ঞানই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে [সুতরাং 'অধ্যেমি' অর্থ অধ্যয়ন নহে, পরন্তু স্মরণাত্মক জ্ঞান], এবং যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ আথর্ব্বণ, বেদের প্রস্তাব থাকায় [আথর্ব্বণ-শব্দে] অথর্ব্ববেদই [বুঝিতে হইবে], পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাস (মহাভারতাদি) ও পুরাণ-শাস্ত্র ; মহাভারত লইয়া পঞ্চসংখ্যক বেদসমূহের বেদ অর্থাৎ ব্যাকরণ-শাস্ত্র ; কেননা, ব্যাকরণের সাহায্যেই পদাদি বিভাগানুসারে ঋগ্বেদ প্রভৃতি বিজ্ঞাত বা অধীত হইয়া থাকে ; পিত্র্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধকল্প (যাহাতে শ্রাদ্ধসম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে), রাশি—গণিতশাস্ত্র, দৈব—উৎপাত জ্ঞান (১), নিধি—মহাকালাদিনামক নিধি-বিজ্ঞানশাস্ত্র, বাকোবাক্য—তর্কশাস্ত্র, একায়ন—নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা—নিরুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যা,—ব্রহ্ম অর্থ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ, তদ্বিষয়ক বিদ্যা—শিক্ষা, কল্প ও ছন্দঃশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা—ভূততন্ত্র, ক্ষত্রবিদ্যা—ধনুর্বেদ, নক্ষত্রবিদ্যা—জ্যোতিষ,

---

(১) উৎপাত অর্থ—লোকের অমঙ্গল-সূচক আকস্মিক বিকার বা দুর্লক্ষণ-প্রকাশ। উৎপাত তিন প্রকার—(১) দিব্য ; যেমন অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ভিন্ন সময়ে সূর্য্যচন্দ্রাদিগ্রহণ। (২) আন্তরীক্ষ ; যেমন—উল্কাপাত ও আকস্মিক নির্ঘোষ। উল্কা অর্থ—আকাশ হইতে পতনশীল অগ্নিশিখার ন্যায় তেজোবিশেষ। (৩) ভৌম উৎপাত ; যেমন—ভূকম্প প্রভৃতি।

নিধি অর্থ—ভূগর্ভে নিহিত ধন ; যে যে স্থানে নিধি থাকে, তাহার লক্ষণ নিধিশাস্ত্রে কথিত আছে।

সর্প-দেবজনবিদ্যা—সর্পবিদ্যা—গারুড়-শাস্ত্র, দেবজনবিদ্যা—গন্ধযোগ (যেমন, কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য নির্ম্মাণপ্রণালী), নৃত্য, গীত, বাদ্য ও শিল্পাদি বিজ্ঞান; হে ভগবন্, আমি এ সমস্ত বিষয় জানি ॥৫১৬॥২

সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ; শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি; সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি; তং হোবাচ যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ ॥৫১৭॥৩

হে ভগবঃ (ভগবন্), সঃ (ঋগ্বেদাদ্যভিজ্ঞঃ) অহং মন্ত্রবিৎ (শব্দার্থমাত্র-বিজ্ঞানবান্) এব অস্মি (ভবামি), ন আত্মবিৎ (আত্মজ্ঞঃ)। হিং (যতঃ) ভগবদ্দৃশেভ্যঃ (ভবাদৃশেভ্যঃ) এব মে (ময়া) শ্রুতং [যৎ] আত্মবিৎ (আত্মজ্ঞঃ) শোকং তরতি ইতি। হে ভগবঃ, সঃ অহং [সর্ব্বং জানন্নপি] শোচামি (দুঃখম্ অনুভবামি); তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) মা (মাং) শোকস্য (দুঃখসমুদ্রস্য) পারং তারয়তু (আত্মজ্ঞানপ্লবেন গময়তু; কৃতার্থতাম্ আপাদয়তু ইত্যর্থঃ) ইতি। তং (নারদং) হ (ঐতিহ্যে) উবাচ (উক্তবান্) [সনৎকুমারঃ]—যৎ এতৎ (পূর্ব্বোক্তং ঋগ্বেদাদি) বৈ কিল (নিশ্চয়ে) অধ্যগীষ্ঠাঃ (অধীতবান্—জ্ঞাতবান্ অসি), এতৎ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) নামৈব (বাঙ্মাত্রম্ অনৃতমেব ইত্যর্থঃ)॥

হে ভগবন্, আমি (এত জানিয়াও) মন্ত্রবিৎ অর্থাৎ কেবল পদ-পদার্থ-মাত্রাভিজ্ঞই রহিয়াছি; কিন্তু আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। ভগবন্, আপনাদের ন্যায় লোকের নিকট হইতে আমি শুনিয়াছি যে—আত্মবিৎ (আত্মজ্ঞলোক) শোক অতিক্রম করে; ভগবন্, সেই আমি শোক করিতেছি অর্থাৎ দুঃখযাতনা ভোগ করিতেছি; অতএব আপনি আমাকে শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন। সনৎ-কুমার নারদকে বলিলেন—তুমি এই যাহা কিছু অবগত হইয়াছ, তৎসমস্ত নামই, অর্থাৎ বিকারাত্মক নাম মাত্র॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সোঽহং ভগবঃ এতৎ সর্ব্বং জানন্নপি মন্ত্রবিদেব অস্মি—শব্দার্থমাত্রবিজ্ঞানবানেবাস্মীত্যর্থঃ। সর্ব্বো হি শব্দোঽভিধানমাত্রম্, অভিধানং চ সর্ব্বং মন্ত্রেষু অন্তর্ভবতি। মন্ত্রবিদেবাস্মি—মন্ত্রবিৎ কর্ম্মবিদিত্যর্থঃ। মন্ত্রেষু কর্ম্মাণীতি হি বক্ষ্যতি; ন আত্মবিৎ আত্মানং বেদ্মি। ননু আত্মাপি মন্ত্রৈঃ প্রকাশ্যত এব ইতি কথং মন্ত্রবিৎ নাত্মবিৎ? ন, অভিধানাভিধেয়ভেদস্য বিকারত্বাৎ। নচ বিকার আত্মেষ্যতে। ননু আত্মাপি আত্ম-শব্দেনাভিধীয়তে। ন, "যতো

বাচো নিবর্ত্তন্তে" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কথং তর্হি "আত্মৈবাধস্তাৎ, স আত্মা" ইত্যাদিশব্দা আত্মানং প্রত্যায়য়ন্তি? নৈষ দোষঃ। দেহবতি প্রত্যাগাত্মনি ভেদবিষয়ে প্রযুজ্যমানঃ শব্দো দেহাদীনামাত্মত্বে প্রত্যাখ্যায়মানে যৎ পরিশিষ্টং সৎ অবাচ্যমপি প্রত্যায়য়তি,—যথা সরাজিকায়াং দৃশ্যমানায়াং সেনায়াং ছত্রধ্বজপতাকাদিব্যবহিতেঽদৃশ্যমানেঽপি রাজনি 'এষ রাজা দৃশ্যতে' ইতি ভবতি শব্দপ্রয়োগঃ, তত্র কোঽসৌ রাজেতি রাজবিশেষনিরূপণায়াং দৃশ্যমানেতরপ্রত্যাখ্যানেঽন্যস্মিন্নদৃশ্যমানেঽপি রাজনি রাজপ্রতীতির্ভবেৎ, তদ্বৎ। তস্মাৎ সোঽহং মন্ত্রবিৎ কর্ম্মবিদেবাস্মি; কর্ম্মকার্য্যঞ্চ সর্ব্বং বিকারঃ; ইতি বিকারজ্ঞ এবাস্মি নাত্মবিৎ ন আত্মপ্রকৃতিস্বরূপজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অত এবোক্তম্ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। শ্রুতমাগমজ্ঞানমস্ত্যেব হি যস্মাৎ মে মম ভগবদ্দৃশেভ্যঃ যুষ্মৎসদৃশেভ্যঃ—তরতি অতিক্রামতি শোকং মনস্তাপম্ অকৃতার্থবুদ্ধিতাম্ আত্মবিদ্ ইতি। অতঃ সোঽহম্ অনাত্মবিত্ত্বাৎ হে ভগবঃ, শোচামি অকৃতার্থবুদ্ধ্যা সন্তপ্যে সর্ব্বদা; তং মা মাং শোকস্য শোকসাগরস্য পারম্ অন্তং ভগবান্ তারয়তু—আত্মজ্ঞানোড়ুপেন কৃতার্থবুদ্ধিমাপাদয়তু অভয়ং গময়ত্বিত্যর্থঃ। তমেবমুক্তবন্তং হ উবাচ—যদ্বৈ কিঞ্চ এতদ্ অধ্যগীষ্ঠাঃ অধীতবান্ অসি; অধ্যয়নেন তদর্থজ্ঞানমুপলক্ষ্যতে, জ্ঞাতবানসীত্যেতৎ; নামৈবৈতৎ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ ॥৫১৭॥৩

আনন্দগিরিঃ।—তর্হি সর্ব্বজ্ঞঃ স্বতন্ত্রস্ত্বং কৃতকৃত্যোঽসি, ইত্যাহ—সোঽহমিতি। কথং মন্ত্রবিদিত্যস্য কর্ম্মবিদিতি ব্যাখ্যানম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—মন্ত্রেষ্বিতি। মন্ত্রবিদেব নাত্মবিদিত্যত্র বিরোধং চোদয়তি—নন্বিতি। মন্ত্রবিত্ত্বে তৎপ্রকাশ্যাত্মবিত্ত্বমপি স্যাৎ, তদভাবে মন্ত্রবিত্ত্বমপি ন যুক্তমিত্যর্থঃ। অভিধানমভিধেয়মিত্যেবংরূপস্য ভেদস্য বিকারত্বেন মিথ্যাত্বাদাত্মনশ্চ বিকারত্বানঙ্গীকারাৎ মন্ত্রপ্রকাশ্যত্বাভাবাৎ ন বিরোধঃ, ইতি পরিহরতি—নাভিধানেতি। আত্মনো বিকারত্বাভাবেঽপি-অভিধেয়ত্বমেষ্টব্যমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। শ্রুত্যন্তরাবষ্টম্ভেন নিরাচষ্টে—নেত্যাদিনা। আত্মশব্দেন আত্মনঃ অভিধেয়ত্বাভাবে বাক্যশেষাদিবিরোধঃ স্যাৎ, ইত্যাশঙ্কতে—কথং তর্হীতি। আত্মশব্দেন অবাচ্যস্য আত্মনঃ তেন লক্ষণয়া প্রতিপত্তিসম্ভবাৎ ন উপক্রমোপসংহারবিরোধঃ অস্তীত্যুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইতি। বিশিষ্টে গৃহীতশব্দো বিশেষণে প্রত্যুক্তে যৎ সন্মাত্রং পরিশিষ্টং, তদবাচ্যমপি লক্ষণয়া বোধয়তীত্যর্থঃ। কেবলাত্মবিষয়স্য আত্মশব্দস্য তদ্দর্শনমন্তরেণ বিশিষ্টাত্মদৃষ্টিমাত্রেণ কথং প্রয়োগঃ? কথং বা তৎপ্রয়োগেঽপি ততো বিবক্ষিতাত্মধীঃ? ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন পরিহরতি—যথেত্যাদিনা। আত্মনো মুখ্যবৃত্ত্যা মন্ত্রপ্রকাশ্যত্বাভাবে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। শব্দার্থজ্ঞানমাত্রেণ আত্মবিত্ত্বং ন ভবতি, ইত্যনেন আচার্য্যোপদেশজনিত-জ্ঞানবত এব আত্মবিত্ত্বমিত্যুক্তং, তত্র প্রমাণমাহ—অত এবেতি। ঔপদেশিকজ্ঞানবিষয়ত্বং তর্হি স্বীকৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত ইতি। মা তর্হি তব আত্মবিদ্যাভূদিত্যাশঙ্ক্য শোকনিবৃত্ত্যুপায়ত্বেন তদপেক্ষাং সূচয়তি—শ্রুতমিতি। আত্মজ্ঞানোড়ুপেন আত্মজ্ঞানাখ্যেন প্লবেনেতি যাবৎ। কথং মদীয়মর্থজ্ঞানং সর্ব্বং নামমাত্রম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচারম্ভণমিতি ॥৫১৭॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—হে ভগবন্, সেই আমি এ সমস্ত জানিলেও কেবল মন্ত্রবিৎই রহিয়াছি, অর্থাৎ কেবল শব্দার্থমাত্র বিষয়েই জ্ঞান লাভ করিয়াছি; কেননা, সমস্ত শব্দই কেবল অভিধান বা নামমাত্র, অভিধানমাত্রই মন্ত্রে অন্তর্ভূত হইয়া থাকে (১)। আমি কেবল মন্ত্রবিৎই অর্থাৎ কেবলই কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ; কারণ, পরে বলিবেন যে, 'কর্ম্মসমূহ মন্ত্রে অবস্থিত, কিন্তু আত্মবিৎ নহি অর্থাৎ আত্মাকে জানি না'। ভাল, আত্মাও ত মন্ত্রসমূহ দ্বারা নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে; সুতরাং মন্ত্রবিৎ হইলে আত্মবিৎ হইবে না কেন? না, কারণ অভিধানাভিধেয়-ভাব অর্থাৎ বাচ্য-বাচক-ভাবও বিকারাত্মক; অথচ আত্মাকে ত আর কেহই বিকার পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে না। ভাল কথা, আত্মাও ত আত্ম-শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে; না—তাহা হয় না, কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'বাক্-সমূহ (শব্দসমূহ) যাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, যেখানে অপর কিছু দেখে না' ইত্যাদি। আচ্ছা, তাহা হইলে, 'আত্মাই অধোভাগে' 'তাহাই আত্মা' ইত্যাদি শব্দসমূহ আত্মার অবগতি করায় কিরূপে? না—ইহা দোষ হয় না; কেননা, [আত্ম-শব্দ], ভেদবুদ্ধির বিষয়ীভূত দেহবিশিষ্ট জীবাত্মাতে প্রযুক্ত, সুতরাং দেহাদির আত্মত্ব নিষিদ্ধ হইলে পর, যাহা অবশিষ্ট [অনিষিদ্ধ] থাকে, তাহা বাক্যের অতীত হইলেও তাহার প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। যেমন, রাজা যখন সেনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করেন, তখন ছত্র, ধ্বজ ও পতাকাদি দ্বারা ব্যবহিত থাকায় মধ্যস্থ রাজা দৃষ্টিগোচর হন না, কেবল সেনাসমূহই দৃষ্টি-পথের পথিক হইতে থাকে; তথাপি কিন্তু 'এই রাজা দেখা যাইতেছেন', এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সেস্থলে কেহ যদি বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন যে, এই রাজা কোন্‌টি? এইরূপে বিশেষভাবে তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইলে যেমন দৃশ্যমান জনসংঘের প্রত্যাখ্যান করিলে অর্থাৎ যাহাদিগকে দেখা যাইতেছে, ইহাদের কেহই রাজা নহে, এইরূপে দৃশ্যমান লোকসমূহ হইতে রাজা ইত্যাকার বুদ্ধি নিবারিত হইলে যাহাকে দেখা যাইতেছে না, সেই অদৃশ্য ব্যক্তিতেই রাজা বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। অতএব, সেই আমি কেবল মন্ত্রবিৎ—কর্ম্মতত্ত্ববিৎ, অর্থাৎ কর্ম্মফল সমস্তই বিকার (জন্যপদার্থ —মিথ্যা); সুতরাং আমি কেবল বিকার বিষয়ই অবগত হইয়াছি, কিন্তু আত্ম-

---

(১) তাৎপর্য্য—অভিধান বা নামমাত্রই মন্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইতে পারে, যাহার যাহা প্রসিদ্ধ নাম, সেই নামই তাহার একটি মন্ত্র। ঋষিগণ বলিয়াছেন "স্বনাম সর্ব্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে", অর্থাৎ স্ব স্ব নামই সর্ব্ব পদার্থের মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই কারণে ভাষ্যকার অভিধান বা নামমাত্রকেই মন্ত্রের অন্তর্ভূ্ত বলিয়াছেন।

বিৎ অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত স্বরূপাভিজ্ঞ নহি। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রকৃত আচার্য্যবান্ লোকই [আত্মাকে] জানে; বিশেষতঃ 'বাক্যসমূহ যাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে', ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও [ঐ ভাব জানা যাইতেছে]। যেহেতু ভগবদ্দৃশ অর্থাৎ আপনার সদৃশ লোকদিগের নিকট হইতে আমার শ্রুত অর্থাৎ নিশ্চয়ই ঔপদেশিক জ্ঞান আছে যে, অর্থাৎ আপনার সদৃশ লোকদিগের নিকট নিশ্চয়ই আমার শোনা আছে যে, আত্মজ্ঞব্যক্তি—শোক-মোহ অর্থাৎ মনস্তাপ বা অকৃতার্থতা বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া থাকে; অতএব হে ভগবন্, সেই আমি আত্মজ্ঞানের অভাবে শোক করিতেছি, অর্থাৎ অকৃতার্থতা জ্ঞানে সর্ব্বদা সন্তাপ ভোগ করিতেছি; সেই আমাকে আপনি শোকের—দুঃখ-সাগরের পরপার উত্তীর্ণ করান,—আত্মজ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা কৃতার্থতা জ্ঞান প্রাপ্ত করান, অর্থাৎ আমাকে অভয় (মুক্তি) লাভ করান। নারদ এই প্রকার বলিলে পর সনৎকুমার বলিলেন—তুমি এই যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ, অর্থাৎ অবগত হইয়াছ, এখানে 'অধ্যয়ন' কথায় তাহার অর্থ-জ্ঞান বুঝিতে হইবে। এসমস্ত নামই, নাম ভিন্ন আর কিছু নহে; (১) কারণ, শ্রুতিতে আছে—'বিকার বা জন্যপদার্থ মাত্রই বাক্যারব্ধ নাম ভিন্ন আর কিছু নহে'? ॥৫১৭॥৩

নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ আথর্ব্বণশ্চতুর্থ ইতিহাস-পুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশির্দৈবো নিধির্ব্বাকো-বাক্যমেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা সর্প-দেবজনবিদ্যা নামৈবৈতন্নামোপাস্স্বেতি ॥৫১৮॥৪

নাম বৈ (এব) ঋগ্বেদঃ, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদঃ, চতুর্থঃ আথর্ব্বণঃ (অথর্ব্ববেদঃ), পঞ্চমঃ ইতিহাস-পুরাণঃ, বেদানাং বেদঃ (ব্যাকরণং), পিত্র্যঃ (শ্রাদ্ধকল্পঃ), রাশিঃ (গণিতং), দৈবঃ (উৎপাতশাস্ত্রং), নিধিঃ, বাকোবাক্যং, একায়নং (নীতিবিদ্যা) দেববিদ্যা (নিরুক্তং), ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষাকল্পাদিঃ), নক্ষত্রবিদ্যা (জ্যোতিষং), সর্পদেবজনবিদ্যা, এতৎ (ঋগ্বেদাদি সর্ব্বং) নামৈব; নাম উপাস্স্ব (বিষ্ণুবুদ্ধ্যা প্রতিমাম্ ইব, ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নাম উপাস্স্বেত্যর্থঃ)॥

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ 'নাম' বলিলে আমরা 'শব্দ' অর্থ বুঝিয়া থাকি, কিন্তু এখানে সেরূপ অর্থ বুঝিলে চলিবে না; এখানে বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বেই পূর্ব্বকথিত অনৃত মিথ্যা বিকারাত্মক 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'; অর্থাৎ বিকার বা জন্য পদার্থ মাত্রই নাম-রূপাত্মক বাগাত্মক নামমাত্র। সুতরাং এখানে 'নামৈব' বলায় ঋগ্বেদাদি বিদ্যা ও বিদ্যাফল, সমস্তই অনিত্য বিনাশী বস্তু বুঝিতে হইবে। উক্ত কর্ম্মফলের অনিত্যতাদর্শনেই মহর্ষি নারদের বিশুদ্ধ হৃদয়ে শোকাবেগ সমুত্থিত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সমস্তই নামস্বরূপ ; নামের উপাসনা কর, অর্থাৎ প্রতিমাকে যেরূপ বিষ্ণুরূপে উপাসনা করা হয়, তদ্রূপ নামকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নাম বৈ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদি, নামৈবৈতৎ, নামোপাস্স্ব ব্রহ্মেতি—ব্রহ্মবুদ্ধ্যা, যথা প্রতিমাং বিষ্ণুবুদ্ধ্যা, উপাস্তে, তদ্বৎ ॥৫১৮॥৪

আনন্দগিরিঃ।—উক্তমুপপাদয়তি—নাম বা ইতি। তদুপসংহরতি—নামৈবেতি। কেন রূপেণেদং নাম আদর্ত্তব্যম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নামেতি। উপাস্তিপ্রকারং দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি—যথেতি ॥৫১৮॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—নামরূপে প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি, এ সমস্ত নামই, প্রতিমাকে যেরূপ বিষ্ণুজ্ঞানে উপাসনা করে, তদ্রূপ উক্ত নামকেও ব্রহ্মরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর ॥৫১৮॥৪

স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথা-কামচারো ভবতি, যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ; অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি, নাম্নো বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫১৯॥৫

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) নাম ব্রহ্মেতি (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা) উপাস্তে (উপাসনং করোতি) যাবৎ নাম্নঃ গতং (গতিঃ—নামগোচরমিত্যর্থঃ) তত্র (তস্মিন্ নামবিষয়ে) অস্য (উপাসকস্য) যথাকামচারঃ (যথেচ্ছম্ অধিকারঃ) ভবতি, 'যঃ নাম ব্রহ্মেতি উপাস্তে' ইতি তু উক্তোপসংহারঃ। [এবমুপদিষ্টঃ নারদঃ আহ—] ভগবঃ, নাম্নঃ ভূয়ঃ (অধিকং কিঞ্চিৎ) অস্তি ? ইতি ; [সনৎকুমার আহ—] বাব (প্রসিদ্ধৌ) নাম্নঃ ভূয়ঃ অস্তি ইতি ; [নারদ আহ—] ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) মে (মহ্যং) তৎ ব্রবীতু (কথয়তু) ইতি ॥

যে কোন লোক নামকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে ; যে পর্য্যন্ত নামের অধিকার অর্থাৎ শব্দগম্য, তাহাতে এই উপাসকেরও যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, নাম অপেক্ষাও অধিক বা অতিরিক্ত কিছু আছে কি ? [সনৎকুমার বলিলেন—] নাম অপেক্ষাও অধিক আছে বৈ কি ? [নারদ বলিলেন—] পূজনীয় আপনি আমাকে তাহা বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যস্তু নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, তস্য যৎ ফলং ভবতি, তচ্ছৃণু—যাবৎ নাম্নো গতং নাম্নো গোচরম্, তত্র তস্মিন্নামবিষয়ে অস্য যথা কামচারঃ কামচরণং রাজ্ঞ ইব স্ববিষয়ে ভবতি। যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, ইত্যুপসংহারঃ।

কিমস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় অধিকতরম্? যদ্ ব্রহ্মদৃষ্ট্যর্হমন্যদিত্যভিপ্রায়ঃ। সনৎকুমার আহ—নাম্নো বাব ভূয়োঽস্ত্যেব, ইত্যুক্ত আহ—যদ্যস্তি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫।১॥৫

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১॥

আনন্দগিরিঃ।—নাম্নি ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাস্যমানে কিং স্যাদিত্যাহ—স যস্থিতি। যো নামেত্যাদিবাক্যস্য পৌনরুক্ত্যম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যো নামেতি ॥৫।১॥৫

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে লোক নামকে ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে উপাসনা করে, তাহার যাহা ফল, তাহা শ্রবণ কর—যে পর্য্যন্ত নামের গতি, অর্থাৎ নামের বিষয়, রাজার যেমন স্বারাজ্যে কামচার অর্থাৎ যথেচ্ছ অধিকার হয়, তেমনি এই উপাসকেরও সেই পর্য্যন্ত বিষয়ে ইচ্ছানুযায়ী কামচার (অধিকার) হইয়া থাকে। 'যিনি এই নামকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন' বলিয়া পূর্ব্বোক্ত কথারই উপসংহার করিতেছেন। ভগবন্, নাম অপেক্ষাও ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিকতর অন্য কিছু আছে কি ?—যাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি করা যাইতে পারে। সনৎকুমার বলিলেন—নিশ্চয়ই নামাপেক্ষা অধিক আছে ; [নারদ এইরূপ] অভিহিত হইয়া বলিলেন—যদি থাকে, তবে আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥৫।১॥৫

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১॥

সপ্তমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী, বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্ব্বেদꣳ সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যꣳ রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেবিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাꣳ সর্প-দেবজন-বিদ্যাং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ বায়ুঞ্চাকাশঞ্চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাꣳশ্চ মনুষ্যাꣳশ্চ পশূꣳশ্চ বয়াꣳসি চ তৃণবনস্পতীঞ্শ্বাপদান্যাকীট-পতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মঞ্চাধর্ম্মঞ্চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞ-ঞ্চাহৃদয়জ্ঞঞ্চ ; যদ্বৈ বাঙ্‌নাভবিষ্যন্ন ধর্ম্মো নাধর্ম্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি ॥৫২০॥১

[ইদানীং নাম্নাং বাগিন্দ্রিয়াধীনত্বাৎ বাচঃ ভূয়স্ত্বমুচ্যতে—"বাগ্বাব" ইত্যাদি।] —বাব (প্রসিদ্ধৌ) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) নাম্নঃ (বর্ণাত্মকশব্দাৎ) ভূয়সী (অধিকা—মহতীত্যর্থঃ)। বৈ (যতঃ) বাক্ ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি (অয়ং ঋগ্বেদ ইতি বোধয়তি), তথা, যজুর্ব্বেদং, সামবেদং, চতুর্থং (অথর্ব্ববেদং) আথর্ব্বণং, পঞ্চমং ইতিহাসং—পুরাণং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিং, দৈবং, নিধিং, বাকোবাক্যং, একায়নং, দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, সর্প-দেবজনবিদ্যাং, দিবং (দ্যুলোকং) চ, পৃথিবীং চ, বায়ুং চ, আকাশং চ, অপঃ চ, তেজঃ চ, দেবান্ চ, মনুষ্যান্ চ, পশূন্ চ, বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ, তৃণ-বনস্পতীন্ (তৃণানি, বৃক্ষান্) চ, শ্বাপদানি (হিংস্রজন্তূন্) [কিং বহুনা] অকীটপতঙ্গ-পিপীলকং, (কীট-পিপী-লিকাপর্য্যন্তং সর্ব্বং) ধর্ম্মং চ, অধর্ম্মং চ, সত্যং চ, অনৃতং চ, সাধু (শুভং) চ, অসাধু চ, হৃদয়জ্ঞং (মনোরমং) অহৃদয়জ্ঞং চ [বিজ্ঞাপয়তি]; যৎ (যদি) বৈ (নিশ্চয়ে) বাক্ ন অভবিষ্যৎ, [তদা] ধর্ম্মঃ অধর্ম্মঃ বা (চ) ন ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ (আত্মানং ন প্রকটিতং অকরিষ্যদিত্যর্থঃ)। [তথাচ সতি] সত্যং ন, অনৃতং (অসত্যং) ন, সাধু ন, অসাধু ন, হৃদয়জ্ঞঃ (মনোরমঃ) ন, অহৃদয়জ্ঞঃ

ন [অভবিষ্যদিতি শেষঃ]। বাক্ এব এতৎ (পূর্ব্বোক্তং ঋগ্বেদাদি) বিজ্ঞাপয়তি (লক্ষণাদি-নিরূপণেন বোধয়তীত্যর্থঃ), [অতঃ] বাচম্ উপাস্স্ব ইতি ॥

নামমাত্রই বাগিন্দ্রিয়ের অধীন ; এইজন্য নামাপেক্ষা বাকের শ্রেষ্ঠত্ব বলিতেছেন,—প্রসিদ্ধ বাক্ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ই নাম অপেক্ষা ভূয়সী অর্থাৎ অধিক বা শ্রেষ্ঠ ; কেননা, বাগিন্দ্রিয়ই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণ, বেদের বেদ (ব্যাকরণ-শাস্ত্র), পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রিয়বিদ্যা, সর্প-বিদ্যা ও দেবজন-বিদ্যা, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজঃ, দেবতা, মনুষ্য, পশু-পক্ষী, তৃণ, বৃক্ষ, শ্বাপদ (হিংস্রজন্তু), অধিক কি, কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা অবধি সমস্ত, এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অসত্য, সাধু, অসাধু, মনোরম ও অমনোরম বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে। যদি বাক্ না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কেহই আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিত না ; তাহার ফলে সত্য, অসত্য প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারিত না। বাক্ই এই সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেয়, অতএব, বাক্‌কে উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বাগ্বাব, বাগিতি ইন্দ্রিয়ং জিহ্বামূলাদিষষ্টসু স্থানেষু স্থিতং বর্ণানামভিব্যঞ্জকম্। বর্ণাশ্চ নাম, ইতি নাম্নঃ বাক্ ভূয়সীত্যুচ্যতে। কার্য্যাদ্ধি কারণং ভূয়ো দৃষ্টং লোকে—যথা পুত্রাৎ পিতা, তদ্বৎ, কথং চ বাক্ নাম্নো ভূয়সী? ইত্যাহ—বাক্ বৈ ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি,—অয়মৃগ্বেদ ইতি, তথা যজুর্ব্বেদমিত্যাদি সমানম্। হৃদয়জ্ঞং হৃদয়প্রিয়ম্, তদ্বিপরীতম্ অহৃদয়জ্ঞম্। যৎ যদি বাক্ নাভবিষ্যৎ ধর্ম্মাদি ন ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ, বাগভাবে অধ্যয়নাভাবঃ, অধ্যয়নাভাবে তদর্থশ্রবণাভাবঃ, তচ্ছ্রবণাভাবে ধর্ম্মাদি ন ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ ন বিজ্ঞাতমভবিষ্যদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ বাগেবৈতৎ শব্দোচ্চারণেন সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়তি, অতো ভূয়সী বাক্ নাম্নঃ ; তস্মাৎ বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্স্ব ॥৫২০॥১

আনন্দগিরিঃ।—বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সীত্যুক্তং, বাঙ্নাম্নোরেকত্বাৎ ব্যাপ্যব্যাপকত্বানুপপত্তিঃ ইত্যাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে—বাগিতীন্দ্রিয়মিতি। জিহ্বামূলাদিষু ইত্যাদিশব্দেন উরঃকণ্ঠশিরোদন্তৌষ্ঠনাসিকাতালূনি গৃহ্যন্তে। বাগিন্দ্রিয়স্য বর্ণেভ্যঃ অভিব্যঙ্গ্যেভ্যঃ ভূয়স্ত্বেঽপি নাম্নস্তু ভূয়স্ত্বং কুতস্ত্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বর্ণাশ্চেতি। তয়োর্ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবেঽপি কথং ব্যাপ্যব্যাপকত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কার্য্যাদ্ধীতি। বাচো নাম্নো ভূয়স্ত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রপঞ্চয়তি—কথং চেত্যাদিনা। ইতশ্চ বাচো ভূয়স্ত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ —যদ্যদীতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তস্যা ভূয়স্ত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি ॥৫২০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—'বাগ্বাব' ইতি। বাক্ অর্থ বাগিন্দ্রিয় ; যাহা জিহ্বামূলাদি অষ্টস্থানে স্থিত এবং বর্ণাভিব্যঞ্জকরূপে প্রসিদ্ধ (১)। বর্ণমাত্রই নাম ; এই জন্যই নাম অপেক্ষা বাগিন্দ্রিয়কে মহৎ বলা যায়। জগতে কার্য্য অপেক্ষা কারণের মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন পুত্র অপেক্ষা পিতার [মহত্ত্ব], ইহাও

তাৎপর্য্য—বর্ণাভিব্যঞ্জক আটটি স্থান এই—অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানাম্ উরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠঞ্চ তালুকা॥" বক্ষঃ, কণ্ঠ, মস্তক, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও

তদ্রূপ। আরও কি কারণে নাম অপেক্ষা বাগিন্দ্রিয় মহৎ? তদুত্তরে বলিতেছেন—বাক্ই ঋগ্বেদকে জানাইয়া দেয় যে, ইহা ঋগ্বেদ। সেইরূপ যজুর্ব্বেদকে [জানাইয়া দেয়] ইত্যাদির অর্থ একই প্রকার। হৃদয়জ্ঞ অর্থ—হৃদয়ের প্রীতিকর, তদ্বিপরীত অহৃদয়জ্ঞ। যৎ অর্থ যদি; যদি বাক্ না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মাদিও বিজ্ঞাপিত হইত না; অভিপ্রায় এই যে, বাগিন্দ্রিয়ের অভাবে অধ্যয়নের অভাব, অধ্যয়নাভাবে ঋগ্বেদাদির অর্থাবগতির অভাব, শ্রবণের অভাবে ধর্ম্মাদি কখনই বিজ্ঞাপিত হইত না; অর্থাৎ বিজ্ঞাত হইত না। অতএব বাগিন্দ্রিয়ই শব্দোচ্চারণ দ্বারা এ সমস্ত বিষয়কে বিশেষরূপে জানাইয়া দেয়; অতএব, বাক্ নিশ্চয়ই নাম অপেক্ষা মহৎ বা শ্রেষ্ঠ; সেই কারণে বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর ॥৫২০॥১

স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি, বাচো বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫২১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২॥

[উপাসনায়াঃ ফলমাহ—"সঃ যঃ" ইত্যাদি]। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) বাচং ব্রহ্মেতি (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা) উপাস্তে; যাবৎ বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়স্য) গতং (গতিঃ—অধিকারঃ), তত্র (বিষয়ে) অস্য (উপাসকস্য) যথাকাম-চারঃ ভবতি; যঃ বাচং ব্রহ্মেতি উপাস্তে ইতি উক্তোপসংহারঃ। [নারদ আহ—] ভগবঃ, বাচঃ [অপি] ভূয়ঃ অস্তি? ইতি [সনৎকুমার আহ—] বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়াদপি) বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ তৎ মে (মহ্যং) ব্রবীতু (কথয়তু) ইতি ॥

এখন উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—যে কোন লোক বাগিন্দ্রিয়কে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত বাগিন্দ্রিয়ের গতি বা অধিকার, তদ্বিষয়ে তাহার স্বচ্ছন্দ অধিকার হইয়া থাকে; যে লোক বাক্‌কে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। [নারদ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, বাক্ অপেক্ষাও কিছু অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] বাক্ অপেক্ষাও অধিক নিশ্চয়ই আছে। [নারদ বলিলেন—] পূজনীয় আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ ॥৫২১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—স যো বাচম্ ইত্যাদি অন্যৎ ইত্যুচ্যতে ॥৫২১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২॥

তালু—এই আটটি স্থানে অবস্থান করতঃ বাগিন্দ্রিয় যথাসম্ভব বিভিন্ন বর্ণরাশি প্রকাশ করিয়া থাকে, এই জন্য বাগিন্দ্রিয়কে জিহ্বামূলাদি অষ্টস্থানস্থিত বলা হইয়াছে।

সপ্তমাধ্যায়ে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

মনো বাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাহক্ষৌ মুষ্টিরনুভবত্যেবং বাচঞ্চ নাম চ মনোঽনুভবতি,—স যদা মনসা মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যথাধীতে, কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছত ইমঞ্চ লোকমমুঞ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছতে, মনো হ্যাত্মা মনো হি লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্স্বেতি ॥৫২২॥১

[মনঃ (অন্তঃকরণং) বাব বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়াৎ) ভূয়ঃ ; যথা (যদ্বৎ) মুষ্টিঃ (করমুষ্টিঃ) দ্বে বা আমলকে (আমলকফলে), দ্বে বা কোলে (বদরফলে), দ্বৌ বা অক্ষৌ (বিভীতকফলে) অনুভবতি (ব্যাপ্নোতি), এবং (তদ্বৎ) মনঃ (অন্তঃকরণং) বাচং চ [তদ্বিষয়ং] নাম (শব্দং) চ অনুভবতি, সঃ (পুরুষঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) মন্ত্রান্ অধীয়ীয় (পঠেয়ং) ইতি মনস্যতি (সংকল্পং করোতি), অথ (অনন্তরং) অধীতে (পঠতি) ; কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয় ইতি [যদা মনস্যতি], অথ (তদা) কুরুতে (কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠতি) ; পুত্রান্ চ পশূন্ চ ইচ্ছেয় ইতি [মনস্যতি], অথ ইচ্ছতে (উপায়ানুষ্ঠানেন পুত্রাদীন্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)। ইমং চ লোকং অমুং চ লোকং ইচ্ছেয় (লভেয়ং) ইতি [মনস্যতি], অথ ইচ্ছতে (উপায়ানুষ্ঠানদ্বারা প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ), [যস্মাৎ] মনঃ হি (এব) আত্মা (আত্মনঃ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি নির্ব্বাহকং) মনঃ হি (এব) লোকঃ (লোকপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ) ; তস্মাৎ মনঃ হি [এব] ব্রহ্ম ; অতঃ মনঃ উপাস্স্ব (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা মনস উপাসনং কুরু ইত্যর্থঃ) ইতি ॥

বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষা মন অর্থাৎ অন্তঃকরণই মহৎ ; হস্তের একটি মুষ্টি (মুঠ) যেমন দুইটি আমলকীফল, কিংবা দুইটি বদরীফল, অথবা দুইটি বহেড়া ফলকে ব্যাপিতে পারে অর্থাৎ উক্ত দুই দুইটি ফল যেমন একই মুঠের মধ্যে থাকিতে পারে ; তেমনি অন্তঃকরণও বাক্ ও শব্দকে (নামকে) অনুভব করিয়া থাকে অর্থাৎ ব্যাপিয়া থাকে, [কেননা] পুরুষ যখন মন দ্বারা ইচ্ছা করে যে, আমি মন্ত্র অধ্যয়ন করিব, কর্ম্ম করিব, পুত্র ও পশুসমূহ পাইব, এবং ইহলোক

ও পরলোক লাভ করিব ; সেই সেই ইচ্ছার পরই—মন্ত্র অধ্যয়ন করে, কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, পুত্র ও পশুসম্পদ্ লাভ করে এবং ইহলোক ও পরলোক আয়ত্ত করে। মনই আত্মা, অর্থাৎ আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি-সিদ্ধির প্রধান সহায়, মনই লোক, অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভের প্রধান উপায় ; অতএব মনই ব্রহ্ম, অতএব মনকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মনঃ মনস্তনবিশিষ্টম্ অন্তঃকরণং বাচো ভূয়ঃ। তদ্ধি মনস্তন-ব্যাপারবৎ বাচং বক্তব্যে প্রেরয়তি ; তেন বাক্ মনস্যন্তর্ভবতি। যচ্চ যস্মিন্নন্তর্ভবতি, তৎ তস্য ব্যাপকত্বাৎ ততো ভূয়ো ভবতি,—যথা বৈ লোকে দ্বে বা আমলকে ফলে দ্বে বা কোলে বদরফলে দ্বৌ বা অক্ষৌ বিভীতকফলে মুষ্টিরনুভবতি মুষ্টিঃ তে ফলে ব্যাপ্নোতি মুষ্টৌ হি তে অন্তর্ভবতঃ ; এবং বাচঞ্চ নাম চ আমলকাদিবৎ মনোঽনুভবতি। স যদা পুরুষো যস্মিন্ কালে মনসা অন্তঃকরণেন মনস্যতি, মনস্তনং বিবক্ষাবুদ্ধিঃ ; কথং ? মন্ত্রান্ অধীয়ীয় উচ্চারয়েয়ম্—ইত্যেবং বিবক্ষাং কৃত্বা, অথ অধীতে, তথা কর্ম্মাণি কুর্ব্বীয়েতি চিকীর্ষাবুদ্ধিং কৃত্বা অথ কুরুতে, পুত্রান্ চ পশূন্ চ ইচ্ছেয়েতি প্রাপ্তীচ্ছাং কৃত্বা, তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন অথ ইচ্ছতে, পুত্রাদীন্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তথা ইমঞ্চ লোকম্ অমুঞ্চ উপায়েন ইচ্ছেয়মিতি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানেন অথেচ্ছতে প্রাপ্নোতি। মনো হি আত্মা ; আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ—সতি মনসি নান্যথেতি মনো হি আত্মেত্যুচ্যতে। মনো হি লোকঃ ; সত্যেব হি মনসি লোকো ভবতি, তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানুষ্ঠানঞ্চ ইতি মনো হি লোকো যস্মাৎ, তস্মাৎ মনো হি ব্রহ্ম। যত এবং, তস্মাৎ মন উপাস্স্বেতি ॥৫২২॥১

আনন্দগিরিঃ।—মনঃশব্দস্য বৃত্তিমাত্রবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—মন ইতি। কথং তস্য বাচো ভূয়স্ত্বং, তদাহ—তদ্ধীতি। বাচো মনস্যন্তর্ভাবেঽপি কুতো মনসস্তস্যা ভূয়স্ত্বং, তত্রাহ—যচ্চেতি। মনসো বাগাদের্ব্যাপ্তিং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। ইতশ্চ মনসোঽস্তি ভূয়স্ত্বমিত্যাহ—যদেতি। বিবক্ষাবুদ্ধিস্তাং করোতীতি শেষঃ। ইচ্ছেয়েতীচ্ছাং কৃত্বেতি শেষঃ। তস্যাত্মত্বমুপপাদয়তি—আত্মন ইতি। তস্য লোকত্বং সাধয়তি—সত্যেবেতি ॥৫২২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—মনঃ অর্থ—মননশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণ ; তাহা বাক্ অপেক্ষাও মহৎ ; কেননা, মননশক্তিবিশিষ্ট সেই অন্তঃকরণই বাগিন্দ্রিয়কে বক্তব্য বিষয়ে নিয়োজিত করে ; সেই কারণে বাগিন্দ্রিয়টি মনের অন্তর্ভূত বা অধীন হয়। যাহা যাহার অন্তর্ভূত হয়, ব্যাপকত্বনিবন্ধন তদপেক্ষা তাহা অধিক হয়। ব্যবহার ক্ষেত্রে যেমন একটি মুষ্টি (মুঠ) দুইটি আমলকী ফল, কিংবা দুইটি বদরীফল অথবা দুইটি বিভীতক ফল (বহেড়া) অনুভব করে, ব্যাপিয়া থাকে, অর্থাৎ সেই দুইটি ফল মুষ্টির মধ্যে নিহিত থাকে, এই প্রকার আমলকী প্রভৃতির ন্যায় বাগিন্দ্রিয় ও নাম উভয়কেই এক অন্তঃকরণ অনুভব করিয়া থাকে অর্থাৎ ঐ উভয়ই অন্তঃকরণের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। পুরুষ যে সময় মনস্তন করিতে থাকে,—কি প্রকার ? না—আমি মন্ত্রসমূহ অধ্যয়ন—উচ্চারণ করিব ; এইরূপ

২৫

বলিবার ইচ্ছা করিয়া, তাহার পর উচ্চারণ করে। সেইরূপ কর্ম্মসমূহ চিকীর্ষা (করিবার ইচ্ছা) করিয়া তাহার পর কর্ম্ম করে। পুত্র ও পশুসমূহ পাইব, এইরূপ প্রাপ্তীচ্ছা করিয়া তাহার পর প্রাপ্তির অনুকূল উপায়ানুষ্ঠান দ্বারা পুত্র ও পশুসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ, এই বর্ত্তমান লোক ও পরলোক লাভ করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তাহার পর উপযুক্ত উপায়ানুষ্ঠান দ্বারা তাহা লাভ করে। যেহেতু মনই আত্মা; কারণ, মনের সত্তায়ই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, নচেৎ হয় না। এই কারণে মন আত্মা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মনই লোক, কেননা, মন সত্ত্বেই লোকপ্রাপ্তির উপযুক্ত উপায়ানুষ্ঠান এবং লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে; অতএব মনই ব্রহ্ম; যেহেতু মনই ব্রহ্মস্বরূপ, সেই হেতু মনকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর ॥৫২২॥১

স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্মনসো গতং, তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি, যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে অস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি, মনসো বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫২৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৩॥

যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) মনঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে, যাবৎ মনসঃ গতং (গতিঃ— বিষয়ঃ), তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকাম-চারঃ (যথেচ্ছম্ অধিকারঃ) ভবতি; যঃ মনঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে, ইত্যুপসংহারঃ। [নারদঃ পুনরাহ—] ভগবঃ, মনসঃ ভূয়ঃ (অধিকং) অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] মনসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ তৎ (মনোঽধিকং বস্তু) মে ব্রবীতু (কথয়তু) ইতি ॥

যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে মনের উপাসনা করে; মনের যতদূর বিষয়, তাহারও সে সমুদয়ে যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, মনঃ অপেক্ষাও অধিক কিছু আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন,] হাঁ, মন অপেক্ষাও অধিক আছে। [নারদ বলিলেন,] আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যো মন ইত্যাদি সমানম্ ॥৫২৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৫২৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"সঃ যঃ মনঃ" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৫২৩॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥৩॥

সপ্তমাধ্যায়ে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্, যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি, তামু নাম্নীরয়তি, নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি, মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি ॥৫২৪॥১

সংকল্পঃ (ইচ্ছাবিশেষঃ) বাব মনসঃ (অন্তঃকরণাৎ) ভূয়ান্ (অধিকঃ); [পুরুষঃ] যদা (যস্মিন্ কালে) সংকল্পয়তি, অথ (অনন্তরং) মনস্যতি (চিকীর্ষা-বুদ্ধিম্ অবলম্বতে); অথ (অনন্তরং) বাচম্ ঈরয়তি (শব্দোচ্চারণে প্রেরয়তি), তাং (বাচং) নাম্নি [ঈরয়তি] (নাম্নো যোজয়তীত্যর্থঃ); মন্ত্রাঃ নাম্নি একং ভবন্তি (অন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ), মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি [একং ভবন্তি] (মন্ত্রৈঃ কর্ম্মাণি নিষ্পাদ্যন্তে ইত্যর্থঃ)॥

সংকল্প অর্থ—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাবধারণ; সংকল্পই মন অপেক্ষা অধিক; পুরুষ যখন সংকল্প করে, তাহার পর মনস্যন অর্থাৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে ইচ্ছা করে; তাহার পর বাগিন্দ্রিয়কে [শব্দোচ্চারণে] প্রেরণ করে; সেই বাগিন্দ্রিয়কে নামে প্রেরণ করে (শব্দের সহিত সংযোজিত করে); মন্ত্র সকল নামে একীভূত হয়, এবং মন্ত্রসমূহে আবার কর্ম্মসমূহ একীভূত হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্। সঙ্কল্পোঽপি মনস্যনবৎ অন্তঃ-করণবৃত্তিঃ—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়বিভাগেন সমর্থনম্। বিভাগেন হি সমর্থিতে বিষয়ে চিকীর্ষাবুদ্ধিঃ মনস্যনানন্তরং ভবতি। কথম্? যদা বৈ সঙ্কল্পয়তে কর্ত্তব্যাদি-বিষয়ান্ বিভজতে—ইদং কর্ত্তুং যুক্তম্, ইদং কর্ত্তুমযুক্তমিতি, অথ মনস্যতি—মন্ত্রান্ অধীয়ীয়েত্যাদি। অথ অনন্তরং বাচমীরয়তি মন্ত্রাদ্যুচ্চারণে। তাঞ্চ বাচম্ উ নাম্নি নাম্নোচ্চারণনিমিত্তং বিবক্ষাং কৃত্বা ঈরয়তি। নাম্নি নামসামান্যে মন্ত্রাঃ শব্দবিশেষাঃ সন্তঃ একং ভবন্তি অন্তর্ভবন্তীত্যর্থঃ। সামান্যে হি বিশেষো-ঽন্তর্ভবতি। মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি একং ভবন্তি; মন্ত্রপ্রকাশিতানি কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে, নামন্ত্রকমস্তি কর্ম্ম। যদ্ধি মন্ত্রপ্রকাশনেন লব্ধসত্তাকং সৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণেন ইদং কর্ত্তব্যমস্মৈ ফলায়েতি বিধীয়তে, যাপ্যুৎপত্তির্ব্রাহ্মণেষু কর্ম্মণাং দৃশ্যতে, সাপি মন্ত্রেষু লব্ধসত্তাকানামেব কর্ম্মণাং স্পষ্টীকরণম্। ন হি মন্ত্রাপ্রকাশিতং

কর্ম্ম কিঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণে উৎপন্নং দৃশ্যতে। ত্রয়ীবিহিতং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধং লোকে; ত্রয়ীশব্দশ্চ ঋগ্‌যজুঃসাম-সমাখ্যঃ। "মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্" ইতি চ আথর্ব্বণে। তস্মাদ্ যুক্তং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণ্যেকং ভবন্তীতি ॥৫২৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—সঙ্কল্পশব্দার্থমাহ—সঙ্কল্পোঽপীতি। কা সা অন্তঃকরণপ্রবৃত্তিঃ, যা সঙ্কল্পশব্দিতা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ত্তব্যেতি। দ্বিবিধে বিষয়ে বিভাগেন সমর্থিতেঽপি কথং যথোক্তস্য সঙ্কল্পস্য মনসো ভূয়স্ত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বিভাগেন হীতি। সঙ্কল্পস্য কারণত্বাৎ মনসশ্চ কার্য্যত্বাৎ অতো ভূয়স্ত্বমিত্যর্থঃ। কার্য্যকারণভাবং তয়োরাকাঙ্ক্ষা-পূর্ব্বকং ব্যক্তীকরোতি—কথমিত্যাদিনা। মনসঃ সকাশাৎ বাচঃ অনন্তরভাবিত্বে বিশেষং দর্শয়তি—তাং চেতি। নাম্নি মন্ত্রাণামন্তর্ভাবং সমর্থয়তে—সামান্যে হীতি। কথং মন্ত্রেষু অনুপলব্ধকর্ম্মণামন্তর্ভাবঃ, তত্রাহ—মন্ত্রেতি। কথং কর্ম্ম নামন্ত্রকমস্তীত্যু-চ্যতে, ব্রাহ্মণবিহিতস্যাপি কর্ম্মণো দর্শনাৎ; ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্বীতি। ব্রাহ্মণস্য মন্ত্রব্যাখ্যানরূপত্বাৎ অতিস্পষ্টমন্ত্রানুপলম্ভেঽপি কল্প্যতে মন্ত্রোক্তত্বমিত্যর্থঃ। এতদেব প্রপঞ্চয়তি—যাঽপীত্যাদিনা। একস্যাং শাখায়াং যৎ কর্ম্ম মন্ত্রেষ্বনুপলব্ধং, তচ্ছা-খান্তরীয়মন্ত্রপ্রকাশিতং ভবিষ্যতি, ইত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—ত্রয়ীতি। তথাপি কথং মন্ত্রপ্রকাশিতত্বম্? তত্রাহ—ত্রয়ীশব্দশ্চেতি। মন্ত্রেষু কর্ম্মাণ্যন্তর্ভবন্তি ইত্যত্র শ্রুত্যন্তরানুমতিং কথয়তি—মন্ত্রেষ্বিতি ॥৫২৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সংকল্পই মন অপেক্ষা বড়। মনস্যনের ন্যায় সংকল্পও অন্তঃকরণেরই বৃত্তিবিশেষ—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ের বিভাগক্রমে সমর্থন করা; কেননা, বিভাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যরূপে অবধারিত বিষয়েই মনস্যন ব্যাপারের পর চিকীর্ষাবুদ্ধি অর্থাৎ করিবার ইচ্ছানুকূল জ্ঞান হইয়া থাকে। কি প্রকার? যখনই সংকল্প করে—'ইহা করা উচিত, ইহা করা অনুচিত' এইরূপে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিষয়ের বিশ্লেষণ করে, তাহার পরই 'মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিব' ইত্যাদি রূপ মনস্যন করিয়া থাকে; তাহার পর মন্ত্রাদি উচ্চারণে বাগিন্দ্রিয়কে প্রেরণ করে। সেই বাক্‌কে আবার বলিবার ইচ্ছায় নামোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করে; মন্ত্রসমূহ অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শব্দও আবার সাধারণ নামের সহিত একীভূত হইয়া থাকে; অর্থাৎ নামেরই অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। কেননা, বিশেষ বা ব্যাপ্য পদার্থ মাত্রই সামান্য বা ব্যাপক পদার্থের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। কর্ম্মও আবার মন্ত্রসমূহের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে; কেননা, যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই মন্ত্র-প্রকাশিত, কোন কর্ম্মই মন্ত্রহীন নাই বা থাকিতে পারে না। কেননা, যে কর্ম্ম মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত,—যেমন 'ব্রাহ্মণের ইহা করা উচিত' ইত্যাদি, তাহাই অনুষ্ঠেয় রূপে বিহিত হইয়া থাকে মাত্র। আর ব্রাহ্মণভাগের মধ্যেও যে, নূতন কর্ম্মবিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে, [বুঝিতে হইবে,] তাহাও মন্ত্র-প্রকাশিত (মন্ত্রভাগোক্ত) কর্ম্মসমূহেরই স্পষ্টী-

করণ বা ব্যাখ্যা মাত্র ; কেননা, মন্ত্রভাগের মধ্যে যে কর্ম্ম বর্ণিত আছে, ব্রাহ্মণ-ভাগের মধ্যেও আবার তাহারই উৎপত্তি বা নূতন করিয়া বিধান করা সম্ভবপর হইতে পারে না (১)। জগতে কর্ম্মমাত্রই ত্রয়ী-বিহিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ; 'ত্রয়ী' শব্দ সাধারণতঃ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদেরই সংজ্ঞা বা সাধারণ নাম। অথর্ব্ববেদেও আছে যে, 'কর্ম্মসমূহ মন্ত্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত—কবি অর্থাৎ দূরদর্শী ঋষিগণ যাহা দর্শন করিয়াছেন'। অতএব মন্ত্রমধ্যে কর্ম্মসমূহের একীভাবপ্রাপ্তির কথা যুক্তি-বিগর্হিত হয় নাই ॥৫২৪॥১

তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি, সমকৢপতাং দ্যাবাপৃথিবী, সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশঞ্চ, সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ, তেষাং সংকৢপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে, বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যা অন্নং সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, প্রাণানাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সংকল্পন্তে, মন্ত্রাণাং সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে ; কর্ম্মণাং সংকৢপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে, লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং সঙ্কল্পতে ; স এষঃ সঙ্কল্পঃ, সঙ্কল্পমুপাস্স্বেতি ॥৫২৫॥২

তানি (পূর্ব্বোক্তানি) এতানি (মনআদীনি) হ বৈ সংকল্পৈকায়নানি (সংকল্পো মনোবৃত্তিবিশেষঃ, স এব একং মুখ্যম্ অয়নং প্রলয়স্থানং যেষাং, তানি), সংকল্পাত্মকানি (সংকল্পঃ এক আত্মা উৎপত্তিকারণং যেষাং, তানি), সংকল্পে প্রতিষ্ঠিতানি (সংকল্পাশ্রিতানি)। [তথাহি—] দ্যাবা-পৃথিবী (দ্যৌঃ—অন্তরীক্ষং চ পৃথিবী চ) সমকৢপতাং (সংকল্পং কৃতবত্যৌ ইব নিশ্চলে তিষ্ঠত ইতি ভাবঃ), বায়ুশ্চ আকাশং চ সমকল্পেতাং (সংকল্পং কৃতবন্তৌ ইব), আপঃ (জলানি) চ তেজঃ চ সমকল্পন্ত (সংকল্পং কৃতবত্য ইব লক্ষ্যন্তে), তেষাং (দ্যাবাপৃথিব্যাদীনাং) সংকৢপ্ত্যৈ (সংকল্পনিমিত্তং) বর্ষং (বৃষ্টিঃ) সংকল্পতে (সমর্থা ভবতি), বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যৈ অন্নং (শস্যং) সংকল্পতে, অন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সংকল্পন্তে

(১) তাৎপর্য্য—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োঃ বেদনামধেয়ম্" অর্থাৎ মন্ত্র—সংহিতা ভাগ ও ব্রাহ্মণ ভাগ, এতৎসমষ্টির নাম বেদ। মন্ত্রভাগে যে তত্ত্ব সূক্ষ্ম বা অস্পষ্টভাবে সন্নিবিষ্ট আছে, ব্রাহ্মণভাগে তাহাই বিবৃত করা হইয়াছে ; সুতরাং ব্রাহ্মণভাগকে মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাস্থানীয় বলা যাইতে পারে। অধিকাংশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই মন্ত্রভাগে উপদিষ্ট হইয়াছে, এই জন্য অন্যত্র শ্রুতিতে 'মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি' বলা হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, এরূপও কোন কোন কর্ম্ম আছে, মন্ত্রভাগে যাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, অথচ ব্রাহ্মণভাগে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; সেখানে 'মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি' কথা সঙ্গত হয় কিরূপে ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণভাগ যখন মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য্য-প্রকাশক, তখন বুঝিতে হইবে ঐ সমস্ত কর্ম্মও নিশ্চয়ই মন্ত্রভাগের কোন না কোন শাখায় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তবে কালক্রমে বেদের সেই সমস্ত শাখা বা অংশবিশেষ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল ব্রাহ্মণভাগ হইতেই আমরা তাহার অস্তিত্ব অবগত হইতেছি।

(যতঃ অন্নাধীনা প্রাণস্থিতিঃ), প্রাণানাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সংকল্পন্তে, মন্ত্রাণাং সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি (যজ্ঞাদীনি) সংকল্পন্তে, কর্ম্মণাং সংকৢপ্ত্যৈ লোকঃ (কর্ম্মফলং স্বর্গাদিঃ) সংকল্পতে, লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং (জগৎ) সংকল্পতে (কর্ম্মফলাবসানা হি জগৎস্থিতিরিতি ভাবঃ) ; (সঃ যথোক্তমহিমা) এষঃ সংকল্পঃ ; [অতঃ] সংকল্পম্ উপাস্স্ব ইতি ॥

পূর্ব্বোক্ত এই মনঃ প্রভৃতি সমস্তই সংকল্পে বিলয়নশীল, সংকল্প হইতে উৎপন্ন এবং সংকল্পেই অবস্থিত ; [দেখ,—] দ্যুলোক ও পৃথিবী যেন সংকল্পই করিয়াছিল ; বায়ু এবং আকাশও যেন সংকল্পই করিয়াছিল ; জল এবং তেজঃও যেন সংকল্প করিয়াছিল ; তাহাদের সংকল্পবশতঃই বৃষ্টি [কার্য্যসম্পাদন] সমর্থ হয়, বৃষ্টির সংকল্পে আবার অন্ন অর্থাৎ শস্য সংকল্প করে, অন্নের সংকল্পে প্রাণ সংকল্প করে, প্রাণের সংকল্পে আবার মন্ত্রসমূহ সংকল্প করে, মন্ত্রসমূহের সংকল্পে আবার কর্ম্মসমূহ সংকল্প হয়, কর্ম্মসমূহের সংকল্পে কর্ম্মফল স্বর্গাদি লোক সংকল্প করে, লোকের সংকল্প বশতঃ আবার সমস্ত জগৎ সংকল্প করে। সেই সংকল্প এইরূপ মহিমবিশিষ্ট ; অতএব তুমি সংকল্পের উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তানি হ বা এতানি মনআদীনি সঙ্কল্পৈকায়নানি,—সঙ্কল্পঃ একঃ অয়নং গমনং প্রলয়ঃ যেষাং তানি—সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি উৎপত্তৌ, সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি স্থিতৌ। সমকৢপতাং সঙ্কল্পং কৃতবত্যাবিব হি দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ—দ্যাবাপৃথিবী, দ্যাবাপৃথিব্যৌ নিশ্চলে লক্ষ্যেতে। * তথা সমকল্পেতাং বায়ুশ্চ আকাশশ্চ, এতাবপি সঙ্কল্পং কৃতবত্যাবিব। তথা সমকল্পন্ত, আপশ্চ তেজশ্চ স্বেন রূপেণ নিশ্চলানি লক্ষ্যন্তে। যতস্তেষাং দ্যাবাপৃথিব্যাদীনাং সংকৢপ্ত্যৈ সঙ্কল্পনিমিত্তং সঙ্কল্পতে সমর্থীভবতি। তথা বর্ষস্য সংকৢপ্ত্যৈ সঙ্কল্পনিমিত্তম্ অন্নং সঙ্কল্পতে। বৃষ্টের্হি.অন্নং ভবতি ; অন্নস্য সংকৢপ্ত্যৈ বর্ষং প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, অন্নময়া হি প্রাণা অন্নোপষ্টম্ভকাঃ "অন্নং দাম" ইতি হি শ্রুতিঃ। তেষাং সংকৢপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে, প্রাণবান্ হি মন্ত্রানধীতে ন অবলঃ। মন্ত্রাণাং হি সংকৢপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি সঙ্কল্পন্তে—অনুষ্ঠীয়মানানি মন্ত্রপ্রকাশিতানি সমর্থীভবন্তি ফলায়। ততো লোকঃ ফলং সঙ্কল্পতে, কর্ম্মকর্ত্তৃসমবায়িতয়া সমর্থীভবতীত্যর্থঃ। লোকস্য সংকৢপ্ত্যৈ সর্ব্বং জগৎ সঙ্কল্পতে স্বরূপাবৈকল্যায়। এতদ্ধি ইদং সর্ব্বং জগৎ যৎফলাবসানং তৎ সর্ব্বং সঙ্কল্পমূলম্। অতো বিশিষ্টঃ স এষ সঙ্কল্পঃ। অতঃ সঙ্কল্পমুপাস্স্ব, ইত্যুক্ত্বা ফলমাহ, তদুপাসকস্য ॥৫২৫॥২

---

* ঈশ্বরেণ বা সংকৢপ্তে ইবেতি সর্ব্বথা সঙ্কল্পঃ স্তূয়তে ইত্যধিকঃ ক্বচিৎ পাঠঃ।

আনন্দগিরিঃ।—তথাপি কথং সঙ্কল্পস্য ভূয়স্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তানীতি। অয়ন-পর্য্যায়ত্বেনোক্তগমনস্য ক্রিয়াত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—প্রলয় ইতি। ইতশ্চ সঙ্কল্পস্যাপি অস্তি মহত্ত্বমিত্যাহ—সমকল্পতামিতি। যতো দ্যাবাপৃথিব্যাদিষু মহৎস্বপি সঙ্কল্পানুবৃত্তির্দৃশ্যতে, অতোঽপি তস্য মহত্ত্বং গম্যতে, ন কেবলং কারণত্বাদেবেত্যর্থঃ। ইতশ্চ তস্য মহত্ত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—তেষামিতি। বৃষ্টের্দ্যুলোকাদিকার্য্যত্বাৎ তদীয়সঙ্কল্পস্য তন্নিমিত্তোপচারাৎ তস্য ভূয়স্ত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। বৃষ্টিবশাদন্নং সমর্থীভবতি, ইত্যত্র প্রসিদ্ধং প্রমাণয়তি—বৃষ্টে হীতি। অন্নাধীনং প্রাণসামর্থ্যমিত্যত্র হেতুমাহ—অন্নময়া হীতি। আপোময়ঃ প্রাণঃ ইত্যুক্তত্বাৎ কথমন্নময়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্নোপষ্টম্ভকা ইতি। তত্র বাজসনেয়কশ্রুতিং প্রমাণয়তি—অন্নমিতি। প্রাণানাং মন্ত্রাধ্যয়ন-কারণত্বং ব্যুৎপাদয়তি—প্রাণবানিতি। ততো মন্ত্রপ্রকাশিতকর্ম্মবশাদিতি যাবৎ। কর্ম্মফলবশাৎ জগতঃ সর্ব্বস্যাবৈকল্যেঽপি কথং সঙ্কল্পস্য মহত্ত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—এতদ্ধীতি। তন্মহত্ত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি ॥৫২৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই পূর্ব্বকথিত মনঃপ্রভৃতি সমস্তই সঙ্কল্পৈকায়ন, অর্থাৎ সংকল্পই (মনোবৃত্তিবিশেষই) একমাত্র অয়ন—গম্য—লয়স্থান যাহাদের, তাহারা—সঙ্কল্পৈকায়ন; উৎপত্তিতেও সংকল্পাত্মক অর্থাৎ সংকল্প-সম্ভূত, এবং স্থিতিকালেও সংকল্পে অবস্থিত। দ্যুলোক (স্বর্গ) ও পৃথিবী—দ্যাবা-পৃথিবী; এই দ্যাবাপৃথিবীও যেন সংকল্পই করিয়াছে, সেই জন্যই যেন উহাদিগকে নিশ্চল দেখা যাইতেছে। সেইরূপ বায়ু এবং আকাশও সংকল্প করিয়াছে; ইহারাও যেন সংকল্পই করিয়াছে। সেইরূপ জল এবং তেজও যেন সংকল্প করিয়াছিল; এই জন্যই যেন উহাদিগকে নিশ্চল বা স্থিরস্বভাব দেখা যাইতেছে। যেহেতু সেই দ্যুলোক ও পৃথিব্যাদির সংকল্পের ফলেই বর্ষ (বৃষ্টি) সংকল্প করিতেছে, অর্থাৎ স্বকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেছে। সেইরূপ বর্ষের সংকল্প বশতঃ অন্ন বা ভোজনীয় শস্যও সংকল্প করিতেছে; কেননা, বৃষ্টি হইতেই অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অন্নের সংকল্পে আবার প্রাণসমূহ সংকল্প করিতেছে; কারণ প্রাণসমূহ স্বভাবতই অন্নময় অন্ন দ্বারা বিধৃত; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, 'অন্নই [প্রাণসমূহের] বন্ধনরজ্জু', সেই প্রাণসমূহের সংকল্পেই আবার মন্ত্রসমূহ সংকল্প করিয়া থাকে; কেননা, প্রাণবান্ বলশালী লোকই মন্ত্রোচ্চারণে সমর্থ হয়, দুর্ব্বল লোক হয় না। মন্ত্রসমূহের সংকল্প-বলেই কর্ম্মসমূহ—অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ সংকল্প করিয়া থাকে; অর্থাৎ মন্ত্র-প্রকাশিত কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়া ফলপ্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে; তাহা হইতে আবার লোক অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলও সংকল্প করিয়া থাকে, অর্থাৎ কর্ম্ম-কর্ত্তার সহিত সমবেত বা সম্বদ্ধ হইতে সমর্থ হয়। লোকের সংকল্পে আবার সমস্ত জগৎ অবিকল থাকিবার জন্য সংকল্প করিয়া থাকে; এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ যাহার ফলাবসান বা ফলের পরিণতি, সংকল্পই সে সমুদয়ের মুল বা নিমিত্ত। অতএব সেই এই

সংকল্প বস্তুটি বিশিষ্ট অর্থাৎ অতি অসাধারণ পদার্থ; অতএব সংকল্পের উপাসনা কর; এই কথা বলিয়া সংকল্পোপাসকের ফল বলিতেছেন ॥৫২৫॥২

স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, কৢপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি। যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাদ্‌ভূয় ইতি, সংকল্পাদ্‌বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫২৬॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ড ॥৭॥৪॥

সঃ যঃ সংকল্পং ব্রহ্মেতি (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা) উপাস্তে, সঃ (বিদ্বান্) ধ্রুবঃ (অত্যন্তাধ্রুবাপেক্ষয়া স্থিরঃ) প্রতিষ্ঠিতঃ (লোকে প্রতিষ্ঠাং গতঃ, আত্মীয়োপকরণসম্পন্নো বা), অব্যথমানঃ (শত্রুপ্রভৃতিকৃত-ত্রাসরহিতঃ) চ সন্ ধ্রুবান্ (আপেক্ষিক-নিত্যান্) প্রতিষ্ঠিতান্ (সোপকরণান্) অব্যথমানান্ (শত্রুপ্রভৃতিকৃতত্রাসরহিতান্) চ সংকৢপ্তান্ (বিধাতৃনির্দ্দিষ্টান্ স্বসংকল্পিতান্) লোকান্ অভি (লক্ষীকৃত্য) সিধ্যতি (সমর্থঃ ভবতি, তান্ লোকান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)। [কিং বহুনা] সংকল্পস্য যাবৎ গতং, তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকাম-চারঃ (যথেচ্ছম্ অধিকারঃ) ভবতি। যঃ সংকল্পং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, ইতি [উক্তোপসংহারঃ]। [নারদঃ পুনরাহ] হে ভগবঃ, সংকল্পাৎ (যথোক্ত-লক্ষণাৎ), ভূয়ঃ অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] সংকল্পাৎ ভূয়ঃ (অধিকং) অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ তৎ (সংকল্পাদধিকং) মে (মহ্যং) ব্রবীতু (কথয়তু) ইতি ॥

যে কোন লোক সংকল্পকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে লোক নিজে ধ্রুব (আপেক্ষিক নিত্য), প্রতিষ্ঠিত (ভোগোপকরণ-সমন্বিত) এবং শত্রুপ্রভৃতি জনিত ত্রাসরহিত হইয়া বিধাতার নির্দ্দিষ্ট ধ্রুব, প্রতিষ্ঠিত ও ব্যথারহিত লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। [অধিক কি,] যে পর্য্যন্ত সংকল্পের বিষয়, তাহাতে ইহার (উপাসকের) যথেষ্ট অধিকার হইয়া থাকে, যে লোক সংকল্পকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। [নারদ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, সংকল্প হইতেও অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন,] সংকল্প অপেক্ষাও অধিক আছে। [নারদ বলিলেন,] ভগবান্ আমাকে তাহা বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাস্তে, কৢপ্তান্ বৈ ধাত্রা—অস্য ইমে লোকাঃ ফলম্, ইতি কৢপ্তান্ সমর্থিতান্ সঙ্কল্পিতান্ স বিদ্বান্, ধ্রুবান্ নিত্যান্, অত্যন্তাধ্রুবাপেক্ষয়া, ধ্রুবশ্চ স্বয়ম্, লোকিনো হি অধ্রুবত্বে লোকে ধ্রুবকৢপ্তির্ব্ব্যর্থেতি ধ্রুবঃ সন্ প্রতিষ্ঠিতান্ উপকরণসম্পন্নানিত্যর্থঃ; পশুপুত্রাদিভিঃ প্রতিতিষ্ঠতীতি দর্শনাৎ; স্বয়ং চ প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়োপকরণসম্পন্নঃ, অব্যথমানান্

অমিত্রাদিত্রাসরহিতান্ অব্যথমানশ্চ স্বয়ম্ অভিসিধ্যতি অভিপ্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং সঙ্কল্পগোচরঃ, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, আত্মনঃ সঙ্কল্পস্য, ন তু সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পস্যেতি, উত্তরফলাবিরোধাৎ। যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৫২৬॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—আত্মাতিরিক্তানাং লোকানাং কথং নিত্যত্বমত আহ—অত্যন্তেতি। লোকানামেবং ধ্রুবত্বমুচ্যতাং, কিমিতি লোকিনঃ তদুচ্যতে, তত্রাহ—লোকিনো হীতি। কথমুপকরণসম্পন্নেষু প্রতিষ্ঠিতশব্দো ভবতি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পশুপুত্রাদিভিরিতি। যাবৎ সঙ্কল্পস্য ইত্যাদিশ্রুতেবিষয়সঙ্কোচং দর্শয়তি—আত্মন ইতি। সঙ্কল্পস্য যাবদ্গোচরঃ, তত্রাস্য কামচারো ভবতীতি সম্বন্ধঃ। নিরঙ্কুশে সঙ্কল্পশব্দে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তরেতি। যদি সঙ্কল্পমাত্রস্য গোচরে সঙ্কল্পোপাসকস্য কামচারো ভবতি, তর্হি সর্ব্বসঙ্কল্পস্য বিচিত্রতয়া সর্ব্বগোচরত্বসম্ভবাৎ যাবচ্চিত্তস্য গতমিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণফলং বিরুধ্যেত, ন হি সঙ্কল্পোপাসনাদেব সর্ব্বস্মিন্ ফলে 'সদ্ধে চিত্তাদ্যুপাসনং তৎফলং বা পৃথক্ কথয়িতুমুচিতম্; অতো যাবৎ সঙ্কল্পস্য ইত্যাদিশ্রুতেরুক্তঃ সঙ্কোচো যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥৫২৬॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই যে কোন লোক সংকল্পকে ব্রহ্মরূপে—ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সেই বিদ্বান্ নিজে ধ্রুব হইয়া—নিত্য হইয়া, কারণ, লোকবাসী ধ্রুব না হইলে লোকসমূহের ধ্রুবত্ব কল্পনা ব্যর্থ হয়। নিজে প্রতিষ্ঠিত—স্বীয় ভোগোপকরণ-সমন্বিত হইয়া, এবং নিজে ব্যথিত না হইয়া সংকৢপ্ত অর্থাৎ এই সমস্ত লোক এই ব্যক্তির কর্ম্মফল (ভোগ্য), এইরূপে বিধাতাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, প্রার্থিত বা সংকল্পের বিষয়ীভূত, ধ্রুব অর্থাৎ অত্যন্ত অনিত্যাপেক্ষা ধ্রুব—নিত্য, 'পশু ও পুত্রাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে', এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তদনুসারে প্রতিষ্ঠিত অর্থ—ভোগোপকরণযুক্ত এবং অব্যথমান অর্থাৎ শত্রু প্রভৃতি জনিত ত্রাসরহিত লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংকল্পের যতদূর গতি ততদূর পর্য্যন্ত ইহারও অভিলাষানুযায়ী ভোগ সম্পন্ন হয়। এখানে সংকল্প অর্থে উপাসকের নিজের সংকল্প বুঝিতে হইবে, কিন্তু সকলের সংকল্প নহে; কারণ, তাহা হইলে পরবর্ত্তী [চিত্তোপাসকের] ফলোল্লেখ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে (১)। যে লোক সংকল্পকে ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে উপাসনা করে, ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বানুরূপ ॥৫২৬॥৩

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥৪॥

---

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে যে "সংকল্পস্য গতম্" বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, ইহা কেবল উপাসকেরই সংকল্প, কিন্তু যে কোন লোকের যে কোন বিষয়ে সংকল্প নহে, ইহা যে কোন লোকের সংকল্প হইলে, পরবর্ত্তী পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় শ্রুতিতে আর "যাবৎ চিত্তস্য গতম্" বলিবার আবশ্যক হইত না; কারণ, ইহা দ্বারাই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত; অর্থাৎ এতদতিরিক্ত চিত্তের আর কিছু বিষয় নাই, যাহার জন্য "চিত্তস্য গতম্" বলিতে হইবে। অতএব, সেই শ্রুতির সার্থকতা রক্ষার জন্যই এখানে সংকল্প-শব্দে উপাসকেরই অভিমতবিষয়ক সংকল্প বুঝিতে হইবে।

সপ্তমাধ্যায়ে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেঽথ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি, তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি ॥৫২৭॥১

[সনৎকুমার আহ—] চিত্তং (চেতয়িতৃত্বং অতীতানাগতবিষয়নিরূপণ-সামর্থ্যং) সংকল্পাৎ ভূয়ঃ ; বৈ (যতঃ) যদা চেতয়তে (বুধ্যতে), অথ (অনন্তরং) সংকল্পয়তে, অথ মনস্যতি (মনস্যন-ব্যাপারং করোতি), অথ বাচম্ ঈরয়তি (শব্দোচ্চারণে প্রেরয়তি), তাং (বাচং বাগিন্দ্রিয়ং) নাম্নি ঈরয়তি (শব্দেন যোজয়তি), নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি, মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি [একং ভবন্তি] ইতি প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানম্ ॥

[সনৎকুমার বলিলেন,] চিত্তই অর্থাৎ অতীত ও অনাগতাদি বিষয়ের অবধারণাসামর্থ্যই সংকল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ, যখন লোক বুঝিতে পারে বা অনুভব করিতে পারে, তাহার পর সংকল্প করে, তাহার পর মনস্যন (মনন) করে, তাহার পর বাগিন্দ্রিয়কে প্রেরণ করে, সেই বাগিন্দ্রিয়কে নামে অর্থাৎ শব্দের সহিত সংযোজিত করে, নামেতে মন্ত্রসমূহ একীভূত হয়, মন্ত্রে আবার কর্ম্মসমূহ [একীভূত হয়] ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—চিত্তং বাব সঙ্কল্পাৎ ভূয়ঃ। চিত্তং চেতয়িতৃত্বং প্রাপ্তকালানুরূপবোধবত্ত্বম্, অতীতানাগতবিষয়-প্রয়োজননিরূপণসামর্থ্যঞ্চ ; তৎ সঙ্কল্পাদপি ভূয়ঃ। কথম্ ? যদা বৈ প্রাপ্তং বস্তু ইদমেবং প্রাপ্তমিতি চেতয়তে, তদা দানায় বা অপোহায় বা অথ সঙ্কল্পয়তে, অথ মনস্যতীত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৫২৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—চিত্তশব্দস্য মনঃশব্দেন পুনরুক্তিং পরিহরতি—চিত্তং চেতয়িতৃত্বমিতি। তস্যাত্মত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—প্রাপ্তেতি। ইদং বস্ত্বেবং প্রাপ্তমিতি প্রাপ্তকাল-বস্তুনো বস্ত্বনুরোধী চেতনাখ্যো বস্তুবিশেষঃ তদ্বত্ত্বং চিত্তত্বমিত্যর্থঃ। অতীতং ভোজনং তৃপ্তিসাধনম্ দৃষ্টং, ভোজনত্বাদাগামিনোঽপি তস্য তদেব প্রয়োজনমিতি নিরূপণ-সামর্থ্যং চিত্তমিতি প্রসিদ্ধম্ ইত্যাহ—অতীতেতি। যথোক্তস্য চিত্তস্য সঙ্কল্পাদ্ ভূয়স্ত্বং প্রাপ্তমপূর্ব্বত্বং ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। সংকল্পপ্রকরণং পরামৃশতি—পূর্ব্ববদিতি ॥৫২৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—চিত্ত হইতেছে সংকল্প অপেক্ষাও মহৎ। চিত্ত অর্থ—চেতয়িতৃত্ব অর্থাৎ বর্ত্তমানবিষয়ক বোধ শক্তি, আর অতীত ও অনাগত বিষয়েও

প্রয়োজন নিরূপণ-শক্তি; সংকল্প অপেক্ষাও তাহা মহৎ। যখন প্রাপ্ত বস্তুটিকে 'ইহা এইরূপে প্রাপ্ত' বুঝিতে পারে তখনই, তাহা গ্রহণের জন্য, না হয় পরিত্যাগের জন্য সংকল্প করিয়া থাকে (বিচার করিতে থাকে); তাহার পর মনন করিতে থাকে, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৫২৭॥১

তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি। তস্মাদ্‌যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মস্তীত্যেবৈনমাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বান্ নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিতি। অথ যদ্যল্পবিচ্চিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রূষন্তে; চিত্তং হ্যেবৈষামেকায়নং চিত্তমাত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্স্বেতি ॥৫২৮॥২

তানি (পূর্ব্বোক্তানি) হ বৈ এতানি (সংকল্পাদীনি) চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মকানি, চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি (এতানি প্রাগেব কৃতব্যাখ্যানানি) [তস্মাৎ হেতোঃ] যদি (সম্ভাবনায়াং) বহুবিদ্ (বহুবিষয়াভিজ্ঞঃ সন্) অপি অচিত্তঃ (প্রাপ্তাদিবিষয়ে বিবেকরহিতঃ) ভবতি, [তর্হি] অয়ং (অচিত্তো জনঃ) ন অস্তি (বিদ্যমানোঽপি অসন্ এব) ইতি এব (নিশ্চয়ে) আহুঃ [লৌকিকাঃ]। [অপিচ,] যৎ (যদি) অয়ং (জনঃ) বেদ (কিঞ্চিৎ বিজানাতি), যৎ (যদি) বৈ অয়ং বিদ্বান্ (অভিজ্ঞঃ) [স্যাৎ], [তর্হি] ইত্থং (ঈদৃক্) অচিত্তঃ ন স্যাৎ, (এতস্য অচিত্ততৈব অজ্ঞত্বমনুমাপয়তীতি ভাবঃ)। অথ (পক্ষান্তরে) যদি অল্পবিৎ (অল্পজ্ঞোঽপি সন্) চিত্তবান্ ভবতি, তস্মৈ (চিত্তবতে) এব শুশ্রূষন্তে (শ্রোতুম্ ইচ্ছন্তি) উত (অপি) হি (যতঃ) চিত্তম্ এব (নিশ্চয়ে) এষাং (সংকল্পাদীনাং) একায়নং চিত্তম্ আত্মা (স্থিতিকারণং), চিত্তং প্রতিষ্ঠা চ, [অতঃ] চিত্তম্ উপাস্স্ব (উপাসনং কুরুষ ইত্যর্থঃ)॥

পূর্ব্বোক্ত এই সংকল্পাদি সমস্তই চিত্ত হইতে উৎপন্ন, চিত্তে স্থিত এবং চিত্তে বিলয়নশীল; সেইজন্য কেহ যদি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ হইয়াও অচিত্ত হয়, অর্থাৎ প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই তাহাকে বলিয়া থাকে যে, এ লোক থাকিয়াও নাই; এ লোক যদি কিছু জানিত কিংবা এ লোক যদি বিদ্বান্ হইত, তাহা হইলে [কখনই] এইরূপ চিত্তহীন হইত না; পক্ষান্তরে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিও যদি চিত্তবান্ হয়, লোকসমূহ তাহার নিকট নিশ্চয়ই [উপদেশ] শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে। চিত্তই উক্ত সংকল্পাদির একমাত্র আয়তন, চিত্তই আত্মা, চিত্তই প্রতিষ্ঠা; [অতএব] চিত্তের উপাসনা কর॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তানি সঙ্কল্পাদীনি কর্ম্মফলান্তানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তোৎপন্নানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি চিত্তস্থিতানীত্যপি পূর্ব্ববৎ। কিঞ্চ, চিত্তস্য মাহাত্ম্যম্—যস্মাচ্চিত্তং সঙ্কল্পাদিমূলম্, তস্মাৎ যদ্যপি বহুবিদ্ বহুশাস্ত্রাদিপরিজ্ঞানবান্ সন্ অচিত্তো ভবতি—প্রাপ্তাদিচেতয়িতৃত্বসামর্থ্যবিরহিতো ভবতি, তং নিপুণা লৌকিকাঃ নায়মস্তি—বিদ্যমানোঽপি অসৎসম এবেতি এনমাহুঃ; যচ্চায়ং কিঞ্চিৎ শাস্ত্রাদি বেদ শ্রুতবান্; তদপ্যস্য বৃথৈবেতি কথয়ন্তি। কস্মাৎ? যদ্যয়ং বিদ্বান্ স্যাৎ, ইত্থমেবং অচিত্তো ন স্যাৎ, তস্মাদস্য শ্রুতমপ্যশ্রুতমেবেত্যাহুরিত্যর্থঃ। অথ অল্পবিদপি যদি চিত্তবান্ ভবতি, তস্মৈ এতস্মৈ তদুক্তার্থগ্রহণায়ৈব উতাপি শুশ্রূষন্তে শ্রোতুমিচ্ছন্তি, তস্মাচ্চ চিত্তং হি এবৈষাং সঙ্কল্পাদীনামেকায়নমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥৫২৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—যথা সংকল্পস্য নিমিত্তত্বে সতি স্তুত্যর্থমধিকরণত্বং যুক্তং, তথা চিত্তস্য বিভক্তস্য সংকল্পাদিষু নিমিত্তত্বেঽপি স্তুত্যর্থমেব তদধিকরণত্বমাহ—তানীতি। ইতশ্চ চিত্তস্যাস্তি বৈশিষ্ট্যমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। যদ্যপি বহুশাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানবান্ সংস্তথাপি যদ্যচিত্তো ভবতীতি যোজনা। অচিত্তস্যাসৎসমত্বং শ্রুতবৈয়র্থ্যং চেত্যুক্তং প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি—কস্মাদিত্যাদিনা। শ্রুতমপীত্যপিশব্দেন সত্ত্বং গৃহ্যতে। চিত্তাভাবে শ্রুত্যাদের্বৈয়র্থ্যোক্ত্যা তদ্বৈশিষ্ট্যমাদিষ্টমিদানীং তদ্বৈশিষ্ট্যে হেত্বন্তরমাহ—অথেতি। চিত্তবতোক্তার্থগ্রহণার্থং শ্রোতুমিচ্ছা লোকস্য ভবতীত্যত্র হেতুমাহ—তস্মাদিতি ॥৫২৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—"তানি" হইতে "চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি চিত্তস্থিতানি" পর্য্যন্ত শ্রুতির অর্থ পূর্ব্ববৎ। অপিচ চিত্তের আরও মহিমা—যেহেতু চিত্তই পূর্ব্বোক্ত সংকল্পাদির মূল কারণ; সেই হেতু কেহ যদি বহুবিৎ অর্থাৎ বহুশাস্ত্রাদিজ্ঞানবান্ হইয়াও অচিত্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তাদি বিষয়ে বিবেচনাবিহীন হয়, তাহা হইলে ব্যবহারাভিজ্ঞ লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকে,—'এ লোক নাই, অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিয়াও না থাকারই সমান' এবং সে লোক শাস্ত্রাদি যাহা কিছু অবগত হইয়াছে, তাহাও বৃথা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কারণ কি? এই লোক যদি বিদ্বান্ই হইত, তাহা হইলে কখনও এরূপ অচিত্ত হইত না; অতএব ইহার পঠিতও অপঠিতই বটে, এইরূপ বলিয়া থাকে। আর অল্পজ্ঞ হইয়াও যদি চিত্তবান্ হয় (বিবেচনাসমর্থ হয়), তাহা হইলে তাহার উপদিষ্টার্থ গ্রহণের জন্য নিশ্চয়ই লোকে তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে। "চিত্তং হি এব" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ ॥৫২৮॥২

স যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, চিতান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি,

যাবচ্চিত্তস্য গতম্, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ভূয় ইতি, চিত্তাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫২৯॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৫॥

সঃ যঃ [যঃ কশ্চিৎ] চিত্তং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, অব্যথমানশ্চ সন্ ধ্রুবান্ প্রতিষ্ঠিতান্ অব্যথমানান্ চিতান্ (কর্ম্মলব্ধান্) লোকান্ অভিসিধ্যতি, চিত্তস্য যাবৎ গতং, অস্য (বিদুষঃ) তত্র যথাকামচারঃ ভবতি, [উক্তার্থমুপসংহরতি—] যঃ চিত্তং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদঃ পপ্রচ্ছ]—ভগবঃ, চিত্তাৎ ভূয়ঃ অস্তি ? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] চিত্তাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে তৎ ব্রবীতু ইতি ॥

নিজে ধ্রুব, প্রতিষ্ঠিত ও অব্যথিত হইয়া যে কোন লোক চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে লোক স্বকর্ম্ম-সঞ্চিত ধ্রুব, প্রতিষ্ঠিত ও অব্যথমান লোক বা কর্ম্মফলসমূহ প্রাপ্ত হয়। এবং চিত্তের যে পর্য্যন্ত বিষয়, তাহারও সে পর্য্যন্ত যথেচ্ছ ভোগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; যে লোক চিত্তকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি ? [উত্তর—] নিশ্চয়ই চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন,] আপনি তাহা আমাকে বলুন]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—চিতান্ উপচিতান্ বুদ্ধিমদ্‌গুণৈঃ, স চিত্তোপাসকঃ ধ্রুবানিত্যাদি উক্তার্থম্ ॥৫২৯॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৫॥

আনন্দগিরিঃ ।—॥৫২৯॥৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—চিত অর্থ—বুদ্ধিমান্ পুরুষের নিজকর্ম্ম সঞ্চিত (লোকসমূহকে); "সঃ" অর্থ—চিত্তোপাসক। "ধ্রুবান্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫২৯॥৩

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥৫॥

———

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

ধ্যানং বাব চিত্তাদ্‌ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা ধ্যায়ন্তীব দেব-মনুষ্যাঃ ; তস্মাদয ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্ত্যথ যেঽল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিন-স্তে অথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি ; ধ্যান-মুপাস্‌স্বেতি ॥৫৩০॥১

[সনৎকুমার আহ] ধ্যানং বাব চিত্তাৎ (পূর্ব্বোক্তলক্ষণাৎ) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) [অস্তীতি শেষঃ]। [ধ্যানং নাম দেবতাদিবিষয়ে প্রত্যয়ান্তরানন্তরিতঃ সদৃশ-প্রত্যয়-প্রবাহঃ একাগ্রতাপরনামকঃ] ; [দৃশ্যতে চ] পৃথিবী (ভূমিঃ) ধ্যায়-তীব, (বস্তুতস্তু পৃথিব্যা ধ্যানাসম্ভবেঽপি নিশ্চলত্বাৎ যোগিবৎ তস্যা ধ্যানমুৎ-প্রেক্ষতে), অন্তরিক্ষং ধ্যায়তীব, দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ) ধ্যায়তীব, আপঃ (জলানি) ধ্যায়ন্তীব, পর্ব্বতাঃ দেব-মনুষ্যাঃ (দেবাঃ মনুষ্যাশ্চ) ধ্যায়ন্তীব ; তস্মাৎ (হেতোঃ) ইহ (জগতি) যে (জনাঃ) মনুষ্যাণাং মহত্তাং (বিদ্যা-ধনাদিলাভনিমিত্তং মহত্ত্বং) প্রাপ্নুবন্তি ; তে ধ্যানাপাদাংশাঃ ইব (ধ্যানফলাংশমাত্রভাগিনঃ ইব) এব (নিশ্চয়ে) ভবন্তি ; অথ (পক্ষান্তরে) যে অল্পাঃ (অল্পমাত্রধ্যানফলভাগিনঃ, নতু মহত্ত্বং প্রাপ্তাঃ) তে কলহিনঃ (বিবাদপ্রিয়াঃ) পিশুনাঃ (পরদোষাবিষ্কারকাঃ) উপবাদিনঃ (পরসমীপে দোষকথকাঃ, স্তাবকাঃ, বা) [ভবন্তি] ; অথ (পক্ষান্তরে) যে প্রভবঃ (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থাঃ), তে ধ্যানাপাদাংশা ইব (মহত্ত্বনিমিত্তক-ধ্যানফলভাগিন ইব) এব (নিশ্চয়ে) ভবন্তি। ধ্যানস্য ঈদৃশমাহাত্ম্যাৎ ধ্যানম্ উপাস্‌স্ব (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা ধ্যানোপাসনং কুরু) ॥

সনৎকুমার বলিলেন,—ধ্যানই চিত্ত অপেক্ষা মহৎ ; [কেননা, দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবী যেন ধ্যানই করিতেছে, অন্তরীক্ষ যেন ধ্যানই করিতেছে, দ্যুলোক যেন ধ্যানই করিতেছে, জলসমূহ যেন ধ্যানই করিতেছে, পর্ব্বতসমূহ যেন ধ্যানই করিতেছে, এবং দেবতা ও মনুষ্যগণও যেন ধ্যানই করিতেছে। [যেহেতু ধ্যানের এত মহিমা,] সেই হেতু যাহারা মনুষ্যগণের মহত্তা অর্থাৎ

বিদ্যা ও ধনাদি জন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা যেন ধ্যানফলেরই অংশভাগী হইয়া থাকে; আর যাহারা ক্ষুদ্র অর্থাৎ মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহারা কলহপ্রিয়, পরদোষপ্রকাশক, এবং পরের নিকট পরদোষ-কথক, অথবা পরের স্তুতিশীল হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাহারা প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ, নিশ্চয়ই তাহারা যেন ধ্যানফলাংশভাগী হইয়া থাকে। অতএব তুমি ব্রহ্মবুদ্ধিতে ধ্যানের উপাসনা কর ॥

স যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবদ্ ধ্যানস্য গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ভূয় ইতি, ধ্যানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৩১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৬॥

সঃ যঃ (কশ্চিৎ) ধ্যানং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, ধ্যানস্য যাবৎ গতং, তত্র (তত্র তত্র বিষয়ে) অস্য যথাকাম-চারঃ ভবতি ; যঃ ধ্যানং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, [এষাং পদানাং ব্যাখ্যা তু পূর্ব্ববৎ]। [নারদঃ পপ্রচ্ছ—] ভগবঃ, ধ্যানাৎ ভূয়ঃ অস্তি ? ইতি। [সনৎকুমার আহ—ধ্যানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তীতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে তৎ ব্রবীতু ইতি ॥

যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে ধ্যানের উপাসনা করে, ধ্যানের যে পর্য্যন্ত গতি, সে পর্য্যন্ত তাহার স্বচ্ছন্দ অধিকার হইয়া থাকে,—যিনি ধ্যানকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্ ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি ? [সনৎকুমার বলিলেন—ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন—] আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ ভূয়ঃ। ধ্যানং নাম শাস্ত্রোক্তদেবতাদ্যালম্বনেষু অচলঃ ভিন্নজাতীয়ৈরনন্তরিতঃ প্রত্যয়সন্তানঃ; একাগ্রতেতি যমাহুঃ। দৃশ্যতে চ ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ফলতঃ। কথম্? যথা যোগী ধ্যায়ন্নিশ্চলো ভবতি ধ্যানফললাভে, এবং ধ্যায়তীব নিশ্চলা দৃশ্যতে পৃথিবী, ধ্যায়তীবান্তরিক্ষমিত্যাদি সমানমন্যৎ। দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ দেবমনুষ্যাঃ, মনুষ্যা এব বা দেবসমাঃ দেবমনুষ্যাঃ, শমাদিগুণসম্পন্না মনুষ্যা দেবস্বরূপং ন জহতীত্যর্থঃ। যস্মাদেবং বিশিষ্টং ধ্যানম্ তস্মাৎ য ইহ লোকে মনুষ্যাণামেব ধনৈর্ব্বিদ্যয়া গুণৈর্ব্বা মহত্তাং মহত্ত্বং প্রাপ্নুবন্তি ধনাদিমহত্ত্বহেতুং লভন্ত ইত্যর্থঃ। ধ্যানাপাদাংশা ইব ধ্যানস্যাপাদানম্ আপাদঃ ধ্যানফললাভ ইত্যেতৎ, তস্যাংশোঽবয়বঃ কলা কাচিদ্ধ্যানফললাভকলাবন্ত

ইবৈবেত্যর্থঃ। তে ভবন্তি নিশ্চলা ইব লক্ষ্যন্তে ন ক্ষুদ্রা ইব। অথ যে পুনরল্পাঃ ক্ষুদ্রাঃ কিঞ্চিদপি ধনাদিমহত্ত্বৈকদেশম্ অপ্রাপ্তাঃ, তে পূর্ব্বোক্তবিপরীতাঃ কলহিনঃ কলহশীলাঃ, পিশুনাঃ পরদোষোদ্ভাসকাঃ উপবাদিনঃ পরদোষং সামীপ্যযুক্তমেব বদিতুং শীলং যেষাং, তে উপবাদিনশ্চ ভবন্তি। অথ যে মহত্ত্বং প্রাপ্তা ধনাদিনিমিত্তম্ তেহন্যান্ প্রতি প্রভবন্তীতি প্রভবো বিদ্যাচার্য্যরাজেশ্বরাদয়ো ধ্যানাপাদাংশা ইবেত্যাদ্যুক্তার্থম্। অতো দৃশ্যতে ধ্যানস্য মহত্ত্বং ফলতঃ, অতঃ ভূয়শ্চিত্তাৎ; অতস্তদুপাস্স্বেত্যাদ্যুক্তার্থম্ ॥৫৩০-৫৩১ ॥ ১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৬॥

আনন্দগিরিঃ।—কিং তদ্ধ্যানমিত্যপেক্ষায়ামাহ—ধ্যানং নামেতি। অচলত্বং সাধয়তি—ভিন্নজাতীয়ৈরিতি। কথং তস্য চিত্তাদ্ ভূয়স্ত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্যানেকাগ্রতা-দোষোপহতস্যাতীতাদিফলনিরূপণেন সামর্থ্যাদর্শনাদেকাগ্রতারূপো ধ্যানপদার্থচেতয়ি-তৃত্বাৎ তস্য কারণত্বাৎ ততো ভূয়ানেবেত্যভিপ্রেত্যাহহ—একাগ্রতেতি। ইতশ্চাস্তি তস্য ভূয়স্ত্বম্ ইত্যাহ—দৃশ্যতে চেতি। ফলদ্বারা তন্মাহাত্ম্যং প্রশ্নপূর্ব্বকং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—কথমিত্যাদিনা। গৌরবপরিহারার্থং পক্ষান্তরমাহ—মনুষ্যা এবেতি। মনুষ্যাণামেব সতাং কুতো দেবত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শমাদীতি। ধ্যানফলং নৈশ্চল্যং, তন্মহৎসু পৃথিব্যাদিষু দৃষ্টং, তথাচ তদ্বৈশিষ্ট্যমিত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—যস্মাদিতি। ধনাদিভির্মহত্ত্বে হেতুমুৎকৃষ্টং কর্ম্মেতি যাবৎ। ধ্যানস্যাহংপাদানমনুষ্ঠানং, তেন তৎফললাভো লক্ষ্যতে, তস্যাংশো যেষামস্তি তে তথা। ধ্যানফললাভকলাবত্ত্বমেব স্ফুটয়তি—নিশ্চলা ইতি। এবকারার্থমাহ—নেতি। মহৎসু পুরুষেষু ধ্যানফলানুবৃত্তি-দৃষ্টেত্যন্বয়মুক্ত্বা ব্যতিরেকমাহ—তথেতি। ব্যতিরেকং দর্শয়িত্বাহন্বয়মুপসংহরতি—অথ যে মহত্ত্বমিতি। মহৎসু নৈশ্চল্যদর্শনমতঃশব্দার্থঃ। মহত্ত্বফলমাহ—অত ইতি ॥৫৩০-৫৩১॥১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রসিদ্ধ ধ্যানই চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধ্যান অর্থ—শাস্ত্রোক্ত দেবতা প্রভৃতি একই অবলম্বনে নিশ্চল অথচ অন্যপ্রকার জ্ঞান দ্বারা অনন্তরিত (ব্যবধানরহিত) প্রত্যয়সন্তান অর্থাৎ জ্ঞানপ্রবাহ, যাহাকে একাগ্রতা বলিয়া থাকেন (১)। ধ্যানের ফলগত মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়; কি প্রকার?—

(১) তাৎপর্য্য—ধ্যান সম্বন্ধে মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" অর্থাৎ কোন একটি অভিমত বিষয়ে যে চিত্তের একাগ্রতা—একাকার চিন্তাপ্রবাহ, তাহার নাম ধ্যান। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ধ্যানের জন্য যে বিষয়টি অবলম্বন করিতে হইবে, সেই বিষয়টি যেমন অভিমত বা মনোরম হওয়া চাই, তেমনি আবার শাস্ত্রোক্তও হওয়া আবশ্যক। যাহা শাস্ত্রোক্ত হইয়াও মনের প্রিয় না হয়, অথবা মনোরম হইয়াও শাস্ত্রোক্ত না হয়, তাহা ধ্যানের উপযুক্ত আলম্বন নহে। ঐরূপ কোনও বিষয় অবলম্বনে যে জলস্রোতের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবর্ত্তিত একাকার চিন্তা-প্রবাহ, সেই চিন্তাস্রোতের মধ্যে যদি অন্য কোন প্রকার চিন্তা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলেই সেই চিন্তা-প্রবাহ ধ্যান-পদবাচ্য হয়। পক্ষান্তরে সেই চিন্তার সঙ্গে যদি অন্য কোন বিষয়ের অতি অল্পমাত্রও চিন্তা প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেই চিন্তা ধ্যানপদবাচ্য হইবে না।

যোগী পুরুষ যেমন ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানের ফললাভ করিয়া নিশ্চল বা স্থিরীভূত হন, তেমনি পৃথিবীকেও যেন ধ্যান করিতেছে বলিয়াই নিশ্চল দেখা যাইতেছে। "ধ্যায়তীব অন্তরিক্ষং" ইত্যাদির অর্থও এই প্রকার। [দেব-মনুষ্য] অর্থ—দেবগণ ও মনুষ্যগণ, অথবা দেবতার সমকক্ষ মনুষ্যই দেবমনুষ্য; অভিপ্রায় এই যে, শমাদিগুণসম্পন্ন মনুষ্যগণ দেবভাব কখনও ত্যাগ করেন না। যেহেতু ধ্যান পদার্থটি এবংবিধ বিশিষ্ট বা মাহাত্ম্যপূর্ণ; সেই হেতু যাহারা ধনে, গুণে কিংবা বিদ্যায় মনুষ্যগণেরই মহত্তা—মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মহত্ত্বের হেতুভূত ধনাদি লাভ করে, তাহারা যেন নিশ্চয়ই ধ্যানাপাদাংশ—ধ্যানের আপাদ—আপাদন অর্থাৎ ধ্যানফলের লাভ; তাহারই অংশ অবয়ব বা কোন একটি কলা (অংশ), অর্থাৎ তাহারা যেন ধ্যান ফলপ্রাপ্তির কলা বা অংশযুক্তই হয়, তাহারা যেন নিশ্চলের ন্যায়ই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষুদ্র অর্থাৎ হীন-পুরুষের ন্যায় নহে; পক্ষান্তরে যাহারা ক্ষুদ্র বা অল্প; অর্থাৎ কিছুমাত্রও মহত্ত্বৈকদেশ প্রাপ্ত নহে, তাহারা পূর্ব্বকথিত ধ্যানাপাদাংশদিগের বিপরীত—কলহী অর্থাৎ স্বভাবতই কলহপ্রিয়, পিশুন—পরদোষ-প্রকাশক, এবং উপবাদী অর্থাৎ পরের নিকট পরদোষ ব্যক্ত করাই যাহাদের স্বভাব, তাহারা তাদৃশ হইয়া থাকে। আর যাঁহারা ধনাদি নিবন্ধন মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অন্যের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারেন বলিয়া প্রভুপদবাচ্য—বিদ্যা-আচার্য্য রাজা ও ঈশ্বর প্রভৃতি, তাঁহারা যেন ধ্যানাপাদাংশই বটে, ইত্যাদি অংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব, ধ্যানের ফলগত মাহাত্ম্য বা উৎকর্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে বলিয়াই চিত্ত অপেক্ষা ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা, অতএব, তাহার উপাসনা কর ইত্যাদি বাক্যাংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫৩০-৫৩১॥১-২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥৬॥

সপ্তমাধ্যায়ে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্ব্বেদꣳ সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যꣳরাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাꣳ সর্প-দেবজনবিদ্যাং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ বায়ুঞ্চাকাশঞ্চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাꣳশ্চ মনুষ্যাꣳশ্চ বয়াꣳসি চ তৃণ-বনস্পতীꣳশ্বাপদান্যাকীট-পতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মঞ্চাধর্ম্মঞ্চ সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞ-ঞ্চাহৃদয়জ্ঞঞ্চান্নঞ্চ রসং চেমং চ লোকমমুং চ বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি ; বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি ॥৫৩২॥১

[সনৎকুমার আহ—] বিজ্ঞানং (শাস্ত্রার্থবিষয়কজ্ঞানং) বাব ধ্যানাৎ (প্রাগুক্তলক্ষণাৎ) ভূয়ঃ ; বৈ (যতঃ) বিজ্ঞানেন ঋগ্বেদং বিজানাতি (বিশেষেণ অবগচ্ছতি) ; [কিং বহুনা,] যজুর্ব্বেদং, সামবেদং, চতুর্থম্ আথর্ব্বণং, পঞ্চমম্ ইতিহাস-পুরাণং, বেদানাং বেদং (ব্যাকরণং), পিত্র্যং (শ্রাদ্ধকল্পং) রাশিং (গণিতং), দৈবং, নিধিং বাকোবাক্যং (তর্কশাস্ত্রং) একায়নং (নীতিশাস্ত্রং) দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, নক্ষত্রবিদ্যাং (জ্যোতিষং), সর্প-দেবজনবিদ্যাং, (এতানি পদানি প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয়শ্রুতৌ, দ্বিতীয়খণ্ডে চ, প্রথমশ্রুতৌ ব্যাখ্যাতানি), দিবং চ, পৃথিবীং চ, বায়ুং চ, আকাশং চ, অপশ্চ, তেজশ্চ, দেবান্ চ, মনুষ্যান্ চ, পশূন্ চ, বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ, তৃণ-বনস্পতীন্, শ্বাপদানি, আকীটপতঙ্গ-পিপীলকং, ধর্ম্মং চ, অধর্ম্মং চ, সত্যং চ, অনৃতং (অসত্যং) চ, সাধু চ, অসাধু চ, হৃদয়জ্ঞং চ, অহৃদয়জ্ঞং চ, অন্নং চ, রসং চ, ইমং চ লোকং, অমুং চ লোকং বিজ্ঞানেন এব বিজানাতি ; [অতঃ] বিজ্ঞানম্ উপাস্স্ব ইতি ॥

[সনৎকুমার বলিলেন] বিজ্ঞানই ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; বিজ্ঞান অর্থ শাস্ত্রার্থ-বিষয়ক জ্ঞান ; বিজ্ঞান দ্বারাই ঋগ্বেদ অবগত হইয়া থাকে ; [অধিক কি,] যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম বেদ ইতিহাস ও পুরাণ, বেদের বেদ

(ব্যাকরণ), পিত্র্য, রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজঃ, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বৃক্ষ, শ্বাপদ এবং কীট পতঙ্গ হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অসত্য, উত্তম, অনুত্তম, মনোরম, তদ্বিপরীত, অন্ন, রস এবং ইহ লোক ও পরলোক, এ সমস্ত [লোকে] বিজ্ঞান দ্বারাই জানিয়া থাকে; অতএব বিজ্ঞানের উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ ভূয়ঃ। বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থবিষয়ং জ্ঞানং; তস্য চ ধ্যান-কারণত্বাৎ ধ্যানাদ্ভূয়স্ত্বম্। কথং চ তস্য ভূয়স্ত্বম্? ইত্যাহ—বিজ্ঞানেন বৈ ঋগ্বেদং বিজানাতি, অয়মৃগ্বেদ ইতি, প্রমাণতয়া যস্যার্থজ্ঞানং ধ্যান-কারণম্। তথা যজুর্ব্বেদমিত্যাদি। কিঞ্চ, পশ্বাদীংশ্চ, ধর্ম্মাধর্ম্মৌ শাস্ত্রসিদ্ধৌ, সাধ্বসাধুনী লোকতঃ স্মার্ত্তে বা, দৃষ্টবিষয়ঞ্চ সর্ব্বং বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতীত্যর্থঃ। তস্মাদ্যুক্তং ধ্যানাদ্বিজ্ঞানস্য ভূয়স্ত্বম্। অতো বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি ॥৫৩২॥১

আনন্দগিরিঃ।—বিজ্ঞা-স্যোক্তভূয়স্ত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং দর্শয়তি—কথমিত্যাদিনা। যদ্যপি প্রমাণতয়া তজ্‌জ্ঞানং শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্ব্বকং, তথাঽপি কথং তস্য ততো ভূয়স্ত্বম্? তত্রাহ—যস্যেতি। ইতশ্চ তস্য ধ্যানাদ্ ভূয়স্ত্বমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। ভূয়স্ত্বফলমাহ—অত ইতি ॥৫৩২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—ধ্যান অপেক্ষাও বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান অর্থ—শাস্ত্রার্থবিষয়ক জ্ঞান; তাহাই ধ্যানের কারণ; এইজন্য ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুনশ্চ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কি প্রকারে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—লোকে বিজ্ঞানের সাহায্যেই ঋগ্বেদ জানিতে পারে—ইহা ঋগ্বেদ, প্রমাণভূত যে ঋগ্বেদের অর্থবিজ্ঞান ধ্যানের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। "যজুর্ব্বেদম্" ইত্যাদির অর্থও সেইরূপ। অপিচ, পশু প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, লৌকিক বা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সাধু ও অসাধু (ভাল ও মন্দ) এবং দৃষ্টবিষয় (প্রত্যক্ষসিদ্ধ), এসমস্ত লোকে বিজ্ঞানের সাহায্যেই জানিয়া থাকে। সেই কারণে ধ্যানাপেক্ষাও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিসিদ্ধ; অতএব বিজ্ঞানের উপাসনা কর ॥৫৩২॥১

স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকান্ জ্ঞানবতোঽভিসিধ্যতি, যাবদ্বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে অস্তি ভগবো বিজ্ঞানাদ্ভূয় ইতি, বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৩৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৭॥

সঃ যঃ বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি উপাস্তে ; সঃ (উপাসকঃ) বিজ্ঞানবতঃ জ্ঞানবতঃ চ লোকান্ অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) সিধ্যতি (তান্ লোকান্ প্রাপ্নোতি)। [অত্র বিজ্ঞানং—শাস্ত্রার্থবিষয়া বুদ্ধিঃ, জ্ঞানং চ সামান্যবিজ্ঞানম্ ইতি বিবেকঃ]। বিজ্ঞানস্য যাবৎ গতং, অস্য তত্র যথাকামচারঃ ভবতিঃ, যঃ বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, [ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ]। [নারদঃ পপ্রচ্ছ—] ভগবঃ, বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] বিজ্ঞানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ তৎ মে (মহৎ) ব্রবীতু ইতি॥

যে লোক বিজ্ঞানকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে লোক বিজ্ঞান ও জ্ঞানসম্পন্ন লোকসমূহ লাভ করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের অধিকার, সেই পর্য্যন্ত তাহারও যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে ; যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে বিজ্ঞানের উপাসনা করিয়া থাকে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, বিজ্ঞান অপেক্ষাও অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] বিজ্ঞান অপেক্ষাও অধিক আছে। [নারদ বলিলেন] আপনি তাহা আমাকে বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শৃণূপাসনফলং বিজ্ঞানবতঃ,—বিজ্ঞানং যেষু লোকেষু, তান্ বিজ্ঞানবতো লোকান্ জ্ঞানবতশ্চ অভিসিধ্যতি অভিপ্রাপ্নোতি। বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থবিষয়ং, জ্ঞানমন্যবিষয়নৈপুণ্যম্, তদ্বদ্ভির্যুক্তান্ লোকান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যাবদ্বিজ্ঞানস্যেত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥৫৩৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৭॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—জ্ঞানবিজ্ঞানশব্দয়োরর্থভেদং কথয়তি—বিজ্ঞানমিতি। তথাঽপি লোকানামচেতনানাং কুতস্তদুভয়াশ্রয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্বদ্ভিরিতি॥৫৩৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ॥৭॥৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—[সনৎকুমার বলিলেন,—] উপাসনার ফল শ্রবণ কর,—বিজ্ঞানসম্পন্নের যে সমস্ত লোকে বিজ্ঞান [স্বতঃ সিদ্ধ রহিয়াছে], বিজ্ঞানবিশিষ্ট এবং জ্ঞানবিশিষ্ট সেই সমস্ত লোকও প্রাপ্ত হয়। অভিপ্রায় এই যে, বিজ্ঞান অর্থ—শাস্ত্রোপদিষ্ট পদার্থবিষয়ক জ্ঞান, আর জ্ঞান অর্থ—সাধারণ বিষয়ে নিপুণতা, তদুভয়যুক্ত লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। "যাবদ্বিজ্ঞানস্য" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ॥৫৩৩॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৭॥৭॥

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে, স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি; বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্বলেন পর্ব্বতা বলেন দেব-মনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোক-স্তিষ্ঠতি বলমুপাস্স্বেতি ॥৫৩৪॥১

[সনৎকুমার আহ—] বলং (অন্নভক্ষণজনিতা মানসী প্রতিভা) বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ; হ (যস্মাৎ) একঃ (একাকী) বলবান্ বিজ্ঞানবতাং (মনুষ্যাদীনাং) শতম্ অপি আকম্পয়তে (চঞ্চলীকরোতি), সঃ (উদ্দিষ্টঃ) যদা বলী (বলবান্) ভবতি, অথ (তদা) উত্থাতা (উদ্যোগী অনলসঃ) ভবতি; উত্তিষ্ঠন্ চ পরি-চরিতা (গুরুপ্রভৃতীনাং পরিচর্য্যাকর্ত্তা) ভবতি; পরিচরন্ চ উপসত্তা (সমীপস্থঃ গুরোরন্তরঙ্গঃ) ভবতি, উপসীদন্ দ্রষ্টা (গুরুপ্রভৃতীনাং দর্শনকর্ত্তা) ভবতি, শ্রোতা (তদুপদেশগ্রহীতা) ভবতি; মন্তা (উপদিষ্টার্থ-বিচারকঃ) ভবতি; বোদ্ধা (অনুভবকর্ত্তা) ভবতি, কর্ত্তা (উপদেশানুরূপকার্য্যানুষ্ঠাতা) ভবতি, বলেন বৈ (এব) পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেন অন্তরিক্ষং, বলেন দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ), বলেন পর্ব্বতাঃ, বলেন দেবমনুষ্যাঃ (দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ) বলেন পশবঃ চ বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ, তৃণবনস্পতয়ঃ (তৃণানি, বনস্পতয়ঃ—বৃক্ষাঃ চ), শ্বাপদানি (ব্যাঘ্রাদীনি), আকীট-পতঙ্গপিপীলকং (কীট-পতঙ্গ-পিপীলকপর্য্যন্তং) বলেন লোকঃ (স্বর্গাদিঃ) তিষ্ঠতি; [অতঃ] বলম্ উপাস্স্ব ইতি॥

[সনৎকুমার বলিলেন], বল অর্থাৎ মনের প্রতিভাশক্তিই বিজ্ঞান হইতে অধিক; কারণ, একজন বলবান্ পুরুষ বিজ্ঞান-সম্পন্ন একশত লোককেও কম্পিত (পরাজিত) করিতে পারে। লোক যখন বলবান্ হয়, তখন সে উত্থিত হয়, অর্থাৎ আলস্যাদি দোষ ত্যাগ করিয়া উদ্যমশীল হয়, উত্থানশীল

হইলে গুরু প্রভৃতির পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হয়, পরিচর্য্যা-পরায়ণ হইলে সে আবার গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়; উপসন্ন হইয়া দর্শন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, বোধ করে, তদনুরূপ কার্য্য করে, এবং বিশেষরূপে অনুভব করিতেও সমর্থ হয়; বলেই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, বলেই অন্তরিক্ষ অবস্থান করিতেছে, বলেই দ্যুলোক অবস্থান করিতেছে, বলেই পর্ব্বতসমূহ দাঁড়াইয়া আছে, বলেই দেবতা ও মনুষ্যগণ, বলেই পশু ও পক্ষিগণ; এবং তৃণ ও বৃক্ষসমূহ, শ্বাপদ বা হিংস্র জন্তুগণ [অবস্থান করিতেছে]। অধিক কি, কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্তই বল দ্বারা অবস্থান করিতেছে; অতএব তুমি বলের উপাসনা কর॥

স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বলস্য গতং তত্রাস্য যথা-কামচারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে অস্তি ভগবো বলাদ্ভূয় ইতি, বলাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৩৫॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৮॥

সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) বলং ব্রহ্মেতি উপাস্তে; বলস্য যাবৎ গতম্, অস্য (উপাসকস্য) তত্র যথাকামচারঃ ভবতি; যঃ বলং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদঃ পপ্রচ্ছ—] ভগবঃ, বলাৎ ভূয়ঃ অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] বলাৎ [অপি] বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে (মহ্যং) তৎ ব্রবীতু ইতি॥

যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে বলের উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত বলের গতি বা অধিকার, সে পর্য্যন্ত বিষয়ে তাহার যথেচ্ছ অধিকার হয়; যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে বলের উপাসনা করে। [নারদ বলিলেন] ভগবন্, বল অপেক্ষাও অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] বল অপেক্ষাও অধিক আছে। [নারদ বলিলেন] মহাশয়, তাহা আমাকে বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ ভূয়ঃ। বলমিতি অন্নোপযোগজনিতং মনসো বিজ্ঞেয়ে প্রতিভানসামর্থ্যম্। অনশনাদৃগাদীনি "ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভোঃ" ইতি শ্রুতেঃ। শরীরেঽপি তদেবোত্থানাদিসামর্থ্যম্, যস্মাৎ বিজ্ঞানবতাং শতমপি একঃ প্রাণী বলবান্ আকম্পয়তে, যথা হস্তী মত্তো মনুষ্যাণাং শতং সমুদিতমপি। যস্মাদেবম্ অন্নাদ্যুপযোগনিমিত্তং বলম্, তস্মাৎ স পুরুষো যদা বলী বলেন তদ্বান্ ভবতি, অথ উত্থাতা উত্থানস্য কর্ত্তা, উত্তিষ্ঠংশ্চ গুরূণামাচার্য্যস্য চ পরিচরিতা পরিচরণস্য শুশ্রূষায়াঃ কর্ত্তা ভবতি পরিচরন্ উপসত্তা তেষাং সমীপগঃ

অন্তরঙ্গঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ। উপসীদংশ্চ সামীপ্যং গচ্ছন্ একাগ্রতয়া আচার্য্যস্য অন্যস্য চ উপদেষ্টু,র্গুরোর্দ্রষ্টা ভবতীত্যর্থঃ। ততস্তদুক্তস্য শ্রোতা ভবতি, তত ইদমেভিরুক্তম্ এবমুপপদ্যতে, ইত্যুপপত্তিতো মন্তা ভবতি; মন্বানশ্চ বোদ্ধা ভবতি—এবমেবেদমিতি; তত এবং নিশ্চিত্য তদুক্তার্থস্য কর্ত্তা অনুষ্ঠাতা ভবতি, বিজ্ঞাতা অনুষ্ঠানফলস্য অনুভবিতা ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলস্য মাহাত্ম্যম্,—বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতীত্যাদি ঋজ্বর্থম্ ॥৫৩৪-৩৫॥১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যাষ্টম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৮॥

আনন্দগিরিঃ।—যথোক্তে বলশব্দার্থে শ্বেতকেতুবাক্যং প্রমাণয়তি—অনশনাদীতি। কথং তর্হি শরীরসামর্থ্যে বলশব্দপ্রয়োগঃ? তত্রাহ—শরীরেঽপীতি। তদেবেত্যন্নোপযোগজনিতমেবেত্যর্থঃ। ন কেবলং কারণত্বাদেব বলং বিজ্ঞানাদ্ ভূয়ঃ, কিন্তু প্রত্যক্ষং চ তস্য ততো ভূয়স্ত্বমিত্যাহ—বিজ্ঞানবতামিতি। তস্মাদ্বলস্য বিজ্ঞানাদ্ ভূয়স্ত্বমিতি শেষঃ। সমুদিতমপি কম্পয়তে, তথাঽন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যমিতি সম্বন্ধঃ। যস্মাদেবং বলস্য কারণত্বং বিজ্ঞানস্য চ কার্য্যত্বং, তস্মাত্ততস্তদ্ভূয়স্ত্বমিত্যেতস্মিন্নর্থে কার্য্যকারণভাবমেতয়োরুপপাদয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। ইতশ্চ বলস্য ভূয়স্ত্বমেষ্টব্যমিত্যাহ—কিঞ্চেতি ॥৫৩৪-৩৫॥১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—বলই বিজ্ঞানাপেক্ষা ভূয়ঃ। বল অর্থ—জ্ঞাতব্য বিষয়গ্রহণে মনের যে অন্ন-ব্যবহার-জনিত প্রতিভাস্ফুরণ; কেননা, আহার না করায় ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র 'আমার প্রতিভাত হইতেছে না' এইরূপ শ্রুতিও রহিয়াছে। সেই বলই আবার শরীরের উত্থান প্রভৃতির কারণীভূত শক্তি; যেহেতু—মত্তহস্তী যেমন সম্মিলিত একশত মনুষ্যকেও পরাজিত করিয়া থাকে, তেমনি বলবান্ একটি প্রাণীও বিজ্ঞানসম্পন্ন একশত লোককে পরাজিত করে। যে হেতু অন্নাদি-ব্যবহার-জনিত বলের এতদূর মহিমা, সেই হেতু সেই পুরুষ যখন বলী, অর্থাৎ বলসম্পন্ন হয়, তাহার পর সে উত্থাতা অর্থাৎ উত্থানের অধিকারী হয়, এবং উত্থিত হইয়া আচার্য্য ও গুরুগণের পরিচর্য্যার—শুশ্রূষার কর্ত্তা হয়, পরিচর্য্যাকারী হইয়া আবার তাহাদের উপসত্তা—সমীপস্থ, অর্থাৎ অন্তরঙ্গ—প্রিয় হয়; উপসন্ন হইয়া—সমীপগত হইয়া একাগ্রতা সহকারে আচার্য্য ও অপরাপর উপদেষ্টা গুরুগণের দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হয়; তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে সমর্থ হইয়া থাকে। তাহার পর, যুক্তি দ্বারাও 'ইহাদের (গুরুগণের) অভিহিত উপদেশ এই প্রকারে সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত হয়', এইরূপে মনন করিতে সমর্থ হয়, মনন করিলেই বোদ্ধা হয়, অর্থাৎ ইহা এইরূপই সত্য, এই প্রকার বুঝিতে পারে। তাহার পর এইরূপ অবধারণ করিয়া গুরূপদিষ্ট বিষয় যথাযথরূপে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলও অনুভব করিতে থাকে। বলের আরও মাহাত্ম্য—বলের সাহায্যেই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, ইত্যাদি অংশের অর্থ সরল [সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক] ॥৫৩৪-৩৫॥১-২॥

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥৮॥

———

সপ্তমাধ্যায়ে

নবমঃ খণ্ডঃ।

অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশ রাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্, যদ্যু হ জীবেদথবাঽদ্রষ্টাঽশ্রোতাঽমন্তাঽবোদ্ধাঽকর্ত্তাঽবিজ্ঞাতা ভবতি। অথান্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্ত্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্স্বেতি ॥৫৩৬॥১

[সনৎকুমার আহ—] অন্নং (ভক্ষণযোগ্যং শস্যাদি) বাব বলাৎ ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠম্); তস্মাৎ (বলাদপি অন্নস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ হেতোঃ) যদি (সম্ভাবনায়াং) দশ রাত্রীঃ অপি [ব্যাপ্য] ন অশ্নীয়াৎ (অন্নভক্ষণং ন কুর্য্যাৎ), [তর্হি ম্রিয়েত]; অথবা [সঃ] যদ্যু (যদি) হ জীবেৎ (প্রাণবিযুক্তো ন ভবেৎ), [তথাপি] অদ্রষ্টা (গুরুমপি দ্রষ্টুং নার্হতীত্যর্থঃ), অশ্রোতা (গুরুদর্শনাভাবাদেব শ্রবণাসম্ভবঃ), অশ্রোতা, অমন্তা, অবোদ্ধা, অকর্ত্তা, অবিজ্ঞাতা ভবতি। অথ (পক্ষান্তরে) অন্নস্য আয়ৈ (অন্নস্য আয়ী—অন্নভোক্তা ভবতি), [তদা] দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্ত্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি; [অতঃ] অন্নম্ উপাস্স্ব (ব্রহ্মবুদ্ধ্যা অন্নোপাসনং কুরু ইত্যর্থঃ)॥

[সনৎকুমার বলিলেন], বল অপেক্ষাও অন্ন শ্রেষ্ঠ; সেই জন্যই কেহ যদি দশরাত্রি আহার না করে, তাহা হইলে [মরিয়া যায়], অথবা যদি জীবিতও থাকে, [তাহা হইলেও] দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হয় না। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তিই যদি অন্নলাভ করিতে পারে, অর্থাৎ অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে, দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হয়। অতএব [ব্রহ্মবুদ্ধিতে] অন্নের উপাসনা কর॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অন্নং বাব বলাৎ ভূয়ঃ, বলহেতুত্বাৎ। কথমন্নস্য বলহেতুত্বম্? ইতি। উচ্যতে,—যস্মাৎ বলকারণমন্নং, তস্মাৎ যদ্যপি কশ্চিৎ দশ রাত্রীঃ ন অশ্নীয়াৎ, সঃ অন্নোপযোগনিমিত্তস্য বলস্য হান্যা ম্রিয়তে, ন চেন্ ম্রিয়তে যদ্যু হ জীবেৎ—দৃশ্যন্তে হি মাসমপ্যনশ্নন্তো জীবন্তঃ, অথবা স জীবন্নপি অদ্রষ্টা ভবতি গুরোরপি; তত এব অশ্রোতেত্যাদি পূর্ব্ববিপরীতং সর্ব্বং ভবতি। অথ যদা বহ্ন্যহানি অনশিতো দর্শনাদিক্রিয়াসু অসমর্থঃ সন্ অন্নস্যায়ী, আগমনম্ আয়ঃ,

অন্নস্য প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ, সঃ যস্য বিদ্যতে সোঽন্নস্য আয়ী। আয়ৈ ইত্যেতদ্বর্ণ-ব্যত্যয়েন (১)। অথান্নস্যায়া ইত্যপি পাঠে এবমেবার্থঃ, দ্রষ্টেত্যাদিকার্য্য-শ্রবণাৎ। দৃশ্যতে হি অন্নোপযোগে দর্শনাদিসামর্থ্যম্, ন তদপ্রাপ্তৌ, অতোঽন্ন-মুপাস্স্বেতি ॥৫৩৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—অথবা যদি সোঽভুঞ্জানোঽপি কথঞ্চিৎ জীবেৎ, তদা জীবন্নপি সোঽদ্রষ্টেতি সম্বন্ধঃ। কথমশনশূন্যস্য জীবনমিত্যাশঙ্ক্যাহ দৃশ্যন্ত—ইতি। অন্নো-পযোগাভাবে বলহানিরিতি ব্যতিরেকমুক্ত্বা তদুপযোগে বলং ভবতীত্যন্বয়ং ব্যাচষ্টে—অথেতি। অথান্নস্যায় ইত্যপি পাঠোঽস্তি, তত্রান্নস্যায় ইত্যেতদেব পদমন্নপ্রাপ্তি-পরতয়া ব্যাখ্যেয়ম্ একারমীকারত্বেন বিপরিণময্য বর্ণব্যত্যয়াঙ্গীকারাদিত্যাহ—আয় ইত্যেতদিতি। দ্রষ্টা শ্রোতেত্যাদ্যন্নকার্য্যস্য শ্রবণাদপি পাঠান্তরমন্নপ্রাপ্তি-পরতয়া ব্যাখ্যেয়মিত্যাহ—দৃশ্যতে হীতি। কথং তদন্নকার্য্যমিত্যাশঙ্ক্যান্বয়-ব্যতিরেকৌ দর্শয়তি—দ্রষ্টেত্যাদীতি ॥৫৩৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অন্নই বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, উহাই বললাভের হেতু বা কারণ। ভাল, অন্নই বলের হেতু কিরূপে?—হাঁ, বলা হইতেছে—যেহেতু অন্নই বলের হেতু, সেই কারণেই কেহ যদি দশরাত্রি না খায়, তাহা হইলে, অন্ন-ব্যবহারজনিত বলের অপচয় বশতঃ সে লোক মরিয়া যায়; আর যদি বা সে লোক জীবিতও থাকে,—কেননা, এক মাস পর্য্যন্ত না খাইয়াও জীবিত থাকিতে দেখা যায়; কিন্তু সে জীবিত থাকিলেও গুরু-দর্শনে সমর্থ হয় না; সুতরাং গুরুলাভের অভাবেই পূর্ব্বকথিত দ্রষ্টৃত্বাদির বিপরীত—অশ্রোতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, বহুদিবস অভুক্ত থাকিয়া—দর্শনাদি কার্য্যে অক্ষম হইয়া পরে যখন অন্নায়ী হয়; 'আয়' অর্থ আগমন, অর্থাৎ অন্নপ্রাপ্তি; তাহা যাহার আছে, তিনি—অন্নায়ী। শ্রুতিতে বর্ণ পরিবর্ত্তনে 'আয়ৈ' পাঠ করা হইয়াছে, [বস্তুতঃ উহার প্রকৃত স্বরূপ 'আয়ী']। 'অন্নস্য আয়া' এরূপ পাঠেও এইরূপই অর্থ; কেননা, 'দ্রষ্টা' প্রভৃতি কার্য্যবোধক শ্রুতি আছে। আর দেখা যায় যে, অন্ন-ভক্ষণে দর্শনাদি সামর্থ্য হয়, কিন্তু তদভাবে হয় না; অতএব অন্নের উপাসনা কর ॥৫৩৬॥১

স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্ পান-বতোঽভিসিধ্যতি, যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবোঽন্নাদ্ভূয় ইতি। অন্নাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৩৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৯॥

(১) 'ঈকারস্য ব্যত্যয়েন ঈকারান্তত্বেন' ইত্যধিকোঽপপাঠঃ ক্বচিৎ।

যঃ সঃ অন্নং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) বৈ অন্নবতঃ (অন্নযুক্তান্) পানবতঃ (পীয়তে যৎ তৎ পানং তদ্বতঃ) লোকান্ অভিসিধ্যতি (প্রাপ্নোতি); অন্নস্য যাবৎ গতং, তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ অন্নং ব্রহ্মেতি উপাস্তে (ইতি তু উক্তোপসংহারঃ)। [নারদঃ পপ্রচ্ছ—] ভগবঃ, অন্নাৎ ভূয়ঃ অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] অন্নাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে (মহ্যং) তৎ ব্রবীতু ইতি॥

যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে অন্নের উপাসনা করেন, তিনি অন্নযুক্ত ও পানসম্পন্ন লোকসমূহ লাভ করেন; যে পর্য্যন্ত অন্নের অধিকার, সে পর্য্যন্ত ইহারও যথেচ্ছ ভোগ-সম্পত্তি হইয়া থাকে, যিনি অন্নকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, অন্ন অপেক্ষাও অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] অন্ন অপেক্ষাও অধিক নিশ্চয়ই আছে। [নারদ বলিলেন] আপনি তাহা আমাকে বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ফলং চ অন্নবতঃ প্রভূতান্নান্ বৈ স লোকান্, পানবতঃ প্রভূতোদকাংশ্চ অন্নপানয়োর্নিত্যসম্বন্ধাৎ লোকান্ অভিসিধ্যতি। সমানমন্যৎ ॥৫৩৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য নবম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥৯॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৫৩৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—[উপাসনার] ফল এই যে, সে লোক অন্নবান্ অর্থাৎ প্রচুর অন্নসম্পন্ন এবং পানবান্ অর্থাৎ প্রভূত জলপূর্ণ লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। অন্নের সঙ্গে জলের নিত্য সম্বন্ধ; [এই জন্য অন্ন পান উভয়ের উল্লেখ হইয়াছে]। অপরাপর অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বানুরূপ ॥৫৩৭॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥৯॥

দশমঃ খণ্ডঃ।

আপো বা অন্নাদ্‌ভূয়স্তস্মাদ্ যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীতি, অথ যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীতি ; আপ এবেমা মূর্ত্তাঃ—যেয়ং পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্‌দ্যৌর্যৎ পর্ব্বতা যদ্দেব-মনুষ্যা যৎ পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকম্ আপ এবেমা মূর্ত্তাঃ ; অপ উপাস্‌স্বেতি ॥৫৩৮॥১

[সনৎকুমার আহ—] আপঃ (জলানি) বাব অন্নাৎ ভূয়ঃ, তস্মাৎ (হেতোঃ) যদা সুবৃষ্টিঃ (শোভনঃ বারিপাতঃ) ন ভবতি, [তদা] অন্নং কনীয়ঃ (অল্পতরং) ভবিষ্যতি, ইতি [কৃত্বা] প্রাণা ব্যাধীয়ন্তে (ব্যাধিতাঃ দুঃখিতাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ), অথ (পক্ষান্তরে) যদা সুবৃষ্টিঃ ভবতি, [তদা] অন্নং বহু (প্রচুরং) ভবিষ্যতি, ইতি [কৃত্বা] প্রাণাঃ আনন্দিনঃ (আনন্দযুক্তাঃ) ভবন্তি। মূর্ত্তাঃ (মূর্ত্তিমত্যঃ) ইমাঃ আপঃ (জলানি) এব ইয়ং—যা ইয়ং (দৃশ্যমানা) পৃথিবী (ভূমিঃ), যৎ অন্তরিক্ষং, যৎ (বা) দ্যৌঃ (দ্যুলোকঃ), যৎ (যে) পর্ব্বতাঃ, যৎ (যে) দেব-মনুষ্যাঃ (দেবাশ্চ, মনুষ্যাশ্চ) যৎ (যে) পশবঃ চ, বয়াংসি (পক্ষিণঃ) চ, তৃণ-বনস্পতয়ঃ, শ্বাপদানি, আকীট-পতঙ্গপিপীলকম্ ; [এতৎ সর্ব্বং] মূর্ত্তাঃ, ইমাঃ আপ এব (অপ্‌স্বরূপা এব) ; অতঃ অপঃ উপাস্‌স্ব ইতি ॥

[সনৎকুমার বলিলেন—] জলই অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; (যেহেতু) যখন সুবৃষ্টি হয় না, তখন অন্ন অল্পতর হওয়ার ফলে প্রাণসমূহ সন্তপ্ত হয় ; আর যখন সুবৃষ্টি হয়, তখন অন্ন বহুতর হওয়ার ফলে প্রাণিসমূহ আনন্দযুক্ত হয়। এই যে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, পর্ব্বতসমূহ, দেব ও মনুষ্যগণ, পশু ও পক্ষিগণ—ইহারা সকলে মূর্ত্তিমান জলই ; তৃণ ও বনস্পতি এবং কীট, পতঙ্গ ও পিপীলিকা অবধি শ্বাপদনিচয় —ইহারা সকলেই মূর্ত্তিমান্ জলস্বরূপ ; (অতএব) জল উপাসনা কর ;

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আপো বাব অন্নাদ্‌ভূয়স্যঃ, অন্নকারণত্বাৎ। যস্মাদেবম্, তস্মাদ্ যদা যস্মিন্ কালে সুবৃষ্টিঃ শস্যহিতা শোভনা বৃষ্টির্ন, ভবতি, তদা ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা দুঃখিনো ভবন্তি। কিং নিমিত্তম্? ইত্যাহ—অন্নমস্মিন্ সংবৎসরে নঃ কনীয়োঽল্পতরং ভবিষ্যতীতি। অথ পুনর্যদা সুবৃষ্টির্ভবতি, তদা আনন্দিনঃ সুখিনো হৃষ্টাঃ প্রাণাঃ প্রাণিনো ভবন্তি—অন্নং বহু প্রভূতং ভবিষ্যতীতি। অপ্‌সম্ভবত্বাৎ মূর্ত্তস্যান্নস্য আপ এব ইমাঃ মূর্ত্তঃ মূর্ত্তভেদাকারপরিণতা ইতি মূর্ত্তাঃ,—যেয়ং পৃথিবী, যদন্তরিক্ষম্, ইত্যাদি আপ এবেমা মূর্ত্তাঃ ; অতোঽপ উপাস্‌স্বেতি ॥৫৩৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—অপাং কারণত্বেনান্নাদ্ ভূয়স্ত্বমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাধয়তি—যস্মাদিত্যাদিনা। অপাং সর্ব্বজগদাত্মকত্বাচ্চান্নাদ্ ভূয়স্ত্বমুচিতমিত্যাহ—অপ্‌সম্ভবত্বাদিতি। দধিপয়ঃপ্রভৃত্যাহুতিপরিণামত্বাদন্তরিক্ষাদেরপ্‌সম্ভবত্বমবসেয়ম্। অপাং সর্ব্বমূর্ত্তাত্মকত্বমুপসংহরতি—ইত্যাদীতি ॥৫৩৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অন্নোৎপত্তির কারণ বলিয়া অপ্‌ই (জলই) অন্নাপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু এই প্রকার, সেই হেতু যে সময় সুবৃষ্টি—শস্যের হিতকর উত্তম বৃষ্টি (বারিবর্ষণ) না হয়, সে সময় প্রাণসমূহ ব্যাধিত অর্থাৎ দুঃখিত হইয়া থাকে। কি কারণে, তাহা বলিতেছেন,—এই বৎসরে আমাদের [খাদ্য] অন্ন অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে আবার যখন সুবৃষ্টি হইয়া থাকে, তখন প্রচুর পরিমাণে অন্ন হইবে মনে করিয়া প্রাণসমূহ, অর্থাৎ প্রাণিগণ আনন্দী—সুখী অর্থাৎ হর্ষযুক্ত হইয়া থাকে। মূর্ত্ত অন্ন জলসম্ভূত বলিয়া এই জলই মূর্ত্ত—বিবিধ মূর্ত্তি-আকারে পরিণত—মূর্ত্ত,—যাহা এই পৃথিবী, যাহা অন্তরিক্ষ ইত্যাদি। জলই এই সমস্ত মূর্ত্তস্বরূপ ; অতএব জলের উপাসনা কর ॥৫৩৮॥১

স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আপ্নোতি সর্ব্বান্ কামাংস্তৃপ্তিমান্ ভবতি, যাবদপাং গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইতি। অদ্ভ্যো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৩৯॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১০॥

যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) অপঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে ; স সর্ব্বান্ কামান্ (ভোগান্) আপ্নোতি, তৃপ্তিমান্ [চ] ভবতি ; অপাং যাবৎ গতম্, তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ অপঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদ আহ—] ভগবঃ, অদ্ভ্যঃ (জলেভ্যঃ) ভূয়ঃ অস্তি ? ইতি ; [সনৎকুমার আহ—] অদ্ভ্যঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—], ভগবান্ তৎ মে (মহ্যং) ব্রবীতু ইতি ॥

যে কোন লোক অপ্‌কে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে লোক সমস্ত কাম প্রাপ্ত হয় এবং তৃপ্তিমান্ হয়, যতদূর পর্য্যন্ত অপের অধিকার, সে পর্য্যন্ত তাহার যথেচ্ছ ভোগাধিকার হয়, যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে অপের (জলের) উপাসনা করে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, অপ্ হইতেও শ্রেষ্ঠ আছে কি ? [সনৎকুমার বলিলেন,] হাঁ, অপ্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন,] আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ফলম্—স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, আপ্নোতি সর্ব্বান্ কামান্ কাম্যান্ মূর্ত্তিমতো বিষয়ানিত্যর্থঃ। অপ্সম্ভবত্বাচ্চ তৃপ্তেরম্বুপাসনাৎ তৃপ্তিমাংশ্চ ভবতি। সমানমন্যৎ ॥৫৩৯॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৫৩৯॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—[উপাসনার] ফল—যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে অপের উপাসনা করে, সে লোক সমস্ত কাম অর্থাৎ মূর্ত্তিমান বা আকৃতি-সম্পন্ন সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। জলই তৃপ্তির কারণ ; এই জন্য জলোপাসনার ফলে [উপাসক] তৃপ্তিমান্ও হইয়া থাকে। অন্যাংশ পূর্ব্বের অনুরূপ ॥৫৩৯॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের দশম-খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১০॥

একাদশঃ খণ্ডঃ।

তেজো বাবাদ্ভ্যো ভূয়স্তদ্বা এতদ্বায়ুমাগৃহ্যাকাশমভিতপতি, তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি। তেজ এব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে; তদেতদূর্দ্ধাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ বিদ্যুদ্ভিরাহ্রাদাশ্চরন্তি, তস্মাদাহুর্ব্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা ইতি, তেজ এব তৎ পূর্ব্বং দর্শয়িত্বাথাপঃ সৃজতে; তেজ উপাস্স্বেতি ॥৫৪০॥১

[সনৎকুমার আহ—] তেজঃ বাব অদ্ভ্যঃ ভূয়ঃ, [যদা] তৎ এতৎ (তেজঃ) বৈ বায়ুম্ আগৃহ্য (অবলম্ব্য) আকাশম্ অভিতপতি (আকাশং ব্যাপ্য তাপং করোতি), তদা আহুঃ (কথয়ন্তি) [জনাঃ],—নিশোচতি (সামান্যতঃ জগৎ সন্তপতি), নিতপতি (দেহং তপতি), বৈ (অতঃ) বর্ষিষ্যতি (বৃষ্টিঃ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ) ইতি। তেজঃ এব পূর্ব্বং (প্রথমং) তৎ (আত্মনো রূপং) দর্শয়িত্বা অথ (অনন্তরং) অপঃ সৃজতে (জনয়তি)। [অপিচ] তৎ এতৎ (তেজঃ) ঊর্দ্ধাভিঃ (ঊর্দ্ধগামিনীভিঃ) চ, তিরশ্চীভিঃ (তির্য্যগ্‌গামিনীভিঃ বক্রাভিঃ) চ বিদ্যুদ্ভিঃ সহ আহ্রাদাঃ (মেঘধ্বনয়ঃ) [ভূত্বা] চরন্তি (প্রচলন্তি); তস্মাৎ (হেতোঃ) আহুঃ [লোকাঃ]—বিদ্যোততে, স্তনয়তি (শব্দায়তে), বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি। তেজঃ এব পূর্ব্বং তৎ (আত্মনো রূপং) দর্শয়িত্বা অথ (অনন্তরং) অপঃ (জলানি) সৃজতে (জনয়তি); [অতঃ] তেজঃ উপাস্স্ব ইতি॥

[সনৎকুমার বলিলেন—] তেজই জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যখন সেই এই তেজই বায়ুকে অবলম্বন করিয়া আকাশকে সন্তপ্ত করে, তখন লোকে বলিয়া থাকে,—জগৎকে তাপ দিতেছে, দেহকে সন্তপ্ত করিতেছে, নিশ্চয়ই বর্ষণ করিবে, অর্থাৎ এখন বৃষ্টি হইবে। [বস্তুতঃ] তেজই আপনার সেইরূপ পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিয়া পশ্চাৎ জলের সৃষ্টি করে; সেই এই তেজই আবার ঊর্দ্ধগামী ও বক্রগামী বিদ্যুতের সহিত মেঘধ্বনিরূপে বিচরণ করে। সেইজন্য লোকে বলিয়া থাকে, বিদ্যুৎ হইতেছে, মেঘগর্জ্জন হইতেছে, নিশ্চয়ই বর্ষণ করিবে। প্রকৃত পক্ষে তেজই প্রথমে আপনার ঐরূপ রূপ প্রদর্শন করিয়া অনন্তর বর্ষণ করিয়া থাকে। অতএব তেজের উপাসনা কর॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তেজো বাব অদ্ভ্যঃ ভূয়ঃ, তেজসোঽপ্কারণত্বাৎ। কথমপ্কারণত্বম্? ইত্যাহ—যস্মাৎ অব্‌যোনিস্তেজঃ, তস্মাৎ তদ্বা এতৎ তেজো বায়ুম্

আগৃহ্য অবষ্টভ্য স্বাত্মনা নিশ্চলীকৃত্য বায়ুম্ আকাশমভিতপতি আকাশমভি-ব্যাপ্নুবত্তপতি যদা, তদা আহুর্লৌকিকাঃ—নিশোচতি সন্তপতি সামান্যেন জগৎ, নিতপতি দেহান্, অতো বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি। প্রসিদ্ধং হি লোকে কারণমভ্যু-দ্ভূতং দৃষ্টবতঃ কার্য্যং ভবিষ্যতীতি বিজ্ঞানম্। তেজ এব তৎপূর্ব্বমাত্মানমুদ্ভূতং দর্শয়িত্বা অথানন্তরম্ অপঃ সৃজতে অতোঽপ্স্রষ্টৃত্বাদ্ ভূয়োঽভ্যস্তেজঃ। কিঞ্চান্যৎ, তদেতৎ তেজ এব স্তনয়িত্নুরূপেণ বর্ষহেতুর্ভবতি। কথম্? ঊর্দ্ধাভিশ্চোর্দ্ধগাভি-র্ব্বিদ্যুদ্‌ভিঃ তিরশ্চীভিশ্চ তির্য্যগ্‌গতাভিশ্চ সহ আহ্রাদাঃ স্তনয়নশব্দাশ্চরন্তি। তস্মাৎ তদ্দর্শনাদাহুর্লৌকিকাঃ—বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বৈ ইত্যাদ্যুক্তার্থম্ অতস্তেজ উপাস্স্বেতি ॥৫৪০॥১

আনন্দগিরিঃ।—ইতিশব্দস্তদাহুরিত্যনেন সম্বধ্যতে। বৈশব্দার্থং দর্শয়তি—প্রসিদ্ধমিতি। অপ্‌তেজসোরুক্তং কার্য্যকারণত্বমুপজীব্য ফলিতমাহ—তেজ এবেতি। অপ্‌তেজসোর্বিধান্তরেণ কার্য্যকারণভাবং দর্শয়তি—কিঞ্চান্যদিতি। তদেবোপপাদয়তি—ঊর্দ্ধাভিরিতি। তেজসো ভূয়স্ত্বফলমাহ—তেজ ইতি ॥৫৪০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[সনৎকুমার বলিলেন—] জল অপেক্ষাও তেজ শ্রেষ্ঠ; কেননা, তেজই জলের কারণ। তেজই জলের কারণ কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তেজই (জলের) কারণ বা উৎপত্তিস্থান, সেই হেতু, সেই এই তেজঃ বায়ুকে আক্রমণ করিয়া—ভর করিয়া অর্থাৎ আপনা দ্বারা বায়ুকে নিশ্চল করিয়া আকাশে তাপ দিয়া থাকে, অর্থাৎ আকাশে সম্যক্‌রূপে ব্যাপিয়া থাকিয়া যখন তাপ দিতে থাকে, তখন ব্যবহারাভিজ্ঞ লোকসমূহ বলিয়া থাকে যে, নিশোচন করিতেছে অর্থাৎ সাধারণতঃ জগৎকে তাপ দিতেছে, বিশেষতঃ দেহসমূহকে সন্তাপ দিতেছে; অতএব নিশ্চয়ই বর্ষণ করিবে। উপযুক্ত কারণ উপস্থিত দেখিয়া দ্রষ্টার যে, ভবিষ্যৎ কার্য্য জ্ঞান, ইহা জগতে প্রসিদ্ধ; সুতরাং উত্তাপ দর্শনে ভাবী বৃষ্টির অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। তেজই আপনার পূর্ব্বাভিব্যক্ত ঐরূপ রূপ দর্শন করিয়া অনন্তর জলের সৃষ্টি করিয়া থাকে; অতএব, জলের সৃষ্টিকারী বলিয়া নিশ্চয়ই জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ বা অধিক। আরও এক কারণ,—সেই তেজই জলধররূপে বৃষ্টির কারণীভূত হইয়া থাকে। কি প্রকার? ঊর্দ্ধ অর্থাৎ ঊর্দ্ধগামিনী ও তিরশ্চী অর্থাৎ তির্য্যক্‌গামিনী (বক্র-গামিনী) বিদ্যুৎ-সমূহের সহিত আহ্রাদসমূহ অর্থাৎ মেঘধ্বনিসমূহরূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। সেই জন্যই তদ্দর্শনে সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে, বিদ্যুৎ হইতেছে, মেঘ-গর্জ্জন হইতেছে, নিশ্চয়ই বর্ষণ হইবে, অন্যাংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব তেজের উপাসনা কর ॥৫৪০॥১

স যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্ ভাস্বতোঽপহততমস্কানভিসিধ্যতি, যাবত্তেজসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে অস্তি ভগবস্তেজসো ভূয় ইতি। তেজসো বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৪১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১১॥

যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) তেজঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে, সঃ (স্বয়ং) তেজস্বী (সন্) তেজস্বতঃ (তেজোময়ান্) ভাস্বতঃ (প্রকাশস্বভাবান্) অপহততমস্কান্ (বাহ্যাধ্যাত্মিকাজ্ঞানান্ধকাররহিতান্) লোকান্ অভিসিধ্যতি, তেজসঃ যাবৎ গতম্, তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ তেজঃ ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদঃ পপ্রচ্ছ—] ভগবঃ, অস্তি তেজসঃ ভূয়ঃ ? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] তেজসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ তৎ মে ব্রবীতু ইতি ॥

যে কোন লোক তেজকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, সে লোক নিজে তেজস্বী হয় এবং তেজোময় প্রকাশস্বভাব বাহ্য ও আধ্যাত্মিক অজ্ঞানান্ধকাররহিত স্থানসমূহ প্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত তেজের গতি, সে পর্য্যন্ত ইহারও যথেচ্ছ অধিকার হয় ; যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে তেজের উপাসনা করে। [নারদ বলিলেন—] ভগবন্, তেজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি ? [সনৎকুমার বলিলেন—] তেজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন]—আপনি তাহা আমাকে বলুন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্য তেজস উপাসনফলম্—তেজস্বী বৈ ভবতি। তেজস্বত এব চ লোকান্ ভাস্বতঃ প্রকাশবতঃ অপহততমস্কান্ বাহ্যাধ্যাত্মিকাজ্ঞানাপনীততমস্কান্ অভিসিধ্যতি ঋজ্বর্থমন্যৎ ॥৫৪১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—তমঃশব্দার্থমাহ—বাহ্যেতি। বাহ্যং তমঃ শার্ব্বরং প্রসিদ্ধম্, আধ্যাত্মিকমজ্ঞানরাগাদি, তদুভয়মপহততমস্কানিত্যত্র তমঃশব্দিতমিত্যর্থঃ। অপহতশব্দার্থমাহ—অপনীতেতি ॥৫৪১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই তেজের উপাসনাফল—তেজস্বী হয়, তেজস্বী অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় এবং ভাস্বৎ—প্রকাশযুক্ত ও অপহততমস্ক অর্থাৎ যেখান হইতে বাহ্য ও অধ্যাত্ম-বিষয়ক অজ্ঞানাদি অন্ধকার অপনীত হইয়াছে, তাদৃশ লোকসমূহ নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে। অন্যাংশের অর্থ সরল ॥৫৪১॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১১॥

———

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

আকাশো বাব তেজসো ভূয়ানাকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন প্রতিশৃণোত্যাকাশে রমত আকাশে ন রমত আকাশে জায়ত আকাশমভিজায়তে ; আকাশমুপাস্স্বেতি ॥৫৪২॥১

[সনৎকুমার আহ—] আকাশঃ বাব তেজসঃ ভূয়ান্ ; বৈ (যতঃ) উভৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ), বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাণি, অগ্নিঃ [চ] আকাশে [বর্ত্ততে]। অপি চ, আকাশেন আহ্বয়তি (আমন্ত্রয়তি) (একম্ অপরঃ), আকাশেন শৃণোতি, আকাশেন প্রতিশৃণোতি (অন্যোক্তং শব্দম্ অন্য আকর্ণয়তি), আকাশে রমতে, আকাশে ন রমতে চ, আকাশে (অবকাশাত্মকে) জায়তে (প্রভবতি), আকাশম্ অভি (লক্ষ্যীকৃত্য উর্দ্ধমুখীভূয়) জায়তে (উৎপদ্যতে, অঙ্কুরাদি সর্ব্বং), [অতঃ] আকাশম্ উপাস্স্ব ইতি ॥

[সনৎকুমার বলিলেন—] আকাশই তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অধিক ; কারণ, সূর্য্য ও চন্দ্র এই উভয়, এবং বিদ্যুৎ, নক্ষত্র ও অগ্নি আকাশেই [অবস্থান করিতেছে]। লোকে আকাশের সাহায্যেই আহ্বান করে, আকাশের সাহায্যেই শ্রবণ করে, আকাশের সাহায্যেই প্রত্যুত্তর দিয়া থাকে, আকাশেই ক্রীড়াকৌতুক করে, এবং তাহার অভাবও আকাশেই হইয়া থাকে ; আকাশেই জন্মে, আকাশকেই লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ উর্দ্ধমুখ হইয়া অঙ্কুরাদি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; অতএব আকাশের উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আকাশো বাব তেজসো ভূয়ান্, বায়ুসহিতস্য তেজসঃ কারণত্বাৎ ব্যোম্নঃ বায়ুমাগৃহেতি তেজসা সহোক্তো বায়ুঃ, ইতি পৃথগিহ নোক্তস্তেজঃ। কারণং হি লোকে কার্য্যাৎ ভূয়ো দৃষ্টম্—যথা ঘটাদিভ্যো মৃৎ, তথাকাশো বায়ুসহিতস্য তেজসঃ কারণম্, ইতি ততোঽপি ভূয়ান্। কথম্? আকাশে বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ তেজোরূপৌ, বিদ্যুৎ নক্ষত্রাণি অগ্নিশ্চ তেজোরূপাণি আকাশেঽন্তঃ ; যচ্চ যস্যান্তর্ব্বর্ত্তি, তদল্পম্, ভূয় ইতরৎ।

কিঞ্চ, আকাশেন আহ্বয়তি চ অন্যমন্যঃ, আহূতশ্চেতর আকাশেন শৃণোতি,

অন্যোক্তঞ্চ শব্দমন্যঃ প্রতিশৃণোতি, আকাশে রমতে ক্রীড়তি অন্যোন্যং সর্ব্বঃ; তথা ন রমতে চাকাশে বধ্বাদিবিয়োগে; আকাশে জায়তে, ন মূর্ত্তেনাবষ্টব্ধে; তথা আকাশম্ অভিলক্ষ্য অঙ্কুরাদি জায়তে, ন প্রতিলোমম্; অত আকাশমুপাস্স্ব ॥৫৪২॥১

আনন্দগিরিঃ।—বায়োঃ সকাশাদাকাশো ভূয়ানিতি বক্তব্যে কথং তেজসো ভূয়ান্ ইত্যুক্তম্? অত আহ—বায়ুরিতি। কারণত্বেঽপি কথমাকাশস্য বায়ুসহিতাৎ তেজসো ভূয়স্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কারণং হীতি। তেজসো বায়ুসহিতাদাকাশস্য ভূয়স্ত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকারান্তরেণ দর্শয়তি—কথমিত্যাদিনা। ইতশ্চাকাশস্যাস্তি ভূয়স্ত্বমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। তদ্ভূয়স্ত্বফলমাহ—অত ইতি ॥৫৪২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—[সনৎকুমার বলিলেন—] তেজ অপেক্ষাও আকাশ শ্রেষ্ঠ; কেননা, বায়ুসহিত তেজের অর্থাৎ বায়ু ও তেজ এই উভয়েরই কারণ হইতেছে ব্যোম (আকাশ), 'বায়ুম্ আগৃহ্য' কথা দ্বারাই তেজের সহিত বায়ুও উক্ত হইয়াছে; এইজন্য এখানে আর তেজ হইতে পৃথক্ করিয়া বায়ুর কথা বলা হয় নাই। জগতে কার্য্যাপেক্ষা কারণের ভূয়স্ত্ব বা আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন—ঘটাদি কার্য্যাপেক্ষা তৎকারণীভূত মৃত্তিকা; সেইরূপ আকাশই তেজ ও বায়ুর কারণ; সুতরাং তেজ ও বায়ু অপেক্ষা মহৎ। কি প্রকারে [মহৎ]? কেননা, তেজোময় সূর্য্য ও চন্দ্র এই উভয়ই আকাশে আছে; বিদ্যুৎ, নক্ষত্র ও অগ্নি, তেজঃস্বরূপ ইহারাও আকাশেরই মধ্যগত [রহিয়াছে]; যে বস্তু যাহার মধ্যবর্ত্তী, নিশ্চয়ই সে তদপেক্ষা অল্প বা ছোট, আর অপরটি (যাহার মধ্যগত, সেইটি) তদপেক্ষা মহৎ।

আরও এক কথা; একজন যে অপরকে আহ্বান করে, তাহাও আকাশেরই সাহায্যে। আহূত ব্যক্তিও আকাশের সাহায্যেই শ্রবণ করে, এবং আকাশের সাহায্যেই অপরের কথিত শব্দ অপরে শ্রবণ করে। আকাশেই সকলে পরস্পর রমণ করে—ক্রীড়াকৌতুক করে, সেইরূপ বন্ধুবিয়োগ প্রভৃতি কারণে যে রমণ করে না (আনন্দানুভূতি করে না), তাহাও আকাশেই করে; আকাশেই জন্মধারণ করে, কিন্তু কোনও মূর্ত্ত বা আকৃতিসম্পন্ন বস্তু দ্বারা অবরুদ্ধ স্থানে করে না; অর্থাৎ যে স্থানে অবকাশ আছে—অপর কোনও বস্তু দ্বারা আবরণ নাই, সেই অনাবৃত বা নিরাবরণ স্থানেই যে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে; আকাশকে লক্ষ্য করিয়াই অঙ্কুরাদি কার্য্য বা জন্য পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু বিপরীতে অর্থাৎ আকাশ না থাকিলে হয় না। অতএব আকাশের উপাসনা কর ॥৫৪২॥১

স য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আকাশবতো বৈ স লোকান্

প্রকাশবতোঽসংবাধানুরুগায়বতোঽভিসিধ্যতি, যাবদাকাশস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগব আকাশাদ্ ভূয় ইতি। আকাশাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৪৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১২॥

যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) আকাশং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) বৈ আকাশবতঃ (অবকাশযুক্তান্ বিস্তীর্ণান্), প্রকাশবতঃ (জ্যোতিষ্মতঃ), অসংবাধান্ (বাধারহিতান্) উরুগায়বতঃ (বিস্তীর্ণপ্রচারযুক্তান্) লোকান্ অভিসিধ্যতি। আকাশস্য যাবৎ গতং, তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ আকাশং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদঃ প্রপচ্ছ—] ভগবঃ, আকাশাৎ ভূয়ঃ অস্তি? ইতি [সনৎকুমার আহ—] আকাশাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে (মহ্যং) তৎ ব্রবীতু ইতি ॥

যে কোন লোক আকাশকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, সে লোক আকাশযুক্ত অর্থাৎ বিস্তৃত পরিসরযুক্ত, প্রকাশবান্ (উজ্জল), অসংবাধ (পরস্পরে পীড়ারহিত) ও উরুগায়বান্ অর্থাৎ বিস্তীর্ণ বা বহুদূরব্যাপী লোকসমূহ লাভ করে, এবং আকাশের যে পর্য্যন্ত গতি, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহারও যথেচ্ছ অধিকার জন্মে; যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে আকাশের উপাসনা করে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন—] হাঁ, আকাশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন—] মহাশয়, তাহা আমাকে বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—ফলং শৃণু—আকাশবতো বৈ বিস্তারযুক্তান্ সঃ বিদ্বান্ লোকান্ প্রকাশবতঃ, প্রকাশাকাশয়োর্নিত্যসম্বন্ধাৎ প্রকাশবতশ্চ লোকান্ অসংবাধান্—সংবাধনং সম্বাধঃ, সংবাধোঽন্যোন্যপীড়া, তদ্রহিতান্ অসংবাধান্, উরুগায়বতঃ বিস্তীর্ণগতীন্ বিস্তীর্ণপ্রচারান্ লোকান্ অভিসিধ্যতি। যাবদাকাশস্যেত্যাদ্যুক্তার্থম্ ॥৫৪৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৭॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—কথমাকাশোপাসকস্য প্রকাশব্যাপ্তলোকপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকাশাকাশয়োরিতি ॥৫৪৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—উপাসনার ফল শ্রবণ কর—আকাশবৎ অর্থ—বিস্তৃত পরিসরযুক্ত। ' আকাশের সহিত প্রকাশের (আলোকের) নিত্য সম্বন্ধ; এই জন্য প্রকাশযুক্ত, [বলা হইয়াছে]। সংবাধ অর্থ—সংবাধন অর্থাৎ পরস্পরের পীড়া উৎপাদন, তদ্রহিত—অসংবাধ; উরুগায়বৎ অর্থাৎ বহুদূরব্যাপী লোকসমূহ সে প্রাপ্ত হয়, "যাবৎ আকাশস্য গতম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫৪৩॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১২॥

সপ্তমাধ্যায়ে

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

স্মরো বাবাকাশাদ্‌ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি বহব আসীরন্ন স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুর্ন মন্বীরন্ন বিজানীরন্, যদা বাব তে স্মরেয়ুরথ শৃণুয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্, স্মরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাতি স্মরেণ পশূন্ ; স্মরমুপাস্স্বেতি ॥৫৪৪॥১

[সনৎকুমার আহ—] স্মরঃ (স্মরণম্ ইতি স্মরঃ—অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ) বাব (স্মরণমেব ইত্যর্থঃ) আকাশাৎ ভূয়ঃ (ভূয়ান্), তস্মাৎ (হেতোঃ) যদ্যপি বহবঃ [অপি] ন স্মরন্তঃ (লুপ্তস্মৃতয়ঃ সন্তঃ) আসীরন্, (তিষ্ঠেয়ুঃ) তে কঞ্চন (বিষয়ং) নৈব শৃণুয়ুঃ, ন মন্বীরন্, ন বিজানীরন্ (বিজ্ঞাতুমপি ন শক্নুয়ুঃ); তে বাব (তে এব) যদা স্মরেয়ুঃ, অথ শৃণুয়ুঃ (শ্রবণং কুর্য্যুঃ—শ্রুতার্থগ্রহণক্ষমাঃ ভবেয়ুঃ), অথ মন্বীরন্, অথ বিজানীরন্, বৈ (যতঃ) স্মরেণ পুত্রান্ বিজানাতি (অয়ং মে পুত্র ইতি নিশ্চিনোতি), স্মরেণ পশূন্ [বিজানাতি] ; অতঃ স্মরম্ [ব্রহ্মবুদ্ধ্যা] উপাস্স্ব ইতি ॥

[সনৎকুমার বলিলেন—] স্মর অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তি স্মরণই আকাশাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; সেই জন্যই যদি বহুলোক সমবেত হইয়াও স্মরণ না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা কোন বিষয়ই শ্রবণ করিতে পারে না, অর্থাৎ শব্দ শুনিয়াও তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না ; মনন করিতে পারে না, এবং বিশেষরূপে বুঝিতে পারে না, অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সম্ভবপর হয় না। পক্ষান্তরে, তাহারাই যখন স্মরণ করিতে পারে, তখন শ্রবণ করিতে পারে, মনন করিতে পারে, এবং নিদিধ্যাসনও করিতে পারে ; স্মরণের সাহায্যেই লোকে পুত্রগণকে জানিতে পারে, এবং স্মরণের বলেই পশুসমূহ জানিতে পারে ; অতএব, স্মরের উপাসনা কর ॥

স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগবঃ স্মরাদ্‌ভূয় ইতি। স্মরাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৪৫॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৩॥

যঃ সঃ স্মরং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, স্মরস্য যাবৎ গতং, তত্র অস্য (উপাসকস্য) যথাকামচারঃ ভবতি, যঃ স্মরং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [নারদঃ প্রপচ্ছ—] ভগবঃ, স্মরাৎ [অপি] ভূয়ঃ অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] স্মরাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তীতি। [নারদঃ পুনরাহ—] ভগবান্ মে তৎ ব্রবীতু ইতি॥

যে লোক স্মরকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত স্মরণের বিষয়, সেই পর্য্যন্ত ইহার যথেচ্ছ ভোগাধিকার হইয়া থাকে, যে লোক স্মরকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, স্মরাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন], হাঁ, স্মরাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আছে। [নারদ বলিলেন,] মহাশয়, তাহা আমাকে বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স্মরো বাব আকাশাদ্ ভূয়ঃ, স্মরণং স্মরোঽন্তঃকরণধর্ম্মঃ। স আকাশাৎ ভূয়ানিতি দ্রষ্টব্যম্ লিঙ্গব্যত্যয়েন। স্মর্ত্তুঃ স্মরণে হি সত্যাকাশাদি সর্ব্বমর্থবৎ, স্মরণবতো ভোগ্যত্বাৎ। অসতি তু স্মরণে সদপ্যসদেব, সত্ত্বকার্য্যাভাবাৎ। নাপি সত্ত্বং স্মৃত্যভাবে শক্যমাকাশাদীনামবগন্তুম্ ইত্যতঃ স্মরণস্যাকাশাদ্ভূয়স্ত্বম্। দৃশ্যতে হি লোকে স্মরণস্য ভূয়স্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাদ্ যদ্যপি সমুদিতাঃ বহব একস্মিন্নাসীরন্নুপবিশেয়ুঃ তে তত্রাসীনা অন্যোন্যভাষিতমপি ন স্মরন্তশ্চেৎ স্যুঃ, নৈব তে কঞ্চন শব্দং শৃণুয়ুঃ, তথা ন মন্বীরন্; মন্তব্যং চেৎ স্মরেয়ুঃ, তদা মন্বীরন্, স্মৃত্যভাবান্ন মন্বীরন্, তথা ন বিজানীরন্। যদা বাব তে স্মরেয়ুর্ম্মন্তব্যং বিজ্ঞাতব্যং শ্রোতব্যঞ্চ, অথ শৃণুয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্। তথা স্মরেণ বৈ 'মম পুত্রা এতে' ইতি পুত্রান্ বিজানাতি; স্মরেণ পশূন্। অতো ভূয়স্ত্বাৎ স্মরমুপাস্স্বেতি। উক্তার্থমন্যৎ ॥৫৪৪-৪৫॥১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১৩॥

আনন্দগিরিঃ।—নপুংসকলিঙ্গং শ্রুতং পুংলিঙ্গত্বেন কথং ব্যাখ্যাতমিত্যাশঙ্ক্য পুংলিঙ্গোপক্রমমাশ্রিত্যাহ—লিঙ্গব্যত্যয়েনেতি। কথং পুনঃ স্মরণস্যাকাশাদ্ ভূয়স্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্মরণে হীতি। অন্বয়মুক্ত্বা ব্যতিরেকং সমর্থয়তি—অসতীতি। আকাশাদেঃ স্মরণাভাবেঽপি সত্ত্বমঙ্গীকৃত্য ভোগ্যত্বাভাবাদানর্থক্যমুক্তং, সম্প্রত্যস্মরণে সত্ত্বমেব নাস্তীত্যাহ—নাপীতি। স্মরণস্য ভূয়স্ত্বমনুভবানুসারেণ সাধয়তি—দৃশ্যতে হীতি। হি শব্দার্থো যস্মাদিত্যুক্তঃ। স্মরণাভাবে শ্রবণাদ্যভাবং ব্যতিরেকমুক্ত্বা তদ্ভাবেতদ্ভাবমন্বয়মাহ—যদেতি। ইতশ্চাস্তি স্মরণস্য ভূয়স্ত্বমিত্যাহ—তথেতি। তদ্-ভূয়স্ত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি ॥৫৪৪-৪৫॥১-২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—এখানে 'ভূয়ঃ' শব্দটি [ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হইলেও] পুংলিঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিয়া 'ভূয়ান্' বুঝিতে হইবে। আকাশাপেক্ষাও স্মর শ্রেষ্ঠ, স্মর অর্থ—অন্তঃকরণের ধর্ম্ম—স্মরণ; তাহা (স্মরণ) আকাশাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কেননা,

স্মরণকর্ত্তার স্মরণশক্তি বিদ্যমান থাকিলেই আকাশাদি সমস্ত বস্তু অর্থবান্—সার্থক হয়; কারণ, স্মরণশক্তিসম্পন্ন লোকেরই উহা ভোগ্য হইয়া থাকে; আর স্মরণ না করিলে বস্তু বিদ্যমান থাকিয়াও না থাকারই মধ্যে পরিগণিত হয়; কেননা, তখন তাহার অস্তিত্বের উপযুক্ত কোনও কার্য্য হয় না (১) বিশেষতঃ স্মরণ না থাকিলে আকাশাদির অস্তিত্ব বুঝিতেও পারা যায় না; এই কারণেই আকাশাপেক্ষাও স্মরণের শ্রেষ্ঠত্ব। যেহেতু ব্যবহার-ক্ষেত্রেও স্মরণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেই হেতুই, যদি বহু-লোকও একস্থানে সম্মিলিত ভাবে উপবেশন করে, এবং তাহারা বসিয়া যদি পরস্পরের কথিত বিষয় স্মরণ করিতে না পারে, [তাহা হইলে] তাহারা নিশ্চয়ই কোন শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না (২) ও মনন করিতে পারে না; কেননা, মন্তব্য বিষয়টি স্মৃতিপথে আসিলেই তদ্বিষয়ে মনন করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু স্মৃতির অভাবে মনন করিতে পারে না, এবং বিশেষরূপে জানিতেও পারে না। পক্ষান্তরে, তাহারা যখন স্মরণে সমর্থ হয়, তখনই শ্রোতব্য বিষয় স্মরণ করিতে, ও মন্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে পারে এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ও অবধারণ করিতে পারে। এইরূপ স্মরণের সাহায্যেই জানিতে পারে যে, ইহারা আমার পুত্র, এবং স্মরণ দ্বারাই [জানিতে পারে যে,] ইহারা আমার পশু। অতএব উক্তপ্রকার শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন স্মরের উপাসনা কর। অপরাংশের অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫৪-৪৫॥১-২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৩॥

---

(১) তাৎপর্য্য—মানবীয় ভোগমাত্রই স্মরণশক্তির অধীন; যাহার হৃদয়ে কোন প্রকার ভোগসংস্কার নাই এবং ভোগ্য-ভোক্তৃবিষয়ক অনুভবও নাই, সে লোক কখনই ভোগক্ষম হইতে পারে না। ভোগের পূর্ব্বে সাধারণতঃ হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি থাকা আবশ্যক; ভোগ্যবস্তু দর্শনে সেই সুষুপ্ত সংস্কার পুনঃ প্রকটিত হইয়া 'স্মৃতি' জ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তখন আপন আপন সংস্কারানুরূপ ভোগে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। শ্রবণ, মননাদি সম্বন্ধেও এই রূপই নিয়ম।

সাধারণতঃ এইরূপ একটি নিয়ম দ্বারা সৎ ও অসৎ পদার্থের বিভাগ করা হইয়া থাকে যে, যাহা অর্থক্রিয়াকারী, অর্থাৎ যাহা দ্বারা কোন প্রকার প্রয়োজন সাধিত হয়, বা হইতে পারে, তাহার নাম সৎ, আর যাহা দ্বারা তাহা হয় না তাহার নাম অসৎ। স্মৃতিশক্তি-বিহীন ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারাই কোনরূপ প্রয়োজন সম্পাদনে সমর্থ হয় না; এইজন্য তাহার নিকট বিদ্যমান বস্তুও অবিদ্যমানেরই তুল্য হইয়া পড়ে। এইজন্য কেহ কেহ পদার্থমাত্রকেই 'জ্ঞাতৈকসৎ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের মতে, অজ্ঞাত বস্তুর অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। এই জন্যই ভাষ্যকার "সদপ্যসদেব সত্ত্ব-কার্য্যাভাবাৎ" বলিয়াছেন।

(২) তাৎপর্য্য—এখানে 'শৃণুয়ুঃ,' 'মন্বীরন্', ও 'বীজানীরন্' শব্দে যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অর্থ বুঝাইতেছে। সুতরাং 'ন শৃণুয়ুঃ' কথার কেবল কর্ণে শোনার অভাব বুঝিতে হইবে না, পরন্তু শ্রবণ জন্য পদার্থ জ্ঞান পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে।

সপ্তমাধ্যায়ে

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

আশা বাব স্মরাদ্ভূয়স্যাশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে কর্ম্মাণি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছত ইমঞ্চ লোকমমুঞ্চেচ্ছতে ; আশামুপাস্স্বেতি ॥৫৪৬॥১

[সনৎকুমার আহ—] আশা (অপ্রাপ্তবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা অভিলাষ ইতি যাবৎ) বাব স্মরাৎ (পূর্ব্বোক্তাৎ স্মরণজ্ঞানাৎ) ভূয়সী ; বৈ (যতঃ) আশেদ্ধঃ (আশয়া ইদ্ধঃ উদ্দীপিতঃ—পরিবর্দ্ধিতঃ) স্মরঃ (স্মরণং) মন্ত্রান্ (ঋগ্বেদাদীন্) অধীতে (পঠতি, অভিলষিতং বিষয়ং স্মরন্ হি মন্ত্রান্ পঠিতুং প্রবর্ত্ততে সর্ব্বো লোক ইতি ভাবঃ); কর্ম্মাণি (যজ্ঞাদীনি) কুরুতে (অনুতিষ্ঠতি), পুত্রান্ চ পশূন্ চ ইচ্ছতে, ইমং চ (বর্ত্তমানং), অমুং চ (পরকালীনং, স্বর্গাদিকং) লোকম্ ইচ্ছতে (কাময়তি) ; [অতঃ] আশাম্ উপাসস্ব ইতি ॥

[সনৎকুমার বলিলেন] ঐ পূর্ব্বোক্ত স্মর বা স্মরণ অপেক্ষাও আশা শ্রেষ্ঠ; [আশা অর্থ—অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা—অভিলাষ] ; কেননা, পূর্ব্বোক্ত স্মর এই আশা দ্বারাই উদ্দীপিত হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে, কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, পুত্র ও পশুসমূহ কামনা করে, এবং ইহলোক ও পরলোক পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ সকলেই আশাগ্রস্ত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব আশার উপাসনা কর ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—আশা বাব স্মরাদ্ভূয়সী। আশা অপ্রাপ্তবস্ত্বাকাঙ্ক্ষা ; আশা তৃষ্ণা কাম ইতি যামাহুঃ পর্য্যায়ৈঃ। সা চ স্মরাদ্ ভূয়সী। কথম্ ? আশয়া হ্যন্তঃকরণস্থয়া স্মরতি স্মর্ত্তব্যম্। আশাবিষয়রূপং স্মরন্নসৌ স্মরো ভবত্যত আশেদ্ধ আশয়াহভিবর্দ্ধিতঃ স্মরভূতঃ স্মরন্ ঋগাদীন্মন্ত্রান্ অধীতে, অধীত্য চ তদর্থং ব্রাহ্মণেভ্যো বিধীংশ্চ শ্রুত্বা কর্ম্মাণি কুরুতে তৎফলাশয়ৈব ; পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ কর্ম্মফলভূতানীচ্ছতেঽভিবাঞ্ছতি ; আশয়ৈব তৎসাধনান্যনুতিষ্ঠতি। ইমঞ্চ লোকম্ আশেদ্ধ এব স্মরন্ লোকসংগ্রহহেতুভিরিচ্ছতে। অমুং চ লোকমাশেদ্ধঃ স্মরন্ তৎসাধনানুষ্ঠানেনেচ্ছতে। অত আশারশনাববদ্ধং স্মরাকাশাদি-নামপর্য্যন্তং জগচ্চক্রীভূতং প্রতিপ্রাণি। অতঃ আশায়াঃ স্মরাদপি ভূয়স্ত্বমিত্যত আশামুপাস্স্ব ॥৫৪৬॥১

আনন্দগিরিঃ।—আশায়া ভূয়স্ত্বমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা ব্যুৎপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা ॥৫৪৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—আশাই স্মরাপেক্ষাও অধিক বা শ্রেষ্ঠ; আশা অর্থ—অপ্রাপ্ত-বস্তুবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা; (পণ্ডিতগণ) যাহাকে আশা, তৃষ্ণা ও কাম এই সমস্ত পর্য্যায় বা সমানার্থক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই আশা স্মরাপেক্ষাও অধিক। কি প্রকারে? যেহেতু অন্তঃকরণের অবস্থাবিশেষরূপ আশা দ্বারা কর্ত্তব্য বিষয় স্মরণ করিয়া থাকে; কারণ, আশার বিষয়ীভূত (অভিলষিত) বিষয় স্মরণ করিয়াই এই স্মর আত্মলাভ করিয়া থাকে। অতএব আশা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত স্মর অর্থাৎ স্মরণশক্তি-সম্পন্ন লোক স্মরণপূর্ব্বক ঋক্‌প্রভৃতি মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে; অধ্যয়ন করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে মন্ত্রার্থ ও কর্ত্তব্য বিধি শ্রবণ করিয়া কর্ম্মফল প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে কর্ম্মের ফলীভূত পুত্র ও পশুসমূহ ইচ্ছা করিয়া থাকে অর্থাৎ পাইবার অভিলাষ করিয়া থাকে, এবং আশা নিবন্ধনই পুত্রাদি প্রাপ্তির উপায়ভূত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আশা দ্বারা উৎসাহিত হইয়াই স্মরণ করিতে করিতে লোক-রক্ষার হেতুভূত বিবিধ উপায়ে ইহলোক (বর্ত্তমান জগৎ) পাইতে ইচ্ছা করে, এবং আশা পরিচালিত হইয়াই পরলোক (স্বর্গাদি) স্মরণ করিতে করিতে তাহার উপায়ানুষ্ঠান দ্বারা পাইতে ইচ্ছা করে; অতএব স্মর ও আকাশাদি নাম পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই প্রত্যেক প্রাণীতে আশারূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া চক্রাকারে অবস্থান করিতেছে; কাজেই স্মরাপেক্ষাও আশার শ্রেষ্ঠত্ব; অতএব আশার উপাসনা কর ॥৫৪৬॥১

স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আশয়াস্য সর্ব্বে কামাঃ সমৃধ্যন্ত্যমোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি, য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। অস্তি ভগব আশায়া ভূয় ইতি। আশায়া বাব ভূয়োঽস্তীতি। তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥৫৪৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৪॥

যঃ সঃ আশাং ব্রহ্মেতি উপাস্তে, অস্য (উপাসকস্য) সর্ব্বে কামাঃ (কাম্য-বিষয়াঃ) আশয়া (অভিলাষমাত্রেণ) সমৃধ্যন্তি (বৃদ্ধিং গচ্ছন্তি); অস্য (উপা-সকস্য) আশিষঃ (আশংসাঃ, কামনাঃ) অমোঘাঃ (সফলাঃ) ভবন্তি। কিঞ্চ, আশায়াঃ যাবৎ গতং (বিষয়ঃ) তত্র অস্য যথাকামচারঃ ভবতি; যঃ আশাং ব্রহ্মেতি উপাস্তে। [পুনরপি নারদঃ পপ্রচ্ছ] ভগবঃ, আশায়াঃ [অপি] ভূয়ঃ

অস্তি? ইতি। [সনৎকুমার আহ—] আশায়াঃ [অপি] ভূয়ঃ অস্তি ইতি। [নারদ আহ—] ভগবান্ মে তৎ ব্রবীতু ইতি॥

যে কোন লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে আশার উপাসনা করে, অভিলাষমাত্রেই তাহার সমস্ত কাম্য বিষয় বৃদ্ধি বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহার আশীঃ অর্থাৎ প্রার্থনা অমোঘ (সফল) হয়, যে পর্য্যন্ত আশার গতি অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার যথেচ্ছ অধিকার হয়, যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে আশার উপাসনা করে। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] ভগবন্, আশা অপেক্ষাও অধিক আছে কি? [সনৎকুমার বলিলেন] হাঁ, আশা অপেক্ষাও অধিক আছে, [নারদ বলিলেন,] মহাশয় আমাকে তাহা বলুন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্ত্বাশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, শৃণু তস্য ফলম্—আশয়া সদোপাসিতয়া অস্যোপাসকস্য সর্ব্বে কামাঃ সমৃধ্যন্তি সমৃদ্ধিং গচ্ছন্তি, অমোঘা হ অস্যাশিষঃ প্রার্থনাঃ সর্ব্বা ভবন্তি, যৎপ্রার্থিতং, সর্ব্বং তদবশ্যং ভবতীত্যর্থঃ। যাবদাশায়া গতমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥৫৪৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৭॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—॥৫৪৭॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ড॥৭॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক ব্রহ্মবুদ্ধিতে আশার উপাসনা করে, তাহার ফল শ্রবণ কর—সর্ব্বদা উপাসিত বা সেবিত আশার সাহায্যে এই উপাসকের সমস্ত কাম্য অর্থাৎ প্রার্থনীয় বিষয় সমৃদ্ধ অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার সর্ব্বপ্রকার আশিস্ (প্রার্থনা) অমোঘ (সফল) হয়, অর্থাৎ যাহা প্রার্থনা করে, সে সমুদয় নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। "যাবৎ আশায়া গতম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ॥৫৪৭॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৭॥১৪॥

———

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্; যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতম্; প্রাণঃ প্রাণেন যাতি, প্রাণঃ প্রাণং দদাতি, প্রাণায় দদাতি, প্রাণো হ পিতা, প্রাণো মাতা, প্রাণো ভ্রাতা, প্রাণঃ স্বসা, প্রাণঃ আচার্য্যঃ, প্রাণো ব্রাহ্মণঃ ॥৫৪৮॥১

[সনৎকুমার আহ—] প্রাণঃ বৈ আশায়া ভূয়ান্; অরাঃ (চক্রশলাকাঃ) যথা (যদ্বৎ) নাভৌ (চক্রস্থ মধ্যগর্ত্তে) সমর্পিতাঃ [ভবন্তি], এবং (উক্ত-দৃষ্টান্তবদেব) সর্ব্বং (পূর্ব্বোক্তং নামাদিকং) অস্মিন্ প্রাণে সমর্পিতম্ [অস্তি]। [প্রাণোঽত্র লিঙ্গশরীরসমুদায়াত্মকঃ প্রজ্ঞাত্মা জীব উচ্যতে]। প্রাণঃ প্রাণেন (স্বশক্ত্যা) যাতি, প্রাণঃ প্রাণং দদাতি (যৎ কিঞ্চিৎ দদাতি, তৎ সর্ব্বং প্রাণ এব, ন ততোঽতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ)। প্রাণায় দদাতি, প্রাণঃ হ (এব) পিতা, প্রাণঃ মাতা, প্রাণঃ ভ্রাতা, প্রাণঃ স্বসা, প্রাণঃ আচার্য্যঃ, প্রাণঃ ব্রাহ্মণঃ। (দাতা, গ্রহীতা, দত্তঞ্চ, এতৎ সর্ব্বং প্রাণাৎ নাতিরিক্তমিতি ভাবঃ)॥

[সনৎকুমার বলিলেন,] প্রাণই আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; রথচক্রের শলাকা-সমূহ যেরূপ চক্রের নাভিগর্ত্তে অর্পিত থাকে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত নামাদি সমস্তই এই প্রাণে অর্থাৎ লিঙ্গশরীরসমষ্টিরূপে প্রজ্ঞাত্মাতে অর্পিত রহিয়াছে। প্রাণই প্রাণের —স্বীয় শক্তির সাহায্যে গমন করে, প্রাণ প্রাণকে দান করে, এবং প্রাণেরই উদ্দেশ্যে দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ দাতা, দেয় ও গ্রহীতা প্রভৃতি সমস্তই প্রাণস্বরূপ, তদতিরিক্ত কিছু নাই॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নামোপক্রমমাশান্তং কার্য্যকারণত্বেন নিমিত্তনৈমিত্তিকত্বেন চোত্তরোত্তরভূয়স্তয়াবস্থিতং স্মৃতিনিমিত্তসদ্ভাবম্ আশা রশনাপাশৈর্ব্বিপাশিতং সর্ব্বং সর্ব্বতো বিসমিব তন্তুভির্যস্মিন্ প্রাণে সমর্পিতম্। যেন চ সর্ব্বতো ব্যাপিনা অন্ত-র্ব্বহির্গতেন সূত্রে মণিগণা ইব সূত্রেণ গ্রথিতং বিশ্বতঞ্চ; স এষ প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্। কথমস্য ভূয়স্ত্বম্? ইত্যাহ দৃষ্টান্তেন সমর্থয়ন্ তদ্ভূয়স্ত্বম্—যথা বৈ লোকে

রথচক্রস্য অরা রথনাভৌ সমর্পিতাঃ সম্প্রোতাঃ সম্প্রবেশিতা ইত্যেতৎ, এবমস্মিন্ লিঙ্গসঙ্ঘাতরূপে প্রাণে প্রজ্ঞাত্মনি দৈহিকে মুখ্যে,—যস্মিন্ পরা দেবতা নামরূপব্যাকরণায় আদর্শাদৌ প্রতিবিম্ববজ্জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা; যশ্চ মহারাজস্যেব সর্ব্বাধিকারীশ্বরস্য, "কস্মিন্ ন্বহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজত' ইতি শ্রুতেঃ। যস্তু ছায়েবানুগত ঈশ্বরম্, 'তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা, নাভাবরা অর্পিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ। 'স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা' ইতি কৌষীতকিনাম্, অতএবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং যথোক্তং সমর্পিতম্। অতঃ স এব প্রাণোঽপরতন্ত্রঃ প্রাণেন স্বশক্ত্যৈব যাতি, নান্যকৃতং গমনাদিক্রিয়াস্বস্য সামর্থ্যমিত্যর্থঃ। সর্ব্বং ক্রিয়াকারকফলভেদজাতং প্রাণ এব ন প্রাণাদ্বহির্ভূতমস্তীতি প্রকরণার্থঃ। প্রাণঃ প্রাণং দদাতি। যদ্দদাতি তৎস্বাত্মভূতমেব। যস্মৈ দদাতি, তদপি প্রাণায়ৈব। অতঃ পিত্রাদ্যাখ্যোঽপি প্রাণ এব ॥৫৪৮॥১

আনন্দগিরিঃ।—প্রাণস্য সর্ব্বাস্পদত্বেন ভূয়স্ত্বং কথয়তি—নামোপক্রমমিতি। প্রকৃতশ্রুতিবশাৎ তদুপক্রমে যস্য জগতোঽস্তি তত্তথা পঠক্রমমেবাশ্রিত্যাশা চান্তে যস্যাস্তি তজ্জগত্তথেতি বিগ্রহঃ। কার্য্যকারণত্বং ক্বাচিৎকমুপাদানোপাদেয়ত্বং নিমিত্তনৈমিত্তিকত্বমপি ক্বাচিৎকমেব। উত্তরোত্তরভূয়স্ত্বয়া পূর্ব্বস্মাৎ নামাদেরুত্তরোত্তরবাগাদিভূয়স্ত্বেনেতি যাবৎ। স্মৃতিনিমিত্তঃ সদ্‌ভাবো যস্য, তত্তথা। আশাখ্যৈঃ রশনাপাশৈঃ সর্ব্বতো বিপাশিতমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—বিসমিবেতি। বিসশব্দো মৃণালবিষয়ঃ। যথোক্তং জগৎ যস্মিন্নর্পিতং, স এব ভূয়ানিতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বস্য জগতস্তস্মিন্ অর্পিতত্বমেব দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টয়তি—যেন চেতি। সর্ব্বতো ব্যাপিনেত্যস্যৈব স্ফুটীকরণমন্তর্বহির্গতেনেতি। প্রাণস্যাশায়াঃ সকাশাদ্ ভূয়স্ত্বমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং সমর্থয়তে—কথমিত্যাদিনা। লিঙ্গানাং ব্যষ্টীনাং সঙ্ঘাতঃ সমুদায়স্তদ্রূপে সমষ্ট্যাত্মনীতি যাবৎ। উপাধিতদ্‌বতোরৈক্যমভিপ্রেত্য বিশিনষ্টি—প্রজ্ঞাত্মনীতি। তস্যৈবাধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবং চাবস্থানং সূচয়তি—দৈহিক ইতি। প্রাণান্তরং ব্যাবর্ত্তয়তি—মুখ্য ইতি। যথোক্তেঽস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতমিত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। প্রজ্ঞাত্মনীতি পরমাত্মোপাধিত্বং প্রাণস্যোক্তং তদুপপাদয়তি—যস্মিন্নিতি। তস্মিন্ সর্ব্বং সমর্পিতমিতি পূর্ব্ববৎ সম্বন্ধঃ। কিমিতি চক্ষুরাদিষু বিদ্যমানেষু মুখ্যস্যৈব প্রাণস্য পরমাত্মোপাধিকত্বমুপগতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যশ্চেতি। প্রাণস্যেশ্বরং প্রতি সর্ব্বাধিকারিত্বে শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—কস্মিন্নিতি। ঈশ্বরং প্রতি প্রাণস্যৈবৌপাধিকত্বে হেত্বন্তরমাহ—যস্ত্বিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববদন্বয়ঃ। প্রাণশ্ছায়াবদীশ্বরমনুগচ্ছতীত্যত্র শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—তদ্‌যথেতি। ভূতমাত্রাঃ শব্দাদয়ঃ পৃথিব্যাদয়শ্চ বিষয়াঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু শব্দাদিবুদ্ধিষু তজ্জনকেন্দ্রিয়েষু চেত্যর্থঃ। ভবতু তাসাং প্রাণেঽর্পিতত্বং, তথাপি কথং প্রাণস্য চ্ছায়াবদীশ্বরং প্রত্যনুগতিঃ তত্রাহ—স এব ইতি। কৌষীতকিনাং শ্রুতিরিতি শেষঃ। প্রাণস্য যথোক্তবিশেষণবৈশিষ্ট্যমতঃশব্দার্থঃ। ব্যাখ্যাতং ভাগমনূদ্যাবশিষ্টমংশং ব্যাকরোতি—এবমিতি।

প্রাণঃ প্রাণেন যাতীত্যস্যার্থমাহ—অত ইতি। সর্ব্বাস্পদত্বাদিতি যাবৎ। প্রাণঃ প্রাণেন যাতীত্যাদেঃ প্রাণে হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভূতানীত্যন্তস্য তাৎপর্য্যার্থং সংক্ষিপ্য কথয়তি—সর্ব্বমিতি। দাতুর্দেয়স্য সম্প্রদানস্য চ প্রাণাভিন্নত্বং প্রকটয়তি—প্রাণ ইতি। তদপীতি দীয়মানমুচ্যতে। স্বস্য সম্প্রদানস্য চ প্রাণাভিন্নত্বাৎ প্রাণায়ৈবেত্যুক্তম্। প্রাণস্য সর্ব্বাত্মত্বমতঃশব্দার্থঃ ॥৫৪৮॥১

ভাষ্যানুবাদ।—নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশাপর্য্যন্ত যে সমস্ত তত্ত্ব বর্ণিত হইল, কার্য্য-কারণভাবে ও নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠরূপে অবস্থিত, স্মৃতিরূপ (স্মররূপী) নিমিত্তের অধীনরূপে অস্তিত্বসম্পন্ন, এবং মৃণাল যেমন সূত্র (তন্তু) দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত, তেমনি ঐ সমুদয় তত্ত্বও আশা বা আকাঙ্ক্ষারূপ রজ্জুপাশে আবদ্ধ থাকিয়া যে প্রাণে সমর্পিত রহিয়াছে, এবং সূত্রে মণিগণের ন্যায় অন্তর্বহিরবস্থিত সর্ব্বব্যাপী যে সূত্র দ্বারা গ্রথিত ও বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে, সেই এই প্রাণই আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (১); কেন যে, ইহার শ্রেষ্ঠত্ব, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার সমর্থনপূর্ব্বক আশার শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন—জগতে রথচক্রের অর অর্থাৎ শলাকাসমূহ যেমন রথনাভিতে—রথচক্রের মধ্যরন্ধ্রে সমর্পিত—প্রোথিত—সম্যক্‌রূপে প্রবেশিত হইয়া থাকে, তেমনি এই লিঙ্গশরীর সংঘাতরূপ (২) দেহনিষ্ঠ মুখ্যপ্রাণ প্রজ্ঞাত্মাতে—আদর্শ প্রভৃতিতে পতিত প্রতিবিম্বের ন্যায় যাহার মধ্যে পরা দেবতা (পরব্রহ্ম) নাম ও রূপ প্রকটিত করিবার জন্য জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অধিকন্তু মহারাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ মন্ত্রীর ন্যায় যাহা (প্রাণ) পরমেশ্বরের সর্ব্বার্থ-সম্পাদক; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন যে, ['এই শরীর হইতে] কে বহির্গত হইলে আমি বহির্গত হইব, এবং কে এই শরীরে অবস্থান করিলে আমি অবস্থান করিব।' বিশেষতঃ 'রথের চক্র-শলাকার মধ্যে যেমন নেমি অর্থাৎ চক্রের নিম্ন ভাগ অর্পিত থাকে, চক্রশলাকা আবার যেমন নাভিতে অর্পিত থাকে, ঠিক এই প্রকার এই সমস্ত ভূতমাত্রা (সূক্ষ্মভূত) প্রজ্ঞামাত্রাতে অর্পিত আছে, প্রজ্ঞামাত্রাসমূহও আবার

(১) তাৎপর্য্য—নাম হইতে আরম্ভ করিয়া 'আশা' পর্য্যন্ত যে কয়েকটি বিষয়কে উত্তরোত্তর 'ভূয়ান্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমটি কার্য্যস্বরূপ, আর পরবর্ত্তী দ্বিতীয়টি কারণস্বরূপ; সুতরাং উহারা উত্তরোত্তর কার্য্য-কারণভাবাপন্ন; যেমন 'নাম' কার্য্য, আর বাক্, তাহার কারণ; এইরূপ বাক্ কার্য্য, আর মনঃ তাহার কারণ ইত্যাদি। প্রত্যেক কার্য্য অপেক্ষাই প্রত্যেক কারণ যে মহৎ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা; সুতরাং নামাদি কার্য্য অপেক্ষা তৎকারণীভূত বাগাদির 'ভূয়স্ত্ব' নির্দ্দেশ দোষাবহ নহে। অধিকন্তু উক্ত নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত যে কয়টি বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, উহারা সকলেই আশার অধীন—অভিলাষের সহিত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট; এইজন্য উহাদিগকে আশা-পাশে আবদ্ধ বলা হইয়াছে; আর স্মৃতিশক্তিই উহাদের কার্য্যকারিতার মূল; কারণ, স্মরণাভাবে উহাদের কোনরূপ কার্য্য করা সম্ভবপর নয় বলিয়া ফলতঃ উহাদের অস্তিত্বই স্মৃতির অধীন বলিয়া মনে হয়; এইজন্য উহাদিগকে স্মরণাধীন-সদ্ভাব বলা হইয়াছে।

(২) তাৎপর্য্য—"পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥" অর্থাৎ প্রাণাপাণাদি পঞ্চ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, আর কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ; এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম 'লিঙ্গশরীর' বা সূক্ষ্ম শরীর; ইহাই জীবের ভোগসাধন। এই সূক্ষ্মদেহের অংশভূত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম জীব; এই জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন —পরা দেবতা পরমাত্মা যাহার মধ্যে জীবরূপে প্রবিষ্ট আছেন।

প্রাণে অর্পিত রহিয়াছে, 'সেই এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণই এই, কৌষীতকীশ্রুতি হইতেও জানা যাইতেছে যে, প্রাণই পরমেশ্বরের ছায়ার ন্যায় পরমেশ্বরের অনুগত বা বশবর্ত্তী ; অতএব, পূর্ব্বোক্ত নামাদি আশা পর্য্যন্ত সকলেই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। অতএব, সেই এই প্রাণ পরতন্ত্র বা পরাধীন না হইয়া—স্বাধীন-ভাবে প্রাণ দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় শক্তি-প্রভাবেই গমন করিয়া থাকে ; কিন্তু ইহার গমনাদি কার্য্যে যে শক্তি বা সামর্থ্য, তাহা পরায়ত্ত নহে। এই প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া, কারক ও তৎফল, এ সমস্ত প্রাণস্বরূপই বটে, প্রাণের অতিরিক্ত কিছুই নাই। প্রাণই প্রাণকে দান করে, অর্থাৎ যাহা দান করে, তাহাও প্রাণেরই স্বরূপ, আর যাহার উদ্দেশে দান করে, বস্তুতঃ প্রাণের উদ্দেশেই দান করে ; এই কারণে পিতা প্রভৃতি-নামক পদার্থও প্রাণই ॥৫৪৮॥১

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্য্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্‌ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্‌ত্বাস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ—পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্যাচার্য্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি ॥৫৪৯॥২

সঃ (কশ্চিৎ) যদি পিতরং বা, মাতরং বা, ভ্রাতরং বা, স্বসারং বা, আচার্য্যং বা, ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিৎ ভৃশমিব (অযুক্তমিব) প্রত্যাহ (প্রতিবদতি) ; [তর্হি সমীপস্থাঃ সজ্জনাঃ এনম্] এব (নিশ্চয়ে) আহুঃ—ত্বা (ত্বাং) ধিক্ অস্তু ইতি ; কিঞ্চ, ত্বং বৈ পিতৃহা (পিতৃহত্যাকারী) অসি (ভবসি), ত্বং বৈ মাতৃহা অসি, ত্বং বৈ ভ্রাতৃহা অসি, ত্বং বৈ স্বসৃহা অসি ; ত্বং বৈ আচার্য্যহা অসি ; ত্বং বৈ ব্রাহ্মণহা অসি ইতি ॥

কেহ যদি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য্য কিংবা ব্রাহ্মণকে কিছু বেশীই যেন বলে, অর্থাৎ কোন অনুচিত কথাই যদি বলে, তাহা হইলে সমীপস্থ লোকেরা নিশ্চয়ই তাহাকে বলিয়া থাকে যে, তোমাকে ধিক্ ; তুমি হইতেছ পিতৃহত্যাকারী, মাতৃহত্যাকারী, ভ্রাতৃহন্তা, ভগিনীহন্তা, তুমি হইতেছ আচার্য্যহন্তা এবং তুমি হইতেছ ব্রাহ্মণহন্তা ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কথং পিত্রাদিশব্দানাং প্রসিদ্ধার্থোৎসর্গেণ প্রাণবিষয়ত্বমিতি। উচ্যতে—সতি প্রাণে পিত্রাদিষু পিত্রাদিশব্দপ্রয়োগাৎ তদুৎক্রান্তৌ চ প্রয়োগাভাবাৎ। কথং তৎ ইত্যাহ—স যঃ কশ্চিৎ পিত্রাদীনামন্যতমং যদি তং ভৃশমিব তদননুরূপমিব কিঞ্চিদ্বচনং ত্বংকারাদিযুক্তং প্রত্যাহ, তদা এনং পার্শ্বস্থা আহুর্ব্বিবেকিনঃ—ধিক্ ত্বা অস্তু ধিগস্তু ত্বামিত্যেবম্। পিতৃহা বৈ ত্বং, পিতুর্হন্তেত্যাদি ॥৫৪৯॥২

আনন্দগিরিঃ।—প্রসিদ্ধিরনতিক্রমণীয়েতি শঙ্কতে—কথমিতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পিত্রাদিশব্দানাং প্রাণবিষয়ত্বান্ন প্রসিদ্ধেরুল্লঙ্ঘনমিত্যাহ—উচ্যত ইতি। অন্বয়ব্যতিরেকাবেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। পিত্রাদিষু প্রাণে সতি পিত্রাদিশব্দানাং প্রযুজ্যমানত্বমন্যথা চাপ্রযুজ্যমানত্বং তদিত্যুচ্যতে। ত্বংকারাদিযুক্তমিত্যাদিপদেন তিরস্কারপ্রভেদো গৃহ্যতে। পিত্রাদিম্বপ্রিয়বাদিনং প্রতি বিবেকিনাং ধিক্কারবচনে হেতুমাহ—পিতৃহেতি ॥৫৪৯॥২

ভাষ্যানুবাদ।—ভাল, পিতা প্রভৃতি শব্দগুলির প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণঅর্থ পরিকল্পনার কারণ কি? হাঁ, বলা হইতেছে—প্রাণের সদ্ভাবেই পিতা প্রভৃতিতে পিতা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, আর প্রাণাভাবে হয় না; [ইহাই প্রাণার্থ-কল্পনার কারণ]। তাহাই বা হয় কি প্রকারে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—যে কোন লোক পিতা প্রভৃতির মধ্যে কাহাকেও যদি বেশীই যেন—তাহার সম্বন্ধে অনুচিতই যেন ত্বংকারাদিযুক্ত (তুমি বা তুই ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক শব্দ) কিছু অনুচিত কথাই যেন বলে, তাহা হইলে পার্শ্বস্থ বিজ্ঞ লোকেরা ইহাকে বলিয়া থাকেন—তোমায় ধিক্, তুমি হইতেছ পিতৃহা—পিতার হত্যাকারী ইত্যাদি (১) ॥৫৪৯॥২

অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্ছূলেন সমাসং ব্যতিসন্দহেৎ নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাসীতি—ন মাতৃহাসীতি, ন ভ্রাতৃহাসীতি, ন স্বসৃহাসীতি, নাচার্য্যহাসীতি, ন ব্রাহ্মণহাসীতি ॥৫৫০॥৩

[ব্যতিরেকেণ তদেব দ্রঢ়য়তি অথেত্যাদিনা।] অথ (পক্ষান্তরে) এনান্ (পূর্ব্বোক্তান্ পিত্রাদীনেব) উৎক্রান্তপ্রাণান্ (প্রাণবিযুক্তান্ সতঃ) শূলেন সমাসং (সমস্ত বিদ্ধা) ব্যতিসন্দহেৎ (ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা ভস্মীকুর্য্যাৎ), [তথাপি] এনং (দাহকারিণং) নৈব ব্রূয়ুঃ—ত্বং পিতৃহা অসীতি, ন [ব্রূয়ুঃ] মাতৃহা অসীতি; ন [ব্রূয়ুঃ] ভ্রাতৃহা অসীতি, ন [ব্রূয়ুঃ] আচার্য্যহা অসীতি, ন [ব্রূয়ুঃ] ব্রাহ্মণহা অসীতি।

[পূর্ব্বোক্ত কথাই প্রকারান্তরে প্রতিপাদন করিতেছেন।] পক্ষান্তরে, প্রাণবিযুক্ত অর্থাৎ মৃতাবস্থ উক্ত পিতাপ্রভৃতিকেই যদি কেহ শূলে বিদ্ধ করিয়া এবং ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দাহ করে, [তথাপি কেহ] তাহাকে 'তুমি হইতেছ—পিতৃহন্তা,

(১) তাৎপর্য্য—কেবল প্রাণনাশ করিলেই যে হত্যা করা হয়, তাহা নহে; পরন্তু কোন লোককে বিশেষতঃ গুরুজনকে যদি অবজ্ঞা বা অপমানকর ভাষায় সম্ভাষণও করা হয়, তাহা হইলে সেই সম্ভাষণও তাহাদিগের হত্যাস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে; দ্রষ্টব্য।

মাতৃহন্তা, ভগিনীহন্তা, আচার্য্যহন্তা কিংবা ব্রাহ্মণহন্তা' বলিতে পারে না। [অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রাণই পিতৃত্ব মাতৃত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধের কারণ]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ এনানেব উৎক্রান্তপ্রাণান্ ত্যক্তদেহনাথান্ যদ্যপি শূলেন সমাসং সমস্য ব্যতিসন্দহেৎ, ব্যত্যস্য সন্দহেৎ, এবমপ্যতিক্রূরং কর্ম্ম সমাসব্যত্যাসাদিপ্রকারেণ দহনলক্ষণং তদ্দেহসম্বদ্ধমেব কুর্ব্বাণং নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহেত্যাদি। তস্মাদন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যামবগম্যতে এতৎপিত্রাদ্যাখ্যোঽপি প্রাণ এবেতি ॥৫৫০॥৩

আনন্দগিরিঃ।—সতি প্রাণে পিত্রাদিষু পিত্রাদিশব্দানাং প্রযুজ্যমানত্বমিত্যন্বয়-মুক্ত্বা ব্যতিরেকমাহ—অথৈনানেবেতি। সমস্য পুঞ্জীকৃত্য, ব্যত্যস্য অবয়বান্। বিভজ্যেত্যর্থঃ। যদ্যপীত্যুপক্রমাদেবমপীত্যেতৎ, তথাপীত্যস্মিন্নর্থে দ্রষ্টব্যম্। তদেবাতিক্রূরং কর্ম্ম বিশিনষ্টি—সমাসেতি। অবয়ববিভজনমাদিশব্দার্থঃ। তদ্দেহ-সম্বদ্ধমিত্যত্র তচ্ছব্দঃ ক্রূরপিত্রাদিবিষয়ঃ, যদ্যপি ত্যক্তপ্রাণেষ্বপি দেহেষু পিত্রাদিশব্দো দৃষ্টস্তথাপি নাসৌ মুখ্যঃ। তদ্বিষয়ে ক্রূরকর্ম্মানুষ্ঠানেঽপি শিষ্টাগর্হিতদৃষ্টেরিতি ভাবঃ। উক্তান্বয়ব্যতিরেকফলমুপসংহরতি—তস্মাদিতি ॥৫৫০॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—পক্ষান্তরে, প্রাণ যখন উৎক্রান্ত হয় অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন ইহাদিগকেই যদি কেহ শূলের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া (পুঞ্জীভূত করিয়া) অথবা খণ্ডে খণ্ডে অবয়ব ছেদন করিয়া দগ্ধ করে, তাহা হইলেও একই সঙ্গে কিংবা আংশিক ভাবে পিত্রাদির দেহ সম্পর্কিত দাহরূপ অতিশয় ক্রূর কর্ম্ম করিলেও তাহাকে 'পিতৃহা' প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করে না। অতএব, অন্বয় ও ব্যতিরেক (১) দ্বারা জানা যাইতেছে যে, পিতৃপ্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত পদার্থও উক্ত প্রাণই (তদ্ভিন্ন আর কেহ নহে) ॥৫৫০॥৩

প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি, তং চেদ্ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীত্যতি-বাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত ॥৫৫১॥৪

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৫॥

[তস্মাৎ হেতোঃ] প্রাণঃ হি এব এতানি (পিত্রাদীনি) সর্ব্বাণি ভবতি; সঃ এষঃ (উপাসকঃ) বৈ এবং (যথোক্তং প্রাণতত্ত্বং) পশ্যন্ (অনুভবন্), এবং মন্বানঃ (মননং কুর্ব্বন্ যুক্তিতঃ সমর্থয়ন্) এবং বিজানন্ (বিশেষেণ নিশ্চয়ং কুর্ব্বন্ সন্) অতিবাদী (নামাদি আশান্তং যাবৎ অতীত্য বদনশীলঃ) ভবতি। চেৎ (যদি) তম্ (উপাসকম্) 'অতিবাদী অসি' ইতি ব্রূয়ুঃ (কথয়েয়ুঃ) [কেচিৎ]

(১) তাৎপর্য্য—যদিও আপাতদৃষ্টিতে স্থূল শরীরকে অবলম্বন করিয়াই পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি সম্বন্ধের ব্যবহার হয় সত্য, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে কেবল স্থূল

[তর্হি সোঽপি] 'অতিবাদী অস্মি' ইতি ব্রূয়াৎ (কথয়েৎ), ন অপহ্নুবীত (আত্মনঃ অতিবাদিত্বং ন গোপায়ীত)॥

প্রাণই পূর্ব্বোক্ত এই নামাদি সমস্ত পদার্থ; সেই উপাসক এইরূপ অনুভব পুরঃসর, যুক্তি দ্বারা এইরূপ বিষয় সমর্থন করিয়া এবং বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া অতিবাদী হন, অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বোক্ত নামাদি আশাপর্য্যন্ত তত্ত্ব-নিচয়ের অতীত তত্ত্বও বুঝিতে সমর্থ হন। কেহ যদি তাহাকে বলে—তুমি অতিবাদী, [তাহা হইলে সেই উপাসকও] বলিবেন, হাঁ, আমি অতিবাদী; নিজের অতিবাদিত্ব স্বীকার করিবেন; কখনও গোপন করিবেন না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মাৎ প্রাণো হি এবৈতানি পিত্রাদীনি সর্ব্বাণি ভবতি চলানি স্থিরাণি চ। স বৈ এষ প্রাণবিৎ এবং যথোক্তপ্রকারেণ পশ্যন্ ফলতোঽনুভবন্ এবং মন্বানঃ উপপত্তিভিশ্চিন্তয়ন্ এবং বিজানন্ উপপত্তিভিঃ সংযোজ্য এবমেবেতি নিশ্চয়ং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মনন-বিজ্ঞানাভ্যাং হি সম্ভূতঃ শাস্ত্রার্থো নিশ্চিতো দৃষ্টো ভবেৎ। অত এবং পশ্যন্ অতিবাদী ভবতি—নামাদ্যাশান্তমতীত্য বদনশীলো ভবতীত্যর্থঃ। তং চেদ্ ব্রূয়ুঃ তং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য হি * জগতঃ প্রাণ আত্মাহমিতি ব্রুবাণং যদি ব্রূয়ুঃ অতিবাদ্যসীতি, বাঢ়ম্, অতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়াৎ, নাপহ্নুবীত। কস্মাদ্ধি অসাবপহ্নুবীত, যৎপ্রাণং সর্ব্বেশ্বরম্ অয়মহমস্মীত্যাত্মত্বেনোপগতঃ॥৫৫১॥৪

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৭॥১৫॥

আনন্দগিরিঃ।—প্রাণস্যৈব পিত্রাদিসংজ্ঞকত্বে কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাৎ প্রাণো হীতি। প্রাণস্য ভূয়স্ত্বমিত্থং ব্যুৎপাদ্য তদ্‌বিজ্ঞানফলমাহ—স বা ইতি। প্রাণবিদ্ অতিবাদী ভবতীতি সম্বন্ধঃ। কথং প্রাণবিত্ত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ—এবমিতি। সর্ব্বাত্মত্বং যথোক্তপ্রকারঃ ফলতোঽনুভবঃ স্বরূপত্বেন সাক্ষাৎকারঃ, তদনুদর্শনেনৈব প্রাণবিত্ত্বে সিধ্যতি সতি কিমিতি মননবিজ্ঞানে পৃথগুপন্যস্যেতে, তত্রাহ—মনন-

শরীরই ঐ সমস্ত সম্বন্ধের আশ্রয় নহে; দেহাধিষ্ঠিত মুখ্য-প্রাণই ঐ সমস্ত সম্বন্ধের প্রকৃত আশ্রয়। সেই প্রাণের সদ্ভাব নিবন্ধনই যে ঐরূপ সম্বন্ধ-ব্যবহার, 'অন্বয়' ও 'ব্যতিরেক' নিয়ম দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়। অন্বয় অর্থ—যাহার সদ্ভাবে সম্বন্ধের সদ্ভাব; আর ব্যতিরেক অর্থ—যাহার অভাবে সম্বন্ধের অভাব; যেমন মৃত্তিকার সদ্ভাবে মৃন্ময় ঘটাদির সদ্ভাব (অন্বয়), আর মৃত্তিকার অভাবে ঘটাদির অভাব (ব্যতিরেক)। আলোচ্য স্থলেও প্রাণের সদ্ভাবে পিতৃত্বাদির সদ্ভাব, আর প্রাণের অভাবে পিতৃত্বাদির অভাব ঘটিয়া থাকে, এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকানুসারে নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, প্রাণই-পিতৃত্বাদি সম্বন্ধের মুখ্য অবলম্বন, এবং সেই জন্যই পিতা মাতা প্রভৃতির দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইলে পর তাহাদের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দগ্ধ করিলেও লোকতঃ বা ধর্ম্মতঃ পিতৃহত্যাদি পাপে দূষিত বা নিন্দিত হয় না।

* তে চেদ্ ব্রূয়ুঃ যদি এবমতিবাদিনং সর্ব্বদা সর্ব্বৈঃ শব্দৈর্নামাদ্যাশান্তমতীত্য বর্ত্তমানং প্রাণমেব বদন্তি এবং পশ্যন্তমতিবদনশীলমতিবাদিনং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তম্, তস্য হি ইতি ক্বচিদয়মসমীচীনঃ পাঠঃ।

বিজ্ঞানাভ্যাং হীতি। উক্তান্বয়-ব্যতিরেকাখ্যোপপত্তিসহকৃতাদ্ বাক্যাদ্ যৎপ্রাগ্-বিষয়ং জ্ঞানং জায়তে, তদত্র বিজ্ঞানং বিবক্ষ্যতে, তৎফলসাক্ষাৎকরণং দর্শনমিতি ভেদঃ। মনন-বিজ্ঞানে বিনা দর্শনাসম্ভবোঽতঃশব্দার্থঃ। এবং মননাদিদ্বারেণেতি যাবৎ। অতিবাদিত্বং ব্যুৎপাদয়তি—নামাদীতি। নাপহ্নুবীতেত্যুক্তং ব্যক্তী-করোতি—কস্মাদিতি। যদ্যস্মাদয়ং বিদ্বানাত্মত্বেন সর্ব্বেশ্বরং প্রাণোঽস্মীত্যুপ-গতবান্ তস্মাদপহ্নবে হেত্বভাবাদাত্মনোঽতিবাদিত্বং নাপহ্নবীতেত্যর্থঃ ॥৫৫১॥৪

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই হেতু প্রাণই হইতেছে এই সমস্ত, অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থই প্রাণস্বরূপ; সেই এই প্রাণ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে—পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে দর্শনপূর্ব্বক অর্থাৎ উপাসনার ফল অনুভবপূর্ব্বক, এই প্রকার মনন অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিয়া এবং এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ উপযুক্ত যুক্তির সাহায্যে 'ইহা এইরূপই বটে' এইপ্রকারে তত্ত্ব-নিশ্চয় করিয়া,—কেননা, শাস্ত্রোপদিষ্ট তত্ত্ব মনন ও বিজ্ঞানের (নিদিধ্যাসনের) সহিত সংযোজিত হইলেই প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে। অতএব এইরূপ অনুভব করিয়া অতিবাদী হইয়া থাকেন, অর্থাৎ নাম হইতে আশা পর্য্যন্ত বর্ণিত বিষয়সমূহের অতীত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করাই তাহার স্বভাব হইয়া থাকে। তাঁহাকে—'আমি ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত নিখিল জগতের প্রাণ আত্মস্বরূপ' এইরূপ কথনশীল সেই ব্যক্তিকে যদি কেহ বলেন যে, —'তুমি হও অতিবাদী'। [তখন তিনি] বলিবেন—'হাঁ, 'আমি হই অতিবাদী' কখনও তাহা গোপন করিবেন না। কেনই বা তিনি গোপন করিবেন, যেহেতু তিনি 'আমি হই এই প্রাণস্বরূপ' এইরূপে সর্ব্বেশ্বর প্রাণকে আত্মারূপে অনুভব করিয়াছেন। (সুতরাং তাঁহার পক্ষে নিজের অতিবাদিত্ব করিবার কোনই কারণ নাই) (১) ॥৫৫১॥৪॥

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৫॥

---

(১) তাৎপর্য্য—অতিবাদী—'অতি' অর্থ—অধিক বা অতিরিক্ত, 'বাদী' অর্থ—বক্তা বা কথনশীল: সুতরাং, যে লোক অতিরিক্ত কিছু বলিতে পারে, তাহাকে 'অতিবাদী' বলা যাইতে পারে। প্রাণবিৎ পুরুষ পূর্ব্বোক্ত নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশাপর্য্যন্ত যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সে সমুদয় ত জানেনই বটে, তদতিরিক্ত প্রাণস্বরূপে আত্ম-তত্ত্বও জানেন; কাজেই তিনি নামাদি আশা পর্য্যন্তের অতীত প্রাণতত্ত্ব অবগত হওয়ায় তদ্বিষয়ক গূঢ় রহস্যও বলিতে সমর্থ হন; এইজন্য আপনাকে 'অতিবাদী' বলিয়া স্বীকার করিলেও দোষভোগী হইতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আপনাকে কেবল প্রাণরূপে অনুভব করিলেই যে, যথার্থ অতিবাদী হয়, তাহা নহে; যথার্থ অতিবাদী যে কে, তাহা পরশ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইবে।

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি। সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীতি। সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫২॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৬॥

[ইদানীং পরমার্থাতিবাদিত্বমাহ—"এষ তু" ইত্যাদিনা। [তু শব্দঃ পূর্ব্বোক্তাতিবাদিনঃ অস্য বৈশিষ্ট্যমাহ]। এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) তু বৈ অতিবদতি, [কঃ ?] যঃ সত্যেন অতিবদতি (পরমার্থসত্যং ভূমাখ্যং তত্ত্বং বেত্তি ইত্যর্থঃ)। [এতৎ শ্রুত্বা নারদোঽতিনির্ব্বিণ্ন আহ—] ভগবঃ (হে ভগবন্), সঃ (শোক-সন্তপ্তঃ) অহং সত্যেন অতিবদানি (তথা মাম্ উপদিশতু ভবান্, যেনাহং সত্যেন অতিবাদী ভবেয়ম্) ইতি [এবমুক্ত আহ সনৎকুমারঃ—] সত্যং তু (পুনঃ) এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। [এবমুক্তঃ নারদঃ প্রত্যাহ] ভগবঃ, সত্যং বিজিজ্ঞাসে (বিশেষেণ জ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি) [অহমিতি শেষঃ] ইতি॥

পূর্ব্বে যাহা অতিবাদী বলা হইল, তাহা আপেক্ষিক অতিবাদী, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই লোকই যথার্থ অতিবাদী, যিনি সত্যস্বরূপ অতিবাদী, অর্থাৎ যিনি পরমার্থ সত্য ভূমা ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ অবগত হন। [নারদ একথা শুনিয়া বলিলেন] ভগবন্, শোকসন্তপ্ত আমি সত্যস্বরূপে অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি, [আপনি আমাকে তাহারই উপদেশ দিন, সনৎকুমার বলিলেন—], সত্যস্বরূপই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন,] ভগবন্, আমি সত্যকেই জানিতে ইচ্ছা করি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স এষ নারদঃ সর্ব্বাতিশয়ং প্রাণং স্বমাত্মানং সর্ব্বাত্মানং শ্রুত্বা নাতঃপরমস্তীত্যুপররাম। ন পূর্ব্ববৎ 'কিমস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয়ঃ' ইতি পপ্রচ্ছ। যতঃ তমেবং বিকারানৃতব্রহ্ম-বিজ্ঞানেন পরিতুষ্টমকৃতার্থং পরমার্থসত্যাতিবাদিন-মাত্মানং মন্যমানং যোগ্যং শিষ্যং মিথ্যাগ্রহবিশেষাৎ বিপ্রচ্যাবয়ন্নাহ ভগবান্ সনৎকুমারঃ—

এষ তু বা অতিবদতি, যমহং বক্ষ্যামি; ন প্রাণবিৎ অতিবাদী পরমার্থতঃ। নামাদ্যপেক্ষন্তু তস্যাতিবাদিত্বম্। যস্তু ভূমাখ্যং সর্ব্বাতিক্রান্তং তত্ত্বং পরমার্থসত্যং বেদ, সোঽতিবাদী, ইত্যত আহ—এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেন পরমার্থসত্য-বিজ্ঞানবত্তয়া অতিবদতি। সোঽহং ত্বাং প্রপন্নো ভগবঃ সত্যেনাতিবদানি; তথা মাং নিযুনক্তু ভগবান্, যথাহং সত্যেনাতিবদানীত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্যেবং সত্যেনাতি-

বদিতুমিচ্ছসি, সত্যমেব তু তাবৎ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্, ইত্যুক্ত আহ নারদঃ—তথাস্তু, তর্হি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাসে বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছেয়ং ত্বত্তোঽহমিতি ॥৫৫২॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষোড়শ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১৬॥

আনন্দগিরিঃ।—অত্র প্রাণান্তমুপদেশং শ্রুত্বা নারদস্য তুষ্ণীম্ভাবে কিং কারণমিত্যাশঙ্কায়ামাহ—স এষ ইতি। কথং তস্যোপরতিরবগতেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন পূর্ব্ববদিতি। কিমিতি তর্হি প্রাপ্তায়ামুপেক্ষায়াং স্বয়মেবাচার্য্যো ব্যুৎপাদয়তীত্যাশঙ্ক্যাহ—তমেবমিতি। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ প্রাণস্য বিকারত্বেনানৃতত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মিত্যুক্তম্। তস্মিন্নানৃতে প্রাণে ব্রহ্মণি বিজ্ঞানং, তেনেতি যাবৎ। পরিতুষ্টত্বে কথমকৃতার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য মিথ্যাজ্ঞানশালিত্বাদিত্যাহ—পরমার্থেতি। ন চ তস্যোপেক্ষার্হত্বমিত্যাহ—যোগ্যমিতি। মিথ্যাগ্রহবিশেষঃ—নাস্তি প্রাণাৎ পরমিত্যভিমানঃ। কথং তর্হি প্রাণবিদোঽতিবাদিত্বমুক্তং, তত্রাহ—নামাদীতি। কস্তর্হি পরমার্থতোঽতিবাদীত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্ত্বিতি। সোঽতিবাদীতি যতঃ সনৎকুমারস্যাভিপ্রায়োঽত এবাহেতি যোজনা। ননু নারদস্য নাদ্যাপি সত্যবিজ্ঞানমুৎপন্নং, কথং সত্যেনাতিবদানীতি পৃচ্ছতি? তত্রাহ—তথেতি ॥৫৫২॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষোড়শঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই এই নারদ সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় ও সর্ব্বাত্মক প্রাণকে নিজের আত্মস্বরূপ শ্রবণ করিয়া 'ইহা অপেক্ষা আর পরতত্ত্ব নাই' মনে করিয়া বিরত হইলেন, কেননা, যেহেতু 'ভগবন্, ইহা অপেক্ষাও অধিক আর কিছু আছে কি?' এইরূপ আর প্রশ্ন করেন নাই; (নচেৎ ঐরূপ প্রশ্ন করাই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল)। কিন্তু ভগবান্ সনৎকুমার উপযুক্ত শিষ্যকে বিকারাত্মক মিথ্যাভূত ব্রহ্মবিজ্ঞানে পরিতুষ্ট অকৃতার্থ (প্রকৃত ব্রহ্মবিজ্ঞানরহিত) অথচ আপনাকে পরমার্থ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে অতিবাদী বলিয়া মনে করিতেছেন দেখিয়া সেই মিথ্যা বা অসত্য প্রাণাত্মবিজ্ঞানাভিনিবেশ হইতে সরাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।

আমি যাহার কথা বলিব, [জানিও] সেই লোকই যথার্থ অতিবাদী; কিন্তু প্রাণবিৎ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে অতিবাদী নহে। প্রাণবিদের যে অতিবাদিত্ব, তাহা কেবল নামাদি অপেক্ষা করিয়া—আপেক্ষিকমাত্র। কিন্তু যে লোক সর্ব্বাতিশয় ভূমাখ্য পরমার্থ সত্য তত্ত্ব জানেন, তিনিই যথার্থ অতিবাদী, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—এই লোকই অতিবাদী; যিনি সত্যস্বরূপে—পরমার্থ সত্যবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অতিবাদী হন। [নারদ বলিলেন—] হে ভগবন্, সেই তোমার শরণাপন্ন আমি সত্যস্বরূপে অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি। অভিপ্রায় এই যে, আপনি আমাকে সেইরূপে নিযুক্ত করুন, যাহাতে পরমার্থ সত্যরূপে অতিবাদী হইতে পারি। এইরূপে যদি তুমি সত্যস্বরূপে অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে সত্যকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এই কথা বলিলে পর নারদ বলিলেন—'তথাস্তু' (তাহাই হউক), ভগবন্, তাহা হইলে আমি সত্যকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনার নিকট হইতে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৫৫২॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৬॥

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি, নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি, বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি, বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৩॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৭॥

[পুরুষঃ] যদা (যস্মিন্ কালে) বৈ বিজানাতি (বিশেষণ অবগচ্ছতি) অথ (তদা) সত্যং বদতি, অবিজানন্ সত্যং ন বদতি, [অপিতু] বিজানন্ এব সত্যং বদতি ; [তস্মাৎ] বিজ্ঞানং তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। [নারদ আহ) ভগবঃ, বিজ্ঞানং বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥

পুরুষ যখন বিশেষরূপে বুঝিতে পারে, তাহার পরই সত্য বলিয়া থাকে ; বিশেষরূপে না জানিয়া সত্য বলে না, পরন্তু বিশেষরূপে জানিয়াই সত্য বলিয়া থাকে ; অতএব সত্যকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। নারদ বলিলেন— ভগবন্ ! আমি বিজ্ঞানকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদা বৈ সত্যং পরমার্থতো বিজানাতি—ইদং পরমার্থতঃ সত্যমিতি, ততোঽনৃতং বিকারজাতং বাচারম্ভণং হিত্বা সর্ব্ববিকারাবস্থং সদেবৈকং সত্যমিতি, তদেবাথ বদতি—যদ্বদতি।

ননু বিকারোঽপি সত্যমেব "নামরূপে সত্যং, তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ" "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। সত্যমুক্তম্ সত্যত্বং শ্রুত্যন্তরে বিকারস্য, ন তু পরমার্থাপেক্ষমুক্তম্, কিং তর্হি ? ইন্দ্রিয়বিষয়াবিষয়ত্বাপেক্ষং সচ্চ ত্যচ্চেতি সত্যমিত্যুক্তম্, তদ্দ্বারেণ চ পরমার্থসত্যস্যোপলব্ধিবিবক্ষিতেতি। "প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেব সত্যম্" ইতি চোক্তম্। ইহাপি তদিষ্টমেব। ইহ তু প্রাণ-বিষয়াৎ পরমার্থসত্যবিজ্ঞানাভিমানাদ্ ব্যুত্থাপ্য নারদং যৎ সদেব সত্যং পরমার্থতো ভূমাখ্যম্, তদ্বিজ্ঞাপয়িষ্যামীত্যেষ বিশেষতো বিবক্ষিতোঽর্থঃ। নাবিজানন্ সত্যং বদতি ; যস্ত্ববিজানন্ বদতি, সোঽগ্ন্যাদিশব্দেনাগ্ন্যাদীন্ পরমার্থসদ্রূপান্ মন্যমানো বদতি ; ন তু তে রূপত্রয়ব্যতিরেকেণ পরমার্থতঃ সন্তি। তথা তান্যপি রূপাণি সদপেক্ষয়া নৈব সন্তীত্যতো নাবিজানন্ সত্যং বদতি, বিজানন্নেব সত্যং বদতি। ন চ তৎ সত্যবিজ্ঞানমবিজিজ্ঞাসিতমপ্রার্থিতং জ্ঞায়তে, ইত্যাহ—বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। যত্ত্বেবম্, বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি। এবং সত্যাদীনাং চোত্তরোত্তরাণাং করোত্যন্তানাং পূর্ব্বপূর্ব্বহেতুত্বং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥৫৫৩॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১৭॥

আনন্দগিরিঃ।—যদা বৈ বিজানাতীত্যাদি বাক্যং ব্যাকুর্ব্বন্নুত্তরমাহ—যদেতি। যদি বিশ্বং সদ্রূপাদননুগতাদ্ ভিন্নমসদেব স্যাদ্, যদি ত্বভিন্নং সন্মাত্রমেব পরমার্থসত্যং সিধ্যেদিতি পরমার্থতঃ সত্যং যদেব বিজানাতীত্যর্থঃ। বিজ্ঞানপ্রকারমভিনয়তি—ইদমিতি। ততস্তদনৃতং বিকারজাতং হিত্বা সদেব সত্যমিতি কৃত্বা যদ্বদতি, তৎ তদেব বদতীতি যোজনা। সত্যবিজ্ঞানস্য তদ্বদনং প্রতি হেতুত্বদ্যোতনার্থোঽথশব্দঃ। শ্রুত্যন্তরাবষ্টম্ভেন ভেদাভেদবাদী শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং বৃহদারণ্যকশ্রুত্যা বিকারস্য সত্যত্বমুক্তমিত্যেতাবন্মাত্রমুচ্যতে? কিংবা পরমার্থসত্যত্বম্? ইতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—নত্বিতি। ভেদাভেদয়োর্বিরোধাদেকোপাধাবযোগাদ্ বিকারস্য চ রজ্জুসর্পবন্মিথ্যাত্বানুমানাদত্যন্তাবাধ্যত্বাভিপ্রায়েণ সত্যত্বং শ্রুত্যন্তরেণৈবোক্তমিত্যর্থঃ। কথং তর্হি প্রাণাদিষু সত্যত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাঙ্গীকারং স্ফোরয়তি—কিং তর্হীতি। ইন্দ্রিয়জনিতসদ্বুদ্ধিবিষয়ত্বাপেক্ষং ভূতত্রয়ং সদিত্যুচ্যতে। তদ্বিষয়ত্বাপেক্ষং ভূতদ্বয়ং ত্যদিতি ব্যবহ্রিয়তে। তথা চ ভূতপঞ্চকং সচ্চ ত্যচ্চেতি ব্যুৎপাদ্য সত্যমিতি যথোক্তং, তথা তদ্বীজভূতয়োর্নামরূপয়োস্তদাত্মকত্বাচ্চ প্রাণানাং সত্যত্বং ব্যবহারিকমিষ্টমিত্যর্থঃ। ইতশ্চ প্রাণাদিষু মিথ্যাভূতেষ্বপি সত্যশ্রুতিরবিরুদ্ধেত্যাহ—তদ্দ্বারেণেতি। প্রাণাদীনাং ব্যাবহারিকসত্যত্বানুবাদদ্বারেণাধ্যায়োপাপবাদন্যায়েন পরমার্থসত্যস্য ব্রহ্মণোঽবগতিবিবক্ষিতেতি কৃত্বা তেষ্বপি সত্যত্বশ্রুতিরবিরুদ্ধেত্যর্থঃ। যথোক্তোঽর্থো বিবক্ষিতো বৃহদারণ্যকশ্রুতাবিত্যত্র গমকমাহ—প্রাণা বা ইতি। ননু শ্রুত্যন্তরে বিকারস্যাপি ব্যাবহারিকং সত্যত্বমিষ্টং, প্রকৃতে তু ন তদিষ্যতে, ভূম্ন এব সত্যত্বাঙ্গীকারাৎ; তথাচ বিরোধতাদবস্থ্যমত আহ—ইহাপীতি। যদি প্রাণস্যাপি ব্যবহারতঃ সত্যত্বমুপগতং, কিং তর্হি সনৎকুমারস্য বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইহ ত্বিতি। যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতীতি যদ্ব্যাখ্যাতং, তদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং স্ফুটয়ন্নাদৌ ব্যতিরেকমাহ—নাবিজানন্নিতি। পরমার্থসত্যমবিজানন্নপি বদত্যগ্ন্যাদীনিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্ত্বিতি। তর্হি কথং সদেব পরমার্থসত্যমিতি বদতোঽভীষ্টসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—নত্বিতি। তান্যেব তর্হি রূপাণি পৃথক্ বিদ্যন্তে, নেত্যাহ—তথেতি। অতোঽস্য নাস্তি সত্যবাদিত্বং, কিন্ত্বসত্যবাদিত্বমেবেত্যুপসংহরতি—ইত্যত ইতি। ব্যতিরেকং দর্শয়িত্বা অন্বয়মন্বাচষ্টে—বিজানন্নেবেতি। অস্তু তর্হি সত্যবিজ্ঞানপূর্ব্বকমতিবাদিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। যদ্যেবং জিজ্ঞাসাদ্বারা সত্যবিজ্ঞানং জ্ঞেয়মিত্যেবমিষ্টং চেদিত্যর্থঃ। সত্যবদনং প্রতি সত্যবিজ্ঞানস্য যথা কারণত্বমুক্তং, তথা পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্যোত্তরমুত্তরং কারণত্বেন দ্রষ্টব্যমিত্যতিদিশতি—এবমিতি ॥৫৫৩॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—পুরুষ যখন বিশেষরূপে পরমার্থ সত্যকে জানিতে পারে যে, ইহাই পরমার্থ সত্য বস্তু, তাহার ফলে বাচারম্ভণ মিথ্যা বা অসত্য বিকার পদার্থ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত বিকার পদার্থে অনুস্যূত সৎপদার্থই একমাত্র সত্য; এইজন্য তাহার পর যাহা কিছু বলে, সেই সত্যই বলে।

ভাল, বিকার পদার্থও ত সত্য বটে; কেননা, 'নাম ও রূপ সত্য, তদুভয় দ্বারা এই প্রাণ অবগত আছে' 'প্রাণসমূহই সত্য, ইহা আবার তাহাদেরও সত্য,

অর্থাৎ তদপেক্ষাও সত্য, এইরূপ আরও শ্রুতি রহিয়াছে। হাঁ, অপরাপর শ্রুতিতে বিকার বা জন্য পদার্থের সত্যতা উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা পরমার্থ সত্য অপেক্ষায় (সত্য) বলা হয় নাই, তবে কিনা, যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য), তাহা 'সৎ', আর যাহা তদ্বিপরীত—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা 'ত্যৎ' এইরূপে উভয়প্রকার সত্য উক্ত হইয়াছে, এবং সেই আপেক্ষিক সত্য দ্বারা পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম বস্তুর উপলব্ধিই এ শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ, [কিন্তু বিকার পদার্থের পারমার্থিক সত্যতাভিপ্রায় নহে] (১) বিশেষতঃ শ্রুতিতেও 'প্রাণসমূহ সত্য, ব্রহ্ম আবার তাহাদেরও সত্য অর্থাৎ সত্যতা-সম্পাদক' বলা হইয়াছে। এখানেও সেই পরমার্থ সত্যপ্রতিপাদন করাই অভিপ্রেত। তবে এখানে এইমাত্র বিশেষ যে, নারদ প্রাণকেই পরমার্থ সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই ভ্রমজ্ঞান হইতে নারদকে উত্থাপিত করিয়া অর্থাৎ প্রবুদ্ধ করিয়া ভূমাসংজ্ঞক যে সৎস্বরূপ পরমার্থ সত্য, তাহাই তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইব, ইহাই শ্রুতির প্রধান বক্তব্য বা প্রতিপাদ্য। কিন্তু যে লোক না জানিয়া বলে, সে লোক অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকেই পরমার্থ সত্য মনে করিয়া অগ্নিপ্রভৃতি শব্দে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকে; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ঐ সমস্ত পদার্থ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই রূপত্রয় ছাড়া পরমার্থ সত্য নহে (২); সেইরূপ, ঐ রূপত্রয়ও আবার সৎপদার্থের তুলনায় নিশ্চয়ই সৎ নহে—অসৎ; সুতরাং বিজ্ঞানবিহীন লোক কখনই সেই সত্য বলে না, পরন্তু বিজ্ঞানসম্পন্ন লোকই সেই সত্য বলিয়া থাকে। সেই সত্যবিজ্ঞান যে অজিজ্ঞাসিত বা অপ্রার্থিত (যাহা জানিতে ইচ্ছা নাই, এরূপ বুঝা যাইতেছে, তাহাও নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—বিজ্ঞানকেই তোমার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। [নারদ বলিলেন] ভগবন্! এরূপ হইলে, আমি বিজ্ঞানকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এইরূপ সত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরপর নির্দ্দিষ্ট 'করোতি' বা কৃতি পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্ব তত্ত্বগুলির কারণতা ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥৫৫৩॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৭॥

---

(১) তাৎপর্য্য—ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে কথিত হইয়াছে যে, "যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তৎ রূপং, যৎ শুক্লং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্য; অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বম্.....ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্" (৬॥৪॥১)। অর্থাৎ অগ্নির যে লোহিত রূপ, প্রকৃতপক্ষে ইহা তেজেরই রূপ, যাহা শুক্লরূপ, তাহা জলের রূপ, আর যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহাও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর রূপ; অগ্নি হইতে ঐ তিনটি রূপ বাদ দিলে অগ্নির অগ্নিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, উহা কেবল মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয়, বাস্তবিক পক্ষে ঐ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ, এইরূপ তিনটিই সত্য ইত্যাদি। এখানে সেই সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্ব্বক বলা হইল যে, রূপত্রয় ছাড়া অগ্নি বলিয়া পরমার্থ-সত্য কোনও পদার্থ নাই। অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও এইরূপই ব্যবস্থা॥

(২) বৃহদারণ্যকোপনিষদে আকাশাদি পঞ্চভূতকে 'সৎ' ও 'ত্যৎ' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষিতি, জল, পৃথিবী, এই ভূতত্রয় 'সৎ', আর ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বায়ু ও আকাশ 'ত্যৎ' পদবাচ্য বলা হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, আপেক্ষিক সত্য এই ভূতসমূহ দ্বারা প্রকৃত পারমার্থিক সত্য ব্রহ্মকে বুঝান সহজ হইবে, এইজন্যই উহাদের সত্যতা উক্তি, কিন্তু পারমার্থিক সত্যতাভিপ্রায় নহে॥

সপ্তমাধ্যায়ে

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি, নামত্বা বিজানাতি, মত্বৈব বিজানাতি, মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৪॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যাষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৮॥

[পুরুষঃ] যদা (যস্মিন্ কালে) বৈ মনুতে (তর্কেণ অনুসন্ধত্তে), অথ (অনন্তরং—তদা) বিজানাতি (বিশেষেণ বিজ্ঞেয়ং বস্তু অবগচ্ছতি); অমত্বা (মননমকৃত্বা) ন বিজানাতি, [পরন্তু] মত্বা এব (নিশ্চয়ে) বিজানাতি; [তস্মাৎ] মতিঃ (মননং—তর্কঃ) তু (পুনঃ) এব (নিশ্চয়ে) বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। [এবমুক্তঃ নারদ আহ] ভগবঃ, মতিং বিজিজ্ঞাসে (বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছেয়ম্) ইতি ॥

পুরুষ যে সময় মনন করে অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিবার জন্য তর্ক বা বিচার করে, তখনই [জ্ঞাতব্য বিষয়] বিশেষরূপে বুঝিতে পারে, মনন না করিয়া বুঝিতে পারে না, পরন্তু মনন করিয়াই বুঝিতে পারে; অতএব মতিকেই (মনন—তর্ককেই) জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন,] ভগবন্, আমি মতিকেই জানিতে ইচ্ছা করি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদা বৈ মনুত ইতি। মতির্ম্মননং তর্কঃ ॥৫৫৪॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য অষ্টাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১৮॥

আনন্দগিরিঃ।—বিজ্ঞানকারণীভূতাং মতিং ব্যাচষ্টে—মতিরিতি ॥৫৫৪॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যাষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে সময় মনন করে। মতি অর্থ—মনন—তর্ক (জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিবার নিমিত্ত তদনুকূল বিচারের নাম মনন) ॥৫৫৪॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৮॥

সপ্তমাধ্যায়ে

ঊনবিংশতিতমঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে, নাশ্রদ্দধন্ মনুতে, শ্রদ্দধদেব মনুতে, শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি, শ্রদ্ধাং ভগবো বিজি-জ্ঞাস ইতি ॥৫৫৫॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যোনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৯॥

[পুরুষঃ] যদা বৈ (এব) শ্রদ্দধাতি (মন্তব্যবিষয়ে শ্রদ্ধাং কুরুতে), অথ (তদা) মনুতে, অশ্রদ্দধৎ (শ্রদ্ধাহীনঃ) ন মনুতে (মননং ন করোতি), [অপি তু] শ্রদ্দধৎ এব মনুতে ; [তস্মাৎ] শ্রদ্ধা (মন্তব্যবিষয়ে আদরঃ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি, [এবমুক্তঃ নারদ আহ—] ভগবঃ অহং শ্রদ্ধাং বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥

পুরুষ যখন শ্রদ্ধা করে, তখনই তদ্বিষয়ে মনন করিয়া থাকে ; শ্রদ্ধাহীন কখনই মনন করে না ; পরন্তু শ্রদ্ধাবান্ই মনন করিয়া থাকে ; অতএব শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন,] ভগবন্, আমি শ্রদ্ধাকেই জানিতে ইচ্ছা করি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মন্তব্যবিষয়ে আদরঃ আস্তিক্যবুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা ॥৫৫৫॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ঊনবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥১৯॥

আনন্দগিরিঃ।—মননহেতুভূতাং শ্রদ্ধাং ব্যাকরোতি—আস্তিক্যেতি ॥৫৫৫॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—শ্রদ্ধা অর্থ—মন্তব্যবিষয়ে আদর—আস্তিক্য-বুদ্ধি, অর্থাৎ যাহা যেরূপ উপদিষ্ট আছে, তাহা সেইরূপই সত্য, ইত্যাকার জ্ঞান ॥৫৫৫॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের ঊনবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥১৯॥

বিংশতিতমঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠন্ শ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি। নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি, নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৬॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য বিংশতিতমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২০॥

[পুরুষঃ] যদা বৈ নিস্তিষ্ঠতি (গুরুশুশ্রূষাদৌ নিষ্ঠাং লভতে), অথ শ্রদ্দধাতি (শ্রদ্ধাং কুরুতে), অনিস্তিষ্ঠন্ (নিষ্ঠাম্ অলভমানঃ) ন শ্রদ্দধাতি (ন শ্রদ্ধাং কুরুতে), [অপিতু] নিস্তিষ্ঠন্ এব শ্রদ্দধাতি ; [তস্মাৎ] নিষ্ঠা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। [নারদ আহ—] ভগবঃ, নিষ্ঠাং বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥

পুরুষ যখন গুরুশুশ্রূষাদি বিষয়ে নিষ্ঠাবান্ হয়, তখনই সে শ্রদ্ধাবান্ হয়, নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি শ্রদ্ধা করিতে পারে না, পরন্তু নিষ্ঠাবান্ই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; অতএব নিষ্ঠা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন,] ভগবন্, আমি নিষ্ঠাকে জানিতে ইচ্ছা করি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নিষ্ঠা গুরুশুশ্রূষাদিস্তৎপরত্বং ব্রহ্মবিজ্ঞানায় ॥৫৫৬॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য বিংশতিতম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২০॥

আনন্দগিরিঃ।—শ্রদ্ধাহেতুং নিষ্ঠাং ব্যাচষ্টে—নিষ্ঠেতি ॥৫৫৬॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য বিংশতিতমঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ।—নিষ্ঠা অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুশুশ্রূষাদি বিষয়ে তৎপরতা (একাগ্রতা) ॥৫৫৬॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের বিংশতিতম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২০॥

———

একবিংশঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২১॥

[পুরুষঃ] যদা বৈ করোতি (ইন্দ্রিয়সংযমে যত্নবান্ ভবতি), অথ নিস্তিষ্ঠতি, অকৃত্বা (ইন্দ্রিয়সংযমব্যাপারম্ অনারভ্য). ন নিস্তিষ্ঠতি, [অপিতু] কৃত্বা এব নিস্তিষ্ঠতি ; [তস্মাৎ] কৃতিঃ (ইন্দ্রিয়-সংযমানুষ্ঠানং) তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যা ইতি। [নারদ আহ—] ভগবঃ, কৃতিং বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥

পুরুষ যখন ইন্দ্রিয়-সংযমাদি বিষয়ে চেষ্টা করে, তখনই নিষ্ঠা লাভ করে, না করিয়া নিষ্ঠালাভ করে না, পরন্তু ঐরূপ করিয়াই নিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে, অতএব নিষ্ঠা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। [নারদ বলিলেন] ভগবন্, আমি নিষ্ঠা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদা বৈ করোতি। কৃতিঃ ইন্দ্রিয়-সংযমঃ চিত্তৈকাগ্রতাকরণঞ্চ। সত্যাং হি তস্যাং নিষ্ঠাদীনি যথোক্তানি সম্ভবন্তি বিজ্ঞানাবসানানি ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২১॥

আনন্দগিরিঃ।—নিষ্ঠানিদানং কৃতিং বিভজতে—কৃতিরিতি। কথং পুনরেতেষামুত্তরমুত্তরং পূর্ব্বস্য পূর্ব্বস্য কারণীভবতি, তত্রাহ—সত্যাং হীতি ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য একবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২১॥

ভাষ্যানুবাদ।—যখনই করে। কৃতি অর্থ ইন্দ্রিয়সংযম এবং চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদন। সেই কৃতি থাকিলেই পূর্ব্বকথিত নিষ্ঠাদি বিজ্ঞান পর্য্যন্ত বিষয়গুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের একবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২১॥

সপ্তমাধ্যায়ে

দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ।

যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৮॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২২॥

[পুরুষঃ] যদা বৈ সুখং (নিরতিশয়ম্ আনন্দং) লভতে, অথ করোতি, অসুখং লব্ধ্বা (সুখম্ অলব্ধ্বা ইত্যর্থঃ) ন করোতি, [অপিতু] সুখং লব্ধ্বা এব করোতি (ইন্দ্রিয়-সংযমে চেষ্টতে); [তস্মাৎ হেতোঃ] সুখং তু (পুনঃ) এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। [এবমুক্তঃ নারদ আহ—] ভগবঃ, সুখং বিজিজ্ঞাসে ইতি। ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ॥

পুরুষ যখন [ইন্দ্রিয়-সংযমে] নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করে, তখনই [সংযম-বিষয়ে] যত্ন করে, সুখলাভ না করিয়া করে না, পরন্তু সুখলাভ করিলেই যত্ন করে, [অতএব] সুখ বিষয়েই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন—] ভগবন্, আমি সুখ বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সাপি কৃতিঃ যদা সুখং লভতে—সুখং নিরতিশয়ং বক্ষ্যমাণং লব্ধব্যং ময়েতি মন্যতে, তদা ভবতীত্যর্থঃ। যদা দৃষ্টফলসুখা কৃতিঃ, তথেহাপি নাসুখং লব্ধা করোতি। ভবিষ্যদপি ফলং লব্ধ্বেত্যুচ্যতে তদুদ্দিশ্য প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ।

অথেদানীং কৃত্যাদিষুত্তরোত্তরেষু সৎসু সত্যং স্বয়মেব প্রতিভাসতে, ইতি ন তদ্‌বিজ্ঞানায় পৃথগ্‌ যত্নঃ কার্য্য ইতি প্রাপ্তম্, তত ইদমুচ্যতে—সুখন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাদি। সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইত্যভিমুখীভূতায়াহ—॥৫৫৮॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২২॥

আনন্দগিরিঃ।—কৃতিস্তর্হি কুতো ভবতীতি, তত্রাহ সা পীতি। যদা সুখং লভতে, তদা ভবতীতি সম্বন্ধঃ। ননু সুখলাভস্যেন্দ্রিয়সংযমাদিব্যতিরেকেণাভাবাৎ কথং সুখলাভাধীনা কৃতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সুখমিতি। বক্ষ্যমাণ-সুখলব্ধব্যত্বাভিমানাদেব যথোক্তা কৃতিঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। সুখং লব্ধ্বা করোতীত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—

যথেতি। দৃষ্টং ফলং পুত্রপশ্বাদি, তজ্জন্যসুখোদ্দেশপূর্ব্বিকা লোকে কৃতির্দৃষ্টা, তথাত্মন্যপি সুখং লব্ধ্বৈব করোতি, নতু বিনা তদুদ্দেশমিত্যর্থঃ। নন্বিন্দ্রিয়াণাং মনসশ্চ সংযমপূর্ব্বকং সুখং ভবতি, তথাচ কথং তল্লব্ধ্বা করোতীত্যুচ্যতে। তত্রাহ—ভবিষ্যদপীতি।

উত্তরগ্রন্থমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি—অথেত্যাদিনা ॥৫৫৮॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২২॥

ভাষ্যানুবাদ।—সেই কৃতি বা যত্নও তখনই হয়, যখন সুখলাভ করে, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ নিরতিশয় (যাহা হইতে আর অধিক নাই, তাদৃশ) সুখ বা আনন্দ আমাকে লাভ করিতে হইবে, এইরূপ যখন মনে করে। জগতে দৃষ্ট বা ঐহিক ফলস্বরূপ পুত্রাদিজন্য সুখের উদ্দেশে যেমন কৃতি বা যত্ন হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও অর্থাৎ আত্মসংযমেও সুখলাভ ব্যতীত কৃতি হইতে পারে না। ভবিষ্যৎ অর্থাৎ উপস্থিত নাই, সেই ফলকে উদ্দেশ করিয়াই লোকের যাহা প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হইয়া থাকে, এই জন্য [তৎকালে ফল বিদ্যমান না থাকিলেও] তাহা লাভ করিয়া (লব্ধ্বা) বলা হইয়াছে। (১)

উল্লিখিত কৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলি পরপর বিদ্যমান থাকিলে প্রকৃত সত্য পদার্থ আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং সত্যবিজ্ঞানের জন্য আর স্বতন্ত্রভাবে যত্নের আবশ্যক হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে; তাহার জন্য এখন এই কথা বলা হইতেছে যে, সুখই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য ইত্যাদি। ভগবন্, আমি সুখই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই বলিয়া অভিমুখীভূত অর্থাৎ উপদিষ্ট বিষয়ে উন্মুখীভূত নারদের উদ্দেশে [সনৎকুমার] বলিলেন—॥৫৫৮॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২২॥

---

(১) তাৎপর্য্য—যাহা উপস্থিত—বিদ্যমান থাকে, তাহাই লোকে লাভ করিতে পারে; কিন্তু যাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, অভিব্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার লাভ সম্ভবপর হয় না; এখানেও যে সুখলাভের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও ইন্দ্রিয়সংযম ও চিত্তের একাগ্রতার পরভাবী; সুতরাং সংযম-প্রারম্ভেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 'সুখং লব্ধ্বা' বলা হইল কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যদিও বর্ত্তমানে ভবিষ্যৎ বস্তুর লাভ সম্ভব হয় না সত্য; তথাপি যখন সর্ব্বত্রই ভবিষ্যৎ সুখের উদ্দেশে সকলেরই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তখন সেই সুখের যে লব্ধব্যত্ব জ্ঞান, তাহাই তাহার লাভরূপে পরিগণিত করা হইয়াছে।

সপ্তমাধ্যায়ে

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৩॥

যঃ বৈ ভূমা (মহান্—নিরতিশয়ঃ), তৎ সুখং, অল্পে (পরিচ্ছিন্নে) সুখং ন অস্তি, [অপি তু] ভূমা এব সুখম্ ; [অতঃ] ভূমা এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি [নারদ আহ—] ভগবঃ, অহং ভূমানং বিজিজ্ঞাসে ইতি ॥

যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তাহাই সুখ, অল্প বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই, পরন্তু ভূমাই সুখ স্বরূপ ; অতএব ভূমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত। [নারদ বলিলেন—] ভগবন্, আমি ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যো বৈ ভূমা,—মহৎ নিরতিশয়ং বহ্বিতি পর্য্যায়াঃ, তৎ সুখম্। ততোঽর্ব্বাক্ সাতিশয়ত্বাদল্পম্ ; অতস্তস্মিন্নল্পে সুখং নাস্তি, অল্পস্যাধিকতৃষ্ণাহেতুত্বাৎ। তৃষ্ণা চ দুঃখবীজম্ ; নহি দুঃখবীজং সুখং দৃষ্টং জ্বরাদি লোকে। তস্মাদ্ যুক্তং নাল্পে সুখমস্তীতি। অতো ভূমৈব সুখম্, তৃষ্ণাদিদুঃখবীজত্বাসম্ভবাদ্ ভূম্নঃ ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২৩॥

আনন্দগিরিঃ।—ভূম্নোঽর্ব্বাগপি বৈষয়িকং সুখমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ততোঽর্ব্বাগিতি। কথমল্পত্বেঽপি সুখত্বং বার্য্যতে, তত্রাহ—অল্পস্যেতি। দুঃখরূপাং তৃষ্ণাং প্রত্যল্পস্য সুখস্য হেতুত্বেঽপি কথং স্বয়ং সুখং ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—নহীতি। অল্পস্য সুখস্য দুঃখান্তর্ভাবে সিদ্ধে ফলিতমাহ—অত ইতি ॥৫৫৭॥১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—ভূমা,—মহৎ, নিরতিশয় (যদপেক্ষা অধিক নাই) ও বহু, এ সমস্ত পর্য্যায় বা একার্থ-বোধক শব্দ। যাহা ভূমা, তাহাই সুখ ; তদপেক্ষা নিম্নতন পদার্থমাত্রই সাতিশয় অর্থাৎ তারতম্যযুক্ত হওয়ায় অল্প ; অতএব সেই [অল্পে সুখ নাই ; কারণ, অল্পপরিমাণ পদার্থমাত্রই তদপেক্ষা অধিক বিষয়ে তৃষ্ণা

বা আকাঙ্ক্ষা সমুৎপাদন করিয়া থাকে (১)। তৃষ্ণাই ত দুঃখের বীজ বা মূল কারণ; জগতে দুঃখের কারণীভূত জরাদি (পীড়া প্রভৃতি) কখনও সুখরূপে অনুভূত হইতে দেখা যায় না। অতএব অল্পেতে যে সুখ নাই বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে, অতএব ভূমাই সুখস্বরূপ; কেননা ভূমা পদার্থ কখনও দুঃখের বীজভূত তৃষ্ণা প্রভৃতির কারণ হয় না ॥৫৭॥১

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২৩॥

---

(১) তাৎপর্য্য—ভূমা অর্থ মহৎ (বৃহৎ)। অর্থসংকোচের কোনও কারণ না থাকিলে ভূমা বলিলে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ বুঝিতে হয়। ব্রহ্ম-শব্দটিও 'বৃহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, 'বৃহ' ধাতুর অর্থ—বৃদ্ধি ও বৃহৎ; সুতরাং 'ভূমা' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ একই অর্থের বোধক। ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ, "সত্যং, জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ভূমাকে সুখরূপে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় নাই। পক্ষান্তরে, যে সমুদয় পদার্থ অল্প বা পরিচ্ছিন্ন, সে সমুদয়ই সাতিশয়, সাতিশয় অর্থ—যাহা অপেক্ষা অধিক আছে। যে লোক সেই সাতিশয় অল্প দ্রব্য লাভ করে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য দেখিলেই তাহা তাহার পাইতে ইচ্ছা হয়। তাহা পাইলেও আবার তদপেক্ষা অধিক বস্তু পাইবার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে; এইরূপে উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কাজেই অল্পেতে প্রকৃত সুখ নাই। মহামতি বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—"পর-সম্পদুৎকর্ষো হীনসম্পদং পুরুষং দুঃখাকরোতি", অর্থাৎ অপরের উৎকৃষ্ট বা অধিক সম্পত্তি তদপেক্ষা অল্পসম্পত্তিশালী পুরুষকে দুঃখিত করিয়া থাকে। অতএব শ্রুতির "নাল্পে সুখমস্তি", ও "ভূমৈব সুখং" কথা যুক্তিযুক্তই বটে।

সপ্তমাধ্যায়ে

চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ।

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি ॥৫৬০॥১

[ইদানীং প্রাগুক্তং ভূমানং স্বরূপতঃ নির্দ্দিশতি—যত্রেত্যাদিনা। যত্র (যস্মিন্ ভূমাখ্যে ব্রহ্মনি) অন্যৎ (স্বতো ভিন্নং দ্রষ্টব্যং) ন পশ্যতি, তথা অন্যৎ ন শৃণোতি, অন্যৎ ন বিজানাতি, সঃ (দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শনাদিরূপভেদবিলোপাৎ যত্র দর্শনাদি ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ), (সর্ব্ববিধভেদবিবর্জ্জিতঃ সঃ) ভূমা (পরমঃ মহান্ পরমেশ্বরঃ)। অথ (পক্ষান্তরে) যত্র (অবিদ্যাধিকারে দ্বৈতবিষয়ে) [অন্যঃ] অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি, তৎ অল্পং (পরিচ্ছিন্নং ন চিরস্থায়ি); যঃ বৈ ভূমা, তৎ অমৃতং (অবিনাশি); অথ যৎ অল্পং, তৎ মর্ত্ত্যং (মরণশীলং বিনাশীত্যর্থঃ)। [এতৎ শ্রুত্বা নারদ আহ—] ভগবঃ, সঃ ভূমা কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ (আশ্রিতঃ)? [সনৎকুমার আহ—] স্বে মহিম্নি (স্ববিভূতৌ —স্বশক্তৌ) [প্রতিষ্ঠিতঃ]; যদিবা (অথবা) মহিম্নি [অপি] ন [প্রতিষ্ঠিতঃ]। (প্রতিষ্ঠিতত্ব-জিজ্ঞাসাপেক্ষয়া স্বে মহিম্নীত্যুক্তম্, স্বরূপতস্তু ন কুত্রাপি প্রতিষ্ঠিতঃ —অনাশ্রিত এব ভূমেতি ভাবঃ)॥

কথিত ভূমার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—যত্র ইত্যাদি। যাহাতে (যে ভূমাতে) অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না, তাহাই সেই ভূমা। আর যাহাতে (অবিদ্যাধিকারে) অন্য বস্তু দর্শন করে, অন্য বস্তু শ্রবণ করে, এবং অন্য বিষয় জানিতে পারে, তাহা অল্প অর্থাৎ ভূমার বিপরীত—অল্প; যাহা ভূমা, তাহা অমৃত, আর যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন, তাহা মর্ত্ত্য—মরণশীল বিনাশী। [নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্, সেই ভূমা কোথায় অবস্থিত আছে? [সনৎকুমার বলিলেন—] স্বীয় মহিমায় অর্থাৎ আপনার শক্তি বা ঐশ্বর্য্যে; অথবা স্বীয় মহিমায়ও নহে, অর্থাৎ তোমার প্রশ্নানুসারে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত বলা হইল মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কোথাও প্রতিষ্ঠিত নহেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিংলক্ষণোঽসৌ ভূমা ইত্যাহ—যত্র যস্মিন্ ভূম্নি তত্ত্বে নান্যৎ দ্রষ্টব্যমন্যেন করণেন দ্রষ্টা অন্যো বিভক্তো দৃশ্যাৎ পশ্যতি, তথা নান্যৎ শৃণোতি। নামরূপয়োরেবান্তর্ভাবাদ্বিষয়ভেদস্য তদ্গ্রাহকয়োরেবেহ দর্শনশ্রবণয়োর্গ্রহণম্ অন্যেষাঞ্চোপলক্ষণার্থত্বেন। মননং তু অত্রোক্তম্—দ্রষ্টব্যম্ নান্যন্মনুতে ইতি, প্রায়শো মননপূর্ব্বকত্বাদ্বিজ্ঞানস্য। তথা নান্যদ্বিজানাতি। এবংলক্ষণো যঃ, স ভূমা।

কিমত্র প্রসিদ্ধান্যদর্শনাভাবো ভূম্নি উচ্যতে—নান্যৎ পশ্যতীত্যাদিনা। অথ অন্যৎ ন পশ্যতি আত্মানং পশ্যতীত্যেতৎ? কিঞ্চাতঃ? যদ্যন্যদর্শনাদ্যভাবমাত্রমিত্যুচ্যতে, তদা দ্বৈতসংব্যবহারবিলক্ষণো ভূমেত্যুক্তং ভবতি। অথান্যদর্শনবিশেষপ্রতিষেধেন আত্মানং পশ্যতীত্যুচ্যতে, তদৈকস্মিন্নেব ক্রিয়াকারকফলভেদোঽভ্যুপগতো ভবেৎ। যদ্যেবং কো দোষঃ স্যাৎ? নন্বয়মেব দোষঃ—সংসারানিবৃত্তিঃ। ক্রিয়াকারকফলভেদো হি সংসার ইতি। আত্মৈকত্বে এব ক্রিয়াকারকফলভেদঃ সংসারবিলক্ষণ ইতি চেৎ? ন, আত্মনো নির্ব্বিশেষৈকত্বাভ্যুপগমে দর্শনাদিক্রিয়াকারকফলভেদাভ্যুপগমস্য শব্দমাত্রত্বাৎ। অন্যদর্শনাদ্যভাবোক্তিপক্ষেঽপি যত্রেতি অন্যন্নপশ্যতীতি চ বিশেষণে অনর্থকে স্যাতামিতি চেৎ,—দৃশ্যতে হি লোকে, যত্র শূন্যে গৃহেঽন্যন্ন পশ্যতীত্যুক্তে স্তম্ভাদীন্ আত্মানং চ ন ন পশ্যতীতি গম্যতে, এবমিহাপীতি চেৎ, ন, তত্ত্বমসীত্যেকত্বোপদেশাদ্ অধিকরণাধিকর্ত্তব্যভেদানুপপত্তেঃ। তথা সদেকমেবাদ্বিতীয়ং সত্যমিতি ষষ্ঠে নির্দ্ধারিতত্বাৎ। 'অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য' 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ স্বাত্মনি দর্শনাদ্যনুপপত্তিঃ। যত্রেতি বিশেষণমনর্থকং প্রাপ্তমিতি চেৎ, ন অবিদ্যাকৃতভেদাপেক্ষত্বাৎ। যথা সত্যৈকত্বাদ্বিতীয়ত্ববুদ্ধিং প্রকৃতামপেক্ষ্য সদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি সঙ্খ্যাদ্যনর্হমপ্যুচ্যতে, এবং ভূম্ন্যেকস্মিন্নেব যত্রেতি বিশেষণম্। অবিদ্যাবস্থায়ামন্যদর্শনানুবাদেন চ ভূম্নঃ তদভাবত্বলক্ষণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ নান্যৎ পশ্যতীতি বিশেষণম্। তস্মাৎ সংসারব্যবহারো ভূম্নি নাস্তীতি সমুদায়ার্থঃ।

অথ যত্রাবিদ্যাবিষয়ে অন্যোঽন্যেন অন্যৎ পশ্যতীতি, তদল্পম্, অবিদ্যাকালভাবি ইত্যর্থঃ। যথা স্বপ্নদৃশ্যং বস্তু প্রাক্ প্রবোধাৎ তৎকালভাবীতি, তদ্বৎ। তত এব তন্মর্ত্ত্যং বিনাশি স্বপ্নবস্তুবদেব, তদ্বিপরীতো ভূমা যস্তদমৃতম্। তচ্ছব্দোঽমৃতত্বপরঃ।

স তর্হ্যেবংলক্ষণো ভূমা হে ভগবন্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ? ইত্যুক্তবন্তং নারদং প্রত্যাহ সনৎকুমারঃ—স্বে মহিম্নীতি, স্বে আত্মীয়ে মহিম্নি মাহাত্ম্যে বিভূতৌ প্রতিষ্ঠিতো ভূমা, যদি প্রতিষ্ঠামিচ্ছসি ক্বচিৎ; যদি বা পরমার্থমেব পৃচ্ছসি, ন মহিম্ন্যপি প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্রূমঃ। অপ্রতিষ্ঠিতোঽনাশ্রিতো ভূমা ক্বচিদপীত্যর্থঃ ॥৫৬০॥১

আনন্দগিরিঃ।—ভূম্নঃ সবিশেষত্বং নির্ব্বিশেষত্বং বেতি প্রশ্নপূর্ব্বকং নির্ব্বিশেষত্বং নির্দ্ধারয়তি—কিমিত্যাদিনা। নান্যচ্ছৃণোতি স ভূমেতি সম্বন্ধঃ। কিমিতি স্পর্শ-

নাদিষপি সৎসু দর্শনশ্রবণয়োরেব নিষেধ্যত্বেনাত্র গ্রহণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামেতি। অনুক্তানাং স্পর্শাদীনামুপলক্ষণার্থত্বেনাত্র দ্বয়োর্গ্রহণং, স্পর্শনাগুবিষয়ত্বস্যাপি ভূম্নি ভাবাদিত্যাহ—অন্যেষামিতি। অত্রেতি লক্ষণবাক্যোক্তিঃ। তত্র হেতুমাহ—প্রায়শ ইতি। যস্মিন্নধিকরণে তত্ত্ববিচারণায়ামন্যোঽন্যং ন পশ্যতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন বিজানাতি স ভূমেতি দ্রষ্টৃ দৃশ্যাদিবিকল্পনিষেধেনাধ্যাসাধিকরণত্বোপলক্ষিতস্য বিকল্পাবিষয়ত্বমেব ভূমলক্ষণমিত্যুপসংহরতি—এবমিতি।

উক্তমেব লক্ষণং স্ফুটয়িতুং বিমৃশতি—কিমত্রেতি। লোকপ্রসিদ্ধদর্শনাদিবিষয়ত্বাভাবমাত্রং ভূম্নো লক্ষণং তন্নিষেধেন স্বজ্ঞেয়ত্বং বেতি বিমর্শার্থঃ। কস্মিন্ পক্ষে কো লাভঃ কো বা দোষ ইতি শিষ্যঃ পৃচ্ছতি—কিঞ্চাত ইতি। আদ্যমনূদ্য তত্র লাভং দর্শয়তি—যদীতি। অন্যস্য প্রসিদ্ধস্য দর্শনাদের্বিষয়ত্বং ভূম্নি নাস্তীত্যেতাবন্মাত্রং তস্য লক্ষণমিত্যুচ্যতে চেৎ, সর্ব্ববিকল্পাতীতঃ প্রত্যগাত্মা ভূমেত্যস্মৎপক্ষসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং পক্ষমনূদ্য তস্মিন্ দোষং সূচয়তি—অথেত্যাদিনা। তমেব দোষং প্রশ্নপূর্ব্বকং স্ফুটয়তি—যদ্যেবমিত্যাদিনা। সতি ক্রিয়াকারকফলভেদে কথং সংসারান্নিবৃত্তিস্তত্রাহ—ক্রিয়েতি। সতি ভেদে ক্রিয়াদেঃ সংসারত্বং লোকে দৃষ্টং, তদ্বৈলক্ষণ্যাদেকস্মিন্নেব ক্রিয়াকারকভাবস্য ন সংসারতেতি চোদয়তি—আত্মৈকত্ব ইতি। একস্মিন্ ক্রিয়াদিভেদস্যাসম্ভবং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—নাত্মন ইতি। দ্বিতীয়পক্ষস্য দুষ্টত্বে স্পষ্টীকৃতে প্রথমপক্ষস্যাপি সমানং দুষ্টত্বমিতি শিষ্যঃ শঙ্কতে—অন্যেতি। আদ্যপক্ষেঽপি ন পশ্যতীত্যেতাবতৈব দর্শনাদ্যভাবলাভাদ্ যত্রেতি অন্যদিতি চ বিশেষণে ব্যর্থে স্যাতামিত্যর্থঃ। ব্যর্থমেবেদৃশং বচনমিত্যাশঙ্ক্য শিষ্যঃ স্বয়মেব ব্রূতে—দৃশ্যতে হীতি। লোকে হি যত্র শূন্যে গৃহে নান্যৎ পশ্যতি তদ্দেবদত্তীয়মিতি প্রয়োগো দৃশ্যতে, ন চ তস্য নৈরর্থক্যমিষ্টং ব্যবহারাঙ্গত্বাৎ। যথাচ তস্মিন্ যথোক্তে ধনধান্যাদ্যদর্শনেঽপি স্তম্ভাদীন্ গৃহং চ ন পশ্যতীতি শ্রুতস্য নৈরর্থক্যং ন গম্যতে। কিন্তু তত্র স্তম্ভাদীনাং তস্য চ দর্শনমিষ্টং, তথা যত্র নান্যৎ পশ্যতি ইত্যত্রাপি বিশেষণবৈয়র্থ্যে সমাধানং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। কিং বিশেষণার্থবত্ত্বানুপপত্ত্যা ভূম্যধিকরণাধিকর্ত্তব্যভাবঃ স্বাত্মদর্শনং চ বাচ্যমিত্যুচ্যতে? কিংবা শ্রুতস্য গতির্বক্তব্যেতি পৃচ্ছ্যতে। তত্রাদ্যং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। তথা তত্ত্বমসীতিবদিত্যর্থঃ। নির্দ্ধারিতত্বাদধিকরণাধিকর্ত্তব্যভেদানুপপত্তিরিতি শেষঃ। যচ্চান্যন্ন পশ্যতীতি বিশেষণাদাত্মনঃ স্বদর্শনং বাচ্যমিতি তত্রাহ—অদৃশ্য ইতি। দ্বিতীয়মনূদ্য গতিমাহ—যত্রেত্যাদিনা। পরিহারভাগং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। একস্মিন্নেব ভূম্নি যত্রেতি বিশেষণমনর্হমপি প্রযুজ্যতে, প্রসিদ্ধ্যনুবাদে নাধিকরণাদিবিকল্পাবিষয়ত্বলক্ষণস্য ভূম্নোলক্ষণস্য বিবক্ষিতত্বাদিত্যাহ—এবমিতি। যদবিদ্যাবস্থমন্যদর্শনাদি, তদনুবাদেন নান্যৎ পশ্যতীতি বিশেষণং চ ভূম্নি ন বিরুধ্যতে দর্শনাদ্যবিষয়ত্বলক্ষণস্য ভূম্নো লক্ষণস্য বিবক্ষিতত্বাদিত্যাহ—অবিদ্যেতি। লক্ষণবাক্যার্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। দর্শনাদিসকলসাংসারিকব্যবহারাভাবোপলক্ষিতং তত্ত্বং ভূমেত্যর্থঃ।

অথ যত্রেত্যাদি বাক্যং ব্যাকরোতি—অথেতি। পরিচ্ছিন্নস্য বিদ্যাকাল-ভাবিত্বং দৃষ্টান্তেন বিবৃণোতি—যথেতি। তত এব পরিচ্ছিন্নত্বাদিতি যাবৎ। কথং তদমৃতমিতি ভূম্নি তচ্ছব্দপ্রয়োগস্তত্রাহ—তচ্ছব্দ ইতি।

ভূম্নঃ সুখত্ববচনাত্তস্য চাশ্রয়ং পৃচ্ছতি—স তর্হীতি। ব্যবহারদৃষ্ট্যা প্রশ্নো বস্তুদৃষ্ট্যা বেতি বিকল্প্যাদ্যং প্রত্যাহ—ইত্যুক্তবন্তমিতি। দ্বিতীয়মনূদ্য নিরাকরোতি—যদীতি ॥৫৬০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত ভূমার লক্ষণ কি, তাহা বলিতেছেন—ভূমাসংজ্ঞক যে তত্ত্বে (ব্রহ্মে) দৃশ্য হইতে অন্য—বিভক্ত বা পৃথক্ দ্রষ্টা, পৃথক্ করণ (ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা অন্য কিছু দ্রষ্টব্য দর্শন করে না, সেইপ্রকার অন্য কিছু শ্রবণ করে না। জগতে যত কিছু বিষয় বা অনুভবযোগ্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তই নাম ও রূপের অন্তর্ভূত, অর্থাৎ নাম ও রূপ হইতে অতিরিক্ত নহে; এই কারণে নাম (শব্দ) ও রূপের গ্রাহক দর্শন ও শ্রবণের (চক্ষু ও কর্ণের ব্যাপারের) গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহাই অন্য সমস্তেরও (স্পর্শাদিরও) উপলক্ষণ অর্থাৎ বোধক। অধিকাংশ স্থলেই বিজ্ঞানের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের পূর্ব্বে মনন থাকা আবশ্যক হয়; এই জন্য অন্য কিছু দ্রষ্টব্য বিষয় মনন করে না—চিন্তা করে না, বলিয়া কেবল মননেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেইরূপ [যাহাতে] অন্য কিছু জানে না। যাহা এবংবিধ লক্ষণাক্রান্ত, তাহাই ভূমা।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, লোকপ্রসিদ্ধ যে ভেদদর্শন, "নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যাদি বাক্যে ভূমা—ব্রহ্মে তাহারই প্রতিষেধ করা হইতেছে? অথবা [তদবস্থায়] অন্য কিছু দর্শন করে না, কেবল আত্মাকেই দর্শন করে, ইহাই বলা হইতেছে? ভাল, এরূপ প্রশ্নের ফলই বা কি? [তদুত্তরে বলিতেছেন,] যদি কেবল অন্য পদার্থের দর্শনাদির অভাবমাত্র বলা হয়, তাহা হইলে, ভূমাকে দ্বৈত-ব্যবহারের বিলক্ষণ অর্থাৎ ভেদমূলক দর্শন শ্রবণাদি সর্ব্ব ব্যবহাররহিত বলা হয়, আর যদি অপর পদার্থের দর্শনাদির প্রতিষেধ করিয়া কেবল আত্মাকে দর্শন করে বলা হয়, তাহা হইলে একেতেই (এক ব্রহ্মেই) ক্রিয়া, কারক ও কালভেদ স্বীকার করা হইয়া পড়ে। আচ্ছা, এরূপ হইলেই বা দোষ কি? হাঁ, ইহাই দোষ যে, সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে না; কেননা, ক্রিয়া, কারকাদি ভেদ লইয়াই সংসার; [সুতরাং ক্রিয়া, কারকাদি ভেদ থাকিলে আর সংসার নিবৃত্তি হইতে পারে না]। যদি বল, আত্মৈকত্বেই অর্থাৎ এক আত্মাতেই সংসার-বিলক্ষণ অলৌকিক ক্রিয়া, কারকাদি ভেদ সংঘটিত হয়? না, কারণ, আত্মার নির্ব্বিশেষ একত্ব স্বীকার করিলে তাহাতেই যে আবার দর্শনাদি ক্রিয়া ও তাহার কারক ও ফলভেদ স্বীকার, তাহা কেবল কথামাত্র, অর্থাৎ অর্থহীন—নিরর্থক শব্দমাত্র হইয়া পড়ে। যদি বল, অন্য কিছুমাত্র দর্শন করে না, এই যে অন্য-দর্শনাদির অভাবার্থ, সে পক্ষেও ত 'যত্র' (যাহাতে) ও 'অন্যৎ'

(অপর কিছু), এই বিশেষণ দুইটি নিরর্থক হইয়া পড়ে,—ব্যবহার ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'যে শূন্য গৃহে অন্য কিছু দেখিতেছে না,' এই কথা বলিলে, সেখানে যে গৃহের স্তম্ভাদি ও তন্মধ্যস্থ আপনাকেও দর্শন করিতেছে না, তাহা নহে, পরন্তু নিশ্চয়ই তাহা দেখিতেছে, ইহাই প্রতীতি হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপই হইবে। না,—তাহা বলিতে পার না; কারণ, "তত্ত্বমসি" (তুমি হইতেছ সেই ব্রহ্মস্বরূপ) এই একত্বোপদেশবশতঃ অধিকরণ ও অধিকারী ভেদ অর্থাৎ যাহাতে (যত্র) এই অধিকরণ, আর 'পশ্যতি'র কর্ত্তা, এইরূপ ভেদ-প্রতীতি সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ষষ্ঠাধ্যায়েই সৎপদার্থ যে এক ও অদ্বিতীয়, তাহা অবধারিত হইয়াছে। তাহার পর আবার 'শরীরহীন, অতএব অদৃশ্য আত্মাতে', 'ইঁহার রূপ (স্বরূপ) দর্শনপথে অবস্থান করে না'; আর 'বিজ্ঞাতাকে (সর্ব্বানুভবের কর্ত্তাকে) আবার কিসের দ্বারা জানিবে' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারেও আত্মাতে দর্শনাদি ব্যবহারের অনুপপত্তি হয়। যদি বল, 'যত্র' (যাহাতে) এই বিশেষণটি অনর্থক হইয়া পড়ে? না, তাহাও হয় না; কারণ, অবিদ্যাকৃত ভেদসাপেক্ষ এই বিশেষণ, যেমন সত্য পদার্থের একত্ব ও (অদ্বিতীয়ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানবুদ্ধি) অনুসারে সংখ্যাদির অযোগ্য হইলেও সেই সৎপদার্থকে 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্' বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভূমা এক হইলেও তাহাতে (ভেদ-বোধক) 'যত্র' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর অবিদ্যা-অবস্থায় প্রসিদ্ধ ভেদ দর্শনের অনুবাদ (প্রসিদ্ধের কথন—অনুবাদ) করিয়া ভূমার সম্বন্ধে সেই ব্যাবহারিক ভেদদৃষ্টি নিষেধাভিপ্রায়ে "ন অন্যৎ পশ্যতি" এই রূপে বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব, ভূমাতে কোন প্রকার সাংসারিক ব্যবহার নাই, ইহাই উক্ত বাক্যসমুদায়ের অভিপ্রেত অর্থ।

পক্ষান্তরে, যেখানে—অবিদ্যাধিকারে অপরে অপরের দ্বারা অপরকেও দর্শন করে, তাহা অল্প, অর্থাৎ যতকাল অবিদ্যার অস্তিত্ব, ততক্ষণমাত্রস্থায়ী; স্বপ্নদৃশ্য বস্তু যেমন জাগরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থায়ী, ইহাও তদ্রূপ। সেই কারণেই অল্পত্ব নিবন্ধনই তাহা মর্ত্ত্য অর্থাৎ স্বাপ্ন বস্তুরই ন্যায় বিনাশশীল; তদ্বিপরীত (অল্পের বিপরীত) যাহা ভূমা, তাহা অমৃত; এখানে তৎ-পদটি অমৃতত্বপর অর্থাৎ অমৃতত্ব-অর্থে উহার তাৎপর্য্য।

[নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,] হে ভগবন্, তাহা হইলে এবংবিধ লক্ষণ-বিশিষ্ট সেই ভূমা কোথায় অবস্থিত? এই কথা বলিলে পর সনৎকুমার নারদকে বলিলেন—স্বে মহিম্নি অর্থাৎ সেই ভূমা স্বীয় মহিমায় মাহাত্ম্যেও বিভূতিতে (ঐশ্বর্য্যে) প্রতিষ্ঠিত। যদি তুমি কোথাও তাহার প্রতিষ্ঠা শুনিতে ইচ্ছা কর, [তাহা

হইলেই ঐ কথা,] আর যদি পরমার্থ তত্ত্বই জানিতে ইচ্ছা কর, [তাহা হইলে, আমরা বলি—] না—মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহে, অর্থাৎ ভূমা কোথাও প্রতিষ্ঠিত বা আশ্রিত নহে, [সর্ব্বাশ্রয়ের আবার আশ্রয় কি ?] ॥৫৬০॥১

গো-অশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি, নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥৫৬১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৪॥

ইহ (জগতি) গো-অশ্বং (গাবশ্চ অশ্বাশ্চ—গো-অশ্বং), হস্তি-হিরণ্যং (হস্তিনশ্চ হিরণ্যানি সুবর্ণানি চ—হস্তিহিরণ্যং), দাসভার্য্যং (দাসাঃ ভৃত্যাশ্চ ভার্য্যাঃ স্ত্রিয়শ্চ দাসভার্য্যং), ক্ষেত্রাণি (ভূময়ঃ), আয়তনানি (বাসস্থানানি) [যথা] মহিমা (বিভূতিঃ) ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [লৌকিকাঃ] অহম্ এবং (গবাদিবৎ ভূম্নঃ মহিমানং) ন ব্রবীমি ইতি, [কুতঃ] হি (যতঃ) অন্যঃ অন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ [ভবতি], [অত্র তু তথা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ] কিন্তু এবং ব্রবীমি—'স এব অধস্তাৎ' ইত্যাদ্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥

জগতে গো, অশ্ব, হস্তী, সুবর্ণ, দাস, ভার্য্যা, ভূমি ও গৃহাদি যেরূপ মহিমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, আমি সেরূপ মহিমা বলিতেছি না, কারণ, অপর পদার্থই অপর পদার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, (ভূমার অন্য যখন কিছুই নাই, তখন সেরূপ মহিমা-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না), পরন্তু আমি এইরূপই বলিতেছি যে,—'তাহাই নীচে' ইত্যাদি ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—যদি স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠিতো ভূমা, কথং তর্হি অপ্রতিষ্ঠ উচ্যতে ? শৃণু—গো-অশ্বাদি ইহ মহিমেত্যাচক্ষতে। গাবশ্চ অশ্বাশ্চ গো-অশ্বম্, দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। সর্ব্বত্র গবাশ্বাদি মহিমেতি প্রসিদ্ধম্ ; তদাশ্রিতস্তৎপ্রতিষ্ঠশ্চৈত্রো ভবতি যথা, নাহমেবং স্বতোঽন্যং মহিমানমাশ্রিতো ভূমা চৈত্রবদিতি ব্রবীমি। অত্র হেতুত্বেন অন্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। কিন্ত্বেবং ব্রবীমীতি হোবাচ—স এবেত্যাদি ॥৫৬১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২৪॥

আনন্দগিরিঃ ।—পূর্ব্বাপরবিরোধমাশঙ্ক্য পরিহরতি—যদীত্যাদিনা। ভূম্নঃ স্বতোঽন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতত্বাভাবোঽত্রেত্যুচ্যতে। তত্রান্যো হীত্যাদিবাক্যস্য হেতুত্বেন হেতুনা তেন ব্যবহিতেন নাহমেবং ব্রবীমীত্যস্য সম্বন্ধ ইতি যোজনা। কথং তর্হি ব্রবীতি ভবান্ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কিংত্বিতি ॥৫৬১॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—ভাল, ভূমা যদি স্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে অপ্রতিষ্ঠ বলা হইতেছে কিরূপে? হাঁ; শ্রবণ কর,—ইহলোকে গো-অশ্ব প্রভৃতি পদার্থনিচয় মহিমা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ জগতে সর্ব্বত্রই গো-অশ্ব প্রভৃতি পদার্থগুলি মহিমা (ঐশ্বর্য্য) বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই গবাশ্বাদিকে আশ্রয় বা গ্রহণ করিলে যেরূপ (তৎস্বামী) চৈত্র (কোন এক লোক) যেরূপ তৎপ্রতিষ্ঠ (গবাশ্বাদিতে প্রতিষ্ঠিত) বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ উক্ত ভূমাও যে চৈত্রের ন্যায় আপনা হইতে ভিন্ন অতিরিক্ত মহিমায় আশ্রিত আছেন বলিতেছি, তাহা নহে; কেননা, অন্য পদার্থই অন্য পদার্থে প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে; এই ব্যবহিত বা দূরবর্ত্তী হেতু-বোধক বাক্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ। পরন্তু আমি এইরূপ বলিতেছি যে, এই কথা বলিয়া—[পরবর্ত্তী শ্রুতির] "স এব" ইত্যাদি বলিলেন ॥৫৬১॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২৪॥

পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং্ সর্ব্বমিতি। অথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং্ সর্ব্বমিতি ॥৫৬২॥১

সঃ (ভূমা) এব অধস্তাৎ (অধোদেশে), সঃ (ভূমা) উপরিষ্টাৎ (ঊর্দ্ধে), সঃ (ভূমা), পশ্চাৎ, সঃ পুরস্তাৎ (অগ্রে), সঃ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে), সঃ উত্তরতঃ (বামে); [কিং বহুনা,] সঃ (ভূমা) এব ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (নিখিলং জগৎ ইতি)। অথ (অনন্তরং) অতঃ (হেতোঃ) অহংকারাদেশঃ (অহংকারেণ আদিশ্যতে উপদিশ্যতে ইতি অহঙ্কারাদেশঃ, অহংরূপেণ ভূম্ন উপদেশ ইত্যর্থঃ)—অহম্ এব অধস্তাৎ, অহম্ উপরিষ্টাৎ, অহং পুরস্তাৎ, অহং পশ্চাৎ, অহং দক্ষিণতঃ, অহম্ উত্তরতঃ, অহম্ এব ইদং সর্ব্বং (জগদিত্যর্থঃ)॥

তাহাই (ভূমাই) অধোভাগে (নিম্নে), তাহাই ঊর্দ্ধে, তাহাই পশ্চাতে, তাহাই অগ্রে, তাহাই দক্ষিণে, তাহাই উত্তরে, তাহাই (সেই ভূমাই) এই সমস্ত জগৎ। অতঃপর অহম্ আকারে ভূমার উপদেশ কথিত হইতেছে—আমিই অধোভাগে, আমিই ঊর্দ্ধে, আমিই পশ্চাতে, আমিই অগ্রে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এই সমস্ত।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কস্মাৎ পুনঃ ক্বচিৎ ন প্রতিষ্ঠিত ইতি, উচ্যতে—যস্মাৎ স এব ভূমা অধস্তাৎ ন তদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ বিদ্যতে—যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ। তথা উপরিষ্টাদিত্যাদি সমানম্। সতি ভূম্নোঽন্যস্মিন্ ভূমা হি প্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ, ন তু তদস্তি; স এব তু সর্ব্বম্। অতস্তস্মাদসৌ ন ক্বচিৎ প্রতিষ্ঠিতঃ।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যধিকরণাধিকর্ত্তব্যতানির্দ্দেশাৎ, "স এবাধস্তাৎ" ইতি চ পরোক্ষনির্দ্দেশাৎ দ্রষ্টুর্জ্জীবাদন্যো ভূমা স্যাৎ, ইত্যাশঙ্কা কস্যচিৎ মাভূৎ, ইতি অথাতঃ অনন্তরম্ অহঙ্কারাদেশঃ—অহঙ্কারেণাদিশ্যতে ইত্যহঙ্কারাদেশঃ। দ্রষ্টুরনন্যত্বদর্শনার্থং ভূমৈব নির্দ্দিশ্যতে অহঙ্কারেণ অহমেবাধস্তাদিত্যাদিনা ॥৫৬২॥১

আনন্দগিরিঃ।—অবতারিতমেব বাক্যং প্রশ্নপূর্ব্বকমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—কস্মাদিত্যাদিনা। উক্তমেবার্থং ব্যতিরেকদ্বারা বিবৃণোতি—সতীতি।

অহংকারাত্মোপদেশস্যাভিপ্রায়মাহ—যত্রেতি। কোঽসাবহংকারেণাদিশ্যতে? ইত্যাশঙ্ক্য প্রয়োজনানুবাদপূর্ব্বকমাহ—দ্রষ্টু রিতি ॥৫৬২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—কি কারণে কোথাও প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা কথিত হইতেছে—যেহেতু সেই ভূমাই অধোভাগে, অর্থাৎ অধোভাগেও ভূমাতিরিক্ত এমন কোনও পদার্থ নাই, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেইরূপ 'উপরে' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের মত। যদি ভূমাতিরিক্ত আর কিছু থাকিত, তাহা হইলেই ভূমা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা ত নাই; পরন্তু সেই ভূমাই সর্ব্বময়; এই কারণেই এই ভূমা কোথাও প্রতিষ্ঠিত নহে।

'যাহাতে অপর কিছু দর্শন করে না' এইরূপে অধিকরণ ও অধিকর্ত্তব্যতার (দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের) নির্দ্দেশ থাকায়, এবং 'তাহাই অধোভাগে' এই স্থলে আবার অবিষয়ত্ব নির্দ্দেশ থাকায় কাহারো মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, উক্ত ভূমা বোধ হয় দ্রষ্টা জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ। তন্নিষেধার্থ বলিতেছেন—অতঃপর অহঙ্কারাদেশ,—অহঙ্কাররূপে যাহা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা অহঙ্কারাদেশ। অভিপ্রায় এই যে, দ্রষ্টা ও ভূমার অভিন্নত্ব জ্ঞাপনের জন্য 'অহমেব অধস্তাৎ' (আমিই অধোভাগে) ইত্যাদি বাক্যে উক্ত ভূমাই অহংপদে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ॥৫৬২॥১

অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদꣳ সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাꣳ সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি ॥৫৬৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৫॥

[ইদানীং ভূম্ন আত্মত্বোপদেশার্থমাহ—"অথাতঃ" ইত্যাদি। অতঃ (যস্মাৎ ভূমা আত্মনো নাতিরিক্তঃ, তস্মাৎ) অথ (অনন্তরং) আত্মাদেশঃ, (আত্মনা—আত্মস্বরূপেণ আদিশ্যতে ইতি আত্মাদেশঃ,—আত্মস্বরূপেণাপি উপদিশ্যতে ভূমেত্যর্থঃ), এব (নিশ্চয়ে); আত্মা এব অধস্তাৎ, আত্মা উপরিষ্টাৎ, আত্মা পশ্চাৎ, আত্মা পুরস্তাৎ, আত্মা দক্ষিণতঃ, আত্মা উত্তরতঃ, আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্ ইতি। স বা এষঃ (বিদ্বান্) এবং (আত্মনঃ সর্ব্বাত্মভাবং) পশ্যন্ এবং মন্বানঃ

(চিন্তয়ন্) এবং বিজানন্ (স্বয়ম্ অনুভবন্) আত্মরতিঃ (আত্মনি এব রতিঃ—রমণং যস্য, সঃ আত্মরতিঃ) আত্মক্রীড়ঃ (আত্মনি ক্রীড়া—বিলাসঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ), আত্মমিথুনঃ (মিথুনং পরস্পরসংযোগজং সুখং, তদপি আত্মনি এব যস্য, সঃ তথোক্তঃ), আত্মানন্দঃ [ভবতি]। [কিঞ্চ], সঃ (বিদ্বান্) স্বরাট্ (স্বয়ং রাজতে স্বস্বরূপেণ প্রকাশতে ইতি স্বরাট্) ভবতি। তস্য (বিদুষঃ) সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ (স্বাতন্ত্র্যং) ভবতি। অথ (পক্ষান্তরে) যে (জনাঃ) অতঃ (অস্মাৎ সর্ব্বাত্মভাবাৎ) অন্যথা (প্রকারান্তরেণ) বিদুঃ (আত্মানং জানন্তি), তে অন্যরাজানঃ (অন্যঃ রাজা যেষাং, তে অন্যরাজানঃ) ক্ষয্যলোকাঃ (ক্ষয্যাঃ ক্ষয়শীলাঃ লোকাঃ ভোগ্যবস্তূনি যেষাং, তে তথা) ভবন্তি ; তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু (স্বর্গাদিষু) অকামচারঃ (কামাচারাভাবঃ) ভবতি ॥

অতঃপর ভূমাকে আত্মারূপে উপদেশ করিতেছে—আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই ঊর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত জগৎ। সেই উপাসক এই প্রকার দর্শন, এই প্রকার মনন, এই প্রকার বিজ্ঞান (অনুভূতি) করিয়া আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন ও আত্মানন্দ হয়, এবং স্বস্বরূপে প্রকাশমান—স্বরাজ্ হয়, স্বর্গাদি সমস্ত লোকে তাহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হয়। পক্ষান্তরে, যাহারা ইহার বিপরীত ভাবে জ্ঞান লাভ করে, তাহারা অন্য রাজার অধীন হয় (স্বরাজ্ হয় না) এবং ক্ষয্যলোক হয়, অর্থাৎ তাহাদের ভোগ্য লোকসমূহও চিরস্থায়ী হয় না ; অধিকন্তু সমস্ত লোকেই তাহাদের অস্বাতন্ত্র্য বা পরাধীনভাব উপস্থিত হয়।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অহঙ্কারেণ দেহাদিসঙ্ঘাতোঽপি আদিশ্যতে অবিবেকিভিঃ, ইত্যতস্তদাশঙ্কা মা ভূদিতি অথ অনন্তরম্ আত্মাদেশঃ—আত্মনৈব কেবলেন সৎস্বরূপেণ শুদ্ধেনাদিশ্যতে। আত্মৈব সর্ব্বতঃ সর্ব্বম্, ইত্যেবমেকমজং সর্ব্বতো ব্যোমবৎ পূর্ণম্ অন্যশূন্যং পশ্যন্ স বৈ এষ বিদ্বান্ মনন-বিজ্ঞানাভ্যাম্ আত্মরতিঃ আত্মন্যেব রতিঃ রমণং যস্য, সোঽয়মাত্মরতিঃ, তথা আত্মক্রীড়ঃ। দেহমাত্রসাধনা রতিঃ, বাহ্যসাধনা ক্রীড়া। লোকে স্ত্রীভিঃ সখিভিশ্চ ক্রীড়তীতি দর্শনাৎ। ন তথা বিদুষঃ, কিং তর্হি আত্মবিজ্ঞাননিমিত্তমেবোভয়ং ভবতীত্যর্থঃ। মিথুনং দ্বন্দ্বজনিতং সুখং, তদপি দ্বন্দ্বনিরপেক্ষং যস্য বিদুষঃ তথা আত্মানন্দঃ, শব্দাদিনিমিত্তঃ আনন্দোঽবিদুষাম্ ; ন তথাস্য বিদুষঃ ; কিন্তর্হি আত্মনিমিত্তমেব সর্ব্বং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারেণ চ। দেহজীবিতভোগাদিনিমিত্তবাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ। স এবংলক্ষণো বিদ্বান্ জীবন্নেব স্বারাজ্যেঽভিষিক্তঃ, পতিতেঽপি দেহে স্বরাডেব ভবতি। যত এবং ভবতি, তত এব তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি

প্রাণাদিষু পূর্ব্বভূমিষু 'তত্রাস্য' ইতি তাবন্মাত্রপরিচ্ছিন্নকামচারিত্বমুক্তম্ অন্য-রাজত্বং চ অর্থপ্রাপ্তং, সাতিশয়ত্বাৎ। যথাপ্রাপ্তস্বারাজ্যকামচারত্বানুবাদেন তত্তন্নি-বৃত্তিরিহোচ্যতে—স স্বরাডিত্যাদিনা। অথ পুনর্যেঽন্যথা অত উক্তদর্শনাদন্যথা বৈপরীত্যেন যথোক্তমেব বা সম্যক্ ন বিদুঃ, তে অন্যরাজানো ভবন্তি, অন্য পরো রাজা স্বামী যেষাং, তেঽন্যরাজানস্তে। কিঞ্চ, ক্ষয্যলোকাঃ ক্ষয্যো লোকো যেষাং, তে ক্ষয্যলোকাঃ। ভেদদর্শনস্যাল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পঞ্চ তন্মর্ত্ত্যমিত্যবোচাম। তস্মাদ্ যে দ্বৈতদর্শিনস্তে ক্ষয্যলোকাঃ স্পর্শনানুরূপ্যেণৈব ভবন্তি; অতএব তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৫৬৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চবিংশখণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২৫॥

আনন্দগিরিঃ।—অহংকারাদেশাৎ পৃথগাত্মাদেশস্য তাৎপর্য্যমাহ—অহংকারে-ণেতি। উক্তাত্মবিজ্ঞানবতঃ কৃতকৃত্যতামাহ—আত্মৈবেতি। একমিতি সজাতীয়-ভেদরাহিত্যস্যোক্তিঃ, অন্যশূন্যমিতি বিজাতীয়ভেদশূন্যত্বমুচ্যতে। রতিক্রীড়য়ো-রবান্তরভেদং দর্শয়তি—দেহমাত্রেতি। ক্রীড়া ব্যহ্যসাধনেত্যত্র লোকসম্মতিমাহ—লোক ইতি। দেহস্য জীবিতে চ ভোগত্যাগয়োশ্চ নিমিত্তং বাহ্যবস্তু, তত্র সর্ব্বত্র নিরপেক্ষা যদৃচ্ছালাভেষ্বাসঙ্গবর্জ্জিতঃ বিদ্বানিত্যাহ—দেহেতি। জীবন্মুক্তিমুক্ত্বা বিদেহমুক্তিং দর্শয়তি—স ইতি। স্বারাজ্যং নিমিত্তীকৃত্য ফলান্তরমাহ—যত এবমিতি।

স্বারাজ্যসর্ব্বলোককামচারয়োস্তাৎপর্য্যমাহ—প্রাণাদিষ্বিতি। যাবন্নাম্নো গতং, তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতীত্যাদিনা পরিচ্ছিন্নং পরতন্ত্রং চ পূর্ব্বভূমিষু ফলমুক্তমত্র তু পরমানন্দপ্রাপ্তৌ তদ্ব্যাবৃত্তিরুচ্যতে, ন তু সোপাধিকং রূপমিত্যর্থঃ। ফলপ্রদর্শন-দ্বারেণ স্তুত্বা বিদ্যামবিদ্বন্নিন্দাদ্বারাপি তাং স্তৌতি—যথেত্যাদিনা। তে ক্ষয্যলোকা-ভবন্তীতি সম্বন্ধঃ। ভেদদর্শিনাং বিনাশিফলবত্ত্বে হেতুমাহ—ভেদদর্শনস্যেতি। পরিচ্ছিন্নস্য বিনাশিত্ব-বচনং তস্মাদিতি পরামৃশতি ॥৫৬৩॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—অবিবেকী লোকেরা দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিকেও 'অহং' পদে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এখানে সেরূপ অর্থের আশঙ্কা না হউক, এইজন্য অতঃপর আত্মাদেশ অর্থাৎ সেই ভূমা কেবলই বিশুদ্ধ সৎস্বরূপ আত্মারূপে আদিষ্ট বা উপদিষ্ট হইতেছে। সেই এই বিদ্বান্ আত্মাই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাত্মক, এই প্রকারে—আকাশবৎ সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ, এক, অজ (জন্মরহিত) এবং অপর পদার্থশূন্য, মনন ও অনুভূতির সাহায্যে এই প্রকার দর্শন করিয়া—আত্ম-রতি, আত্মাতেই যাহার রতি বা রমণ (প্রীতি), সে আত্মরতি; সেইরূপ আত্ম-ক্রীড়, [রতি ও ক্রীড়ার প্রভেদ এই যে,] কেবলই দেহসাধ্য হয় রতি, আর বাহ্য-সাধনসাপেক্ষ যাহা হয়, তাহার নাম—ক্রীড়া, ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'স্ত্রীগণের সহিত ও সখাগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে' ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্বানের পক্ষে সেরূপ হয় না; তবে কিরূপ? তদুভয়ই (রতি ও ক্রীড়া)

আত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হয়। মিথুন অর্থ দ্বন্দ্বজনিত সুখ, [দ্বন্দ্ব অর্থ—স্ত্রী-পুরুষযুগল, এবং পরস্পরবিরোধী—শীতোষ্ণাদি], সেরূপ সুখও বিদ্বানের দ্বন্দ্ব-নিরপেক্ষভাবেই সম্পন্ন হয়। সেইরূপ, আত্মানন্দ—অজ্ঞদিগের আনন্দ শব্দাদি-বিষয়াধীন, কিন্তু এই বিদ্বানের আনন্দ সে প্রকার নহে, তবে কি প্রকার?—তাহার সর্ব্বকালীন সর্ব্বপ্রকার সমুদয় আনন্দের মূল কারণও সেই আত্মা, অর্থাৎ দেহ, জীবন ও ভোগাদিরূপ নিমিত্ত এবং বাহ্যসাধননিরপেক্ষ তাহার আনন্দ। উক্ত প্রকার সেই এই বিদ্বান্ জীবদবস্থায়ও স্বারাজ্যে অভিষিক্ত থাকেন, দেহ-পাতের পরও স্বরাজ্ই হন। যেহেতু তিনি এরূপ হন, সেই হেতুই সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণাদি ভূমিতে (উপাস্যবিষয়) যে উপাসকের কামচারের কথা উক্ত হইয়াছে। তাহা কেবল উপাস্যানুযায়ী পরিচ্ছিন্ন কামচারিত্ব অর্থাৎ কেবল সেই কয়েকটি বিষয় মাত্র অধিকার হইয়া থাকে; কিন্তু সমস্ত বিষয়ে কামচারিত্ব হয় না; আর তাহাদের যে অন্যরাজত্ব অপর রাজার অধীনতা, তাহা ত অর্থ-প্রাপ্ত বা তাৎপর্য্যলব্ধ; কেননা, তাহাদের কামচারিত্ব বা অধিকার হইতেছে—সাতিশয়, অর্থাৎ তারতম্যযুক্ত। এখানে আত্মবিজ্ঞানের অনুগত ফল স্বারাজ্যে কামচারিতাপ্রাপ্তির অনুবাদ করিয়া অর্থাৎ প্রমাণান্তরসিদ্ধ ঐরূপ অপরিচ্ছিন্ন কামচারিত্বের পুনরুল্লেখ দ্বারা সেই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন কামচারিত্বের প্রতিষেধ কথিত হইতেছে—'তিনি স্বরাট্ হন' ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যাহারা উক্ত প্রকার বিজ্ঞানের বিপরীত ভাবে জ্ঞান লাভ করে, অথবা উক্ত বিষয়গুলিও যদি যথাযথ ভাবে অবগত না হয়, তাহারা অন্যরাজ হয়; অন্য—আপনার অতিরিক্ত লোক যাহাদের রাজা—প্রভু, তাহারা অন্যরাজ; অধিকন্তু তাহারা যে সমস্ত ভোগভূমি প্রাপ্ত হয়, সে সমস্তও ক্ষয্য—ক্ষয়শীল (বিনাশী); কেননা, ভেদবুদ্ধিতে যাহা দেখা হয়, তাহা পরিমাণে অতি অল্প; অল্পমাত্রই যে মর্ত্ত্য বা বিনাশশীল, এ কথা আমরা বলিয়াছি। অতএব যাহারা দ্বৈতদর্শী (ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন), তাহারা নিজ নিজ জ্ঞানানুসারেই ক্ষয়শীল লোকসমূহ লাভ করিয়া থাকে; কাজেই সর্ব্বত্র তাহাদের অ-কামচার অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যের অভাব হইয়া থাকে ॥৬৩॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২৫॥

ষড়্বিংশঃ খণ্ডঃ।

তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্ম্মাণ্যাত্মত এবেদꣳসর্ব্বমিতি ॥৫৬৪॥১

তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) হ বৈ এতস্য (স্বারাজ্যপ্রাপ্তস্য) এবং (যথোক্তপ্রকারং) পশ্যতঃ, এবং মন্বানস্য, এবং বিজানতঃ (বিদুষঃ) আত্মতঃ (আত্মনঃ) প্রাণঃ, আত্মতঃ আশা, আত্মতঃ স্মরঃ, আত্মতঃ আকাশঃ, আত্মতঃ তেজঃ, আত্মতঃ আপঃ, আত্মতঃ আবির্ভাব-তিরোভাবৌ, আত্মতঃ অন্নং, আত্মতঃ বলং, আত্মতঃ বিজ্ঞানং, আত্মতঃ ধ্যানং, আত্মতঃ চিত্তং, আত্মতঃ সংকল্পঃ, আত্মতঃ মনঃ, আত্মতঃ বাক্, আত্মতঃ নাম, আত্মতঃ মন্ত্রাঃ, আত্মতঃ কর্ম্মাণি, আত্মত এব ইদং সর্ব্বম্ (জগৎ) ইতি ॥

সেই পূর্ব্বোক্ত স্বারাজ্যপ্রাপ্ত এবং যথোক্তপ্রকার দর্শন, যথোক্তপ্রকার মনন ও যথোক্তপ্রকার বিজ্ঞানবান্ পুরুষের আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মর, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই তেজঃ, আত্মা হইতেই জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব (উৎপত্তি ও প্রলয়), আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতে বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সংকল্প, আত্মা হইতেই মনঃ, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্রসমূহ, আত্মা হইতে এই সমস্ত জগৎ [প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্য হ বা এতস্যেত্যাদি স্বারাজ্যং প্রাপ্তস্য প্রকৃতস্য বিদুষ ইত্যর্থঃ। প্রাক্ সদাত্মবিজ্ঞানাৎ স্বাত্মনোঽন্যস্মাৎ সতঃ প্রাণাদের্নামান্তস্যোৎপত্তিপ্রলয়াবভূতাম্, সদাত্মবিজ্ঞানে তু সতি ইদানীং স্বাত্মত এব সংবৃত্তৌ। তথা সর্ব্বোঽপ্যন্যো ব্যবহার আত্মত এব বিদুষঃ ॥৫৬৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—উক্তবিদ্যাস্তুত্যর্থমেব বিদুষঃ স্রষ্টৃত্বমাহ—তস্যেতি। তথা বিদুষঃ স্রষ্টৃত্বব্যবহারবদিত্যর্থঃ। ক্রীড়াদিরন্যো ব্যবহারঃ ॥৫৬৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সেই ইহার—স্বারাজ্যপ্রাপ্ত প্রস্তাবিত বিদ্বানের। সৎস্বরূপ আত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে আপনা হইতে অন্য বা পৃথক্ পদার্থ সৎব্রহ্ম হইতে প্রাণ হইতে নাম পর্য্যন্ত সমস্তের উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়াছিল, অর্থাৎ ঐ প্রকার জ্ঞান হইতে, কিন্তু এখন সৎস্বরূপ আত্মবিজ্ঞানের পর স্বীয় আত্মা হইতেই উৎপত্তি ও প্রলয় সম্পন্ন হইতেছে। এই প্রকার বিদ্বান্ পুরুষের নিকট অন্যান্য সমস্ত ব্যবহারও আত্মা হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥৫৬৪॥১

তদেষ শ্লোকঃ—

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাঁ
সর্ব্বঁ হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি
স একধা ভবতি * ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা
সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ
শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিঁশতিঃ।

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তঁ স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তঁ স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে ॥৫৬৫॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষড়্‌বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৬॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৭॥২৬॥

তৎ (তস্মিন্ বিষয়ে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ) [অস্তি]—পশ্যঃ (তত্ত্বদর্শী) মৃত্যুং (মরণং) ন পশ্যতি (ন অনুভবতি), রোগং (পীড়াং) ন, দুঃখতাং (দুঃখিতাং—দুঃখং) উত (অপি) ন [পশ্যতি]; পশ্যঃ (তত্ত্বদর্শী) সর্ব্বং হ (সর্ব্বম্ এব) পশ্যতি (আত্মস্বরূপেণ অনুভবতি); সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) সর্ব্বম্ আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি চ) ইতি কিঞ্চ, সঃ (বিদ্বান্) একধা ভবতি (সৃষ্টেঃ প্রাক্ একরূপ এব ভবতি); [সৃষ্টিকালে হি] ত্রিধা, পঞ্চধা, সপ্তধা, নবধা চ এব ভবতি, পুনশ্চ (প্রকারান্তরেণ চ) একাদশঃ স্মৃতঃ, শতং চ, দশ চ, একঃ চ, সহস্রাণি, বিংশতিঃ চ (অপি) স্মৃতঃ।

---

* একধৈব ভবতি ইতি বা পাঠঃ।

[ইদানীং বিদ্যাসাধনতয়া সত্ত্বশুদ্ধিকারণমুচ্যতে—] আহারশুদ্ধৌ (আহারঃ শব্দাদিবিষয়বিজ্ঞানং, তস্য শুদ্ধিঃ রাগদ্বেষাদিদোষরাহিত্যং, তস্যাং সত্যাং) সত্ত্বশুদ্ধিঃ (সত্ত্বস্য অন্তঃকরণস্য নৈর্ম্মল্যং) [ভবতি], সত্ত্বশুদ্ধৌ সত্যাং ধ্রুবা অবিচ্ছিন্না (তৈলধারাবৎ নিরন্তরপ্রবৃত্তা) স্মৃতিঃ (স্মরণং) [ভবতি], স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং (অবিদ্যা-গ্রন্থীনাং) বিপ্রমোক্ষঃ (সমূলম্ উচ্ছেদঃ) [ভবতি]। [ইদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ আহ—] ভগবান্ সনৎকুমারঃ মৃদিতকষায়ায় (মৃদিতাঃ—জ্ঞান-বৈরাগ্যাভ্যাসবশেন বিনাশিতাঃ কষায়াঃ—চিত্তমলাঃ রাগাদয়ঃ যস্য, তস্মৈ) নারদায় তমসঃ (অজ্ঞানস্য) পারং (পরার্থতত্ত্বং) দর্শয়তি (প্রদর্শিতবান্)। তং (সনৎকুমারং) স্কন্দ ইতি আচক্ষতে (কথয়ন্তি) [বিবেকিনঃ ইত্যর্থঃ]। দ্বিরুক্তিরধ্যায় সমাপ্ত্যর্থা॥

কথিত বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্থক মন্ত্র) আছে—পশ্য অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি মৃত্যু অনুভব করেন না, রোগও অনুভব করেন না, এবং দুঃখও অনুভব করেন না; পরন্তু পশ্য ব্যক্তি সমস্তই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন এবং সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিষয় প্রাপ্ত হন। আরও এক কথা, সেই তত্ত্বদর্শী পুরুষ [সৃষ্টির পূর্ব্বে] একরূপই থাকেন, কিন্তু সৃষ্টিকালে তিন প্রকার, পাঁচপ্রকার, সাতপ্রকার ও নয়প্রকার হয়। পুনশ্চ, তিনি একাদশ, শত, সহস্র ও বিংশতি বলিয়াও কথিত হন।

[অতঃপর বিদ্যালাভের কারণীভূত চিত্তনৈর্ম্মল্যের উপায় বলিতেছেন—] ভগবান্ সনৎকুমার হৃদয়গত রাগ-দ্বেষাদিদোষবিমুক্ত নারদকে অজ্ঞানের পার (পরমার্থতত্ত্ব) প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে (সনৎকুমারকে) স্কন্দ বলিয়া থাকেন—স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) বলিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কিঞ্চ, তদেতস্মিন্নর্থে এষঃ শ্লোকঃ মন্ত্রোঽপি ভবতি—ন পশ্যঃ—পশ্যতীতি পশ্যঃ যথোক্তদর্শী বিদ্বানিত্যর্থঃ মৃত্যুং মরণম্, রোগং জরাদি, দুঃখতাং দুঃখভাবঞ্চ অপি ন পশ্যতি; সর্ব্বং হ সর্ব্বমেব স পশ্যঃ পশ্যতি আত্মানমেব সর্ব্বম্, ততঃ সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিতি। কিঞ্চ, স বিদ্বান্ প্রাক্ সৃষ্টিপ্রভেদাৎ একধৈব ভবতি; একধৈব চ সন্ ত্রিধাদিভেদৈরনন্তভেদপ্রকারো ভবতি সৃষ্টিকালে। পুনঃ সংহারকালে মূলমেব স্বং পারমার্থিকমেকধাভাবং প্রতিপদ্যতে স্বতন্ত্র এব, ইতি বিদ্যাং ফলেন প্ররোচয়ন্ স্তৌতি।

অথেদানীং যথোক্তায়া বিদ্যায়াঃ সম্যগবভাসকারণং মুখাবভাসকারণস্যেবাদর্শস্য বিশুদ্ধিকারণং সাধনমুপদিশ্যতে—আহারশুদ্ধৌ—আহ্রিয়ত ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়জ্ঞানম্ ভোক্তুর্ভোগায় আহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য

বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহারশুদ্ধিঃ, রাগদ্বেষমোহদোষৈরসংস্পৃষ্টং বিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তস্যামাহারশুদ্ধৌ সত্যাং তদ্বতোঽন্তঃকরণস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধির্নৈর্ম্মল্যং ভবতি; সত্ত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং যথাবগতে ভূমাত্মনি ধ্রুবা অবিচ্ছিন্না স্মৃতিঃ অবিস্মরণং ভবতি। তস্যাঞ্চ লব্ধায়াং স্মৃতিলম্ভে সতি সর্ব্বেষামবিদ্যাকৃতানর্থপাশরূপাণাম্ অনেকজন্মান্তরানুভব-ভাবনাকঠিনীকৃতানাং হৃদয়াশ্রয়াণাং গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ বিশেষেণ মোক্ষণং বিনাশো ভবতীতি। যত এতদুত্তরোত্তরং যথোক্তমাহারশুদ্ধি-মূলম্, তস্মাৎ সা কার্য্যেত্যর্থঃ।

সর্ব্বং শাস্ত্রার্থমশেষত উক্তাখ্যায়িকামুপসংহরতি শ্রুতিঃ—তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় বার্ক্ষাদিরিব কষায়ো রাগদ্বেষাদিদোষঃ সত্ত্বস্য রঞ্জনারূপত্বাৎ, স জ্ঞানবৈরাগ্যা-ভ্যাসরূপ-ক্ষারেণ ক্ষালিতো মৃদিতো বিনাশিতো যস্য নারদস্য, তস্মৈ যোগ্যায় মৃদিতকষায়ায় তমসোঽবিদ্যালক্ষণাৎ পারং পরমার্থতত্ত্বং দর্শয়তি দর্শিতবানিত্যর্থঃ। কোঽসৌ? ভগবান্—

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি।"

এবং-ধর্ম্মা সনৎকুমারঃ। তমেব সনৎকুমারং দেবং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে কথয়ন্তি তদ্বিদঃ। দ্বির্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥৫৬৫॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষড়্বিংশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৭॥২৬॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—ন কেবলং ব্রাহ্মণোক্তমিহ বিদ্যাফলং কিন্তু মন্ত্রোক্তং চ ইত্যাহ—কিংচেতি। তচ্ছব্দার্থঃ সপ্তম্যা নির্দ্দিশ্যতে স চ বিদ্যাফলরূপঃ। ন পশ্য ইতি মন্ত্র-মাদায় ব্যাচষ্টে—পশ্যতীত্যাদিনা। সর্ব্বমাপ্নোতীতি পূর্ণতা পরিচ্ছেদভ্রমব্যাবর্ত্তনেন বিবক্ষিতা, ন তু ক্রিমিকীটকাদিভাবোঽপুরুষার্থত্বপ্রসঙ্গাদিতি দ্রষ্টব্যম্। বিদ্যাস্তুতি-পৌষ্কল্যার্থং সগুণবিদ্যাফলমপি নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতীত্যাহ—কিঞ্চেতি। ত্রিধা তেজোবন্নরূপেণ। শব্দস্পর্শাদিরাদি-শব্দার্থঃ।

বিদ্যাং তৎফলং তদপেক্ষিতাং স্তুতিং চাভিধায় আহারশুদ্ধাবিত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—অথেতি। "রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্" ইত্যাদি স্মৃতিমাশ্রিত্য আহারশব্দং ব্যাকরোতি—আহ্রিয়ত ইতীতি। কথং তস্যাহ্রিয়মাণত্বং, তত্রাহ—ভোক্তুরিতি। কীদৃশী তস্য শুদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগেতি। আহার-শুদ্ধিফলমাহ—তস্যামিতি। অন্তঃকরণশুদ্ধিফলং কথয়তি—সত্ত্বেতি। স্মৃতিলাভফলং দর্শয়তি—তস্যাং চেতি। ভবতীত্যাহারশুদ্ধিরপেক্ষিতেতি শেষঃ। প্রকৃতবাক্যতাৎপর্য্যমুপ-সংহরতি—যত ইতি।

তস্মৈ মৃদিতকষায়ায়েত্যাদি বাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—সর্ব্বমিতি। আগতিং গতিম্ আয়ব্যয়ৌ। তস্য বৈশিষ্ট্যান্তরমাহ—তমেবেতি ॥৫৬৫॥২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষড়্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥৭॥২৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—অপিচ, সেই এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক—মন্ত্রও আছে—পশ্য অর্থ—দর্শনকর্ত্তা—যে লোক উক্তপ্রকার তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, সেই বিদ্বান্। সেই পশ্য ব্যক্তি মৃত্যু—মরণ, রোগ—জ্বরপ্রভৃতি, এবং দুঃখতা—দুঃখভাবও (দুঃখধর্ম্মও) দর্শন করেন না; সেই তত্ত্বদর্শী সমস্তই—আত্মস্বরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। সেই হেতু সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ব বস্তুও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আরও এক কথা, সেই বিদ্বান্ পুরুষ বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টিকালের পূর্ব্বে একপ্রকারই থাকেন; আবার একধা হইয়াও সৃষ্টিকালে অনন্তপ্রকার ভেদবিশিষ্ট হন; পুনশ্চ সংহারসময়ে স্বতন্ত্র রূপই—আপনার মৌলিক পারমার্থিক একধাভাবই প্রাপ্ত হন; প্রকৃত পক্ষে এ সমস্ত কথায় ফলোল্লেখ দ্বারা বিদ্যা-বিষয়ে লোকের রুচি বা আসক্তি সমুৎপাদন করত বিদ্যার স্তুতি করিতেছেন।

অতঃপর মুখ-প্রতিফলনের কারণীভূত দর্পণ-শোধনের ন্যায় বিদ্যারও যথাযথভাবে স্ফুরণের হেতুভূত সাধন কথিত হইতেছে—'আহারশুদ্ধৌ', ইতি। যাহা আহৃত—সংগৃহীত হয়, তাহার নাম আহার—শব্দাদি ভোগ্যবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান; কেননা, ভোক্তার ভোগ নিষ্পাদনার্থ ই ঐ সমস্ত বিষয় সংগৃহীত হইয়া থাকে। শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি বা অনুভবাত্মক যে বিজ্ঞান, তাহার শুদ্ধি—আহার-শুদ্ধি, অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি দোষ-সংস্পর্শ-রহিত শব্দাদি বিষয়ের অনুভূতি। সেই আহারের—বিষয়-বিজ্ঞানের বিশুদ্ধি হইলে পর, তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ-নামক বুদ্ধি-সত্ত্বের নির্ম্মলতা সিদ্ধ হয়; সত্ত্বশুদ্ধি সিদ্ধ হইলে পর, তৎপূর্ব্বে ভূমা আত্মার যেরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ধ্রুবা—অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিধারা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তাহার তদ্বিষয়ক স্মরণ কখনও বিলুপ্ত হয় না (১); ধ্রুবা স্মৃতির লাভ হইলে পর, জন্মজন্মান্তরানুভবের বাসনা-বশে দৃঢ়ীভূত হৃদয়াশ্রিত গ্রন্থিসমূহের অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত সর্ব্বপ্রকার (লোকে যাহা প্রার্থনা করে না, সেই) অনর্থ-রূপ পাশ বা বন্ধনরজ্জুসমূহের বিপ্রমোক্ষ বিশেষরূপে মোক্ষ অর্থাৎ বিনাশ

---

(১) তাৎপর্য্য—ভূমা ব্রহ্মের স্বরূপ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে তাহার অনুধ্যান করিতে করিতে সাধকের হৃদয়ে এমনই সুদৃঢ় সংস্কার উপস্থিত হয় যে, ক্ষণকালের জন্যও তাহার হৃদয়ে ভূমা ব্রহ্মের বিস্মৃতি ঘটে না, তৈলের ধারা যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে পড়ে, মধ্যে আর বিচ্ছিন্ন হয় না; সেইরূপ ভূমাবিষয়ক স্মৃতিসন্ততিও তাহার হৃদয়ে নিরন্তর প্রতিভাত হইতে থাকে; ইহাই জীবের মুক্তিলাভের পূর্ব্ব-ভূমিকা। রামানুজাচার্য্য এবংবিধ ধ্রুবা স্মৃতিকেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা ও মুক্তির প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হইয়া যায়। যেহেতু আহার-শুদ্ধিই উত্তরোত্তর অবস্থিত এই সমস্ত সাধনের মূল কারণ, সেই হেতু আহার-শুদ্ধি করা আবশ্যক।

শ্রুতি এই প্রকারে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ নির্দ্দেশ করিয়া এখন কল্পিত আখ্যায়িকার উপসংহার করিতেছেন—বৃক্ষাদি-জাত কষায়ের ন্যায় রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি দোষগুলিও চিত্তের রাগ (ভোগাভিলাষ) বৃদ্ধি করিয়া থাকে, এই জন্য কষায়-পদবাচ্য; জ্ঞান ও বৈরাগ্যাভ্যাসরূপ ক্ষার দ্বারা যাহার—যে নারদের সেই কষায় মৃদিত—ক্ষালিত অর্থাৎ বিনাশিত হইয়াছে, সেই মৃদিতকষায় [অতএব] উপদেশযোগ্য সেই নারদকে অবিদ্যাত্মক তমের পারভূত পরমার্থ তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি কে? ভগবান্—'যিনি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, বিনাশ, আগমন ও প্রয়াণতত্ত্ব এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহাকে ভগবান্ বলা হয়।' এবংবিধ গুণসম্পন্ন সনৎকুমার। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ সেই সনৎকুমারকে স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (১)। অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৫৬৫॥২

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥২৬॥

---

(১) তাৎপর্য্য—নারদ ও সনৎকুমারের কথোপকথনে সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ স্বয়ং অশেষ-বিদ্যাবিশারদ, এবং বিশিষ্টজাতি ও বংশগৌরবসম্পন্ন হইয়াও একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানের অভাবে আপনার অকৃতার্থতা ও দুঃখিতা অনুভব করিয়া ব্রহ্মবিত্তম ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট শিষ্যভাবে উপস্থিত হইলেন। অভিপ্রায় এই যে, নিখিল লৌকিক বিদ্যায় বিচক্ষণ হই-লেও—জগতের যাবতীয়—জড়তত্ত্ব—নামাদি অবগত হইলেও জীব ততক্ষণ পরম শান্তিময় আনন্দ লাভে কৃতার্থ হয় না, যতক্ষণ ভূমা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইতে না পারে। কারণ, যাহা ভূমা—পরম মহৎ নহে—পরিচ্ছিন্ন, তাহা কখনই সুখস্বরূপ হইতে পারে না, পরন্তু যাহা ভূমা, তাহাই সুখস্বরূপ। ব্রহ্মই ভূমা; সুতরাং আনন্দস্বরূপ। সেই ভূমা ব্রহ্মকে জানিলেই জীব সংসারের সমস্ত অনর্থ-জাল ছিন্ন করিয়া পরম শান্তিময় পরম মুক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। অতএব সংসার-বহ্নির তীব্র তাপে দগ্ধ মুমুক্ষু জীবগণ বিদ্যাজাত্যাদি অভিমান পরিত্যাগ ক[রিয়া] সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এবং তাঁহার উপদেশে কৃতার্থতা লাভ করিবে।

অষ্টমাধ্যায়ে

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যদ্যপি দিগ্দেশকালাদিভেদশূন্যং ব্রহ্ম "সদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইতি ষষ্ঠ-সপ্তময়োরধিগতম্, তথাপীহ মন্দবুদ্ধীনাং দিগ্দেশাদিভেদবদ্বস্তিত্যেবংভাবিতা বুদ্ধির্ন শক্যতে সহসা পরমার্থবিষয়া কর্ত্তুমিতি, ইতি অনধিগম্য চ ব্রহ্ম ন পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, ইতি তদধিগমায় হৃদয়পুণ্ডরীকদেশ উপদেষ্টব্যঃ। যদ্যপি সৎসম্যক্প্রত্যয়ৈকবিষয়ং নির্গুণঞ্চাত্মতত্ত্বম্, তথাপি মন্দবুদ্ধীনাং গুণবত্ত্বস্যেষ্টত্বাৎ সত্যকামাদিগুণবত্ত্বঞ্চ বক্তব্যম্। তথা যদ্যপি ব্রহ্মবিদাং স্ত্র্যাদিবিষয়েভ্যঃ স্বয়মুপরমো ভবতি, তথাপ্যনেকজন্ম-বিষয়সেবাভ্যাসজনিতা বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা ন সহসা নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে, ইতি ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনবিশেষো বিধাতব্যঃ। তথা, যদ্যপি আত্মৈকত্ববিদাং গন্তৃগমনগন্তব্যাভাবাদ্ অবিদ্যাদিশেষস্থিতিনিমিত্তক্ষয়ে গগন ইব বিদ্যুদুদ্ভূত ইব বায়ুর্দগ্ধেন্ধন ইবাগ্নিঃ স্বাত্মন্যেব নিবৃত্তিঃ, তথাপি গন্তৃগমনাদিবাসিতবুদ্ধীনাং হৃদয়দেশগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্মোপাসকানাং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতির্ব্বক্তব্যা, ইত্যষ্টমঃ প্রপাঠক আরভ্যতে। দিগ্দেশগুণগতিফলভেদশূন্যং হি পরমার্থসৎ অদ্বয়ং ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধীনামসদিব প্রতিভাতি। সন্মার্গস্থাস্তাবদ্ভবন্তু, ততঃ শনৈঃ পরমার্থসদপি গ্রাহয়িষ্যামীতি মন্যতে শ্রুতিঃ,—

ভাষ্যানুবাদ।—যদিও ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে জানা গিয়াছে যে, দিক্ দেশ ও কালাদিকৃত ভেদবিহীন ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সৎস্বরূপ, এক ও "অদ্বিতীয়" "আত্মাই এতৎসমস্ত স্বরূপ" ইতি, তথাপি, জগতে বস্তুমাত্রই দিক্, দেশ ও কালকৃত ভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহা দিক্দেশাদিকৃত ভেদযুক্ত নহে, তাহা বস্তুই নহে; অল্পবুদ্ধি লোকদিগের যে উক্তপ্রকার চিরসংস্কার-জাত বুদ্ধি, হঠাৎ তাহাকে পরমার্থ-বিষয় গ্রহণে সমর্থ করিতে পারা যায় না; অথচ, 'ব্রহ্মাবগতি ব্যতীত পুরুষার্থও (মোক্ষও) সিদ্ধ হইতে পারে না; এইজন্য সেই ব্রহ্মোপলব্ধির নিমিত্ত হৃদয়পুণ্ডরীকরূপ উপযুক্ত স্থানের উপদেশ করা আবশ্যক হইতেছে। আর যদিও আত্মতত্ত্ব একমাত্র সদ্বিষয়ক যথার্থতা-জ্ঞানৈকগম্য হউক, তথাপি, যাহারা মন্দমতি বা অল্পবুদ্ধি লোক, তাহাদের পক্ষে সগুণভাবই যখন অভীষ্ট, তখন সত্যকামত্বাদি গুণও অবশ্য বক্তব্য; সেইরূপ, যদিও ব্রহ্মবিদ্গণের স্বভাবতই

উপভোগ্য স্ত্রী প্রভৃতি বিষয় হইতে উপরম বা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তথাপি বহুজন্মব্যাপী পুনঃ পুনঃ বিষয় সেবা-জনিত যে বিষয়-তৃষ্ণা অর্থাৎ ভোগাভিলাষ, সহজেই তাহার নিবৃত্তি করিতে পারা যায় না; তজ্জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি বিশেষ বিশেষ সাধনেরও উপদেশ করা আবশ্যক। সেইরূপ যদিও, আত্মৈকত্ববিদ্‌গণের পক্ষে গন্তা (গমনকারী), গন্তব্য ও গমনের অভাব হওয়ায় যদিও অবিদ্যাদির শেষ-স্থিতির কোনও নিমিত্ত না থাকায়, অর্থাৎ নিঃশেষরূপে অবিদ্যাদির ক্ষয় হইয়া যাওয়ায়, আকাশে উদ্ভূত বিদ্যুৎ ও বায়ুর ন্যায় এবং দগ্ধেন্ধন (যে অগ্নি নিজের আশ্রয়ভূত কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়াছে, সেই) অগ্নির ন্যায় আপনাতেই (স্বস্বরূপেই) বিলীন হইয়া যায়, তথাপি যাহারা গন্তা ও গমনাদিবিষয়ক সংস্কারসম্পন্নচিত্ত ও হৃদয়প্রদেশে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাহাদের জন্য মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা নির্গমন বা দেহত্যাগ নির্দ্দেশ করিতে হইবে (১); এই জন্য অষ্টম প্রপাঠক আরব্ধ হইতেছে। দিক্, দেশ, গুণ, গতি ও ফল-ভেদশূন্য পরমার্থ সৎ (যথার্থ সত্য) অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মন্দমতি লোকের নিকট অসতের (অসত্যের) ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে; এই জন্য শ্রুতি মনে করেন যে, জীবগণ প্রথমতঃ সৎপথবর্ত্তী হউক, পরে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে পরমার্থ সত্য ব্রহ্ম বস্তুও বুঝাইয়া দিব।

অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যঃ তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥৫৬৬॥১

অথ (অনন্তরং) [উপাসনান্তরম্ অভিধীয়তে] অস্মিন্ (উপলভ্যমানে) ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ পুরে উপলব্ধিস্থানে শরীরে) যৎ ইদং দহরং (অল্পং) পুণ্ডরীকং (পদ্মাকারং) বেশ্ম (গৃহং গৃহবদ্ ব্রহ্মোপলব্ধ্যধিষ্ঠানং) [অস্তি]; অস্মিন্ অন্তঃ (এতন্মধ্যে) দহরঃ (অল্পঃ) আকাশঃ (আকাশ-

---

(১) তাৎপর্য্য—যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহাদের আর কোন পথবিশেষ দ্বারা লোকবিশেষে গতি হয় না, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে গন্তা, গন্তব্য ও গমন এই ত্রিবিধ ভেদই নিরস্ত হইয়া যায়, কিন্তু যাঁহারা হৃৎপদ্ম প্রভৃতি স্থানে সগুণব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মূর্দ্ধন্য—যাহা হৃদয় হইতে মস্তকে যাইয়া সমাপ্ত হইয়াছে, সেই নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত আছে ঃ—

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥"

অর্থাৎ হৃদয়প্রদেশ হইতে একশত একটি নাড়ী নির্গত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটিমাত্র নাড়ী ঊর্দ্ধে গিয়াছে, তাহারই নাম মূর্দ্ধন্য নাড়ী ও সূর্য্য নাড়ী; ইহাই ব্রহ্মোপাসকের নির্গমন দ্বার এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়।

শব্দিতং ব্রহ্ম); তস্মিন্ (আকাশে) অন্তঃ (মধ্যে) যৎ [অস্তি]; তৎ অন্বেষ্টব্যং (অনুসন্ধেয়ং), তৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যং (বিশেষেণ গুরুসমীপগমন-শ্রবণাদিভিঃ সাক্ষাৎকরণীয়ম্)॥

অতঃপর উপাসনান্তর কথিত হইতেছে—এই ব্রহ্মপুরে (শরীরে) যে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বেশ্ম, অর্থাৎ পদ্মাকার গৃহ—হৃদয়পুণ্ডরীক আছে, ইহারও মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ অর্থাৎ আকাশবৎ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বগত ব্রহ্ম আছেন, তাহার মধ্যে যাহা, তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং বিশেষরূপে জানিতে হইবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অনন্তরং যৎ ইদং বক্ষ্যমাণং দহরমল্পং পুণ্ডরীকং পুণ্ডরীকসদৃশং বেশ্ম ইব বেশ্ম, দ্বারপালাদিমত্ত্বাৎ। অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে—ব্রহ্মণঃ পরস্য পুরম্—রাজ্ঞোহনেকপ্রকৃতিমদ্ যথা পুরম্, তথা ইদম্ অনেকেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিভিঃ স্বাম্যর্থকারিভির্যুক্তম্—ইতি ব্রহ্মপুরম্। পুরে চ বেশ্ম রাজ্ঞো যথা, তথা তস্মিন্ ব্রহ্মপুরে শরীরে দহরং বেশ্ম ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ; যথা হি বিষ্ণোঃ শালগ্রামঃ। অস্মিন্ হি স্ববিকারশুঙ্গে দেহে নামরূপব্যাকরণায় প্রবিষ্টং সদাখ্যং ব্রহ্ম জীবেনাত্মনেত্যুক্তম্। তস্মাদস্মিন্ হৃদয়পুণ্ডরীকে বেশ্মনি উপসংহৃতকরণৈঃ বাহ্যবিষয়বিরক্তৈঃ বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্য-সত্যসাধনাভ্যাং যুক্তৈঃ বক্ষ্যমাণগুণবদ্ধ্যায়মানৈঃ ব্রহ্ম উপলভ্যতে, ইতি প্রকরণার্থঃ। দহরঃ অল্পতরঃ অস্মিন্ দহরে বেশ্মনি বেশ্মনোহল্পত্বাৎ তদন্তর্ব্বর্ত্তিনোহল্পতরত্বং বেশ্মনঃ। অন্তরাকাশ আকাশাখ্যং ব্রহ্ম "আকাশো বৈ নাম" ইতি হি বক্ষ্যতি; আকাশ ইব অশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্ব-সর্ব্বগতত্বসামান্যাচ্চ। তস্মিন্ আকাশাখ্যে যৎ অন্তঃ মধ্যে, তদন্বেষ্টব্যম্। তদ্বাব তদেব চ বিশেষেণ জিজ্ঞাসিতব্যম্, গুর্ব্বাশ্রয়শ্রবণাদ্যুপায়ৈরন্বিষ্য চ সাক্ষাৎকরণীয়মিত্যর্থঃ॥৫৬৩॥১

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়দ্বয়ে নির্ব্বিশেষমাত্মতত্ত্বমনবচ্ছিন্নং সদানন্দৈকতানমাবেদিতম্। তথা চোপনিষদারম্ভে চরিতার্থে কিমবশিষ্যতে? যদর্থমধ্যায়ান্তরম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। কর্ত্তুমিতি তদধিগমায় বিশিষ্টো দেশ উপদেষ্টব্য ইতি সম্বন্ধঃ। মন্দবুদ্ধীনাং তর্হি পরমার্থবস্তুনো ব্রহ্মণোহধিগতিরপেক্ষিতেত্যর্থঃ। ন কেবলং মন্দাধিকারিণাং ব্রহ্মাধিগমশেষত্বেন হৃদয়দেশোপদেশ একত্র কর্ত্তব্যঃ, কিন্তু পূর্ব্বত্রানুক্তগুণাদ্যর্থান্তরোপদেশশ্চ কার্য্য ইত্যাহ—যদ্যপীতি। অবশিষ্টমর্থান্তরমুপদেষ্টব্যমন্বাচষ্টে—তথেতি। মন্দধিয়াং ব্রহ্মধীশেষত্বেন দেশবিশেষবৎ গুণবিশেষবচ্চ ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনবিশেষো বিধাতব্য ইতি সম্বন্ধঃ। শব্দোত্থব্রহ্মজ্ঞানবতাং বিধিং বিনাপি বিশেষবৈমুখ্যসম্ভবাৎ কিং বিধিনেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপি ব্রহ্মবিদামিতি। যথা সাধনবিশেষো বক্তব্যোঽবশিষ্যতে, তথোপাসকানাং গতিশ্চ বক্তব্যেত্যবশিষ্টমর্থান্তরমাহ—তথেতি। একত্বদর্শিনাং গন্ত্রাদিসর্ব্বভেদপ্রত্যয়াস্তময়াদবিদ্যাদিশেষস্য দেহস্থিতিনিমিত্তস্য ক্ষয়ে সতি স্বাত্মন্যেব নিবৃত্তিসম্ভবাৎ কুতো গতির্বক্তব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপ্যাত্মৈকত্ববিদামিতি। অবিদ্যাদিশেষস্থিতিনিমিত্তক্ষয়ে স্বাত্মন্যেব নিবৃত্তিরিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। স্বাত্মনির্ব্বাণেঽপি কৃতকরূপত্যাগেন স্বাভাবিকস্বরূপাবস্থানমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—গগন ইবেতি। অনেকোদাহরণোপাদানং বুদ্ধিসৌকর্য্যার্থম্। উক্তমেবাধ্যায়তাৎপর্য্যং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি—দিগ্দেশেতি। দিশা

দেশেন গুণৈর্গত্যা ফলভেদেন চ শূন্যং তদনবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ। তস্য দিগাদ্যনবচ্ছিন্নত্বে হেতুমাহ—অদ্বয়মিতি। তর্হি তেষাং ভ্রমাপোহার্থং পরমার্থসদদ্বয়ং ব্রহ্ম গ্রাহয়িতব্যং, কিমিত্যন্যথোপদিশ্যতে? তত্রাহ—সন্মার্গস্থা ইতি। অধ্যায়তাৎপর্য্যং সংক্ষেপবিস্তারাভ্যাং দর্শয়িত্বা শ্রুত্যক্ষরাণি ব্যাকরোতি—যথেত্যাদিনা। উত্তমবুদ্ধীন্ প্রতি নির্ব্বিশেষব্রহ্মোপদেশানন্তরং মন্দবুদ্ধীন্ প্রতি সবিশেষমুপদিশ্যতে ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তত্র তাবদুপাস্যায়তনং নির্দ্দিশতি—যদিদমিতি। হৃদয়পুণ্ডরীকস্য বেশ্মসাদৃশ্যে হেতুমাহ—দ্বারপালাদীতি। তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয় ইত্যাদিশ্রুতেরুক্তহেতুসিদ্ধিঃ। তস্যাশ্রয়ং দর্শয়তি—কস্মিন্নিতি। শরীরস্য ব্রহ্মপুরত্বং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—রাজ্ঞ ইতি। তত্রোক্তং বেশ্ম দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—পুরেচেতি। কথং পুনঃ সর্ব্বগতস্য নিরবয়বস্য ব্রহ্মণো যথোক্তবেশ্মনিষ্ঠত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণইতি। ননু সংসারিণো ব্রহ্মাতিরিক্তস্য স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতেন শরীরেণ স্বামিত্বসম্বন্ধো ন ব্রহ্মণস্তদসম্বন্ধিনঃ কথং তত্রোপলব্ধিরত আহ—কস্মিন্ হীতি। ব্রহ্মণো জীবাত্মনা সৃষ্টে—কার্য্যে জলার্কবৎপ্রবেশে হৃদয়পুণ্ডরীকস্য ব্রহ্মোপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বং পূর্ব্বোক্তমবিরুদ্ধমিত্যাহ—তস্মাদিতি। অন্তরাকাশস্যাত্যল্পতরত্বে হেতুমাহ—বেশ্মন ইতি। আকাশশব্দস্য ভূতাকাশবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—আকাশাখ্যমিতি। কথং বাক্যশেষেঽপ্যাকাশ-শব্দো ব্রহ্মণি বর্ত্ততে, তত্রাহ—আকাশ ইবেতি। তস্মিন্ যদন্তস্তদাশ্রয়েণ সহান্বেষ্টব্যং, তস্মিন্ বা স্বে মহিম্নি যদন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম তদন্বেষ্টব্যং, তস্মিন্ বা হৃদয়পুণ্ডরীকাবচ্ছিন্নে নভসি যদন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম, তদন্বেষ্টব্যমিতি যোজনা ॥৫৬॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর কথিত হইতেছে যে, এই যে বক্ষ্যমাণ দহর—অল্পপরিমাণ পুণ্ডরীক বেশ্ম, পুণ্ডরীক অর্থ—পুণ্ডরীকসদৃশ, বেশ্ম অর্থ গৃহের সদৃশ; দ্বারপালের উল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] ইহাও গৃহের সদৃশ। এই ব্রহ্মপুরে, রাজার পুর বা ভবন যেমন বহুতর অমাত্যাদিযুক্ত থাকে, তেমনি পরব্রহ্মের পুর—ব্রহ্মপুরও (এই শরীরও) দেহস্বামী আত্মার প্রয়োজন-সম্পাদক ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি (বহু পরিজনে পরিপূর্ণ); রাজার পুরীর মধ্যে যেমন বেশ্ম (প্রাসাদ—রাজার বাসভবন), তেমনি সেই ব্রহ্মপুরেও দহর (ক্ষুদ্র) বেশ্ম অর্থাৎ যাহার মধ্যে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, সেই গৃহ; যেমন শালগ্রাম-চক্র বিষ্ণুর বেশ্ম (অভিব্যক্তির অধিষ্ঠান), ইহাও তদ্রূপ। কারণ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্ট ভূত-বিকারাত্মক এই দেহে নাম ও রূপ প্রকটিত করিবার জন্য সংসৃজক ব্রহ্মই জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট। এই প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অতএব যাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং শব্দাদি বহির্বিষয়ে বৈরাগ্য হইয়াছে; বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যনিষ্ঠা সিদ্ধ হইয়াছে; বক্ষ্যমাণ সগুণ-ধ্যানপরায়ণ সেই সমস্ত বিবেকী পুরুষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। উল্লিখিত এই দহর-বেশ্ম মধ্যে যে, দহর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প,—কেননা, বেশ্মটিই যখন অল্প, তখন তন্মধ্যবর্ত্তীও অবশ্যই অল্পতর হইবে (১);

(১) তাৎপর্য্য—সূর্য্যকিরণ বহুদেশব্যাপী হইলেও যেমন সর্ব্বত্র তাহার প্রতিফলন হয় না, কাচ প্রভৃতি স্বভাব-স্বচ্ছ নির্ম্মল পদার্থেই প্রতিফলন হইয়া থাকে, তেমনি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মও সর্ব্বত্র প্রতিফলিত হন না, পরন্তু কাচের ন্যায় স্বভাব-স্বচ্ছ সত্ত্ব-পরিণাম বুদ্ধিতেই প্রতিবিম্বিত হইয়া

আকাশ অর্থ—আকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্ম। পরেও বলিবেন—'আকাশই (ব্রহ্মই) নাম ও রূপের (আকৃতির) নির্ব্বাহক (১); আকাশ অর্থ—আকাশের সদৃশ; কারণ, আকাশই ব্রহ্মের শরীর, এবং সূক্ষ্মত্ব ও সর্ব্বগতত্বরূপে আকাশের সহিত ব্রহ্মের সাদৃশ্যও রহিয়াছে। সেই আকাশ-সংজ্ঞক পদার্থের অন্তরে—মধ্যে যাহা [আছে], তাহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে এবং তাহাকেই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, অর্থাৎ গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রবণ-মননাদি উপায়ের সাহায্যে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে ॥৫৬৬॥১

তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ; কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স ব্রূয়াৎ ॥৫৬৭॥২

তং (এবংবাদিনম্ আচার্য্যং) চেৎ (যদি) ব্রূয়ুঃ (আক্ষিপ্য কথয়েয়ুঃ) [শিষ্যাঃ]—অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে যৎ ইদং দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, অস্মিন্ (বেশ্মনি) দহরঃ অন্তরাকাশঃ [অস্তি], অত্র (অন্তরাকাশে) তৎ কিং বিদ্যতে, যৎ অন্বেষ্টব্যং, যৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। সঃ (এবং পৃষ্ট আচার্য্যঃ) ব্রূয়াৎ (তান্ কথয়েৎ)॥

আচার্য্য এইরূপ বলিলে পর শিষ্যগণ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, এই ব্রহ্মপুরে যে দহর পুণ্ডরীক বেশ্ম, এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ যে দহরাকাশ, তাহার মধ্যে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে, এবং যাহা বিশেষরূপে জানিতে হইবে? [তদুত্তরে] সেই আচার্য্য বলিবেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং চেদেবমুক্তবন্তমাচার্য্যং যদি ব্রূয়ুরন্তেবাসিনশ্চোদয়েয়ুঃ; কথম্? যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে পরিচ্ছিন্নে অন্তর্দ্দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, ততোঽপ্যস্তঃ অল্পতর এবাকাশঃ। পুণ্ডরীক এব বেশ্মনি তাবৎ কিং স্যাৎ? কিং ততোঽল্পতরে খে যদ্ভবেদিত্যাহুঃ। দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ, কিং তদত্র বিদ্যতে, ন কিঞ্চন বিদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদি নাম বদরমাত্রং কিমপি বিদ্যতে, কিং তস্যান্বেষণেন বিজিজ্ঞাসনেন বা ফলং বিজিজ্ঞাসিতুঃ স্যাৎ? অতো যৎ তত্রা-

থাকেন। এখানে সেই বুদ্ধিই 'দহর-পুণ্ডরীক' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হৃৎ-পদ্মের পরিমাণ যে অতিক্ষুদ্র, তদ্বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই। ব্রহ্ম উক্ত হৃৎপদ্মমধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন বলিয়া উহাকে ব্রহ্মের উপলব্ধি-স্থান বেশ্ম বলা হইয়াছে।

(১) তাৎপর্য্য—বেদান্ত দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে "আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রে এই শ্রুত্যুক্ত 'আকাশ'-শব্দের ব্রহ্মার্থত্ব শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে উত্তমরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ভূতাকাশ যেমন প্রত্যক্ষের অগোচর নির্লেপ এবং সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্মও ঠিক তদ্রূপই বটে; এইরূপ সাদৃশ্যমূলে ব্রহ্মকে 'আকাশ'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

ন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যং বা, ন তেন প্রয়োজনমিত্যুক্তবতঃ স আচার্য্যো ব্রূয়াৎ, ইতি শ্রুতের্ব্বচনম্ ॥৫৬৭॥২

আনন্দগিরিঃ।—দহরোঽস্মিন্ ইত্যাদিবাক্যস্য যথাশ্রুতমর্থং গৃহীত্বা চোদ্যমুত্থাপয়তি —তং চেদিতি। তদেব চোদ্যমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। ভবতু পরিচ্ছিন্নে শরীরে পুণ্ডরীকাকারস্য হৃদয়স্যাল্পত্বং, তদন্তর্বর্ত্তিনশ্চাকাশস্য ততোঽপ্যল্পতরত্বং, তথাপি প্রকৃতে কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুণ্ডরীকএবেতি। কিংশব্দস্য প্রশ্নবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—ন কিঞ্চনেতি। হৃদয়পুণ্ডরীকান্তর্বর্ত্তিনমাকাশমুপেত্যাস্যং দূষয়তি—যদি নামেতি। ফলানুপলম্ভোঽতঃশব্দার্থঃ। তত্রেত্যন্তর্বর্ত্ত্যাকাশোক্তিঃ। শিষ্যাচার্য্যব্যতিরিক্তস্যাত্রাপ্রস্তুতত্বাৎ কস্যেদং নিয়োগবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইতিশ্রুতেরিতি ॥৫৬৭॥২

ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্য এইরূপ বলিলে পর অন্তেবাসী শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, অর্থাৎ তাঁহার কথায় দোষপ্রদর্শন করে; কি প্রকারে? —এই পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ এই ব্রহ্মপুরের অভ্যন্তরে যে পুণ্ডরীক বেশ্ম (গৃহ), তন্মধ্যস্থ আকাশও নিশ্চয়ই তদপেক্ষাও অল্প। প্রথমতঃ পুণ্ডরীক বেশ্মমধ্যেই কি থাকিতে পারে? তদপেক্ষাও অল্পতর আকাশে আবার কি থাকিবে? ইহা যদি জিজ্ঞাসা করে, অভিপ্রায় এই যে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্রতর আকাশ; তাহার মধ্যে কি আছে? না—কিছুই বিদ্যমান নাই। আর যদিই বা সেখানে বদরের (কুল ফলের) ন্যায় ক্ষুদ্র কিছু থাকে, তাহা হইলেও তাহার অনুসন্ধানে ও জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসুর কি ফল হইতে পারে? অতএব, তন্মধ্যে যাহা অন্বেষণীয় বা বিজিজ্ঞাস্য, তাহা দ্বারা কোনই প্রয়োজন নাই, এই কথা বলিলে পর সেই আচার্য্য তাহাকে বলিবেন,—ইহা শ্রুতির উক্তি (উপদেশ) ॥৫৬৭॥২

যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥৫৬৮॥৩

[আচার্য্যোক্তিমেব বিবৃণোতি "যাবান্" ইত্যাদিনা।]—অয়ং (বাহ্যঃ) আকাশঃ বৈ যাবান্ (যৎপরিমাণঃ), এষঃ অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়-পুণ্ডরীকে অভিব্যক্তঃ) আকাশঃ (আকাশাখ্যং ব্রহ্ম) তাবান্ (তৎপরিমাণ এব)। উভে (দ্বে) দ্যাবাপৃথিবী (দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ) অস্মিন্ (দহরাকাশে) অন্তরেব (মধ্যে এব) সমাহিতে (সম্যক্ সন্নিবেশিতে); অগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ উভৌ, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ) উভৌ, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাণি চ [অন্তরেব সমাহিতানি]।

[কিং বহুনা,] ইহ (অস্মিন্ লোকে) অস্য (দেহিনঃ আত্মীয়ত্বেন) যৎ চ (অপি) অস্তি, যৎ চ (অপি) ন অস্তি, (ভূতং ভবিষ্যচ্চ ইত্যর্থঃ), তৎ সর্ব্বম্ অস্মিন্ সমাহিতম্ ইতি ॥

[আচার্য্যের কথা বিবৃত করা হইতেছে,] এই ভৌতিক আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়মধ্যস্থ উক্ত আকাশও সেই পরিমাণই বটে ; স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ই ইহার অভ্যন্তরে সন্নিবেশিত রহিয়াছে ; অগ্নি ও বায়ু—উভয়ই, সূর্য্য ও চন্দ্র, এতদুভয়, এবং বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসমূহ [ইহার অভ্যন্তরে সন্নিবেশিত রহিয়াছে], [অধিক কি,] এই দেহী আত্মার ইহলোকে যাহা বিদ্যমান আছে,—আর যাহা নাই—অতীত ও ভাবী, তৎসমুদয়ও ইহার মধ্যেই সমাহিত রহিয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—শৃণুত—তত্র যদ্ ব্রূথ পুণ্ডরীকান্তঃস্থস্যাল্পত্বাৎ তৎস্থমল্পতরং স্যাদিতি, তদসৎ ; ন হি খং পুণ্ডরীকবেশ্মগতং পুণ্ডরীকাদল্পতরং মত্বা অবোচম্—দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি। কিং তর্হি ? পুণ্ডরীকমল্পং তদনুবিধায়ি তৎস্থমন্তঃকরণং পুণ্ডরীকাকাশপরিচ্ছিন্নং তস্মিন্ বিশুদ্ধে সংহৃতকরণানাং যোগিনাং স্বচ্ছ ইবোদকে প্রতিবিম্বরূপমাদর্শে ইব চ বিশুদ্ধে স্বচ্ছং বিজ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপাবভাসং তাবন্মাত্রং ব্রহ্মোপলভ্যতে ইতি—দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইত্যবোচাম অন্তঃকরণোপাধিনিমিত্তম্। স্বতস্তু যাবান্ বৈ প্রসিদ্ধঃ পরিমাণতঃ অয়মাকাশঃ ভৌতিকঃ, তাবান্ এব অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, যস্মিন্ অন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ অবোচাম। নাপ্যাকাশতুল্যপরিমাণত্বমভিপ্রেত্য তাবানিত্যুচ্যতে ; কিং তর্হি ? ব্রহ্মণোঽনুরূপস্য দৃষ্টান্তান্তরস্যাভাবাৎ। কথং পুনর্ন আকাশসমমেব ব্রহ্মেত্যবগম্যতে? "যেনাবৃতং খঞ্চ দিবং মহীঞ্চ।" "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

কিঞ্চ, উভে অস্মিন্ দ্যাবা-পৃথিবী ব্রহ্মকোষে বুদ্ধ্যুপাধিবিশিষ্টে অন্তরেব সমাহিতে সম্যগাহিতে স্থিতে। "যথা বা অরা নাভৌ" ইত্যুক্তং হি ; তথা উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চেত্যাদি সমানম্। যচ্চাস্যাত্মন আত্মীয়ত্বেন দেহবতোঽস্তি বিদ্যতে ইহ লোকে, তথা যচ্চ আত্মীয়ত্বেন ন বিদ্যতে—নষ্টং ভবিষ্যচ্চ নাস্তীত্যুচ্যতে, ন তু অত্যন্তমেবাসৎ ; তস্য হৃদ্যাকাশে সমাধানানুপপত্তেঃ ॥৫৬৮॥৩

আনন্দগিরিঃ।—কিমাচার্য্যো ব্রূয়াদিত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমাণেঽর্থে শিষ্যাণাং মনঃসমাধানমাদৌ প্রার্থয়ত ইত্যাহ—শৃণুতেতি। শ্রোতব্যমেব দর্শয়িতুং শিষ্যৈরুক্তম্ অনুবদতি —তত্রেতি। কিমাকাশস্য স্বাভাবিকং দহরত্বমুপেত্য চোদ্যতে, কিং বা পরোপাধিনিমিত্তমিতি বিকল্পাদ্যং দূষয়তি—তদসদিতি। ততশ্চ তস্য স্বাভাবিকং দহরত্বমাশ্রিত্য চোদ্যং নিরবকাশমিতি শেষঃ। কথং তর্হি দহরত্বোক্তিরাকাশস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তর্হীতি। তস্মিন্ বিশুদ্ধে তাবন্মাত্রং ব্রহ্ম যথোক্তবিশেষণং

যোগিনাং বিষয়েভ্যো বিমুখীকৃতান্তঃকরণানামুপলভ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। অন্তঃকরণস্য শুদ্ধত্বে দৃষ্টান্তমাহ—স্বচ্ছ ইবেতি। ব্রহ্মণস্তস্মিন্নুপলভ্যমানত্বে প্রতিবিম্বরূপমিবেত্যুদাহরণম্। প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থমুদাহরণান্তরম্। ব্রহ্মণো নৈসর্গিকমাগন্তুকং চ ব্যবধানং নাস্তীত্যুপলব্ধিসিদ্ধ্যর্থং বিশিনষ্টি—স্বচ্ছমিতি। তাদৃগেব দহরত্বমাদায় চোদ্যতে চেদনৌপাধিকং মহত্ত্বমুপেত্য সমাধিঃ সম্ভবতীতি কল্পান্তরং নিরস্যতি—স্বতস্ত্বিতি। যস্মিন্নন্বেষ্টব্যমাশ্রয়েণ সহেতি শেষঃ। যাবাংস্তাবানিতি বচনাদাকাশেন তুল্যপরিমাণত্বং ব্রহ্মণোঽভিপ্রেতং, তথাচ জ্যায়ানাকাশাদিত্যাদি বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নাপীতি। কেনাভিপ্রায়েণ তর্হি তাবানিত্যুক্তমত আহ—কিং তর্হীতি। ন তস্য প্রতিমাস্তীত্যাকাশাদি যেন ব্যাপ্তং লোকোঽনুভবতি, তস্মিন্নক্ষরে সর্ব্বমৃদাদি সমাহিতমিত্যর্থঃ। কার্য্যকারণয়োরতুল্যপরিমাণত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ নাকাশসমতাং ব্রহ্মণোঽস্তীত্যত আহ—তস্মাদিতি। আধারাধেয়য়োরতুল্যপরিমাণত্বাচ্চৈবমিত্যাহ—এতস্মিন্নিতি।

ইতশ্চাকাশস্য ন স্বাভাবিকং দহরত্বমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। কার্য্যং হি দ্যাবাপৃথিব্যাদিকারণে সমাহিতং, তচ্চ হৃদয়ে ধ্যেয়মিত্যভিপ্রেত্য বুদ্ধ্যুপাধিবিশিষ্ট ইত্যুক্তম্। আকাশে দ্যাবাপৃথিব্যাদেঃ সমাহিতত্বে ভূমবিদ্যাসংবাদং দর্শয়তি—যথা বেতি। ন বিদ্যতে সর্ব্বং, তদস্মিন্ সমাহিতমিতি সম্বন্ধঃ। নাস্তিশব্দস্যাত্যন্তাসদ্বিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—নষ্টমিতি ॥৫৬৮॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—[হে শিষ্যগণ, তোমরা] শ্রবণ কর—তোমরা যে বলিতেছ, হৃদয়-পুণ্ডরীক-মধ্যস্থ আকাশ অল্প বলিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী বস্তু তদপেক্ষাও অল্প হইবে, সে কথা সঙ্গত নহে; কারণ, পুণ্ডরীক-বেশ্ম-মধ্যবর্ত্তী আকাশ সেই পুণ্ডরীক অপেক্ষাও অল্প, এই অভিপ্রায়ে যে "দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ" বলিয়াছি, তাহা নহে, তবে কি? হৃদয়-পুণ্ডরীক স্বভাবতই অল্পপরিমিত, তাহারই অনুরূপ এবং তন্মধ্যগত এবং পুণ্ডরীকাকাশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে অন্তঃকরণ, স্বচ্ছ উদকে এবং নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সংযতেন্দ্রিয় যোগিগণের নির্ম্মল বিজ্ঞান-জ্যোতিঃস্বরূপে প্রকাশমান ব্রহ্মও সেই পরিমাণই উপলব্ধ হইয়া থাকে; এই জন্যই সেই অন্তঃকরণরূপ উপাধি অনুসারে অন্তরাকাশকে দহর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রূপ? স্বরূপতঃ কিরূপ? এই বহির্দ্দেশস্থ ভৌতিক আকাশ যাবান্ অর্থাৎ যে পরিমাণ—যত বড় বলিয়া প্রসিদ্ধ, হৃদয়-মধ্যগত সেই আকাশও তত বড়ই বটে, যাহার মধ্যে অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা করিতে উপদেশ দিয়াছি। আর আকাশের সমান পরিমাণ অভিপ্রায় করিয়াও যে 'তাবান্' বলা হইয়াছে, তাহাও নহে; তবে কি না, ব্রহ্মের অনুরূপ অপর দৃষ্টান্ত নাই বলিয়াই ['তাবান্' বলা হইয়াছে]। ভাল, ব্রহ্ম যে আকাশের সমপরিমাণ নহে, ইহা জানা যাইতেছে কি প্রকারে? [উত্তর—] 'যিনি আকাশ, স্বর্গ ও পৃথিবীকে আবরণ করিয়া রহিয়াছেন' 'সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল',

'হে গার্গি, এই অক্ষরে (ব্রহ্মে) আকাশ [ওত-প্রোত রহিয়াছে]', ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [আকাশাপেক্ষাও ব্রহ্মের মহত্ত্ব জানা যাইতেছে]।

অপিচ, দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী, এতদুভয়ই বুদ্ধিরূপ উপাধি-বিশিষ্ট এই ব্রহ্মাকাশের অভ্যন্তরেই সন্নিবেশিত রহিয়াছে; 'অরসমূহ (চক্র-শলাকাসমূহ) যেমন নাভিতে [সমর্পিত থাকে],' একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেইরূপ অগ্নি ও বায়ু, এতদুভয়ও ইত্যাদির অর্থও পূর্ব্ববৎ। ইহলোকে এই আত্মার অর্থাৎ দেহী জীবের আত্মীয় বা স্বসম্পর্কিত রূপে যাহা বিদ্যমান আছে, এবং যাহা আত্মীয়রূপে বিদ্যমান নাই। যাহা বিনষ্ট হইয়াছে, অথবা ভবিষ্যৎ (এখনও জন্মে নাই, জন্মিবে), সেই উভয় বস্তুই 'নাস্তি' (নাই) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা অত্যন্তই অসৎ (আকাশ-কুসুমাদি), তাহা কখনও 'নাস্তি' বলিয়া কথিত হইতে পারে না; কারণ, হৃদয়াকাশে তদ্বিষয়ে (অত্যন্ত অসৎ সম্বন্ধে) কখনই সমাধান (চিন্তাবিশেষ) হইতে পারে না ॥৫৬৮॥৩

তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্ম-পুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাঃ, যদৈতজ্জরা বাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি ॥৫৬৯॥৪

[পুনরপি শিষ্যাশঙ্কামুত্থাপয়তি "তং চেৎ" ইত্যাদিনা।]—চেৎ (যদি) তং (এবমুক্তবন্তম্ আচার্য্যং) ব্রূয়ুঃ (কথয়েয়ুঃ) [শিষ্যাঃ]—অস্মিন্ (পূর্ব্বোক্তে) ব্রহ্মপুরে (শরীরে—শরীরাধিষ্ঠিতে অন্তরাকাশে) চেৎ (যদি) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) সমাহিতম্, সর্ব্বাণি চ ভূতানি (প্রাণিনঃ), সর্ব্বে কামাঃ (অভিলাষাঃ, উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ অন্তঃকরণধর্ম্মাণাম্), [সমাহিতাঃ, তর্হি] যদা (যস্মিন্ কালে) এতৎ (শরীরং) জরাঃ (বলিপলিতাদিরূপাঃ) বা আপ্নোতি, যদ্বা, জরা (কর্ত্রী) এতৎ (শরীরম্) অবাপ্নোতি বা (অথবা) প্রধ্বংসতে (বিনশ্যতি), ততঃ (তস্মাৎ শরীরাদ্ অন্যৎ) কিম্ অতিশিষ্যতে (অবশিষ্যতে)? [ন কিমপীত্যাশয়ঃ]॥

পুনশ্চ শিষ্যের আশঙ্কা উত্থাপন করা হইতেছে—শিষ্যগণ যদি তাঁহাকে (উপদেষ্টা আচার্য্যকে) বলে—এই ব্রহ্মপুরে (শরীর মধ্যে) যদি এই সমস্ত জড় জগৎ, সমস্ত ভূতবর্গ, এবং সমস্ত কামনা সমাহিত বা অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে, যে সময় এই শরীর জরা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, অথবা অন্য প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তখন তাহার আর কি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ আর কিছুই থাকে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তং চেৎ এবমুক্তবন্তং ব্রূয়ুঃ পুনরন্তেবাসিনঃ—অস্মিংশ্চেদ্ যথোক্তে চেৎ যদি ব্রহ্মপুরে ব্রহ্মপুরোপলক্ষিতান্তরাকাশ ইত্যর্থঃ; ইদং সর্ব্বং সমাহিতং, সর্ব্বাণি চ ভূতানি, সর্ব্বে চ কামাঃ। কথমাচার্য্যেণানুক্তাঃ কামা অন্তেবাসিভিরুচ্যন্তে? নৈব দোষঃ; যচ্চাস্য ইহাস্তি যচ্চ নাস্তীতি উক্তা এব হি আচার্য্যেণ কামাঃ। অপি চ সর্ব্বশব্দেন চোক্তা এব কামাঃ। যদা যস্মিন্ কালে এতৎ শরীরং ব্রহ্মপুরাখ্যং জরাবলিপলিতাদিলক্ষণা বয়োহানির্ব্বা আপ্নোতি, শস্ত্রাদিনা বা বৃক্ণং প্রধ্বংসতে বিস্রংসতে বিনশ্যতি কিং ততোঽন্যদতিশিষ্যতে? ঘটাশ্রিতক্ষীর-দধিস্নেহাদিবদ্ ঘটনাশে, দেহনাশেঽপি দেহাশ্রয়মুত্তরোত্তরং পূর্ব্ব-পূর্ব্বনাশাৎ নশ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ। এবং প্রাপ্তে নাশে কিং ততোঽন্যদ্ যথোক্তা-দতিশিষ্যতে অবতিষ্ঠতে, ন কিঞ্চনাবতিষ্ঠত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫৬৯॥৪

আনন্দগিরিঃ।—আশ্রয়নাশাদাশ্রিতনাশঃ স্যাদিতি ন্যায়মাশ্রিত্য শঙ্কতে—তং চেদিতি। যত্তস্মিন্ সর্ব্বং সমাহিতং, ততো দেহনাশে কিমবশিষ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। শিষ্যাণামধিকাবাপং দোষমাশঙ্কতে—কথমিতি। শঙ্কিতং দোষং পরিহরতি—নৈব দোষ ইতি। সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিত্যত্রোক্তেন সর্ব্বশব্দেনেতি শেষঃ। শিষ্যা-নামধিকাবাপং দোষং পরিহৃত্য প্রকৃতং চোদ্যং বিবৃণোতি—যদেত্যাদিনা। আকাশস্য শিষ্যমাণত্বমাশঙ্ক্যাহ—ঘটেতি। ততো যথোক্তাৎ নাশাদিতি সম্বন্ধঃ ॥৫৬৯॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—আচার্য্য এইপ্রকার বলিলে পর শিষ্যগণ তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করে,—এই যথোক্ত প্রকার ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ ব্রহ্মপুর শরীরাভ্যন্তরস্থ আকাশেই যদি এই সমস্ত পদার্থ, সমস্ত ভূত এবং সমস্ত কাম (অভিলাষ) সন্নিবেশিত থাকে। [এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে,] আচার্য্য যখন কামের উল্লেখ করেন নাই, তখন শিষ্যগণ তাহার উল্লেখ করিতেছেন কি প্রকারে? না—এ দোষ হইতেছে না; কেননা, 'ইহার যাহা এখানে আছে, এবং যাহা নাই' এই কথায় আচার্য্যকর্ত্তৃক 'কাম'ও উক্তই হইয়াছে। বিশেষতঃ 'সর্ব্ব' শব্দে (ইদং সর্ব্বং) নিশ্চয় কামও উক্তই হইয়াছে।

জরা অর্থাৎ বলি (চর্ম্ম ঝুলিয়া পড়া) ও পলিত (কেশপক্বতা) প্রভৃতি বার্দ্ধক্য-চিহ্ন কিংবা বয়োহানি (বার্দ্ধক্য) যে সময় ব্রহ্মপুর-নামক এই দেহকে আক্রমণ করে অথবা শস্ত্রাদি দ্বারা খণ্ডিত হইয়া এই দেহ বিধ্বস্ত বা বিনষ্ট হয়, তখন তদতিরিক্ত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে? অভিপ্রায় এই যে, ঘটনাশে তদাশ্রিত ক্ষীর, দধি, ঘৃতাদির ন্যায় দেহনাশে ও দেহাশ্রিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ বিনাশে পরবর্ত্তী কার্য্যগুলি বিনষ্ট হয়। অভিপ্রায় এই যে, এইরূপে বিনাশ হওয়াই যখন সম্ভব, তখন যথোক্ত বস্তুর অতিরিক্ত আর অবশিষ্ট কি থাকিবে? আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ॥৫৬৯॥৪

স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যতে এতৎ-

সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ; এষ আত্মাপহতপাপ্মা, বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি, যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥৫৭০॥৫

[এবং পৃষ্টঃ] সঃ (আচার্য্যঃ) ব্রূয়াৎ (শিষ্যশঙ্কাং নিবারয়ন্ কথয়েৎ)—অস্য (দেহস্য) জরয়া এতৎ (অন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম) ন জীর্য্যতি (জীর্ণং—বিকৃতং ন ভবতি), অস্য (দেহস্য) বধেন (হননেন) এতৎ ন হন্যতে (বিনাশ্যতে)। এতৎ (অন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম) সত্যং (যথার্থং) ব্রহ্মপুরং (ব্রহ্মৈব পুরং, নতু স্থূলশরীরবৎ ব্রহ্মণঃ পুরং—ব্রহ্মপুরমিতি ভাবঃ); অস্মিন্ (সত্যে ব্রহ্মপুরে) কামাঃ সমাহিতাঃ [সন্তি]। এষঃ (অন্তরাকাশঃ) অপহত-পাপ্মা (নিত্যনির্দ্দোষঃ), বিজরঃ (জরাদি-দেহধর্ম্মরহিতঃ), বিমৃত্যুঃ (বিনাশরহিতঃ—নিত্যঃ), বিশোকঃ (দুঃখশূন্যঃ), বিজিঘৎসঃ (জিঘৎসা—ভোজনেচ্ছা, তদ্রহিতঃ), অপিপাসঃ (পিপাসাশূন্যঃ), সত্যকামঃ (অমোঘাভিলাষঃ), সত্যসংকল্পঃ (কামহেতুঃ সংকল্পোঽপি অমোঘ এবাস্যেত্যর্থঃ), [এবংলক্ষণঃ], আত্মা (জীবরূপঃ)। [কিঞ্চ,] ইহ (জগতি) যথৈব হি (নিশ্চয়ে) প্রজাঃ (জনাঃ) যথানুশাসনং (রাজ-শাসনানুসারেণ) অন্বাবিশন্তি (অনুবর্ত্তন্তে),—যং যং অন্তং (সন্নিহিতং) যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং চ অভিকামাঃ (অভিলাষুকাঃ) ভবন্তি, তং তং (অভিলষিতং) এব উপজীবন্তি (আশ্রিত্য জীবন্তীত্যর্থঃ)॥

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি (আচার্য্য) বলিবেন—ইহার (দেহের) জরা দ্বারা উক্ত অন্তরাকাশ (ব্রহ্ম) জীর্ণ হয় না, এবং দেহের বধেও হত হয় না; ইহাই যথার্থ ব্রহ্মপুর (ব্রহ্মস্বরূপ পুর); সমস্ত কামনা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; ইহাই অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ), জরারহিত, মৃত্যুশূন্য, শোকরহিত, বুভুক্ষা ও পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প (অমোঘেচ্ছ)। জগতে প্রজাগণ যেমন রাজশাসনের অনুসরণ করিয়া, যে যে বিষয়, যে জনপদ ও যে ভূভাগ পাইতে ইচ্ছুক হয়, সেই সমস্তই উপজীব্য করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমন্তেবাসিভিশ্চোদিতঃ স আচার্য্যো ব্রূয়াৎ তন্মতিমপনয়ন্। কথম্? অস্য দেহস্য জরয়া এতৎ যথোক্তম্ অন্তরাকাশাখ্যং ব্রহ্ম—যস্মিন্ সর্ব্বং সমাহিতং ন জীর্য্যতি দেহবৎ ন বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। ন চাস্য বধেন শস্ত্রাদিঘাতেন এতৎ হন্যতে, যথা আকাশম্; কিমু ততোঽপি সূক্ষ্মতরমশব্দ-

মস্পর্শং ব্রহ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যত ইত্যর্থঃ। কথং দেহেন্দ্রিয়াদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যত ইতি এতস্মিন্নবসরে বক্তব্যং প্রাপ্তম্; তৎ প্রকৃতব্যাসঙ্গো মাভূদিতি নোচ্যতে; ইন্দ্রবিরোচনাখ্যায়িকায়ামুপরিষ্টাৎ বক্ষ্যামো যুক্তিতঃ।

এতৎ সত্যম্ অবিতথং ব্রহ্মপুরং ব্রহ্মৈব পুরং ব্রহ্মপুরম্, শরীরাখ্যন্তু ব্রহ্মপুরং ব্রহ্মোপলক্ষণার্থত্বাৎ। তত্তু অনৃতমেব "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ। তদ্বিকারেঽনৃতেঽপি দেহশুদ্ধে ব্রহ্মোপলভ্যত ইতি ব্রহ্মপুরমিত্যুক্তং ব্যাবহারিকম্; সত্যন্তু ব্রহ্মপুরম্ এতদেব ব্রহ্ম, সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বাৎ। অতোঽস্মিন্ পুণ্ডরীকোপলক্ষিতে ব্রহ্মপুরে সর্ব্বে কামাঃ—যে বহির্ভবদ্ভিঃ প্রার্থ্যন্তে, তে অস্মিন্নেব স্বাত্মনি সমাহিতাঃ; অতস্তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মেব অনুতিষ্ঠত, বাহ্যবিষয়তৃষ্ণাং ত্যজতেত্যভিপ্রায়ঃ।

এষ আত্মা ভবতাং স্বরূপম্। শৃণুত তস্য লক্ষণম্;—অপহতপাপ্মা। অপহতঃ পাপ্মা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো যস্য সোঽয়ম্ অপহতপাপ্মা। তথা বিজরো বিগতজ্বরো বিমৃত্যুশ্চ। তদুক্তং পূর্ব্বমেব ন বধেনাস্য হন্যত ইতি। কিমর্থং পুনরুচ্যতে। যদ্যপি দেহসম্বন্ধিভ্যাং জরামৃত্যুভ্যাং ন সম্বধ্যতে। অন্যথাপি সম্বন্ধস্তাভ্যাং স্যাদিত্যাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থম্। বিশোকো বিগতশোকঃ। শোকো নাম ইষ্টাদিবিয়োগনিমিত্তো মানসঃ সন্তাপঃ। বিজিঘৎসো বিগতাশনেচ্ছঃ। অপিপাসোঽপানেচ্ছঃ।

নন্বপহতপাপ্মত্বেন জরাদয়ঃ শোকান্তাঃ প্রতিষিদ্ধা এব ভবন্তি। কারণপ্রতিষেধাৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যা হি ত ইতি। জরাদিপ্রতিষেধেন বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কার্য্যাভাবে বিদ্যমানয়োরপ্যসৎসমত্বমিতি পৃথক্ প্রতিষেধোঽনর্থকঃ স্যাৎ। সত্যমেবং তথাপি ধর্ম্মকার্য্যানন্দব্যতিরেকেণ স্বাভাবিকানন্দো যথেশ্বরে বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ। তথাঽধর্ম্মকার্য্যজরাদিব্যতিরেকেণাপি জরাদিদুঃখস্বরূপং স্বাভাবিকং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যেত। অতো যুক্তস্তন্নিবৃত্তয়ে জরাদীনাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং পৃথক্ প্রতিষেধঃ। জরাদিগ্রহণং সর্ব্বদুঃখোপলক্ষণার্থম্। পাপনিমিত্তানাং দুঃখানামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকং চ তৎপ্রতিষেধস্যাশক্যত্বাৎ সর্ব্বদুঃখপ্রতিষেধার্থং যুক্তমেবাপহতপাপ্মত্ববচনম্।

সত্যা অবিতথাঃ কামা যস্য সোঽয়ং সত্যকামঃ। বিতথা হি সংসারিণাং কামাঃ। ঈশ্বরস্য তদ্বিপরীতাঃ। তথা কামহেতবঃ সঙ্কল্পা অপি সত্যা যস্য স সত্যসঙ্কল্পঃ। সঙ্কল্পাঃ কামাশ্চ শুদ্ধসত্ত্বোপাধিনিমিত্তা ঈশ্বরস্য। চিত্রগুবৎ। ন স্বতো নেতি নেতীত্যুক্তত্বাৎ।

যথোক্তলক্ষণ এবাত্মা বিজ্ঞেয়ো গুরুভ্যঃ শাস্ত্রতশ্চ আত্মসংবেদ্যতয়া চ স্বারাজ্যকামৈঃ। ন চেদ্বিজ্ঞায়তে কো দোষঃ স্যাদিতি। শৃণুতাত্র দোষং দৃষ্টান্তেন। যথা হ্যেবেহ লোকে প্রজা অন্বাবিশন্ত্যনুবর্ত্তন্তে। যথানুশাসনং যথেহ প্রজা অন্যং স্বামিনং মন্যমানাঃ স্বস্য স্বামিনো যথা যথাঽনুশাসনং তথা তথা অন্বাবিশন্তি। কিম্? যং যমন্তং প্রত্যন্তং জনপদং ক্ষেত্রভাগঞ্চ অভিকামা অর্থিন্যো ভবন্তি আত্ম-বুদ্ধ্যনুরূপম্, তং তমেব চ প্রত্যন্তাদিমুপজীবন্তীতি এষ দৃষ্টান্তোঽস্বাতন্ত্র্যদোষং প্রতি পুণ্যফলোপভোগে ॥৫৭০॥৫

আনন্দগিরিঃ।—কয়া পুনা রীত্যা শূন্যবিষয়া শিষ্যমতিরপনেতব্যেতি প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কথমিত্যাদিনা। দেহাদিবিক্রিয়য়া ব্রহ্মণো ন বিক্রিয়াস্তীত্যেতৎ কৈমুতিকন্যায়েন সাধয়তি—ন চেতি। দেহাদিষু তাদাত্ম্যেন স্থিতং চেদ্‌ব্রহ্ম দোষৈরসংস্পৃষ্টমিত্যযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কথমিতি। প্রকৃতং দহরোপাসনা, তত্র ব্যাসঙ্গো বিক্ষেপঃ। যদি দেহাদিদোষৈরসংস্পৃষ্টত্বং ব্রহ্মণো নোচ্যতে চেদেতে চ ক্বচিদুপপদ্যন্তে, তর্হি তদবিবক্ষিতমেব স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রেতি।

নাস্যেত্যাদিনোক্তেঽর্থে হেতুমাহ—এতদিতি। কথং যথোক্তং ব্রহ্মণঃ পুরমবিতথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মৈবেতি। সত্যশব্দসামানাধিকরণ্যাদুক্তসমাসসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কথং তর্হি শরীরং ব্রহ্মপুরমিত্যুক্তমত আহ শরীরাখ্যং ত্বিতি। তদেব স্ফুটয়িতুং শরীরস্য মিথ্যাত্বং সপ্রমাণং দর্শয়তি—তত্ত্বিতি। অথ মিথ্যাভূতস্য তস্য কথং ব্রহ্মপুরত্বমত আহ—তদ্বিকার ইতি। কিঞ্চ, ব্যবহারিকং সত্যমিদং শরীরং, তদ্‌যুক্তং তস্যানৃতস্যাপি ব্রহ্মোপলব্ধ্যধিষ্ঠানস্য—ব্রহ্মপুরত্বমিত্যাহ—ব্যাবহারিকমিতি। ব্রহ্ম তু পরমার্থসত্যম্, অতশ্চৈতদেব সত্যমিত্যুক্তং ব্রহ্মপুরমিত্যাহ—সত্যং ত্বিতি। ব্রহ্মণঃ সত্যত্বেঽপি পুরত্বাযোগাৎ কুতো ব্রহ্মপুরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বব্যবহারেতি। দহরাকাশস্যাল্পত্বং বিনাশিত্বমিত্যাশঙ্কিতং দোষং পরিহৃত্যোপাস্যত্বসিদ্ধ্যর্থং পাতনিকাং করোতি—অত ইতি। অস্মিন্ সর্ব্বকামসমাধানে ফলিতমুপাসনমুপদিশতি—অতস্তদিতি।

যথোক্তে দহরাকাশে কীদৃগুপাসনং কর্ত্তব্যমিত্যপেক্ষায়ামহংগ্রহেণেত্যাহ—এষ ইতি। পুনরুক্তিং শঙ্কতে—তদুক্তমিতি। তাং পরিহরতি—যদ্যপীতি। অন্যথা দেহসম্বন্ধং বিনা স্বভাবতোঽপীত্যর্থঃ। নিবৃত্ত্যর্থং পুনরুচ্যতে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

প্রকারান্তরেণ পুনরুক্তিং চোদয়তি—নন্বিতি। শোকস্যান্তা; কিঞ্চিদ্‌ব্যবধায় পিপাসা যেষ্বন্তি তে শোকান্তাঃ, তেষাং জরাদীনামপহতপাপ্মত্বেন প্রতিষিদ্ধত্বে হেতুমাহ—কারণেতি। কথং ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিষেধে জরাদিবিকারপ্রতিষেধস্তত্রাহ—ধর্ম্মেতি। ইতি পৃথক্ প্রতিষেধোঽনর্থকঃ স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। জরাদিপ্রতিষেধস্যার্থবত্ত্বমঙ্গীকৃত্য পাপ্মপ্রতিষেধস্য নৈরর্থক্যমিতি পক্ষান্তরমাহ—জরাদীতি। ধর্ম্মাদের্জরাদের্ব্বা নিষেধাদিতরনিষেধঃ সিধ্যতীত্যঙ্গীকরোতি—সত্যমেবমিতি। তর্হি কিমিত্যপহতপাপ্মেত্যুক্ত্বা বিজরো বিমৃত্যুরিত্যাদ্যুচ্যতে, তত্রাহ—তথাপীতি। তথাপি দুঃখে প্রতিষিদ্ধে কিমিতি জরাদি প্রতিষিধ্যতে, তত্রাহ—জরাদীতি। যত্তু কার্য্যাভাবে সতোরপি ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরুৎখাতদন্তোরগবদকিঞ্চিৎকরত্বাদপহতপাপ্মেতি ন পৃথগ্‌বক্তব্যমিতি, তত্রাহ—পাপনিমিত্তানামিতি।

ঈশ্বরস্য সত্যকামত্বং সাধয়তি—বিতথা হীতি। যথেশ্বরস্যাবিতথাঃ কামাস্তথা সঙ্কল্পাশ্চেত্যাহ—তথেতি। অভাবরূপাণাং ধর্ম্মাণামদ্বৈতাবিদ্যাত্মকত্বেন সম্ভবিতত্বেঽপি কথং ভাবরূপা ধর্ম্মাঃ সম্ভবেয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সঙ্কল্পা ইতি। শুদ্ধসত্ত্বং রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং ত্রিগুণায়া মায়ায়া অংশভূতং তদেবোপাধিস্তন্নিমিত্তং যেষাং তে তথা। অস্বাভাবিকানাং সঙ্কল্পাদীনামীশ্বরবিশেষণত্বে দৃষ্টান্তমাহ—চিত্রগুবদিতি। যথা চিত্রা গাবোঽস্বাভাবিকাশ্চিত্রগোর্দেবদত্তস্য বিশেষণং, তথা ব্রহ্মণোঽপি

কামাদয় ইত্যর্থঃ। কিমিতি কামাদয়ো ব্রহ্মণি স্বাভাবিকা ন ভবন্তি ধর্ম্ম-ধর্ম্মিণোরেবোপচারাদদ্বৈতশ্রুতেরুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন স্বত ইতি।

বাক্যান্তরমবতারয়িতুং পাতনিকাং করোতি—যথোক্তেতি। জ্ঞানপ্রকারং নিমিত্তাধিকারিপ্রদর্শনপূর্ব্বকং দর্শয়তি—গুরুভ্য ইতি। প্রশ্নপূর্ব্বকং যথা হীত্যাদিবাক্যমাহ—নচেদিতি। যথাকাশাত্মাপরিজ্ঞানমত্রেতি পরামৃষ্টম্। অক্ষরোত্থমর্থং যথা হ্যেবেত্যনেন দৃষ্টান্তেন দর্শয়িত্বা বাক্যার্থং কথয়তি—যথা হ্যেবেতি। অমুমর্থং প্রশ্নপূর্ব্বকমন্বাচষ্টে—কিমিত্যাদিনা। উক্তদৃষ্টান্তেন বিবক্ষিতমংশমনূদ্য দৃষ্টান্তান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—এষ ইতি ॥৫৭০॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—শিষ্যগণ কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই আচার্য্য তাহাদের আশঙ্কা-অপনয়নার্থ বলিবেন। কি প্রকার?—এই দেহের জরা দ্বারা এই পূর্ব্বোক্ত অন্তরাকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্ম, যাঁহার মধ্যে সমস্ত পদার্থ সন্নিবেশিত আছে, সেই ব্রহ্ম জীর্ণ হন না, অর্থাৎ দেহের ন্যায় জীর্ণতা বা বিকার প্রাপ্ত হন না, এবং এই দেহের বধেও—শস্ত্রাদির আঘাতেও হত হন না; উদাহরণ—যেমন আকাশ। অভিপ্রায় এই যে, [সামান্য আকাশই যখন এইরূপ, তখন] তদপেক্ষাও অধিকতর সূক্ষ্ম এবং শব্দ-স্পর্শাদি-রহিত ব্রহ্ম যে কখনই দেহেন্দ্রিয়াদির দোষে সংস্পৃষ্ট হন না, ইহাও কি আর বলিতে হইবে? সেই আকাশাখ্য ব্রহ্ম কেন যে দেহেন্দ্রিয়াদির দোষে স্পৃষ্ট হন না, তাহা এই অবসরেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা বলিতে গেলে প্রস্তাবিত বিষয়ে বুদ্ধি-ভ্রংশ (বর্ণনীয় বিষয় হইতে বুদ্ধি-বিচ্ছেদ) ঘটিতে পারে; এই জন্য তাহা বলা হইল না। পশ্চাৎ ইন্দ্র-বিরোচনাখ্যায়িকা প্রসঙ্গে আমরা যুক্তি দ্বারা ইহার বর্ণনা করিব।

ইহাই সত্য—অবিতথ (যথার্থ) ব্রহ্মপুর অর্থাৎ ব্রহ্মই পুরস্বরূপ; কিন্তু শরীর-নামক যে ব্রহ্মপুর, অর্থাৎ শরীরকে যে ব্রহ্মপুর বলা হয়, তাহা কেবল ব্রহ্মের উপলক্ষণ বা উপলব্ধির হেতু বলিয়া, (বস্তুতঃ উহা স্বরূপতঃ ব্রহ্মপুর নহে), প্রকৃতপক্ষে উহা অনৃত—অসত্যই বটে; কারণ, বিকারমাত্রই যে বাক্যারব্ধ নাম মাত্র, এইরূপ শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। বিকারাত্মক অসত্য দেহরূপ কার্য্য পদার্থেও ব্রহ্ম উপলব্ধ বা প্রতীতি-গম্য হইয়া থাকেন, এইজন্য ইহাকে ব্রহ্মপুর বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ ইহা ব্যাবহারিক মাত্র। কিন্তু এই ব্রহ্মই প্রকৃত সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মপুর; কারণ, ইহাই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের আশ্রয়। অতএব হৃৎপুণ্ডরীকোপলক্ষিত এই ব্রহ্মপুরে (অন্তরাকাশে) সমস্ত কাম (কাম্য বিষয়) —যে সমস্তকে তোমরা বাহিরে প্রার্থনা করিয়া থাক, সেই সমস্ত কাম ইহাতেই —স্বীয় আত্মাতেই সমাহিত আছে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব তাহা পাইবার যে সমস্ত উপায় আছে, সে সমুদয়ের অনুষ্ঠান কর, বাহ্য বিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর।

উক্ত আত্মাই তোমাদের (শিষ্যগণের) প্রকৃত স্বরূপ ; তাহার লক্ষণ বা পরিচয় শ্রবণ কর,—অপহতপাপ্মা—যাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-নামক পাপ সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়াছে, তিনি অপহতপাপ্মা ; সেইরূপ, বিজর—জরা (বার্দ্ধক্য) যাহার নাই, এবং যিনি বিমৃত্যু—মৃত্যুশূন্য। পূর্ব্বেও একথা বলা হইয়াছে—যিনি 'দেহের বধে হত হন না' ইতি। ভাল, তবে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন কি? [উত্তর—] যদিও দেহগত জরা ও মৃত্যু দ্বারা সংবদ্ধ হন না সত্য, তথাপি অন্য কোনরূপেও তাঁহার জরামৃত্যু আশঙ্কিত হইতে পারে, তন্নিবৃত্ত্যর্থ [বিজর ও বিমৃত্যু কথার পুনরুক্তি করা হইয়াছে]। বিশোক—যাহার শোক বিশেষরূপে বিগত হইয়াছে ; শোক অর্থ—অভিলষিত বস্তুর অভাবজনিত মানসিক সন্তাপ (দুঃখ)। বিজিঘৎস—যাহার ভোজনের ইচ্ছা নাই ; অপিপাস—পানেচ্ছা যাহার নাই।

প্রশ্ন হইতেছে যে, আত্মাকে 'অপহতপাপ্মা' বলাতেই ত তাহার [পাপের ফল] জরাদি শোক পর্য্যন্ত ধর্ম্মগুলিও নিষিদ্ধই হইতেছে ; কেননা, জরাদি ধর্ম্মগুলি যখন পুণ্য ও পাপের ফল বা কার্য্য, তখন কারণের প্রতিষেধেই তৎকার্য্য জরাদিরও প্রতিষেধ সিদ্ধই হইয়াছে। পক্ষান্তরে, জরাদি যখন ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্য, তখন জরাদির প্রতিষেধ হওয়ায় তৎকারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিয়াও কার্য্য না করায় অসৎসমই বটে, অর্থাৎ না থাকার মধ্যেই পরিগণিত হয় ; সুতরাং জরাদি ও ধর্ম্মাধর্ম্মের পৃথক্ প্রতিষেধ নিরর্থক হইতে পারে। হাঁ, এ কথা সত্য বটে, তথাপি ঈশ্বরে যেমন ধর্ম্মের ফলীভূত আনন্দ হইতে অতিরিক্ত 'ব্রহ্ম—বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ স্বাভাবিক আনন্দ রহিয়াছে, তেমনি অধর্ম্ম-জন্য জরাদি হইতে ভিন্ন স্বভাবসিদ্ধ জরাদি দুঃখ থাকাও অসম্ভব নহে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। অতএব সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে জরাদির প্রতিষেধ করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে। শ্রুতিতে এই জরাদির উল্লেখই অপরাপর সর্ব্বদুঃখের উপলক্ষণ বা প্রতিপাদক। বিশেষতঃ পাপজনিত দুঃখের অন্ত নাই—সুতরাং পরিগণনাপূর্ব্বক তাহার প্রতিষেধ করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া তৎপ্রতিষেধার্থ সাধারণভাবে 'অপহতপাপ্মা' বলাই সঙ্গত হইতেছে।

যাহার কাম বা অভিলাষ সত্য—কখনও ব্যর্থ হয় না, তিনি সত্যকাম। সংসারীদিগের কামসমূহ বিতথ (অসত্য) হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের কাম তদ্বিপরীত অর্থাৎ কখনও ব্যর্থ হয় না। সেইরূপ কামের হেতুভূত সংকল্পসমূহও যাহার সত্য, তিনি—সত্যসংকল্প। ঈশ্বরের যে কাম ও সংকল্প, 'চিত্রগু'র ন্যায়

তৎসমস্তই তাহার বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ উপাধির ধর্ম্ম; কিন্তু ঐ সমস্ত ধর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক নহে; কেননা, শ্রুতিতে তিনি 'নেতি নেতি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১)।

যাহারা স্বারাজ্যকাম অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী, তাহারা গুরু ও শাস্ত্র হইতে অপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণান্বিত উক্ত আত্মাকে আত্ম-বেদ্যরূপে অবগত হইবে। আচ্ছা, আত্মা যদি বিজ্ঞাত নাই হয়—অবিজ্ঞাতই থাকে, তবে দোষ কি? দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এ বিষয়ে দোষ বলিতেছি; শ্রবণ কর—এই জগতে প্রজাগণ যেরূপ শাসনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রজাগণ যেমন অন্যকে স্বামী বা আপনার প্রভু মনে করিয়া সেই স্বামীর যেরূপ শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহারা ঠিক সেইরূপই অনুগমন করিয়া থাকে; কিসের [অনুগমন করিয়া থাকে]? নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে যে যে সন্নিহিত জনপদ (প্রদেশ) কিংবা ভূভাগের অভিকাম অর্থাৎ প্রার্থী হইয়া থাকে, সেই সেই প্রত্যন্তাদিকেই উপজীব্য করিয়া থাকে। জীবের পুণ্য ও পাপফল ভোগে যে স্বাতন্ত্র্য নাই, তদ্বিষয়ে ইহাই দৃষ্টান্ত (২) ॥৫৭০॥৫

তদযথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদয ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাꣳশ্চ সত্যান্ কামাꣳস্তেষাꣳ সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যোক্ত 'চিত্রগুবৎ' কথার অর্থ—চিত্রগুর ন্যায়, যাহার বিচিত্র বর্ণের গো আছে, তাহাকে 'চিত্রগু' বলে। প্রকৃতপক্ষে গোর স্বামী নিজে চিত্র বর্ণযুক্ত না হইয়াও স্বীয় গোর চিত্র বর্ণানুসারে 'চিত্রগু' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেই কথা,—ব্রহ্ম স্বরূপতঃ 'নেতি নেতি' শ্রুতিগম্য নির্ব্বিশেষ হইলেও তাঁহার উপাধিভূত ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার সত্ত্বাংশে কাম-সংকল্পাদি ধর্ম্মগুলির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; এই জন্য তদুপাধিক ঈশ্বরেও কাম-সংকল্পাদি ধর্ম্মের ব্যবহার হইয়া থাকে; 'শুদ্ধ সত্ত্ব' অর্থ—রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা যে সত্ত্ব অভিভূত বা পরাজিত নহে; তাদৃশ বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতির নাম—মায়া, এবং তদুপহিত চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। আর রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত (কলুষিত) সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতির নাম অবিদ্যা, এবং তদুপহিত চৈতন্যের নাম—জীব। "সত্ত্ব-শুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে। মায়া-বিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ। অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা"। (পঞ্চদশী)॥

(২) তাৎপর্য্য—জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে যেরূপ সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কার্য্যক্ষেত্রেও তাহাদের তদনুরূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল-ভোগ, উভয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে হইয়া থাকে; কাজেই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগে জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই। জীব যতদিন অজ্ঞানান্ধ থাকিবে, ভোগ্য-ভোগাদি ভেদ-বুদ্ধির অধীন থাকিবে, এবং অপরকে আপনার প্রভু বা স্বামী বলিয়া বোধ করিতে থাকিবে, তত দিন জীবের এইরূপ ফলভোগও সুনিশ্চিত—অবশ্যম্ভাবী॥

ভবতি। অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাꣳশ্চ সত্যান্ কামাꣳস্তেষাꣳ সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৫৭১॥৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৮।১॥

[ইদানীমপরো দৃষ্টান্ত উচ্যতে—'তদ্‌যথা' ইত্যাদিনা]—তৎ (তত্র বিষয়ে) [অয়মপরঃ দৃষ্টান্তঃ]—ইহ (অস্মিন্ জগতি) কর্ম্মজিতঃ (কর্ম্মণা—সেবাদিনা অর্জ্জিতঃ) লোকঃ (ভোগ্যঃ শস্যাদিঃ) যথা ক্ষীয়তে (অন্তবান্—বিনাশী ভবতি), এবং (শস্যাদিবৎ) এব (নিশ্চয়ে) অমুত্র (পরত্র—মৃত্যোরনন্তরং) পুণ্যজিতঃ (পুণ্যেন—অগ্নিহোত্রাদিনা অর্জিতঃ) লোকঃ (স্বর্গাদিঃ) ক্ষীয়তে, (যৎ কৃতকম্, তদনিত্যমিতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ)। তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) যে (জনাঃ) আত্মানং এতান্ (যথোক্তান্) সত্যান্ কামান্ চ অননুবিদ্য (অজ্ঞাত্বা) ব্রজন্তি (অস্মাৎ দেহাৎ প্রয়ান্তি), তেষাং (আত্মাদ্যবিদুষাং সর্ব্বেষু লোকেষু) অ-কামচারঃ (স্বাতন্ত্র্যাভাবঃ) ভবতি। অথ (পক্ষান্তরে) যে ইহ (লোকে) আত্মানং (যথোক্তরূপং) এতান্ সত্যান্ কামান্ চ অনুবিদ্য ব্রজন্তি (পরলোকং গচ্ছন্তি—ম্রিয়ন্তে), তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ (স্বাতন্ত্র্যং) ভবতি॥

এ বিষয়ে অপর একটি দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে—ইহ লোকে সেবাদি বা কৃষ্যাদি কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত শস্যাদি লোক যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি মৃত্যুর পরেও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব যাহারা ইহলোকে আত্মা ও পূর্ব্বোক্ত সত্য কামাদি গুণসমূহ অবগত না হইয়া পরলোকে প্রয়াণ করে, তাহাদের সমস্ত লোকে (ভোগ-ভূমিতে) অ-কামচার (স্বাতন্ত্র্যের অভাব) হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যাহারা উক্ত আত্মা ও সত্য-কামাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করে, সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার (স্বাধীনতা) হইয়া থাকে]॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ অন্যো দৃষ্টান্তস্তৎক্ষয়ং প্রতি তদ্‌যথেহেত্যাদি। তৎ তত্র যথা ইহ লোকে তাসামেব স্বাম্যনুশাসনানুবর্ত্তিনীনাং প্রজানাং সেবাদিজিতো লোকঃ পরাধীনোপভোগঃ ক্ষীয়তে অন্তবান্ ভবতি। অথেদানীং দার্ষ্টান্তিকমুপসংহরতি—এবমেব অমুত্র অগ্নিহোত্রাদিপুণ্যজিতো লোকঃ পরাধীনোপভোগঃ ক্ষীয়ত এবেতি।

উক্তো দোষ এষামিতি বিষয়ং দর্শয়তি—তদ্য ইত্যাদিনা। তৎ তত্র যে ইহাস্মিন্ লোকে জ্ঞানকর্ম্মণোরধিকৃতা যোগ্যাঃ সন্ত আত্মানং যথোক্তলক্ষণং শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টম্ অননুবিদ্য যথোপদেশমনু স্বাত্মসংবেদ্যতাম্ অকৃত্বা ব্রজন্তি দেহাদস্মাৎ প্রয়ন্তি; যে এতাংশ্চ যথোক্তান্ সত্যান্ সত্যসঙ্কল্পকার্য্যাংশ্চ স্বাত্মস্থান্

কামান্ অননুবিদ্য ব্রজন্তি, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারঃ অস্বতন্ত্রতা ভবতি, —যথা রাজানুশাসনানুবর্ত্তিনীনাং প্রজানামিত্যর্থঃ। অথ যে অন্যে ইহলোকে আত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্ অনুবিদ্য স্বাত্ম-সম্বেদ্যতাম্ আপাদ্য ব্রজন্তি, যথোক্তাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ ভবতি—রাজ্ঞ ইব সার্ব্বভৌমস্যেহ লোকে ॥৫৭১॥৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥১॥

আনন্দগিরিঃ।—কেষামেষ দোষো ভবতীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—উক্ত ইতি। কর্ম্ম-সাধ্যস্য পারতন্ত্র্যং ক্ষয়িষ্ণুত্বঞ্চ জ্ঞানহীনকর্ম্মসাধ্যবিষয়ব্রহ্মোপাসকানামেব দোষো ভবতীতি দর্শয়ত্যুত্তরং বাক্যমিত্যর্থঃ। অবিদুষামেবাস্বাতন্ত্র্যদোষমুক্ত্বা বিদুষাং স্বাতন্ত্র্যফলং কথয়তি—অথেত্যাদিনা ॥৫৭১॥৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১॥

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর কর্ম্মফলক্ষয়ের সম্বন্ধে অপর দৃষ্টান্ত [কথিত হইতেছে]—"তদ্‌যথা" ইত্যাদি। তন্মধ্যে, ইহলোকে প্রভুর শাসনাধীন সেই প্রজাগণেরই প্রভুর আরাধনাদি দ্বারা অর্জ্জিত লোক অর্থাৎ পরাধীন ভোগ্য বিষয় যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—অন্তবান্ (বিনাশশালী) হইয়া থাকে। অতঃপর এখন দার্ষ্টান্তিকের (যাহার দৃষ্টান্ত, তাহার) উপসংহার করিতেছেন—ঠিক এইরূপ পরকালীন অগ্নিহোত্রাদি পুণ্যকর্ম্মলব্ধ লোকও অর্থাৎ পরাধীন ভোগও নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১)।

"তদ্ যে" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত দোষেরই বিষয় প্রদর্শন করিতেছেন। তন্মধ্যে ইহলোকে যাহারা জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী ও যোগ্যতা লাভে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে পূর্ব্বোক্তপ্রকার আত্মাকে অনুবেদন না করিয়া —উপদেশের পর নিজের অনুভবগম্য না করিয়া গমন করে—বর্ত্তমান দেহ হইতে প্রস্থান করে, এবং যাহারা এই সমস্ত সত্যকাম অর্থাৎ সত্য-সংকল্পের ফলস্বরূপ স্বীয় আত্মস্থ কামসমূহও অনুভব না করিয়া প্রয়াণ করে, তাহাদের সমস্ত লোকেই অ-কামচার—স্বাধীনতার অভাব হইয়া থাকে। যে সমস্ত প্রজা রাজানুশাসনের বশবর্ত্তী নহে, তাহাদের যেমন হয়, তেমনি। পক্ষান্তরে অপর যাহারা ইহলোকে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আত্মাকে স্বানুভবগম্য করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত সত্যকামাদি গুণকেও স্বানুভব-গম্য করিয়া প্রয়াণ করে, সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার (স্বাধীনতা) হইয়া থাকে, জগতে যেমন সর্ব্ব-ভূম্যধিপতি রাজার হইয়া থাকে, তদ্রূপ ॥৫৭১॥৬

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১॥

---

(১) তাৎপর্য্য—একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে, যে কোন পদার্থ ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন—কৃতক বা কৃত্রিম, তৎসমস্তই অনিত্য বা অন্তবান্,—যখনই হউক, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তদনুসারে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত শস্যাদি ভোগ্য বস্তু যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত পরকালীন স্বর্গাদি ফলও নিশ্চয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে

অষ্টমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭২॥১

যঃ (যথোক্তাত্মসাক্ষাৎকারকারী) যদি (সম্ভাবনায়াং) পিতৃলোককামঃ [পিতৄন্—পূর্ব্বপুরুষান্ দ্রষ্টুকামঃ) [ভবতি, তর্হি], অস্য (আত্মসাক্ষাৎকারবতঃ) সংকল্পাৎ (ইচ্ছামাত্রাৎ) এব সমুত্তিষ্ঠন্তি (প্রত্যক্ষযোগ্যতাম্ উপযান্তি); [সঃ] তেন পিতৃলোকেন (পিতৃগণেন) সম্পন্নঃ (মিলিতঃ সন্) মহীয়তে (মাহাত্ম্যম্ অনুভবতি) ॥

পূর্ব্বোক্ত আত্মসাক্ষাৎকারকারী সেই ব্যক্তি যদি পিতৃলোককাম অর্থাৎ পিতৃপুরুষ দর্শনাভিলাষী হয়, তাহা হইলে ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার পিতৃগণ উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া থাকেন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—কথং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি উচ্যতে। য আত্মানং যথোক্তলক্ষণং হৃদি সাক্ষাৎকৃতবান্ বক্ষ্যমাণব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নঃ সন্ তৎস্থাংশ্চ সত্যান্ কামান্, স ত্যক্তদেহঃ যদি পিতৃলোককামঃ—পিতরো জনয়িতারঃ ত এব সুখহেতুত্বেন ভোগ্যত্বাৎ লোকা উচ্যন্তে, তেষু কামো যস্য, তৈঃ পিতৃভিঃ সম্বন্ধেচ্ছা যস্য ভবতি, তস্য সঙ্কল্পমাত্রাদেব পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি আত্মসম্বন্ধিতামাপদ্যন্তে। বিশুদ্ধসত্ত্বতয়া সত্যসঙ্কল্পত্বাদীশ্বরস্যেব। তেন পিতৃলোকেন ভোগেন সম্পন্নঃ, সম্পত্তিরিষ্টপ্রাপ্তিঃ, তয়া সমৃদ্ধঃ মহীয়তে পূজ্যতে বর্দ্ধতে বা মহিমানমনুভবতি ॥৫৭২॥১

আনন্দগিরিঃ।—উক্তমেবার্থমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুপপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা ॥৫৭২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—সমস্ত লোকে তাহার কামচার হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যে লোক স্বহৃদয়ে উক্তপ্রকার আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ গুণসমূহেও সম্পন্ন হন, এবং তদ্গত সত্যকামত্বও অনুভব করেন, তিনি যদি দেহত্যাগের পর পিতৃলোককাম হন,—পিতরঃ—অর্থ—জনকগণ। পিতৃগণও তাহার সুখ-জনক ভোগ্য বলিয়াই 'লোক' শব্দবাচ্য। সেই পিতৃলোকে যাহার কাম, অর্থাৎ সেই পিতৃগণের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিতে

যাহার ইচ্ছা হয়, তাহার সেই ইচ্ছামাত্রেই পিতৃগণ সমুত্থিত হন, অর্থাৎ তাহার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া থাকেন; কেননা, বিশুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া ঈশ্বরের ন্যায় তিনিও সত্যসংকল্প নিবন্ধন সেই পিতৃলোকরূপ ভোগে সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন—বৃদ্ধি লাভ করেন; অথবা, আপনার মহিমা অনুভব করেন ॥৫৭২॥১

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৩॥২

অথ [সঃ] যদি মাতৃলোককামঃ (মাতরঃ জনন্যঃ, তা এব সুখহেতুত্বাৎ লোক-শব্দেন অভিধীয়ন্তে, তেষু কামঃ যস্য, সঃ তথোক্তঃ) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন (মাতৃলোকেন) সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥

আর সে লোক যদি মাতৃলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে ইঁহার ইচ্ছামাত্রেই জননীগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন, তিনি সেই মাতৃলোকের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৪॥৩

অথ [সঃ] যদি ভ্রাতৃলোককামঃ ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি; [সঃ] তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে ॥

অথবা তিনি যদি ভ্রাতৃলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রে অতীত ভ্রাতৃগণ উপস্থিত হইয়া থাকে, তিনি সেই ভ্রাতৃলোকে সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন ॥

অথ যদি স্বস্থলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন স্বস্থলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৫॥৪

অথ যদি স্বস্থলোককামঃ (স্বসারঃ ভগিন্যঃ, তল্লোকাভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন স্বস্থলোকেন সম্পন্নঃ মহীয়তে ॥

আর যদি ভগিনীলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে ইঁহার ইচ্ছামাত্রেই ভগিনীগণ উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি সেই ভগিনীলোকে সম্পন্ন হইয়া পূজিত হন ॥

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৬॥৫

অথ যদি সখিলোককামঃ (সুহৃল্লোকাভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব সখায়ঃ (সুহৃদঃ) সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে॥

আর তিনি যদি সখিলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে ইঁহার ইচ্ছামাত্রে সুহৃদ্‌গণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। তিনি সেই সুহৃৎলোকে সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন॥

অথ যদি গন্ধ-মাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধ-মাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৭॥৬

অথ যদি গন্ধ-মাল্যলোককামঃ (গন্ধঃ চন্দনাদি, মাল্যং মালা, তদুভয়লক্ষণ-লোকাভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব গন্ধ-মাল্যে (গন্ধশ্চ মাল্যং চ) সমুত্তিষ্ঠতঃ, [সঃ] তেন গন্ধ-মাল্যলোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে॥

আর তিনি যদি গন্ধ ও মাল্যলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রে সেই গন্ধ ও মাল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি সেই গন্ধ ও মাল্য দ্বারা সম্পন্ন বা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন॥

অথ যদ্যন্ন-পানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্ন-পানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৮॥৭

অথ [সঃ] যদি অন্ন-পান-লোককামঃ (অন্নং চ পানং চ, তদুভয়লক্ষণ-লোকাভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব অন্ন-পানে সমুত্তিষ্ঠতঃ, তেন অন্ন-পানলোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে॥

অথবা তিনি যদি অন্ন ও পানরূপ লোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্র অন্ন ও পান দ্রব্য উপস্থিত হইয়া থাকে, তিনি সেই অন্ন ও পান দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন॥

অথ যদি গীত-বাদিত্রলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গীত-বাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীত-বাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৭৯॥৮

অথ [সঃ] যদি গীতবাদিত্রলোককামঃ (গীতং গানং, বাদিত্রং বাদ্যং চ, তদুভয়লক্ষণলোকাভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব গীত-বাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতঃ, তেন গীতবাদিত্র-লোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে॥

কিংবা তিনি যদি গীত ও বাদ্যলোকাভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার

ইচ্ছামাত্রে গীত ও বাদিত্র উপস্থিত হইয়া থাকে, তিনি সেই গীত ও বাদিত্রলোক দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥

অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৮০॥৯

অথ [সঃ] যদি স্ত্রী-লোককামঃ (অতীতস্ত্রী-প্রাপ্ত্যভিলাষী) ভবতি, [তদা] অস্য সংকল্পাৎ এব স্ত্রিয়ঃ [ভোগ্যত্বেন] সমুত্তিষ্ঠন্তি; তেন স্ত্রী-লোকেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে ॥

আর তিনি যদি স্ত্রী-বিষয়াভিলাষী হন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রে স্ত্রীগণ উপস্থিত হইয়া থাকে, তিনি সেই স্ত্রী-লোক দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সমানমন্যৎ। মাতরঃ জনয়িত্র্যঃ অতীতাঃ সুখহেতুভূতাঃ সামর্থ্যাৎ। ন হি দুঃখহেতুভূতাসু গ্রাম্য-শূকরাদিজন্মনিমিত্তাসু মাতৃষু বিশুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিন ইচ্ছা তৎসম্বন্ধো বা যুক্তঃ ॥৫৭৩-৫৮০॥২-৯

আনন্দগিরিঃ।—সুখহেতুভূতা ইতি কুতো বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ।—সামর্থ্যাদিতি। তদেব স্ফুটয়তি—নহীতি ॥৫৭৩-৫৮০॥২-৯

ভাষ্যানুবাদ।—যোগ্যতা বা তাৎপর্য্যানুসারে বুঝিতে হইবে যে, মাতরঃ অর্থ—সুখের হেতুভূত, অর্থাৎ আনন্দপ্রদ অতীত জননীগণ; কেননা, বিশুদ্ধচিত্ত যোগীর পক্ষে কখনও দুঃখের হেতুভূত গ্রাম্য শূকরাদিজন্মের হেতুভূত মাতৃবিষয়ে ইচ্ছা কিংবা তাহাদের সহিত সম্বন্ধ লাভ করা যুক্তিযুক্ত হয় না। অন্য অংশ পূর্ব্বানুরূপ ॥৫৭৩-৫৮০॥২-৯

যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥৫৮১॥১০

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৮॥২॥

[কিং বহুনা] যং যম্ অন্তম্ (বিষয়ং প্রতি) অভিকামঃ ভবতি, যং চ কামং কাময়তে (ইচ্ছতি), অস্য সংকল্পাৎ এব সঃ (অন্তঃ কামশ্চ) সমুত্তিষ্ঠতি ; তেন সম্পন্নঃ সন্ মহীয়তে ॥

আর অধিক কি, তিনি যে যে বিষয়ে বা প্রদেশে অভিলাষী হন, তাঁহার ইচ্ছামাত্রে সেই সেই প্রদেশ বা বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি তাহা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া পূজিত হন ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যং যমন্তং প্রদেশমধিকামো ভবতি, যং চ কামং কাময়তে

যথোক্তব্যতিরেকেণাপি, সোঽস্যান্তঃ প্রাপ্তুমিষ্টঃ কামশ্চ সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি অস্য। তেনেচ্ছাবিঘাততয়া অভিপ্রেতার্থপ্রাপ্ত্যা চ সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদ্যুক্তার্থম্ ॥৫৮১॥১০

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥২॥

আনন্দগিরিঃ।—তেন জ্ঞানমাহাত্ম্যেনেতি যাবৎ ॥৫৮১॥১০

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৮॥২॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে যে অন্তের অর্থাৎ প্রদেশের (স্থানের) অভিলাষী হন, এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও যে যে বিষয় কামনা করিয়া থাকেন, সেই অন্ত ও অভীষ্ট কাম্য বিষয়ও ইহার সংকল্পমাত্রে সমুত্থিত হইয়া থাকে। তাহা দ্বারা অর্থাৎ ইহার অবিঘাত বা পূর্ণতা ও অভিপ্রেতার্থ প্রাপ্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া পূজিত হন। ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫৮১॥১০

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥২॥

———

অষ্টমাধ্যায়ে

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাꣳ সত্যানাꣳ সতামনৃতমপিধানম্, যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে ॥৫৮২॥১

ইদানীমাত্ম-ধ্যানসাধনানুষ্ঠানোৎসাহার্থমুচ্যতে—"ত ইমে" ইত্যাদি। তে (পূর্ব্বোক্তাঃ) ইমে (স্বান্তঃস্থাঃ) সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ (অনৃতং বাহ্যবিষয়াভিনিবেশনিমিত্তং মিথ্যাজ্ঞানম্ এব অপিধানং আচ্ছাদনং যেষাং, তে অনৃতাপিধানাঃ), [অতো দুর্ল্ভা ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ]। সতাং (আত্মনি বিদ্যমানানাম্ অপি) তেষাং সত্যানাম্ অনৃতম্ (পূর্ব্বোক্তং মিথ্যাজ্ঞানম্) অপিধানং (আচ্ছাদনমিব)। হি (যস্মাৎ) অস্য (প্রাণিনঃ) যঃ যঃ (পুত্রাদিঃ স্বজনঃ) ইতঃ (অস্মাৎ লোকাৎ) প্রৈতি (ম্রিয়তে), ইহ (অস্মিন্ লোকে) [স্থিতঃ স্বজনঃ ইচ্ছন্নপি] তং (প্রেতং) দর্শনায় (দ্রষ্টুং) ন লভতে (ন তং পশ্যতীত্যর্থঃ)॥

এখন আত্মধ্যানের অনুকূল সাধন বিষয়ে উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত এই আত্মস্থ সত্য (অমোঘ) কামসমূহ অনৃত—মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা সমাবৃত; সেই জন্য, বিদ্যমান সত্ত্বেও সেই সমস্ত কামের অনৃতই অপিধান (আবরক) [হইয়া আছে]। কেননা, ইহার (যে কোন প্রাণীর) যে যে (প্রিয়জন) ইহ লোক হইতে প্রয়াণ করে, ইচ্ছা করিলেও ইহ লোকে থাকিয়া তাহার দর্শন লাভ করে না, (ইহাই অজ্ঞানাবরণের মহিমা)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথোক্তাত্মধ্যানসাধনানুষ্ঠানং প্রতি সাধকানামুৎসাহজননার্থমনুক্রোশন্ত্যাহ—কষ্টমিদং খলু বর্ত্ততে, যৎ স্বাত্মস্থাঃ শক্যপ্রাপ্যা অপি তে ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ, তেষামাত্মস্থানাং স্বাশ্রয়াণামেব সতামনৃতং বাহ্যবিষয়েষু স্ত্রান্নভোজনাদিষু তৃষ্ণা, তন্নিমিত্তঞ্চ স্বেচ্ছাপ্রচারত্বং মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ অনৃতমিত্যুচ্যতে; তন্নিমিত্তং সত্যানাং কামানামপ্রাপ্তিরিতি অপিধানমিব অপিধানম্। কথমনৃতাপিধাননিমিত্তং তেষামলাভঃ? ইতি, উচ্যতে—যো যো হি যস্মাৎ অস্য জন্তোঃ পুত্রো ভ্রাতা বা ইষ্টঃ ইতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি প্রগচ্ছতি ম্রিয়তে, তমিষ্টং পুত্রং ভ্রাতরং বা স্বহৃদয়াকাশে বিদ্যমানমপি ইহ পুনর্দ্দর্শনায় ইচ্ছন্নপি ন লভতে॥৫৮২॥১

আনন্দগিরিঃ।—ত ইমে সত্যাঃ কামা ইত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ—যথোক্তেতি। আহ সমনন্তরা শ্রুতিরিতি শেষঃ। তমেবানুক্রোশং দর্শয়তি—কষ্টমিতি। অনৃত-

মপিধানমিবাপিধানং তেষামিতি সম্বন্ধঃ। কিং তদনৃতম্, তদাহ—বাহ্যেতি। কথং তদপিধানমাত্মস্থানাং কামানামিত্যাশঙ্ক্যাহ—তন্নিমিত্তমিতি। উক্তমর্থমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরং বাক্যমবতার্য্যোপপাদয়তি—কথমিত্যাদিনা। তং হৃদয়াকাশে স্বাত্মনি সন্তমপি দ্রষ্টুমিচ্ছন্নপি যস্মাৎ ন লভতে, তস্মাদনৃতাপিধানং নিমিত্তং কৃত্বা তদলাভো ভবতীতি যোজনা ॥৫৮২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যেপ্রকার (সত্যকামাদি গুণসম্পন্ন) আত্মার ধ্যান উক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সাধকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ শ্রুতি দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক বলিতেছেন—ইহাই কষ্ট হইতেছে যে, নিজেরই আত্মস্থ এবং প্রাপ্তির যোগ্য হইলেও সেই এই সত্য (অব্যর্থ) কামসমূহ স্বীয় আত্মস্থ—আপনাতেই আশ্রিত থাকিলেও অনৃতই তাহাদের অপিধান অর্থাৎ আচ্ছাদনের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রী-অন্নভোজন-বস্ত্রাদি বাহ্য বিষয়ে যে তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণামূলক যে স্বেচ্ছাচারিতা (সংযমের অভাব), তাহাই মিথ্যাজ্ঞানজনিত বলিয়া 'অনৃত' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে এবং তাহাতেই সত্যকামসমূহের অপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; এই জন্যই উহা অপিধান অর্থাৎ অপিধানের ন্যায় (আবরকের মত) হইয়া থাকে। অনৃতাপিধান বশতঃ তাহাদের অলাভ হয় কি প্রকারে, তাহা কথিত হইতেছে—যে হেতু ইহার—প্রাণীর অভিলষিত পুত্র কিংবা ভ্রাতা (যে কেহ হউক) ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে—চলিয়া যায়, অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; আপনার অভীষ্ট সেই পুত্র কিংবা ভ্রাতা নিজের হৃদয়াকাশে বিদ্যমান থাকিলেও [স্বজনেরা] ইচ্ছা করিলেও তাহাদের আর দর্শন লাভ করে না (১) ॥৫৮২॥১

অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ। তদ্‌যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ ॥৫৮৩॥২

(১) তাৎপর্য্য—ঈশ্বর যেমন সত্যকাম, প্রত্যেক জীবও তেমনি সত্যকাম, ইচ্ছামাত্রেই আপনার অভীষ্ট বিষয় পাইতে সমর্থ; কিন্তু ঈশ্বর বীতস্পৃহ—জাগতিক কোন বিষয়ের অনুরাগই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না; এইজন্য শুদ্ধসত্ত্ব: শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়াই তিনি ইচ্ছামাত্রে কাম্যবিষয় সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন; কিন্তু জীবগণ স্বভাবতঃই বাহ্যবিষয়ে অনুরক্ত, বিষয়ানুরাগে জীবের বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণ কলুষিত হইয়া পড়ে; কেননা, অনুরাগ বা বিষয়তৃষ্ণার স্বভাবই এই যে, সে অল্পাধিক পরিমাণে চিত্তের চাঞ্চল্য মালিন্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে। এই যে বিষয়লৌল্য (চিত্তের চাঞ্চল্য) ইহা দ্বারা জীবের 'সত্যকাম' ধর্ম্মটি অভিভূত হয়; সেইজন্যই তাহার বিষয়াভিনিবেশকে 'অনৃত' ও 'অপিধান' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

অস্য (প্রাণিনঃ) যে জীবাঃ (পুত্রাদয়ঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) [বর্ত্তমানাঃ], যে চ প্রেতাঃ (মৃতাঃ), যৎ চ (যদপি) অন্যৎ (ইষ্টং বস্তু) [তৎসর্ব্বং] ইচ্ছন্ ন লভতে ; অত্র (হৃদয়াকাশাখ্যে ব্রহ্মণি) গত্বা তৎ সর্ব্বং (প্রাক্ অলব্ধং বস্তু) বিন্দতে, [অন্যথা ন ইত্যভিপ্রায়ঃ]। [অলাভে হেতুমাহ—] হি (যস্মাৎ) অস্য (অলব্ধুঃ প্রাণিনঃ) এতে সত্যাঃ কামাঃ অনৃতাপিধানাঃ (অজ্ঞানাবৃতাঃ)। তৎ (তত্র বিষয়ে) [অয়ং দৃষ্টান্ত উচ্যতে—] যথা অক্ষেত্রজ্ঞাঃ (নিধিস্থানম্ অজানন্তঃ জনাঃ) উপর্য্যুপরি (ঊর্দ্ধম্ ঊর্দ্ধম্) সঞ্চরন্তঃ (পরিভ্রমন্তঃ) অপি নিহিতং (ভূমেরধো রক্ষিতং) হিরণ্যনিধিং [পুনর্গ্রহণায় ভূগর্ভে রক্ষিতং সুবর্ণাদি নিধিরুচ্যতে] ন বিন্দেয়ুঃ (লভেরন্), এবম্ এব (উক্তদৃষ্টান্তবদেব) ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ (প্রত্যহং) এতং ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্ত্যঃ [অপি] ন বিন্দন্তি ; হি (যস্মাৎ) অনৃতেন প্রত্যূঢ়াঃ (আবৃতাঃ) [অতস্তে ন বিন্দন্তীত্যাশয়ঃ]॥

এই অজ্ঞলোকের যে সমস্ত আত্মীয় জীব (পুত্রাদি) ইহলোকে বর্ত্তমান আছে, যাহারা মরিয়াছে, এবং আরো যাহা কিছু, ইচ্ছা করিলেও সে সমস্ত প্রাপ্ত হয় না ; কিন্তু এই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া তৎসমস্তই লাভ করিয়া থাকে। কারণ, অজ্ঞ লোকের সেই সমস্ত সত্যকামনা (অব্যর্থ ইচ্ছা) অনৃত বা অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে, তাই তাহারা প্রাপ্ত হয় না। এ বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই যে,] যাহারা নিধি-ক্ষেত্র জানে না, অর্থাৎ কোন্ স্থানে নিধি আছে, তাহা যাহারা জানে না, তাহারা যেমন উপরে উপরে পরিভ্রমণ করিয়াও ভূগর্ভে নিহিত হিরণ্য-নিধি লাভ করিতে পারে না [পুনর্ব্বার গ্রহণের জন্য ভূগর্ভে রক্ষিত ধনকে 'নিধি' বলে] ; ঠিক তেমনি এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ প্রাণিগণ প্রতিদিন এই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াও তাহা লাভ করে না ; কারণ, তাহাদের সত্যকামসমূহ অনৃত বা বিষয়াভিলাষজ অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ পুনঃ যে চ অস্য বিদুষো জন্তোর্জ্জীবাঃ জীবন্তীহ পুত্রা ভ্রাত্রাদয়ো বা, যে চ প্রেতাঃ মৃতাঃ ইষ্টাঃ সম্বন্ধিনঃ, যচ্চান্যদিহ লোকে বস্ত্রান্নপানাদি রত্নানি বা বস্তু ইচ্ছন্ ন লভতে, তৎ সর্ব্বমত্র হৃদয়াকাশাখ্যে ব্রহ্মণি গত্বা যথোক্তেন বিধিনা বিন্দতে লভতে। অত্রাস্মিন্ হার্দ্দাকাশে হি যস্মাদস্য এতে যথোক্তাঃ সত্যাঃ কামা বর্ত্তন্তে অনৃতাপিধানাঃ। কথমিব তদন্যায্যমিতি ? উচ্যতে —তৎ তত্র যথা হিরণ্য-নিধিং—হিরণ্যমেব পুনর্গ্রহণায় নিধাতৃভির্নিধীয়তে ইতি নিধিঃ, তং হিরণ্য-নিধিং নিহিতং ভূমেরধস্তান্নিক্ষিপ্তম্ অক্ষেত্রজ্ঞা নিধি-শাস্ত্রৈর্নিধিক্ষেত্রমজানন্তঃ তে নিধেরুপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তোঽপি নিধিং ন বিন্দেয়ুঃ শক্যবেদনমপি, এবমেব ইমা অবিদ্যাবত্যঃ সর্ব্বা ইমাঃ প্রজাঃ যথোক্তং

হৃদয়াকাশাখ্যং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মৈব লোকঃ, তম্, অহরহঃ প্রত্যহং গচ্ছন্ত্যোঽপি সুষুপ্তকালে ন বিন্দন্তি ন লভন্তে—এষোঽহং ব্রহ্মলোকভাবমাপন্নোঽস্ম্যদ্যেতি। অনৃতেন হি যথোক্তেন হি যস্মাৎ প্রত্যুঢ়াঃ হৃতাঃ, স্বরূপাৎ অবিদ্যাদি-দোষৈর্ব্বহিরপকৃষ্টা ইত্যর্থঃ। অতঃ কষ্টমিদং বর্ত্ততে জন্তূনাম্, যৎ স্বায়ত্তমপি ব্রহ্ম ন লভ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৫৮৩॥২

আনন্দগিরিঃ।—ইতশ্চ তেষামলাভে নিমিত্তমনৃতাপিধানমেবেত্যাহ—অতঃ পুনরিতি। যথোক্তেন বিধিনেত্যুপাস্তিপ্রকারোক্তিঃ। আত্মস্থানাং কামানা-মনৃতাপিধানত্বমুক্তং নিগময়তি—অত্রেতি। যস্মাদবিদ্বদ্ভিরলভ্যা বিদ্বদ্ভিশ্চ লভ্যাঃ সত্যাঃ কামাঃ সর্ব্বাধারে জগন্মূলকারণে ব্রহ্মণি স্বাত্মভূতে বর্ত্তন্তে, তস্মাৎ তে ভবন্ত্য-নৃতাপিধানাঃ। সত্যামবিদ্যায়ামনুপলম্ভাদ্, বিদ্যয়া তৎপ্রশমনে চোপলম্ভাদিত্যর্থঃ। যদুক্তং ব্রহ্মণি স্বাত্মনি কামাঃ সন্তোঽপি নোপলভ্যন্তে, ইত্যন্যায্যমিতি, তত্র দৃষ্টান্তং প্রশ্নপূর্ব্বকমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—কথমিবেত্যাদিনা। তত্র স্বায়ত্তস্যাপ্যপ্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তো নির্দ্দিশ্যত ইতি শেষঃ। দার্ষ্টান্তিকং ব্যাকরোতি—এবমেবেতি। অলাভপ্রকার-মভিনয়তি। এষোঽহমিতি। তত্র হেতুমাহ—অনৃতেনেতি। যথোক্তেন মিথ্যা-জ্ঞানশব্দিতানাত্মনির্ব্বাচ্যাজ্ঞানকৃতেন তৃষ্ণাপ্রভেদেন তন্নিমিত্তেনেচ্ছাপ্রচারেণেত্যর্থঃ। তস্মাৎ প্রজানাং স্বাত্মভূতব্রহ্মলোকালাভ ইতি শেষঃ। স্বরূপাদনৃতেন হৃতত্বমেব স্ফোরয়তি—অবিদ্যাদীতি। প্রকৃতমাক্রোশমুপসংহরতি—অত ইতি ॥৫৮৩॥২

ভাষ্যানুবাদ।—পরন্তু এই বিদ্বান্ প্রাণীর সম্পর্কিত যে সমস্ত জীব—পুত্র কিংবা ভ্রাতা প্রভৃতি ইহ লোকে জীবিত আছে, এবং যে সমস্ত প্রিয় সম্বন্ধী প্রেত অর্থাৎ মৃত হইয়াছে, (মরিয়াছে), এবং ঐহিক আরও যাহা কিছু বস্ত্র, অন্ন ও পানাদি কিংবা রত্নসমূহ ইচ্ছা করিয়াও লাভ করে না; কিন্তু বিহিত বিধানে এই হৃদয়াকাশ নামক ব্রহ্মে পৌঁছিয়া সে সমুদয়ও লাভ করিয়া থাকে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সেই সত্য-কামসমূহ অনৃত দ্বারা আবৃত হইয়া সেই হৃদয়া-কাশেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। [হৃদয়াকাশে আছে, অথচ লাভ করা যায় না,] এইরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ (যুক্তিবিরুদ্ধ) কথা সঙ্গত হয় কিরূপে? হাঁ, কথিত হইতেছে—তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা—যাহারা নিধি-বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুসারে নিধি-ক্ষেত্র (যেখানে নিধি থাকে, সেই স্থান) জানে না, তাহারা যেমন নিধির উপরে উপরে বিচরণ করিয়াও হিরণ্য-নিধি, ধনিগণ পুনর্ব্বার গ্রহণের উদ্দেশে নিহিত রক্ষিত করে বলিয়া [ভূগর্ভে সংরক্ষিত ধনকে] 'নিধি' বলে; হিরণ্যই নিধি—হিরণ্যনিধি, ভূমির নীচে রক্ষিত সেই হিরণ্যনিধি, লাভযোগ্য হইলেও লাভ করিতে পারে না, ঠিক এই প্রকার অবিদ্যাবিশিষ্ট এই সমস্ত প্রজা (প্রাণিগণ) সেই হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মলোককে—ব্রহ্মই লোক—ব্রহ্মলোক, তাহাকে প্রত্যহ সুষুপ্তিসময়ে প্রাপ্ত হইয়াও লাভ করে না, অর্থাৎ 'এখন এই আমি ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হইয়াছি' ইহা বুঝিতে

পারে না। [কেন পারে না?] যেহেতু তাহারা পূর্ব্বকথিত অনৃত দ্বারা প্রত্যূঢ় অপহৃত, অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভৃতি দোষবশে স্বরূপ হইতে বাহিরে আনীত, [সেই হেতু পারে না।] অভিপ্রায় এই যে, অতএব প্রাণিগণের ইহা বড়ই কষ্টের বিষয় যে, নিজের আয়ত্ত বা সম্পূর্ণ লাভযোগ্য ব্রহ্মকেও লাভ করিতে পারে না॥৫৮৩॥২

স বা এষ আত্মা হৃদি, তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়ম্, অহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি॥৫৮৪॥৩

সঃ বৈ (বৈ-শব্দঃ স্মরণার্থকঃ প্রকৃতং অপহতপাপ্যত্বাদিগুণং স্মারয়তি) এষঃ আত্মা হৃদি (হৃদয়াকাশে) [বর্ত্ততে]; [অতঃ] তস্য (হৃদয়স্য) এতৎ এব নিরুক্তং (নির্ব্বচনং যোগার্থঃ)—হৃদি অয়ং (আত্মা) ইতি, তস্মাৎ হেতোঃ 'হৃদয়ম্' [উচ্যতে ইতি শেষঃ]। এবংবিৎ (হৃদি অয়ম্ আত্মা বর্ত্ততে ইতি জানন্ জনঃ) বৈ (অবধারণে) অহরহঃ (প্রত্যহং) স্বর্গং লোকম্ (হৃদয়াকাশাখ্যং ব্রহ্ম) এতি (প্রাপ্নোতি) [সুষুপ্তিসময়ে]॥

পূর্ব্বোক্ত অপহত-পাপ্মত্বাদিগুণযুক্ত এই আত্মা হৃদয়ে আছে; সেই 'হৃদয়'-শব্দের ইহাই নিরুক্ত অর্থাৎ যৌগিকার্থ যে, 'এই আত্মা হৃদয়ে (হৃদি+অয়ম্= হৃদয়ম্), সেই জন্যই 'হৃদয়' বলা হইয়া থাকে। উক্তপ্রকার হৃদয়-শব্দার্থবিৎ ব্যক্তি প্রতিদিন সুষুপ্তিসময়ে নিশ্চয়ই স্বর্গলোক—হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে লাভ করেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—স বৈ যঃ "আত্মাপহতপাপ্মা" ইতি প্রকৃতঃ, বৈ-শব্দেন তং স্মারয়তি। এষঃ বিবক্ষিত আত্মা হৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে আকাশ-শব্দেনাভিহিতঃ। তস্যৈতস্য হৃদয়স্য এতদেব নিরুক্তং নির্ব্বচনং, নান্যৎ। হৃদি অয়মাত্মা বর্ত্তত ইতি যস্মাৎ, তস্মাদ্হৃদয়নামনির্ব্বচনপ্রসিদ্ধ্যাপি স্বহৃদয়ে আত্মেত্যবগন্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। অহরহর্ব্বৈ প্রত্যহম্ এবংবিৎ হৃদ্যয়মাত্মেতি জানন্ স্বর্গং লোকং হার্দ্দং ব্রহ্ম এতি প্রতিপদ্যতে।

নন্বনেবংবিদপি সুষুপ্তিকালে হার্দ্দং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যত এব, "সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ" ইত্যুক্তত্বাৎ। বাঢ়মেবম্; তথাপ্যস্তি বিশেষঃ—যথা জানন্নজানংশ্চ সর্ব্বো জন্তুঃ সদ্ব্রহ্মৈব, তথাপি "তত্ত্বমসি" ইতি প্রতিবোধিতো বিদ্বান্ সদেব 'নান্যোঽস্মি' ইতি জানন্ সদেব ভবতি, এবমেব বিদ্বান্ অবিদ্বাংশ্চ সুষুপ্তৌ যদ্যপি সৎ সম্পদ্যতে, তথাপি এবংবিদেব স্বর্গং লোকমেতীত্যুচ্যতে। দেহপাতেঽপি বিদ্যাফলস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদিত্যেব বিশেষঃ॥৫৮৪॥৩

আনন্দগিরিঃ।—অনুক্রোশদ্বারা যথোক্তব্রহ্মধ্যানানুষ্ঠানে প্রযত্নস্য কর্ত্তব্যতোক্তা, সংপ্রতি নামাদাবিব হৃদয়ে ব্রহ্মদৃষ্ট্যারোপমাত্রমিতিশঙ্কাং বারয়িতুমনন্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—স বা ইত্যাদিনা। কথমাত্মা যথোক্তো হৃদয়েঽস্তীতি গম্যতে, তত্রাহ—তস্যেতি। যথোক্তাবগতিফলমাহ—অহরহরিতি।

এবংবিদিতি বিশেষণমমৃষ্যমাণঃ শঙ্কতে—নন্বিতি। অনেবংবিদোঽপি সুষুপ্তি-কালে ব্রহ্মপ্রাপ্তিমঙ্গীকরোতি—বাঢ়মেবমিতি। তর্হি কিমিত্যেবংবিদিতি বিশেষণম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তথাপীতি। বিদ্বদবিদুষোর্বিশেষমেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। ত্বং তদসীত্যাচার্য্যেণ প্রতিবোধিতো বিদ্বান্ সদেব ভবত্যন্যস্ত্ববিদ্বান-স্মীতি দেহাদিকমেব জানন্ন সদেব ভবতীতি যোজনা। দেহপাতেঽপীত্যপিশব্দেন জীবদবস্থা দৃষ্টান্তিতা॥৫৮৪॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—বৈ-শব্দটি স্মরণার্থক, 'আত্মা অপহতপাপ্মা' শ্রুতিতে যে আত্মা বর্ণিত হইয়াছে, এখানে বৈ-শব্দে তাহারই স্মরণ করা হইতেছে। সেই এই অভিপ্রেত আত্মা হৃদয়ে অর্থাৎ হৃৎপদ্মমধ্যে আকাশ-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই এই হৃদয়ের ইহাই নির্ব্বচন—যৌগিকার্থ, অন্য কিছু নহে। যেহেতু এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে, সেই হেতুই হৃদয়। অভিপ্রায় এই যে, 'হৃদয়' শব্দের এইরূপ যোগার্থপ্রসিদ্ধি অনুসারেও স্বহৃদয়ে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এবংবিৎ অর্থাৎ 'এই আত্মা হৃদয়ে' (হৃদি অয়মাত্মা) এইরূপ অর্থাভিজ্ঞ লোক প্রত্যহ (সুষুপ্তিসময়ে) স্বর্গলোক (হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভাল, উক্তপ্রকার জ্ঞানহীন লোকও ত সুষুপ্তিসময়ে হার্দ্দ ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 'হে সোম্য, তখন (সুষুপ্তি-কালে) সৎসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়'। হাঁ, একথা সত্য বটে, তথাপি কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে—যেমন আত্মার ব্রহ্মভাব জানে বা না জানে, সকল প্রাণীই সৎব্রহ্মস্বরূপই বটে, তথাপি "তৎ ত্বম্ অসি" এই মহাবাক্যানুসারে প্রতি-বোধিত কেবল বিদ্বান্ পুরুষই যেমন 'আমি নিশ্চয়ই সৎ ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ অবগত হইয়া সৎস্বরূপই হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ, যদিও বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেই সুষুপ্তিসময়ে সৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয় সত্য, তথাপি যথোক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরই স্বর্গলোক লাভের কথা নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে; কারণ, জ্ঞানীর পক্ষে দেহপাতের পরেও ত (মৃত্যুর পরও ত) বিদ্যার ফল অবশ্যম্ভাবী, ইহাই বিদ্বানের সম্বন্ধে বিশেষ রহিয়াছে (১)॥৫৮৪॥৩

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈত-দমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি, তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্য-মিতি॥৫৮৫॥৪

---

(১) তাৎপর্য্য—সুষুপ্তিসময়ে বিদ্বান্ অবিদ্বান্ উভয়ের পক্ষে ব্রহ্মপ্রাপ্তি তুল্য হইলেও অবিদ্বান্ লোক কখনও তাহা অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু বিদ্বান্ লোক তাহা বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ মৃত্যুর পর বিদ্বান্ ব্যক্তির স্বরূপতই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত, কিন্তু অবিদ্বানের পক্ষে কস্মিন্ কালেও তাহার সম্ভব নাই; এইজন্যই বিদ্বান্ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন বলিয়া বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অথ যঃ এবঃ সম্প্রসাদঃ (সম্যক্ প্রসীদতি—জাগ্রৎ-স্বপ্নজং ক্লেশং জহাতীতি সম্প্রসাদঃ জীবঃ) অস্মাৎ (অনুভূয়মানাৎ দেহাৎ) সমুত্থায় (দেহাত্মভাবং পরিত্যজ্য) পরং (অনাপেক্ষিকং নিরতিশয়ম্) জ্যোতিঃ (প্রকাশরূপং ব্রহ্ম) উপসম্পদ্য (প্রাপ্য) স্বেন (আত্মীয়েন নির্ব্বিশেষরূপেণ) অভিনিষ্পদ্যতে (স্বস্বরূপম্ আপদ্যতে)। এষঃ (যথোক্তরূপঃ সম্প্রসাদঃ) আত্মা (স্বরূপং) ইতি উবাচ (উক্তবান্) হ (ঐতিহ্যে) [সনৎকুমারঃ]। কিঞ্চ, এতৎ (এবঃ সম্প্রসাদঃ) অমৃতং (বিনাশরহিতং) অভয়ং (সর্ব্বভয়নিবারকং), এতৎ ব্রহ্ম ইতি। তস্য (যথোক্তস্য) এতস্য ব্রহ্মণঃ বৈ সত্যম্ ইতি নাম ॥

এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে সর্ব্বপ্রকার দুঃখবিগমে সম্পূর্ণ প্রসন্নতাভাগী জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ শরীরাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া পর জ্যোতি পরমাত্মাকে লাভ করিয়া স্বস্বরূপে নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ অজ্ঞানকল্পিত অব্রহ্মভাব ত্যাগ করিয়া আপনার স্বপ্রকাশ আনন্দময়ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাই আত্মা (জীবের প্রকৃত স্বরূপ), একথা সনৎকুমার বলিয়াছিলেন। অপিচ, ইহাই অমৃত ও অভয়, অর্থাৎ মৃত্যুনিবন্ধন ভয়-রহিত, এবং ইহাই ব্রহ্ম; সেই এই ব্রহ্মের নাম—'সত্য' ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—সুষুপ্তকালে স্বেনাত্মনা সতাসম্পন্নঃ সন্ সম্যক্ প্রসীদতীতি। জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্ব্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজাতং কালুষ্যং জহাতীতি সম্প্রসাদশব্দো যদ্যপি সর্ব্বজন্তূনাং সাধারণঃ, তথাপি এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতীতি প্রকৃতত্বাৎ এষ সম্প্রসাদ ইতি সন্নিহিতবদ্ যত্নবিশেষাৎ সঃ, অথেদং শরীরং হিত্বা অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় শরীরাত্মভাবনাং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। ন তু আসনাদিব সমুত্থায়েতি ইহ যুক্তম্, স্বেন রূপেণেতি বিশেষণাৎ। ন হি অন্যত উত্থায় স্বরূপং সম্পত্তব্যম্। স্বরূপমেব হি তন্ন ভবতি, প্রতিপত্তব্যং চেৎ স্যাৎ। পরং পরমাত্মলক্ষণং বিজ্ঞপ্তিস্বভাবং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বাস্থ্যমুপগম্যেত্যেতৎ। স্বেন আত্মীয়েন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, প্রাক্ এতস্যাঃ স্বরূপসম্পত্তেঃ অবিদ্যয়া দেহমেবাপরং রূপমাত্মত্বেনোপগত ইতি তদপেক্ষয়া ইদমুচ্যতে—স্বেন রূপেণেতি। অশরীরতা হ্যাত্মনঃ স্বরূপম্; যৎ স্বং পরং জ্যোতিঃস্বরূপমাপদ্যতে সম্প্রসাদঃ, এষ আত্মেতি হোবাচ—'স ব্রূয়াৎ' ইতি যঃ শ্রুত্যা নিযুক্তোঽন্তেবাসিভ্যঃ। কিঞ্চ, এতদমৃতম্ অবিনাশি ভূমা "যো বৈ ভূমা, তদমৃতম্" ইত্যুক্তম্, অত এবাভয়ম্, ভূম্নো দ্বিতীয়াভাবাৎ; অত এতৎ ব্রহ্মেতি। তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণো নাম অভিধানম্। কিং তৎ? সত্যমিতি। সত্যং হি অবিতথম্ ব্রহ্ম, "তৎ সত্যং স আত্মা" ইতি হ্যুক্তম্। অথ কিমর্থমিদং নাম পুনরুচ্যতে? তদুপাসনবিধিস্তুত্যর্থম্ ॥৫৮৫॥৪

আনন্দগিরিঃ।—সংপ্রসাদস্য বিদুষো যন্মুক্ত্যাবলম্বনং শুদ্ধং ব্রহ্ম, তত্তাদাত্ম্যোপদেশেনোপাস্যং স্তোতুং সংপ্রসাদশব্দার্থং কথয়তি—সুষুপ্তেতি। সম্যক্ প্রসীদতীতি সংপ্রসাদো বিদ্বানিতি শেষঃ। স্বাভাবিকমেবাত্মনঃ স্বাস্থ্যং কথং সুষুপ্তে প্রসীদতীতি বিশেষ্যতে? তত্রাহ—জাগ্রদিতি। জহাতীতি সুষুপ্তঃ পুরুষঃ সংপ্রসাদ ইতি বিশেষব্যুৎপত্তিবলেন সংপ্রসাদশব্দঃ সৌষুপ্তসর্ব্বজীবসাধারণস্তৎকথমেষ সংপ্রসাদ ইতি সন্নিহিতবিদ্বৎপরামর্শস্তত্রাহ—সংপ্রসাদশব্দ ইতি। তস্য সৌষুপ্তসর্ব্বজীবসাধারণত্বেঽপি প্রক্রমবশাদ্ বিদ্বানেবৈষ সংপ্রসাদ ইতি ব্যপদিশ্যতে। যথা সন্নিহিতোঽর্থো যত্নবিশেষাদেষ ইতি শব্দশক্তিবশাদুচ্যতে, তথেহাপীত্যর্থঃ। এষ এবংবিৎ প্রকৃতঃ সংপ্রসাদঃ স বিদ্বানিতি যাবৎ। বিবেকানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। সমুত্থানশব্দস্য মুখ্যার্থত্বং বারয়তি—ন ত্বিতি। দেহাদুত্থিতস্যাপি স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্তির্ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। কুতোঽয়ং স্বরূপেঽভিনিষ্পত্তিপ্রয়োগস্তত্রাহ—প্রাগিতি। এতচ্ছব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞানবিষয়ঃ। অনাত্মস্বরূপপ্রতিপত্তিভ্রান্তিনিবৃত্ত্যপেক্ষয়া স্বরূপসম্পত্তিরুপচরিতেত্যর্থঃ। কিং তৎস্বরূপমিতি, তদাহ—অশরীরতা হীতি। যথা মিথ্যারূপ্যতাদাত্ম্যনিবৃত্তৌ স্বাভাবিকেনারূপ্যাত্মনা শুক্তিরবতিষ্ঠতে, তথা শরীরতাদাত্ম্য-ভ্রান্তিনিবৃত্তৌ তদভাবোপলক্ষিতং স্বচ্ছং স্বরূপমেবাবস্থিতং ভবতীত্যর্থঃ। এষঃ আত্মেতি হোবাচেত্যত্রৈষশব্দার্থমাহ—বংস্বমিতি। কোঽসৌ উক্তিকর্ত্তা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—স ব্রূয়াদিতি। ন কেবলমাত্মত্বমেব প্রকৃতস্য জ্যোতিষঃ, কিন্তু রূপান্তরত্বমস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। অবিনাশিত্বে হেতুমাহ—ভূমেতি। তথাপি কথমবিনাশিত্বং, তত্রাহ—যো বা ইতি। ইতিশব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাদ্ যথোক্তলক্ষণং ব্রহ্ম, তস্মাৎ তদুপাসনামর্হতীত্যর্থঃ। উপাস্যস্য ব্রহ্মণো নাম নির্দ্দিশতি—তস্যেতি। উক্তস্য পুনরুক্তিরনর্থিকেত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কিমর্থমিত্যাদিনা ॥৫৮৫॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—সুষুপ্তিসময়ে স্বীয় আত্মস্বরূপে সম্পন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ জাগরণও স্বপ্নকালীন বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগজাত কলুষতা বা অব্রহ্মভাব পরিত্যাগ করে বলিয়া যদিও 'সম্প্রসাদ' শব্দটি সর্ব্বপ্রাণীর সাধারণ (বাচক হউক), তথাপি 'এবংবিধ জ্ঞানবান্ স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকে' এইরূপ প্রকরণ বা প্রসঙ্গ থাকায়, বিশেষতঃ 'এই সম্প্রসাদ' এই সন্নিহিত বস্তুবোধক 'এষঃ' পদের প্রয়োগ থাকায় ['সম্প্রসাদ' শব্দে 'এবংবিৎ' জীবকেই বুঝিতে হইবে]। সেই সম্প্রসাদ এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া,—'এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া' ইহার অর্থ—শরীরে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কিন্তু আসন হইতে উত্থানের ন্যায় 'উত্থান' অর্থ এখানে যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, 'স্বেন রূপেণ' (স্বীয়রূপে) বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে; কেননা অন্য কিছু হইতে উত্থিত হইলে স্বরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না; কেননা যাহা প্রাপ্তব্য হয়, তাহা আদৌ স্বরূপই হইতে পারে না। পর—পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞানস্বভাব জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থান লাভ করিয়া স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন

হয়, (তখন আত্মার স্বাভাবিক রূপ প্রকাশ পায়)। এই স্বরূপ-সম্পত্তির পূর্ব্বে —অবিদ্যাবশতঃ অনাত্ম দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিত, সেই অজ্ঞানাবস্থার তুলনায় "স্বেন রূপেণ" (স্বস্বরূপে নিষ্পন্ন হয়) বলা হইতেছে ; কারণ অশরীরতাই (শরীরহীনতাই) আত্মার যথার্থ স্বরূপ। সম্প্রসাদ যে পরজ্যোতিঃ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহাই আত্মা, এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,—শ্রুতি "স ব্রূয়াৎ" বলিয়া শিষ্যগণকে উপদেশ দিবার জন্য যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, [তিনি বলিয়াছিলেন]।

অপিচ, ইহা (উক্ত পরজ্যোতিঃ) অমৃত—অবিনাশী (বিনাশরহিত) ভূমা, 'যাহা ভূমা, তাহা অমৃত', একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই—অমৃত ভূমা বলিয়াই অভয় ; কারণ, ভূমার আর দ্বিতীয় কেহ নাই (১) ; এই কারণেই ইহা ব্রহ্মস্বরূপ। সেই এই ব্রহ্মের এইরূপ নাম অর্থাৎ অভিধান বা সংজ্ঞা ; তাহা কি ?—সত্য। কেননা ব্রহ্মই অবিতথ (যথার্থ) সত্য ; কারণ, পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা'। ভাল, কিসের জন্য এইরূপ নামোল্লেখ করা হইতেছে ? [উত্তর—] তাহার উপাসনাবিধির প্রশংসার্থ ॥৫৮৫॥৪

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি, তদ্যৎসৎতদমৃতমথ যৎতি তন্মর্ত্ত্যমথ যদ্যং তেনোভে যচ্ছতি, যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥৫৮৬॥৫

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৮।৩॥

তানি এতানি ত্রীণি হ বৈ [ব্রহ্মণঃ] নামাক্ষরাণি—'সতীয়ম্' ইতি (সকারঃ, তকারঃ, যম্ ইতি চ), [তকারে ঈ-কার (তী) উচ্চারণার্থঃ]। তৎ (তেষু অক্ষরেষু মধ্যে) যৎ সৎ, তৎ অমৃতং, অথ যৎ তি (তকারঃ), তৎ মর্ত্ত্যং (বিনাশি), অথ যৎ যম্ (যম্-অক্ষরং) তেন (যম্ অক্ষরেণ) উভে (অমৃত-মর্ত্ত্যাখ্যে পূর্ব্বাক্ষরে) যচ্ছতি (নিয়ময়তি—বশীকরোতি) [প্রয়োক্তা ইতি শেষঃ]। যৎ (যস্মাৎ) অনেন (যম্-অক্ষরেণ) উভে যচ্ছতি (নিয়ময়তি),

---

(১) তাৎপর্য্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদে কথিত আছে যে, সৃষ্টির প্রথমে যে পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি একাকী এই প্রকাণ্ড জগতে অবস্থান করিয়াও ভয় পান নাই। কেন যে তাঁহার ভয় হয় নাই, শ্রুতি নিজেই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"কস্মাদ্ধ্যভেষ্যৎ, দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি", কেন তিনি (প্রথম সৃষ্ট আদি পুরুষ) ভয় পাইবেন ? দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থাকে, তখন তাঁহার দ্বিতীয় কোন জীব সৃষ্ট হয় নাই ; সুতরাং তাহা হইতে তাঁহার ভয়ের সম্ভাবনা হয় নাই। এখানেও সেই কথাই বলা হইল,—সর্ব্বময় ভূমা ব্রহ্মের অতিরিক্ত —দ্বিতীয় কিছু নাই, কাজেই তাঁহার ভয়ও নাই, এইজন্যই তিনি অভয়।

তস্মাৎ (হেতোঃ) যম্ ইতি (যম্-পদনির্ব্বচনার্থঃ)। এবংবিৎ (সত্যনামজ্ঞঃ) অহরহঃ (প্রত্যহং) বৈ স্বর্গং লোকং (হার্দ্দং ব্রহ্ম) এতি (প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)॥

এই তিনটিই ব্রহ্মের নামাক্ষর—স, তী (ত্), ও যম্। তন্মধ্যে যাহা সৎ (স অক্ষর), তাহা অমৃত অর্থাৎ বিনাশরহিত নিত্য; যাহা 'তি' (ত্), তাহা মর্ত্ত্য (বিনাশি), আর যাহা 'যম্', তাহা দ্বারা উভয় অক্ষরকে ('স' ও 'ত' অক্ষরকে) নিয়মিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ অমৃত ও মর্ত্ত্য, উভয়কেই আপনার বশে রাখে। যেহেতু ইহা দ্বারা উভয়কেই যমিত করে, সেই হেতু ইহার নাম—'যম্'। উক্তপ্রকার নামতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ প্রত্যহ (সুষুপ্তিসময়ে) স্বর্গলোক লাভ করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তানি হ বা এতানি ব্রহ্মণো নামাক্ষরানি ত্রীণ্যেতানি—সতীয়মিতি। সকারস্তকারো যমিতি চ। ঈকারস্তকারে উচ্চারণার্থোঽনুবন্ধঃ, হ্রস্বেনৈবাক্ষরেণ পুনঃ প্রতিনির্দ্দেশাৎ। তেষাং তৎ তত্র যৎ সৎ সকারঃ, তদমৃতং সদ্‌ব্রহ্ম; অমৃতবাচকত্বাদমৃত এব সকারঃ তকারান্তো নির্দ্দিষ্টঃ। অথ যৎ তি তকারঃ, তৎ মর্ত্ত্যম্। অথ যদ্‌যমক্ষরং, তেনাক্ষরেণামৃত-মর্ত্ত্যাখ্যে পূর্ব্বে উভে অক্ষরে যচ্ছতি যময়তি নিয়ময়তি বশীকরোতি আত্মনেত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মাদনেন যমিত্যেতেনোভে যচ্ছতি, তস্মাদ্‌যম্ সংযতে ইব হি এতেন যমা লক্ষ্যেতে। ব্রহ্মনামাক্ষরস্যাপি ইদমমৃতত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বং মহাভাগ্যম্, কিমুত নামবতঃ? ইত্যু-পাস্যত্বায় স্তূয়তে ব্রহ্মনামনির্ব্বচনেন এবংনামবতো বেত্তা এবংবিৎ। অহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতীত্যুক্তার্থম্ ॥৫৮৬॥৫

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য তৃতীয়-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥৩॥

আনন্দগিরিঃ।—উপাস্যতার্থং নামোক্ত্যা তাদর্থ্যেনৈব নামাক্ষরাণি প্রস্তৌতি—তানীতি। তানি কানীত্যপেক্ষায়ামাহ—এতানীতি। কথং তকার ইত্যুচ্যতে? ঈকারস্যাপি তত্র ভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ঈকার ইতি। তত্র হেতুমাহ—হ্রস্বেনেতি। দীর্ঘমীকারমুদ্দিশ্য হ্রস্বং পুনরনুবদন্নবিবক্ষিতত্বমেব নামাক্ষরেষু তস্য সূচয়তীত্যর্থঃ। ত্রয়াণামক্ষরাণামবান্তরভেদং দর্শয়তি—তেষামিতি। নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। বর্ণবিভাগা-নন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। তকারস্যাক্ষরসামান্যান্মর্ত্ত্যত্বম্। কথমক্ষরে পূর্ব্বে যমিত্যক্ষরেণ প্রয়োক্তা নিয়ময়তীত্যাকাঙ্ক্ষায়াং নিয়মনস্বাভাব্যেনেত্যাহ—আত্মেতি। যমিত্যা-ক্ষরস্য নিয়মনস্বাভাব্যমেব সাধয়তি—যদ্‌যস্মাদিতি। তস্য তৎস্বভাবত্বেঽনুভবমনু-কূলয়তি—সংযতে ইবেতি। যমা যমিত্যক্ষরেণেত্যর্থঃ। তস্য পূর্ব্বাভ্যামুপরিষ্টাদু-ভাবিত্বং তন্নিয়ামকত্বে হেতুরিতি মত্বাহ—এতেনেতি। লক্ষ্যেতে পূর্ব্বে অক্ষরে ইতি শেষঃ। ব্রহ্মণঃ সত্যমিতি নাম, তস্য যন্নির্ব্বচনং কৃতং, তস্য প্রয়োজনমাহ—ব্রহ্মেতি। ফলবাক্যস্থমেবংবিৎপদং ব্যাকরোতি—এবমিতি। বাক্যং তু ন ব্যাখ্যেয়ং প্রাগেব ব্যাখ্যাতত্বাদিত্যাহ—অহরিতি ॥৫৮৬॥৫

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মের সেই এই নামাক্ষর (সত্য নামের অক্ষর) এই তিনটি—স, তী ও যম্, অর্থাৎ স ত্ ও যম্। ত্কারের মধ্যে যে দীর্ঘ ঈকার, তাহা কেবল উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থমাত্র—অনুবন্ধ (ব্যবহারকালে ইহার কোন আবশ্যক নাই); কেননা, পুনর্ব্বার হ্রস্ব ইকারান্তও ইহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে; [কাজেই হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঈকারকে উচ্চারণার্থই বলিতে হইবে]। সেই অক্ষরত্রয়ের মধ্যে যে সৎ—সকার, তাহা অমৃতস্বরূপ সৎব্রহ্ম, অমৃতবাচক বলিয়া নিজেই অমৃতস্বরূপ সকারই ত-কারান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর যাহা 'তি'—তকার, তাহা মর্ত্ত্য (বিনাশী), তাহার পর যে, 'যম্' অক্ষর, সেই অক্ষর দ্বারা অমৃত ও মর্ত্ত্য-সংজ্ঞক পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরদ্বয়কে নিয়মিত করা হয়,—স্বভাবতই বশীকৃত করা হয়। যেহেতু 'যম্' এই অক্ষর দ্বারা উভয়কে নিয়মিত করা হয়, সেই হেতুই ইহা যম্। মনে হয় এই 'যম্' অক্ষর দ্বারা ঐ অক্ষর দুটি সংযতই রহিয়াছে। ব্রহ্মের নামাক্ষর-সমূহেরও যখন এই অমৃতাদি গুণ সম্বন্ধস্বরূপ মহাসৌভাগ্য, তখন নামীর (যাহার সেই নাম, তাহার) কথা আর কি বলিব। এইরূপে উপাস্যত্ব সিদ্ধির জন্য 'সত্য' নামের নির্ব্বচন (যৌগিকার্থ-প্রদর্শন) দ্বারা ব্রহ্মের স্তুতি করা হইতেছে। যিনি এবংবিধ নাম-বিশিষ্ট (ব্রহ্মকে) জানেন, তিনিই এবংবিৎ। এবংবিৎ প্রত্যহ স্বর্গ-লোকে গমন করেন, অর্থাৎ সুষুপ্তি-সময়ে ব্রহ্মলাভ করেন, ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥৫৮৬॥৫

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৩॥

———

অষ্টমাধ্যায়ে

চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়, নৈতꣳ সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতꣳ সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ ॥৫৮৭॥১

[অথ] যঃ আত্মা (উক্তপ্রকারঃ সম্প্রসাদঃ), সঃ (আত্মা) এষাং (ভূরাদীনাং) লোকানাম্ অসম্ভেদায় (সাঙ্কর্য্যপরিহারায় পার্থক্যরক্ষায়ৈ) বিধৃতিঃ (বিধারণহেতুঃ) সেতুঃ (সেতুরিব ইত্যর্থঃ)। অহোরাত্রে (অহঃ দিনং, রাত্রিশ্চ) এনং (সেতুরূপম্ আত্মানং) ন তরতঃ (অতিক্রামতঃ, অহোরাত্রে হি সর্ব্ববস্তু পরিচ্ছেদকে অপি এতং পরিচ্ছেত্তুং ন শক্নুত ইত্যর্থঃ); জরা (বয়োহানিঃ বার্দ্ধক্যং) ন; [তরতি], মৃত্যুঃ (মরণং ধ্বংসঃ) ন; শোকঃ (বিয়োগজং দুঃখং) ন; সুকৃতং (পুণ্যং) ন; দুষ্কৃতং (পাপং) ন; [সর্ব্বত্র তরতি ইতি ক্রিয়াধ্যাহারঃ]। [কিং বহুনা,] সর্ব্বে পাপ্মানঃ (পাপানি, পাপ্মশব্দোঽয়ম্ অন্যেষামপি জড়ধর্ম্মাণামুপলক্ষকঃ), অতঃ (অস্মাৎ আত্মসেতোঃ) নিবর্ত্তন্তে; হি (যস্মাৎ) এষঃ (সেতুরূপ আত্মা) অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপঃ) ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মৈব লোকঃ, ন পুনঃ ব্রহ্মণো লোকঃ; তস্য ক্ষয়িত্বাদিত্যর্থঃ)॥

যাহা পূর্ব্বোক্ত আত্মা, তাহাই এই সমস্ত লোকের (জগতের) অসম্ভেদের জন্য (সম্ভেদ অর্থ—পরস্পর মিশিয়া যাওয়া, যাহাতে সেরূপ না হইতে পারে, তজ্জন্য) বিধৃতি অর্থাৎ বিশেষরূপ ব্যবস্থাকারক সেতুস্বরূপ (বন্ধনীস্বরূপ); দিবা ও রাত্রি এই সেতু অতিক্রম করে না; জরা [অতিক্রম করে] না; মৃত্যু [অতিক্রম করে] না; শোক [অতিক্রম করে] না; সুকৃতি (পুণ্য) [অতিক্রম করে] না; দুষ্কৃত (পাপও) [অতিক্রম করে] না; সমস্ত পাপই ইহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়—দূরে থাকে; কারণ এই ব্রহ্মলোক (ব্রহ্ম) অপহতপাপ্মা (সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত)॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ য আত্মেতি। উক্তলক্ষণো যঃ সম্প্রসাদঃ, তস্য স্বরূপং বক্ষ্যমাণৈরুক্তৈরনুক্তৈশ্চ গুণৈঃ পুনঃ স্তূয়তে, ব্রহ্মচর্য্যসাধনসম্বন্ধার্থম্। য এষঃ

যথোক্তলক্ষণ আত্মা, স সেতুরিব সেতুঃ; বিধৃতির্বিধরণঃ, অনেন হি সর্ব্বং জগৎ বর্ণাশ্রমাদিক্রিয়াকারকফলাদিভেদনিয়মৈঃ কর্ত্তুরনুরূপং বিদধতা বিধৃতম্। অধ্রিয়মাণং হীশ্বরেণেদং বিশ্বং বিনশ্যেত যতঃ, তস্মাৎ স সেতুর্বিধৃতিঃ। কিমর্থং স সেতুঃ? ইত্যাহ—এষাং ভূরাদীনাং লোকানাং কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ফলাশ্রয়াণামসম্ভেদায় অবিদারণায় অবিনাশায়েত্যেতৎ। কিংবিশিষ্টশ্চাসৌ সেতুঃ? ইত্যাহ—নৈনং সেতুমাত্মানমহোরাত্রে সর্ব্বস্য জনিমতঃ পরিচ্ছেদকে সতী নৈতং তরতঃ; যথান্যে সংসারিণঃ কালেনাহোরাত্রাদিলক্ষণেন পরিচ্ছেদ্যাঃ, ন তথা অয়ং কালপরিচ্ছেদ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ, "যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অত এব এনং ন জরা তরতি ন প্রাপ্নোতি। তথা ন মৃত্যুঃ, ন শোকঃ, ন সুকৃতং, ন দুষ্কৃতম্। সুকৃতদুষ্কৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। প্রাপ্তিরত্র তরণ-শব্দেনাভিপ্রেতা, নাতিক্রমণম্। কারণং হ্যাত্মা; ন শক্যং হি কারণাতিক্রমণং কর্ত্তুং কার্য্যেণ। অহোরাত্রাদি চ সর্ব্বং সতঃ কার্য্যম্। অন্যেন হি অন্যস্য প্রাপ্তিরতিক্রমণং বা ক্রিয়তে, নতু তেনৈব তস্য; ন হি ঘটেন মৃৎ প্রাপ্যতে অতিক্রম্যতে বা। যদ্যপি পূর্ব্বং "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদি প্রতিষেধ উক্ত এব, তথাপীহ অয়ং বিশেষঃ—ন তরতীতি প্রাপ্তি-বিষয়ত্বং প্রতিষিধ্যতে। তত্রাবিশেষেণ জরাদ্যভাবমাত্রমুক্তম্। অহোরাত্রাদ্যা উক্তা অনুক্তাশ্চান্যে সর্ব্বে পাপ্মান উচ্যন্তে; অতোঽস্মাদাত্মনঃ সেতোঃ নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্যৈবেত্যর্থঃ। অপহতপাপ্মা হি এষ ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোক উক্তঃ ॥৫৮৭॥১

আনন্দগিরিঃ।—বাক্যান্তরমাদত্তে—অথেতি। তস্য তাৎপর্য্যমাহ—উক্তলক্ষণ ইতি। প্রকারান্তরেণ স্তুতিপ্রারম্ভার্থো বাক্যস্থোঽথশব্দঃ। কিমিতি স্তুতিরিত্যপেক্ষায়াং স্তুত্যে ব্রহ্মণ্যাধারে ব্রহ্মচর্য্যাখ্যস্য সাধনস্য সম্বন্ধবিধানার্থমিত্যাহ—ব্রহ্মচর্য্যেতি। যথা মৃদাদিময়ঃ। সেতুঃ ব্যবস্থাহেতুরস্যেদং ক্ষেত্রমিতি, তথায়মপি ব্যবস্থাহেতুরিত্যাহ—সেতুরিবেতি। সেতুত্বং সাধয়তি—বিধৃতিরিতি। বিধারকত্বমুপপাদয়তি—অনেনেতি। বর্ণাশ্রমাদীত্যাদিশব্দো বয়োবস্থাবিষয়ঃ। ফলাদীত্যাদিশব্দস্তু তদবান্তরজাতীয়বিষয়ঃ। কর্ত্রনুরূপক্রিয়াদিভেদবিষয়নিয়মৈঃ সহ বর্ণাদি ব্যবস্থাপয়তা পরমেশ্বরেণ সর্ব্বং জগদ্ বিধৃতমিতি সম্বন্ধঃ। অন্বয়মুখেনোক্তমেব ব্যতিরেকমুখেণাহ—অধ্রিয়মাণং হীতি। উক্তমেবার্থং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কিমর্থমিত্যাদিনা। নৈতমিতি প্রতীকগ্রহণং যতব্যাচষ্টে—সেতুমিত্যাদিনা। তদেব বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। পরমাত্মনো ন কালপরিচ্ছেদ্যতেত্যত্রাথর্ব্বণশ্রুতিং প্রমাণয়তি—যস্মাদিতি। তরতীতি তরতেরতিক্রমণার্থো নাত্মনি সম্ভবতীত্যত্র হেতুমাহ—কারণং হীতি। কার্য্যস্য কারণাতিক্রমণং মা ভূদহোরাত্রাদেস্ত্বাত্মাতিক্রমণং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অহোরাত্রাদি চেতি। তরতেরতিক্রমণার্থত্বমঙ্গীকৃত্যাপি নিষেধে হেতুমাহ—অন্যেনেতি। তরতি-বাক্যস্যাপহত-

পাপ্মাদিবাক্যেন পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি—যদ্যপীতি। বিশেষণানামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকং প্রতিষেধবচনাসম্ভবমভিপ্রেত্যাহ—অহোরাত্রাদি ইতি। পাপ্মকার্য্যাণামাত্মানমপ্রাপ্যৈব নিবৃত্তৌ হেতুমাহ—অপহতেতি ॥৫৮৭॥১

ভাষ্যানুবাদ।—'অথ য আত্মা' ইতি। যে সংপ্রসাদের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, এখন উক্ত, অনুক্ত ও বক্ষ্যমাণ গুণযোগে পুনশ্চ তাহার স্তুতি করা হইতেছে; উদ্দেশ্য—ব্রহ্মচর্য্যসাধনের সহিত ইহার সম্বন্ধ সংস্থাপন করা। উক্তপ্রকার লক্ষণান্বিত এই যে আত্মা, তাহা সেতুস্বরূপ অর্থাৎ সেতুর সদৃশ। বিধৃতি অর্থ—বিধরণ অর্থাৎ ধারণকর্ত্তা (ব্যবস্থাপক)। কারণ, বর্ণ ও আশ্রমাদি-বিহিত ক্রিয়া, কারক, (কর্ত্তা প্রভৃতি) ও ফলভেদের ব্যবস্থানুসারে ইনিই কর্ত্তার কর্ম্মানুরূপ বিচিত্র জগৎ রচনা করিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যেহেতু ঈশ্বর ধারণ করিয়া না রাখিলে এই জগৎ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া যাইত, সেই হেতুই তিনি জগদ্বিধারক সেতুস্বরূপ। কিসের জন্য তিনি সেতু, তাহা কথিত হইতেছে—কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের আশ্রয়ভূত এই যে ভূ-প্রভৃতি লোকসমূহ, ইহাদের অসম্ভেদের জন্য—বিদারণ বা বিনাশ না হউক এইজন্য। এই সেতুটি কিরূপ গুণবিশিষ্ট, তাহা বলিতেছেন—উৎপত্তিশালী সর্ব্ব পদার্থের পরিচ্ছেদক অর্থাৎ সীমা বা পরিমাণকারী দিবারাত্র এই আত্মারূপ সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, অর্থাৎ অতিক্রম করিতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, অপরাপর সংসারী লোক যেরূপ দিবারাত্রাত্মক কাল দ্বারা পরিচ্ছেদ্য (সীমাবদ্ধ হইবার যোগ্য) হয়, এই আত্ম-সেতু সেরূপ কালপরিচ্ছেদ্য হয় না। কারণ, অপর শ্রুতিতে আছে—'সংবৎসর দিন রাত্রিরূপে যাহার নিম্নে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে'। এই জন্যই জরাও ইহাকে অতিক্রম করে না, অর্থাৎ প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ মৃত্যুও নহে, শোকও নহে, সুকৃতও (ধর্ম্মও) নহে, দুষ্কৃতও (অধর্ম্মও) নহে। এখানে 'তরণ' ("তরতঃ") শব্দের প্রাপ্তি অর্থই অভিপ্রেত, কিন্তু অতিক্রম অর্থ নহে। কেননা, আত্মা হইতেছে সকলের কারণ; কার্য্য বা জন্য পদার্থ কখনই কারণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; অথচ অহোরাত্রাদি সমস্তই সৎস্বরূপ আত্মার কার্য্য; [সুতরাং অহোরাত্রের পক্ষে স্বকারণ আত্মাকে অতিক্রম করিবার যোগ্যতা নাই]। অন্য পদার্থই অন্য পদার্থকে প্রাপ্ত হইতে কিংবা অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু আপনিই আপনাকে পারে না; কেননা, ঘট কখনই তৎকারণীভূত মৃত্তিকাকে পাইতে কিংবা অতিক্রম করিতে পারে না।

যদিও ইতঃপূর্ব্বেই 'যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি বাক্যে পাপাদি দোষের প্রতিষেধ (নিষেধ) উক্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি বিশেষ এই যে,

সেখানে কেবল সামান্যাকারে জরাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধাভাব মাত্র কথিত হইয়াছে, এখানে "ন তরতি" কথা দ্বারা আত্মার পাপ সংস্পর্শের সম্ভাবনাও নিষিদ্ধ হইল। এখানে 'পাপ্ম'-শব্দে অহোরাত্র প্রভৃতি উক্ত ও অনুক্ত সমস্তই অভিহিত হইয়াছে। 'অতঃ'—অর্থ ইহা হইতে; অর্থাৎ আত্মরূপ সেতু হইতে তাহাকে না পাইয়াই নিবৃত্ত হয় (ফিরিয়া আইসে)। অপহতপাপ্মা এই আত্মা নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক,—ব্রহ্মই লোকস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥৫৮৭॥১

তস্মাদ্বা এতꣳ সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি, বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি, তস্মাদ্বা এতꣳ সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে, সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্ম-লোকঃ ॥৫৮৮॥২

তস্মাৎ (যথোক্তাৎ হেতোঃ) বৈ এতং (যথোক্তম্ আত্মস্বরূপং) সেতুং তীর্ত্বা (প্রাপ্য) অন্ধঃ (পূর্ব্বং দেহসম্বন্ধাৎ চক্ষুর্হীনোঽপি সন্) অনন্ধঃ ভবতি (দৈহিকম্ অন্ধত্বম্ আত্মনি নাভিমন্যতে ইতি ভাবঃ)। বিদ্ধঃ (দেহযোগাৎ দুঃখ-সম্বদ্ধঃ সন্) অবিদ্ধঃ (দেহবিয়োগাৎ নির্দুঃখঃ) ভবতি, তথা উপতাপী (রোগা-দিভিঃ পীড্যমানঃ সন্) অনুপতাপী ভবতি, তস্মাৎ হেতোঃ এতং সেতুং (আত্মানং) তীর্ত্বা [স্থিতস্য বিদুষঃ] নক্তং (তমোময়ী রাত্রিরপি) অহঃ (প্রকাশাত্মকং দিনমেব) অভিনিষ্পদ্যতে (উপজায়তে ইত্যর্থঃ); হি (যতঃ) এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্ম এব লোকঃ) সকৃদ্বিভাবঃ (নিত্যপ্রকাশস্বরূপঃ) [বিদুষোঽপি তদাত্মকত্বাৎ সর্ব্বমেব প্রকাশময়মিব সম্পদ্যত ইতি ভাবঃ] ॥

সেই হেতু এই আত্মারূপ সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া (পূর্ব্বে দেহসম্বন্ধ-বশতঃ) অন্ধ থাকিলেও (তখন দেহবিয়োগে) অনন্ধ হন, অর্থাৎ তখন তাহার অন্ধত্ব বোধ চলিয়া যায়; পূর্ব্বে দুঃখক্লিষ্ট থাকিলেও তখন দুঃখরহিত হন; এবং রোগাদি-জনিত তাপসংযুক্ত হইলেও তখন সেই উপতাপরহিত হন। বিশেষতঃ এই সেতুকে অবগত হইলে তাহার সম্বন্ধে রাত্রিও দিবাতে পরিণত হয়; কারণ, উক্ত ব্রহ্ম-লোক হইতেছে সকৃদ্বিভাত, অর্থাৎ নিত্য-প্রকাশশীল ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্মাচ্চ পাপ্মকার্য্যম্ আন্ধ্যাদি শরীরবতঃ স্যাৎ, ন তু অশরীরস্য, তস্মাদ্বৈ এতমাত্মানং সেতুং তীর্ত্বা প্রাপ্য অনন্ধো ভবতি, দেহবত্ত্বে পূর্ব্বমন্ধোঽপি সন্। তথা বিদ্ধঃ সন্ দেহবত্ত্বে, স দেহবিয়োগে সেতুং প্রাপ্য অবিদ্ধো ভবতি। তথা উপতাপী রোগাদ্যুপতাপবান্ সন্ অনুপতাপী ভবতি। কিঞ্চ, যস্মাৎ অহোরাত্রে ন স্তঃ সেতৌ, তস্মাৎ বৈ এতং সেতুং তীর্ত্বা প্রাপ্য নক্তমপি তমোরূপং রাত্রিরপি সর্ব্বমহরেব অভিনিষ্পদ্যতে; বিজ্ঞপ্ত্যাত্মজ্যোতিঃস্বরূপম্ অহরিবাহঃ সদৈকরূপং

বিদুষঃ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। সকৃদ্বিভাতঃ সদা বিভাতঃ সদৈকরূপঃ স্বেন রূপেণৈব ব্রহ্মলোকঃ ॥৫৮৮॥২

আনন্দগিরিঃ।—যথোক্তসেতুপ্রাপ্তৌ ফলিতমাহ—যস্মাদিতি। স্বাভাবিকমন্ধ্যানর্থত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দেহবত্ত্ব ইতি। বিদ্ধো দুঃখাদিসম্বন্ধী। ইতশ্চাত্মসেতোরস্তি মহাভাগধেয়ত্বমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। কথং সর্ব্বমপি তমোরূপমহরেব বিদুষঃ স্যাৎ, নহি বিদ্যয়াপি বিরুদ্ধোঽর্থঃ সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিজ্ঞপ্ত্যাতি। তত্র হেতুমাহ—সকৃদিতি। ব্রহ্মলক্ষণোঽবেদ্যো লোকঃ স্বপ্রকাশচিদেকতানো যতোঽবতিষ্ঠতেঽতস্তদ্রূপত্বাদ্বিদুষো যথোক্তরূপত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৫৮৮॥২

ভাষ্যানুবাদ।—বিশেষতঃ যেহেতু অন্ধত্বাদি ধর্ম্ম সশরীরের পক্ষেই হইয়া থাকে, কিন্তু অশরীরের হয় না; সেই হেতু, পূর্ব্বে সশরীরত্ব অবস্থায় অন্ধ থাকিলেও এই সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া অনন্ধ (অন্ধত্বাভিমানরহিত) হয়। সেইরূপ, দেহসত্ত্বে বিদ্ধ (শস্ত্রাদি দ্বারা আহত) থাকিলেও সেই লোক দেহ-বিয়োগের পর উক্ত সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্ধ হয়। সেইরূপ, উপতাপী অর্থাৎ পূর্ব্বে রোগাদি দ্বারা পীড়িত থাকিলেও অনুপতাপী হয়। অপিচ, যেহেতু উক্ত সেতুতে (আত্মাতে) অহোরাত্র নাই, এবং এই সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া নক্তও অর্থাৎ অন্ধকারাত্মক রাত্রিও দিবারূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ বিদ্বানের নিকট বিজ্ঞানাত্মক আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ দিবস (সে অর্থাৎ দিবার ন্যায়) সর্ব্বদা একরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মলোক সকৃৎবিভাত—সর্ব্বদা প্রকাশমান, অর্থাৎ নিজরূপে সর্ব্বদাই একরূপ, (কখনও তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে না) ॥৫৮৮॥২

তদ্য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৫৮৯॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৪॥

তৎ (তত্র—এবং সতি) যে (জনাঃ) এব ব্রহ্মচর্য্যেণ (কান্তাদি-বিষয়পরিত্যাগেন) এতং ব্রহ্ম-লোকং অনুবিন্দন্তি (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশানন্তরং লভন্তে), তেষাং (বিদুষাং) এব এষঃ (যথোক্তঃ) ব্রহ্মলোকঃ [সিধ্যতি]; তেষাং [এব] সর্ব্বেষু লোকেষু (ভোগস্থানেষু) কামচারঃ (স্বাতন্ত্র্যং) ভবতি, [নতু অন্যেষাং বিষয়বাসনাবতাং বিদুষামপীতি ভাবঃ]॥

এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত হইল; তখন, একমাত্র যাঁহারা শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশের পর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, উক্ত ব্রহ্মলোক কেবল তাঁহাদের সম্বন্ধেই সিদ্ধ হয়, এবং সমস্ত লোকে কেবল তাঁহাদেরই কামচার বা স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হয়, অপরের হয় না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি এতং যথোক্তং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণ স্ত্রীবিষয়-তৃষ্ণাত্যাগেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্ অনু বিন্দন্তি—স্বাত্ম-সংবেদ্যতামাপাদয়ন্তি যে, তেষামেব ব্রহ্মচর্য্য-সাধনবতাং ব্রহ্মবিদাম্ এষ ব্রহ্মলোকঃ, নান্যেষাং স্ত্রীবিষয়-সম্পর্কজাততৃষ্ণানাং ব্রহ্মবিদামপীত্যর্থঃ। তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীত্যুক্তার্থম্। তস্মাৎ পরমমেতৎ সাধনং ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্মবিদামিত্যভি-প্রায়ঃ ॥৫৮৯॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্থ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥৪॥

আনন্দগিরিঃ।—বিদ্যাফলে যথোক্তরীত্যা ব্যবস্থিতে সত্যেতৎ ফলং বিদ্যাবত্ত্বেন কেষাং সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। ব্রহ্মচর্য্যবতাং বিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মাখ্যো লোকঃ ফলতীত্যর্থঃ। তেষামেবেত্যেবকারদ্যোতিতমর্থমাহ—নান্যেষামিতি। ব্রহ্মবিদাম-পীতি বাধ্যাত্রব্রহ্মবিত্ত্বমুচ্যতে। তেষাং ব্রহ্মচর্য্যবতাং ব্রহ্মবিদামিতি যাবৎ। ব্রহ্ম-চর্য্যসাধনবতামেব ব্রহ্মবিত্ত্বেন ব্রহ্মাখ্যো লোকো ভবতীতি স্থিতে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। সাধনং ব্রহ্মবিদ্যায়ামিতি শেষঃ। ব্রহ্মাবিদামিতি ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্যোক্তম্ ॥৫৮৯॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—এ বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে [বুঝিতে হইবে যে,] যাহারা এই যথোক্তপ্রকার ব্রহ্মলোককে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা—স্ত্রীবিষয় তৃষ্ণা পরিত্যাগ দ্বারা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে লাভ করেন, অর্থাৎ আপনাদের অনুভব-গম্য করেন, তাঁহাদেরই—ব্রহ্মচর্য্য-সাধনসম্পন্ন ব্রহ্মবিদ্‌গণের সম্বন্ধেই এই ব্রহ্ম-লোক, অপর সকলের—স্ত্রীবিষয় সম্পর্ক-জনিত তৃষ্ণাসম্পন্ন নামে মাত্র ব্রহ্মবিদ্-গণের সম্বন্ধেও নহে। সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার হয়, ইহার অর্থ পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, অতএব এই ব্রহ্মচর্য্যই ব্রহ্মবিদ্‌গণের সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট সাধন বা উপায় ॥৫৮৯॥৩

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৪॥

অষ্টমাধ্যায়ে

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথ যদ্‌যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতে, অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে ॥৫৯০॥১

অথ (বাক্যারম্ভে) যৎ যজ্ঞঃ ইতি আচক্ষতে (যজ্ঞনাম্না যদ্ অভিদধতি) (শিষ্টাঃ), তৎ ব্রহ্মচর্য্যমেব (ব্রহ্মচর্য্যাৎ নাতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ); হি (যস্মাৎ) যঃ জ্ঞাতা (তত্ত্বজ্ঞঃ), [সঃ] ব্রহ্মচর্য্যেণ এব তং (ব্রহ্মলোকং) বিন্দতে (লভতে)। অথ যৎ ইষ্টম্ (পূজাদিকম্) ইতি আচক্ষতে, তৎ [অপি] ব্রহ্মচর্য্যম্ এব ; হি (যস্মাৎ) ব্রহ্মচর্য্যেণ এব ইষ্ট্বা (ঈশ্বরং পূজয়িত্বা) আত্মানং অনুবিন্দতে (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশানুসারেণ লভতে ইত্যর্থঃ)॥

লোকে যাহাকে যজ্ঞ বলিয়া থাকে, ব্রহ্মচর্য্যই তাহা ; কারণ, যে লোক তত্ত্বজ্ঞ, তিনি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই তাহা (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হন। আর যাহাকে 'ইষ্ট' (পূজা প্রভৃতি) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই (ব্রহ্মচর্য্য হইতে অতিরিক্ত নহে); কেননা, লোক ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আরাধনা করিয়া আত্মাকে (ব্রহ্মলোককে) লাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—য আত্মা সেতুত্বাদিগুণৈস্তুতঃ, তৎপ্রাপ্তয়ে জ্ঞানসহকারি-সাধনান্তরং ব্রহ্মচর্য্যাখ্যং বিধাতব্যমিত্যাহ ; যজ্ঞাদিভিশ্চ তৎ স্তৌতি কর্ত্তব্যার্থম্—

অথ যৎ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে লোকে পরমপুরুষার্থসাধনং কথয়ন্তি শিষ্টাঃ, তদ্‌ ব্রহ্মচর্য্যমেব। যজ্ঞস্যাপি যৎ ফলম্, তৎ ব্রহ্মচর্য্যবান্ লভতে ; অতঃ যজ্ঞোঽপি ব্রহ্মচর্য্যমেবেতি প্রতিপত্তব্যম্। কথং ব্রহ্মচর্য্যং যজ্ঞঃ ? ইত্যাহ—ব্রহ্মচর্য্যেণৈব হি যস্মাদ্ যো জ্ঞাতা, স তং ব্রহ্মলোকং যজ্ঞস্যাপি পারম্পর্য্যেণ ফলভূতং বিন্দতে লভতে ; ততো যজ্ঞোঽপি ব্রহ্মচর্য্যমেবেতি। যো জ্ঞাতা—ইত্যক্ষরানুবৃত্তেঃ যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যমেব।

অথ যৎ ইষ্টমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। কথম্ ? ব্রহ্মচর্য্যেণৈব সাধনেন তমীশ্বরমিষ্ট্বা পূজয়িত্বা, অথবা এষণাম্ আত্মবিষয়াং কৃত্বা তমাত্মানম্ অনুবিন্দতে। এষণাদিষ্টমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব ॥৫৯০॥১

আনন্দগিরিঃ।—অথ যথোক্তপরমাত্মপ্রাপ্তি-সাধনে জ্ঞানে সহকারি ব্রহ্মচর্য্যং প্রাগেবোক্তম্, তথাচ কৃতং ব্রহ্মচর্য্যবিষয়েণোত্তরগ্রন্থেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব আত্মেতি। শমাদ্যপেক্ষয়ান্তরশব্দঃ। উক্তমপি ব্রহ্মচর্য্যং বিধাতুমনন্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। কিমিতি তর্হি তস্য স্তুতিরিত্যাশঙ্ক্য তস্যা বিধিশেষত্বং দর্শয়তি—যজ্ঞাদিভিশ্চেতি। শ্রুতিরাহোত্তরং বাক্যমিত্যুক্তং; তদাদায় ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। ব্রহ্মচর্য্যস্যোক্তরীত্যা বিধিৎসিতত্বে তদীয়স্তুতিপ্রারম্ভার্থোঽথ-শব্দঃ যজ্ঞস্য ব্রহ্মচর্য্যেঽন্তর্ভাবং সাধয়তি—যজ্ঞস্যাপীতি। উক্তমেবার্থমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা সমর্থয়তে—কথমিত্যাদিনা। পারম্পর্য্যেণ চিত্তশুদ্ধিদ্বারেণেত্যর্থঃ। ন কেবলং ফলদ্বারা যজ্ঞো-ব্রহ্মচর্য্যেঽন্তর্ভবতি, কিন্তু যকার-জ্ঞকার-সংস্পর্শাদপীত্যাহ—যো জ্ঞাতেতি। ইষ্টস্য ব্রহ্মচর্য্যান্তর্ভাবমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোরয়তি—কথমিত্যাদিনা। পূজয়িত্বা তমাত্মানমনুবিন্দত ইতি সম্বন্ধঃ। ব্রহ্মচর্য্যেণাত্মবিষয়ৈষণা নিষ্পাদ্যতে, ইষ্টেনাপি তদেব সংপাদ্যতে, তস্মাদেষণাদ্ভয়-সাদৃশ্যাদিষ্টমপি যজ্ঞবদ্ব্রহ্মচর্য্যমেবেত্যাহ—এষণাদিতি ॥৫৯০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে সেতুত্ব প্রভৃতি গুণে যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাকে পাইবার জন্য জ্ঞানের সহকারী ব্রহ্মচর্য্যনামক অপর সাধনের বিধান করা আবশ্যক; এই অভিপ্রায়ে [পরবর্ত্তী খণ্ড] আরম্ভ করিতেছেন, এবং তদনুশীলনে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য যজ্ঞাদিরূপেও তাহার স্তব বা প্রশংসা করিতেছেন—

জগতে সাধু জনেরা যাহাকে পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভের উপায়ভূত যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই বটে, যজ্ঞের যাহা ফল, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যবান্ (ব্রহ্মচারী) লাভ করিয়া থাকেন; অতএব বুঝিতে হইবে, যজ্ঞও ব্রহ্মচর্য্যই বটে। ব্রহ্মচর্য্যই যজ্ঞ কি প্রকারে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—যেহেতু যে লোক জ্ঞাতা—জ্ঞানী, তিনি পরম্পরা-সম্বন্ধে যজ্ঞেরও ফলস্বরূপ সেই ব্রহ্মলোক লাভ করেন; সেই হেতু যজ্ঞও ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্যই বটে। বিশেষতঃ 'যঃ জ্ঞাতা' এই 'য' ও 'জ্ঞ' অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ থাকায়ও যজ্ঞ ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপই বটে (১)।

আর যাহাকে 'ইষ্ট' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই বটে। কি প্রকারে? যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যরূপ সাধন দ্বারা সেই ঈশ্বরকে পূজা করিয়া, অথবা আত্মবিষয়ে এষণা অর্থাৎ আত্মলাভের কামনা করিয়া তাহার পর সেই আত্মাকে লাভ করিয়া থাকে। এষণার যোগ থাকায় 'ইষ্ট'ও ব্রহ্মচর্য্যই বটে (২) ॥ ৫৯০॥১

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞের ব্রহ্মচর্য্যত্ব সাধনের জন্য যে, 'যঃ জ্ঞাতা' বলা হইয়াছে; ঐ 'য' এবং জ্ঞাতার—'জ্ঞ', এই দুইটি অক্ষর 'যজ্ঞ' শব্দের মধ্যেও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে: এইরূপ আক্ষরিক সাদৃশ্যও যজ্ঞের ব্রহ্মচর্য্যত্বসিদ্ধির অন্যতম কারণ। তাই ভাষ্যকার "অক্ষরানুবৃত্তেঃ" হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) তাৎপর্য্য—আত্মপ্রাপ্তির ইচ্ছায় (এষণায়) যেমন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বিত হয়, তেমনি

অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং বিন্দতে অথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে ॥৫৯১॥২

অথ (উপাসনান্তরারম্ভে) যৎ সত্রায়ণং (বহুযজমানকং বৈদিকং কর্ম্ম) ইতি আচক্ষতে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যম্ এব ; হি (যস্মাৎ) ব্রহ্মচর্য্যেণ এব সতঃ—(সৎস্বরূপাৎ)—আত্মনঃ ত্রাণং (রক্ষণং) বিন্দতে (লভতে) [তত্ত্ববিৎ]। অথ (উপাসনান্তরারম্ভে) যৎ মৌনং (মুনের্ভাবঃ—তূষ্ণীম্ভাবঃ) ইতি আচক্ষতে, তৎ [অপি] ব্রহ্মচর্য্যম্ এব ; কুতঃ ? হি (যস্মাৎ) ব্রহ্মচর্য্যেণ (সাধনবিশেষেণ) আত্মানম্ অনুবিদ্য (উপলভ্য) বিন্দতে (লভতে) ইত্যর্থঃ ॥

যাহাকে সত্রায়ণ বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপই ; কেননা লোকে ব্রহ্মচর্য্য-সাধন দ্বারাই সৎস্বরূপ আত্মা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে। আর যাহাকে মৌন বা তূষ্ণীম্ভাব বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপই ; কারণ, ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারাই আত্মাকে উপলব্ধিপূর্ব্বক লাভ করিয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, তথা সতঃ পরস্মাদাত্মনঃ আত্মনস্ত্রাণং রক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যসাধনেন বিন্দতে ; অতঃ সত্রায়ণ-শব্দমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। অথ যৎ মৌনমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, ব্রহ্মচর্য্যেণৈব সাধনেন যুক্তঃ সন্ আত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যাভ্যামনুবিদ্য পশ্চাৎ মনুতে ধ্যায়তি; অতো মৌন-শব্দমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব ॥৫৯১॥২

আনন্দগিরিঃ ।—বহুযজমানকং বৈদিকং কর্ম্ম সত্রায়ণম্। তথা—যজ্ঞবদিষ্টবচ্চেত্যর্থঃ। কথং সত্রায়ণং ব্রহ্মচর্য্যেঽন্তর্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—সত ইতি ॥৫৯১॥২

ভাষ্যানুবাদ ।—লোক যাহাকে 'সত্রায়ণ' বলিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপই। কারণ, পুর্ব্বোক্ত 'যজ্ঞ' ও 'ইষ্টের' ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যসাধন দ্বারাই সৎ—পরমাত্মা হইতে আপনার পরিত্রাণ অর্থাৎ রক্ষা লাভ করিয়া থাকে। অতএব সেই 'সত্রায়ণ' (সৎ+ত্রায়ণ=সত্রায়ণ) শব্দেও ব্রহ্মচর্য্যই অভিহিত হইয়া থাকে। আর যাহাকে মৌন বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই ; কেননা, লোক ব্রহ্মচর্য্য-সাধন-সম্পন্ন হইয়াই শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে আত্মাকে জানিয়া পশ্চাৎ মনন করে—ধ্যান করে ; এই জন্য মৌন শব্দেও ব্রহ্মচর্য্যই উক্ত হয় বটে ॥৫৯১॥২

আরাধনা কার্য্যও আত্মলাভের অভিলাষেই অনুষ্ঠিত হয় ; এইরূপ এষণার সাম্য থাকায় ইষ্ট ও ব্রহ্মচর্য্যের অভিন্নভাব অভিহিত হইল।

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে। অথ যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ, অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি, তদৈরংমদীয়ꣳ সরস্তদশ্বত্থঃ সোমসবনস্তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতꣳ হিরণ্ময়ম্ ॥৫৯২॥৩

অথ যৎ অনাশকায়নম্ (উপবাসপ্রধানং সত্রং) ইতি আচক্ষতে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যম্ এব ; হি (যস্মাৎ) এষঃ আত্মা ন নশ্যতি (বিনাশং প্রাপ্নোতি),—যম্ (আত্মানং) ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতে [অবিনাশসাধনত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্যস্য 'অনাশকায়নম্' ইতি সংজ্ঞা ইতি ভাবঃ]। অথ যৎ অরণ্যায়নম্ (অরণ্যবাসঃ) ইতি আচক্ষতে, তৎ ব্রহ্মচর্য্যম্ এব। ইতঃ (অস্মাৎ ভূর্লোকাৎ) তৃতীয়স্যাং (তৃতীয়সংখ্যকায়াং) দিবি ব্রহ্মলোকে অরঃ চ হ বৈ ণ্যঃ চ (তত্তন্নামপ্রসিদ্ধৌ) অর্ণবৌ (সমুদ্রৌ) [বিদ্যেতে]। তৎ (তত্র) ঐরং (ইরা—অন্নং, তন্ময়ং) মদীয়ং (হর্ষোৎপাদকং) সরঃ (সরোবরং) [অস্তি] ; তৎ (তত্র—ব্রহ্মলোকে) সোমসবনঃ (সোমঃ—অমৃতং, তন্নিস্রবণঃ) অশ্বত্থঃ (বৃক্ষবিশেষঃ) [অস্তি] ; তৎ (তত্র ব্রহ্মলোকে) ব্রহ্মণঃ (হিরণ্যগর্ভস্য) অপরাজিতা (ব্রহ্মচর্য্যমন্তরেণ ন কেনচিৎ জীয়তে লভ্যতে ইত্যপরাজিতা) পূঃ (পুরী) [বর্ত্ততে] ; [তত্র চ] প্রভুবিমিতং (প্রভুণা ব্রহ্মণা বিশেষেণ মিতং নির্ম্মিতং) হিরণ্ময়ং (সুবর্ণময়ং মণ্ডপম্) [অস্তীতি শেষঃ]॥

লোকে যাহাকে অনাশকায়ন (উপবাসপ্রধান যাগ) বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই বটে ; কেননা, যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যাহাকে লাভ করা যায়, সেই আত্মা নষ্ট হয় না ; আর যাহাকে 'অরণ্যায়ন' (অরণ্যবাস) বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই। এই ভূলোক অপেক্ষা তৃতীয় সেই ব্রহ্মলোকে 'অর ও ণ্য' নামে প্রসিদ্ধ দুইটি অর্ণব আছে ; সেখানে মত্ততাজনক বা হর্ষবর্দ্ধক অন্নময় সরোবর আছে ; সেখানে সোমসবন (অমৃত-রসস্রাবী) অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে ; সেখানে ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) অপরাজিতা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যসাধনশূন্য লোকেরা যাহা পাইতে পারে না, এমন পুরী আছে ; সেখানে আবার প্রভু—হিরণ্যগর্ভ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হিরণ্ময় গৃহ আছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। যম্ আত্মানং ব্রহ্মচর্য্যেণ অনুবিন্দতে, স এষ হি আত্মা ব্রহ্মচর্য্য-সাধনবতো ন নশ্যতি,

তস্মাদনাশকায়নমপি ব্রহ্মচর্য্যমেব। অথ যদ্ অরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে, ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। অর-ণ্য-শব্দয়োরর্ণবয়োর্ব্রহ্মচর্য্যবতোঽয়নাৎ অরণ্যায়নং ব্রহ্মচর্য্যম্। যো জ্ঞানাৎ যজ্ঞঃ, এষণাৎ ইষ্টম্, সতস্ত্রাণাৎ সত্রায়ণম্, মননাৎ মৌনম্, অনশনাৎ অনাশকায়নম্, অর-ণ্যয়োর্গমনাৎ অরণ্যায়নম্, ইত্যাদিভির্ম্মহদ্ভিঃ পুরুষার্থসাধনৈঃ স্তুতত্বাৎ ব্রহ্মচর্য্যং পরমং জ্ঞানস্য সহকারি কারণং সাধনম্, ইত্যতো ব্রহ্মবিদা যত্নতো রক্ষণীয়মিত্যর্থঃ।

তৎ তত্র হি ব্রহ্মলোকে অরশ্চ হ বৈ প্রসিদ্ধো ণ্যশ্চ অর্ণবৌ সমুদ্রৌ, সমুদ্রোপমে বা সরসী; তৃতীয়স্যাম্—ভুবমন্তরিক্ষঞ্চাপেক্ষ্য তৃতীয়া দ্যৌঃ, তস্যাং তৃতীয়স্যাম্ ইতঃ অস্মাৎ লোকাদারভ্য গণ্যমানায়াং দিবি। তৎ তত্রৈব চ ঐরং—ইরা অন্নং, তন্ময়ঃ ঐরো মণ্ডঃ, তেন পূর্ণম্ ঐরং মদীয়ং তদুপযোগিনাং মদকরং হর্ষোৎপাদকং সরঃ। তত্রৈব চ অশ্বত্থঃ বৃক্ষঃ সোমসবনো নামতঃ, সোমোঽমৃতং, তন্নিস্রবোঽমৃতস্রব ইতি বা। তত্রৈব চ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যসাধনরহিতৈঃ ব্রহ্মচর্য্যসাধনবদ্ভ্যোঽন্যৈর্ন জীয়ত ইতি অপরাজিতা নাম পূঃ পুরী ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য। ব্রহ্মণা চ প্রভুণা বিশেষেণ মিতং নির্ম্মিতং, তচ্চ হিরণ্ময়ং সৌবর্ণং প্রভুবিমিতং মণ্ডপমিতি বাক্যশেষঃ॥৫৯২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—উপবাসপরায়ণত্বমনাশকায়নং, তৎ কথং ব্রহ্মচর্য্যেঽন্তর্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—যমাত্মানমিতি। অরণ্যায়নমরণ্যবাসঃ, তৎ কথং ব্রহ্মচর্য্যান্তর্ভূতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর-ণ্য-শব্দয়োরিতি। বিস্তরেণোক্তমর্থং সংক্ষিপ্যাহ—যো জ্ঞানাদিত্যাদিনা। যো ব্রহ্মচর্য্যেণাত্মনো জ্ঞানাদাত্মানং বিন্দতে ব্রহ্মচর্য্যমিতি যোজনা। আদি-শব্দেন স্বস্য পরমপুরুষার্থ-সাধনত্বং গৃহ্যতে॥৫৯২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর, যাহাকে 'অনাশকায়ন' বলিয়া থাকে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই। ব্রহ্মচর্য্যসাধন দ্বারা যে আত্মাকে লাভ করা হয়, যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যসাধনসম্পন্ন ব্যক্তির সেই এই আত্মা বিনষ্ট হয় না; সেই হেতু সেই ব্রহ্মচর্য্যই 'অনাশকায়ন'ও বটে। আর যাহাকে অরণ্যায়ন বলে, তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই; যে হেতু ব্রহ্মচর্য্য-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি 'অর' ও 'ণ্য'-শব্দবাচ্য দুইটি অর্ণবকে প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য এই ব্রহ্মচর্য্য উক্ত "অরণ্যায়ন"ও বটে। যাহা জ্ঞানহেতু যজ্ঞ, এষণা বা ইচ্ছাহেতু ইষ্ট, সৎ হইতে ত্রাণ করে বলিয়া 'সত্রায়ণ', মনন হেতু মৌন, ভোগাভাব বশতঃ 'অনাশকায়ন', এবং 'অর' ও 'ণ্য' শব্দোক্ত অর্ণবে গমন হেতু 'অরণ্যায়ন', ইত্যাদি উৎকৃষ্ট পুরুষার্থ-সাধনসমূহ এইরূপে প্রশংসিত হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] জ্ঞানের সহকারী কারণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই উৎকৃষ্ট সাধন; অতএব ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির উহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত।

এই ভূলোক ও অন্তরিক্ষ লোক অপেক্ষায় দ্যুলোক হইতেছে তৃতীয় স্থান। এই ভূ-লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পরিগণনায় তৃতীয়সংখ্যক সেই দ্যুলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে ['অরণ্যায়ন'-শব্দের একদেশ] 'অর' ও 'ণ্য' নামে প্রসিদ্ধ দুইটি সমুদ্র, অর্থাৎ সমুদ্রসদৃশ দুইটি সরোবর আছে। সেখানেই আবার 'ঐর'—ইরা অর্থ—অন্ন, ইরাময়—'ঐর' অর্থাৎ মণ্ড (মাড়), তাহা দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া 'ঐর', এবং যাহারা তাহা ব্যবহার করে, তাহাদের মত্ততা জন্মায়—হর্ষোৎপাদন করে বলিয়া 'মদীয়' একটি সরোবর আছে। সেখানেই আবার একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; তাহার নাম সোম-সবন; অথবা সোম অর্থ—অমৃত, সেই অমৃত রস ক্ষরণ করে বলিয়া [ঐ বৃক্ষ সোম-সবন]। সেই ব্রহ্মলোকেই ব্রহ্মের—হিরণ্যগর্ভের (আদি পুরুষের) একটি পুরী আছে; ব্রহ্মচর্য্য-সাধনরহিত, অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মচর্য্য-সাধন-সম্পন্ন নহে, তাদৃশ লোকেরা তাহা জয় করিতে (লাভ করিতে) পারে না; এই জন্য উহার নাম অপরাজিতা। [সেখানেই] প্রভুবিমিত অর্থাৎ প্রভু—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বিশেষরূপে মিত—নির্ম্মিত, তাহাও আবার হিরণ্ময় সুবর্ণময়—প্রভুবিমিত মণ্ডপ আছে। [এখানে 'মণ্ডপ' শব্দটি শেষ বা অনুক্ত রহিয়াছে, ভাষ্যকার তাহা পূরণ করিয়া দিলেন] ॥৫৯২॥৩

তদ্য এবৈতাবরং চ ণ্যঞ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥৫৯৩॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৫॥

[ইদানীং বিদ্যাফলমুচ্যতে—"তদ্য" ইত্যাদিনা]। যে (বিদ্বাংসঃ) এব তৎ (তত্র) ব্রহ্মলোকে এতৌ (পূর্ব্বোক্তৌ) অরং চ ণ্যং চ (অর-ণ্য-সংজ্ঞকৌ) অর্ণবৌ ব্রহ্মচর্য্যেণ (সাধনেন) অনুবিন্দন্তি (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাদনন্তরং লভন্তে), তেষাম্ (অর-ণ্য-সংজ্ঞকার্ণবৌ প্রাপ্তবতাং) এব (নিশ্চয়ে) এষঃ (অনন্তরোক্তঃ) ব্রহ্মলোকঃ [সিধ্যতি]। তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারঃ (স্বাতন্ত্র্যং) ভবতি ॥

এখন উল্লিখিত উপাসনার ফল বলিতেছেন—যাহারা উক্ত ব্রহ্মচর্য্যসাধন দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকস্থিত 'অর' ও 'ণ্য'-(অর-ণ্য-) সংজ্ঞক সমুদ্র দুইটিকে শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে অধিগত হন, তাঁহাদেরই এই ব্রহ্মলোক লব্ধ হয়, এবং সমস্ত লোকে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য হইয়া থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ তত্র ব্রহ্মলোকে এতাবর্ণবৌ—যাবরণ্যাখ্যাবুক্তৌ ব্রহ্মচর্য্যেণ সাধনেনানুবিন্দন্তি যে, তেষামেব এষঃ যো ব্যাখ্যাতো ব্রহ্মলোকঃ। তেষাঞ্চ ব্রহ্ম-

চর্য্যসাধনবতাং ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি, নান্যেষাম্ অব্রহ্মচর্য্যপরাণাং বাহ্যবিষয়াসক্তবুদ্ধীনাং কদাচিদপীত্যর্থঃ।

নন্বত্র, 'ত্বমিন্দ্রস্ত্বং যমস্ত্বং বরুণঃ' ইত্যাদিভির্যথা কশ্চিৎ স্তূয়তে মহার্হঃ, এবম্ ইষ্টাদিভিঃ শব্দৈর্ন স্ত্র্যাদিবিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তিমাত্রং স্তুত্যর্হম্ ; কিন্তর্হি ? জ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বাৎ তদেবেষ্টাদিভিঃ স্তূয়ত ইতি কেচিৎ। ন ; স্ত্র্যাদিবাহ্যবিষয়তৃষ্ণাপহৃতচিত্তানাং * প্রত্যগাত্মবিবেকবিজ্ঞানানুপপত্তেঃ, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ-পরাঙ্পশ্যতি নান্তরাত্মন্" ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিশতেভ্যঃ। জ্ঞানসহকারিকারণং, স্ত্র্যাদিবিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তিসাধনং বিধাতব্যমেব, ইতি যুক্তৈব তৎস্তুতিঃ।

ননু চ যজ্ঞাদিভিঃ স্তুতং ব্রহ্মচর্য্যমিতি যজ্ঞাদীনাং পুরুষার্থসাধনত্বং গম্যতে? সত্যং গম্যতে ; নত্বিহ ব্রহ্মলোকং প্রতি যজ্ঞাদীনাং সাধনত্বমভিপ্রেত্য যজ্ঞাদিভির্ব্রহ্মচর্য্যং স্তূয়তে ; কিন্তর্হি ? তেষাং প্রসিদ্ধপুরুষার্থসাধনত্বমপেক্ষ্য। যথা ইন্দ্রাদিভিঃ রাজা, ন তু যত্রেন্দ্রাদীনাং ব্যাপারঃ, তত্রৈব রাজ্ঞ ইতি, তদ্বৎ।

যে ইমে অর্ণবাদয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ সঙ্কল্পজাশ্চ পিত্রাদয়ো ভোগাঃ, তে কিং পার্থিবা আপ্যাশ্চ—যথেহ লোকে দৃশ্যন্তে, তদ্বৎ অর্ণব-বৃক্ষ-পূঃ-স্বর্ণমণ্ডপানি? আহোস্বিৎ মানসপ্রত্যয়মাত্রাণি ? ইতি। কিঞ্চাতঃ ? যদি পার্থিবা আপ্যাশ্চ স্থূলাঃ স্যুঃ, হৃদাকাশে সমাধানানুপপত্তিঃ। পুরাণে চ মনোময়ানি ব্রহ্মলোকে শরীরাদীনীতি বাক্যং বিরুধ্যেত ; "অশোকমহিম" ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ। ননু সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি বাপ্যঃ কূপা যজ্ঞা বেদা মন্ত্রাদয়শ্চ মূর্ত্তিমন্তো ব্রহ্মাণমুপতিষ্ঠন্তে; ইতি মানসত্বে বিরুধ্যেত পুরাণস্মৃতিঃ। ন, মূর্ত্তিমত্ত্বে প্রসিদ্ধরূপাণামেব তত্র গমনানুপপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধমূর্ত্তিব্যতিরেকেণ সাগরাদীনাং মূর্ত্ত্যন্তরং সাগরাদিভিঙ্গপাত্তং ব্রহ্মলোকগন্তৃ কল্পনীয়ম্। তুল্যায়াঞ্চ কল্পনায়াং যথাপ্রসিদ্ধা এব মানস্য আকারবত্যঃ পুংস্ত্র্যাদ্যা মূর্ত্তয়ো যুক্তাঃ কল্পয়িতুম্, মানসদেহানুরূপ্য-সম্বন্ধোপপত্তেঃ। দৃষ্টা হি মানস্য এবাকারবত্যঃ পুংস্ত্র্যাদ্যা মূর্ত্তয়ঃ স্বপ্নে।

ননু তা অনৃতা এব ; "ত ইমে সত্যাঃ কামাঃ" ইতি শ্রুতিস্তথা সতি বিরুধ্যেত ? ন, মানসপ্রত্যয়স্য সত্ত্বোপপত্তেঃ। মানসা হি প্রত্যয়াঃ স্ত্রীপুরুষাদ্যাকারাঃ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে। ননু জাগ্রদ্বাসনারূপাঃ স্বপ্নদৃশ্যা ন তু তত্র স্ত্র্যাদয়ঃ স্বপ্নে বিদ্যন্তে। অত্যল্পমিদমুচ্যতে। জাগ্রদ্বিষয়া অপি মানসপ্রত্যয়াভিনির্বৃত্তা এব, সদীক্ষাভিনির্বৃত্ত-তেজোবন্নময়ত্বাৎ জাগ্রদ্বিষয়াণাম্। 'সঙ্কল্পমূলা হি লোকাঃ' ইতি চোক্তম্ "সমকৢপতাং দ্যাবাপৃথিবী" ইত্যত্র। সর্ব্বশ্রুতিষু চ প্রত্যগাত্মন উৎপত্তিঃ

* স্ত্র্যাদিবিষয়তৃষ্ণাপহৃতচিত্তানামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

প্রলয়শ্চ তত্রৈব স্থিতিশ্চ "যথা বা অরা নাভৌ" ইত্যাদিনোচ্যতে। তস্মাৎ মানসানাং বাহ্যানাং চ বিষয়াণামিতরেতরকার্য্যকারণত্বমিষ্যত এব বীজাঙ্কুরবৎ; যদ্যপি বাহ্যা এব মানসাঃ; মানসা এব চ বাহ্যাঃ, নানৃতত্বং তেষাং কদাচিদপি স্বাত্মনি ভবতি।

নন্থ স্বপ্নে দৃষ্টাঃ প্রতিবুদ্ধস্যানৃতা ভবন্তি বিষয়াঃ। সত্যমেব। জাগ্রদ্বোধাপেক্ষন্তু তদনৃতত্বং, ন স্বতঃ। তথা স্বপ্নবোধাপেক্ষঞ্চ জাগ্রদ্দৃষ্টবিষয়ানৃতত্বং, ন স্বতঃ। বিশেষাকারমাত্রন্তু সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তমিতি বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মনৃতং, ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্। তান্যপি আকারবিশেষতোঽনৃতম্, স্বতঃ সন্মাত্ররূপতয়া সত্যম্। প্রাক্ সদাত্মপ্রতিবোধাৎ স্ববিষয়েঽপি সর্ব্বং সত্যমেব স্বপ্নদৃশ্যা ইবেতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। তস্মান্মানসা এব ব্রাহ্মলৌকিকা অরণ্যাদয়ঃ সঙ্কল্পজাশ্চ পিত্রাদয়ঃ কামাঃ। বাহ্যবিষয়ভোগবদশুদ্ধিরহিতত্বাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-সঙ্কল্পজন্যা ইতি নিরতিশয়সুখাঃ সত্যাশ্চ ঈশ্বরাণাং ভবন্তীত্যর্থঃ। সৎসত্যাত্মপ্রতিবোধেঽপি রজ্জ্বামিব কল্পিতাঃ সর্পাদয়ঃ সদাত্মস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি সদাত্মনা সত্যা এব ভবন্তি ॥৫৯৩॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥৫॥

আনন্দগিরিঃ।—ব্রহ্মচর্য্যস্য স্তুতত্বাত্তদ্‌বিষয়ং বিধিমুক্ত্বা তৎসহকৃতবিদ্যাসাধ্যফলং কথয়তি—তত্ত্রেতি।

ব্রহ্মচর্য্যস্যাত্যল্পসাধনত্বান্মহতী স্তুতিরযুক্তা, তদ্‌ব্রহ্মচর্য্যেণ জ্ঞানমুপলক্ষ্য তদেব স্তূয়ত ইতি মতমুত্থাপয়তি—নন্বত্রেতি। তস্য ক্ষুদ্রসাধনত্বমসিদ্ধং, দুরনুষ্ঠেয়ত্বাত্তদ্‌ব্যতিরেকেণ জ্ঞানাসম্ভবাচ্চেত্যুত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। বিষয়াপহৃতচিত্তানাং নরাণাং বিবেকাসম্ভবে প্রমাণমাহ—পরাঞ্চীতি। ধ্যায়তো বিষয়ানিত্যাদ্যা স্মৃতিরত্র বিবক্ষিতা। ব্রহ্মচর্য্যস্যোত্তমসাধনত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—জ্ঞানেতি।

ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিসাধনস্য ব্রহ্মচর্য্যস্য যজ্ঞাদিভিঃ স্তুতত্বাত্তেষামপি তৎপ্রাপ্তিসাধনত্বং শ্রুত্যাভিপ্রেতমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং তেষাং পুরুষার্থসাধনত্বং প্রস্তুতশ্রুত্যা প্রতীতং, কিংবা ব্রহ্মলোকসাধনত্বমিতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। ন দ্বিতীয়ো বাক্যভেদপ্রসঙ্গাদিত্যাহ—ন ত্বিতি। কথং তর্হি যজ্ঞাদিভির্ব্রহ্মচর্য্যস্তুতিস্তত্রাহ—কিং তর্হীতি। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। ত্বমিন্দ্রস্ত্বং বিষ্ণুরিত্যাদিনা বিপ্রাদিভী রাজা স্তূয়তেতথাপি ন তস্যেন্দ্রাদিব্যাপারে নিরঙ্কুশং কর্তৃত্বমস্তীতি যথেষ্যতে, তথা যজ্ঞাদিভির্ব্রহ্মচর্য্যস্য স্তুতস্যাপি নাস্তি তুল্যফলত্বমিত্যর্থঃ।

ব্রহ্মলোকস্থান্ পদার্থান্নির্ণেতুং বিচারমবতারয়ন্নাদৌ তদ্‌বিষয়মাহ—য ইম ইতি। তত্রৈকং পক্ষমুত্থাপ্য দৃষ্টান্তেন তদুত্থিতপ্রকারমাহ—তে কিমিতি। পক্ষান্তরং স্বপ্নদৃষ্টান্তবশাদ্দর্শয়তি—আহোস্বিদিতি। কস্মিন্ পক্ষে কো লাভঃ কো বা দোষঃ, দোষদর্শনান্মানসত্বেন সৌক্ষ্ম্যে চ পুরাণানুগ্রহসম্ভবাত্তে মানসা এবেত্যাহ—যদীতি। ন কেবলং তেষাং স্থৌল্যে সত্যুভে অস্মিন্নিত্যাদিশ্রুত্যা পুরাণস্মৃত্যা চ বিরোধঃ, কিং ত্বশোকং সন্তাপবর্জিতমহিমং শীতস্পর্শশূন্যং ব্রহ্মলোকমুপয়ন্তীত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ো

ব্রহ্মলোকং নিরূপয়ন্তস্তত্রত্যানামর্থানাং স্থৌল্যে বিরুধ্যেরন্। স্থূলানাং পদার্থানাং তত্র সত্ত্বে শীতস্পর্শাদেরবর্জ্জনীয়ত্বাদিত্যাহ—অশোকমিতি। ব্রাহ্মলৌকিকপদার্থানাং মানসত্বে পুরাণস্মৃত্যন্তরবিরোধং শঙ্কতে—নন্বিতি। কিং দৃশ্যমানরূপেণ সমুদ্রাদীনাং ব্রহ্মলোকগমনং স্মৃত্যর্থঃ, কিং বা স্বরূপান্তরেণেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—ন মূর্ত্তিমত্ত্ব ইতি। উভয়ত্রানুপলম্ভপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। প্রথমপক্ষাযোগে দ্বিতীয়ং পক্ষং পরিশিষ্ট-মাচষ্টে—তস্মাদিতি। অস্তু দ্বিতীয়ো বিকল্পঃ, কা নো হানিরিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মলোকে মানসেন দেহেন মানসানামেব সাগরাদীনাং মানসরূপেণ সহ সম্বন্ধোপপত্তের্মানস্য এব মূর্ত্তয়স্তেষাং ব্রহ্মলোকস্থাঃ কল্পয়িতুং যুক্তা ইত্যাহ—তুল্যায়াং চেতি। তর্হি মনোরথকল্পিতবদতিচঞ্চলত্বাদ্ভোগযোগ্যাকারত্বং সাগরাদীনাং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃষ্টা হীতি।

স্বপ্নতুল্যত্বে মিথ্যাত্বপ্রসক্তিরিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বমাশঙ্ক্য শ্রুতি-বিরোধমাহ—ত ইম ইতি। যে স্বপ্নে দৃষ্টান্তে ন সন্তি, ন তু দৃষ্টা ইতি দর্শনং বাধ্যতে ; যথা চ স্বাপ্নসংবেদনস্য সত্যত্বমিষ্টং, তথৈব ব্রাহ্মলৌকিকানাং পদার্থানাম্। মানস্য ইতি দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি—মানসা হীতি। জাগরিতে সংবিদতিরিক্তাঃ সন্তি পদার্থাস্তদ্বাসনারূপাস্তে স্বপ্নে ভান্তি, ন তু সংবিদাত্মকত্বং তেষামিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। জাগরিতস্যাপি সংবিদ্বিবর্ত্তত্বান্ন পৃথগস্তি সত্ত্বমিত্যুত্তরমাহ—অত্যল্পমিতি। ভূমবিদ্যালোচনায়ামপি জাগ্রদ্বিষয়াণাং সংবিদ্বিবর্ত্তত্বং সেৎস্যতীত্যাহ—সংকল্প-মূলা হীতি। ইতশ্চ জাগ্রদ্ বিষয়াণাং সংবিদ্বিবর্ত্তত্বমিত্যাহ—সর্ব্বশ্রুতিষু চেতি। ননু কুলালো ঘটং চিকীর্ষুর্মনসি সংকল্পিতমাকারং বহির্নির্মিমীতে, তত্র সংকল্পো বাহ্যাকারস্য নিমিত্তং, সঙ্কল্পশ্চ পূর্ব্বানুভূতসজাতীয়গোচরঃ, পূর্ব্বানুভূতোঽপি পূর্ব্বতর-সংকল্পনিমিত্তঃ, ইতি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবঃ সর্ব্বস্য সংবিদ্বিবর্ত্ততে কথমুপপদ্যতে তত্রাহ—তস্মাদিতি। যস্মাৎ সতঃ সর্ব্বস্যেক্ষণং পূর্ব্বকল্পীয়সদৃশগোচরং পূর্ব্বকল্পীয়া-স্ততঃ পূর্ব্বেতরেক্ষণনিমিত্তা ইতি সংবিদেবেত্থং স্বাবিদ্যয়া বিবর্ত্ততে, নিরবয়বস্য সন্মাত্রস্য স্বারস্যেনেক্ষণাদ্যনুপপত্তেস্তস্মাৎ সর্ব্বস্য সংবিদ্বিবর্ত্তত্বেঽপি নিমিত্তনৈমিত্তিক-ভাবোঽয়মনির্বাচ্যো ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ। অথ সচ্ছব্দবাচ্যায়াঃ সংবিদোঽনির্বাচ্য-স্পন্দনকালে যে বিষয়া বাহ্যতয়া ভাষন্তে, তেষাং কদাচিদপি সংবিদতিরেকেণ সত্ত্বানঙ্গীকারাদাত্যন্তাসত্ত্বলক্ষণমনৃতত্বমাপদ্যেত। তথা চ ব্যবহারভঙ্গপ্রসঙ্গস্তত্রাহ—যদ্যপীতি। তথাপি নানৃতত্বমিত্যধ্যাহারঃ। অধ্যস্তস্যাধিষ্ঠানমেব স্বাত্মা, তস্মিন্ন কদাচিদপ্যত্যন্তাসত্ত্বং তাদাত্ম্যেনৈব স্ফুরণাদতো ন ব্যবহারভঙ্গপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ।

কদাচিদপি নানৃতত্বমিতি বদতা প্রতীতিকালাৎ কালান্তরেঽপি বিষয়াণাং নাসত্ত্বমিত্যুক্তং, অত্রানুভববিরোধং শঙ্কতে—নন্বিতি। স্বপ্নদৃষ্টানাং সমীহিতমেব কালান্তরে মিথ্যাত্বমিত্যঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। তর্হি তেষামসত্ত্বমেব স্বীকৃত-মিত্যাশঙ্ক্যাহ—জাগ্রদিতি। তথাপি জাগ্রদ্বোধেনাবিষয়ীকরণাদসত্ত্বং স্বপ্নদৃষ্টানা-মেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথেতি। যদি জাগ্রদ্বোধেনাবিষয়ীকরণমাত্রেণাসত্ত্বং স্বপ্ন-দৃষ্টানাং পদার্থানামিষ্টং তর্হি জাগ্রদ্বিষয়াণামপি স্বপ্নবোধেনাবিষয়ীকরণাদসত্ত্বপ্রসঙ্গ-স্তন্ন কদাচিদপি সংবিদি বিষয়াণামত্যন্তাসত্ত্বমিত্যর্থঃ। কথং তর্হি বাচারম্ভণশ্রুতি-রিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিশেষেতি। ত্রয়াণাং রূপাণাং সত্যত্বে বিশেষাকারমাত্রং মিথ্যে-

ত্যুক্তমযুক্তং, তেষ্বপি বিশেষাকারস্য সত্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাস্যপীতি। কথং তর্হি তেষু সত্যপদং প্রযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বত ইতি। তর্হি তৎসত্যমিত্যেতাবৎপ্রয়োক্তব্যং, কিমিতি ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যমিত্যুক্তং, তত্রাহ—প্রাগিতি। প্রকৃতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। প্রথমপক্ষবদ্দ্বিতীয়পক্ষে দোষাভাবাদিতি যাবৎ। যদ্বৈহিকবিষয়বদ্ব্রাহ্মলৌকিকা অপি বিষয়া বিচার্য্যমাণাঃ সত্যাস্তর্হি কস্তত্র বিষয়ো যেনৈতৎপরিত্যাগেন তৎকামিনাং বিদ্যাবিধানং তত্রাহ—বাহ্যেতি। জন্যা ব্রহ্মলোকে বিষয়া ইতি শেষঃ। প্রকৃতায়াঃ ফলশ্রুতেরিত্যধ্যাহারঃ। ননু তেষামবিদ্যাদশায়ামর্থক্রিয়াকারিত্বরূপসত্যত্বসম্ভবেঽপি কুতো বিদ্যাবস্থায়াং সত্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৎসত্যেতি। যথা রজ্জ্বাং কল্পিতসর্পাদয়ো রজ্জুতত্ত্ববোধে তদাত্মতামেবাপদ্যন্তে বিবেচনাত্তথা সর্ব্বেঽপি বিষয়া বিদ্যাবস্থায়ামন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পরিহারায়াসন্মাত্রত্বমেব প্রাপ্নুবন্তীতি তৎসত্যত্বমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৫৯৩॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাহারা সেই ব্রহ্মলোকে অবস্থিত 'অর' ও 'ণ্য' সংজ্ঞায় অভিহিত এই দুইটি অর্ণবকে, ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকে; পূর্ব্বে যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মলোক তাহাদেরই [লব্ধ হয়], এবং ব্রহ্মচর্য্যসাধনসম্পন্ন সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণেরই সর্ব্ব স্থানে কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ নহে, অধিকন্তু বাহ্যবিষয়ে আসক্তচিত্ত, তাহাদের পক্ষে কস্মিন্‌কালেও হয় না।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, 'তুমি ইন্দ্র, তুমি যম, এবং তুমি বরুণ' ইত্যাদি শব্দে যেরূপ কোন মহাত্মার স্তুতি করা হইয়া থাকে, এখানে সেইরূপ 'ইষ্ট' প্রভৃতি শব্দে কেবল স্ত্রীপ্রভৃতি বিষয় হইতে নিবৃত্তিরই (কেবল বিষয়বৈরাগ্য মাত্রেরই) স্তুতি করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হয় না; তবে কি না, জ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়; এইজন্য তাহাই 'ইষ্ট' প্রভৃতি শব্দে স্তুত হইতেছে। না—একথা হইতে পারে না; কেননা, স্ত্রীপ্রভৃতি বাহ্য পদার্থে যাহাদের হৃদয় আকৃষ্ট বা অনুরক্ত থাকে, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে কখনই তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইতে পারে না; যেহেতু এ বিষয়ে 'পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে পরাক্ বা বহির্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই কারণেই ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ রহিয়াছে। বিশেষতঃ কান্তাদি বিষয়ে তৃষ্ণা-নিবৃত্তি বা বৈরাগ্যরূপ সাধনটি যখন জ্ঞানেরই সহকারী কারণ; তখন অবশ্যই তাহার বিধান করা উচিত; সুতরাং তাহার স্তুতিও নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

ভাল কথা, ব্রহ্মচর্য্যকে যখন যজ্ঞাদিরূপে স্তব করা হইতেছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যজ্ঞাদিও পুরুষার্থ সিদ্ধির (মোক্ষলাভের) উপায়। হাঁ

ঐরূপ বুঝা যাইতেছে সত্য, কিন্তু এখানে ব্রহ্ম-লোক লাভের পক্ষে যজ্ঞাদির সাধনত্ব উদ্দেশ করিয়া যে, যজ্ঞাদিরূপে ব্রহ্মচর্য্যের স্তব করা হইতেছে, তাহা নহে; তবে কি? তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ পুরুষার্থ-সাধনত্ব উদ্দেশ করিয়া [ঐরূপে স্তব করা হইয়াছে]। [পূর্ব্বোক্ত 'তুমি ইন্দ্র' ইত্যাদি স্থলে] যেমন ইন্দ্রাদিরূপে রাজা [প্রশংসিত হয় সত্য,] কিন্তু যেখানে ইন্দ্র প্রভৃতির কোনরূপ ব্যাপার বা ক্রিয়া হয়, সেখানেই যেরূপ [সেই প্রশংসিত] রাজারও [কোনরূপ ব্যাপার হয় না], ইহাও তদ্রূপ।

এই যে ব্রহ্মলোকগত অর্ণবাদি এবং সংকল্পফল (১) পিত্রাদি ভোগ, সে সমস্তই কি এখানকার ন্যায় পার্থিব ও জলীয়?—অর্থাৎ ইহ লোকে যেরূপ দৃষ্ট হয়, তত্রত্য অর্ণব, বৃক্ষ (অশ্বত্থ), পুরী ও স্বর্ণমণ্ডপও কি তদ্রূপই বটে? অথবা কেবল মানস প্রত্যয় মাত্র?—অর্থাৎ কেবলই মানসিক চিন্তা মাত্র? আচ্ছা, এরূপ প্রশ্নের ফল কি? [প্রশ্নের ফল এই যে,] যদি পার্থিব ও জলীয় হয়, তবে নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত পদার্থ স্থূল হইবে; সুতরাং হৃদয়াকাশে তাহাদের সমাধান বা অবস্থিতি কখনই উপপন্ন হয় না। বিশেষতঃ পুরাণশাস্ত্রে যে, ব্রহ্মলোকে মনোময় শরীরাদির কথা আছে, তাহা, এবং 'শোকরহিত ও হিমহীন' ইত্যাদি শ্রুতিও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ভাল কথা, [ঐ সমস্ত পদার্থ] মানস বা মনোময় হইলেও ত 'সমুদ্র, নদী, সরোবর, দীর্ঘিকা, কূপ, যজ্ঞ, বেদ ও মন্ত্রসমূহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া থাকে,' এই পুরাণবাক্য বিরুদ্ধ হইতে পারে। না,—তাহা হইতে পারে না; কারণ, মূর্ত্তিমান্ হইলেও প্রসিদ্ধ সমুদ্রাদিরই যে, সেখানে গমন তাহা সম্ভব হয় না। অতএব এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে যে, সাগর প্রভৃতির লোকপ্রসিদ্ধ মূর্ত্তি ভিন্ন ব্রহ্মলোকে গমনোপযোগী অপর মূর্ত্তিও আছে। সাগর প্রভৃতি সেই অলৌকিক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। অতএব উভয় পক্ষেই যখন কল্পনা তুল্য, তখন প্রসিদ্ধানুরূপ আকৃতিসম্পন্ন মনোময় স্ত্রী-পুরুষাদি মূর্ত্তিকল্পনা করাই উচিত; কারণ, ব্রহ্মলোক-বাসীদিগের দেহ যখন মানস, তখন মানসদেহবিশিষ্ট সাগরাদির সহিতই তাহাদের অনুরূপ সম্বন্ধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়। স্বপ্নাবস্থায় ঐরূপ আকৃতিবিশিষ্ট মানস স্ত্রী-পুরুষাদি মূর্ত্তি দেখিতেও পাওয়া যায়।

ভাল কথা, [ঐ সমস্ত মূর্ত্তি স্বপ্নতুল্য হইলে ত] নিশ্চয়ই সে সমস্ত অসত্য; তাহা হইলে, 'সেই এই কামসমূহ সত্য' এই শ্রুতিবাক্য বিরুদ্ধ হইতে পারে? না,—তাহা হইতে পারে না; যেহেতু মানস প্রত্যয়েরও সত্ত্ব বা অস্তিত্ব উপপন্ন

(১) তাৎপর্য্য—এই অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে—সংকল্পলব্ধ পিত্রাদি ভোগের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেই স্থান দ্রষ্টব্য।

হয়; কেননা, স্বপ্নসময়ে ত মানসপ্রত্যয়াত্মক স্ত্রী-পুরুষাদি আকার ত প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে; [সুতরাং তাহাদের সত্তা থাকা আবশ্যক]। স্বপ্নদৃশ্য বস্তুসমূহও জাগ্রৎসংস্কারাত্মক, অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন অনুভব হইতে যে সমস্ত সংস্কার সঞ্চিত হয়, স্বপ্নে কেবল সে সমুদয়েরই স্ফুরণ হয় মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু সেই স্বপ্নসময়ে দৃশ্যমান স্ত্রী-পুরুষাদি মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকে না। হাঁ, এ অতি সামান্য কথা বলিতেছ; কেননা, জাগ্রৎকালীন বিষয়সমূহও ত নিশ্চয়ই মানসপ্রত্যয় দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; কারণ, জাগ্রৎ-কালীন বিষয়মাত্রই সৎস্বরূপ ব্রহ্মের ঈক্ষণ বা চিন্তা হইতে প্রসূত তেজঃ, জল ও পৃথিবীময় অর্থাৎ ঐ তিন ভূতেরই বিকার মাত্র। সমস্ত জগৎই যে, সংকল্পমূলক (ঈশ্বরচিন্তা-প্রসূত), এ কথাও 'পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কল্পনা করিলেন' এই শ্রুতির ব্যাখ্যা স্থলেই বলা হইয়াছে। আর সমস্ত শ্রুতিতেই যে, পরমাত্মা হইতে [জগতের] উৎপত্তি, এবং তাহাতেই স্থিতি ও প্রলয় হয়, সে কথা 'অর (চক্রের শলাকাসমূহ) যেমন নাভিতে [নিহিত থাকে]' ইত্যাদি বাক্যেই অভিহিত হইয়াছে। অতএব বাহ্য ও মানস পদার্থসমূহের মধ্যে যে, বীজাঙ্কুরের ন্যায় পরস্পর কার্য্য-কারণ ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে (১)। প্রকৃত পক্ষে যদিও বাহ্য পদার্থসমূহই মানস এবং মানস পদার্থসমূহই বাহ্য, অর্থাৎ উভয়ই এক, [তথাপি] স্বস্বরূপে কখনই তাহাদের মিথ্যাত্ব হয় না, অর্থাৎ বাহ্যরূপে বাহ্য পদার্থ সত্য, এবং মানসরূপে মানস পদার্থ সত্য।

আপত্তি হইতেছে যে, স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়সমূহ ত জাগরিত ব্যক্তির নিকট অসত্য হইয়া থাকে? হাঁ, একথা সত্যই বটে; কিন্তু সেই অসত্যতা জাগ্রৎ-বোধ-সাপেক্ষ, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে, অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন জ্ঞানের তুলনায়ই উহা অসত্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু স্বপ্নসময়ে অসত্য বলিয়া বোধ হয় না; সেইরূপ স্বপ্নকালীন জ্ঞানের তুলনায় জাগ্রৎ-কালীন বিষয়সমূহও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়; স্বপ্নে (কারণ, সে সময়ে উহাদের উপলব্ধি থাকে না), কিন্তু স্বরূপতঃ তৎসমুদয় মিথ্যা নহে। সমস্ত পদার্থেরই বিশেষ বিশেষ আকৃতিগুলি কেবল মিথ্যা-প্রত্যয়জনিত, অর্থাৎ অজ্ঞানজনিত; এই জন্যই বলা হইয়াছে যে,

(১) তাৎপর্য্য—বীজাঙ্কুর ন্যায়টি এইরূপ—বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, আবার অঙ্কুর হইতেও (বৃক্ষ হইতেও) বীজ জন্মে; সুতরাং বীজও অঙ্কুরের কারণ, আবার অঙ্কুরও বীজের কারণ। আলোচ্য স্থলেও,—বাহ্য পদার্থের অনুভব না হইলে সংস্কার জন্মে না, আবার সংস্কার না হইলেও মানস জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ অগ্রে মানস সংকল্প, পশ্চাৎ বাহ্য পদার্থের জ্ঞান। ঈশ্বরের সংকল্প হইতে এই বিশাল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এখানেও পরস্পরকে পরস্পরের কারণ বলা যাইতে পারে।

বাক্যারব্ধ নাম-মাত্রাত্মক বিকারমাত্রই অনৃত (মিথ্যা), তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই রূপত্রয়ই কেবল সত্য। সেই রূপত্রয়ও আবার নিজ নিজ আকারবিশেষে অসত্য বা মিথ্যাভূত, স্বরূপতঃ সৎ-ব্রহ্মরূপে সত্য। অতএব যতদিন সৎস্বরূপ আত্মতত্ত্বের বোধ না হইবে, ততদিন সমস্ত বস্তুই স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় স্বস্বক্ষেত্রে সত্য; সুতরাং তাহাতে কোন বিরোধ নাই। অতএব ব্রহ্মলোকগত অরণ্যাদি ও সংকল্পজাত পিত্রাদি ভোগ, সমস্তই মানস অর্থাৎ মনোময়মাত্র (স্থূল নহে)। এইমাত্র বিশেষ যে, বাহ্যবিষয়ের ভোগ যেরূপ অশুদ্ধি-কলুষিত, মানস বিষয়সমূহ সেরূপ নহে,—পরন্তু ঈশ্বরের বিশুদ্ধ সত্ত্বগত সংকল্পসম্ভূত; কাজেই সর্ব্বাতিশয় সুখাত্মক ও সত্য হইয়া থাকে। রজ্জুতত্ত্ব জ্ঞান-গোচর হইলে কল্পিত সর্পাদি যেমন সেই রজ্জুতে বিলীন হয়, তেমনি সৎ-সত্য আত্মস্বরূপ উপলব্ধিগম্য হইলেও দৃশ্য পদার্থসমূহ সৎ-আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সেই সৎস্বরূপে উহারাও সত্য হইয়া থাকে ॥৫৭৩॥৪

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৫॥

———

অষ্টমাধ্যায়ে

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্যেতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ ॥৫৭৪॥১

[ইদানীং হৃদয়পুণ্ডরীকগত-ব্রহ্মোপাসকস্য মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতিং বক্তুমযং নাড়ীখণ্ড আরভ্যতে—অথ (আরম্ভে) যাঃ এতাঃ (বক্ষ্যমাণাঃ) হৃদয়স্য (হৃৎ-পদ্মস্য) নাড্যঃ (হৃদয়প্রদেশাৎ প্রসৃতা নাড্য ইত্যর্থঃ), তাঃ (নাড্যঃ) পিঙ্গলস্য (পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্টস্য) অপি [তথা] শুক্লস্য, নীলস্য, পীতস্য, লোহিতস্য [চ] অণিম্নঃ (সূক্ষ্মাংশস্য) [রসেন পূর্ণাঃ] তিষ্ঠন্তি ইতি। [পিঙ্গলাদিবর্ণসম্বন্ধস্য নিদানমাহ—] অসৌ (দৃশ্যমানঃ) আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) বৈ পিঙ্গলঃ, এষঃ (সূর্য্যঃ) শুক্লঃ, এষঃ (সূর্য্যঃ) নীলঃ, এষঃ (সূর্য্যঃ) পীতঃ, এষঃ (সূর্য্যঃ) লোহিতঃ [চ ভবতি]। আদিত্য এব পিঙ্গলাদিবর্ণানামাকর ইতি ভাবঃ]॥

হৃদয়ে এই যে সমস্ত নাড়ী আছে, তাহারা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত বর্ণ অণিমার অর্থাৎ তৈজসাদি ভূতসূক্ষ্মের রসে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই দৃশ্যমান আদিত্যই পিঙ্গলবর্ণ, এবং ইনিই শুক্ল, ইনিই নীল, ইনিই পীত, ইনিই লোহিত বর্ণবিশিষ্ট॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্ত হৃদয়পুণ্ডরীকগতং যথোক্তগুণবিশিষ্টং ব্রহ্ম, ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনসম্পন্নঃ ত্যক্তবাহ্যবিষয়ানৃততৃষ্ণঃ সন্ উপাস্তে, তস্যৈবং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতি-র্ব্বক্তব্যেতি নাড়ীখণ্ড আরভ্যতে—

অথ যা এতা বক্ষ্যমাণা হৃদয়স্য পুণ্ডরীকাকারস্য ব্রহ্মোপাসনস্থানস্য সম্বন্ধিন্যো নাড্যঃ হৃদয়-মাংসপিণ্ডাৎ সর্ব্বতো বিনিঃসৃতাঃ আদিত্যমণ্ডলাদিব রশ্ময়ঃ, তাশ্চৈতাঃ পিঙ্গলস্য বর্ণবিশেষবিশিষ্টস্য অণিম্নঃ সূক্ষ্মরসস্য রসেন পূর্ণাঃ তদাকারা এব তিষ্ঠন্তি বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। তথা শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য চ রসস্য পূর্ণা ইতি সর্ব্বত্রাধ্যাহার্য্যম্। সৌরেণ তেজসা পিত্তাখ্যেন পাকাভিনির্ব্বৃত্তেন কফে-নাল্পেন সম্পর্কাৎ পিঙ্গলং ভবতি সৌরং তেজঃ পিত্তাখ্যম্। তদেব চ বাতভূয়স্ত্বাৎ নীলং ভবতি। তদেব চ কফভূয়স্ত্বাৎ শুক্লম্। কফেন সমতায়াং পীতম্। শোণিত-বাহুল্যেন লোহিতম্। বৈদ্যকাদ্বা বর্ণবিশেষা অন্বেষ্টব্যাঃ কথং ভবন্তীতি। শ্রুতি-স্ত্বাহ—আদিত্যসম্বন্ধাদেব তত্তেজসো নাড়ীষ্বনুগতস্যৈতে বর্ণবিশেষা ইতি। কথম্?

অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গলো বর্ণতঃ, এষ আদিত্যঃ শুক্লোঽপি, এষ নীলঃ, এষ পীতঃ, এষ লোহিত আদিত্য এব ॥৫৯৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—সগুণবিদ্যাফলস্বরূপমিত্থমুপপাদ্য তৎপ্রাপ্তয়ে গতির্বক্তব্যেতি নাড়ীখণ্ডমবতারয়তি যস্থিতি। যথোক্তো গুণঃ সত্যকামত্বাদিঃ। ব্রহ্মচর্য্যাদীত্যাদিশব্দঃ শমদমাদিসংগ্রহার্থঃ। তমেবাদিশব্দার্থং স্পষ্টয়তি—ত্যক্তেতি। অধিকারিণঃ সকলোপাস্তি, বিধ্যানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। রসেনান্নস্যেতি শেষঃ। তদাকারা ইতি তচ্ছব্দোঽন্নরসবিষয়ঃ। শুক্লস্যেত্যাদিষষ্ঠী পূর্ব্ববৎ। শ্রুতাবিতি শব্দোঽধ্যাহারদ্যোতনার্থঃ। কথং পুনরন্নরসস্য পিঙ্গলাদিবিচিত্রো বর্ণবিশেষঃ সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—সৌরেণেতি। যৎ পিত্তাখ্যং সৌরং তেজঃ তেন পাকোঽশিতস্য পীতস্য চ জায়তে, তেনাভিনির্বৃত্তেনাল্পেন কফেন সম্পর্কাত্তদেব পিত্তাখ্যং সৌরং তেজো ভবতি পিঙ্গলং, তেন সম্পর্কাদ্রসস্য নাড়ীনাং চ জায়তে পিঙ্গলত্বমিত্যর্থঃ। তদেব চ পিত্তাখ্যং সৌরং তেজো যথোক্তপাকাভিনির্বৃত্তেন প্রভূতেন বাতেন সম্বন্ধাত্তদ্ভূয়স্ত্বাদ্ ভবতি নীলং, তেন চ সম্পর্কাদন্নরসস্য নাড়ীনাং চ জায়তে নৈল্যমিত্যাহ—তদেবেতি। প্রকৃতমেব পিত্তাখ্যং সৌরং তেজো যথোক্তপাকবশাদভিনির্বৃত্তকফস্য স্বসম্বন্ধিনো ভূয়স্ত্বাদ্ভবতি শুক্লং, তেন চ সম্পর্কাদন্নরসস্য নাড়ীনাঞ্চ শৌক্ল্যম্ ভবতীত্যাহ—তদেব চেতি। উক্তপাকাভিনির্বৃত্তেন কফেন তদভিনির্বৃত্তস্যৈব বাতস্য সমতায়াং তদেব তেজস্তৎসম্বন্ধি পীতং জায়তে, তৎসম্বন্ধাচ্চান্নরসস্য চ নাড়ীনাং চ পীতত্বং ভবতীত্যাহ—কফেনেতি। যদা তু যথোক্তপাকাভিনিষ্পন্নং শোণিতং বহুলং ভবতি, তদা তস্য নাড়ীনাং চ লৌহিত্যং ভবতীত্যাহ—শোণিতেতি, পক্ষান্তরমাহ—বৈদ্যকাদেবেতি। অন্বেষণপ্রকারমাহ—কথমিতি। নাভেরূর্দ্ধং হৃদয়াদধস্তাদামাশয়মাচক্ষতে, তদ্গতং তেজঃ সৌরং পিত্তমুচ্যতে। তচ্চান্নরসস্য ধাত্বন্তরসহকারিবশাদ্বর্ণবিশেষে কারণম্ "আমাশয়গতং পিত্তং রঞ্জকং রসরঞ্জনাৎ" ইত্যাদিবচনাদিত্যর্থঃ। কথং তর্হি পিঙ্গলস্যেত্যাদ্যা শ্রুতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রুতিস্থিতি। উক্তমর্থমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোরয়তি—কথমিত্যাদিনা। আদিত্যস্য পৈঙ্গল্যাদয়ো বর্ণবিশেষাঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদেব প্রত্যেতব্যাঃ ॥৫৯৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—যে লোক ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া এবং অসত্য বাহ্য বিষয়ে তৃষ্ণারহিত হইয়া হৃৎপদ্মবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা করে, মূর্দ্ধন্যা নাড়ী দ্বারা তাহার এইরূপ গতি নিরূপণ করিতে হইবে, [হৃদয় হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী নাড়ীর নাম মূর্দ্ধন্যা নাড়ী]; এই অভিপ্রায়ে 'নাড়ীখণ্ড' (ষষ্ঠ খণ্ড) আরব্ধ হইতেছে—

অথ (প্রকরণান্তরারম্ভে); হৃদয়ের অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার উপযুক্ত স্থান পদ্মাকার হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত রশ্মিসমূহের ন্যায় হৃদয়-মাংসপিণ্ড হইতে চতুর্দ্দিকে বিনিঃসৃত এই যে বক্ষ্যমাণ নাড়ীসমূহ, সেই এই নাড়ীসমূহ পিঙ্গল অর্থাৎ পিঙ্গলনামক বর্ণবিশেষবিশিষ্ট অণিমার—সূক্ষ্ম রসের রস দ্বারা পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াই অবস্থান

করিতেছে। সেইরূপ শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত রসে পূর্ণ, সর্ব্বত্রই এই কথার অধ্যাহার বা উল্লেখ করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, পিত্তনামক সৌরতেজঃ দ্বারা পরিপক্ব অল্পমাত্র কফের সহিত সম্বন্ধবশতঃ পিত্তনামক সৌর-তেজই পিঙ্গল বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাই আবার বাতবাহুল্য বশতঃ নীলবর্ণ হয়; তাহাই আবার কফের বাহুল্য বশতঃ শুক্লবর্ণ হয়; আবার কফের সহিত যখন সমতা প্রাপ্ত হয়, তখন পীতবর্ণ হয়; অধিক পরিমাণে রক্তের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ লোহিতবর্ণ হয়। অথবা, একই পিত্তের ঐরূপ বর্ণবিশেষ যোগ যে, কেন হয়, বৈদ্যশাস্ত্র হইতে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। শ্রুতি কিন্তু বলিতেছেন যে, আদিত্যের সহিত সম্পর্কবশতই নাড়ীসমূহের মধ্যগত সেই তেজের ঐ প্রকার বিশেষ বিশেষ বর্ণ সংযোগ হইয়া থাকে। কি প্রকার? [তাহা বলিতেছেন] এই আদিত্যই পিঙ্গল বর্ণ, এই আদিত্যই শুক্ল বর্ণ; এই আদিত্যই নীল বর্ণ, এই আদিত্যই পীত বর্ণ এবং এই আদিত্যই লোহিত বর্ণ ॥৫৯৪॥১

তদ্‌যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমঞ্চামুঞ্চৈবমেবৈতা আদিত্যস্য রশ্ময় * উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমঞ্চামুঞ্চামুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ ॥৫৯৫॥২

তৎ (তত্র) [অয়ং দৃষ্টান্তঃ—] যথা আততঃ (বিস্তৃতঃ) মহাপথঃ (প্রশস্তঃ পন্থাঃ) উভৌ গ্রামৌ—ইমং (সন্নিহিতং) অমুং (দূরবর্ত্তিনং চ গ্রামং) গচ্ছতি (ব্যাপ্নোতি) এবম্ এব (উক্তদৃষ্টান্তবদেব) আদিত্যস্য এতাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ পীতাদিরূপাঃ রশ্ময়ঃ উভৌ লোকৌ—ইমং (পুরুষদেহং) চ অমুং (আদিত্যং) চ গচ্ছন্তি (ব্যাপ্নুবন্তি) । [ব্যাপ্তিপ্রকারমাহ—] তাঃ (রশ্ময়ঃ) অমুষ্মাৎ (আদিত্যমণ্ডলাৎ) প্রতায়ন্তে (বিপ্রসৃতাঃ ভবন্তি); [ততশ্চ] আসু (পিঙ্গলাদি-নাড়ীষু) সৃপ্তাঃ (প্রবিষ্টাঃ ভবন্তি), [তথা] তে (রশ্ময়ঃ) আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে, [ততশ্চ] অমুষ্মিন্ (আদিত্যে) সৃপ্তাঃ (প্রবিষ্টা ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥

কথিত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—বিস্তৃত প্রশস্ত পথ যেমন সন্নিহিত ও দূরবর্ত্তী উভয় গ্রামেই গমন করে অর্থাৎ উভয় গ্রামকেই ব্যাপিয়া থাকে, তেমনি আদিত্যের উক্ত রশ্মিসমূহও উভয় লোকে—সন্নিহিত পুরুষে ও দূরবর্ত্তী আদিত্যে গমন করে। [তাহার প্রণালী বলা হইতেছে—] সেই রশ্মিসমূহ সেই আদিত্য

* আদিত্যরশ্ময়ঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

হইতে বহির্গত হয়, [তাহার পর] এই সমস্ত নাড়ীতে প্রবেশ করে; আবার এই সমস্ত নাড়ী হইতে নির্গত হয়, এবং সেই আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্যাধ্যাত্মং নাড়ীভিঃ কথং সম্বন্ধঃ? ইতি অত্র দৃষ্টান্তমাহ—তৎ তত্র যথা লোকে মহান্ বিস্তীর্ণঃ পন্থাঃ—মহাপথঃ আততো ব্যাপ্ত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতি ইমঞ্চ সন্নিহিতম্ অমুঞ্চ বিপ্রকৃষ্টং দূরস্থম্, এবং যথা দৃষ্টান্তঃ, মহাপথঃ উভৌ গ্রামৌ প্রবিষ্টঃ, এবমেব এতা আদিত্যস্য রশ্ময়ঃ উভৌ লোকৌ—অমুঞ্চাদিত্যমণ্ডলম্ ইমঞ্চ পুরুষং গচ্ছন্তি উভয়ত্র প্রবিষ্টাঃ; যথা মহাপথঃ। কথম্? অমুষ্মাদাদিত্যমণ্ডলাৎ প্রতায়ন্তে সন্ততা ভবন্তি; তা অধ্যাত্মম্ আসু পিঙ্গলাদি-বর্ণাসু যথোক্তাসু নাড়ীষু সৃপ্তাঃ গতাঃ প্রবিষ্টা ইত্যর্থঃ। আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে প্রবৃত্তাঃ [সৃপ্তাঃ] সন্তানভূতাঃ সত্যঃ তেঽমুষ্মিন্; রশ্মীনামুভয়লিঙ্গত্বাৎ তে ইত্যুচ্যন্তে॥৫৯৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—আদিত্যস্য তেজসো নাড়ীষনুগতস্য পৈঙ্গল্যাদয়ো বর্ণবিশেষা ভবন্তীত্যুক্তং, তদেব প্রশ্নদ্বারা দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—তস্যেত্যাদিনা। উভয়ত্রাদিত্যমণ্ডলে পুরুষে চেত্যর্থঃ। তত্র পূর্ব্বোক্তমেব দৃষ্টান্তমনুবদতি—যথেতি। উভৌ গ্রামৌ মহাপথো যথা গচ্ছতি, তথোভয়ত্রাদিত্যস্য রশ্ময়ঃ প্রবিষ্টা ইত্যর্থঃ। তমেব প্রবেশং প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি—কথমিত্যাদিনা। কথং নাড়ীনাং পিঙ্গলাদি-বর্ণত্বমিত্যাশঙ্ক্য সৌরেণ তেজসেত্যাদিনোক্তং স্মারয়তি—যথোক্তাস্বিতি। অমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তা ইতি সম্বন্ধঃ। কথং স্ত্রীলিঙ্গেন নির্দ্দিষ্টানাং রশ্মীনাং পুংলিঙ্গেন নির্দ্দেশঃ, তত্রাহ—রশ্মীনামিতি॥৫৯৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—সেই আদিত্যের সহিত দৈহিক নাড়ীসমূহের কিরূপ সম্বন্ধ হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—তদ্বিষয়ে [দৃষ্টান্ত এই যে,] জগতে দূরগামী বিস্তৃত পথ—মহাপথ যেমন উভয় গ্রামে—সন্নিহিত ও দূরবর্ত্তী উভয় গ্রামেই যায়, এই প্রকার অর্থাৎ মহাপথ যেরূপ উভয় গ্রামে প্রবিষ্ট থাকে, ঠিক তদ্রূপই আদিত্যের এই সমস্ত রশ্মি উভয় লোকে—সেই আদিত্যমণ্ডলে এবং এই পুরুষে গমন করে, অর্থাৎ মহাপথের ন্যায় উভয় স্থানেই প্রবিষ্ট আছে। কি প্রকার? পিঙ্গলাদি বর্ণবিশিষ্ট দৈহিক যথোক্ত নাড়ীসমূহের মধ্যে সৃপ্ত—গত অর্থাৎ প্রবিষ্ট সেই রশ্মিসমূহ ঐ আদিত্যমণ্ডল হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে দীর্ঘভাবে নির্গত হয়; সেই রশ্মিসমূহই আবার এই নাড়ীসমূহ হইতে দীর্ঘীভূত হইয়া ঐ আদিত্যে প্রবেশ করে। রশ্মি-শব্দটি উভয় লিঙ্গ (স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ); এই জন্য 'তে' (পুংলিঙ্গ) বলা হইতেছে॥৫৯৫॥২

তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ * স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি, তন্ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি॥৫৯৬॥৩

* সম্পন্নঃ ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ (স্বপনং যথা স্যাৎ, তথা) সুপ্তঃ (নিদ্রিতঃ) [পুরুষঃ] সমস্তঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিরহিতঃ), [অতএব] সম্প্রসন্নঃ (নিরুদ্বেগঃ সন্) স্বপ্নং (বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারোপরমজাগ্রৎসংস্কারজঃ সবিষয়ঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ, তং) ন বিজানাতি, তদা আসু (পূর্ব্বোক্তাসু পিঙ্গলাদিষু) নাড়ীষু সৃপ্তঃ (প্রবিষ্টঃ) ভবতি। কশ্চন (কশ্চিদপি) পাপ্মা (পাপং) তং (সৎসম্পন্নং সুষুপ্তং) ন স্পৃশতি ; হি (যতঃ) তদা (সুষুপ্তিসময়ে) তেজসা (সৌরকিরণেন) সম্পন্নঃ (সর্ব্বতো ব্যাপ্তঃ) [ভবতি, ততঃ ন স্পৃশতীতি সম্বন্ধঃ] ॥

এইরূপে নিদ্রিত ব্যক্তি যে সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারশূন্য ও সম্পূর্ণ প্রশান্ত হইয়া কোন স্বপ্ন দর্শন করে না ; তখন এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ; কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না ; কারণ, সে তখন সৌর তেজঃ দ্বারা সম্পন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্ত থাকে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ তত্র এবং সতি যত্র যস্মিন্ কালে এতৎ স্বপনম্ অয়ং জীবঃ সুপ্তো ভবতি। স্বাপস্য দ্বিপ্রকারত্বাদ্বিশেষণং 'সমস্ত' ইতি। উপসংহৃত-সর্ব্বকরণবৃত্তিরিত্যেতৎ। অতো বাহ্যবিষয়সম্পর্কজনিতকালুষ্যাভাবাৎ সম্যক্-প্রসন্নঃ সম্প্রসন্নো ভবতি। অতএব স্বপ্নবিষয়াকারাভাসং মানসং স্বপ্নপ্রত্যয়ং ন বিজানাতি নানুভবতীত্যর্থঃ। যদৈবং সুপ্তো ভবতি, আসু সৌরতেজঃপূর্ণাসু যথোক্তাসু নাড়ীষু তদা সৃপ্তঃ প্রবিষ্টঃ—নাড়ীভির্দ্বারভূতাভির্হৃদয়াকাশং গতো ভবতীত্যর্থঃ। ন হ্যন্যত্র সৎসম্পত্তেঃ স্বপ্নাদর্শনমস্তীতি সামর্থ্যাৎ নাড়ীম্বিতি সপ্তমী তৃতীয়য়া পরিণম্যতে। তং সতা সম্পন্নং ন কশ্চন ন কশ্চিদপি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপঃ পাপ্মা স্পৃশতীতি, স্বরূপাবস্থিতত্বাৎ তদাত্মনঃ। দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্টং হি সুখদুঃখ-কার্য্যপ্রদানেন পাপ্মা স্পৃশতীতি, নতু সৎসম্পন্নং স্বরূপাবস্থং কশ্চিদপি পাপ্মা স্প্রষ্টুমুৎসহতে, অবিষয়ত্বাৎ। অন্যো হ্যন্যস্য বিষয়ো ভবতি, ন ত্বন্তত্বং কেনচিৎ কুতশ্চিদপি সৎসম্পন্নস্য। স্বরূপ-প্রচ্যবনং তু আত্মনো জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাং প্রতি গমনং, বাহ্যবিষয়প্রতিবোধোঽবিদ্যাকামকর্ম্মবীজস্য ব্রহ্মবিদ্যাহুতাশাদাহনিমিত্ত-মিত্যবোচাম ষষ্ঠ এব ; তদিহাপি প্রত্যেতব্যম্।

যদৈবং সুপ্তঃ, সৌরেণ তেজসা হি নাড্যন্তর্গতেন সর্ব্বতঃ সম্পন্নো ব্যাপ্তো ভবতি ; অতো বিশেষেণ চক্ষুরাদিনাড়ীদ্বারৈঃ বাহ্যবিষয়ভোগায় অপ্রসৃতানি করণান্যস্য তদা ভবন্তি। তস্মাদয়ং করণানাং নিরোধাৎ স্বাত্মন্যেবাবস্থিতঃ স্বপ্নং ন বিজানাতীতি যুক্তম্ ॥৫৭॥৩

আনন্দগিরিঃ।—নাড়ীস্বরূপমুক্ত্বা বিজ্ঞানাত্মনঃ স্বোপাধিকরণত্বেন তাঃ স্তোতুমাদৌ স্বাপং প্রস্তৌতি—তত্তত্রেতি। সপ্তম্যর্থমেব স্ফুটয়তি—এবং সতীতি।

নাড়ীস্বরূপে পূর্ব্বোক্তরীত্যা নিরূপিতে সতীত্যর্থঃ। এতৎস্বপনমিতি ক্রিয়া-বিশেষণম্। সমস্তবিশেষণস্যার্থবত্ত্বমাহ—স্বাপস্যেতি। দর্শনবৃত্তিবদদর্শনবৃত্তিশ্চেতি দ্বিপ্রকারত্বং স্বাপস্যেষ্টম্। তত্র দর্শনবৃত্তেঃ স্বাপস্য ব্যাবৃত্ত্যর্থং সমস্ত ইতি বিশেষণম্। তস্য সম্পিণ্ডিতমর্থমাহ—উপসংহৃতেতি। বিশেষণান্তরমুত্থাপ্য ব্যাকরোতি—অত ইতি। উপসংহৃতসর্ব্বকরণত্বাদিতি যাবৎ। উক্তং বিশেষণদ্বয়মুপজীব্য স্বপ্ন-মিত্যাদি ব্যাচষ্টে—অত এবেতি। নাড়ীষু প্রবিষ্টো ভবতীতি যদুক্তং, তদযুক্তং, য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেত ইত্যঙ্গীকারাদিত্যাহ—নাড়ীভিরিতি। নাড়ী-ষ্বিতি শ্রুতা সপ্তমী কথং নাড়ীভিরিতি তৃতীয়া ব্যখ্যায়তে, তত্রাহ—ন হীতি। তদেতি সুষুপ্ত্যবস্থোচ্যতে। তস্যামবস্থায়াং কর্ম্মাভাবে কথং পুনরুত্থানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দেহেতি। সুখদুঃখানুভবাভাবাৎ পাপ্মাসংস্পর্শোঽত্র বিবক্ষিতো ন তু কর্ম্মা-ভাবাদিত্যর্থঃ। অবিষয়ত্বং সাধয়তি—অন্যো হীতি। সুষুপ্তে স্বরূপাবস্থস্য কথং প্রচ্যবনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বরূপেতি। অবিদ্যাকামকর্ম্মণাং বীজমনাদ্যজ্ঞানং, তস্য ব্রহ্মবিদ্যাখ্যেনাগ্নিনা ন স্বাপে দাহস্তন্নিমিত্তং সুষুপ্তস্য পুনঃ স্বরূপপ্রচ্যবনমিতি সম্বন্ধঃ। তদেব ব্যাচষ্টে—জাগ্রদিতি। কীদৃক্প্রচ্যবনমিত্যপেক্ষায়ামাহ—বাহ্যেতি। এতচ্চ সতি সংপদ্য ন বিদুরিত্যাদাবুদিতমিত্যাহ—ইত্যবোচামেতি।

তেজসা হীতি পাপ্মাস্পর্শে শ্রৌতো হেতুস্তং হেতুং ব্যাচষ্টে—যদেতি। তদ্-ব্যাপ্তিকার্য্যমাহ—অত ইতি। কার্য্যকরণসংস্পর্শাভাবফলং দর্শয়তি—তস্মাদিতি ॥৫৭৬॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—এ বিষয় যখন এইরূপই সিদ্ধান্ত হইল, তখন এই জীব যে সময় এইরূপে সুপ্ত হয়—। স্বপ্ন সাধারণতঃ দুই প্রকার (১), এই জন্য 'সমস্ত' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। সমস্ত অর্থ—যাহার চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিরত হইয়াছে; অতএব বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধজনিত যে চিত্তকালুষ্য তাহা না থাকায় সম্প্রসন্ন অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া থাকে; এই কারণেই স্বপ্ন অর্থাৎ মনোজন্য বিষয়াকারে স্ফুরণাত্মক স্বপ্ন-প্রত্যয় জানে না,—অনুভব করে না। যখন এইরূপে সুপ্ত থাকে, তখন সূর্য্য-তেজে পূর্ণ এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে সৃপ্ত—প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ নাড়ীসমূহ দ্বারা হৃদয়াকাশে গমন করে। কেননা, সৎ-ব্রহ্ম লাভ ব্যতীত অন্য কোথাও স্বপ্নদর্শনের অভাব হয় না; এই জন্য 'নাড়ীষু' এই সপ্তমী বিভক্তিকে তৃতীয়া বিভক্তিতে (নাড়ী দ্বারা এই অর্থে) পরিণত করা হইতেছে সৎসম্পন্ন সেই সুপ্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপী কোন পাপই স্পর্শ করে না; কারণ, তৎকালে আত্মা আপনার প্রকৃত স্বরূপে (পরমাত্মভাবে) অবস্থান করিতে থাকে। আত্মা যখন দেহেন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট থাকে, তখনই পাপ স্বকার্য্য সুখ-দুঃখ সমুৎপাদন দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করে; কিন্তু সৎ-সম্পন্ন স্বরূপা-

(১) তাৎপর্য্য—স্বপ্ন দুই প্রকার—(১) দর্শন বৃত্তিবিশিষ্ট ও (২) অদর্শনবৃত্তি। তন্মধ্যে যে অবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ ক্রিয়া হইতে বিরত হইলেও কেবল মানস বিষয়সমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা দর্শনবৃত্তিবিশিষ্ট, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ স্বপ্ন। দ্বিতীয় স্বপ্ন—সুষুপ্তি; তাহাতে অন্তঃকরণের বৃত্তিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রথমোক্ত স্বপ্নের প্রতিষেধার্থ এখানে 'সমস্ত' বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

বস্থাপ্রাপ্ত পুরুষকে কোন পাপই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; কেননা, সেই অবস্থায় আত্মা পাপাদির অবিষয় অর্থাৎ অধিকারভুক্ত নহে। কারণ, অন্য পদার্থই অন্য পদার্থের বিষয় হইয়া থাকে; কিন্তু সৎসম্পন্ন পুরুষের কোন কারণেও কোন পদার্থ হইতে অন্যত্ব (ভেদ বা পার্থক্য) হয় না, বা হইতে পারে না। কেবল ব্রহ্মবিদ্যারূপ অগ্নি দ্বারা সুষুপ্ত ব্যক্তির অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মের বীজস্বরূপ অজ্ঞান দগ্ধ হয় না বলিয়াই বাহ্য বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া আত্মার [সুষুপ্তিকালীন] স্বরূপাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি এবং বাহ্য বিষয়ে পুনর্ব্বার অনুভূতি উপস্থিত হয়, [নচেৎ সমাহিতের ন্যায় সুষুপ্তেরও চিরকালের জন্য ব্রহ্মভাবে অবস্থান হইতে পারিত], এ কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি, এখানেও সেই রূপই বুঝিতে হইবে।

সুপ্ত ব্যক্তি যখন নাড়ী-মধ্যগত সৌর তেজের দ্বারা এইরূপে সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত হয়; সেই কারণেই তখন তাহার ইন্দ্রিয়গণ চক্ষুরাদিপথে বাহ্য বিষয় ভোগের জন্য বহির্গত হয় না। অতএব জ্ঞানসাধন করণবর্গ নিরুদ্ধ বা বৃত্তিশূন্য অবস্থায় থাকায় এই সুষুপ্ত ব্যক্তি স্বস্বরূপেই অবস্থান করে, এবং তজ্জন্যই যে, স্বপ্ন দর্শন করে না, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে ॥৫৯৬॥৩

অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা আহুর্জ্জানাসি মাং জানাসি মামিতি। স যাবদস্মাচ্ছরীরাদ-নুৎক্রান্তো ভবতি তাবজ্জানাতি ॥৫৯৭॥৪

অথ (বাক্যোপক্রমে) যত্র (যস্মিন্ কালে) এতৎ (এবং যথা স্যাৎ, তথা) অবলিমানং (অবলভাবং চরমাবসাদং) নীতঃ (প্রাপিতঃ) ভবতি—(মুমূর্ষুঃ ভবতীত্যর্থঃ), [তদা স্বজনাঃ] তম্ (মুমূর্ষুম্) অভিতঃ (সর্ব্বতঃ, চতসৃষু দিক্ষু) [বেষ্টয়িত্বা] আসীনাঃ (উপবিষ্টাঃ সন্তঃ) আহুঃ (কথয়ন্তি)—মাং জানাসি—মাং জানাসি? (তব পুত্রং ভ্রাতরং বা মাম্ অবগচ্ছসি কিং)। সঃ (মুমূর্ষুঃ) যাবৎ (যৎকালপর্য্যন্তং) অস্মাৎ (শরীরাৎ) অনুৎক্রান্তঃ ভবতি (নিষ্ক্রান্তঃ ন ভবতীত্যর্থঃ), তাবৎ বিজানাতি [স্বজনমিতি শেষঃ]॥

এখন অন্য কথা আরম্ভ হইতেছে—লোক যে সময় এইরূপ অবলভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু হয়, সেই সময় স্বজনগণ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া বসিয়া বলিতে থাকে—আমাকে জানিতে পারিতেছ?—আমাকে জানিতে পারিতেছ? অর্থাৎ আমি তোমার কে হই, তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি? সে যতক্ষণ এই দেহ হইতে বহির্গত না হয়, ততক্ষণ জানিতে পারে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রৈবং সতি অথ যত্র যস্মিন্‌কালে অবলিমানমবলভাবং দেহস্য রোগাদিনিমিত্তং জরাদিনিমিত্তং বা কৃশীভাবম্ এতৎ নয়নং নীতঃ প্রাপিতো দেবদত্তো ভবতি, মুমূর্ষুর্যদা ভবতীত্যর্থঃ। তম্ অভিতঃ সর্ব্বতো বেষ্টয়িত্বা আসীনা জ্ঞাতয় আহুঃ—জানাসি মাং তব পুত্রম্। জানাসি মাং পিতরং চেত্যাদি। স মুমূর্ষুঃ যাবদস্মাৎ শরীরাদনুৎক্রান্তঃ অনির্গতো ভবতি তাবৎ পুত্রাদীন্ জানাতি ॥৫৯৭॥৪

আনন্দগিরিঃ।—নাড়ীরেবং স্তুত্বা তাভিরূর্দ্ধগমনং প্রদর্শয়িতুং মরণকালং প্রসঞ্জয়তি—তত্রেতি। তস্যৈবার্থমাহ—এবং সতীতি। নাড়ীনামুক্তরীত্যা প্রাশস্ত্যে সতীত্যর্থঃ। তাভিরূর্দ্ধগমনপ্রদর্শনপ্রারম্ভার্থোঽথশব্দঃ। রোগাদীত্যাদি-পদমাগন্তুকসর্ব্বনিমিত্তসংগ্রহার্থম্। জরাদীত্যাদিপদং তু নৈসর্গিকসর্ব্বনিমিত্ত-দ্যোতনার্থমিতি ভেদঃ। এতন্নয়নমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥৫৯৭॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত হইল, তখন দেবদত্ত (কোন ব্যক্তি) যে সময় অবলিমা বলহীনতা অর্থাৎ রোগাদি কারণে কিংবা বার্দ্ধক্য বশতঃ এইরূপে কৃশতা নীত—প্রাপিত হয়, অর্থাৎ যে সময় মুমূর্ষু হয়, তখন জ্ঞাতিগণ তাহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন-পূর্ব্বক বসিয়া বলিতে থাকে—আমি তোমার পুত্র, আমাকে জানিতে পারিতেছ কি? অথবা আমি তোমার পিতা, আমাকে জানিতে পারিতেছ কি? ইত্যাদি। সেই মুমূর্ষু যতক্ষণ এই শরীর হইতে বহির্গত না হয়, ততক্ষণ জানিতে পারে, (মৃত্যুর পর আর জানিতে পারে না) ॥৫৯৭॥৪

অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভি-রূর্দ্ধমাক্রমতে, স ওমিতি বা হোদ্বা মীয়তে; স যাবৎ ক্ষিপ্যে-ন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্ ॥৫৯৮॥৫

অথ (অনন্তরং) যত্র (যদা) এতৎ (উৎক্রমণং যথা স্যাৎ, তথা) এতস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি (বহির্গতো ভবতি), অথ (তদা) সঃ [অবিদ্বান্ চেৎ] এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) এব (নিশ্চয়ে) রশ্মিভিঃ (সূর্য্যকিরণৈঃ) ঊর্দ্ধম্ (স্বকর্ম্মানুসারেণ স্বর্গাদিলোকম্) আক্রমতে (অধিকরোতি গচ্ছতীত্যর্থঃ), বা (অথবা) [বিদ্বান্ চেৎ], সঃ (যথোক্তসাধনসম্পন্নঃ) ওমিতি (ওঙ্কারেণ আত্মানং ধ্যায়ন্) হ (এব) উদ্বা (ঊর্দ্ধং বা) মীয়তে (গচ্ছতি)। সঃ (বিদ্বান্) যাবৎ মনঃ ক্ষিপ্যেৎ (যাবতা কালেন মনসঃ ক্ষেপঃ গমনং ভবেৎ), তাবৎ (তাবতা কালেন) আদিত্যং গচ্ছতি; এতৎ (আদিত্যলক্ষণং) বৈ (প্রসিদ্ধং) লোক-

দ্বারং (ব্রহ্মলোক-প্রবেশমার্গঃ) খলু বিদুষাং প্রপদনম্ (ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিসাধনম্) অবিদুষাং (কেবলকর্ম্মিণাং) নিরোধঃ (ব্রহ্মলোকপ্রবেশপ্রতিকূলমিত্যর্থঃ)॥

ইহার পর যখন এইরূপে এই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন সে যদি অবিদ্বান্—কেবলই কর্ম্মী হয়, [তাহা হইলে] যথোক্ত রশ্মি দ্বারাই ঊর্দ্ধে (স্বর্গাদিলোকে) গমন করে; [আর যদি জ্ঞানী হয়, তাহা হইলে] তিনি ওঙ্কারের ধ্যান করত ঊর্দ্ধেই গমন করেন। মন প্রেরণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে, ঠিক সেই পরিমাণ সময়ে তিনি আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। এই আদিত্যই জ্ঞানীদিগের পক্ষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির দ্বার, আবার অজ্ঞদিগের পক্ষে ব্রহ্মলোক লাভের প্রতিবন্ধক হয়॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যত্র যদা, এতৎ ক্রিয়াবিশেষণমিতি, অস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি; অথ তদৈতৈরেব যথোক্তাভিঃ রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে যথাকর্ম্মজিতং লোকং প্রৈতি অবিদ্বান্ *। ইতরস্তু বিদ্বান্ যথোক্তসাধনসম্পন্নঃ স ওম্-ইত্যোস্কারেণাত্মানং ধ্যায়ন্ যথাপূর্ব্বং বা হ এব, উদ্বা ঊর্দ্ধং বা বিদ্বাংশ্চেৎ, ইতরস্তির্য্যঙ্-বেত্যভিপ্রায়ঃ। মীয়তে প্রমীয়তে গচ্ছতীত্যর্থঃ। স বিদ্বান্ উৎক্রমিষ্যন্ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ মনঃ, যাবতা কালেন মনসঃ ক্ষেপঃ স্যাৎ, তাবতা কালেন আদিত্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ক্ষিপ্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ, ন তু তাবতৈব কালেনেতি বিবক্ষিতম্। কিমর্থমাদিত্যং গচ্ছতীতি? উচ্যতে—এতদ্বৈ খলু প্রসিদ্ধং ব্রহ্মলোকস্য দ্বারং য আদিত্যঃ; তেন দ্বারভূতেন ব্রহ্মলোকং গচ্ছতি বিদ্বান্। অতো বিদুষাং প্রপদনং—প্রপদ্যন্তে ব্রহ্মলোকমনেন দ্বারেণেতি প্রপদনম্। নিরোধনং—নিরোধোঽস্মাদাদিত্যাদবিদুষাং ভবতীতি নিরোধঃ; সৌরেণ তেজসা দেহে এব নিরুদ্ধাঃ সন্তো মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা নোৎক্রমন্ত এবেত্যর্থঃ, 'বিষঙ্ঙন্যাঃ" ইতি শ্লোকাৎ ॥৫৯৮॥৫

আনন্দগিরিঃ।—প্রারব্ধকর্ম্মাবসানার্থোঽথশব্দঃ। এতদিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ এতদুৎক্রমণং যথা স্যাত্তথেত্যর্থঃ। যথোক্তাভির্নাড়ীষু প্রসৃতাভিরাদিত্যমণ্ডলাদাগতাভিরিতি যাবৎ। কর্ম্মণা জিতং বশীকৃতং স্বাত্মসম্বন্ধিতামাপাদিতং লোকমনতিক্রম্য তং প্রত্যবিদ্বান্ কেবলকর্ম্মবান্ গচ্ছতীত্যর্থঃ। দহরবিদ্যাবতো গতিং দর্শয়তি—ইতরস্ত্বিতি। যথোক্তসাধনং দহরবিজ্ঞানং, তেন সম্পন্নো বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। স ধ্যায়ন্ গচ্ছতীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। যথাপূর্ব্বং স্বস্থাবস্থায়ামিব মরণাবস্থায়ামপীত্যর্থঃ। বা হেতি নিপাতদ্বয়স্যাবধারণরূপমর্থং কথয়তি—এবেতি। উচ্ছব্দার্থমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। বা-শব্দেন দ্যোতিতং বিকল্পং দর্শয়তি—বিদ্বাংশ্চেদিতি। যদি বিদ্বান্ প্রমীয়তে, তদোর্দ্ধমেব গচ্ছতি। যদি তু অবিদ্বান্ প্রমীয়তে, তদা তির্য্যগেব গচ্ছতীতি বিভাগঃ। বিদুষস্ত্যক্তদেহস্যাদিত্যপ্রাপ্তাবত্যন্তশৈঘ্র্যং দর্শয়িতুমনন্তরবাক্যমাদত্তে—স বিদ্বানিতি। তদ্ব্যাচষ্টে—যাবতেতি। আদিত্যপ্রাপ্তৌ কিং স্যাদিত্যত আহ—অত ইতি। অবিদুষামপি তর্হি প্রাপ্তানামাদিত্যং ততো নিরুদ্ধানাং পুনর্ব্রহ্মলোকাপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৌরেণেতি। দেহে নিরুদ্ধানাং মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা নোৎক্রমণমবিদুষামিত্যত্র লিঙ্গং দর্শয়তি—বিষঙ্ঙিতি ॥৫৯৮॥৫

* যথাকর্ম্মার্জ্জিতং লোকং প্রত্যবিদ্বান্ ইতি ক্বচিৎ দৃশ্যতে পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এতৎ ইহার পর যখন এইরূপে এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, 'এতৎ'—(এইরূপ) শব্দটি উৎক্রমণ ক্রিয়ার বিশেষণ; তখন এই পূর্ব্বোক্ত রশ্মিসমূহ দ্বারাই অবিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্যারহিত) পুরুষ ঊর্দ্ধে গমন করে, অর্থাৎ স্বীয় কর্ম্মানুসারে সঞ্চিত স্বর্গাদি লোক লাভ করে, কিন্তু যিনি যথোক্ত সাধনসম্পন্ন বিদ্বান্, তিনি 'ওম্' এই প্রণব দ্বারা আত্মাকে ধ্যান করত পূর্ব্বেরই মত ঊর্দ্ধেই [গমন করে]। অভিপ্রায় এই যে, যদি বিদ্বান্ হয়, তবে ঊর্দ্ধে যায়, আর অবিদ্বান্ হইলে তির্য্যগ্ ভাবেও (অন্যান্য স্থানেও) প্রমিত হয় অর্থাৎ গমন করে। সেই বিদ্বান্ পুরুষ উৎক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, যতক্ষণে মনকে ক্ষেপণ করিত, অর্থাৎ যে পরিমাণ সময়ে মনের ক্ষেপণ হইতে পারে, সেই পরিমাণকালে আদিত্যে গমন করে অর্থাৎ আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়। অভিপ্রায় এই যে, অতি সত্বর গমন করে মাত্র, কিন্তু ঠিক মনঃপ্রেরণের সমপরিমাণ কালই এখানে বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। আদিত্যকে প্রাপ্ত হয় কেন, তাহা বলা হইতেছে—যাহা আদিত্য, তাহাই ব্রহ্মলোকের প্রসিদ্ধ দ্বার; বিদ্বান্ সেই দ্বার দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই জন্যই, ইহা বিদ্বান্দিগের প্রপদন; এই দ্বার দ্বারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই জন্য ইহার নাম 'প্রপদন', এবং অজ্ঞদিগের নিরোধ; অজ্ঞলোকেরা এই আদিত্য হইতেই বাধা প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম—নিরোধ। কেননা, সৌর তেজঃ দ্বারা দেহ মধ্যে নিরুদ্ধ থাকে বলিয়াই [অজ্ঞলোকেরা সেখানে যাইতে পারে না; কারণ, পরবর্ত্তী শ্লোকে "বিষ্বঙ্ঙন্যাঃ" কথা রহিয়াছে ॥৫৭৮॥৫

তদেব শ্লোকঃ—

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য-
স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভব-
ন্ত্যুৎক্রমণে ভবন্তি ॥৫৭৯॥৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৬॥

তৎ (তত্র উক্তে অর্থে) এষঃ (বক্ষ্যমাণঃ) শ্লোকঃ [অস্তি] শতং চ একা চ (একাধিক-শতসংখ্যাকাঃ) হৃদয়স্য (হৃদয়াখ্যমাংসপিণ্ডসম্বন্ধিন্যঃ) নাড্যঃ (প্রধানা নাড্যঃ সন্তীত্যর্থঃ)। তাসাং (নাড়ীনাং মধ্যে) একা (সূর্য্যনাড়ী) মূর্দ্ধানম্ (মস্তকদেশম্) অভি (লক্ষ্যীকৃত্য) নিঃসৃতা (নির্গতা); তয়া (নাড্যা)

ঊর্দ্ধম্ আয়ম্ (গচ্ছন্) [জনঃ] অমৃতত্বম্ (অমৃতভাবম্) এতি (প্রাপ্নোতি); বিম্বক্ (অধস্তির্য্যগ্গামিন্যঃ) অন্যাঃ (অপরাঃ শতসংখ্যাকাঃ নাড্যঃ) উৎক্রমণে (দেহাৎ জীবনির্গমনার্থমেব) ভবন্তি, (নতু অমৃতত্বায়েত্যর্থঃ)। [দ্বিরভ্যাসঃ প্রকরণসমাপ্ত্যর্থঃ] ॥

কথিত বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক আছে—হৃদয়নামক মাংসপিণ্ডের একশত একটি নাড়ী আছে ; তন্মধ্যে একটি নাড়ী (সূর্য্য নাড়ী) মস্তকের দিকে গিয়াছে ; তাহা দ্বারা ঊর্দ্ধগামী লোক অমৃতত্ব লাভ করে, আর অধঃ ও বক্রগামী নাড়ীসমূহ কেবল দেহ হইতে উৎক্রমণ-সাধক হয় মাত্র, [কিন্তু সে সমস্ত নাড়ীপথে গমন করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় না]। প্রকরণ সমাপ্তি সূচনার জন্য "উৎক্রমণে ভবন্তি" কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৎ তস্মিন্ যথোক্তেঽর্থে এষঃ শ্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি—শতঞ্চ একা চ একোত্তরশতং নাড্যঃ হৃদয়স্য মাংসপিণ্ডভূতস্য সম্বন্ধিন্যঃ প্রধানতো ভবন্তি, আনন্ত্যাদ্দেহ-নাড়ীনাম্। তাসামেকা মূর্দ্ধানম্ অভিনিঃসৃতা, বিনির্গতা, তয়োর্দ্ধমায়ন্ গচ্ছন্ অমৃতত্বম্ অমৃতভাবমেতি। বিম্বঙ্ নানাগতয়স্তির্য্যগ্বিসর্পিণ্যঃ ঊর্দ্ধগাশ্চান্যা নাড্যো ভবন্তি সংসার-গমনদ্বারভূতাঃ, ন ত্বমৃতত্বায়; কিং তর্হি উৎক্রমণে এবোৎক্রান্ত্যর্থমেব ভবন্তীত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাসঃ প্রকরণ-সমাপ্ত্যর্থঃ ॥৫৯॥৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য ষষ্ঠ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥৬॥

আনন্দগিরিঃ।—যথোক্তোঽর্থো নাড়ীবিভাগলক্ষণঃ। প্রধানতঃ ইতি বিশেষণ-তাৎপর্য্যমাহ—আনন্ত্যাদিতি। প্রকরণং নাড়ীবিষয়ং দহরবিদ্যাবিষয়ং বা ॥৫৯॥৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত প্রকার বিষয়ে এইরূপ একটি শ্লোক অর্থাৎ মন্ত্র আছে—মাংসপিণ্ড স্বরূপ হৃদয় সম্বন্ধী শত ও এক—একশত একটি প্রধান নাড়ী আছে ; দেহগত নাড়ী অনন্ত ; এজন্য 'প্রধান নাড়ী' বলা হইল। তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকাভিমুখে নিঃসৃত হইয়াছে অর্থাৎ গমন করিয়াছে ; সেই নাড়ী দ্বারা ঊর্দ্ধগামী পুরুষ অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃতভাব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। বিম্বক্ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে ও তির্য্যগ্ভাবে নানাবিধ গমনশীল সংসার-প্রাপ্তির দ্বার বা উপায় স্বরূপ অন্য নাড়ীসমূহ কিন্তু অমৃতত্ব লাভের উপায় হয় না ; তবে কি? কেবল উৎক্রমণেরই দ্বারভূত হইয়া থাকে। প্রকরণ-সমাপ্তির নিমিত্ত "উৎক্রমণে ভবন্তি" কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৫৯॥৬

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৬॥

অষ্টমাধ্যায়ে

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽ-পিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ; স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মান-মনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ৬০০॥১

[সম্প্রতি পূর্ব্বোক্তসম্প্রসাদস্য স্বরূপ-তদধিগমোপায়াদি প্রতিপাদয়িতুম্ উপক্রমতে "য আত্মা" ইত্যাদি।]—যঃ আত্মা (সম্প্রসাদাখ্যঃ) অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপঃ), বিজরঃ (জরা বয়োহানিঃ বার্দ্ধক্যং, তদ্রহিতঃ), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুরহিতঃ), বিশোকঃ (নির্দুঃখঃ), বিজিঘৎসঃ (বুভুক্ষাবর্জ্জিতঃ), অপিপাসঃ (পিপাসাশূন্যঃ), সত্যকামঃ সত্যসংকল্পশ্চ [উক্তঃ] সঃ (আত্মা) অন্বেষ্টব্যঃ (অনুসন্ধেয়ঃ) বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (বিশেষেণ জ্ঞাতুম্ এষ্টব্যঃ, যদ্বা, বিহিত-বিধানেন গুরুসমীপে প্রষ্টব্যশ্চ)। [তৎফলমাহ—] সঃ (অনুসন্ধাতা) সর্ব্বান্ চ লোকান্ (ভোগস্থানানি) সর্ব্বান্ চ কামান্ (ভোগান্) আপ্নোতি (লভতে)। [উক্তমেবার্থমুপসংহরতি—] যঃ তং (যথোক্তম্) আত্মানম্ অনুবিদ্য (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতঃ অধিগম্য) বিজানাতি (বিশেষেণ স্বসংবেদ্যতয়া অনুভবতি), [সঃ আপ্নোতীতি সম্বন্ধঃ]। ইতি হ (ঐতিহ্যে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) উবাচ (উক্তবান্)॥

পূর্ব্বোক্ত সম্প্রসাদ কিরূপ? এবং তাহা লাভ করিবার উপায় কি? ইত্যাদি বিষয় সকল নিরূপণের উদ্দেশে এই প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে—যে আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ, জরারহিত, মৃত্যুশূন্য, শোক-দুঃখবর্জ্জিত, ভোজনেচ্ছাহীন, পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প, (সংকল্প অর্থ—মনোবৃত্তিবিশেষ), সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে, এবং জিজ্ঞাসা করিবে অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে। [ইহার ফল এই যে,], যিনি উক্তপ্রকার আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশানুসারে অবগত হইয়া অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হন একথা প্রজাপতি বলিয়াছেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—"অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" ইত্যুক্তম্। তত্র কোঽসৌ সম্প্রসাদঃ? কথং বা তস্যাধিগমঃ, যথা সোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে? যেন স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স কিংলক্ষণ আত্মা? সম্প্রসাদস্য চ দেহসম্বন্ধীনি পররূপাণি, ততো যদন্যৎ কথং স্বরূপম্? ইত্যেতেঽর্থা বক্তব্যাঃ, ইত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে; আখ্যায়িকা তু বিদ্যা-গ্রহণ-সম্প্রদানবিধিপ্রদর্শনার্থা, বিদ্যাস্তুত্যর্থা চ—রাজসেবিতং পানীয়মিতিবৎ।

য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্য-কামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, যস্যোপাসনায়োপলব্ধ্যর্থং হৃদয়-পুণ্ডরীকমভিহিতম্, যস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ সত্যা অনৃতাপিধানাঃ, যদুপাসনসহভাবি ব্রহ্মচর্য্যং সাধন-মুক্তম্, উপাসনফলভূত-কাম-প্রতিপত্তয়ে চ মূর্দ্ধন্যয়া নাড্যা গতিরভিহিতা, সঃ অন্বেষ্টব্যঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশৈঃ জ্ঞাতব্যঃ, সঃ বিশেষেণ জ্ঞাতুমেষ্টব্যঃ বিজিজ্ঞাসি-তব্যঃ স্বসংবেদ্যতামাপাদয়িতব্যঃ। কিং তস্যান্বেষণাদ্বিজিজ্ঞাসনাচ্চ স্যাৎ? ইতি, উচ্যতে—স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি, সর্ব্বাংশ্চ কামান্; যস্তমাত্মানং যথোক্তেন প্রকারেণ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেন অন্বিষ্য বিজানাতি স্বসংবেদ্যতামাপাদয়তি, তস্য এতৎ সর্ব্বলোক-কামাবাপ্তিঃ সর্ব্বাত্মতা ফলং ভবতীতি হ কিল প্রজাপতিরুবাচ।

'অন্বেষ্টব্যো বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি চ এষ নিয়মবিধিরেব, ন অপূর্ব্ববিধিঃ। এবমন্বেষ্টব্যো বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যর্থঃ, দৃষ্টার্থত্বাদন্বেষণ-বিজিজ্ঞাসনয়োঃ। দৃষ্টার্থত্বঞ্চ দর্শয়িষ্যতি "নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" ইত্যনেনাসকৃৎ। পররূপেণ চ দেহাদিধর্ম্মৈ-রবগম্যমানস্যাত্মনঃ স্বরূপাধিগমে বিপরীতাধিগমনিবৃত্তির্দৃষ্টং ফলম্, ইতি নিয়মার্থ-তৈবাস্য বিধের্যুক্তা, ন তু অগ্নিহোত্রাদীনামিব অপূর্ব্ববিধিত্বমিহ সম্ভবতি ॥৬০০॥১

আনন্দগিরিঃ।—দহরবিদ্যায়ামুপাস্যস্তুত্যর্থমুক্তমনুবদতি—অথেতি। বিবেকা-নন্তর্য্যমথশব্দার্থো ব্যাখ্যাতঃ। শরীরাৎ সমুত্থানং তস্মিন্ অহংমমাভিমানত্যাগঃ। স্বরূপং বিশিনষ্টি—এষ ইতি। উক্তিকর্ত্তৃত্বমাচার্য্যস্য দর্শিতমেব। প্রাণো বা সংপ্রসাদো বিজ্ঞানাত্মা বেতি সংশয়াৎ পৃচ্ছতি—তত্রেতি। প্রকৃতং বাক্যং সপ্তম্যর্থঃ। তস্য চ সংপ্রসাদস্য পরমাত্মবিষয়ং জ্ঞানং কেনোপায়েন ভবতীতি প্রশ্নান্তরমাহ—কথং বেতি। কিং তস্য পরমাত্মাধিগমেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। তথা তস্যাধিগমঃ কথমিতি সম্বন্ধঃ। অভিনিষ্পদ্যমানরূপশ্চাত্মা সবিশেষো বেতি প্রশ্নান্তরং করোতি—যেনেতি। আত্মনো হি সচ্চিদানন্দৈকতানাদর্থান্তরাণি রূপাণি দৃশ্যমানানি শরীরসম্বন্ধপ্রযুক্তানি। তথা চ, ততঃ শরীরাদুপাধের্যদন্যৎ, তস্য স্বরূপং, তৎ কথং সর্ব্বপ্রমাণাপ্রতিপন্নমস্তীতি প্রশ্নান্তরমাহ—সংপ্রসাদস্য চেতি। এতেষাং প্রশ্নানামুত্তরত্বেনোত্তরগ্রন্থমবতারয়তি—ইত্যেত ইতি। প্রজাপতেরিন্দ্রবিরোচনয়োশ্চ সংবাদরূপা যা অত্রাখ্যায়িকা দৃশ্যতে, সা কিমর্থেত্যাশঙ্ক্যাহ—আখ্যায়িকা ত্বিতি। শিষ্যস্য বিদ্যায়া গ্রহণে গুরোস্তস্যাঃ সম্যক্ প্রদানে চ যো বিধিঃ শ্রদ্ধালুত্বাদিপ্রকারঃ, তৎপ্রদর্শনার্থেতি যাবৎ। যদ্ বা, বিদ্যায়া গ্রহণং স্বীকরণং যত্র সংপ্রদানে, তদ্দানপাত্রে শিষ্যে দৃশ্যতে, তস্য বিধির্ব্রহ্মচর্য্যাদিস্তৎপ্রদর্শনার্থেত্যর্থঃ। আখ্যায়িকায়া-

স্তাৎপর্য্যান্তরমাহ—বিদ্যেতি। প্রজাপতিনা প্রোক্তা দেবৈরসুরৈশ্চ প্রার্থিতেন্দ্রবিরোচনাভ্যাং দেবসুরাধিপতিভ্যামায়াসেন মহতা প্রেপ্সিতা দেবরাজেন চ কথঞ্চিৎপ্রাপ্তা, তস্মান্মহার্হেয়ং বিদ্যেতি, তস্যাঃ স্তুত্যর্থাখ্যায়িকেত্যর্থঃ। মহদ্ভিরুপাসিতস্য মহার্হত্বে দৃষ্টান্তমাহ—রাজসেবিতমিতি।

যন্মায়োপাধি সবিশেষং চৈতন্যং, তদেব নিরুপাধি নির্ব্বিশেষমিতি সবিশেষনির্ব্বিশেষয়োরভেদাভিপ্রায়েণ প্রজাপতিবাক্যং ব্যাকর্ত্তুমাদত্তে—য আত্মেতি। তত্র সোঽন্বেষ্টব্য ইতি বাক্যে স-শব্দার্থমাহ—যস্যেতি। উপাসনমপি কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ—উপলব্ধ্যর্থমিতি। তস্যৈতৎ ফল মিতিসম্বন্ধঃ। কথং নির্গুণবিদ্যায়াঃ সর্ব্বলোককামাবাপ্তিঃ ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সর্ব্বাত্মতেতি। পরিচ্ছেদভ্রমব্যাবৃত্ত্যা পূর্ণস্বরূপেণাবস্থিতিরিত্যর্থঃ।

প্রজাপতিবাক্যাৎ প্রতীয়মানবিধিস্বরূপমাহ—অন্বেষ্টব্য ইতি। এবকারব্যাবর্ত্ত্যং দর্শয়তি—নাপূর্ব্ববিধিরিতি। শব্দাদেব বিদ্যোদয়ে তদুৎপত্ত্যর্থোঽপূর্ব্ববিধিরগ্নিহোত্রাদিবিধিবন্ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। কথমিহ নিয়মবিধিরপি স্যাৎ, অবঘাতবিধিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। মিথ্যাজ্ঞানসংস্কার-প্রাবল্যাদনাত্মাভিনিবেশস্য পক্ষে প্রাপ্তৌ শাস্ত্রাচার্য্যাভ্যামাত্মান্বেষণমেব কার্য্যমিতি নিয়ম ইত্যর্থঃ। ইতশ্চ নিয়মবিধিরেব, নাপূর্ব্ববিধিঃ, ইত্যাহ—দৃষ্টার্থত্বাদিতি। অন্বেষণবিজিজ্ঞাসনাভ্যাং জ্ঞানসাধনমুক্তং তস্য চ বিদ্যাদ্বারাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ দৃষ্টমেব ফলম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তদ্ধেতুত্বাবগমাৎ, তথা চ তত্র নাপূর্ব্ববিধেরবকাশোঽস্তীত্যর্থঃ। তয়োর্দৃষ্টফলত্বে বাক্যশেষমনুকূলয়তি। দৃষ্টার্থত্বং চেতি। কথমসকৃৎ প্রযুক্তেন ন পশ্যামীতি বর্ত্তমানোপদেশেনান্বেষণাদের্দৃষ্টফলতেত্যাশঙ্ক্য দেহাতিরিক্তাত্মবাদিনাং বাক্যোত্থজ্ঞানাদনুমানাচ্চ মনুষ্যত্বাদি ভ্রমনিবৃত্তিপ্রসিদ্ধেঃ মৈবমিত্যভিপ্রেত্যাহ—পররূপেণেতি। অন্বেষণাদের্দৃষ্টফলত্বে ফলিতমাহ—ইতি নিয়মার্থতেতি। অপূর্ব্ববিধিত্বং তদ্বিষয়ত্বম্ ইতি যাবৎ। ইহেত্যন্বেষণাদেরুক্তিরগ্নিহোত্রাদিবদন্বেষণাদেরত্যন্তাপ্রাপ্ত্যভাবস্যোক্তত্বাদির্থঃ ॥৬০০॥১

ভাষ্যানুবাদ।—তিনি বলিলেন—এই যে 'সম্প্রসাদ' এই যে শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, এবং ইহাই অভয় ব্রহ্ম', একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, এই সম্প্রসাদ কে? সে কিরূপে এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পর জ্যোতি লাভ করতঃ স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়? কিপ্রকারেই বা তাহার লাভ হয়? এবং যেরূপ স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়, সেই আত্মারই বা লক্ষণ কিপ্রকার? বিশেষতঃ দেহসম্বন্ধী রূপই সম্প্রসাদের (জীবের) প্রকৃষ্ট রূপ, তাহা হইতে যাহা অন্য বা পৃথক্, তাহা তাহার স্বরূপই বা হয় কিরূপে? এই সমস্ত বিষয় বলিতে হইবে; এই জন্য পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য—বিদ্যাদানের ও গ্রহণের নিয়ম প্রদর্শন করা এবং বিদ্যার প্রশংসা করা; যেমন—'ইহা রাজ-সেব্য জল' বলা হয়, ইহাও তদ্রূপ।

যে আত্মা নিষ্পাপ, জরাহীন, মৃত্যুশূন্য, ক্ষুধারহিত, পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প; যাহার উপাসনার জন্য হৃদয়পুণ্ডরীক উপলব্ধি-স্থানরূপে অভিহিত

হইয়াছে ; অনৃতাপিহিত সত্যকামসমূহ যাহার মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য যাহার উপাসনা-সহচর সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং উপাসনার অভিলষিত ফলসিদ্ধির জন্য মূর্দ্ধণ্যা নাড়ী দ্বারা যাহার গতি (দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ) অভিহিত হইয়াছে ; সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, শাস্ত্রও আচার্য্যোপদেশানুসারে জানিতে হইবে,—'তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতে হইবে, অর্থাৎ নিজের অনুভবগোচর করিতে হইবে। তাহার অন্বেষণে ও বিশেষরূপে জিজ্ঞাসায় কি হইবে? বলা হইতেছে—তিনি (জ্ঞাতা) সমস্ত লোক (ভোগস্থান) এবং সমস্ত কাম বা অভিলষণীয় বিষয় প্রাপ্ত হন। যিনি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া অবগত হন—আপনার বুদ্ধিগম্য করিয়া থাকেন, তাঁহার এই সর্ব্বলোকে কামপ্রাপ্তি ও সর্ব্বাত্মভাবরূপ ফল প্রাপ্তি হয় ; পুরাকালে প্রজাপতি এ কথা বলিয়াছিলেন।

এই যে, 'অন্বেষ্টব্যঃ' ও 'বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' উপদেশ, ইহা নিয়মবিধিই বটে, অপূর্ব্ব বিধি নহে (১)। ইহার অর্থ এই যে, অবশ্যই এইরূপে অন্বেষণ করিবে, এবং বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে ; কেননা, অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা উভয়ই দৃষ্টার্থ, অর্থাৎ এতদুভয়েরই প্রয়োজন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, কিন্তু অদৃষ্ট বা পারলৌকিক নহে। পরেও 'এখানে আমি ভোগযোগ্য কিছু দেখিতেছি না,' ইত্যাদি বাক্যে

---

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ বৈদিক বিধি তিন প্রকার—(১) অপূর্ব্ববিধি, (২) নিয়মবিধি ও (৩) পরিসংখ্যাবিধি। যথা—

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥"

অর্থাৎ যাহা অন্য কোনও প্রমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এরূপ কোনও নূতন বিষয়ের বিধি বা উপদেশকে 'অপূর্ব্ববিধি' বলে। যেমন 'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি' অর্থাৎ যাবজ্জীবন 'অগ্নিহোত্র' নামক যজ্ঞ করিবে, এইরূপ বিধিশ্রবণের পূর্ব্বে 'অগ্নিহোত্র' নামক যজ্ঞ লোকবুদ্ধির অগোচর ছিল, কেবল এই বিধিবলেই অগ্নিহোত্রের স্বরূপ ও কর্ত্তব্যতা বিষয়ে জ্ঞান হইল ; অতএব ইহা 'অপূর্ব্ববিধি'। আর যে বিষয়টি লোকের জানা আছে সত্য, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করা বা না করা লোকের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ; এমত অবস্থায়, যে বিধি ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে লোককে নিয়মিত বা বাধ্য করে, তাহার নাম—নিয়ম-বিধি। যেমন "ঋতৌ ভার্য্যাম্ উপেয়াৎ" ঋতুকালে ভার্য্যায় উপগত হইবে। ঋতুকালে যে, ভার্য্যাগমন, ইহা লোকের অবিজ্ঞাত নহে, কিন্তু ইচ্ছাধীন ; তাহাতে নিয়ম করা হইল যে 'উপেয়াদেব" অর্থাৎ অবশ্যই উপগত হইবে। সুতরাং ইহা হইতেছে "নিয়মবিধি"। আর যে কার্য্যে লোকের স্বতই প্রবৃত্তি রহিয়াছে, এবং যথেচ্ছভাবে অনুষ্ঠানেরও সম্ভাবনা আছে, সেরূপ কার্য্যকে নিয়মিত করিবার অর্থাৎ, যথেচ্ছানুষ্ঠান নিবৃত্তি করিবার জন্য যে বিধি, তাহার নাম—"পরিসংখ্যাবিধি'। যেমন "পঞ্চ পঞ্চনখান্ ভুঞ্জীত"। অর্থাৎ পঞ্চনখযুক্ত পাঁচটিমাত্র প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে। এখানে, ভক্ষণকার্য্য বা প্রাণিহিংসায় লোকের স্বভাবসিদ্ধই প্রবৃত্তি রহিয়াছে, ইচ্ছা হইলে জগতের যাবৎ প্রাণি-ভক্ষণেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল যে, যদি ভক্ষণ করিতে হয়, তবে পঞ্চনখযুক্ত পাঁচটি মাত্র প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে, অন্য প্রাণীকে নহে। এখানে বলা আবশ্যক যে, পরিসংখ্যাবিধি স্থলে বিহিতকার্য্যে লোককে নিযুক্ত করা অভিপ্রেত নহে ; পরন্তু বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব, উক্ত পাঁচটি প্রাণীকে অবশ্যই ভক্ষণ করিতে হইবে, এরূপ বুঝিতে হইবে না ; বুঝিতে হইবে যে, যদি কেহ প্রাণি-ভক্ষণ করিতে চাহে, তবে কেবল ঐ পাঁচটি মাত্র প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে, অপর প্রাণীকে ভক্ষণ করিবে না।

এতদুভয়ের দৃষ্টার্থত্ব পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিবেন। বিশেষতঃ দেহাদি ধর্ম্ম-সমুদয় পরকীয় রূপ,—অনাত্ম-ধর্ম্ম, আত্মার এবংবিধ স্বরূপোপলব্ধি হইলে যে, বিপরীত-বুদ্ধির (দেহাত্মাদিজ্ঞানের) নিবৃত্তি, ইহা ত দৃষ্ট ঐহিক ফলই বটে; সুতরাং উক্ত বিধির নিয়মার্থতাই যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি বিষয়ক বিধির ন্যায় অপূর্ব্ব-বিধির এখানে সম্ভব হইতেছে না (২)॥৬০০॥১

তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে, তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমিষ্ব সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিতি। ইন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাম্, তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ॥৬০১॥২

উভয়ে দেবাসুরাঃ (দেবাশ্চ অসুরাশ্চ) হ (ঐতিহ্যে) তৎ (পূর্ব্বোক্তং প্রজাপতিবচনম্) অনুবুবুধিরে (লোকপরম্পরয়া বিজ্ঞাতবন্তঃ)। তে (দেবাঃ অসুরাশ্চ) হ উচুঃ [পরস্পরং] (উক্তবন্তঃ)—হন্ত (অনুমতিপ্রার্থনায়াম্) তম্ আত্মানম্ অন্বিচ্ছামঃ (অন্বেষণং কুর্ম্মঃ, যম্ আত্মানম্ অন্বিষ্য (অনুসন্ধায়) সর্ব্বান্ চ লোকান্ সর্ব্বান্ চ কামান্ আপ্নোতি ইতি, (ইতি-শব্দঃ বাক্যসমাপ্তৌ)। [অনন্তরঞ্চ,] দেবানাম্ [মধ্যে] ইন্দ্র এব, অসুরাণাং চ মধ্যে বিরোচন এব হ (ঐতিহ্যে) অভি (প্রজাপতিং লক্ষ্যীকৃত্য) প্রবব্রাজ (যথাবিধি গতবান্)। কিঞ্চ, তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) হ (কিল) অসংবিদানৌ (গমনবিষয়ে পরস্পরং সংবাদম্ অকুর্ব্বাণৌ) এব সমিৎপাণী (সমিদ্‌যুক্তৌ পাণী হস্তৌ যয়োঃ, তৌ, গুরূপসদননিয়মপালনার্থং কাষ্ঠহস্তৌ সন্তৌ, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ "সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতি শ্রুতেঃ)। প্রজাপতিসকাশম্ আজগ্মতুঃ (উপগতবন্তৌ ইত্যর্থঃ)॥

দেবতা ও অসুর উভয়েই প্রজাপতির উক্ত উপদেশ লোকপরম্পরাক্রমে জানিতে পারিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—যদি অনুমতি হয়, তবে আমরা সেই আত্মার অনুসন্ধান করি, যাহাকে অন্বেষণ করিয়া সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম বা ভোগ্য বিষয় লাভ করিয়া থাকে। ইহার পর, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র আর অসুরগণের মধ্যে বিরোচন প্রজাপতির উদ্দেশে প্রস্থান করিয়া-

(২) তাৎপর্য্য—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি" এই বিধিটি "অপূর্ব্ব বিধি"; কারণ ইহা অন্য কোনও প্রমাণ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই বিধিবাক্যই ইহার সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ বা জ্ঞাপক।

ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে সংবাদ না দিয়াই হস্তে সমিধ্ গ্রহণপূর্ব্বক প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—'তদ্ধোভয়ে' ইত্যাদ্যাখ্যায়িকাপ্রয়োজনমুক্তম্। তৎ হ কিল প্রজাপতের্ব্বচনম্ উভয়ে দেবাসুরাঃ। দেবাশ্চ অসুরাশ্চ দেবাসুরাঃ অনু পরম্পরাগতং স্বকর্ণগোচরাপন্নম্ অনুবুবুধিরে অনুবুদ্ধবন্তঃ। তে চৈতৎ প্রজাপতিবচো বুদ্ধা কিমকুর্ব্বন্? ইতি উচ্যতে—তে হ উচুঃ উক্তবন্তঃ অন্যোন্যং দেবাঃ স্বপরিষদি অসুরাশ্চ—হন্ত যদ্যনুমতির্ভবতাম্, প্রজাপতিনোক্তং তমাত্মানম্ অন্বিচ্ছামঃ অন্বেষণং কুর্ম্মঃ, যমাত্মানম্ অন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, ইত্যুক্ত্বা ইন্দ্রো হ এব রাজৈব স্বয়ং দেবানাম্ ইতরান্ দেবাংশ্চ ভোগপরিচ্ছদঞ্চ সর্ব্বং স্থাপয়িত্বা শরীরমাত্রেণৈব প্রজাপতিং প্রতি অভিপ্রবব্রাজ প্রগতবান্; তথা বিরোচনোঽসুরাণাম্। বিনয়েন গুরবোঽভিগন্তব্যাঃ, ইত্যেতৎ দর্শয়তি, ত্রৈলোক্যরাজ্যাচ্চ গুরুতরা বিদ্যেতি, যতঃ দেবাসুররাজৌ মহার্হভোগার্হৌ সন্তৌ তথা গুরুমভ্যুপগতবন্তৌ। তৌ হ কিল অসংবিদানাবেব অন্যোন্যং সংবিদমকুর্ব্বাণৌ বিদ্যাফলং প্রতি অন্যোন্যমীর্ষ্যাং দর্শয়ন্তৌ সমিৎপাণী সমিদ্ভারহস্তৌ প্রজাপতিসকাশম্ আজগ্মতুরাগতবন্তৌ॥৬০১॥২

আনন্দগিরিঃ।—ইদানীমাখ্যায়িকাং ব্যাখ্যাতুম্ আখ্যায়িকা তু বিদ্যাগ্রহণসংপ্রদান-বিধিপ্রদর্শনার্থেত্যাদিনোক্তং স্মারয়তি—তদ্ধেতি। অবতারিতাখ্যায়িকাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তদ্ধেত্যাদিনা। কিমিতীন্দ্রবিরোচনৌ বিদ্যার্থিনাবপি পরিকরং পরিত্যজ্য শরীরমাত্রেণ প্রজাপতিং প্রগতবন্তৌ? তত্রাহ—বিনয়েনেতি। তয়োরুক্তরূপগতিবশাদেব দর্শিতমর্থান্তরং কথয়তি—ত্রৈলোক্যেতি। বিদ্যেতি দর্শয়তীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্যা গুরুতরত্বে হেতুমাহ—যত ইতি। সংবিদং মৈত্রীম্॥৬০১॥২

ভাষ্যানুবাদ।—"তৎ হ উভয়ে" ইত্যাদি প্রকরণোক্ত আখ্যায়িকার প্রয়োজন পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। দেবাসুরগণ অর্থাৎ দেবতাগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির সেই উপদেশবাক্য লোকপরম্পরা ক্রমে আসিয়া আপনাদের কর্ণগোচর হইলে পর অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রজাপতির সেই উপদেশ বচন শ্রবণ করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে—তাঁহারা বলিয়াছিলেন —দেবগণ ও অসুরগণ আপন আপন সভামধ্যে পরস্পর বলিয়াছিলেন—হন্ত অর্থাৎ যদি সকলের অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমরা প্রজাপতিকর্ত্তৃক উপদিষ্ট সেই আত্মার অন্বেষণ করি, যে আত্মার অন্বেষণ করিয়া সমস্ত লোক ও সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কথা বলিয়া ইন্দ্রই—স্বয়ং দেবরাজই অপর সমস্ত দেবগণকে ও রাজ-পরিচ্ছদ রাখিয়া (ত্যাগ করিয়া) কেবল শরীরটি মাত্র লইয়া প্রজাপতির অভিমুখ উদ্দেশে গমন করিলেন, সেইরূপ অসুরগণের রাজা

বিরোচনও [গিয়াছিলেন]। দেবরাজ ও অসুররাজ উভয়ে শ্রেষ্ঠ ভোগার্হ হইয়াও ঐরূপে (সঙ্গী ও পরিচ্ছদাদি ত্যাগ করিয়া) গুরুসমীপে গমন করায় এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইতেছে যে, বিনীতভাবে গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে হয়, এবং ত্রৈলোক্যের আধিপত্য অপেক্ষাও ব্রহ্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ। তাহারা উভয়ে পরস্পরকে না জানাইয়া অর্থাৎ বিদ্যা-ফল লাভে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করত সমিৎপাণি অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠভার হস্তে লইয়া (১) প্রজাপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥৬০১॥২

তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুস্তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি, তৌ হোচতুর্য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে, তমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি ॥৬০২॥৩

তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) হ (কিল) দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি (দ্বাত্রিংশদ্বৎসরান্ ব্যাপ্য) ব্রহ্মচর্য্যং (গুরুশুশ্রূষাদিকং) [অবলম্ব্য] উষতুঃ (বসতিং চক্রতুঃ) প্রজাপতিঃ হ (ঐতিহ্যে) তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) উবাচ—কিম্ (প্রয়োজনম্) ইচ্ছন্তৌ (অভিলষন্তৌ) আবাস্তম্ (বসতিং কৃতবন্তৌ) [যুবামিতি শেষঃ] ইতি। তৌ হ ঊচতুঃ (উক্তবন্তৌ)—ভগবতঃ (পূজনীয়স্য তব) 'য আত্মা অপহতপাপ্মা' ইত্যাদি বচঃ (বচনং) বেদয়ন্তে (জানন্তি) [শিষ্টা ইতি শেষঃ]। [অতঃ] তম্ (আত্মানং) ইচ্ছন্তৌ (জ্ঞাতুকামৌ সন্তৌ) অবাস্তম্ (অবাস্ব; অবাস্বেতি বক্তব্যে 'অবাস্তম্' ইতি প্রয়োগঃ প্রজাপতি-বাক্যানুকরণমাত্রং মন্তব্যম্ ইতি ॥

তাঁহারা উভয়ে বত্রিশ বৎসর কাল [প্রজাপতির নিকট] ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি উদ্দেশে বাস করিয়াছ? তাঁহারা বলিলেন—সজ্জনেরা আপনার "য আত্মা

---

(১) তাৎপর্য্য—তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুসমীপে উপস্থিত হইবার সময় আপনার অভিমান ও তদ্ব্যঞ্জক পরিচ্ছদাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক বিনীতভাবে উপস্থিত হইবে, ইহাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। অধিকন্তু, শিষ্যকে সমিৎপাণি হইয়া—হস্তে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ লইয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে হয়। মুণ্ডকোপনিষদে আছে "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ, সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"। (মুণ্ডক ১।২।১২)।

অপহতপাপ্মা” ইত্যাদি উপদেশ অবগত আছেন ; অতএব আমরাও সেই আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার উদ্দেশে অবস্থান করিয়াছি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৌ হ গত্বা দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি শুশ্রূষাপরৌ ভূত্বা ব্রহ্মচর্য্যম্ উষতুঃ উষিতবন্তৌ। অভিপ্রায়জ্ঞঃ প্রজাপতিস্তাবুবাচ—কিমিচ্ছন্তৌ কিং প্রয়োজনমভিপ্রেত্য ইচ্ছন্তৌ অবাস্তম্ উষিতবন্তৌ যুবামিতি। ইত্যুক্তৌ তৌ হ উচতুঃ—য আত্মেত্যাদি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে শিষ্টাঃ, অতস্তমাত্মানং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তৌ অবাস্তমিতি। যদ্যপি প্রাক্ প্রজাপতেঃ সমীপাগমানাৎ অন্যোন্যম্ ঈর্ষ্যাযুক্তাবভূতাম্, তথাপি বিদ্যাপ্রাপ্তিপ্রয়োজনগৌরবাৎ ত্যক্তরাগদ্বেষমোহের্ষ্যাদি—দোষাবেব ভূত্বা উষতুর্ব্রহ্মচর্য্যং প্রজাপতৌ ; তেনেদং প্রখ্যাপিতমাত্মবিদ্যাগৌরবম্॥৬০২॥৩

আনন্দগিরিঃ।—তমাত্মানং জ্ঞাতুমিচ্ছন্তাববাস্বেতি বক্তব্যেঽপ্যবাস্তমিতি প্রজাপতিবচোঽনুকর্ষণমাত্রমিতি দ্রষ্টব্যম্। অথেন্দ্রবিরোচনয়োর্মিথো বৈরিণোঃ কথমেকত্রাবস্থানং চিরমাসীদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। দেবাসুররাজয়োঃ স্বভাবতো বৈরিণোরপি বিদ্যার্থিত্বেন চিরমেকত্র ব্রহ্মচর্য্যবাসেন সূচিতমর্থং দর্শয়তি——তেনেতি॥৬০২॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—পুরাকালে তাঁহারা উভয়ে যাইয়া বত্রিশ বৎসর কাল গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদের মনোগতভাব অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ইচ্ছা করিয়া—কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির অভিলাষে তোমরা উভয়ে বাস করিয়াছ? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা বলিলেন—পূজনীয় আপনার “য আত্মা” ইত্যাদি উপদেশবাক্য সাধুজনেরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন ; অতএব আমরাও সেই আত্মাকে জানিবার উদ্দেশে বাস করিয়াছি।

যদিও প্রজাপতির নিকট গমনের পূর্ব্বে ইন্দ্র ও বিরোচন পরস্পর ঈর্ষ্যাযুক্তই ছিলেন সত্য, তথাপি বিদ্যালাভরূপ প্রয়োজনের গুরুত্ব নিবন্ধন [তৎকালে] রাগ, দ্বেষ, মোহ ও ঈর্ষ্যাদি পরিত্যাগ করিয়াই প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা আত্মবিদ্যারই গৌরব ঘোষণা করা হইল (১)॥৬০২॥৩

---

(১) তাৎপর্য্য—দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন চিরবৈরিভাবাপন্ন হইলেও আত্মজ্ঞানের জন্য প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য-বাসের সময় স্বাভাবিক রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আত্ম-বিদ্যা এতই মহনীয় ও দুর্লভ যে, তাহা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেককেই রাগদ্বেষাদি দোষগুলি অগ্রেই পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং বিনীতভাবে গুরুশুশ্রূষাদি কার্য্যে তৎপর থাকিতে হয়, ইহা না হইলে বিদ্যালাভের আশা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোঽক্ষিণিপুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি। অত যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্ব্বেষ্বন্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ ॥৬০৩॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৭॥

প্রজাপতিঃ হ (কিল) তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) উবাচ—যঃ এষঃ অক্ষিণি (চক্ষুর্মধ্যে) পুরুষঃ দৃশ্যতে (যোগিভিঃ অনুভূয়তে), এষঃ আত্মা (মদুক্তঃ অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ) ইতি। এতৎ (এষঃ পুরুষঃ) অমৃতম্ (মরণরহিতং ভূমাখ্যম্) [অতএব] অভয়ম্ (সর্ব্বপ্রকারভয়রহিতম্), এতৎ ব্রহ্ম ইতি হ উবাচ। [তৌ চ অনধিকারদোষাৎ অক্ষিপুরুষং ছায়ারূপেণ জগৃহতুঃ, গৃহীত্বা চ বিশেষপ্রতিপত্তয়ে পৃষ্টবন্তৌ—] অথ (প্রশ্নে) ভগবঃ, (হে ভগবন্) যঃ অয়ম্ (ছায়াত্মা পুরুষঃ) অপ্সু (জলেষু), যঃ চ (অপি) আদর্শে (দর্পণে) পরিখ্যায়তে (অনুভূয়তে—দৃশ্যতে), কতমঃ (এষাং মধ্যে কঃ পুনঃ) এষঃ? (ভবদুক্ত আত্মা?) ইতি। [প্রজাপতিশ্চ স্বাভিপ্রায়মনুস্মৃত্যৈব] হ (ঐতিহ্যে) উবাচ—উ (ভোঃ) এষঃ (মদুক্তঃ) এব এষু সর্ব্বেষু (যুবয়োরুক্তেষু জলাদিষু) অন্তেষু (মধ্যেষু) পরিখ্যায়তে (দৃশ্যতে)॥

প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনকে বলিলেন—এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ অর্থাৎ পুরুষাকার দৃষ্ট হয়, ইহাই আমার কথিত আত্মা; আরও বলিলেন—ইহাই অমৃত (মরণরহিত), অতএব অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম। [উপযুক্ত অধিকার না থাকায় ইন্দ্র ও বিরোচন ছায়াকেই 'অক্ষিপুরুষ' মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—] হে ভগবন্, এই যে, জলের মধ্যে ও দর্পণাদিতে দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে কোন্‌টি আপনার কথিত আত্মা? প্রজাপতি [আপনার অভিপ্রায়ানুসারেই] বলিলেন—এই সমস্ত জলাদি মধ্যে এই আত্মাই দৃষ্ট হইয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তাবেবং তপস্বিনৌ শুদ্ধকল্মষৌ যোগ্যাবুপলক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচ হ—য এষোঽক্ষিণি পুরুষো নিবৃত্তচক্ষুর্ভির্মৃদিতকষায়ৈর্দৃশ্যতে যোগিভির্দ্রষ্টা, এব আত্মা অপহতপাপ্মাদিগুণঃ, যমবোচং পুরাহং, যদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বলোককামাবাপ্তিঃ, এতদমৃতং ভূমাখ্যম্, অতএবাভয়ম্, অতএব ব্রহ্ম বৃদ্ধতমমিতি। অথ এতৎ প্রজাপতিনোক্তম্ "অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি বচঃ শ্রুত্বা চ্ছায়ারূপং পুরুষং জগৃহতুঃ। গৃহীত্বা চ দৃঢ়ীকরণায় প্রজাপতিং পৃষ্টবন্তৌ—অথ যোঽয়ং হে ভগবঃ, অপ্সু পরিখ্যায়তে পরি সমন্তাৎ জ্ঞায়তে, যশ্চায়মাদর্শে আত্মনঃ

প্রতিবিম্বাকারঃ পরিখ্যায়তে খড়্গাদৌ চ, কতম এব এবাং ভগবদ্ভিরুক্তঃ? কিংবা এক এব সর্ব্বেষু? ইতি এবং পৃষ্টঃ প্রজাপতিরুবাচ—এষ উ এব যশ্চক্ষুষি দ্রষ্টা ময়োক্ত ইতি। এতন্মনসি কৃত্বা এষু সর্ব্বেষু অন্তেষু মধ্যেষু পরিখ্যায়ত ইতি হ উবাচ।

ননু কথং যুক্তম্ শিষ্যয়োর্ব্বিপরীতগ্রহণমনুজ্ঞাতুং প্রজাপতের্ব্বিগতদোষস্যাচার্য্যস্য সতঃ? সত্যমেবম্, নানুজ্ঞাতম্। (১) কথম্? আত্মন্যধ্যারোপিতপাণ্ডিত্য-মহত্ত্ববোদ্ধব্যৌ হি ইন্দ্রবিরোচনৌ, তথৈব চ প্রথিতৌ লোকে; তৌ যদি প্রজাপতিনা মূঢ়ৌ যুবাং বিপরীতগ্রাহিণৌ, ইত্যুক্তৌ স্যাতাম্; ততস্তয়োশ্চিত্তে দুঃখং স্যাৎ, তজ্জনিতাচ্চ চিত্তাবসাদাৎ পুনঃ প্রশ্নশ্রবণগ্রহণাবধারণং প্রত্যুৎসাহবিঘাতঃ স্যাৎ; অতো রক্ষণীয়ৌ শিষ্যাবিতি মন্যতে প্রজাপতিঃ। গৃহীতাম্ তাবৎ, তদুদশরাব-দৃষ্টান্তেনাপনেষ্যামীতি চ। ননু ন যুক্তম্ এষ উ এব ইত্যনৃতং বক্তুম্। ন চানৃতমুক্তম্। কথম্? আত্মনোক্তোঽক্ষিপুরুষো মনসি সন্নিহিততরঃ শিষ্যগৃহীতাৎ ছায়াত্মনঃ; সর্ব্বেষাঞ্চাভ্যন্তরঃ "সর্ব্বান্তরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তমেবাবোচৎ এষ উ এবেতি; অতো নানৃতমুক্তং প্রজাপতিনা ॥৬০৩॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডভাষ্যম্ ॥৮॥৭॥

আনন্দগিরিঃ।—শুদ্ধকল্মষৌ প্রক্ষালিতদোষাবিতি যাবৎ। পুরুষো দ্রষ্টেতি সম্বন্ধঃ। অস্মদাদিভিস্তত্র দ্রষ্টা দৃষ্টো নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—নিবৃত্তেতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যো বৈমুখ্যে হেতুমাহ—মৃদিতেতি। যোগিভিঃ সমাধিনিষ্ঠৈরন্তর্দৃষ্টিভিরিতি যাবৎ। য আত্মেত্যাদিবাক্যেনাস্যৈকবাক্যতাং দর্শয়তি—এষ ইতি। ভূমবিস্তরা চাস্যৈকবাক্যত্বং সূচয়তি—ভূমাখ্যমিতি। ইতিশব্দো বাক্যসমাপ্ত্যর্থঃ। উক্তেঽর্থে বাক্যং পাতয়তি—অথ যোঽয়মিতি। প্রশ্নার্থোঽথশব্দঃ। ইতিশব্দঃ সমাপ্ত্যর্থঃ। যশ্চক্ষুরুপলক্ষিতো দ্রষ্টা, এষ এব ময়োক্তোঽপহতপাপ্মাদিধর্ম্মবানাত্মা, যুবাভ্যাং পুনরন্যথা গৃহীতমিতি নিপাতেন সূচয়ন্নুক্তবান্ প্রজাপতিরিত্যাহ—এবমিতি। প্রজাপতিশ্চেদেবমুক্তবান্, কথং তর্হি তয়োর্বৈমুখ্যং ন নিবৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতদিতি; যথোক্তবচোরূপং বস্তিতি যাবৎ।

যৎ প্রজাপতিনা মনসি নিহিতং, তৎপ্রকটীকর্ত্তুং চোদয়তি—নন্বিতি। শিষ্টশিষ্যগতং বিপরীতগ্রহণমাচার্য্যেণানুজ্ঞাতুমযুক্তমিত্যঙ্গীকৃত্য প্রজাপতেরভিপ্রায়মাহ—সত্যমেবমিতি। কথং তর্হি তয়োর্বিপরীতগ্রহণমপনেতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—গৃহীতাং তাবদিতি। তাবদ্বিপরীতমিতি শেষঃ। চকারেণ ক্রিয়াপদমনুকৃষ্যতে। যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েন সর্ব্বেষাং মৃষাবাদিত্বং স্যাদিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। প্রাজাপত্যমভিপ্রায়মেব প্রকটয়ন্নতিপ্রসঙ্গং পরিহর্ত্তুং তদীয়মনৃতবাদিত্বং দূষয়তি—নচেতি। তদেবাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং স্ফুটয়তি—কথমিত্যাদিনা। শিষ্যাভ্যাং গৃহীতো যোঽয়মাত্মা, ততঃ সকাশাদাত্মনা স্বেনৈব প্রজাপতিনোক্তো যোঽস্ত্যক্ষ্যুপলক্ষিতো দ্রষ্টা, স মনসি প্রজাপতেঃ সংনিহিততরঃ অতঃ স এব তেনোক্ত ইত্যর্থঃ। ইতশ্চ দ্রষ্টা প্রজাপতের্মনসি সংনিহিততর ইত্যাহ—সর্ব্বেষাং চেতি। প্রজাপতে-

(১) কস্মিংশ্চিৎ পুস্তকে 'কথং' পদস্থানে 'তথাপি' পদং পঠিতমস্তি।

র্মনসি দ্রষ্টুঃ সংনিহিতত্বেঽপি কথং তস্য ন মৃষাবাদিত্বমত আহ—তমেবেতি। ইতশ্চ প্রজাপতের্ন মৃষাবাদিত্বমিত্যাহ—তথাচেতি ॥৬০৩॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥৮।৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি তাঁহাদের দুইজনকে এই প্রকার তপোনিরত নিষ্পাপ ও উপযুক্ত দর্শন করিয়া বলিলেন—নিবৃত্তচক্ষু ও মৃদিতকষায় (১) যোগিগণকর্ত্তৃক এই যে, চক্ষুর মধ্যে দ্রষ্টা (আত্মা) দৃষ্ট হয়, ইহাই অপহত-পাপ্মত্বাদিগুণযুক্ত সেই আত্মা; পূর্ব্বে আমি যাহার কথা বলিয়াছি, এবং যাহাকে জানিলে সমস্ত লোকও কাম প্রাপ্ত হয়; ইহাই অমৃত (মরণরহিত) ভূমা-সংজ্ঞক; এই জন্য ইহা অভয় (ভয়রহিত), এবং এই জন্যই ব্রহ্ম অর্থাৎ অতিশয় বৃদ্ধ (মহৎ)। অতঃপর তাঁহারা প্রজাপতি-কথিত 'অক্ষিমধ্যে যাহা দৃষ্ট হয়' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ছায়াময় পুরুষকে অর্থাৎ পুরুষের ছায়াকে [আত্মারূপে] গ্রহণ করিয়াছিলেন (বুঝিয়াছিলেন); ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহাই আবার দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, এই যে জলের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, এবং আদর্শ ও খড়্গ প্রভৃতির মধ্যেও নিজের বিম্বাকার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে আপনার কথিত আত্মা কোন্‌টি? অথবা একই আত্মা সর্ব্বত্র? প্রজাপতি এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—ইহাই বটে—অর্থাৎ আমি যাহাকে চক্ষুর মধ্যে দ্রষ্টা বলিয়াছি; এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়াই 'এই সমস্তের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্ট হয়', এই কথা বলিলেন।

ভাল কথা, প্রজাপতি যখন নিজে নির্দ্দোষ অথচ আচার্য্য, তখন তাঁহার পক্ষে শিষ্যদ্বয়ের বিপরীত বুদ্ধির অনুমোদন করা যুক্তিযুক্ত হয় কি প্রকারে? হাঁ, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু তিনিও ত অনুমোদন করেন নাই। কি প্রকার? ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই আপনাতে পাণ্ডিত্য, মহত্ত্ব ও বোদ্ধৃত্ব আরোপ করিয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা উভয়েই আপনাকে খুব পণ্ডিত, বড়লোক এবং উত্তম বোদ্ধা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; এবং জগতে তাঁহারা সেইরূপেই বিখ্যাতও বটে; এখন প্রজাপতি যদি তাঁহাদিগকে 'তোমরা উভয়েই মূর্খ—বিপরীতার্থ গ্রহণ করিতেছ' বলিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয়ে দুঃখ হইত; তাহা হইতে আবার চিত্তের অবসাদ (উদ্যমহীনতা) আসিত;

(১) তাৎপর্য্য—'নিবৃত্তচক্ষুঃ'। অর্থ—স্বভাবতঃ বহির্মুখগামী জ্ঞানদৃষ্টি যাহার অন্তর্মুখী হইয়াছে। 'মৃদিতকষায়' কষায় অর্থ—চিত্তের মল রাগাদি দোষ, এবং রাগাদির সংস্কার বা বাসনা 'কষায়' নামক দোষ মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই রাগাদি দোষ যিনি দূর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে 'মৃদিতকষায়' বলা হয়।

তাহার ফলে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করণ এবং তাহার উত্তর শ্রবণ ও অবধারণ বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁহাদের উৎসাহের ব্যাঘাত হইত, এই কারণেই প্রজাপতি মনে করেন যে, শিষ্যদুইটিকে রক্ষা করাই উচিত, (কিন্তু ভগ্নোৎসাহ করা উচিত নহে)। বিশেষতঃ আপাততঃ যদি [ঐরূপ অর্থ] গ্রহণ করে, করুক; পশ্চাৎ উদ-শরাবাদি (জলপূর্ণ শরা প্রভৃতির) দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভ্রান্তির অপনোদন করিব। ভাল, "এষ উ এব" (নিশ্চয়ই ইহা), এইরূপ মিথ্যা কথা বলা ত যুক্তিযুক্ত হয় না। না,—মিথ্যা কথা ত বলা হয় নাই। কি প্রকার?—কেননা, তিনি নিজে যে অক্ষিপুরুষের কথা বলিয়াছিলেন, শিষ্যগৃহীত ছায়াময় আত্মা অপেক্ষাও তাহা তাঁহার হৃদয়ে অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত বা উপস্থিত রহিয়াছে। আর 'সর্ব্বান্তর' এই শ্রুতি হইতেও জানা যাইতেছে যে, তিনি সকলেরই অভ্যন্তরস্থিত; এখানে "এষ উ এব" কথায় সেই সন্নিহিত আত্মার কথাই বলিয়াছেন; সুতরাং প্রজাপতি কখনই মিথ্যা কথা বলেন নাই ॥৬০৩॥৪॥

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৭॥

অষ্টমাধ্যায়ে

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তন্মে প্রব্রূতমিতি। তৌ হোদশরাবেঽবেক্ষাঞ্চক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি, তৌ হোচতুঃ সর্ব্বমেবেদমাবাং ভগব আত্মানং পশ্যাব আলোমভ্য আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি ॥৬০৪॥১

[অথ তয়োর্বিপরীতগ্রহণনিবৃত্ত্যর্থমাহ—"উদশরাবে" ইত্যাদি। [প্রজাপতিঃ তাবাহ—] উদশরাবে (জলপূর্ণে শরাবে) আত্মানম্ অবেক্ষ্য (বিলোক্য) আত্মনঃ যৎ ন বিজানীথঃ (বিজ্ঞাতুং ন অর্হথঃ), তৎ (অবিদিতং) মে (মম সমীপে) প্রব্রূতম্ ইতি। তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) হ (ঐতিহ্যে) উদশরাবে অবেক্ষাং চক্রাতে (দর্শনং কৃতবন্তৌ)। প্রজাপতিঃ হ তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) উবাচ (উক্তবান্)—কিং পশ্যথঃ? ইতি। তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) হ উচতুঃ (উক্তবন্তৌ)—ভগবঃ, আবাং (কর্ত্তারৌ) ইদং সর্ব্বমেব (যথা স্যাৎ, তথা) আত্মানং আ লোমভ্যঃ আ চ নখেভ্যঃ (নখলোমপর্য্যন্তং সর্ব্বমেব) প্রতিরূপং (আত্মানুরূপং প্রতিবিম্বং) পশ্যাবঃ ইত্যর্থঃ॥

ইন্দ্র ও বিরোচনের ভ্রম নিবারণার্থ প্রজাপতি বলিলেন—জলপূর্ণ শরার মধ্যে আপনাকে অর্থাৎ নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন কর। তাহা দেখিয়া আত্মার সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে না পার, তাহা আমাকে বলিও। তাঁহারা উদ-শরাবে (জলপূর্ণ শরার মধ্যে) দর্শন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন,—কি দেখিতেছ? তাঁহারা বলিলেন—ভগবন্, এই সমস্ত আত্মাকেই—লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতেছি॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তথাচ তয়োর্ব্বিপরীতগ্রহণনিবৃত্ত্যর্থঃ হি আহ—উদশরাবে উদকপূর্ণে শরাবাদৌ আত্মানমবেক্ষ্য অনন্তরং যৎ তত্রাত্মানং পশ্যন্তৌ ন বিজানীথঃ, তৎ মে মম প্রব্রূতম্ আচক্ষীয়াথাম্, ইত্যুক্তৌ তৌ হ তথৈব উদশরাবে অবেক্ষাংচক্রাতে অবেক্ষণং চক্রতুঃ। তথা কৃতবন্তৌ তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ—কিং পশ্যথ ইতি।

ননু 'তন্মে প্রব্রূতম্' ইত্যুক্তাভ্যামুদশরাবে অবেক্ষণং কৃত্বা প্রজাপতয়ে ন নিবেদিতম্—ইদমাবাভ্যাং ন বিদিতমিতি, অনিবেদিতে চাজ্ঞানহেতৌ হ প্রজাপতিরুবাচ—কিং পশ্যথ ইতি, তত্র কোঽভিপ্রায়ঃ ইতি। উচ্যতে—নৈব তয়োঃ ইদমাবয়োরবিদিতম্ ইত্যাশঙ্কা অভূৎ ছায়াত্মন্যাত্মপ্রত্যয়ো নিশ্চিত এবাসীৎ। যেন বক্ষ্যতি—'তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ" ইতি। ন হি অনিশ্চিতেঽভিপ্রেতার্থে প্রশান্তহৃদয়ত্বমুপপদ্যতে; তেন নোচতুঃ—ইদমাবাভ্যামবিদিতমিতি। বিপরীতগ্রাহিণৌ চ শিষ্যাবনুপেক্ষণীয়ৌ, ইতি স্বয়মেব পপ্রচ্ছ—কিং পশ্যথ ইতি। বিপরীতনিশ্চয়াপনয়ায় চ বক্ষ্যতি—"সাধ্বলঙ্কৃতৌ" ইত্যেবমাদি। তৌ হ উচতুঃ—সর্ব্বমেবেদম্ আবাং ভগবঃ আত্মানং পশ্যাবঃ, আলোমভ্যঃ আনখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি, যথৈব আবাং হে ভগবো লোমনখাদিমন্তৌ স্বঃ, এবমেবেদং লোমনখাদিসহিতম্ আবয়োঃ প্রতিরূপমুদশরাবে পশ্যাব ইতি ॥৬০৪॥১

আনন্দগিরিঃ।—আত্মানমুদশরাবেঽবেক্ষ্য তং তত্রাত্মানং পশ্যন্তৌ তাবনন্তরং যদাত্মনো ন বিজানীথো যুবাং, তন্মে প্রব্রূতমিতি সম্বন্ধঃ।

প্রজাপতিবচনমুপক্রমানুকূলং ন ভবতীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। উপক্রমমতিক্রম্য ব্রুবাণস্য প্রজাপতেরভিপ্রায়মাহ—উচ্যত ইতি। অত্র প্রথমমিন্দ্রবিরোচনাভ্যামিদমবিদিতমিতি প্রজাপতিং প্রত্যবচনে কারণমাহ—নৈবেতি। ছায়াত্মনি চ্ছায়ায়াং তদ্ধেতৌ শরীরে চেন্দ্রবিরোচনয়োর্যথাক্রমমাত্মধীরিয়ং নিশ্চিতা প্রবৃত্তেত্যর্থঃ। তয়োস্তত্রাত্মপ্রত্যয়স্য নিশ্চিতত্বে গমকমাহ—যেনেতি। প্রব্রজনেঽপি শান্তহৃদয়য়োস্তয়োঃ সত্যপ্রত্যয়স্য কথং নিশ্চিতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তেন বিপরীতগ্রাহিত্বেনেতি যাবৎ। উক্তমগৃহীত্বা বিপরীতং গৃহীতবন্তৌ তর্হি প্রজাপতিনোপেক্ষণীয়ৌ কুবুদ্ধিত্বাদিত্যাশঙ্ক্য প্রাজাপত্যমভিপ্রায়মাহ—বিপরীতগ্রাহিণৌ চেতি। কথমিদং প্রজাপতেরভিমতমিত্যধিগতম্ অত আহ—বিপরীতেতি। প্রাজাপত্যে প্রশ্নে দেবাসুররাজয়োর্বিপরীতগ্রহণমনুবদতি—তৌ হেতি ॥৬০৪॥১

ভাষ্যানুবাদ।—দেখ, তাহাদের বিপরীতবুদ্ধি বা ভ্রম-নিবারণার্থ [প্রজাপতি] সেইরূপই বলিলেন—উদ-শরাবে অর্থাৎ জলপূর্ণ শরাব প্রভৃতিতে আপনাকে দেখিতে গিয়া যাহা বুঝিতে না পার, পশ্চাৎ তাহা আমাকে বলিও। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথিত হইয়া সেই প্রকারেই উদশরাবে দর্শন করিয়াছিলেন। সেইরূপ করিলে পর প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—কি দেখিতেছ?

এখন আপত্তি হইতেছে যে, 'তাহা আমাকে বলিবে' এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত তাঁহারা উভয়ে উদ-শরাবে দর্শন করিয়া প্রজাপতির নিকট প্রকাশ করিলেন না যে, 'আমরা ইহা বুঝিতে পারি নাই', অথচ তাঁহারা অজ্ঞানের হেতু জ্ঞাপন না করিলেও প্রজাপতি স্বয়ংই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'তোমরা কি দর্শন করিতেছ?'

এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি? বলা হইতেছে—'ইহা আমাদের অবিদিত রহিল' এরূপ আশঙ্কা নিশ্চয়ই তাহাদের উভয়ের হৃদয়ে হয় নাই; পরন্তু ছায়াময় আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি স্থিরতর ছিল, যেহেতু পরেই বলিবেন—'তাঁহারা উভয়ে শান্তহৃদয়ে চলিয়া গেলেন'। নিজের অভিলষিত বিষয়টি সুনিশ্চিত বলিয়া সাব্যস্ত না হইলে কখনই হৃদয়ের প্রশান্তভাব হইতে পারে না, সেই জন্যই তাঁহারা 'ইহা আমাদের অবিজ্ঞাত রহিয়াছে' একথা বলেন নাই। শিষ্যদ্বয় বিপরীতার্থ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও উপেক্ষার যোগ্য নহে; এই জন্য প্রজাপতি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা কি দেখিতেছ? ইহার পর উক্তপ্রকার বিপরীত বুদ্ধি নিবারণের জন্যও "সাধ্বলঙ্কৃতৌ" (উত্তমরূপে অলঙ্কৃত), এবং-জাতীয় বহু কথা বলিবেন। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন—ভগবন্, আমরা উভয়ে এই সমস্ত আত্মাকেই—লোম হইতে নখ অবধি প্রতিরূপ বা আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছি, অর্থাৎ হে ভগবন্, ঠিক আমরা যেরূপ নখ-লোমাদিবিশিষ্ট আছি, ঠিক এইরূপই উদশরাব মধ্যেও আমাদের উভয়ের লোম-নখাদিযুক্ত এই প্রতিরূপ দর্শন করিতেছি ॥৬০৪॥১

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষেথামিতি। তৌ হ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষাঞ্চক্রাতে। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি ॥৬০৫॥২

[ছায়াত্ম-প্রত্যয়াপনয়ায় পুনশ্চ] প্রজাপতিঃ হ তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) উবাচ—সাধু (সম্যক্) অলঙ্কৃতৌ (ভূষিতৌ) সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ (ছিন্নলোমনখৌ, সংস্কৃতশরীরৌ বা) চ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষেথাম্ (আত্মানাং পশ্যতম্) যুবামিতি শেষঃ]। তৌ হ সাধু অলঙ্কৃতৌ, সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ চ ভূত্বা উদশরাবে অবেক্ষণং চক্রাতে। প্রজাপতিঃ হ তৌ উবাচ—কিং পশ্যথঃ? ইতি॥

তাঁহাদের ছায়াত্মভ্রম নিবারণের নিমিত্ত প্রজাপতি পুনশ্চ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, সুন্দর বস্ত্রযুক্ত এবং পরিষ্কৃত (শরীর-সংস্কারসম্পন্ন) হইয়া উদকপূর্ণ শরাবে দর্শন কর। তাঁহারা (ইন্দ্র ও বিরোচন) উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং শরীর পরিষ্কৃত করিয়া উদশরাবে দর্শন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি দর্শন করিতেছ?

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৌ হ পুনঃ প্রজাপতিরুবাচ। ছায়াত্ম-নিশ্চয়াপনয়ায় —সাধ্বলঙ্কৃতৌ যথা স্বগৃহে সুবসনৌ মহার্হবস্ত্রপরিধানৌ পরিষ্কৃতৌ ছিন্নলোমনখৌ

চ ভূত্বোদশরাবে পুনরীক্ষেয়াথামিতীহ চ নাদিদেশ যদজ্ঞাতং তন্মে প্রব্রূতমিতি। কথং পুনরনেন সাধ্বলঙ্কারাদি কৃত্বোদশরাবাবেক্ষণেন তয়োশ্ছায়াত্মগ্রহোঽপনীতঃ স্যাৎ। সাধ্বলঙ্কারসুবসনাদীনামাগন্তুকানাং ছায়াকরত্বমুদশরাবে যথা শরীর-সম্বদ্ধানামেব শরীরস্যাপি চ্ছায়াকরত্বং পূর্ব্বং বভূবেতি গম্যতে। শরীরৈকদেশানাঞ্চ লোমনখাদীনাং নিত্যত্বেনাভিপ্রেতানামখণ্ডিতানাং ছায়াকরত্বং পূর্ব্বমাসীৎ। ছিন্নেষু চ নৈব লোমনখচ্ছায়া দৃশ্যতে, অতো লোমনখাদিবচ্ছরীরস্যাগমাপায়িত্বং সিদ্ধমিতি, উদশরাবাদৌ দৃশ্যমানস্য তন্নিমিত্তস্য চ দেহস্যানাত্মত্বং সিদ্ধম্। উদশ-রাবাদৌ চ্ছায়াকরত্বাৎ দেহসম্বদ্ধালঙ্কারাদিবৎ। ন কেবলমেতাবৎ, এতেন যাবৎ কিঞ্চিদাত্মীয়ত্বাভিমতং সুখদুঃখরাগদ্বেষমোহাদি চ কাদাচিৎকত্বাৎ নখলো-মাদিবদ অনাত্মেতি প্রত্যেতব্যম।

এবমশেষমিথ্যাগ্রহাপনয়নিমিত্তে সাধ্বলঙ্কারাদিদৃষ্টান্তে প্রজাপতিনোক্তে শ্রুত্বা তথা কৃতবতোরপি চ্ছায়াত্মবিপরীতগ্রহো নাপজগাম যস্মাৎ, তস্মাৎ স্বদোষেণৈব কেনচিৎ প্রতিবদ্ধবিবেকবিজ্ঞানাবিন্দ্রবিরোচনৌ অভূতামিতি গম্যতে। তৌ পূর্ব্ববদেব দৃঢ়নিশ্চয়ৌ পপ্রচ্ছ—কিং পশ্যথ ইতি ॥৬০৫॥২

আনন্দগিরিঃ।—তদপনয়নপ্রকারং সূচয়তি—তৌ হ পুনরিতি। ছায়ায়াং তদ্ধেতৌ চ দেহে তয়োরাত্মনিশ্চয়ো যস্তস্য নিরাসায়েতি যাবৎ। ইহ চেতি পর্য্যায়োক্তিঃ। নাদিদেশ তৎপ্রয়োজনাভাবাদিত্যর্থঃ। উক্তোদাহরণেন ছায়ায়াং দেহে চেন্দ্রবিরোচনয়োরাত্মপ্রত্যয়ো নাপনীতো ভবতীতি শঙ্কতে—কথমিতি। ছায়ায়াস্তৎকারণস্য চাগন্তুকত্বাদনাত্মত্বমত্র বিবক্ষিতমিত্যুত্তরমাহ—সাধ্বলঙ্কারেতি। পূর্ব্বমুদকাদিসম্বন্ধাবস্থায়ামিতি যাবৎ। ব্যভিচারিত্বাচ্চ ছায়াতৎকারণয়োরনাত্মত্ব-মিত্যাহ—শরীরৈকদেশানামিতি। উপপত্তিভ্যাং সিদ্ধমর্থং নিগময়তি—ইত্যুদশ-রাবাদাবিতি। ন কেবলং ছায়াতৎকারণয়োরেবানাত্মত্বং, কিং তুক্তন্যায়েনাহং-কারাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণাং চাত্মাত্মীয়ত্বং প্রত্যুক্তমিতি প্রসঙ্গাদতিদিশতি—ন কেবলমিতি। আত্মত্বাভিমতমহঙ্কারাদীতি শেষঃ। মোহাদাবাত্মীয়ত্বাভিমতমিত্য-ধ্যাহার্য্যম্। এতেনেতি সূচিতমেব হেতুং দর্শয়তি—কাদাচিৎকত্বাদিতি। অনাত্মেত্যনাত্মত্বমনাত্মীয়ত্বোপলক্ষণার্থম্।

তর্হি তয়োর্যথোক্তরীত্যা বিপরীতগ্রহণস্যাপগতত্বাৎ কিমুত্তরেণ প্রজাপতি-বাক্যেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি ॥৬০৫॥২

ভাষ্যানুবাদ।—তাঁহাদের ছায়াত্মবুদ্ধি অপনয়নের নিমিত্ত প্রজাপতি পুনশ্চ তাঁহাদিগকে বলিলেন—নিজ বাড়ীতে যেরূপ, [সেইরূপে] উত্তমরূপে অলঙ্কার-ভূষিত, সুবসন অর্থাৎ মহামূল্য বস্ত্রপরিহিত এবং পরিষ্কৃত হইয়া অর্থাৎ লোম নখ ছেদন করিয়া জলপূর্ণ পাত্রে পুনশ্চ দর্শন কর। এখানে কিন্তু সেরূপ আদেশ করিলেন না যে, যাহা বুঝিতে না পার, তাহা আমাকে বলিবে।

ভাল কথা, উত্তম অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া উদশরাবে দর্শন করিলে ছায়াত্ম-

বুদ্ধি বিদূরিত হইবে কি প্রকারে? [উত্তর—] শরীর-সম্বদ্ধ উত্তম অলঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্রাদি যেরূপ জলশরাবে ছায়া উৎপাদন করিয়া থাকে; বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে শরীরও ঠিক সেইরূপ ছায়া সমুৎপাদক হইয়াছিল; আর শরীরাংশভূত অখণ্ডিত নখলোমাদিকেও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং সেই নখ-লোমাদিও পূর্ব্বে ছায়া জন্মাইয়াছিল; ছেদনের পরে কিন্তু নখলোমাদিকে আর ছায়া সমুৎপাদন করিতে দেখা যায় না। ইহা হইতে নখ-লোমাদির ন্যায় শরীরেরও আগমাপায়িত্ব অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-সম্বদ্ধ রূপ অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং উদ-শরাবে দৃশ্যমান ছায়া ও তৎকারণীভূত শরীরেরও অনাত্মত্ব সিদ্ধ হইল; কারণ, দেহসম্বদ্ধ [অনাত্মা] অলঙ্কারাদির ন্যায় শরীরও উদশরাবাদিতে ছায়া সমুৎপাদন করে (১)। কেবল যে, ইহাই সিদ্ধ হইল, তাহা নহে; ইহা দ্বারা, আত্মীয়রূপে অভিমত রাগদ্বেষ মোহাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই কাদা-চিৎকত্ব নিবন্ধন (সময়ে থাকে, আবার সময়ে থাকে না, এই জন্য) নখলোমাদির ন্যায় অনাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এইরূপে সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তি-বুদ্ধি নিবারণের নিমিত্ত প্রজাপতি সাধু-অলঙ্কারাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইলে পর, যেহেতু তাদৃশ উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য করিলেও ইন্দ্র ও বিরোচনের ছায়াত্মবিষয়ক বিপরীত জ্ঞান বিদূরিত হইল না, সেই হেতু বোধ হইতেছে যে, তাঁহাদের নিজেদেরই এরূপ কোনও দোষ আছে, যাহা দ্বারা তাঁহাদের বিবেক-জ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ [ছায়াত্ম-বিষয়ে] দৃঢনিশ্চয় ইন্দ্র ও বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ? ॥৬০৫॥২

---

(১) তাৎপর্য্য—প্রথমতঃ ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট অক্ষিপুরুষের আত্মত্ব শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, চক্ষুর মধ্যে যে ছায়া পতিত হয়, তাহাই আত্মা; সুতরাং জলাদিতে প্রতিফলিত ছায়াও আত্মা হইবে না কেন? এইরূপ ভ্রান্তিমূলক সংশয়ে সমাকুল হইয়া জলাদিতে প্রতিফলিত ছায়ার আত্মত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদের ভ্রান্তি নিবারণের জন্য পুনশ্চ উদশরাবে ছায়া দর্শন করাইয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, দৃশ্যমান ছায়া কখনই আত্মা হইতে পারে না; কারণ উহা আগমাপায়শীল, অর্থাৎ কখন থাকে, কখনও থাকে না; কিন্তু আত্মা বস্তুটি স্থিরতর ও নিত্য। আগমাপায়ী বলিয়া যেমন ছায়া-পুরুষ আত্মা নহে, তেমনি ছায়াপ্রদ দেহও আত্মা হইতে পারে না; কারণ, উহাও আগমাপায়ী—জন্ম-মরণ-শীল,—অনিত্য পদার্থ কখনই আত্মা নহে। বিশেষতঃ প্রথমে নখ-লোমাদিযুক্ত দেহের ছায়া পতিত হইয়াছিল; নখাদি ছেদনের পর ছায়াতে আর নখাদি রহিল না, কেবল বসনাদির সম্বন্ধ রহিল; সুতরাং একরূপতা না থাকায়ও ছায়ার ও তৎকারণীভূত দেহের আত্মত্ব প্রত্যাখ্যাত হইল। শুধু তাহাই নহে, অভিমান ও রাগ দ্বেষাদি যাহা কিছু আত্মধর্ম্ম—আত্মীয় বলিয়া বোধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয়েরও আত্মত্ব প্রতিষিদ্ধ হইল; কারণ ঐ সমস্তই আগমাপায়শীল—অনিত্য।

তৌ হোচতুর্য্যথৈবেদমাবাং ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ স্ব এবমেবেমৌ ভগবঃ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতাবিত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি, তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ প্রবব্রজতুঃ ॥৬০৬॥৩

তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) হ (ঐতিহ্যে) উচতুঃ (উক্তবন্তৌ)—ভগবঃ (হে ভগবন্), আবাং যথা এব ইদং (ইত্থং) সাধু অলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ চ স্বঃ (ভবাবঃ), হে ভগবঃ, এবম্ এব (স্বতো দৃষ্টবদেব) [উদশরাবেঽপি] ইমৌ (দৃশ্যমানৌ ছায়াত্মানৌ) সাধু অলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ [দৃশ্যেতে], ইতি। প্রজাপতিঃ পুনঃ [স্বাভিমতমেব প্রকৃতম্ আত্মানং মনসি নিধায়] উবাচ হ—এষঃ আত্মা ইতি, এতৎ অমৃতম্, অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি। [অবিবেকোপহতচিত্তৌ] তৌ হ শান্তহৃদয়ৌ (কৃতার্থম্মন্যতয়া নিরুদ্বেগচিত্তৌ সন্তৌ), প্রবব্রজতুঃ (স্বস্বগৃহাভিমুখং গতবন্তৌ ইত্যর্থঃ)॥

তাঁহারা উভয়ে বলিলেন—হে ভগবন্, ঠিক যেমন আমরা এই প্রকার উত্তম অলঙ্কারসম্পন্ন, সুবসনযুক্ত ও পরিষ্কৃত আছি, হে ভগবন্, এই ছায়াত্মক আমরাও ঠিক তেমনি উত্তম অলঙ্কৃত সুবাসাঃ ও পরিষ্কৃত দৃষ্ট হইতেছি। প্রজাপতি কিন্তু [প্রকৃত আত্মভাব মনে রাখিয়া] তাঁহাদিগকে বলিলেন—ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম। [অবিবেকান্ধ] তাঁহারা উভয়ে [আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া] প্রফুল্লহৃদয়ে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তৌ তথৈব প্রতিপন্নৌ, যথৈবেদমিতি পূর্ব্ববৎ; যথা সাধ্বলঙ্কারাদিবিশিষ্টাবাবাং স্বঃ, এবমেবেমৌ ছায়াত্মানাবিতি সুতরাং বিপরীতনিশ্চয়ৌ বভূবতুঃ। যস্মাত্মনো লক্ষণং য আত্মাপহতপাপ্মে[ত্য]ক্তা পুনস্তদ্বিশেষমন্বিষ্যমাণয়োর্য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত ইতি সাক্ষাদাত্মনি নির্দ্দিষ্টে তদ্বিপরীতগ্রহাপনয়ায়োদশরাবে সাধ্বলঙ্কারদৃষ্টান্তেঽপ্যভিহিতমাত্মস্বরূপবোধাদ্বিপরীতগ্রহো নাপগতঃ; অতঃ স্বদোষেণ কেনচিৎ প্রতিবদ্ধবিবেকবিজ্ঞানসামর্থ্যাবিতি মত্বা যথাভিপ্রেতমেবাত্মানং মনসি নিধায় এষ আত্মেতিহ উবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি প্রজাপতিঃ পূর্ব্ববৎ, ন তু তদভিপ্রেতমাত্মানম্। য আত্মেত্যাত্মাত্মলক্ষণশ্রবণেনাক্ষিপুরুষশ্রুত্যা চোদশরাবাদ্যুপপত্ত্যা চ সংস্কৃতৌ তাবৎ মদ্বচনং সর্ব্বং পুনঃপুনঃ স্মরতঃ প্রতিবন্ধক্ষয়াচ্চ স্বয়মেবাত্মবিষয়ে বিবেকো ভবিষ্যতীতি মন্বানঃ পুনর্ব্রহ্মচর্য্যাদেশে চ তয়োশ্চিত্তদুঃখোৎপত্তিং পরিজিহীর্ষন্ কৃতার্থবুদ্ধিতয়া গচ্ছন্তাবপ্যুপেক্ষিতবান্ প্রজাপতিঃ। তৌ হ ইন্দ্র-বিরোচনৌ শান্তহৃদয়ৌ তুষ্টহৃদয়ৌ

কৃতার্থবুদ্ধী ইত্যর্থঃ। নতু শম এব, শমশ্চেৎ তয়োর্জ্জাতঃ, বিপরীতগ্রহো বিগতোঽভবিষ্যৎ; প্রব্রজতুর্গতবন্তৌ ॥৮০৬॥৩

আনন্দগিরিঃ।—তথৈবেত্যস্য ব্যাখ্যানং পূর্ব্ববদিতি। যথৈবেদমিতি প্রতীকগ্রহণং তদ্ব্যাচষ্টে—যথেতি। আবাং স্ব ইতীদমুদাহরণং যথৈবেতি সম্বন্ধঃ। অক্ষিবাক্যাদুদশরাববাক্যাৎ সাধ্বলংকারবাক্যাচ্চ চ্ছায়াতদ্বেত্বোরন্তরস্যৈবাত্মত্বমভ্যাসাদিতি ভ্রমাতিশয়ঃ সুতরামিত্যুক্তঃ। প্রজাপতিবাক্যমুত্থাপয়তি যস্তেত্যাদিনা। বাক্যব্যাখ্যানমতিদিশতি—পূর্ব্ববদিতি। এষ শব্দেন তয়োরভিপ্রেতমেবাত্মানং ছায়াখ্যং দেহাখ্যং চ পরামৃশ্য প্রজাপতিরনুমোদিতবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন ত্বিতি। তৌ হ শান্তহৃদয়াবিত্যাদি বাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—য আত্মেত্যাদীতি। সংস্কৃতৌ তাবন্তবতামিতি শেষঃ। সংস্কৃতয়োরপি তয়োরাত্মবিষয়ে কথং বিবেকো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—মদ্বচনমিতি। উপেক্ষায়াং কারণান্তরমাহ—পুনরিতি। কিমিতি শান্তহৃদয়ত্বং তুষ্টহৃদয়ত্বেন ব্যাখ্যায়তে, হৃদয়গতঃ শম এব কিং ন বিবক্ষ্যতে, তত্রাহ—নত্বিতি ॥৮০৬॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—ইন্দ্র ও বিরোচন পূর্ব্বের ন্যায়ই বুঝিয়াছিলেন। "যথৈবেদম্" ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্ববৎ। আমরা যেরূপ উত্তম অলঙ্কারসম্পন্ন আছি, এই ছায়াত্মাদ্বয়ও ঠিক তদ্রূপই; সুতরাং [বুঝিতে হইবে যে,] তাঁহারা উভয়ে বিপরীতার্থই অবধারণ করিলেন। 'য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিরূপে যে আত্মার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পুনশ্চ তদ্গত বিশেষ ভাব অনুসন্ধিৎসু ইন্দ্র ও বিরোচনের নিকট "য এষঃ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" এইরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করিলে পর এবং তদ্বিষয়ক ভ্রমাপনোদনের নিমিত্ত উদশরাব ও সাধু-অলঙ্কার প্রভৃতি দৃষ্টান্তও অভিহিত হইলে পরও যখন প্রকৃত আত্মস্বরূপোপলব্ধির বিপরীত ভ্রান্তি অপনীত হইল না। অতএব কোন প্রকার নিজের দোষেই ইঁহাদের বিবেক-জ্ঞান-শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে; এইরূপ মনে করিয়া প্রজাপতি আপনার অভিমত আত্মাকেই মনস্থ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় "এষ আত্মেতি উবাচ" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রেত আত্মাকে অর্থাৎ অনাত্মাকে [মনস্থ করিয়া] বলেন নাই।

অভিপ্রায় এই যে, "য আত্মা" ইত্যাদি আত্ম-লক্ষণ শ্রবণে, অক্ষিপুরুষবোধক শ্রুতি অনুসারে, এবং উদশরাবাদি দৃষ্টান্ত দ্বারাও প্রথমে ইঁহারা [আত্ম-বিষয়ে] সংস্কারসম্পন্ন হউক; তাহার পর আমার উপদেশ বারংবার স্মরণ করিতে করিতে জ্ঞান-প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইয়া গেলে পর আপনা হইতেই আত্মবিষয়ে বিবেকবুদ্ধি উপস্থিত হইবে; এইরূপ মনে করিয়া, এবং পুনর্ব্বার ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের উপদেশ দ্বারাও ইহাদের হৃদয়ে দুঃখোৎপাদন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রজাপতি, ইঁহারা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া গমনোদ্যত হইলেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আর বারণ করেন নাই। সেই ইন্দ্র ও বিরোচন শান্তহৃদয়

অর্থাৎ সন্তুষ্টচিত্ত কৃতার্থবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া গমন করিয়াছিলেন। এখানে "শান্ত" শব্দে 'শম' অর্থ ই (অন্তঃকরণের উদ্বেগনিবৃত্তিই) বুঝিতে হইবে না; কারণ, তাঁহাদের যদি 'শম'ই হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের বিপরীত বুদ্ধি নিবৃত্তি হইত ॥৬০৬॥৩

তৌ হান্বীক্ষ্য প্রজাপতিরুবাচ অনুপলভ্যাত্মানমননুবিদ্য ব্রজতো যতর এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বাসুরা বা, তে পরাভবিষ্যন্তীতি স হ শান্তহৃদয় এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম, তেভ্যো হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাত্মৈবেহ মহয্য আত্মা পরিচর্য্য আত্মানমেবেহ মহয়ন্নাত্মানং পরিচরন্নুভৌ লোকাববাপ্নোতীমঞ্চামুঞ্চেতি ॥৬০৭॥৪

প্রজাপতিঃ হ (ঐতিহ্যে) তৌ (ইন্দ্র-বিরোচনৌ) অন্বীক্ষ্য (দূরতো গচ্ছন্তৌ বিলোক্য) উবাচ (উক্তবান্)—আত্মানম্ (অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণম্) অনুপলভ্য (অপ্রাপ্য) অননুবিদ্য (স্বানুভবগোচরং চ অকৃত্বা) ব্রজতঃ (গচ্ছতঃ)। যতরে (যে যে) দেবাঃ বা অসুরাঃ বা এতদুপনিষদঃ (এবা দেবরাজাসুররাজাভ্যাং গৃহীতা উপনিষৎ আত্মবিদ্যা যেষাম্, তে এতদুপনিষদঃ) ভবিষ্যন্তি, তে (দেবা বা অসুরা বা) পরাভবিষ্যন্তি (শ্রেয়োমার্গাৎ পরাভূতাঃ প্রভ্রষ্টাঃ ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ) ইতি। সঃ হ বিরোচনঃ শান্তহৃদয়ঃ এব (কৃতার্থম্মন্যতয়া সুস্থচিত্তঃ এব সন্) অসুরান্ জগাম (প্রাপ্তবান্), [গত্বাচ] তেভ্যঃ (অসুরেভ্যঃ) এতাম্ (শরীরাত্মবুদ্ধিলক্ষণাম্) উপনিষদং (আত্মবিদ্যাং) প্রোবাচ (কথিতবান্)—ইহ (জগতি) আত্মা (দেহঃ) এব মহয্যঃ (পূজনীয়ঃ), আত্মা (দেহঃ) পরিচর্য্যঃ (সেবনীয়ঃ)। কিঞ্চ, ইহ (জগতি) আত্মানম্ (দেহরূপম্) এব মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন্ উভৌ লোকৌ—ইমং (বর্ত্তমানং) চ, অমুং (পরবর্ত্তিনং) চ অবাপ্নোতি (প্রাপ্নোতি)॥

প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনকে দূরগত দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—ইহারা উভয়ে [আত্মাকে] লাভ না করিয়া এবং প্রত্যক্ষ না করিয়াই প্রশান্তচিত্তে যাইতেছে; দেবতাই হউক কিংবা অসুরই হউক, যাহারা এই প্রকার ভ্রান্ত আত্মবিদ্যাসম্পন্ন হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই প্রকৃত শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। [উভয়ের মধ্যে] অসুররাজ—বিরোচন শান্তচিত্তেই গমন করিলেন এবং সেই অসুরগণকে এই উপনিষদ্ বা আত্মবিদ্যা প্রচার করিলেন যে, ইহলোকে আত্মাই

একমাত্র মহনীয় অর্থাৎ পূজনীয়, এবং সেবনীয়। এই জন্য আত্মার পূজা করিয়া এবং আত্মার সেবা করিয়া বর্ত্তমান ও ভাবী উভয় লোকই লাভ করিয়া থাকে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং তয়োর্গতয়োরিন্দ্রবিরোচনয়োঃ রাজ্ঞোর্ভোগাসক্তয়োঃ যথোক্তবিস্মরণং স্যাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য অপ্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষবচনেন চ তয়োশ্চিত্তদুঃখং পরিজিহীর্ষুঃ তৌ দূরং গচ্ছন্তৌ অন্বীক্ষ্য "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদিবচনবৎ এতদপ্যনয়োঃ শ্রবণগোচরত্বমেষ্যতীতি মত্বা উবাচ প্রজাপতিঃ—অনুপলভ্য যথোক্তলক্ষণমাত্মানম্ অননুবিদ্য স্বাত্মপ্রত্যক্ষঞ্চাকৃত্বা বিপরীতনিশ্চয়ৌ চ ভূত্বা ইন্দ্রবিরোচনাবতৌ প্রব্রজতঃ গচ্ছেয়াতাম্। অতঃ যতরে দেবা বা অসুরা বা কিং বিশেষিতেন? এতদুপনিষদঃ—আভ্যাং যা গৃহীতা আত্মবিদ্যা, সেয়মুপনিষদ্ যেষাং দেবানামসুরাণাং বা, তে এতদুপনিষদঃ এবংবিজ্ঞানাঃ এতন্নিশ্চয়া ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ। তে কিম্? পরাভবিষ্যন্তি—শ্রেয়োমার্গাৎ পরাভূতাঃ বহির্ভূতাঃ বিনষ্টাঃ ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ।

স্বগৃহং গচ্ছতোঃ সুরাসুররাজয়োঃ যোঽসুররাজঃ স হ শান্তহৃদয় এব সন্ বিরোচনোঽসুরান্ জগাম। গত্বা চ তেভ্যোঽসুরেভ্যঃ শরীরাত্মবুদ্ধির্যা উপনিষৎ, তামেতাম্ উপনিষদং প্রোবাচ উক্তবান্—দেহমাত্রমেবাত্মা পিত্রোক্ত ইতি। তস্মাদাত্মৈব দেহ ইহ লোকে মহয্যঃ পূজনীয়ঃ, তথা পরিচর্য্যঃ পরিচরণীয়ঃ, তথাত্মানমেব ইহ লোকে দেহং মহয়ন্ পরিচরংশ্চ উভৌ লোকাববাপ্নোতি—ইমঞ্চামুঞ্চ। ইহলোকপরলোকয়োরেব সর্ব্বে লোকাঃ কামাশ্চান্তর্ভবন্তীতি রাজ্ঞোঽভিপ্রায়ঃ॥৬০৭॥৪

আনন্দগিরিঃ।—যদি প্রজাপতিস্তাবুপেক্ষিতবান্, কিমিতি তর্হি তৌ হান্বীক্ষ্যেত্যাদি বাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবং তয়োরিতি। প্রজাপতিরুবাচেতি সম্বন্ধঃ। তর্হি কিমিতি তাবাহূয় নোক্তবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যক্ষবচনেনেতি। কর্তৃত্বেন সম্বন্ধার্থমুক্তমেব পুনরনুবদতি—প্রজাপতিরিতি। কিমসাবুচিবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—অনুপলভ্যেতি। যথোক্তং প্রজাপতিবাক্যং শ্রুত্বাপি গচ্ছতোরিন্দ্রবিরোচনয়োর্বিরোচনগতমবান্তরবিশেষমাহ—স্বগৃহমিতি। পিত্রা তথোক্তত্বেঽপি কিমস্মাভিস্তত্র কর্ত্তব্যমিতাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। তথা পূজনীয়ত্ববদিতি যাবৎ। তথেত্যুক্তপ্রকারোক্তিঃ। তথাপি প্রার্থিতা সর্ব্বলোককামাবাপ্তিরসিদ্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—ইহ লোকেতি॥৬০৭॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—ভোগাসক্তচিত্ত উভয় রাজা—ইন্দ্র ও বিরোচন এই প্রকারে গমন করিলে পর পুর্ব্বোক্ত তত্ত্ব তাঁহাদের বিস্মৃত হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় প্রত্যক্ষ বা শ্রবণযোগ্য বাক্য দ্বারা পরোক্ষভাবে তাঁহাদের হৃদয়গত দুঃখ পরিহারের ইচ্ছায় তাঁহারা দূরে গমন করিতেছেন দর্শন করিয়া প্রজাপতি পুর্ব্বোক্ত "য আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় এই কথাও তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইবে মনে করিয়া বলিলেন—এই ইন্দ্র ও বিরোচন কথিত-

লক্ষণান্বিত আত্মাকে উপলব্ধি না করিয়া (না বুঝিয়া) এবং আপনাদের প্রত্যক্ষ-গোচর না করিয়া, অধিকন্তু বিপরীতভাবে নিশ্চয় করিয়া গমন করিতেছেন। অতএব যে সমস্ত দেবতা বা অসুর, আর বিশেষ করিয়া বলিবারই বা প্রয়োজন কি? যাহারা 'এতদুপনিষদ্' ইহারা উভয়ে যে আত্মবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই যে সমস্ত দেবতা ও অসুরগণের উপনিষদ্ (আত্মবিদ্যা), তাহারাও এতদুপনিষদ্ এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ এইরূপ ভ্রান্তনিশ্চয়সম্পন্ন হইবে। তাহারা কি হইবে? পরাভূত হইবে অর্থাৎ শ্রেয়ঃপথ হইতে বহির্ভূত—বিনষ্ট হইবে।

সুরপতি ও অসুরপতি নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলে পর, তন্মধ্যে যিনি অসুররাজ, সেই বিরোচন শান্তহৃদয় (প্রসন্নচিত্ত) হইয়াই অসুরগণের নিকট গমন করিলেন, এবং গমন করিয়া দেহাত্ম বুদ্ধিরূপ যে, উপনিষদ্ অর্থাৎ আত্মবিদ্যা, তাহাই অসুরগণকে বলিলেন—পিতা (প্রজাপতি) দেহকেই একমাত্র আত্মা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। অতএব এই জগতে দেহরূপ আত্মাই মহনীয়—পূজনীয়, সেইরূপ পরিচরণীয় (সেব্য); সেইরূপ ইহলোকে দেহের পূজা ও পরিচর্য্যা করিলেই উভয় লোক—ইহলোক ও পরলোক লাভ হয়। রাজার অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত লোক ও কাম্যবিষয়রাশি উক্ত উভয় লোকেরই মধ্যে অন্তর্ভূত বা বর্ত্তমান রহিয়াছে। [দেহের উপাসনা দ্বারাই সে সমস্ত পাওয়া যায়] ॥৬০৭॥৪

তস্মাদপ্যদ্যেহাদদানমশ্রদ্দধানময়জমানমাহুরাসুরো বতেত্য-সুরাণাঙ্ হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনা-লঙ্কারেণেতি সঙ্স্কুর্ব্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে ॥৬০৮॥৫

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৮॥

তস্মাৎ (তদুপদেশাদেব) অদ্যাপি ইহ (জগতি) অদদানং (দানং অকুর্ব্বন্তং) অশ্রদ্দধানং (সৎকর্ম্মসু শ্রদ্ধারহিতং), অযজমানং (যজনম্ অকুর্ব্বন্তং) [জনং] আহুঃ (কথয়ন্তি) [সাধবঃ]—বত (খেদে) আসুরঃ (অসুর-প্রকৃতিকঃ) ইতি। হি (যস্মাৎ) অসুরাণাম্ এষা উপনিষৎ (আত্মবিদ্যা) যৎ প্রেতস্য (মৃতস্য) শরীরং ভিক্ষয়া (গন্ধমাল্যাদিভিঃ) বসনেন (বস্ত্রেণ) অল-ঙ্কারেণ চ সংস্কুর্ব্বন্তি ইতি, [সংস্কারপ্রয়োজনমাহ—] হি (যস্মাৎ) এতেন (শবশরীরসংস্কারেণ) হি অমুং লোকং (পরলোকং) জেষ্যন্তঃ (স্বায়ত্তং করিষ্যন্তি) ইতি মন্যন্তে [আসুরা ইতি শেষঃ]॥

সেই কারণেই অদ্যাপি অদাতা, শ্রদ্ধাহীন এবং সৎকর্ম্মবিমুখ লোককে সাধুজনেরা 'আসুর' (অসুরপ্রকৃতিসম্পন্ন) বলিয়া থাকেন। কেননা, ইহাই অসুরগণের উপনিষদ্ বা আত্মবিদ্যা যে, যাহার ফলে তাহারা মৃত ব্যক্তিকে ভিক্ষা দ্বারা অর্থাৎ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা, বসন ও অলঙ্কার দ্বারা, সংস্কারসম্পন্ন করিয়া থাকে, উদ্দেশ্য যে, এইরূপে শব-শরীরের সংস্কার দ্বারাই ইহারা পরলোক জয় করিবে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তস্মাৎ তৎসম্প্রদায়োহদ্যাপ্যনুবর্ত্ততে, ইতি ইহলোকে অদ-দানং দানমকুর্ব্বাণম্ অবিভাগশীলম্, অশ্রদ্দধানং সৎকার্য্যেষু শ্রদ্ধারহিতম্, যথা-শক্তি অযজমানম্ অযজনস্বভাবম্ আহুঃ—আসুরঃ খল্বয়ম্, যত এবংস্বভাবঃ, বতেতি খিদ্যমানা আহুঃ শিষ্টাঃ। অসুরাণাং হি যস্মাদশ্রদ্দধানতাদিলক্ষণা এষা উপনিষৎ, তয়োপনিষদা সংস্কৃতাঃ সন্তঃ প্রেতস্য শরীরং কুণপং ভিক্ষয়া গন্ধমাল্যান্নাদিলক্ষণয়া, বসনেন বস্ত্রাদিনাচ্ছাদনাদিপ্রকারেণ অলঙ্কারেণ ধ্বজপতাকাদিকরণেনেত্যেবং সংস্কুর্ব্বন্তি। এতেন কুণপ-সংস্কারেণ অমুং প্রেত্য প্রতিপত্তব্যং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে॥৬০৮॥৫

অষ্টমাধ্যায়স্য অষ্টম্-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৮॥৮॥

আনন্দগিরিঃ।—বিরোচন-সংপ্রদায়স্যাবিচ্ছিন্নত্বং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। দেহাত্মবাদস্যাসুরত্বাদিতি যাবৎ। তৎসম্প্রদায়স্তেষাং বিরোচনপ্রভৃতীনামসুরাণাং সম্প্রদায়ো দেহাত্মত্বোপদেশঃ। কিমিত্যাত্মত্বাদিরহিতমাসুরমাহুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—আসুরাণাং হীতি। প্রকৃতোপনিষৎকার্য্যং কথয়তি—তয়েতি॥৬০৮॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—সেই হেতু আজও তাহার সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। তজ্জন্য এই জগতে অদাতা, অশ্রদ্ধালু ও যজ্ঞহীন লোককে অর্থাৎ যে লোক দান করে না, স্বভাবতই ত্যাগ-বিমুখ, সৎকর্ম্মে শ্রদ্ধাবিহীন, এবং শক্তি অনুসারে যাগ করে না, স্বভাবতই অযজনশীল, সজ্জনগণ দুঃখ সহকারে তাহাকে বলিয়া থাকেন যে, যে হেতু এই লোকটি এবংবিধ স্বভাবসম্পন্ন সেইহেতু নিশ্চয়ই আসুর। কেননা, যেহেতু অসুরগণের সম্বন্ধেই এই অশ্রদ্ধাদিরূপ উপনিষদ্ (আত্মবোধ) প্রসিদ্ধ। তাহারা তাদৃশ বুদ্ধি দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হইয়া মৃতের শরীরকে—শবদেহকে গন্ধমাল্যান্নাদিরূপ ভিক্ষা দ্বারা, বসন দ্বারা—বস্ত্রাদির সাহায্যে আচ্ছাদন প্রভৃতি দ্বারা এবং অলঙ্কার ও ধ্বজপতাকা প্রভৃতি দ্বারা এই প্রকার সংস্কার করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে, মৃতব্যক্তি এই শবদেহের সংস্কার দ্বারাই অমুক অর্থাৎ মৃত্যুর পরে প্রাপ্য লোককে জয় করিবে॥৬০৮॥৫

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৮॥৮॥

———

অষ্টমাধ্যায়ে

নবমঃ খণ্ডঃ।

অথ হেন্দ্রোঽপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ—যথৈব খল্বয়-মস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ, এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্‌ণে পরিবৃক্‌ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥৬০৯॥১

অথ (অনন্তরং) ইন্দ্রঃ হ (ঐতিহ্যে) দেবান্ অপ্রাপ্য (দেবসমীপম্ অগত্বা) এব এতৎ (বক্ষ্যমাণং) ভয়ং (অনিষ্টং) দদর্শ (চিন্তিতবান্)। অয়ং (ছায়াত্মা) খলু (নিশ্চয়ে) যথা এব (যদ্বদেব) অস্মিন্ শরীরে সাধু অলঙ্কৃতে (ভূষিতে সতি) অলঙ্কৃতঃ, সুবসনে সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে চ সতি পরিষ্কৃতঃ ভবতি, এবম্ এব (দেহাবয়বত্বস্য তুল্যত্বাদেব) অয়ং (ছায়াত্মা) অস্মিন্ (শরীরে) অন্ধে (সতি) অন্ধঃ, স্রামে (সতি) স্রামঃ [যস্য চক্ষুঃ নাসিকা বা সদা স্রবতি, সঃ স্রাম উচ্যতে]। পরিবৃক্‌ণে (ছিন্নে সতি) পরিবৃক্‌ণঃ (ছিন্নঃ) [ভবতি], [কিং বহুনা,] অস্য শরীরস্য এব (নিশ্চয়ে) নাশং (বিনাশম্) অনু (অনুসৃত্য) নশ্যতি (অদর্শনং গতো ভবতি); অহম্ (ইন্দ্রঃ) অত্র (ছায়াত্ম-জ্ঞানে) ভোগ্যং (কিমপি ফলং) ন পশ্যামি ইতি ॥

অতঃপর ইন্দ্র দেবগণের সমীপে উপস্থিত না হইয়াই (পথেই) এই প্রকার ভয় অর্থাৎ অকৃতার্থতা নিমিত্ত অনিষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন—উক্ত ছায়াত্মা নিশ্চয়ই এই স্থূল শরীর উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইলে যেরূপ উত্তম রূপে অলঙ্কৃত হয়, সুবসনযুক্ত হইলে সুবসনযুক্ত হয়, এবং পরিষ্কৃত—নখলোমাদিরহিত হইলে পরিষ্কৃত হয়, ঠিক সেইরূপই ত এই ছায়াত্মা, এই দেহ অন্ধ হইলে অন্ধ, স্রাম হইলে স্রাম, [সর্ব্বদা যাহার চক্ষু ও নাসিকা হইতে রস স্রাব হয়, তাহাকে বলে —স্রাম], এবং কর্ত্তিত হইলে কর্ত্তিত হয়; [অধিক কি], এই দেহের বিনাশেই বিনষ্ট হয়। এরূপ আত্মজ্ঞানে ত আমি কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ হ কিল ইন্দ্রঃ অপ্রাপ্যৈব দেবান্ দৈব্যা অক্রৌর্য্যাদি-সম্পদা যুক্তত্বাদ্ গুরোর্ব্বচনং পুনঃ পুনঃ স্মরন্নেব গচ্ছন্ এতদ্বক্ষ্যমাণং ভয়ং স্বাত্ম-

গ্রহণনিমিত্তং দদর্শ দৃষ্টবান্। উদশরাবদৃষ্টান্তেন প্রজাপতিনা যদর্থো ন্যায় উক্তঃ, তদেকদেশো মঘবতঃ প্রত্যভাদ্ বুদ্ধৌ, যেন চ্ছায়াত্মগ্রহণে দোষং দদর্শ। কথম্? যথৈব খলু অয়মস্মিন্ শরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে চ্ছায়াত্মাপি সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি, সুবসনে চ সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ। যথা নখলোমাদিদেহাবয়বাপগমে চ্ছায়াত্মাপি পরিষ্কৃতো ভবতি—নখলোমাদিরহিতো ভবতি, এবমেব অয়ং ছায়াত্মাপি অস্মিন্ শরীরে নখলোমাদিভির্দ্দেহাবয়বত্বস্য তুল্যত্বাদ্ অন্ধে চক্ষুষোঽপগমে অন্ধো ভবতি, স্রামে স্রামঃ, স্রামঃ কিল একনেত্রঃ; তস্যান্ধত্বেন গতত্বাৎ, চক্ষুর্নাসিকা বা যস্য সদা স্রবতি, স স্রামঃ। পরিবৃক্ণশ্ছিন্নহস্তশ্ছিন্নপাদো বা। স্রামে পরিবৃক্ণে বা দেহে চ্ছায়াত্মাপি তথা ভবতি। তথাস্য দেহস্য নাশমনু এষ নশ্যতি। অতো নাহমত্রাস্মিন্ ছায়াত্মদর্শনে দেহাত্মদর্শনে বা ভোগ্যং ফলং পশ্যামীতি ॥৮০৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—এবং বিরোচনগতং বিশেষং দর্শয়িত্বা দেবরাজগামিনং বিশেষমাহ—অথেত্যাদিনা। দ্বয়োস্তুল্যেঽপি প্রাজাপত্যবাক্যশ্রবণে দেবরাজস্যৈব কথং পথি তদনুসন্ধানং বৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দৈব্যেতি। স্মরণফলমাহ—স্মরন্নেবেতি। প্রজাপতিবচনং স্মরতোঽপি কথমিন্দ্রস্য চ্ছায়াত্মগ্রহণে দোষদর্শনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—উদশরাবেতি। যদর্থো দেহাদেরনাত্মত্বজ্ঞাপনায়েতি যাবৎ। কাদাচিৎকত্বব্যভিচারিত্বাদির্ন্যায়ঃ। তদেকদেশো ব্যভিচারিণোঽনাত্মত্বং। ন্যায়ৈকদেশদৃষ্টিফলমাচষ্টে—যেনেতি। দোষদর্শনমেবাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোটয়তি—কথমিত্যাদিনা। উদাহৃতে বাক্যে বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—যথেতি। পরিষ্কৃতো ভবতীত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—নখেতি। এবমেব দেহস্য নখাদ্যপগমে চ্ছায়াত্মনোঽপি তদপগমবদিত্যর্থঃ। শরীরেঽস্মিন্নন্ধে সতি চ্ছায়াত্মাপি অন্ধো ভবতীতি সম্বন্ধঃ। কিমিতি দেহস্যান্ধ্যে ছায়াত্মনস্তদিষ্টম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—নখলোমাদিভিরিতি। তৈঃ সহ চক্ষুরাদীনাং তুল্যত্বাদ্দেহাবয়বত্বস্য দেহে নখাদ্যভাবে ছায়ায়ামপি তদভাবাভ্যুপগমাদ্দেহে চক্ষুরাদ্যভাবেঽপি চ্ছায়ায়াং তদভাবো যুক্ত ইত্যর্থঃ। স্রামশব্দস্যাপুনরুক্তমর্থং কথয়তি—স্রামঃ কিলেতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—স্রাম ইতি। পারতন্ত্র্যাদনাত্মত্বং ছায়ায়া দর্শয়িত্বা তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—তথেতি। বিনাশিত্বাদিযুক্তিদর্শনফলমুপসংহরতি—অত ইতি ॥৮০৯॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অতঃপর, ইন্দ্র স্বভাবতই অক্রৌর্য্য প্রভৃতি দৈবী-সম্পদে বিভূষিত; (১) এইজন্য তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত না হইয়াই অর্থাৎ পথিমধ্যেই গুরুর (প্রজাপতির) উপদেশবাক্য বারংবার স্মরণ করিতে করিতে গমনের সময়ই

---

(১) তাৎপর্য্য—"দৈবী সম্পদ্" অর্থ—দেবতার ঐশ্বর্য্য নহে; পরন্তু মোক্ষোপযোগী বুদ্ধিগত সাত্ত্বিক গুণবিশেষ। ভগবান্ বলিয়াছেন—'অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্। তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য পাণ্ডব ॥ (ভগবদ্গীতা ১৬৷২,—৩)।

অর্থাৎ যে লোক দৈবী সম্পদ্‌বিশিষ্ট হয়, অহিংসা সত্যভাষিতা ও দানশীলতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণনিচয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ; সুতরাং এ সমস্ত গুণই তাহার লক্ষণ। যে লোক দৈবীসম্পদ্ লাভ করিয়াছেন, ঐহিক ধনসম্পদে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয় না; এবং সাহজিক ভ্রান্তিও তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না; এই কারণেই দৈবীসম্পৎসম্পন্ন ইন্দ্রের হৃদয়ে ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে এই ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু বিরোচনের হইল না।

স্বীয় আত্মগ্রহণের ফলে অর্থাৎ দেহমাত্রকে আত্মারূপে অবগত হওয়ার জন্য বক্ষ্যমাণ প্রকারে ভয় দর্শন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ প্রজাপতি যাহার জন্য অর্থাৎ যে তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত উদশরাব দৃষ্টান্ত দ্বারা ন্যায় (জ্ঞানোদয়ের পদ্ধতি) প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইন্দ্রের হৃদয়ে তাহার একাংশ প্রতিভাত হইয়াছিল; যাহার ফলে ছায়াত্মজ্ঞানদোষ দর্শন করিয়াছিলেন। কি প্রকার [দোষ দর্শন করিয়াছিলেন?] —নিশ্চয়ই এই শরীর উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইলে, সুবসন-সমন্বিত হইলে, এই পরিষ্কৃত হইলে এই ছায়াত্মাও যেরূপ উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, সুবসনযুক্ত এবং পরিষ্কৃত হয়, অর্থাৎ নখ লোম প্রভৃতি দৈহিক অবয়বের অপগমে ছায়াত্মাও পরিষ্কৃত হয়—নখ-লোমাদি-রহিত হয়। ঠিক তদ্রূপ, দেহাবয়বত্বাংশে নখ-লোমাদির সহিত তুল্যত্ব নিবন্ধন এই শরীর অন্ধ হইলে অর্থাৎ চক্ষুহীন হইলে, এবং স্রাম হইলে এই ছায়াত্মাও অন্ধ ও স্রাম হয়, স্রাম অর্থ—একনেত্র (যাহার একটিমাত্র চক্ষু আছে); অন্ধ-শব্দেই তাহার নির্দ্দেশ হওয়ায় [বুঝিতে হইবে], সর্ব্বদা যাহার চক্ষু ও নাসিকা হইতে স্রাব (রসক্ষরণ) হয়, তাহার নাম স্রাম। 'পরি'বৃক্‌ণ অর্থ—ছিন্নহস্ত কিংবা ছিন্নপাদ। দেহ স্রাম কিংবা পরিবৃক্‌ণ হইলে ছায়াত্মাও সেই রূপ হয়, অর্থাৎ এই স্থূল শরীর যেরূপ অবস্থায় থাকিবে, তাহার ছায়াও তদনুরূপ হইবে, কিছুমাত্র বিশেষ হইবে না। সেইরূপ এই দেহের বিনাশের অনুসারেই ইহাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব এই ছায়াত্মদর্শনে অথবা দেহাত্মজ্ঞানে আমি কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না (১) ॥৬০৭॥১

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়; তꣳ হ প্রজাপতিরুবাচ—মঘবন্‌ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ সার্দ্ধং বিরোচনেন কিমিচ্ছন্‌ পুনরাগম ইতি। স হোবাচ যথৈব খল্বয়ং ভগবোঽস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এব-

(১) তাৎপর্য্য—ইন্দ্রের অভিপ্রায় এই যে, এই যে আমরা দেহ কিংবা দেহের প্রতি-বিম্বকে (ছায়াকে) আত্মা বলিয়া অবধারণ করত প্রসন্নচিত্তে গৃহে ফিরিতেছি, কিন্তু ইহা ত ঠিক হইতেছে না। কেননা, নশ্বর দেহ ও তাহার ছায়া, ইহার কোনটিই ত আমাদের অভিপ্রেত প্রকৃত আত্মা হইতে পারে না। প্রথমতঃ আত্মা বস্তুটি অবিকৃতস্বভাব একরূপ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ছায়াত্মা যখন সর্ব্বতোভাবে দেহেরই অনুরূপ এবং দেহনাশে বিনাশশীল, তখন তাহাকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করা কথনই যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ দৃশ্যমান স্থূলদেহও যখন নিয়ত বিকারশীল—কাণত্বখঞ্জত্বাদিযুক্ত, এবং পরিণামেও ধ্বংসশীল, তখন তাহাকেও নিত্য নির্ব্বিকার আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা প্রজাপতিপ্রদত্ত উপদেশের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারি নাই: অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য পুনশ্চ প্রজাপতির সমীপে গমন করা উচিত।

মেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥৬১০॥২

সঃ (ইন্দ্রঃ) সমিৎপাণিঃ (সন্) পুনঃ এয়ায় (প্রজাপতিম্ আজগাম); প্রজাপতিঃ হ তং (ইন্দ্রং) উবাচ—হে মঘবন্, যৎ (যস্মাৎ) (শান্তহৃদয়ঃ) (সন্) বিরোচনেন সার্দ্ধং (সহ) প্রাব্রাজীঃ (গতবান্ অসি), তৎ (তস্মাৎ), কিং (প্রয়োজনং) ইচ্ছন্ [ত্বং] পুনঃ আগমঃ (আগতবান্ অসি) ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ উবাচ—হে ভগবঃ, যথৈব খলু অস্মিন্ শরীরে সাধু অলঙ্কৃতে সুবসনে পরিষ্কৃতে চ সতি অয়ং (ছায়াত্মা) সাধু অলঙ্কৃতঃ, সুবসনঃ পরিষ্কৃতশ্চ ভবতি, এবমেব অস্মিন্ (শরীরে) অন্ধে, স্রামে পরিবৃক্ণে বা অয়ং (ছায়াত্মাপি) অন্ধঃ স্রামঃ পরিবৃক্ণশ্চ ভবতি; অস্য শরীরস্য এব নাশং অনু (অনুসৃত্য) এষঃ (ছায়াত্মা) নশ্যতি। [অতঃ] অহং অত্র ভোগ্যং (ফলং) ন পশ্যামি ইতি॥

ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া [শিষ্যভাবে] পুনর্ব্বার আগমন করিলেন; প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মঘবন্, তুমি যে বিরোচনের সহিত শান্তহৃদয়ে গমন করিয়াছিলে, তবে আবার বাসের ইচ্ছায় প্রত্যাগমন করিলে? তিনি বলিলেন—হে ভগবন্, এই স্থূল শরীর উত্তম অলঙ্কৃত, সুবসনযুক্ত এবং পরিষ্কৃত হইলে এই ছায়াত্মাও যেরূপ নিশ্চয়ই উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, সুবসনযুক্ত এবং পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ এই শরীর অন্ধ হইলে এই ছায়াত্মাও অন্ধ হয়, স্রাম হইলে (চক্ষু ও নাসিকা হইতে লালাস্রাব হইলে) স্রাম হয়, ছিন্ন হইলে ছিন্ন হয়, এবং এই শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়; এরূপ আত্ম'বজ্ঞানে আমি ত কিছু ফল দেখিতেছি না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবং দোষং দেহ-চ্ছায়াত্মদর্শনে (১) অধ্যবস্য সঃ সমিৎপাণিঃ ব্রহ্মচর্য্যং বস্তুং পুনরেয়ায়। তং হ প্রজাপতিরুবাচ—মঘবন্ যৎ শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ প্রগতবানসি বিরোচনেন সার্দ্ধং কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। বিজানন্নপি পুনঃ পপ্রচ্ছ ইন্দ্রাভিপ্রায়াভিব্যক্তয়ে। "যদ্বেত্থ, তেন মোপসীদ" ইতি যদ্বৎ তথা চ স্বাভিপ্রায়ং প্রকটমকরোৎ—যথৈব খল্বয়মিত্যাদি; এবমেবেতি চ অন্বমোদত প্রজাপতিঃ।

নন্বু তুল্যোঽক্ষিপুরুষশ্রবণে, দেহচ্ছায়াম্ ইন্দ্রোঽগ্রহীদাত্মেতি, দেহমেব তু বিরোচনঃ, তং কিন্নিমিত্তম্? তত্র মন্যতে—যথা ইন্দ্রস্যোদশরাবাদি প্রজাপতিবচনং স্মরতো দেবানপ্রাপ্তস্যৈব আচার্য্যোক্তবুদ্ধ্যা ছায়াত্মগ্রহণং, তত্র দোষদর্শনঞ্চাভূৎ, ন তথা বিরোচনস্য; কিন্তর্হি? দেহ এব ত্বাত্মদর্শনম্, নাপি তত্র দোষদর্শনং

(১) 'দেহে চ্ছায়াত্মদর্শনে চ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

বভূব। তদ্বদেব বিদ্যাগ্রহণসামর্থ্যে প্রতিবন্ধদোষাল্পত্ববহুত্বাপেক্ষম্ ইন্দ্রবিরোচনয়োঃ ছায়াত্ম-দেহয়োর্গ্রহণম্। ইন্দ্রোঽল্পদোষত্বাৎ "দৃশ্যতে" ইতি শ্রুত্যর্থমেব শ্রদ্দধানতয়া জগ্রাহ; ইতরশ্ছায়ানিমিত্তং দেহং হিত্বা শ্রুত্যর্থং লক্ষণয়া জগ্রাহ—প্রজাপতিনোক্তোঽয়মিতি, দোষভূয়স্ত্বাৎ। যথা কিল নীলানীলয়োরাদর্শে দৃশ্যমানয়োর্ব্বাসসোষৎ নীলং, তন্মহার্হমিতি ছায়ানিমিত্তং বাস এবোচ্যতে, ন ছায়া, তদ্বদিতি বিরোচনাভিপ্রায়ঃ। স্বচিত্তগুণ-দোষবশাদেব হি শব্দার্থাবধারণং তুল্যেঽপি শ্রবণে খ্যাপিতম্—'দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্' ইতি দকারমাত্রশ্রবণাৎ শ্রুত্যন্তরে। নিমিত্তান্যপি তদনুগুণান্যেব সহকারীণি ভবন্তি ॥৬১০॥২

আনন্দগিরিঃ।—দোষং দৃষ্টা যথোক্তরীত্যা কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ—ইত্যেবমিতি। সর্ব্বজ্ঞো হি প্রজাপতিরিন্দ্রাভিপ্রায়ং জানন্নেব কিমর্থং প্রাকৃতবৎ পৃচ্ছতীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিজানন্নপীতি। আচার্য্যস্য জ্ঞানবতোঽপি শিষ্যং প্রত্যভিপ্রায়বিশেষেণ জ্ঞাতুং প্রশ্নোপপত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—যদ্বেথেতি। তথাচ প্রজাপতিপ্রশ্নানুরোধেনেতিযাবৎ। ইন্দ্রবিষয়ঃ স্বশব্দঃ।

শিষ্যয়োঃ শ্রবণসাম্যেঽপি প্রতিপত্তিবৈষম্যে নিমিত্তং পৃচ্ছতি—নন্বিতি। আচার্য্যমতোপন্যাসদ্বারা পরিহরতি—তত্রেতি। তত্র প্রতিপত্তিবিশেষে দৃষ্টান্তেন নিমিত্তবিশেষং দর্শয়তি—যথেতি। আচার্য্যোক্তবুদ্ধ্যা তাৎপর্য্যেণ প্রজাপতিনা ছায়াত্মৈবোক্ত ইতি ভ্রান্ত্যেত্যর্থঃ। বিরোচনস্যেন্দ্রবচ্ছায়াত্মগ্রহণমাচার্য্যোক্তবুদ্ধ্যা নাভূদিত্যাহ—ন তথেতি। কথং তর্হি তস্যাত্মদর্শনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দেহ এবেতি। আচার্য্যেণাত্মা দেহ এবোক্ত ইতি বুদ্ধ্যা তত্রৈব বিরোচনস্যাত্মজ্ঞানমাসীদিত্যর্থঃ। ইন্দ্রস্য ছায়াত্মগ্রহণে দেবানপ্রাপ্তস্যৈব মার্গমধ্যে দোষদর্শনবদ্বিরোচনস্যাসুরানপ্রাপ্তস্যাধ্বনি দেহাত্মদর্শনে দোষদর্শনং চ ন প্রবৃত্তমিত্যাহ—নাপীতি। দৃষ্টান্তমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকমাহ—তদ্বদেবেতি। বিদ্যাগ্রহণৌপয়িকস্য সামর্থ্যস্য প্রতিবন্ধভূতো যো রাগাদিদোষস্তদল্পত্বাপেক্ষমিন্দ্রস্য ছায়ায়ামাত্মগ্রহণমিত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—ইন্দ্র ইতি। যথোক্তদোষভূয়স্ত্বাপেক্ষং গৃহ্ণতো বিরোচনস্যাভিপ্রায়ং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যথেত্যাদিনা। উক্তমর্থং বৃহদারণ্যকশ্রুত্যবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—স্বচিত্তেতি। দেবান্মনুষ্যানসুরাংশ্চ প্রজাপতিনা দকারোপদেশে সাধারণ্যেন কৃতে তেষাং তদীয়শ্রবণে তুল্যেঽপি তদর্থবিশেষাবধারণং স্বচিত্তগুণদোষবশাদেব বৃহদারণ্যকে খ্যাপিতং, তথেহাপীত্যর্থঃ। তত্র বা কথং তুল্যেঽপি শ্রবণে অর্থবিশেষবুদ্ধিস্তত্রাহ—দাম্যতেতি। অদান্তা হি বয়ং স্বভাবতস্তেন দাম্যতেত্যস্মান্ প্রতি পিতোক্তবানিতি দেবানাং মতিরাবিরাসীৎ। স্বভাবতো লুব্ধা বয়ং, তেন দত্তেত্যস্মান্ প্রত্যুক্তবান্ পিতেতি মনুষ্যাণাং বুদ্ধিরাসীৎ। ক্রূরা হি বয়ং স্বভাবতস্তেন দয়ধ্বমিত্যস্মান্ প্রতি প্রজাপতিরূচিবানিত্যসুরাণাং প্রতিপত্তির্বভূব। তদেবং দকারমাত্রশ্রবণাদাত্মচিত্তানুরোধেন তেষাং মনীষা প্রবৃত্তা, তথেন্দ্রবিরোচনয়োরপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অথেন্দ্রবিরোচনয়োর্যুক্তিদর্শনাবিশেষাদর্থপ্রতিপত্তেরপ্যবিশেষঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—নিমিত্তান্যপীতি। যুক্তিদর্শনাদ্যপি স্বচিত্তগুণদোষাল্পত্ববহুত্বাপেক্ষাণ্যতস্তয়োস্তদপেক্ষং প্রতিপত্তিবৈষম্যমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৬১০॥২

ভাষ্যানুবাদ।—দেহচ্ছায়ায় আত্মবুদ্ধিতে এইপ্রকার দোষ অবধারণ করিয়া তিনি (ইন্দ্র) সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মচর্য্য বাস করিতে পুনশ্চ আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—যেহেতু তুমি বিরোচনের সহিত শান্তহৃদয়ে গমন করিয়াছ, তবে আবার কিসের ইচ্ছায় পুনর্ব্বার আগমন করিলে? প্রজাপতি [প্রকৃত উদ্দেশ্য] জানা সত্ত্বেও ইন্দ্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বে যেমন 'যাহা অবগত আছ, তাহা দ্বারা অর্থাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও' বলিয়াছিলেন, ইহাও তদ্রূপ। ইন্দ্রও প্রশ্নানুসারে "যথৈব খল্বয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। প্রজাপতিও 'ঠিক এইরূপই বটে' বলিয়া তাঁহার কথার অনুমোদন করিলেন।

ভাল, অক্ষি-পুরুষ শ্রবণ উভয়ের তুল্য হইলেও, তন্মধ্যে ইন্দ্র দেহচ্ছায়াকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, আর বিরোচন দেহকেই [আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলেন]; ইহার কারণ কি? এবিষয়ে এইরূপ মনে হয় যে, প্রজাপতির উদ-শরাবাদি বিষয়ক বাক্যস্মরণ করিতে করিতে দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রের যেরূপ প্রথমতঃ আচার্য্যাভিপ্রেত মনে করিয়া ছায়াকে আত্মারূপে গ্রহণ, এবং তাহাতে আবার দোষ দর্শনও হইয়াছিল, বিরোচনের কিন্তু সেরূপ হয় নাই; তবে কি? দেহেই আত্ম-দর্শন হইয়াছিল, অথচ তাহাতে দোষ দর্শন হয় নাই; ঠিক সেই রূপই বিদ্যাগ্রহণের শক্তি-প্রতিবন্ধক দোষের অল্পত্ব ও আধিক্য বশতই ইন্দ্র ও বিরোচনের ছায়াতে ও দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়াছিল। ইন্দ্রের জ্ঞান-প্রতিবন্ধক দোষ অল্প; এইজন্য তিনি শ্রদ্ধাসহকারে "দৃশ্যতে" কথার মুখ্যার্থ গ্রহণ করেন, বিরোচন কিন্তু দোষবাহুল্য বশতঃ, দেহ ছায়ার নিমিত্ত মাত্র, এইরূপ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা এই দেহই প্রজাপতিকর্ত্তৃক [আত্মা বলিয়া] কথিত হইয়াছে এইরূপ গৌণার্থ গ্রহণ করিলেন। বিরোচনের অভিপ্রায় এই যে, দর্পণে প্রতিবিম্বরূপে দৃশ্যমান নীল ও পীত দ্বিবিধ বস্ত্রের মধ্যে যেরূপ ঐ ছায়ানিবন্ধনই 'যাহা নীল, তাহাই উৎকৃষ্ট' এইরূপে বস্ত্রই অভিহিত হয়, ছায়া বা প্রতিবিম্ব অভিহিত হয় না; ইহাও তদ্রূপ। সমানভাবে উপদেশ শ্রবণ করিলেও যে শ্রোতার স্বীয় চিত্তগত গুণ ও দোষানুসারেই উপদেশের অর্থ অবধারণ করা হয়, ইহা অপর শ্রুতিতেও কেবল 'দ' অক্ষরটি শ্রবণেই 'দমন কর, দান কর, দয়া কর', এইরূপ অর্থভেদ গ্রহণ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। আর ঐ প্রকার অর্থাবধারণের অনুকূল নিমিত্তগুলিও সহকারী কারণ হইয়া থাকে ॥৬১০॥২

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ ॥৬১১॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৯॥

[প্রজাপতিঃ] হ উবাচ (উক্তবান্)—হে মঘবন্, এষঃ (আত্মা) এবমেব (ত্বয়া যথা অবগতং, তথৈব), ইতি। এতম্ (আত্মানম্) এব তু তে (তুভ্যং) ভূয়ঃ (পুনরপি) অনুব্যাখ্যাস্যামি ; অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি বস (ব্রহ্মচর্য্যং প্রতিপালয়স্ব), ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস (বসতিং চকার)। [অনন্তরঞ্চ প্রজাপতিঃ] তস্মৈ উবাচ (উপদিদেশ) হ (ঐতিহ্যে)॥

প্রজাপতি বলিলেন, হে মঘবন্, ঠিক এইরূপই বটে ; আমি পুনশ্চ তোমাকে এই আত্মার উপদেশ করিব ; তুমি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য বাস কর। তিনি (ইন্দ্র) আরও বত্রিশ বৎসর বাস করিলেন ; [তাহার পর প্রজাপতি] তাঁহাকে উপদেশ দিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—এবমেবৈষ মঘবন্ সম্যক্ ত্বয়াবগতম্, ন ছায়া আত্মা ইত্যুবাচ প্রজাপতিঃ। যো ময়োক্ত আত্মা প্রকৃতঃ, এতমেবমাত্মানং তু তে ভূয়ঃ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমপি অনুব্যাখ্যাস্যামি। যস্মাৎ সকৃদ্ব্যাখ্যাতং দোষরহিতানামবধারণবিষয়ং প্রাপ্তমপি নাগ্রহীঃ, অতঃ কেনচিদ্দোষেণ প্রতিবদ্ধগ্রহণসামর্থ্যস্ত্বম্। অতস্তৎক্ষপণায় বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি, ইত্যুক্ত্বা তথোষিতবতে ক্ষপিতদোষায় তস্মৈ হ উবাচ ॥৬১১॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য নবম-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥৯॥

আনন্দগিরিঃ।—ইন্দ্রাভিপ্রায়ং বুদ্ধা প্রজাপতিরনুমোদিতবানিত্যুক্তম্ ইদানীমনুমোদনবাক্যং ব্যাকরোতি—এবমেবেতি। ইন্দ্রাভিপ্রায়বিষয় এষ শব্দঃ। অনুব্যাখ্যাস্যামীত্যুক্তং শ্রুত্বা শ্রোতুকামমুপগতমিন্দ্রং প্রত্যাহ—যস্মাদিতি ॥৬১১॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য নবমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি বলিলেন—হে মঘবন্ (ইন্দ্র), এই প্রকারই বটে ; অর্থাৎ ঠিক বুঝিয়াছ ; ছায়া কখনই আত্মা নহে। আমি যে আত্মার কথা বলিয়াছি ; সেই প্রস্তাবিত আত্মার বিষয় তোমায় পূর্ব্বে বলিয়া থাকিলেও পুনর্ব্বার বিশদরূপে বলিব। যেহেতু একবার উপদেশেই নির্দ্দোষচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যাহা গ্রহণযোগ্য, তাহাও তুমি গ্রহণ করিতে পার নাই ; সেই হেতু [বুঝিতে হইবে যে,] তোমার অবধারণ-শক্তি কোন প্রকার দোষে প্রতিরুদ্ধ হইয়া আছে ; অতএব সেই দোষাপনয়নের নিমিত্ত আরও বত্রিশ বৎসর বাস কর। এই কথা শুনিয়া সেইরূপ বাস করিলে পর ক্ষীণদোষ ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥৬১১॥৩

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের নবম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥৯॥

দশমঃ খণ্ডঃ ।

য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ, স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ—তদ্ যদ্যপীদং শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি, যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥৬১২॥১

যঃ এষঃ স্বপ্নে মহীয়মানঃ (ভোগৈঃ পূজ্যমানঃ সন্) চরতি (ব্যবহরতি), এষঃ (স্বপ্নদর্শী) আত্মা (অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ) ইতি ; এতৎ (এষঃ) অমৃতম্, [অতএব] অভয়ম্, এতৎ (এষঃ) ব্রহ্ম, ইতি হ উবাচ [প্রজাপতিঃ]। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ শান্তহৃদয়ঃ (কৃতকৃত্যতাবুদ্ধ্যা নিরুদ্বেগঃ সন্) প্রবব্রাজ (গৃহাভিমুখং গতবান্)। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ দেবান্ অপ্রাপ্য এব (পথিমধ্যে এব) এতৎ (বক্ষ্যমাণপ্রকারং) ভয়ং দদর্শ (দৃষ্টবান্, জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ)—তৎ ইদং (শরীরং) যদ্যপি অন্ধং ভবতি, [তথাপি] সঃ (স্বপ্নদর্শী) অনন্ধঃ ভবতি ; যদি স্রামঃ, [তথাপি সঃ] অস্রামঃ [ভবতি] ; এষঃ (স্বপ্নদৃক্ আত্মা) অস্য (দেহস্য) দোষেণ নৈব দুষ্যতি (কলুষীভবতীত্যর্থঃ) ॥

প্রজাপতি বলিলেন—এই যিনি স্বপ্ন সময়ে বিবিধ ভোগে পরিপূজিত হইয়া বিচরণ করেন, ইনিই আত্মা, এবং ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম ইতি। তিনি (ইন্দ্র) [এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া] হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত না হইয়াই এইরূপ ভীতি দর্শন করিলেন—সেই এই শরীর যদি অন্ধও হয়, তথাপি এই আত্মা অনন্ধই থাকে, যদি স্রাম হয়, তথাপি অস্রাম থাকে ; ফল [কথা] এই শরীরের কোন দোষেই এই স্বপ্নদর্শী আত্মা নিশ্চয়ই দুষিত বা কলুষিত হয় না ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ।—য আত্মাপহতপাপ্মাদিলক্ষণঃ "য এষোঽক্ষিণি" ইত্যাদিনা ব্যাখ্যাতঃ, এষ সঃ। কোঽসৌ ? যঃ স্বপ্নে মহীয়মানঃ স্ত্র্যাদিভিঃ পূজ্যমানশ্চরতি অনেকবিধান্ স্বপ্নভোগাননুভবতীত্যর্থঃ। এষ আত্মেতি হোবাচ ইত্যাদি সমানম্। স হ এবমুক্ত ইন্দ্রঃ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ। স হাপ্রাপ্যৈব দেবান্ পূর্ব্ববদস্মিন্নপ্যাত্মনি ভয়ং দদর্শ। কথম্ ? তদিদং শরীরং যদ্যপ্যন্ধং ভবতি, স্বপ্নাত্মা যোঽনন্ধঃ, স ভবতি। যদি স্রামমিদং শরীরমস্রামশ্চ স ভবতি, নৈবৈষ স্বপ্নাত্মা অস্য দেহস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥৬১২॥১

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্ববৎ ছায়াত্মদর্শনবদিত্যর্থঃ। অস্মিন্নপ্যাত্মনীতি স্বপ্নদৃশোরিত্যর্থঃ। ছায়াত্মনঃ শরীরানুবিধায়িত্ববন্ন স্বপ্নদৃশস্তদনুবিধায়িত্বং, তথা চ কথং পূর্ব্ববদ্দোষদর্শনমিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—কথমিত্যাদিনা ॥৬১২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—অপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণান্বিত যে আত্মা "য এষঃ অক্ষিণি" শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে; ইহাই তাহা। ইনি কে? যিনি স্বপ্নসময়ে মহীয়মান অর্থাৎ স্ত্রী প্রভৃতি দ্বারা পূজিত হইয়া বিচরণ করেন, অর্থাৎ বহুবিধ স্বাপ্ন বিষয় ভোগ করেন, ইনিই আত্মা, এই কথা [প্রজাপতি] বলিয়াছিলেন, ইত্যাদি বাক্যের অর্থ পূর্ব্ববৎ। সেই ইন্দ্র এইরূপ কথিত হইলে পর হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত না হইয়াই পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত আত্মদর্শনে ভীতি দর্শন করিয়াছিলেন। কি প্রকারে? এই শরীর যদিও অন্ধ হয়, তথাপি যিনি স্বপ্নাত্মা, তিনি অনন্ধ থাকেন; এই শরীর যদি স্রাম হয়, সেই স্বপ্নাত্মা অস্রামই থাকেন, এই স্বপ্নাত্মা এই দেহের দোষে নিশ্চয়ই দূষিত হন না॥৬১২॥১

ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥৬১৩॥২

অপিচ, [অয়ং স্বপ্নাত্মা] অস্য (শরীরস্য) বধেন ন হন্যতে; অস্য (শরীরস্য) স্রামেণ স্রামঃ ন [ভবতি]। তু (পুনঃ) এনং (ছায়াত্মানং) ঘ্নতি এব (ইব—ঘ্নন্তীব, নতু বস্তুতঃ এব ঘ্নন্তি কেচন "ন হন্যতে" ইত্যুক্তত্বাৎ); বিচ্ছাদয়ন্তি (বিদ্রাবয়ন্তি) ইব; তথা অপ্রিয়বেত্তা (পুত্রাদিমরণজন্যদুঃখানুভবিতা) ইব ভবতি অপি চ রোদিতি (ক্রন্দতি) ইব; [অতঃ] অহম্ অত্র (স্বপ্নাত্মদর্শনে) ভোগ্যং (কিঞ্চিৎ ফলং) ন পশ্যামি ইতি॥

অপিচ, [এই স্বপ্নাত্মা] এই দেহের বধে হত হয় না, এবং ইহার স্রাম্যতায় স্রামযুক্তও হয় না। পরন্তু কাহারা যেন ইহাকে বধই করিতেছে; বিতাড়িতই করিতেছে; এবং এই স্বপ্নাত্মা যেন অপ্রিয়—দুঃখই অনুভব করিতেছে; যেন রোদনই করিতেছে। অতএব আমি এই স্বপ্নাত্ম-দর্শনে কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না॥

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়, তꣳ হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। স হোবাচ

তদ্‌যদ্যপীদং ভগবঃ শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি, যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥৬১৪॥৩

সঃ (ইন্দ্রঃ) সমিৎপাণিঃ (সন্) পুনঃ এয়ায় (আগতবান্)। প্রজাপতিঃ হ তং (ইন্দ্রং) উবাচ—হে মঘবন্, [ত্বং] যৎ শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ (গতবান্ অসি), [তৎ] কিম্ (প্রয়োজনম্) ইচ্ছন্ পুনঃ আগমঃ (মম সমীপম্ আগতবান্ অসি)? ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ উবাচ—ভগবঃ, (হে ভগবন্), যদ্যপি (সম্ভাবনায়াম্) তৎ ইদং শরীরম্ অন্ধং ভবতি, সঃ তু অনন্ধঃ ভবতি, যদি স্রামং [তথাপি] অস্রামঃ [ভবতি]। [কিং বহুনা], অস্য (শরীরস্য) দোষেণ নৈব দুষ্যতি (কলুষীভবতি) [স্বপ্নাত্মা] ॥

সেই ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনর্ব্বার আসিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাহাকে বলিলেন, হে মঘবন্, তুমি যে প্রসন্নচিত্তে চলিয়া গিয়াছিলে, তবে কি প্রয়োজনে পুনর্ব্বার আসিয়াছ? তিনি বলিলেন—হে ভগবন্, এই শরীর যদি অন্ধও হয়, তথাপি স্বপ্নাত্মা অনন্ধই থাকে, স্রাম হইলেও অস্রামই থাকে; [অধিক কি] এই স্বপ্নাত্মা এই শরীরের দোষে দূষিত হয় না ॥

ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীত্যেবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ ॥৬১৫॥৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১০॥

অপিচ, অস্য (শরীরস্য) বধেন (নাশেন) [অয়ং স্বপ্নাত্মা] ন হন্যতে; অস্য স্রাম্যেণ স্রামঃ ন [ভবতি], তু (পুনঃ) এনং (স্বপ্নদর্শিনং) ঘ্নন্ত্যেব হিংসন্তীব, [অত্র 'এব'-শব্দ ইবার্থে]। বিচ্ছাদয়ন্তি ইব (বিদ্রাবয়ন্তীব) [কেচন]; [স্বয়ং চ] অপ্রিয়বেত্তা (দুঃখানুভবিতা) ইব; রোদিতি ইব চ। অহম্ অত্র (স্বপ্নাত্ম-দর্শনে) ভোগ্যং ন পশ্যামি ইতি। [প্রজাপতিঃ] উবাচ—হে মঘবন্, এষঃ (স্বপ্নাত্মা) এবমেব (ত্বয়া যথা চিন্তিতঃ, তথা এব)। তু (কিন্তু) এতম্ (অপহতপাপ্মাত্বাদিলক্ষণম্ আত্মানম্) এব তে (তুভ্যং) ভূয়ঃ (পুনরপি) অনুব্যাখ্যাস্যামি; [অতঃ] অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি (ব্রহ্মচর্য্যমবলম্বস্ব) ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস; তস্মৈ (ইন্দ্রায়) উবাচ (আত্মতত্ত্বম উপদিদেশ) হ [প্রজাপতিঃ] ॥

এই শরীর হত হইলেও স্বপ্নাত্মা হত হয় না; এই শরীরের গ্লানিতেও গ্লানিযুক্ত হয় না; পরন্তু কাহারা যেন এই স্বপ্নদর্শীকে হতই করে, যেন তাড়নাই করে; এবং নিজেও যেন অপ্রিয়ই অনুভব করে, এবং যেন রোদনই করে। অতএব আমি এরূপ আত্মদর্শনে কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না। প্রজাপতি বলিলেন—হে মঘবন্, এই স্বপ্নাত্মা এইরূপই বটে; কিন্তু আমি তোমাকে পুনশ্চ এই আত্মার ব্যাখ্যা করিব; তুমি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য কর। তিনি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিলেন। তাহার পর প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—নাপি অস্য বধেন স হন্যতে, ছায়াত্মবৎ। ন চাস্য স্রাম্যেণ স্রামঃ স্বপ্নাত্মা ভবতি। যদধ্যায়াদাবাগমমাত্রেণোপন্যস্তং—নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতীত্যাদি, তদিহ ন্যায়েনোপপাদয়িতুমুপন্যস্তম্। ন তাবদয়ং ছায়াত্মবদ্দেহদোষযুক্তঃ, কিন্তু ঘ্নন্তি ত্বেবৈনম্, এবশব্দ ইবার্থে; ঘ্নন্তীবৈনং কেচনেতি দ্রষ্টব্যম্। ন তু ঘ্নন্ত্যেবেতি, উত্তরেষু সর্ব্বেষু ইবশব্দদর্শনাৎ। নাস্য বধেন হন্যত ইতি বিশেষণাৎ ঘ্নন্তি ত্বেবেতি চেৎ, নৈবম্; প্রজাপতিং প্রমাণীকুর্ব্বতোঽনৃতবাদিত্বাপাদনানুপপত্তেঃ। এতদমৃতমিত্যেতৎ প্রজাপতিবচনং কথং মৃষা কুর্য্যাদিন্দ্রঃ তং প্রমাণীকুর্ব্বন্।

ননু চ্ছায়াপুরুষে প্রজাপতিনোক্তে অস্য শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি ইতি দোষমভ্যদধাৎ, তথেহাপি স্যাৎ। নৈবম্। কস্মাৎ? "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি ন চ্ছায়াত্মা প্রজাপতিনোক্ত ইতি মন্যতে মঘবান্। কথম্? অপহতপাপ্মাদিলক্ষণে পৃষ্টে যদি চ্ছায়াত্মা প্রজাপতিনোক্ত ইতি মন্যতে, তদা কথং প্রজাপতিং প্রমাণীকৃত্য পুনঃ শ্রবণায় সমিৎপাণির্গচ্ছেৎ জগাম চ। তস্মান্ন চ্ছায়াত্মা প্রজাপতিনোক্ত ইতি মন্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং দ্রষ্টা অক্ষিণি দৃশ্যতে ইতি।

তথা বিচ্ছাদয়ন্তীব বিদ্রাবয়ন্তীব; তথা চ পুত্রাদিমরণনিমিত্তমপ্রিয়বেত্তেব ভবতি। অপি চ, স্বয়মপি রোদিতীব। ননু অপ্রিয়ং বেত্ত্যেব, কথং বেত্তেবেতি? উচ্যতে—ন, অমৃতাভয়ত্ববচনানুপপত্তেঃ। ধ্যায়তীবেতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। ননু প্রত্যক্ষবিরোধ ইতি চেৎ; ন; শরীরাত্মত্বপ্রত্যক্ষবদ্ ভ্রান্তিসম্ভবাৎ। তিষ্ঠতু তাবদপ্রিয়বেত্তেব ন বেতি; নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি। স্বপ্নাত্মজ্ঞানেঽপি ইষ্টং ফলং নোপলভে ইত্যভিপ্রায়ঃ। এবমেবৈষ তবাভিপ্রায়েণেতি বাক্যশেষঃ। আত্মনোঽমৃতাভয়গুণবত্ত্বস্যাভিপ্রেতত্বাৎ। দ্বিরুক্তমপি ন্যায়তো ময়া যথাবৎ ন অবধারয়তি, তস্মাৎ পূর্ব্ববদস্য অদ্যাপি প্রতিবন্ধকারণমস্তীতি মন্বানস্তৎক্ষপণায় বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যম্, ইত্যাদিদেশ প্রজাপতিঃ। তথোষিতবতে ক্ষপিতকল্মষায় আহ॥ ৬১৩-৬১৫॥২-৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দশম-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৮॥১০॥

আনন্দগিরিঃ।—স্রাম্যেণ চক্ষুরাদিগতানবরতসলিলগলনবিষয়ত্বেনেতি যাবৎ। দেহদোষেণাত্মনো ন দোষো ভবতীতি প্রাগেবোক্তং, তৎ কিমর্থমিহ পুনরুচ্যতে, অত আহ—যদধ্যায়াদা'বিতি। ন্যায়োঽন্বয়ব্যতিরেকাখ্যঃ। এতদ্দেহাভিমানে হি সত্যেব দেহধর্ম্মেণ সংযুজ্যতে ইব দ্রষ্টা, স্বপ্নে ত্বেতদ্দেহাভিমানাভাবান্ন তেন সংসৃজ্যতে ইত্যাহ—তদিহেতি। স্বপ্নদ্রষ্টা চেদ্দেহদোষেণ ন যুজ্যতে, কথং তর্হি তস্মিন্ দোষদর্শনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন তাবদিতি। কিমিত্যেবকারো যথাশ্রুতো ন ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহ—ন'ন্বিতি। ইতিশব্দো দ্রষ্টব্য'মিতানেন সংবধ্যতে। দেহস্য বধেন নায়ং হন্যত ইতি বিশেষণাৎ স্বতো বধঃ স্বপ্নদৃশো নিয়মতো বিবক্ষিতঃ, কস্মাদেবশব্দো ন যথাশ্রুত এবেতি শঙ্কাতে—নাস্যেতি। কিময়ং প্রজাপতি মাপ্তমনাপ্তং বা মন্যতে, যদ্যনাপ্তং বুধ্যতে, ন তর্হি তং প্রত্যুপগতিরিন্দ্রস্য বিদ্যাগ্রহণার্থং সম্ভবতীতি মত্বাহ—নৈবমি'তি। বিকল্পান্তরং প্রত্যাহ—প্রজাপতি-মিতি। স স্বতো হননং স্বপ্নদৃশো বিবক্ষিতমিত্যস্যেতি শেষঃ। উক্তমেব স্ফোরয়তি—এতদিতি।

দৃষ্টান্তেন শঙ্কতে—নন্বিতি। দৃষ্টান্তং বিঘটয়তি—নৈবমিতি। তদ্বিঘটন-প্রকারং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কস্মাদিত্যাদিনা। এতদেবাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং প্রপঞ্চয়তি—কথমিত্যাদিনা।

অথেন্দ্রো দৃশ্যত ইতি শ্রুতার্থং গৃহীত্বা ছায়াত্মানমেব গৃহীতবানিত্যুক্তং, কথমিদানীমন্যথোচ্যতে, তত্রাহ—তথেতি। যথেদং বাক্যমক্ষ্যুপলক্ষিতদ্রষ্টৃপরং, তথা প্রাগেব ব্যাখ্যাতং, ন তু স্বপ্নদ্রষ্টরি ছায়াত্মনীব স্পষ্টা বিনাশদৃষ্টি'রিতার্থঃ। যথা তদুপগম্য স্বপ্নদ্রষ্টারং ঘ্নন্তীব, তথেতি যাবৎ। ইবশব্দমা'ক্ষিপতি—নন্বিতি। বেত্তৃত্বং বিকারশ্চেদমৃতত্বং ন স্যাৎ স্মৃতাদিব'দ্বিনাশিত্বপ্রসঙ্গাৎ তত্তস্মা'দিবশব্দো যুক্ত ইত্যুক্তবমাহ—উচ্যত ইতি। অহং বেদ্মীতিবিক্রিয়াশ্রয়ত্বপ্রত্যাক্ষবিরোধাদিবশব্দো ন যুক্ত ইতি শঙ্কতে—নন্বি'তি। অধ্যাসাদপি প্রত্যক্ষোপপত্তের্ন'বিকারিত্বং সিধ্যতীতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। নাহমিত্যা'দি বাক্যমবতারয়তি—তিষ্ঠত্বি'তি। ন বেত্ত্যপ্রিয়বেত্তৈব ভবতীত্যর্থঃ। ইষ্টং সর্ব্বলোককামাবাপ্তিলক্ষণং বিধেয়ে ব্রহ্ম-ভাবেনাধ্যাসিকমপ্যপ্রিয়বেত্তৃত্বাদিকমস্তি তৎপুনর্দ্ধ'দ্দেশেঽপ্যাগতম্, অতস্তদভি-প্রায়েণাপ্রিয়বেত্তেব স্বপ্নদ্রষ্টা, ন তু মদভিপ্রায়েণেতি বিশিনষ্টি—তবেতি। তত্র হেতুমাহ—আত্মন ইতি। বসাপরাণীত্যাদি বাক্যতাৎপর্য্যমাহ—দ্বিরুক্তমপীতি। তথা প্রজাপতিবাক্যানুসারেণেতি যাবৎ॥৬১৩-৬১৫॥২-৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দশমঃ খণ্ডঃ॥৮॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ।—ছায়াত্মার ন্যায় সেই স্বপ্নাত্মাও এই স্থূল শরীরের বধে হত হয় না, এবং ইহার স্রাম্যে (চক্ষুঃ ও নাসিকা হইতে লালাস্রাবে) এই স্বপ্নাত্মা স্রাম হয় না। এই অধ্যায়ের প্রথমে কেবল শাস্ত্রের সাহায্যে 'ইহার জরা দ্বারা জীর্ণ হয় না' ইত্যাদি যাহা কিছু উল্লি'খিত হইয়াছে, এখন যুক্তির সাহায্যে তাহার উপপাদন করিবার জন্য এখানে উপন্যাস করা হইতেছে। ছায়াত্মার ন্যায় এই স্বপ্নাত্মাও দৈহিক দোষে কলু'ষিত হয় না; পরন্তু "ঘ্নন্তি তু এব এনম্", এখানে

'ইব' শব্দার্থে 'এব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; কেননা, ইহার পর সর্ব্বত্রই 'ইব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; অতএব বুঝিতে হইবে, কাহারা যেন ইহাকে নিহতই করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতই নিহত করিতেছে না। যদি বল, 'ইহার বধে হত হয় না' এইরূপ বিশেষণ থাকায় প্রকৃতই হত হয়; না—এরূপও নহে; কারণ, প্রজাপতিকে যিনি প্রমাণীভূত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার পক্ষে সেই প্রজাপতিকেই আবার মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপাদন করা উচিত হয় না। বিশেষতঃ ইন্দ্র যখন প্রজাপতিকে প্রমাণ স্বরূপ বা বিশ্বাসভাজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি প্রজাপতির "এতদমৃতম্" (ইহা অমৃত—বিনাশরহিত) বাক্যটি কিরূপে মিথ্যা বা অপ্রমাণ করিতে পারেন?

আপত্তি হইতেছে যে, প্রজাপতি ছায়াময় পুরুষের উপদেশ করিলে পর, ইন্দ্র যেরূপ 'এই ছায়াত্মা এই শরীর-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়' এইরূপ দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ হইতে পারে? না—সেরূপ হইতে পারে না; কারণ? যেহেতু 'এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে' এই বাক্যে প্রজাপতি যে ছায়াত্মার কথা বলিয়াছেন, ইন্দ্র তাহা মনে করেন নাই। কেন? —অপহতপাপ্মাদি লক্ষণান্বিত আত্মবিষয়ে প্রশ্নের পর, ইন্দ্র যদি মনে করিতেন যে, প্রজাপতি ছায়াত্মারই উপদেশ করিতেছেন, তাহা হইলে কখনই তিনি বিশ্বাস করিয়া শ্রবণের নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া পুনশ্চ সেই প্রজাপতির নিকটই যাইতেন না? অথচ তিনি গিয়াছিলেন। অতএব প্রজাপতি যে, ছায়াত্মারই উপদেশ করিয়াছেন, ইন্দ্র তাহা মনে করেন না। সেইরূপ বর্ণনাও করিয়াছেন—'দ্রষ্টা অক্ষিমধ্যে দৃষ্ট হয়' ইত্যাদি।

[এখন শ্রুতির অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন,—] সেইরূপ, যেন [কাহারা] বিচ্ছাদিত অর্থাৎ বিদ্রাবিতই করিতেছে, [বিদ্রাবণ অর্থ—তাড়া করা] [সেইরূপ, যেন পুত্রাদির মরণজনিত অপ্রিয়ই অনুভব করিতেছে; অপিচ, নিজেও যেন রোদনই করিতেছে। ভাল, [ছেদন ও বিদ্রাবণ অসত্য হইলেও তৎকালে] অপ্রিয়-যথার্থানুভব করিয়া থাকে, তবে আর 'যেন অনুভব করে (বেত্তা ইব') বলা হইতেছে কিরূপে? হাঁ, বলিতেছি; না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে 'অমৃত ও অভয়' কথা সঙ্গত হয় না; বিশেষতঃ 'যেন ধ্যানই করে' এইরূপ অন্য শ্রুতিও রহিয়াছে। ভাল কথা, তাহা হইলে ত প্রত্যক্ষের বিরোধ হয়? না,—বিরোধ হয় না; কারণ, শরীরে আত্মত্ব-প্রত্যক্ষের ন্যায় ইহাতেও ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। থাক—যেন অপ্রিয় বেত্তাই কিনা, এ কথা রাখিয়া দাও। 'আমি ইহাতে কিছুমাত্র ভোগ্য দেখিতেছি

না', এ কথার অভিপ্রায় এই যে, স্বপ্নাত্ম-দর্শনে কোন প্রকার অভিলষিত ফল দর্শন করিতেছি না। এই স্বপ্নাত্মা এই প্রকারই বটে, 'তোমার অভিপ্রায়ানুসারে' এই অংশটুকু উক্ত বাক্যের শেষ বা অবশিষ্টাংশ; কেননা, এখানে আত্মার অমৃতত্ব ও অভয় গুণই তাহার অভিপ্রেত। প্রজাপতি মনে করিলেন যে, আমি যুক্তিপূর্ব্বক দুইবার বলিলেও যখন এ ব্যক্তি যথাযথরূপে অবধারণ করিতে পারিতেছে না, তখন নিশ্চয়ই এখনও ইহার পূর্ব্বের মতই জ্ঞানপ্রতিবন্ধের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া সেই প্রতিবন্ধক অপনয়নার্থ প্রজাপতি আদেশ করিলেন যে, তুমি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য বাস কর। সেইরূপে বাস করিলে পর দোষ-রহিত তাঁহাকে উপদেশ দিলেন॥ ৮।১০।২-৪

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের দশম খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১০॥

অষ্টমাধ্যায়ে

একাদশঃ খণ্ডঃ।

তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্‌ব্রহ্মেতি। স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ, স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ—নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি ; নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥৬১৬॥১

যত্র তৎ এতৎ (এবং যথা স্যাৎ, তথা) সুপ্তঃ সমস্তঃ (উপরতসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ) [অতএব—ইন্দ্রিয়জকালুষ্যাভাবাৎ] সংপ্রসন্নঃ (সম্যক্ প্রসাদং প্রাপ্তঃ সন্) স্বপ্নং ন বিজানাতি (স্বপ্নদৃশ্যং ন অনুভবতি), এষঃ আত্মা (অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ) ইতি, এতৎ অমৃতম্ অতএব অভয়ম্, এতৎ ব্রহ্ম ইতি হ উবাচ [প্রজাপতিঃ]। সঃ (লব্ধোপদেশঃ ইন্দ্রঃ) হ শান্তহৃদয়ঃ (সন্) প্রবব্রাজ (গৃহাভিমুখং প্রতস্থে)। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ দেবান্ অপ্রাপ্য এব এতৎ (বক্ষ্যমাণং) ভয়ং (অনিষ্টং) দদর্শ (বুদ্ধবান্)—অয়ং (সুষুপ্তঃ আত্মা) খলু সংপ্রতি (সুষুপ্তিকালে) এবং (জাগ্রৎকালে ইব) আত্মানং 'অয়ম্ অহম্ অস্মি' ইতি নাহ (নৈব) জানাতি ; নো এব (নৈব) ইমানি (দৃশ্যমানানি) ভূতানি। [কিং বহুনা,] বিনাশম্ এব অপীতঃ (বিনাশং প্রাপ্ত ইব) ভবতি, [জ্ঞানে সত্যেব জ্ঞাতুঃ সদ্ভাবঃ প্রতীয়তে, ন তু অজ্ঞানে, ইত্যাশয়ঃ]। অহম্ অত্র (সুষুপ্তাত্মদর্শনে ভোগ্যং (ফলং) ন পশ্যামি ইতি ॥

প্রজাপতি বলিলেন—আত্মা যে সময় এরূপ সুপ্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্য, [সুতরাং] সম্যক্ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নদর্শন করে না ; ইহাই (ঈদৃশ অবস্থাপন্ন আত্মাই) আত্মা, অর্থাৎ অপহতপাপ্মাদি লক্ষণাক্রান্ত আত্মা ; এবং ইহাই অমৃত, অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। তিনি (ইন্দ্র) শান্তহৃদয়ে প্রস্থান করিলেন ; কিন্তু তিনি দেবগণের সমীপে উপস্থিত না হইয়াই—পথিমধ্যেই এইরূপ ভয় বা অনিষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন যে, এই সুষুপ্ত আত্মা বর্ত্তমান অবস্থায় জাগ্রৎ সময়ের ন্যায় 'আমি হই অমুক' এইরূপে আপনাকে জানিতেছে না ; এবং এই সমস্ত

ভূতবর্গকেও জানিতেছে না; যেন বিনাশপ্রাপ্তই হইয়া আছে; অতএব আমি এরূপ আত্মদর্শনে কোনও ফল দেখিতেছি না॥

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তꣳ হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। স হোবাচ নাহ খল্বয়ং ভগব এবꣳ সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি॥৬১৭॥২

সঃ (ইন্দ্রঃ) [আত্মনঃ অকৃতার্থতাম্ অবগম্য] সমিৎপাণিঃ (সন্) পুনঃ [প্রজাপতিসমীপম্] এয়ায়; প্রজাপতিঃ হ তম্ উবাচ—হে মঘবন্, যৎ (যস্মাৎ) শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ (গতবান্ অসি), তৎ (তস্মাৎ) কিমিচ্ছন্ পুনঃ আগমঃ ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ উবাচ—"নাহ খলু অয়ম্" ইত্যাদি পূর্ব্বশ্রুতাবেব ব্যাখ্যাতম্॥

সেই ইন্দ্র [আপনার অকৃতার্থতা বুঝিতে পারিয়া] পুনশ্চ প্রজাপতি-সমীপে সমাগত হইলেন; প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ইন্দ্র, এই যে তুমি শান্তহৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলে, তবে আবার কোন্ উদ্দেশে আসিয়াছ? ইন্দ্র বলিলেন—"নাহ খলু অয়ম্" ইত্যাদি অংশ প্রথম শ্রুতিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পূর্ব্ববৎ এতং ত্বেব ত ইত্যাদ্যুক্ত্বা তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্ত ইত্যাদি ব্যাখ্যাতং বাক্যম্। অক্ষিণি যো দ্রষ্টা স্বপ্নে চ মহীয়মানশ্চরতি, স এষঃ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি স্বাভিপ্রেতমেব। মঘবান্ তত্রাপি দোষং দদর্শ। কথম্? নাহ নৈব সুষুপ্তস্থোঽপ্যাত্মা খলু অয়ং সম্প্রতি সম্যগিদানীঞ্চাত্মানং জানাতি নৈবং জানাতি; কথম্ অয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি চেতি; যথা জাগ্রতি স্বপ্নে বা। অতো বিনাশমেব বিনাশমিবেতি পূর্ব্ববদ্দ্রষ্টব্যম্। অপীতঃ অপিগতো ভবতি বিনষ্ট ইব ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। জ্ঞানে হি সতি জ্ঞাতুঃ সদ্ভাবোঽবগম্যতে, ন অসতি জ্ঞানে। ন চ সুষুপ্তস্থস্য জ্ঞানং দৃশ্যতে, অতো বিনষ্ট ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। ন তু বিনাশমেবাত্মনো মন্যতেঽমৃতাভয়বচনস্য প্রামাণ্যমিচ্ছন্॥৬১৬-৬১৭॥ ১-২

আনন্দগিরিঃ।—যথা পূর্ব্বমেতং ত্বেব ত ইত্যাত্তুক্ত্বা য এষ স্বপ্নে মহীয়মান ইত্যাদ্যুক্তং তথেহাপ্যেতং ত্বেবেত্যুক্ত্বা তদ্যত্রৈতদিত্যাহ বিশিষ্টাধিকারিণে প্রজাপতিরিতি যোজনা। ব্যাখ্যাতস্যৈব বাক্যস্যার্থং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি—অক্ষিণীতি। তত্রাপি

সুষুপ্তদর্শনেঽপীত্যর্থঃ। তদেব দোষদর্শনং প্রশ্নদ্বারা স্ফোরয়তি—কথমিত্যাদিনা। স্বাত্মানং ন জানাতীত্যুক্তমেবাকাঙ্ক্ষাদ্বারেণাভিনয়তি—কথমিতি। তত্র বৈধর্ম্ম্য-দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। স্বপরবিবেকাভাবে দোষমাহ—অত ইতি। ঘ্নন্তি ত্বেবেত্যত্রোক্তং লক্ষয়তি—পূর্ব্ববদিতি। কুতো জ্ঞানা-ভাবমাত্রেণ বিনষ্টত্বমিত্যা-শঙ্ক্যোক্তমভিপ্রায়ং স্পষ্টয়তি—জ্ঞানে হীতি। এবকারো যথাশ্রুত এব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নত্বিতি ॥৬১৬-৬১৭॥ ১-২

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে নবম খণ্ডের শেষে যেমন "এতং ত্বেব তে" ইত্যাদি বলিয়া "য এষ স্বপ্নে মহীয়মানঃ" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, তেমনি এখানেও [দশমা-ধ্যায়ের শেষেও] "এতং ত্বেব তে" ইত্যাদি বলিয়া "তৎ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ" ইত্যাদি বাক্য বলা হইতেছে। পূর্ব্বেই ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

প্রজাপতি বলিলেন, চক্ষুর মধ্যে এবং স্বপ্নসময়ে যে দ্রষ্টা (আত্মা) পূজিত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে, সেই এই আত্মা সুপ্ত (সুষুপ্তি অবস্থাপ্রাপ্ত), সমস্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররহিত ; সুতরাং সম্পূর্ণ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নানুভব করে না ; ইহাই যে আত্মা, ইহাই যে অমৃত ও অভয়, এবং ইহাই যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা প্রজাপতির অভিপ্রেতই বটে ; কিন্তু দেবরাজ তাহাতেও দোষ দর্শন করিয়াছিলেন। কি প্রকার ? এই আত্মা সুষুপ্তি-অবস্থাপন্ন হইয়াও সম্প্রতি নিশ্চয়ই আপনাকে জানিতেছে না—এই প্রকারে জানিতেছে না। কি প্রকার ? আমি হইতেছি অমুক, এই প্রকারে এবং এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ জানিয়া থাকে, নিশ্চয়ই সেরূপ জানিতেছে না। অতএব যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ যেন বিনষ্টই হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও 'ইবার্থে' এবশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞান বা বিষয়ানুভূতির সদ্ভাবেই জ্ঞাতার অস্তিত্ব জানা যায়, কিন্তু জ্ঞানের অভাবে জানা যায় না। অথচ সুষুপ্ত ব্যক্তির কোনপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ থাকে না ; অতএব সে যেন বিনষ্টই হয় ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'অমৃত ও অভয়' উক্তির প্রামাণ্য রক্ষার্থ ই [বুঝিতে হইবে যে,] সত্য-সত্যই বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া তিনি কখনই মনে করেন নাই ॥৬১৬-৬১৭॥ ১-২

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচ এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যা-স্যামি নো এবান্যত্রৈতস্মাদ্বসাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণীতি। স হাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণ্যুবাস, তান্যেকশতং সংপেদুরেতত্তদ্ যদাহুরেকশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, তস্মৈ হোবাচ ॥৬১৮॥৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য একাদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১১॥

প্রজাপতিঃ হ উবাচ—হে মঘবন্, এবঃ (সুষুপ্ত আত্মা) এবম্ এব (ত্বয়া যথা বর্ণিতঃ, তথৈব); এবম্ (অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণং আত্মানং) এব তু তে (তুভ্যং) ভূয়ঃ (পুনরপি) অনুব্যাখ্যাস্যামি, এতস্মাৎ (আত্মনঃ) অন্যত্র (বিষয়ান্তরং) নো এব (নৈব), [অনুব্যাখ্যাস্যামি]; অপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি বস ইতি। সঃ (ইন্দ্রঃ) হ অপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি উবাস; [ততশ্চ] তানি (বর্ষাণি) [মিলিত্বা] একশতং (একাধিক-শতং বর্ষাণি) সংপেদুঃ (সম্পন্নানি বভূবুঃ)। তৎ এতৎ (যথোক্তং বৃত্তমেব) আহুঃ (কথয়ন্তি) [শিষ্টাঃ] যৎ, মঘবান্ হ বৈ (ঐতিহ্যে) একশতং বর্ষাণি প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যম্ উবাস ইতি। তস্মৈ (মঘবতে) হ উবাচ (উক্তবান্) [প্রজাপতিঃ আত্মতত্ত্বম্ ইতি শেষঃ]॥

প্রজাপতি বলিলেন, হে মঘবন্, এই সুষুপ্ত আত্মা এই প্রকারই বটে, আমি পুনশ্চ তোমাকে এই আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব, কিন্তু তদ্ভিন্ন বিষয় নহে। তুমি আরও পাঁচ বৎসর বাস কর। তিনি আরও পাঁচ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। [তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কাল] এইরূপে একশত-একবৎসরে পরিণত হইয়াছিল। সাধু জনেরা সেই এই বৃত্তান্তকেই বলিয়া থাকেন যে,—ইন্দ্র একশত এক বৎসর কাল ব্যাপিয়া প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন; তাহার পর তিনি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—পূর্ব্ববৎ এবমেবেত্যুক্ত্বা আহ—যো ময়োক্তস্ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈঃ, তমেবৈতং—নো এবান্যত্রৈতস্মাদাত্মনোঽন্যং কঞ্চন, কিং তর্হি, এতমেব ব্যাখ্যাস্যামি। স্বল্পস্তু দোষস্তবাবশিষ্ট স্তৎক্ষপণায় বস অপরাণ্যন্যানি পঞ্চ বর্ষাণি, ইত্যুক্তঃ স তথা চকার। তস্মৈ মৃদিতকষায়াদিদোষায় স্থানত্রয়দোষসম্বন্ধরহিতমাত্মনঃ স্বরূপমপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণং মঘবতে তস্মৈ হোবাচ। তান্যেকশতং বর্ষাণি সম্পেদুঃ সম্পন্নানি বভূবুঃ। যদাহুর্লোকে শিষ্টাঃ 'একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস' ইতি। তদেতদ্ দ্বাত্রিংশতমিত্যাদিনা দর্শিতম্ ইত্যাখ্যায়িকাতোঽপস্থত্য শ্রুত্যোচ্যতে। এবং কিল এতদিন্দ্রত্বাদপি গুরুতরম্ ইন্দ্রেণাপি মহতা যত্নেনৈকোত্তর বর্ষশতকৃতায়াসেন প্রাপ্তমাত্মজ্ঞানম্; অতো নাতঃপরং পুরুষার্থান্তরমস্তীত্যাত্মজ্ঞানং স্তৌতি ॥৬।১৮।৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্যৈকাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥১১॥

আনন্দগিরিঃ।—পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মচর্য্যাদেশাভাবে হেতুমাহ—স্বল্পস্ত্বিতি। আখ্যায়িকাতোঽপস্থত্য শ্রুতিরস্মভ্যং কিমর্থমিত্থমুপদিশতীত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি ॥৬।১৮।৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্যৈকাদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও 'এবমেব' ঠিক এই প্রকারই বটে, এই কথা বলিয়া বলিলেন—আমি তিনটি শ্রুতিতে যে আত্মার বিষয় বর্ণনা করিয়াছি, সেই এই আত্মাকেই বলিব, কিন্তু আত্মা অতিরিক্ত অন্য কিছু বলিব না, তবে কিনা, সেই আত্মার বিষয়ই ব্যাখ্যা করিব। এখনও তোমার অল্পমাত্র দোষ অবশিষ্ট রহিয়াছে; সেই দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত আরও পাঁচ বৎসর কাল বাস কর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন কর। তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া সেইরূপই করিলেন। অতঃপর ইন্দ্র কষায়াদি-দোষরহিত হইলে পর তাঁহাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই স্থানত্রয়গত দোষসংস্পর্শশূন্য অপহতপাপ্নত্বাদি-লক্ষণান্বিত আত্মার স্বরূপ উপদেশ দিলেন। [এইরূপে সেই ব্রহ্মচর্য্যের বৎসরগুলি] এক-শত এক বৎসরে পরিণত হইয়াছিল। সাধুজনেরা বলিয়া থাকেন যে, 'ইন্দ্র একশত এক বৎসরকাল প্রজাপতির সমীপে ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন।' অতঃপর আখ্যায়িকার ভাব ত্যাগ করিয়া শ্রুতি নিজেই এইরূপ তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন যে, ঈদৃশ আত্মজ্ঞান ইন্দ্রত্ব অপেক্ষাও এতই গুরুতর বা উৎকৃষ্ট যে, স্বয়ং ইন্দ্রকেও বহুতর আয়াসে—একশত এক বৎসরব্যাপী যত্নে তাহা লাভ করিতে হইয়াছিল; অতএব ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন পুরুষার্থ নাই; শ্রুতি এইরূপে আত্মজ্ঞানের স্তুতি করিতেছেন ॥৬১৮॥৩

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১১॥

অষ্টমাধ্যায়ে

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ।

মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদꣳ শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যা-শরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্, আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং, ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥৬১৯॥১

[প্রজাপতিঃ উবাচ—] মঘবন্ (হে ইন্দ্র), ইদং (স্থূলং) শরীরং বৈ (এব) মর্ত্ত্যং (বিনাশশীলং), মৃত্যুনা (কর্ত্রা) আত্তম্ (সদৈব গ্রস্তম্) ; তৎ (শরীরং) অস্য (পূর্ব্বোক্তস্য অপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণস্য) অমৃতস্য অশরীরস্য চ আত্মনঃ অধিষ্ঠানম্ (জীবরূপেণ অধিষ্ঠানস্থানম্)। [স এব আত্মা] সশরীরঃ (শরীরা-ভিমানী সন্) প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্ (সুখদুঃখাভ্যাম্) আত্তঃ (ব্যাপ্তঃ)। বৈ (যতঃ) সশরীরস্য (শরীরাভিমানবতঃ) প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ (সুখদুঃখয়োঃ) অপহতিঃ (অপঘাতঃ—বিনাশঃ) ন অস্তি। [পক্ষান্তরে] অশরীরং (শরীরাভিমানরহিতং) বাব (প্রসিদ্ধৌ) সন্তং (আত্মানং) প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ (ন প্রাপ্নুতঃ)॥

প্রজাপতি কহিলেন—হে মঘবন্, এই দৃশ্যমান শরীরটি নিশ্চয়ই মর্ত্ত্য (বিনাশশীল), সর্ব্বদা মৃত্যুগ্রস্ত ; সেই—মদুক্ত অমৃত ও অশরীর আত্মার ইহাই অধিষ্ঠান বা অভিব্যক্তিস্থান। সশরীর অর্থাৎ শরীরে 'আমি, আমার' ইত্যাকার অভিমানসম্পন্ন আত্মাই প্রিয় ও অপ্রিয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে; কেননা, শরীরাভিমানী আত্মার প্রিয়াপ্রিয়-সংযোগ কখনও নিরস্ত হয় না। পক্ষান্তরে অশরীর—শরীরাভিমানশূন্য হইলে আত্মাকে কখনও প্রিয় বা অপ্রিয় (সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ) স্পর্শ করিতে পারে না॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—মঘবন্, মর্ত্ত্যং বৈ মরণধর্ম্মি ইদং শরীরম্। যৎ মন্যসে অক্ষ্যাধারাদিলক্ষণঃ সম্প্রসাদলক্ষণ আত্মা ময়োক্তো বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি; শৃণু তত্র কারণম্—যদিদং শরীরং বৈ যৎ পশ্যসি, তদেতন্মর্ত্ত্যং বিনাশি। তচ্চাত্তং মৃত্যুনা গ্রস্তং সততমেব। 'কদাচিদেব ম্রিয়তে' ইতি মর্ত্ত্যম্, ইত্যুক্তে ন তথা সংত্রাসো ভবতি, যথা গ্রস্তমেব সদা ব্যাপ্তমেব মৃত্যুনেত্যুক্তে, ইতি বৈরাগ্যার্থং বিশেষ ইত্যুচ্যতে—আত্তং মৃত্যুনেতি।

কথং নাম দেহাভিমানতো বিরক্তঃ সন্ নিবর্ত্ততে? ইতি। শরীরমিতি অত্র সহেন্দ্রিয়মনোভিরুচ্যতে। তচ্ছরীরমস্য সম্প্রসাদস্য ত্রিস্থানতয়া গম্যমানস্যামৃতস্য মরণাদিদেহেন্দ্রিয়মনোধর্ম্ম-বর্জ্জিতস্যেত্যেতৎ। অমৃতস্যেত্যনেনৈবাশরীরত্বে সিদ্ধে পুনরশরীরস্যেতি বচনং বায্বাদিবৎ সাবয়বত্ব-মূর্ত্তিমত্ত্বে মা ভূতামিতি; আত্মনো ভোগাধিষ্ঠানম্; আত্মনো বা সত ঈক্ষিতুস্তেজোঽবন্নাদিক্রমেণোৎপন্নম্ অধিষ্ঠানম্; জীবরূপেণ প্রবিশ্য সদেবাধিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি বা অধিষ্ঠানম্।

যস্যেদমীদৃশং নিত্যমেব মৃত্যুগ্রস্তং ধর্ম্মাধর্ম্মজনিতত্বাৎ প্রিয়াপ্রিয়বদধিষ্ঠানম্, তদধিষ্ঠিতস্তদ্বান্ সশরীরো ভবতি। অশরীরস্বভাবস্যাত্মনঃ 'তদেবাঽহং শরীরম্, শরীরমেব চাহম্, ইত্যবিবেকাদাত্মভাবঃ সশরীরত্বম্; অতএব সশরীরঃ সন্ আত্তঃ গ্রস্তঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্; প্রসিদ্ধমেতৎ। তস্য চ ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ বাহ্যবিষয়সংযোগ-বিয়োগনিমিত্তয়োঃ বাহ্যবিষয়সংযোগ-বিয়োগৌ মমেতি মন্যমানস্য অপহতিঃ বিনাশ উচ্ছেদঃ সন্ততিরূপয়োর্নাস্তীতি। তং পুনর্দ্দেহাভিমানাদশরীরস্বরূপবিজ্ঞানেন নিবর্ত্তিতাবিবেকজ্ঞানমশরীরং সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ। স্পৃশিঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে, ইতি প্রিয়ং ন স্পৃশত্যপ্রিয়ং ন স্পৃশতীতি বাক্যদ্বয়ং ভবতি। "ন ম্লেচ্ছাশুচ্যধার্ম্মিকৈঃ সহ সম্ভাষেত" ইতি যদ্বৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যে হি তে, অশরীরতা (১) তু স্বরূপম্ ইতি তত্র ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরসম্ভবাৎ তৎকার্য্যভাবো দূরত এবেত্যতো ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।

ননু যদি প্রিয়মপ্যশরীরং ন স্পৃশতীতি যৎ মঘবতোক্তং 'সুষুপ্তস্থো বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি' তদেবেহাপ্যাপন্নম্। নৈষ দোষঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যয়োঃ শরীরসম্বন্ধিনোঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ প্রতিষেধস্য বিবক্ষিতত্বাৎ—অশরীরং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি। আগমাপায়িনোর্হি স্পর্শশব্দো দৃষ্টঃ যথা—শীতস্পর্শ উষ্ণস্পর্শ ইতি। ন ত্বগ্নেরুষ্ণপ্রকাশয়োঃ স্বভাবভূতয়োরগ্নিনা স্পর্শ ইতি ভবতি; তথাগ্নেঃ সবিতুর্ব্বা উষ্ণপ্রকাশবৎ স্বরূপভূতস্যানন্দস্য প্রিয়স্যাপি নেহ প্রতিষেধঃ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ইহাপি ভূমৈব সুখমিত্যুক্তত্বাৎ।

ননু ভূম্নঃ প্রিয়স্যৈকত্বেঽসংবেদ্যত্বাৎ স্বরূপেণৈব বা নিত্যসংবেদ্যত্বান্নির্ব্বিশেষতেতি নেন্দ্রস্য তদিষ্টম্। "নাহ খল্বয়ং সম্প্রত্যাত্মানং জানাতি অয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতী; নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি" ইত্যুক্তত্বাৎ। তদ্ধি ইন্দ্রস্যেষ্টং—যৎ ভূতানি চ আত্মানং চ জানাতি, ন চাপ্রিয়ং কিঞ্চিদ্বেত্তি, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যেন জ্ঞানেন। সত্য-

(১) 'ধর্ম্মাধর্ম্মকার্য্যে হিতাহিতে, যতোঽশরীরতা' ইতি ক্বচিৎ পাঠো ন মনোরমঃ।

মেতদিষ্টমিন্দ্রস্য—ইমানি ভূতানি মত্তোঽন্যানি, লোকাঃ কামাশ্চ সর্ব্বে মত্তোঽন্যে, অহমেষাং স্বামীতি। ন ত্বেতদিন্দ্রস্য হিতম্; হিতঞ্চেন্দ্রস্য প্রজাপতিনা বক্তব্যম্। ব্যোমবদশরীরাত্মতয়া সর্ব্বভূতলোককামাত্মত্বোপগমেন যা প্রাপ্তিঃ, তদ্ধিতমিন্দ্রায় বক্তব্যমিতি প্রজাপতিনা অভিপ্রেতম্; ন তু রাজ্ঞো রাজ্যাপ্তিবদন্যত্বেন। তত্রৈবং সতি কং কেন বিজানীয়াদাত্মৈকত্বে—ইমানি ভূতানি অয়মহমস্মীতি।

নন্বস্মিন্ পক্ষে 'স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা' 'স যদি পিতৃলোককামঃ' 'স একধা ভবতি' ইত্যাদ্যৈশ্বর্য্যশ্রুতয়োঽনুপপন্নাঃ। ন; সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বফলসম্বন্ধোপপত্তেরবিরোধাৎ। মৃদ ইব সর্ব্বঘটকরককুণ্ডাদ্যাপ্তিঃ। ননু সর্ব্বাত্মত্বে দুঃখসম্বন্ধোঽপি স্যাদিতি চেৎ, ন; দুঃখস্যাপ্যাত্মত্বোপগমাদবিরোধঃ। আত্মন্যবিদ্যাকল্পনানিমিত্তানি দুঃখানি রজ্জ্বামিব সর্পাদিকল্পনানিমিত্তানি। সা চাবিদ্যা শরীরাত্মকত্বস্বরূপদর্শনেন দুঃখনিমিত্তোচ্ছিন্নেতি দুঃখসম্বন্ধাশঙ্কা ন সম্ভবতি। শুদ্ধসত্ত্বসঙ্কল্পনিমিত্তানাস্তু কামানামীশ্বরদেহসম্বন্ধঃ সর্ব্বভূতেষু মানসানাম্। পর এব সর্ব্বসত্ত্বোপাধিদ্বারেণ ভোক্তেতি সর্ব্বাবিদ্যাকৃতসংব্যবহারাণাং পর এবাত্মাস্পদং নান্যোঽস্তীতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ।

"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি ছায়াপুরুষ এব প্রজাপতিনোক্তঃ, স্বপ্নসুষুপ্তয়োশ্চান্য এব, ন পরোঽপহতপাপ্মত্বাদিলক্ষণঃ, বিরোধাদিতি কেচিন্মন্যন্তে। ছায়াদ্যাত্মনাং চোপদেশে প্রয়োজনমাচক্ষতে,—আদাবেবোচ্যমানে কিল দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ পরস্যাত্মনো হৃত্যন্তবাহ্যবিষয়াসক্তচেতসঃ অত্যন্তসূক্ষ্মবস্তুশ্রবণে ব্যামোহো মা ভূদিতি। যথা কিল দ্বিতীয়ায়াং সূক্ষ্মং চন্দ্রং দিদর্শয়িষুর্বৃক্ষং কঞ্চিৎ প্রত্যক্ষমাদৌ দর্শয়তি—পশ্যামুমেব চন্দ্র ইতি, ততোঽন্যং ততোঽন্যং গিরিমূর্দ্ধানং চ চন্দ্রসমীপস্থমেব চন্দ্র ইতি ততোঽসৌ চন্দ্রং পশ্যতি এবমেতৎ য এষোঽক্ষিণি ইত্যাদ্যুক্তং প্রজাপতিনা ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈর্ন পর ইতি। চতুর্থে তু পর্য্যায়ে দেহাৎ মর্ত্ত্যাৎ সমুত্থায়াশরীরতামাপন্নো জ্যোতিঃস্বরূপম্। যস্মিন্নুত্তমপুরুষে রূপাদিভির্জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণো ভবতি, স উত্তমঃ পুরুষঃ পর উক্ত ইতি চাহুঃ।

সত্যম্, রমণীয়া তাবদিয়ং ব্যাখ্যা শ্রোতুম্; ন ত্বর্থোঽস্য গ্রন্থস্যৈবং সম্ভবতি। কথম্? 'অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইত্যুপন্যস্য শিষ্যাভ্যাং ছায়াত্মনি গৃহীতে তয়োস্তদ্বিপরীতগ্রহণং মত্বা তদপনয়ায় উদশরাবোপন্যাসঃ, 'কিং পশ্যথ ইতি চ প্রশ্নঃ সাধ্বলংকারোপদেশশ্চানর্থকঃ স্যাৎ। যদি ছায়াত্মৈব প্রজাপতিনা অক্ষিণি দৃশ্যতে' ইত্যুপদিষ্টঃ। কিং চ, যদি স্বয়মুপদিষ্ট ইতি গ্রহণস্যাপ্যপনয়নকারণং বক্তব্যং স্যাৎ; স্বপ্ন-সুষুপ্তাত্মগ্রহণয়োরপি তদপনয়নকারণং চ স্বয়ং ব্রূয়াৎ; ন চোক্তম্; তেন মন্যামহে নাক্ষিণি ছায়াত্মা প্রজাপতিনোপদিষ্টঃ। কিং চান্যৎ

অক্ষিণি দ্রষ্টা চেৎ দৃশ্যত ইত্যুপদিষ্টঃ স্যাৎ তত ইদং যুক্তম্; 'এতং ত্বেব তে' ইত্যুক্ত্বা স্বপ্নেঽপি দ্রষ্টুরেবোপদেশঃ।

স্বপ্নে ন দ্রষ্টোপদিষ্ট ইতি চেৎ, ন; 'অপি রোদিতীবাপ্রিয়বেত্তেব' ইত্যুপদেশাৎ। ন চ দ্রষ্টুরন্যঃ কশ্চিৎ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি; অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ' ইতি ন্যায়তঃ শ্রুত্যন্তরে সিদ্ধত্বাৎ। যদ্যপি স্বপ্নে সধীর্ভবতি, তথাপি ন ধীঃ স্বপ্নভোগোপলব্ধিং প্রতি করণত্বং ভজতে। কিং তর্হি, পট-চিত্রবজ্জাগ্রদ্বাসনাশ্রয়া দৃশ্যৈব ধীর্ভবতীতি, ন দ্রষ্টুঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাধঃ স্যাৎ। কিং চান্যৎ, জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্ভূতানি চাত্মানং চ জানাতি—ইমানি ভূতান্যয়মহমস্মীতি। প্রাপ্তৌ সত্যাং প্রতিষেধো যুক্তঃ স্যাৎ—নাহ খল্বয়মিত্যাদি। তথা চেতনস্যৈবাবিদ্যানিমিত্তয়োঃ সশরীরত্বে সতি প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতির্নাস্তীত্যুক্ত্বা তস্যৈবাশরীরস্য সতো বিদ্যায়াং সত্যাং সশরীরত্বে প্রাপ্তয়োঃ প্রতিষেধো যুক্তঃ—'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইতি। একশ্চাত্মা স্বপ্নবুদ্ধান্তয়োর্মহামৎস্যবদসঙ্গঃ সঞ্চরতীতি শ্রুত্যন্তরে সিদ্ধম্।

যচ্চোক্তম্ সম্প্রসাদঃ শরীরাৎ সমুত্থায় যস্মিন্ স্ত্র্যাদিভী রমমাণো ভবতি, সোঽন্যঃ সংপ্রসাদাদধিকরণনির্দ্দিষ্ট উত্তমঃ পুরুষ ইতি; তদপ্যসৎ। চতুর্থেঽপি পর্য্যায়ে 'এতং ত্বেব ত' ইতি বচনাৎ। যদি ততোঽন্যোঽভিপ্রেতঃ স্যাৎ, পূর্ব্ববৎ 'এতং ত্বেব তে, ইতি ন ব্রূয়ান্মৃষা প্রজাপতিঃ। কিঞ্চান্যৎ তেজোঽবন্নাদীনাং স্রষ্টুঃ সতঃ স্ববিকারদেহশুঙ্গে প্রবেশং দর্শয়িত্বা প্রবিষ্টায় পুনঃ তত্ত্বমসীত্যুপদেশো মৃষা প্রসজ্যেত। তস্মিন্ ত্বং স্ত্র্যাদিভী রন্তা ভবিষ্যসীতি যুক্ত উপদেশোঽভবিষ্যৎ যদি সম্প্রসাদাদন্য উত্তমঃ পুরুষো ভবেৎ। তথা ভূম্নি অহমেবেত্যাদিশ্যাত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি নোপসমহরিষ্যৎ যদি ভূমা জীবাদন্যোঽভবিষ্যৎ; "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরাচ্চ। সর্ব্বশ্রুতিষু চ পরস্মিন্নাত্মশব্দপ্রয়োগো নাভবিষ্যৎ—প্রত্যগাত্মা চেৎ সর্ব্বজন্তূনাং পর আত্মা ন ভবেৎ তস্মাদেক এবাত্মা প্রকরণীসিদ্ধঃ।

ন চাত্মনঃ সংসারিত্বম্, অবিদ্যাধ্যস্তত্বাদাত্ম'ন সংসারস্য। ন হি রজ্জুশুক্তিকাগগনাদিষু সর্পরজতমলাদীনি মিথ্যাজ্ঞানাধ্যস্তানি তেষাং ভবন্তীতি। এতেন সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতির্নাস্তীতি ব্যাখ্যাতম্। যচ্চ স্থিতমপ্রিয়বেত্তেবেতি নাপ্রিয়বেত্তৈবেতি সিদ্ধম্। এবং চ সতি সর্ব্বপর্য্যায়েষ্বেতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি প্রজাপতের্বচনম্, যদি বা প্রজাপতিচ্ছদ্মরূপায়াঃ শ্রুতের্বচনং সত্যমেব ভবেৎ। ন চ তৎ কুতর্কবুদ্ধ্যা মৃষা কর্ত্তুং যুক্তম্, ততো গুরুতরস্য প্রমাণান্তরস্যানুপপত্তেঃ। নন্বু প্রত্যক্ষং দুঃখাদ্যপ্রিয়বেত্তৃত্বমব্যভিচার্য্যনুভূয়ত ইতি চেৎ, ন, জরাদিরহিতো জীর্ণোঽহং, জাতোঽহমায়ুষ্মান্ গৌরঃ কৃষ্ণো মৃত ইত্যাদিপ্রত্যক্ষানুভববত্তদুপপত্তেঃ।

সর্ব্বমপ্যেতৎ সত্যমিতি চেৎ অস্ত্বেবৈতদেবং দুরবগমম্ যেন দেবরাজোঽপ্যুদশরাবাদিদর্শিতাবিনাশযুক্তিরপি মুমোহৈবাত্র 'বিনাশমেবাপীতো ভবতি' ইতি। তথা বিরোচনো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রাজাপত্যোঽপি দেহমাত্রাত্মদর্শনো বভূব। তথেন্দ্রস্যাত্মবিনাশভয়সাগরে এব বৈনাশিকা ন্যমজ্জন্। তথা সাংখ্যা দ্রষ্টারং দেহাদিব্যতিরিক্তমবগম্যাপি ত্যক্তাগমপ্রমাণত্বান্মৃত্যুবিষয় এবাস্তত্বদর্শনে তস্থুঃ। তথাঽন্যে কাণাদাদিদর্শনাঃ কষায়রক্তমিব ক্ষারাদিভির্বস্ত্রং নবভিরাত্মগুণৈর্যুক্তমাত্মদ্রব্যং বিশোধয়িতুং প্রবৃত্তাঃ। তথাঽন্যে কর্ম্মিণো বাহ্যবিষয়াপহৃতচেতসো বেদ-

প্রমাণা অপি পরমার্থসত্যমাত্মৈকত্বং সবিনাশমিবেন্দ্রবন্মন্যমানা ঘটীযন্ত্রবদারোহাবরোহপ্রকারৈরনিশং বম্ভ্রমন্তি। কিমন্যে ক্ষুদ্রজন্তবো বিবেকহীনাঃ স্বভাবত এব বহির্বিষয়াপহৃতচেতসঃ। তস্মাদিদং ত্যক্তসর্ব্ববাহ্যৈষণৈরনন্যশরণৈঃ পরমহংসপরিব্রাজকৈরত্যাশ্রমিভির্বেদান্তবিজ্ঞানপরৈরেব বেদনীয়ং পূজ্যতমৈঃ প্রাজাপত্যং চেমং সম্প্রদায়মনুসরদ্ভিরুপনিবদ্ধং প্রকরণচতুষ্টয়েন। তথা অনুশাসত্যদ্যাপি ত এব নান্য ইতি ॥৬১৯॥১

আনন্দগিরিঃ।—কার্য্যকারণপরিবেষ্টিতৌ বিশ্বতৈজসাবুক্তৌ, কারণমাত্রবদ্ধশ্চ প্রাজ্ঞো ব্যাখ্যাতঃ; সম্প্রত্যশরীরং তুরীয়মুপদেষ্টুং সশরীরতাং নিন্দন্তি—মঘবন্নিতি। শরীরবদাত্মনোঽপি বিনাশিত্বমবস্থাবিশেষে দর্শিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যন্মন্যস ইতি। সশরীরো বিশেষ-বিজ্ঞানবান্ ভবত্যশরীরস্য তু বিশেষবিজ্ঞানাভাবাদ্বিনাশভ্রমো ন পুনরসৌ বস্তুতো বিনশ্যতি স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইতি সম্প্রসাদস্যাবিনাশিত্ববচনাৎ, ইত্যভিপ্রেত্য কারণমেব স্পষ্টয়ন্নক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—যদিদমিত্যাদিনা। ননু মর্ত্ত্যমিত্যেতাবতৈব মৃত্যুব্যাপ্তত্বে শরীরস্য সিদ্ধে, কিমিত্যাত্তং মৃত্যুনেতি পুনরুচ্যতে? তত্রাহ—কদাচিদেবেতি।

বৈরাগ্যার্থং বিশেষবচনমিত্যুক্তং যৎ, তদেব বৈরাগ্যং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহহ—কথমিতি। নিবর্ত্তনে বিশেষবচনং ফলবিদিতি শেষঃ। তদস্যেত্যত্র তচ্ছব্দার্থমাহ—শরীরমিত্যত্রেতি। মঘবন্নিত্যাদিবাক্যং সপ্তম্যর্থঃ। ত্রিস্থানতয়া জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাখ্যস্থানত্রয়সম্বন্ধিত্বেনেতি যাবৎ। অমৃতত্বং ষড়ূর্ম্মিবর্জ্জিতত্বম্। অশরীরত্বং স্বাভাবিকসাবয়বত্বাদিরাহিত্যম্। আত্মনোঽধিষ্ঠানমিত্যত্র ভোগেত্যপেক্ষিতপূরণং কৃতম্। ভোক্তৃভোগায়তনং শরীরমিতি বিশেষণার্থমুক্ত্বা তস্যৈবার্থান্তরমাহ—আত্মনো বেতি। অধিষ্ঠানং জনয়িতুস্তস্যোপলব্ধেরধিকরণমিতি যাবৎ। অধিষ্ঠানশব্দস্যার্থান্তরমাহ—জীবরূপেণেতি।

উত্তরবাক্যস্থং শরীরশব্দং ব্যাচষ্টে—যস্যেতি। ঈদৃশং মর্ত্ত্যত্বাদিবিশেষণবদিত্যর্থঃ। তদ যথোক্তং শরীরমধিষ্ঠিতমনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা তদধিষ্ঠিতঃ স তদ্রূপঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ। তস্যৈব সংপিণ্ডিতমর্থমাহ—তদ্বানিতি। উক্তেঽর্থে বিশেষণং পাতয়তি—সশরীর ইতি। অশরীরস্য কথং সশরীরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অশরীরেতি। অবিবেকতঃ সশরীরো ভবতীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যতঃ সশরীরোঽতএব প্রিয়াপ্রিয়াভ্যামাত্তো বৈ পুরুষ ইতি যোজনা। বৈ-শব্দার্থমাহ—প্রসিদ্ধমিতি। এতচ্ছব্দার্থমেবোত্তরবাক্যব্যাখ্যানেন স্ফোরয়তি—সশরীরস্যেতি। তৌ মমেতি মন্যমানস্য সতঃ স্বস্য তয়োঃ সন্ততিরূপয়োরপহতির্নাস্তীতি সম্বন্ধঃ। প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ স্বারস্যেন বিনাশোঽস্তি ক্ষণিকত্বাদিত্যাশঙ্ক্য সন্ততিরূপায়ামিত্যুক্তম্। ইতি-শব্দো বাক্যসমাপ্ত্যর্থঃ। অজস্য দেহসম্বন্ধদ্বারা সংসারিত্বমুক্ত্বা তস্যৈব বিদ্যাবতো দেহনিবৃত্তিদ্বারেণ মুক্তিংদর্শয়তি—তং পুনরিতি। মুক্তে পুংসি প্রিয়াপ্রিয়য়োর্মিলিতয়োরস্পর্শেঽপ্যেকৈকস্য স্পর্শঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্পৃশিরিতি। প্রত্যেকং সম্বন্ধমভিনয়তি—প্রিয়মিতি। সমস্ততয়া শ্রুতস্যানেকস্য প্রত্যেকং ক্রিয়াসম্বন্ধে দৃষ্টান্তমাহ—নেতি। প্রিয়াপ্রিয়য়োর্মুক্তাত্মস্যসংস্পর্শং পাতনিকাপূর্ব্বকং কৈমুতিকন্যায়েন দর্শয়তি—ধর্ম্মাধর্ম্মেতি। তত্রেত্যশরীরতাখ্যং স্বরূপমুচ্যতে।

প্রিয়স্পর্শাভাবং শ্রুত্বা মোক্ষস্যাপুমর্থত্বং শঙ্কতে—নম্বিতি। ইহাপীতি—মুক্তো গৃহ্যতে। স্বাভাবিকপ্রিয়াপ্রতিষেধান্নাপুমর্থত্বং মুক্তেরিত্যুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইতি। প্রতিষেধমেবাভিনয়তি—অশরীরমিতি। কাদাচিৎকয়োরেব প্রিয়াপ্রিয়য়োরেষ নিষেধ ইত্যত্র নিয়ামকমাহ—আগমাপায়িনোরিতি। কাদাচিৎকে স্পর্শশব্দবন্ন স্বাত্মন্যেতচ্ছব্দোঽস্তীত্যাহ—ন ত্বিতি। আত্মনি তর্হি কাদাচিৎকত্বমেব প্রিয়মিতি তন্মাত্রপ্রতিষেধাৎ তদবস্থমপুমর্থত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সবিতুরিতি। ভূমবিদ্যালোচনায়ামপি সুখমাত্রস্যাত্মনি ন প্রতিষেধোঽস্তীত্যাহ—ইহাপীতি।

তথাপি বিষয়বিষয়িভাবেন ভেদাভাবাত্তদবস্থমপুরুষার্থত্বমিতি শঙ্কতে—নম্বিতি। ভেদো ন পুমর্থত্বোপযোগী কেবলব্যতিরেকাভাবাৎ, সুখসাক্ষাৎকারস্তু পুরুষার্থঃ; স চাভেদেঽপি বিদ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বরূপেণেতি। আত্মনি বিশেষজ্ঞানরাহিত্যমিন্দ্রস্য নেষ্টমিত্যত্র হেতুমাহ—নাহেতি। কিং তর্হীন্দ্রস্যেষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদ্ধীতি। যেন জ্ঞানেনাপ্নোতি তদিষ্টমিন্দ্রস্যেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কিমিদং বিশেষবিজ্ঞানমিন্দ্রস্যেষ্টমিত্যুচ্যতে, কিংবা হিতমিতি বিবক্ষ্যতে, তত্রাঽদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন ত্বিতি। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। তথাঽপীষ্টমেবেন্দ্রায় প্রজাপতিনোপদেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাঽহ—হিতং চেতি। কিং তর্হি তস্য হিতমিতি চেৎ, তদাহ—ব্যোমবদিতি। হিতং বক্তব্যমিতি সম্বন্ধঃ। হিতমেব ন ত্বিষ্টমিতি স্থিতে ফলিতমাহ—তত্রেতি।

সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকানাং কামানাং চাত্মা সচ্চিদানন্দমাত্রং তদ্রূপত্বং চেন্মুক্তস্যেষ্যতে কথং তর্হি তস্যৈশ্বর্য্যশ্রুতয়ো নির্বহন্তীতি চোদয়তি—নম্বিতি। অগুণবিদ্যাবতাং ষড়ৈশ্বর্য্যং, তন্নির্গুণবিদ্যাস্তুত্যর্থং সংকীর্ত্ততে। ব্রহ্মীভূতস্য মুক্তস্য সগুণবিদ্যায়া অপি প্রত্যগ্‌ভূতত্বাৎ ফলস্য তত্রোপচরিতুং যুক্তত্বাদিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। সর্ব্বাত্মত্বে নিন্দাঽপি প্রাপ্নোতীতি শঙ্কতে—নম্বিতি। দুঃখস্য দুঃখত্বাভাববত্তস্যাত্মা বিদ্বানপি ন দুঃখী ভবিষ্যতীতি সমাধত্তে। দুঃখস্যেতি। তর্হি দুঃখিনামাত্মা মুক্ত ইতি দুঃখী স্যাৎ, তত্রাহ—আত্মনীতি। ন তাবদাত্মনঃ স্বভাবতো দুঃখিত্বং, কিং ত্বাবিদ্যকং; সা চ মুক্তস্য দগ্ধেতি দুঃখিত্বাপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ। তর্হি বিদ্যয়া দগ্ধায়ামবিদ্যায়াং তদাধ্যারোপিতমৈশ্বর্য্যমপীশ্বরস্য সগুণবিদ্যাফলভূতং দগ্ধমেবেতি কথং স্তুত্যর্থমিহ তদুপদেশসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—শুদ্ধেতি। শুদ্ধং সত্ত্বং রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং, তস্মান্মায়ৈকদেশাজ্জাতাঃ সংকল্পা নিমিত্তানি যেষাং কামানামৈশ্বর্য্যভেদানাং, তে তথোক্তাস্তেষাং সর্ব্বেষু ভূতেষু বিষয়েষু মনোমাত্রেণেশ্বরাভিধ্যানরূপেণ সিদ্ধানামীশ্বরাখ্যেন স্বভাবেনাতিসংবন্ধো মায়াবস্থায়াং সিধ্যতীত্যর্থঃ। ননু জীবানামেবাবিদ্যাতৎকার্য্যসংবন্ধো নেশ্বরস্যেতি চেন্নেত্যাহ—পর এবেতি।

চতুর্ষ্বপি পর্য্যায়েষু ত্বমর্থানুবাদেন তস্য তদর্থত্বং বিধেয়মিতি স্বাভিপ্রায়েণ প্রজাপতিবাক্যং ব্যাখ্যাতং, সংপ্রতি সযূথ্যমতমুত্থাপয়তি—য এষ ইতি। প্রথমপর্য্যায়স্য ছায়াত্মবিষয়ত্ববদ্দ্বিতীয়-তৃতীয়-পর্য্যায়য়োরপি বিজ্ঞানাত্মবিষয়ত্বমিত্যাহ—স্বপ্নেতি। অন্য এব পরস্মাদুক্ত ইতি সংবন্ধঃ। চতুর্থপর্য্যায়বৎ পর্য্যায়ত্রয়েঽপি পরমাত্মৈব কস্মান্নোচ্যতে, তত্রাহ—ন পর ইতি। অপহতপাপ্মত্বাদেরবস্থাবত্ত্বস্য চ মিথো বিরোধো হেত্বর্থঃ। নন্বস্তিমে পর্য্যায়ে পরস্যোপদেশো যুজ্যতে, তজ্‌জ্ঞানস্য

মুক্তিফলত্বাৎ; কিমিতি পূর্ব্বেষু পর্য্যায়েষু ছায়াদয়ো নির্দ্দিশ্যন্তে তৎফলাভাবাৎ; অত আহ—ছায়াদ্যাত্মনাং চেতি। তত্র প্রথমং ছায়াত্মোপদেশস্য প্রয়োজনমাহ—আদাবেবেতি। পরস্যাতিসূক্ষ্মত্বেন দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ তস্মিন্নেবাদাবুচ্যমানে সতি তস্যাপি সূক্ষ্মস্য শ্রবণেঽপি শ্রোতুরনাত্মনিষ্ঠস্য কিল ব্যামোহঃ স্যাৎ, স মাভূদিতি পৃথক্ ছায়াত্মোপদেশঃ কৃত ইতি সম্বন্ধঃ। স্বপ্নসুষুপ্তয়োর্বিজ্ঞানাত্মোপদেশস্য প্রয়োজনং দর্শয়ন্ উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। ইতিশব্দস্তিঙা সম্বধ্যতে। পর্য্যায়ান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ—চতুর্থে ত্বিতি। মরণধর্ম্মকাদ্দেহাৎ পৃথক্ ভূত্বা জ্যোতিঃস্বরূপমশরীরত্বং প্রাপ্তো যদ্যপি চতুর্থে পর্য্যায়ে কথ্যতে, তথাপি কথমসৌ পরমাত্মা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মিন্নিতি। স্বসম্প্রসাদো যো বিদ্বান্ কর্ত্তৃত্বেন বিবক্ষিতঃ।

কিমিদং ব্যাখ্যানং শব্দানুসারি কিং বার্থানুসারীতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন ত্বিতি। অসম্ভবমেবাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফুটয়তি—কথমিত্যাদিনা। যদ্যাদ্যে পর্য্যায়ে ছায়াত্মোপদিশ্যেত, তর্হীন্দ্রবিরোচনয়োঃ সম্যগ্দর্শিত্বাদ্বিপরীতগ্রহাপোহার্থং প্রজাপতেরায়াসো বৃথা স্যাৎ। তেন নেদং ব্যাখ্যানমর্থানুসারীত্যর্থঃ। ইতশ্চ নাদ্যে পর্য্যায়ে ছায়াত্মোপদেশোঽস্তীত্যাহ—কিঞ্চেতি। প্রজাপতিনোপদিষ্টস্যাপি ছায়াত্মনো গ্রহণং ন মৃষ্যতীত্যাশঙ্ক্য হেত্বন্তরং স্পষ্টয়তি—যদীতি। তেন ছায়াত্মগ্রহণাপনয়কারণাবচনেনেতি যাবৎ। তেন প্রজাপতিনেত্যেকস্তচ্ছব্দো যোজ্যঃ। ইতশ্চ প্রথমে পর্য্যায়ে দ্রষ্টুরূপদেশো ন ছায়াপুরুষস্যেত্যাহ—কিংচান্যদিতি। এতচ্ছব্দেন সংনিহিতাবলম্বিনা ছায়াত্মানমনুকৃষ্য স্বপ্নে দ্রষ্টুরূপদেশঃ প্রজাপতের্মৃষাবাদিত্বং প্রসজ্যেত, তথা চ প্রথমেঽপি পর্য্যায়ে দ্রষ্টৈবোপদিষ্ট ইত্যর্থঃ।

স্বপ্নাবস্থাবিশিষ্টস্য স্থানান্তরে বাধ্যত্বান্ন তত্র দ্রষ্টুরূপদেশোঽস্তীতি শঙ্কতে—স্বপ্ন ইতি। অনুভবানুসারেণোত্তরমাহ—নেত্যাদিনা। কিং চ প্রকাশকারণানামুপরমে যঃ প্রকাশঃ, স নৈসর্গিক ইতি ন্যায়েন প্রতীচঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বম্ বৃহদারণ্যকে স্বপ্নাবস্থামাশ্রিত্যোক্তং, ততশ্চ তত্র দ্রষ্টুরূপদেশঃ সিধ্যতীত্যাহ—ন চেতি। সূর্য্যাদীনামুপরমে যঃ প্রকাশো দৃশ্যমানঃ স নৈসর্গিক ইত্যযুক্তং স্বপ্নেঽপ্যন্তঃকরণস্য সত্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। করণত্বাভাবে হেতুং পৃচ্ছতি—কিং তর্হীতি। নীলপীতাদিজাগ্রদ্বাসনাভিবিবর্ত্তমানা সাক্ষিণো বেদ্যতামাপদ্যতে। তথাচ পটচিত্রবদ্বিচিত্রবাসনাময়চেতসঃ সাক্ষিগম্যত্বান্ন স্বপ্নোপলব্ধৌ করণং ভবতীতি তদ্দ্রষ্টুঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং ন্যায়সিদ্ধমিত্যাহ—পটেতি। প্রাসঙ্গিকং হিত্বা দ্রষ্টৈবোপদিষ্টঃ স্বপ্নাবস্থায়ামিত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—কিংচেতি। তথাচ জাগ্রদবস্থায়ামিব স্বপ্নেঽপি দ্রষ্টৈবোপদিষ্ট ইতি শেষঃ। ইতশ্চ দ্রষ্টুরেবোপদেশঃ স্বপ্নদশায়ামিত্যাহ—প্রাপ্তাবিতি। ন কেবলমুক্তসুষুপ্তৌ নিষেধো নিষেধ্যপ্রাপ্তিসাপেক্ষত্বাদবস্থাদ্বয়ে দ্রষ্টুরূপদেশমাকাঙ্ক্ষতি কিং তু তুরীয়গতো নিষেধোঽপি নিষেধ্যমাকাঙ্ক্ষন্নবস্থাদ্বয়ে দ্রষ্টুরূপদেশমাকাঙ্ক্ষতীত্যাহ—তথেতি। নিষেধস্য প্রাপ্তিসাপেক্ষত্বাৎ প্রকৃতস্যৈব দ্রষ্টুরবিদ্যানিদানে সশরীরত্বে তন্নিমিত্তয়োঃ স্থানদ্বয়গতয়োর্ন প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তীতি, ন হ বৈ সশরীরস্যেত্যাদিনোক্তং সশরীরত্বে প্রাপ্তয়োঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োস্তস্যৈবাবস্থাত্রয়াতীতস্য সত্যাং বিদ্যায়ামশরীরমিত্যাদিনা প্রতিষেধো যুক্ত ইতি যোজনা। স্বপ্নে দ্রষ্টৃরূপদেশে হেত্বন্তরমাহ—একশ্চেতি।

চতুর্থপর্য্যায়স্য সৌষুপ্তাদর্থান্তরবিষয়ত্বমুক্তমনুভাষ্য দূষয়তি—যচ্চোক্তমিত্যাদিনা। তদেব ব্যতিরেকদ্বারা স্ফোরয়তি—যদীতি। অধিকরণাধেয়ভাবেন ভেদঃ সত্যো নাস্তীত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—কিংচান্যদিতি। জীবপরয়োর্ভেদস্য ষষ্ঠপ্রপাঠকবিরোধবৎ সপ্তমপ্রপাঠকবিরোধোঽপি স্যাদিত্যাহ—তথেতি। বৃহদারণ্যকশ্রুত্যালোচনায়ামপি জীবেশ্বরভেদো ন সংভবতীত্যাহ—নান্যইতি। ইতশ্চ জীবপরয়োর্ভেদো নাস্তীত্যাহ—সর্ব্বশ্রুতিষ্বিতি। শ্রৌতমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি।

আত্মৈক্যে পরস্যৈব সংসারিত্বং সর্ব্বদেহেষু স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—ন চেতি। আরোপিতসংসারিত্বং বস্তুতো নাস্ত্যস্তীত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—ন হীতি। মিথ্যা চ তদজ্ঞানং চেতি মিথ্যাজ্ঞানং, তেনাধ্যস্তান্যবিদ্যমানান্যেব বিদ্যমানবৎ প্রতীতিমাপাদিতানীতি যাবৎ। ন হ বৈ সশরীরস্যেত্যাদি বদতা বাস্তবত্বং প্রিয়াপ্রিয়সংবন্ধস্য বিবক্ষিতমিতি শঙ্কামুক্তন্যায়াতিদেশেন নিরস্যতি—এতেনেতি। আত্মনি সংসারস্য প্রসক্তির্নেতি যাবৎ। যাবদধ্যাসভাবিত্বং প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহত্যভাবো ন বাস্তবত্বং শরীরসম্বন্ধস্যৈব প্রিয়াপ্রিয়মূলস্য দুর্নিরূপত্বাদিত্যর্থঃ। স্বপ্নদ্রষ্টা খল্বপ্রিয়বেত্তেব ভবতি ন ত্বপ্রিয়বেত্তৈবেতি যৎ পূর্ব্বত্র স্থিতং তৎ সিদ্ধম্। লাভান্তরমাহ—এবং চেতি। প্রজাপতের্বচনং সত্যং ভবেদিতি সম্বন্ধঃ। অপৌরুষেয্যাং শ্রুতৌ কুতঃ প্রজাপতের্বচনং সাবকাশমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদি বেতি। সুখাদয়ঃ সাশ্রয়া গুণত্বাদ্রূপাদিবদিত্যনুমানাৎ তদাশ্রয়ঃ পরিশেষাদাত্মা ভবিষ্যতীতি বৈশেষিকাদিতর্কবিরোধাদসত্যং শ্রুতের্বচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। সুখাদীনামুপাধিধর্ম্মত্বেন সিদ্ধসাধ্যত্বান্নাস্তি শ্রৌতবচসো বাধকমিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। তস্যাভাসত্বাৎ ন বাধকত্বমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা।

দৃষ্টান্তোঽপি সম্প্রতিপন্নো ন ভবতীতি শঙ্কতে—সর্ব্বমিতি। জরাদেঃ সত্যবচনং ত্বদীয়মেবমস্ত্যেবেত্যঙ্গীকরোতি—অস্ত্যেবেতি। অঙ্গীকারে হেতুমাহ—দুরবগমমিতি। অধিকারিণঃ প্রমিতিজনকো বেদ ইতি ন্যায়াৎ তাদৃশানামনধিকারিণাং দুর্জ্ঞানমাত্মতত্ত্বম্। অতোঽস্ত্যেব জরাদিসত্যত্ববচনং, ন তাবতা বস্তুক্ষতিরিত্যর্থঃ। দুরবগম্যত্বে লিঙ্গমাহ—যেনেতি। অত্রেত্যাত্মতত্ত্বোক্তিঃ। তস্য দুর্জ্ঞানত্বে লিঙ্গান্তরমাহ—তথেতি। বৈনাশিকভ্রান্তিরপ্যাত্মনো দুর্জ্ঞানত্বং গময়তীত্যাহ—তথেন্দ্রস্যেতি। সাংখ্যভ্রান্তিরপি দুর্জ্ঞানত্বমাত্মনো জ্ঞাপয়তীত্যাহ—তথা সাংখ্যা ইতি। তার্কিকভ্রান্তিরপি তস্য দুর্গ্রহত্বে গমিকেত্যাহ—তথান্য ইতি। বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্ম্মাধর্ম্মভাবনা নবাত্মগুণাঃ। মীমাংসকভ্রান্তিস্তস্য দুর্গ্রহত্বে গমিকেত্যাহ—তথান্য ইতি। যদা পরীক্ষকাণামপীদৃশী ভ্রান্তিরাত্মনো দুরবগমত্বং গময়তি, তদা বিচারবিধুরাণাং লৌকিকানাং ভ্রান্তিস্তত্র প্রমাণয়িতব্যেত্যাহ—কিমন্য ইতি। অন্যে বন্ধমন্তীতি কিং বক্তব্যমিতি সম্বন্ধঃ। যদি লৌকিকানাং পরীক্ষকাণাং চেদমাত্মতত্ত্বং দুর্জ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়তে কেষাং তর্হীদং সুজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মাদিতি। এষণাস্বিবাত্মতত্ত্বেঽপি তেষামৌদাসীন্যং বারয়তি—অনন্যশরণৈরিতি। তেষাং কুটীচরাদিভাবং ব্যাসেধতি—পরমহংসেতি। কর্ম্মনিষ্ঠানাং আশ্রমানতীত্য নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাধান্যেন বর্ত্তমানত্বং দর্শয়তি—অত্যাশ্রমিভিরিতি। অনন্যশরণৈরিত্যুক্তং ব্যনক্তি—বেদান্তেতি। পূজ্যতমৈরিতি নিত্যানুবাদঃ।

তেষামাত্মবেদনোপায়ং প্রাক্তনমুপদিশতি—প্রাজাপত্যং চেতি। স্থানত্রয়ং তুরীয়ং চেত্যেতদ্বিষয়ং প্রকরণচতুষ্টয়ম্। যথোক্তাধিকারিণামেবাত্মবেদনমিত্যত্র লিঙ্গান্তরমাহ—তথেতি। অশরীরমিত্যাদিবাক্যব্যাখ্যানোপসংহারার্থমিতি পদম্॥৮।১২॥১

ভাষ্যানুবাদ।—হে মঘবন্, এই দৃশ্যমান শরীরটি মর্ত্ত্য—মরণশীল। তুমি যে মনে করিতেছ—চক্ষুরাদি আশ্রয়ে পরিস্ফুত সংপ্রসাদাত্মক মদুক্ত আত্মা যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ শ্রবণ কর—তুমি এই যে শরীর দর্শন করিতেছ, সেই এই শরীর মর্ত্ত্য—বিনাশী; তাহাও আবার সর্ব্বদাই মৃত্যুকর্ত্তৃক আত্ত—গ্রস্ত (আক্রান্ত)। সময়বিশেষে মরে; অতএব মর্ত্ত্য; এইমাত্র বলিলে সেরূপ ত্রাস হয় না,—সর্ব্বদাই মৃত্যুকর্ত্তৃক গ্রস্ত রহিয়াছে, এই কথা বলিলে যেরূপ [ত্রাস হয়;] এইজন্যই বৈরাগ্য-সমুৎপাদনার্থ বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—'মৃত্যুকর্ত্তৃক গ্রস্ত' ইতি।

আচ্ছা, দেহাভিমান হইতে বিরক্ত হইয়া নিবৃত্ত হইবে কি প্রকারে? [হাঁ, বলা হইতেছে,] এখানে শরীর শব্দে ইন্দ্রিয় ও মনঃ সহকৃত শরীর অভিহিত হইতেছে। সেই শরীরই [জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই] স্থানত্রয়বর্ত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়, এবং অমৃত অর্থাৎ মরণ প্রভৃতি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনোধর্ম্ম-বর্জ্জিত এই সম্প্রসাদ-সংজ্ঞক আত্মার ভোগাধিষ্ঠান; অথবা, সৎস্বরূপ ঈক্ষিতা (সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে সংকল্পকর্ত্তা) আত্মার তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাদি পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন, এইজন্য আশ্রয়স্বরূপ; অথবা, সৎ ব্রহ্মই জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ইহার মধ্যে অবস্থান করেন; এই জন্য অধিষ্ঠান। যদিও 'অমৃত' বলিলেই অশরীরত্বও সিদ্ধ হইতে পারিত সত্য, তথাপি [কেবল 'অমৃতস্য' বলিলে পর] বায়ু প্রভৃতির ন্যায় আত্মারও সাবয়বত্ব ও মূর্ত্তিমত্ত্ব সম্ভাবিত না হউক; এই জন্য পুনর্ব্বার "অশরীরস্য" বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহার এবংবিধ এই অধিষ্ঠান (শরীর) সর্ব্বদাই মৃত্যুগ্রাসে পতিত, এবং পাপ পুণ্যের ফলে সমুৎপন্ন বলিয়া প্রিয় ও অপ্রিয়যুক্ত; আত্মা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াই তদীয় ধর্ম্মযুক্ত এবং শরীরাভিমানী হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ শরীররহিত আত্মার যে 'সেই আমিই শরীর এবং শরীরই আমি' ইত্যাকার অবিবেকজনিত দেহাত্মভাব, তাহাই তাহার সশরীরত্ব। অতএব সশরীর হয় বলিয়াই যে প্রিয় ও অপ্রিয় দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও বটে। সশরীর হয় বলিয়াই—বহির্বিষয়ের সহিত আমার সংযোগ ও বিয়োগ হইতেছে, এইরূপ মনে করে বলিয়াই তাহার প্রিয় ও অপ্রিয়ের অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযোগ ও বিয়োগজনিত সুখ-দুঃখের অপঘাত—বিনাশ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবৃত্ত সুখ-দুঃখের উচ্ছেদ হয় না। যখন আবার আত্মার অশরীরত্বস্বরূপ পরিজ্ঞানে দেহাত্মাভিমান নিবারিত হয়—অবিবেকবুদ্ধি বিদূরিত করিয়া অশরীর হয়, তখন তাহাকে আর প্রিয় ও অপ্রিয় সংস্পর্শ করিতে পারে না। এখানে "স্পৃশতঃ" শব্দটি প্রত্যেকের সহিত সম্বদ্ধ; এই কারণে—প্রিয় তাহাকে স্পর্শ করে না, অপ্রিয়ও তাহাকে স্পর্শ করে না, এইরূপ দুইটি বাক্য হইতেছে। 'ম্লেচ্ছ, অশুচি ও অধার্ম্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে

না', এখানে যেরূপ [ম্লেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ করিবে না, অশুচির সহিত সম্ভাষণ করিবে না এবং অধার্ম্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না,] প্রত্যেকের সহিত 'সম্ভাষেত' কথার সম্বন্ধ, তদ্রূপ। প্রিয় ও অপ্রিয়, উভয়ই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল; আর অশরীরভাব হইতেছে তাহার স্বরূপ; কাজেই সেখানে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্ভাবনা না থাকায় তৎকার্য্য—প্রিয়াপ্রিয়ের সদ্ভাব ত দূরের কথা; প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে স্পর্শ করে না। ভাল কথা, অশরীরের যদি প্রিয়-স্পর্শ অর্থাৎ সুখানুভূতিও না থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন—'সুষুপ্ত আত্মা যেন বিনাশই প্রাপ্ত হয়', সেই কথাই ত আসিয়া পড়িল? না—ইহা দোষাবহ নহে; কারণ, শরীর-সম্বন্ধী যে ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত প্রিয়াপ্রিয়ের সম্বন্ধ, তাহাই এখানে বিবক্ষিত অর্থাৎ 'প্রিয় ও অপ্রিয় অশরীরকে স্পর্শ করে না', এই শ্রুতির অভিপ্রেত, (কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত সুখ-দুঃখেরই প্রতিষেধ নহে)। বিশেষতঃ উৎপত্তি ও বিনাশশীল পদার্থেরই প্রিয়াদি স্পর্শ দৃষ্ট হয়; যেমন শীতল স্পর্শ ও উষ্ণ স্পর্শ ইত্যাদি। কেননা, অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ উষ্ণতা ও প্রকাশের সহিত তাহার সংস্পর্শ কখনও সম্ভবপর হয় না, তেমনি এখানে অগ্নি ও সূর্য্যের উষ্ণতা ও প্রকাশের ন্যায় স্বরূপভূত প্রিয়সংজ্ঞক আনন্দেরও কখনই প্রতিষেধ হইতে পারে না; যেহেতু 'ব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' 'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই ছান্দোগ্যেও 'ভূমাই সুখ' এইরূপ কথিত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ভূমাখ্য প্রিয় যখন এক—অখণ্ড, তখন নিশ্চয়ই তাহা অসংবেদ্য (অনুভবের অগোচর), অথবা কেবল স্বস্বরূপেই অনুভবযোগ্য; সুতরাং তাহা নির্ব্বিশেষ (লৌকিক সুখ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্); কিন্তু সেরূপ সুখ ত কখনই ইন্দ্রের অভীষ্ট বা প্রার্থনীয় নহে; কেননা, স্বয়ং ইন্দ্র বলিয়াছেন—'এই সুষুপ্ত আত্মা সম্প্রতি আপনাকেও জানে না যে, আমি হই এই প্রকার, অথবা এই ভূতবর্গকে জানে না। নিজে যেন বিনষ্টপ্রায়ই হইয়াছে; অতএব আমি এরূপ আত্মলাভে কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না' ইতি। পক্ষান্তরে, তাহাই ইন্দ্রের অভীষ্ট, যাহা সমস্ত ভূতকে এবং আপনাকে অনুভব করে, অথচ কোন প্রকার অপ্রিয় অনুভব না করে এবং যে জ্ঞান দ্বারা সে (অধিকারী পুরুষ) সমস্ত ভোগ ও ভোগস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হাঁ সত্য বটে, ইহাই ইন্দ্রের ইষ্ট বা অভিপ্রেত যে, এই সমস্ত ভূতবর্গ আমা হইতে পৃথক্, সমস্ত লোক ও কাম্য বিষয় আমা হইতে ভিন্ন, আমি এ সমস্তের অধিপতি ইতি। কিন্তু [অভিপ্রেত হইলেও] ইহা ত ইন্দ্রের প্রকৃত হিতকর নহে; অথচ ইন্দ্রের যাহা হিতকর, তাহাই প্রজাপতিকে বলিতে হইবে; আকাশের ন্যায় অশরীর (নির্ব্বিশেষ)

যে, আত্মরূপ সমস্ত ভূত, সমস্ত লোক, এবং সমস্ত কামের আত্মস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ লাভ, তাহাই ইন্দ্রের হিতকর, এবং তাহাই ইন্দ্রের নিকট অবশ্যবক্তব্য বলিয়া প্রজাপতির অভিপ্রেত; কিন্তু রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির ন্যায় ভিন্নভাবে প্রাপ্তি নহে। কারণ, সে অবস্থায় 'এই আমিই হইতেছি এই সমস্ত ভূতস্বরূপ', এইরূপে আত্মৈকত্ব সিদ্ধ হইলে পর কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে? এ কথা সঙ্গত হয় না।

ভাল কথা, এই পক্ষে (একাত্মত্ব পক্ষে) 'স্ত্রীগণের সহিত, অথবা যানসমূহের সঙ্গে', 'সে যদি পিতৃ-লোকাভিলাষী হয়', 'সে এক প্রকার হয়' ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক শ্রুতিসমূহ অসঙ্গত হয়। না—তাহা হয় না; কেননা, মৃত্তিকার ঘটকুড্যাদি সর্ব্বপ্রকার বিকার প্রাপ্তির ন্যায় সর্ব্বত্র আত্মভাবাপন্ন মুক্ত পুরুষের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ফলসম্বন্ধ হওয়া বিরুদ্ধ হয় না।

বেশ কথা, যদি সর্ব্বাত্মভাবই হয়, তাহা হইলে ত তাহার দুঃখসংযোগও হইতে পারে? না—ইহাতেও কোন বিরোধ হইতেছে না; কেননা, তৎকালে দুঃখও তাহার আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পাদির কল্পনাবশতঃ যেমন দুঃখ উপস্থিত হয়, তেমনি আত্মাতেও অবিদ্যা-কল্পনাবশতঃই দুঃখ উপস্থিত হয়; আত্মার অশরীরত্ব ও একত্ব দর্শনের ফলে দুঃখোৎপাদক সেই অবিদ্যা উন্মূলিত হইয়া যায়; সুতরাং তৎকালে আর দুঃখ সম্বন্ধের আশঙ্কাও হইতে পারে না। সে সময় কেবল রজঃ ও তমোগুণে অনভিভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে যে সমস্ত সংকল্প সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সর্ব্বভূতে কেবল সেই সমস্ত সংকল্প-প্রসূত মনোময় ঐশ্বর্য্যের অস্তিত্ব থাকে মাত্র। ফল কথা এই যে, পরমেশ্বরই সমষ্টিভূত সত্ত্বগুণ-রূপ উপাধির সাহায্যে ভোক্তৃত্ব লাভ করিয়া থাকেন; অতএব পরমাত্মাই অবিদ্যাকৃত সর্ব্ববিধ ব্যবহারেরও আশ্রয়, তদ্ভিন্ন আর কেহ আশ্রয় নাই; ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

এ স্থলে কেহ কেহ মনে করেন যে, "য এষঃ অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" এই বাক্যে প্রজাপতি ছায়া-পুরুষের কথাই বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশায় অভিহিত আত্মা নিশ্চয়ই তাহা হইতে ভিন্ন, কখনই অপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণান্বিত আত্মা নহে; কারণ, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয়। ছায়া প্রভৃতি আত্মোপদেশেরও এইরূপ আবশ্যকতা বলিয়া থাকেন যে, প্রথমেই পরমাত্মার উপদেশ করিলে পরমাত্মার দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব নিবন্ধন, যাহাদের চিত্ত বাহ্য বিষয়ে আসক্ত, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় শ্রবণে মোহ বা ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে; তাহা না হউক, [ইহাই ঐরূপ ক্রমোপদেশের উদ্দেশ্য]। দৃষ্টান্ত

এই যে, দ্বিতীয়া তিথিতে [কাহাকেও] সূক্ষ্ম চন্দ্র দর্শন করাইতে হইলে প্রথমে যেরূপ চক্ষুর সন্নিহিত বৃক্ষকে (কিংবা ঐরূপ কোন পদার্থকে) প্রদর্শন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, ঐ জিনিষটি দেখ—উহাই চন্দ্র ; তাহার পর অপর একটিকে, তাহার পর অপর একটি চন্দ্রের সন্নিহিত গিরিশৃঙ্গাদিকে 'ইহাই চন্দ্র' বলিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, অবশেষে সেই ব্যক্তি যেমন প্রকৃত চন্দ্রকে দেখিতে পার, ঠিক তেমনি এখানেও প্রজাপতি তিনটি শ্রুতিতে তিন ভাবে 'য এষোঽক্ষিণি' ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা কিন্তু পরমাত্মা নহে। তাঁহারা আরও বলেন যে, চতুর্থ শ্রুতিতেই মরণশীল (বিনাশী) দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া অশরীর-ভাবাপন্ন পর-জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা অভিহিত হইয়াছেন। যে পরম পুরুষ স্ত্রী প্রভৃতির সহিত হাস্য ও ক্রীড়া করত রমণ করেন, সেই উত্তম পুরুষই পরমাত্মা নামে উক্ত হইয়াছেন।

হাঁ, এই ব্যাখ্যা শ্রুতিসুখাবহ বটে ; কিন্তু এই গ্রন্থের ঐরূপ অর্থ কখনই সম্ভবপর হইতেছে না ; কেন? যেহেতু "আত্মা পুরুষো দৃশ্যতে" এই বাক্যে প্রজাপতি যদি প্রকৃতপক্ষে ছায়াত্মারই উপদেশ করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে "অক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" এইরূপ উপদেশের পর, শিষ্যদ্বয় ছায়াকেই আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিল দর্শন করিয়া প্রজাপতিকর্ত্তৃক যে তাহাদের সেই ভ্রান্তি অপনয়নের নিমিত্ত উদশরাবের উল্লেখ এবং "কিং পশ্যথঃ" (কি দেখিতেছ?) এইরূপ প্রশ্ন, উভয়ই নিরর্থক হইয়া পড়ে। [কারণ, তাহারা ত প্রজাপতির অভিপ্রেত অর্থই গ্রহণ করিয়াছিল।] বিশেষতঃ নিজে উপদেশ করিয়াছি ; এই জন্যই যদি ঐরূপ ধারণার অপনয়ন করিবার কারণ বলা আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বপ্ন ও সুষুপ্ত আত্মা গ্রহণের অপনয়নের নিমিত্তও অবশ্যই উপদেশ করিতেন ; অথচ সেরূপ উপদেশ করেন নাই। সেই হেতু আমরা মনে করি, প্রজাপতি কখনও অক্ষিমধ্যে ছায়াত্মার উপদেশ করেন নাই। আরও এক কথা, যদি দ্রষ্টাই (জীবই) অক্ষিতে "দৃশ্যতে" বলিয়া উপদিষ্ট হইয়া থাকিবেন, তাহা হইলেই ঐরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, অথচ 'ইহাকেই তোমার নিকট পুনর্ব্বার বর্ণনা করিতেছি' বলিয়া স্বপ্নাবস্থাতেও সেই দ্রষ্টারই উপদেশ করিয়াছেন। যদি বল, স্বপ্নেও স্বপ্নাবস্থার দ্রষ্টার উপদেশ হয় নাই, তাহাও নহে ; কারণ, 'যেন রোদনই করিতেছে', 'যেন অপ্রিয়ই অনুভব করিতেছে' এইরূপ উপদেশ রহিয়াছে। অথবা, দ্রষ্টা ভিন্ন আর কেহই স্বপ্নাবস্থায় মহীয়মান হইয়া বিচরণ করে না। কেননা, এই পুরুষ (জীব) এই সময়ে স্বপ্রকাশ হয়, এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ শ্রুতি অনুসারেও উহা প্রমাণিত হইতেছে। স্বপ্নাবস্থায় যদিও বুদ্ধি

বিজ্ঞানযুক্তই থাকে সত্য, তথাপি সেই বুদ্ধি-বিজ্ঞান স্বপ্নকালীন ভোগানুভবের প্রতি কারণ হয় না; পরন্তু পটস্থ চিত্র যেমন (প্রকৃত বস্তুর ছায়ামাত্র), তেমনি জাগ্রৎকালীন সংস্কার-বিশিষ্ট বুদ্ধিই তখন একমাত্র দৃশ্য হইয়া থাকে; এইজন্য তৎকালে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব বা স্বপ্রকাশভাবও বাধা প্রাপ্ত হয় না।

আরও এক কথা, জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় 'ভূতসমূহ—এই, এবং আমি হইতেছি—এই' এইরূপে ভূতসমূহকে এবং আপনাকেও অনুভব করিয়া থাকে, [কিন্তু সুষুপ্তিসময়ে তাহা করিতে পারে না]; অতএব দর্শনের প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় "নাহ খল্বয়ম্" ইত্যাদি নিষেধ করা যেরূপ যুক্তিযুক্ত হয়, সেইরূপ সশরীরত্ব সত্ত্বে চেতনের পক্ষে অবিদ্যাজনিত প্রিয়াপ্রিয়-স্পর্শের বাধা হয় না, এই কথা বলিয়া, 'অশরীর হইলে তাহাকে আর প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করে না', এই শ্রুতিতে আবার সেই লোকেরই যখন জ্ঞানোদয়ে অশরীরত্ব হয়, তখনও যে পূর্ব্বতন সশরীরত্ব-নিবন্ধন সম্ভাবিত প্রিয়াপ্রিয়-স্পর্শের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। একই আত্মা যে জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় মহামৎস্যের ন্যায় অসঙ্গ-ভাবে সঞ্চরণ করে, ইহা অপর শ্রুতিতেও প্রসিদ্ধ আছে।

আরও যে উক্ত হইয়াছে, সম্প্রসাদ (সুষুপ্তিদশাপন্ন জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া স্ত্রীপ্রভৃতি যাহাদের সঙ্গে রমণ করিয়া থাকে, অধিকরণরূপে (যস্মিন্ পদ) নির্দ্দিষ্ট সেই উত্তম পুরুষ, উক্ত সম্প্রসাদ-পদবাচ্য জীব হইতে পৃথক্। না—ইহাও ভাল কথা হয় না; কারণ চতুর্থ উপদেশেও 'এতং তু এব তে' (ইহাকেই তোমার নিকট) এইরূপ কথা রহিয়াছে। এখানে যদি অন্য বস্তুর নির্দ্দেশই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে স্বয়ং প্রজাপতি কখনই পূর্ব্বের ন্যায় "এতং তু এব" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিতেন না। আরও এক কথা, তেজঃ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতির স্রষ্টা সৎপদার্থ ব্রহ্মেরই যে স্ব-নির্ম্মিত কার্য্যরূপী দেহমধ্যে প্রবেশ প্রদর্শনের পর, প্রবিষ্ট জীবের উদ্দেশে যে আবার 'তৎ ত্বম্ অসি' (তুমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ), এইরূপ উপদেশ করা, তাহাও মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, উত্তম পুরুষ যদি সত্য সত্যই সম্প্রসাদ-পদবাচ্য জীব হইতে স্বতন্ত্র হইত, তাহা হইলে 'তুমি তাঁহাতে স্ত্রীপ্রভৃতির সহিত রমণ করিবে' এইরূপ উপদেশ করাই যুক্তিযুক্ত হইত, অন্যরূপ নহে। সেইরূপ 'ভূমা' যদি জীব হইতে পৃথক্ পদার্থই হইত, তাহা হইলে 'ভূমা' পদার্থকেও 'আমি' বলিয়া উপদেশের পর 'আত্মাই এ সমস্ত' এইরূপে কখনই উপসংহার করিতেন না; বিশেষতঃ 'ইহা হইতে অতিরিক্ত দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরেও ঐরূপ কথা রহিয়াছে। সর্ব্ব প্রাণীর জীবাত্মাই যদি পরমাত্মা না হইত, তাহা হইলে কখনই সমস্ত শ্রুতিতে

পরমাত্মাতে 'আত্মা' শব্দেরও প্রয়োগ হইত না। অতএব একই আত্মা যে প্রকরণ-প্রতিপাদ্য, তাহা প্রমাণিত হইত।

আর আত্মার যে প্রকৃতপক্ষেই সংসারিত্ব (সুখ-দুঃখভোক্তৃত্ব) আছে, তাহাও নহে; কেননা, আত্মার যে সংসারিত্ব, তাহা কেবল অবিদ্যা দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত হইয়াছে মাত্র; অজ্ঞানের ফলে রজ্জু, শুক্তি ও গগন প্রভৃতিতে আরোপিত সর্প, রজত ও মালিন্য প্রভৃতিকে কখনই ত রজ্জু প্রভৃতিতে সংসক্ত (একীভূত) হইতে দেখা যায় না। ইহা দ্বারাই 'সশরীর পুরুষের প্রিয়াপ্রিয় লোপ হয় না', এ কথাও ব্যাখ্যাত হইল (১)। আর যে 'অপ্রিয়বেত্তাই যেন হয়' (যেন অপ্রিয়ই ভোগ করে) কথা আছে, সে কথার অর্থও যে নিশ্চয়ই অপ্রিয় অনুভব করে না, তাহাও প্রমাণিত হইল। এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইলেই, সমস্ত উপদেশ-বাক্যেই যে 'ইহা অমৃত অভয়, ইহাই ব্রহ্ম' এইরূপ প্রজাপতির উক্তি, অথবা প্রজাপতিরূপা শ্রুতির উক্তি, তাহাও অবশ্য সত্য হইতে পারে; কিন্তু কুতর্ককলুষিত বুদ্ধি দ্বারা তাহা অসত্যরূপে পরিণত করা কখনই যুক্তি-সম্মত হয় না; কারণ, তদপেক্ষা গুরুতর (দৃঢ়তর) অপর কোন প্রমাণ হইতে পারে না। ভাল, দুঃখাদি ও অপ্রিয়বোধ ত সকলের পক্ষেই অব্যভিচারিরূপে অনুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সকল আত্মাই যে দুঃখাদি অপ্রিয়ভাব অনুভব করে, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। না—তাহা নহে; কারণ, আমি বার্দ্ধক্যাদিরহিত, আমি জীর্ণ, আমি জাত, আমি দীর্ঘায়ুঃ, গৌরবর্ণ, কৃশ ও মৃত ইত্যাদি প্রত্যক্ষানুভবের ন্যায় উক্ত দুঃখাদি প্রতীতিরও সমাধান হইতে পারে; অতএব এপক্ষে কোনরূপ দোষ হইতেছে না।

যদি বল, উক্ত সমস্ত কথাই সত্য, কিন্তু বড়ই দুর্ব্বোধ্য। হাঁ, ইহা এইরূপ দুর্ব্বোধ্যই বটে; যাহার ফলে দেবরাজকেও উদশরাবাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মার অবিনাশিত্ব বুঝাইয়া দিলেও তিনি 'যেন বিনাশই প্রাপ্ত হয়' বলিয়া, এ বিষয়ে আপনার মোহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর মহাপ্রাজ্ঞ বিরোচন ত প্রজাপতির সন্তান হইয়াও কেবল দেহকেই আত্মা বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ বৈনাশিকগণ (বৌদ্ধবিশেষ) ইন্দ্রপ্রদর্শিত আত্ম-

(১) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মার সুখ-দুঃখ বা সংসারের সহিত কখনও কোনরূপ সম্বন্ধ নাই এবং থাকিতেও পারে না। তবে যে সংসার-সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল আরোপমাত্র। আরোপের কারণ দেহেন্দ্রিয়াদিতে 'আমি আমার' ইত্যাদি ভ্রম; সেই ভ্রান্তিজনিত দেহাদিগত অভিমান যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, আত্মার সুখ-দুঃখাদিও ততদিন বিলুপ্ত হইবে না এবং হইতেও পারে না।

বিনাশ-শঙ্কাবশতঃ ভয়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন (১), সেইরূপ, সাংখ্যবাদিগণ দেহাতিরিক্ত আত্মাকে দ্রষ্টা বা চেতনরূপে বুঝিয়াও শ্রুতিপ্রামাণ্য পরিত্যাগ করায়, মৃত্যুর অধিকারভুক্ত ভেদদর্শনেই স্থিরতর রহিয়াছেন; এবং তদ্ভিন্ন কণাদ প্রভৃতির মতাবলম্বীরা মাঞ্জিষ্ঠাদি কষায় দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রকে যেমন ক্ষারাদি দ্বারা বিশোধিত করা হয়, তেমনি নয় প্রকার আত্ম-গুণযুক্ত জড়পদার্থ আত্মারূপ দ্রব্যটিকেও বিশোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেইরূপ, অন্য সম্প্রদায়— কর্ম্মমীমাংসকগণও বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট থাকায় ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহারাও পরমার্থ সত্য অদ্বিতীয় আত্মাকে বিনশ্বরের ন্যায় মনে করিয়া ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় কখনও স্বর্গাদি লোকে আরোহণ, কখনও বা নরকাদি স্থানে পতন, এইরূপে নিরন্তর পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছেন। ইঁহাদেরই যখন এরূপ অবস্থা, তখন যাহারা বিবেক-জ্ঞানবিহীন এবং স্বভাবতই বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত সাধারণ লোক, তাহাদের আর কথা কি? অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই চারিটি প্রকরণে যে তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কেবল, যাহারা সর্ব্ববিধ বাহ্য বিষয়ের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া অনন্যশরণ হইয়াছেন, এবং এই প্রাজাপত্য সম্প্রদায়ের অনুসরণকরতঃ বেদান্ত-বিজ্ঞানপরায়ণ সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাদৃশ পূজনীয় পরমহংস পরিব্রাজকগণেরই একমাত্র বোধগম্য হয় (অপরের নহে)। এখনও তাঁহারাই সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, অপরে নহে ॥৬১৯॥১

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি, তদ্‌যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥৬২০॥২

[স্বতোঽশরীরস্য সম্প্রসাদস্য অবিদ্যাকৃতসশরীরভাবত্যাগানন্তরং স্বরূপাভিনিষ্পত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—"অশরীরঃ" ইত্যাদিনা।

(১) তাৎপর্য্য—বৌদ্ধসম্প্রদায় অনেক ভাগে বিভক্ত; সাধারণতঃ তাঁহারা সকলেই আত্মার বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকেন, এই কারণে 'বৈনাশিক' নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে জড় বুদ্ধিই আত্মা, এবং তাহা প্রতিক্ষণে বিনাশশীল। এক আত্মার বিনাশের সঙ্গে-সঙ্গে অপর আত্মা উৎপন্ন হয়, এইরূপে আত্ম-প্রবাহ অবিচ্ছেদে চলিতেছে। কণাদের মতাবলম্বীরা বলেন—আত্মা জড়পদার্থই বটে, কিন্তু দেহাদির অতিরিক্ত; বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন (চেষ্টা), ভাবনাখ্য সংস্কার (যাহার সাহায্যে অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হয়), ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই নয় প্রকার বিশেষ গুণযোগে আত্মার বন্ধ হয়, আবার ইহাদের উচ্ছেদেই মুক্তি হয়। কর্ম্মমীমাংসক-সম্প্রদায়ও আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করেন, এবং কর্ম্মানুসারে স্বর্গ-নরকাদি-ভোগও স্বীকার করিয়া থাকেন। সাংখ্যবাদীরা আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত এবং চিন্ময় স্বীকার করিয়াও পরস্পরের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন।

বায়ুঃ অশরীরঃ (হস্তপদাদিলক্ষণশরীররহিতঃ), অভ্রং (মেঘঃ), বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নুঃ (মেঘধ্বনিঃ), এতানি চ অশরীরাণি ; তৎ (তত্র—এবং সতি) এতানি (বায়ুপ্রভৃতীনি) যথা অমুষ্মাৎ (দ্যুলোকসম্বন্ধিনঃ) আকাশাৎ সমুত্থায় (আকাশ-সমানরূপতাং পরিত্যজ্য) পরং জ্যোতিঃ (উত্তমং সৌরতেজঃ) উপসম্পদ্য (প্রাপ্য) স্বেন (বায্বাদিলক্ষণেন) রূপেণ (আকৃত্যা) অভিনিষ্পদ্যন্তে (পরিণমন্তে)॥

স্বভাবতঃ অশরীর আত্মা অবিদ্যাকৃত সশরীরভাব পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে যে সৎস্বরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—বায়ু অশরীর অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে বায়ু আকাশের সঙ্গে মিলিয়া থাকে, এই জন্য বায়ু অশরীর ; মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘধ্বনি, ইহারাও অশরীর (হস্তপদাদিযুক্ত-শরীরহীন) ; এমত অবস্থায় ইহারা যেমন ঐ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া—আকাশ-সাম্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ আকারে অভিব্যক্ত হয় ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তত্রাশরীরস্য সম্প্রসাদস্যাবিদ্যয়া শরীরেণাবিশেষতাং সশরীরতামেব সম্প্রাপ্তস্য শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেন রূপেণ যথা অভিনিষ্পত্তিঃ, তথা বক্তব্যেতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে—অশরীরো বায়ুঃ অবিদ্যমানং শিরঃপাণ্যাদিমৎ শরীরমস্যেতি অশরীরঃ। কিঞ্চ, অভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরিত্যেতানি চাশরীরাণি। তৎ তত্রৈবং সতি বর্ষাদিপ্রয়োজনাবসানে যথা, অমুষ্মাৎ ইতি ভূমিষ্ঠা শ্রুতিঃ দ্যুলোকসম্বন্ধিনমাকাশদেশং ব্যপদিশতি, এতানি যথোক্তান্যাকাশসমানরূপতামাপন্নানি স্বেন বায্বাদিরূপেণাগৃহ্যমাণানি আকাশাখ্যতাং গতানি—যথা সম্প্রসাদোঽবিদ্যাবস্থায়াং শরীরাত্মভাবমেবাপন্নঃ, তানি চ তথা ভূতানি অমুষ্মাৎ দ্যুলোকসম্বন্ধিন আকাশদেশাৎ সমুত্তিষ্ঠন্তি বর্ষণাদিপ্রয়োজনাভিনির্বৃত্তয়ে। কথম্? শিশিরাপায়ে সাবিত্রং পরং জ্যোতিঃ প্রকৃষ্টং গ্রৈষ্মকমুপসম্পদ্য সাবিত্রমভিতাপং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। আদিত্যাভিতাপেন পৃথগ্‌ভাবমাপাদিতাঃ সন্তঃ স্বেন স্বেন রূপেণ পুরোবাতাদি-বায়ুরূপেণ স্তিমিতভাবং হিত্বা, অভ্রমপি ভূমি-পর্ব্বত-হস্ত্যাদিরূপেণ, বিদ্যুদপি স্বেন জ্যোতির্লতাদি-চপলরূপেণ, স্তনয়িত্নুরপি স্বেন গর্জ্জিতাশনিরূপেণেতি এবং প্রাবৃড়াগমে স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥৬২০॥২

আনন্দগিরিঃ।—সশরীরস্য বন্ধো মুক্তিরশরীরস্যেতি স্থিতে কিমর্থমশরীরো বায়ুরিত্যাদিবাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেত্যাদিনা। কথং বায়োরশরীরত্বং, তদাহ—অবিদ্যমানমিতি। এবং সতি বায্বাদীনামশরীরত্বে সতীতি যাবৎ। আকাশস্য সর্ব্বত্রৈকরূপত্বাদমুষ্মাদিতি কুতো ব্যপদেশসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অমুষ্মাদিতীতি। যথোক্তান্যশরীরাণি বায্বাদীনি, তেষামাকাশত্বাপত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। তথা বায্বাদীনি স্বেন রূপেণাগৃহ্যমাণত্বদশায়ামাকাশাখ্যতাং গতানীতি সম্বন্ধঃ। তানি

চ বায্বাদীনি তথাভূতান্যাকাশাত্মত্বং প্রাপ্তানীত্যেতৎ। বর্ষাদিফলনিষ্পত্ত্যর্থং বায্বাদীনামাকাশদেশাৎ সমুত্থানমুক্তমাকাঙ্ক্ষাদ্বারেণ স্ফুটয়তি—কথমিত্যাদিনা। স্বেন স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। তত্র বায়োরভ্রস্য বিদ্যুতঃ স্তনয়িত্নোশ্চ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্তিপ্রকারং বিবৃণোতি—পুরোবাতাদীতি। 'স্তিমিতভাবং হিত্বা বায়ুরিতি শেষঃ॥৬২০॥২

ভাষ্যানুবাদ।—স্বভাবতঃ অশরীর সম্প্রসাদ (আত্মা) অবিদ্যাবশে শরীরের সহিত অবিশেষভাব অর্থাৎ সশরীরত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ শরীরাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকারে নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এখন সেই প্রকারটি বলা আবশ্যক; এই জন্য তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলা হইতেছে—বায়ু অশরীর; কেননা, বায়ুর হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত শরীর নাই; এই জন্য বায়ু অশরীর, এবং অভ্র (মেঘ), বিদ্যুৎ, স্তনয়িত্নু (মেঘধ্বনি), এ সমস্তও অশরীর। এইরূপ অবস্থায় বারিবর্ষণাদিরূপ প্রয়োজন শেষ হইয়া গেলে পর উক্ত বায়ু প্রভৃতি যেমন আকাশের সমান রূপ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতিরূপে প্রতীতিগম্য না হইয়া আকাশসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, অবিদ্যাবস্থায় সম্প্রসাদ (আত্মা) যেমন শরীরের সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি আকাশের সাম্যপ্রাপ্ত সেই বায়ু প্রভৃতিও ঐ দ্যুলোকসম্পর্কিত আকাশ-প্রদেশ হইতে বারি-বর্ষণাদি প্রয়োজন-সম্পাদনের নিমিত্ত সমুত্থিত হয়। শ্রুতি পৃথিবীতে থাকায় দূরত্ববোধক 'অমুষ্মাৎ' পদে দ্যুলোকস্থ আকাশাংশের নির্দ্দেশ করিতেছে (১)। কি প্রকারে? শীত ঋতু অপগত হইলে পর অত্যন্ত প্রখর সৌর তেজ—গ্রীষ্মকালীন তীব্র সূর্য্য-সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া, সূর্য্য-সন্তাপে ঐ সমস্ত পদার্থ পৃথগ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ আকাশের সাম্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্তিমিতভাব (মন্থর ভাব) পরিত্যাগ করিয়া যেমন পুরোবাতাদিরূপে (পূর্ব্বদিকের বায়ুকে 'পুরোবাত' বলে), মেঘ ও ভূমি, পর্ব্বত ও হস্তী প্রভৃতির আকারে, বিদ্যুৎও স্বভাবচঞ্চল জ্যোতির্ম্ময় লতাদি আকারে এবং স্তনয়িত্নুও স্বীয় গর্জ্জন ও অশনিরূপে পরিণত হইয়া থাকে, এই প্রকার বর্ষাসমাগমেও আবার নিজ নিজ বিশেষাকারে পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে॥৬২০॥২

---

(১) তাৎপর্য্য—'অমুষ্মাৎ' পদটি 'অদস্‌' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অদস্‌ শব্দের সাধারণ অর্থ—দূরবর্ত্তী বস্তু। যথা—'ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্। অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ।" আকাশ যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন দূরবর্ত্তিত্ব-বোধক 'অমুষ্মাৎ' পদে আকাশকে বুঝাইতে পারে না। সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, আকাশ যদিও সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তথাপি পৃথিবীস্থ শ্রুতির পক্ষে দ্যুলোকাবচ্ছিন্ন আকাশ-প্রদেশ দূরবর্ত্তীই বটে, সুতরাং তদ্বিষয়ে অমুষ্মাৎ পদের প্রয়োগ অসঙ্গত হয় নাই।

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমপুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনংং স্মরন্নিদংং শরীরংং স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ॥৬২১॥৩

এবম্ এব (যথায়ং বায্বাদীনাম্ আকাশসাম্যে দৃষ্টান্ত উক্তঃ, তদ্বদেব) এষঃ (প্রস্তুতঃ) সম্প্রসাদঃ (সুষুপ্তঃ জীবঃ) অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় (স্থূলশরীরে অহমভিমানং পরিত্যজ্য) পরং জ্যোতিঃ (পরমাত্মানং) উপসম্পদ্য (প্রাপ্য—তদভিন্নতাম্ অধিগম্য) স্বেন রূপেণ (সৎস্বরূপাত্মরূপেণ) অভিনিষ্পদ্যতে (সম্পদ্যতে)। সঃ (যেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, সঃ) উত্তমপুরুষঃ (পরমাত্মা, "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" ইতি গীতাবচনাৎ)। সঃ (সম্প্রসাদঃ) তত্র (পরমাত্মনি স্থিতঃ সন্) জক্ষৎ (হসন্ ভক্ষয়ন্ বা), ক্রীড়ন্ (সংকল্পসমু-থিতৈঃ মনোময়ৈঃ বিষয়ৈঃ ক্রীড়াং কুর্ব্বন্), স্ত্রীভিঃ যানৈঃ (বাহনৈঃ) বা জ্ঞাতিভিঃ বা [মনসৈব] রমমাণঃ কিন্তু উপজনং (আত্মাভিব্যক্তিস্থানতয়া জায়মানং) ইদং (স্থূলং) শরীরং ন স্মরন্ (শরীরবিষয়ে চিন্তামকুর্ব্বন্ সন্) পর্য্যেতি (সর্ব্বতো গতো ভবতি)। সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রয়োগ্যঃ (প্রয়োগার্হঃ অশ্বাদিঃ) যথা আচরণে (রথাদ্যাকর্ষণে) যুক্তঃ (নিযুক্তঃ ভবতি), এবম্ এব (উক্তদৃষ্টান্তবদেব) অয়ং প্রাণঃ (প্রজ্ঞাত্মা জীবঃ) অস্মিন্ শরীরে যুক্তঃ (কর্ম্ম-ফলোপভোগার্থং নিযুক্ত ইত্যর্থঃ)॥

আকাশাদির সাম্য প্রাপ্ত বায়ু প্রভৃতির ন্যায়ই এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্ত জীবাত্মা এই স্থূলশরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া অর্থাৎ দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ করত স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়। যেরূপে পরি-নিষ্পন্ন হয়, তাহা বলা হইতেছে—উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম, স্বরূপাপন্ন সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া হাস্য করত, ক্রীড়া করত, ব্রহ্মলোকাদিগত মনোময় স্ত্রীদের সহিত, অথবা অশ্বাদি যানের সহিত, অথবা বন্ধুগণের সহিত (মনে মনে) আমোদ উপভোগ করত আত্মসন্নিহিত এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া অবস্থান করে। অশ্ব প্রভৃতি যেরূপ রথাদি-বহনে নিযুক্ত হয়, ঠিক তদ্রূপই এই প্রাণ অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মা জীবও এই শরীরে (কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত) নিযুক্ত আছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ—বায্বাদীনামাকাশাদিসাম্যগমনবৎ অবিদ্যয়া

সংসারাবস্থায়াং শরীরসাম্যমাপন্নঃ অহমমুষ্য পুত্রো জাতো জীর্ণো মরিষ্যে—ইত্যেবম্প্রকারং প্রজাপতিনেব মঘবান্ যথোক্তেন ক্রমেণ 'নাসি ত্বং দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মা, তত্ত্বমসি' ইতি প্রতিবোধিতঃ সন্ স এব সম্প্রসাদো জীবোঽস্মাৎ শরীরাৎ আকাশাদিব বায্বাদয়ঃ সমুত্থায় দেহাদিবৈলক্ষণ্যমাত্মনো রূপমবগম্য—দেহাত্মভাবনাং হিত্বেত্যেতৎ, স্বেন রূপেণ সদাত্মনৈবাভিনিষ্পদ্যতে ইতি ব্যাখ্যাতং পুরস্তাৎ।

স যেন স্বেন রূপেণ সম্প্রসাদোঽভিনিষ্পদ্যতে প্রাক্ প্রতিবোধাৎ, তদ্ভ্রান্তিনিমিত্তাৎ সর্পো ভবতি যথা রজ্জুঃ, পশ্চাৎ কৃতপ্রকাশা রজ্জ্বাত্মনা স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এবঞ্চ স উত্তমপুরুষঃ, উত্তমশ্চাসৌ পুরুষশ্চেতি উত্তমপুরুষঃ, স এবোত্তমপুরুষঃ। অক্ষি-স্বপ্নপুরুষৌ ব্যক্তৌ, অব্যক্তশ্চ সুষুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নোঽশরীরশ্চ স্বেন রূপেণেতি। এষামেব স্বেন রূপেণাবস্থিতঃ ক্ষরাক্ষরৌ ব্যাকৃতাব্যাকৃতাবপেক্ষ্য উত্তমপুরুষঃ ; কৃতনির্ব্বচনো হ্যয়ং গীতাসু।

স সম্প্রসাদঃ স্বেন রূপেণ তত্র স্বাত্মনি স্বস্থতয়া সর্ব্বাত্মভূতঃ পর্য্যেতি কচিদিন্দ্র্যাদ্যাত্মনা জক্ষৎ হসন্ ভক্ষয়ন্ বা ভক্ষ্যানুচ্চাবচানীপ্সিতান্, কচিন্মনোমাত্রৈঃ সঙ্কল্পাদেব সমুত্থিতৈর্ব্রাহ্মলৌকিকৈর্ব্বা ক্রীড়ন্ স্ত্র্যাদিভী রমমাণশ্চ মনসৈব, নোপজনং স্ত্রীপুংসয়োরন্যোন্যোপগমেন জায়ত ইত্যপজনম্, আত্মভাবেন বা আত্মসামীপ্যেন জায়ত ইত্যুপজনমিদং শরীরম্, তন্ন স্মরন্ ; তৎস্মরণে হি দুঃখমেব স্যাৎ ; দুঃখাত্মকত্বাৎ তস্য।

ননু অনুভূতং চেন্ন স্মরেৎ, অসর্ব্বজ্ঞত্বমুক্তং স্যাৎ ? নৈষ দোষঃ ; যেন মিথ্যাজ্ঞানাদিনা জনিতং, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানাদি বিদ্যয়োচ্ছেদিতম্, অতস্তন্নানুভূতমেবেতি ন তদস্মরণে সর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ। ন হি উন্মত্তেন গ্রহগৃহীতেন বা যদনুভূতং, তদুন্মাদাদ্যপগমেঽপি স্মর্ত্তব্যং স্যাৎ ; তথেহাপি সংসারিভিরবিদ্যাদোষবদ্ভির্যদনুভূয়তে তৎ সর্ব্বাত্মানমশরীরং ন স্পৃশতি, অবিদ্যানিমিত্তাভাবাৎ। যে তূচ্ছিন্নদোষৈর্মৃদিতকষায়ৈর্মানসাঃ সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানা অনুভূয়ন্তে বিদ্যাভিব্যঙ্গ্যত্বাৎ ত এবমুক্তেন সর্ব্বাত্মভূতেন সম্বধ্যন্ত ইত্যাত্মজ্ঞানস্তুতয়ে নির্দ্দিশ্যন্তেঽতঃ সাধ্বেতদ্বিশিনষ্টি—য এতে ব্রহ্মলোক ইতি। যত্র কচন ভবন্তোঽপি ব্রহ্মণ্যে চ হি তে লোকে ভবন্তীতি সর্ব্বাত্মত্বাদ্ব্রহ্মণ উচ্যন্তে।

ননু কথমেকঃ সন্নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা কামাংশ্চ ব্রাহ্মলৌকিকান্ পশ্যন্ রমত ইতি চ বিরুদ্ধম্। যথৈকো যস্মিন্নেব ক্ষণে পশ্যতি, স তস্মিন্নেব ক্ষণে ন পশ্যতি চেতি। নৈষ দোষঃ ; শ্রুত্যন্তরে

পরিহৃতত্বাৎ,—দ্রষ্টুর্দ্দৃষ্টেরবিপরিলোপাৎ পশ্যন্নেব ভবতি; দ্রষ্টুরন্যত্বেন কামানামভাবান্ন পশ্যতি চেতি। যদ্যপি সুষুপ্তে তদুক্তম্; মুক্তস্যাপি সর্ব্বৈকত্বাৎ সমানো দ্বিতীয়াভাবঃ। 'কেন কং পশ্যেৎ' ইতি চোক্তমেব।

অশরীরস্বরূপোঽপহতপাপ্মাদিলক্ষণঃ সন্ কথমেষ পুরুষোঽক্ষিণি দৃশ্যত ইত্যুক্তঃ প্রজাপতিনা? তত্র যথা অসাবক্ষিণি সাক্ষাদ্দৃশ্যতে, তদ্বক্তব্যমিতীদমারভ্যতে। তত্র কো হেতুরক্ষিণি দর্শনে? ইত্যাহ সঃ—দৃষ্টান্তঃ,—যথা প্রয়োগ্যঃ, প্রয়োগ্যপরো বা স-শব্দঃ। প্রযুজ্যত ইতি প্রয়োগ্যাঽশ্বো বলীবর্দ্দো বা। যথা লোকে আচরত্যনেনেত্যাচরণো রথোঽনো বা, তস্মিন্নাচরণে যুক্তস্তদাকর্ষণায়। এবমস্মিঞ্ছরীরে রথস্থানীয়ে প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংযুক্তঃ, প্রজ্ঞাত্মা বিজ্ঞানক্রিয়াসক্তিদ্বয়সংমূর্চ্ছিতাত্মা যুক্তঃ স্বকর্ম্মফলোপভোগনিমিত্তং নিযুক্তঃ 'কস্মিন্ ন্বহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি' ইতীশ্বরেণ রাজ্ঞা ইব সর্ব্বাধিকারী দর্শনশ্রবণচেষ্টাব্যাপারেঽধিকৃতঃ। তস্যৈব তু মাত্রা একাদশশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়ং রূপোপলব্ধিদ্বারভূতম্ ॥৮২১॥৩

আনন্দগিরিঃ।—দৃষ্টান্তমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—যথেতি। বায়্বাদীনামিত্যস্য পুরস্তাৎ তথেত্যধ্যাহর্ত্তব্যম্। তত্রাদি-শব্দেনাভ্র'বজ্রাৎস্তনয়িত্নবো গৃহ্যন্তে। আকাশাদীত্যাদিপদমভ্রাদিকারণসংগ্রহার্থম্। শরীরসাম্যমেব বিশিনষ্টি—অহমিতি। প্রতিবোধনে দৃষ্টান্তমাহ—প্রজাপতিনেতি। যথোক্তেন ক্রমেণ পর্য্যায়চতুষ্টয়োপদিষ্টপ্রকারেণেতি যাবৎ। মঘবান্ প্রতিবোধিত ইতি সম্বন্ধঃ। দার্ষ্টান্তিকে প্রতিবোধনপ্রকারং দর্শয়তি—নাসীতি। শরীরাৎ বিভুষঃ সমুত্থানে দৃষ্টান্তমাহ—আকাশাদিবেতি। সমুত্থানং বিভজতে—দেহাদীতি। পুনরুক্তিং পরিহরতি—ইতি ব্যাখ্যাতমিতি।

উত্তরবাক্যস্থং স-শব্দং ব্যাচষ্টে—স যেনেতি। স উত্তমপুরুষ ইতি সম্বন্ধঃ। সংপ্রসাদস্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্তিং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—প্রাগিত্যাদিনা। উক্তদৃষ্টান্তানুসারেণাবিদ্যাদশায়াং শরীরাত্মত্বমাপন্নো জীবো বিদ্যয়া প্রকাশিতব্রহ্মতত্ত্বঃ স্বেন রূপেনাভিনিষ্পন্নো ভবতীতি দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবং চেতি। পুরুষস্যোত্তমবিশেষণং পুরুষান্তরব্যবচ্ছেদার্থমিত্যভিপ্রেত্য পুরুষভেদং দর্শয়তি—অক্ষীতি। ইতি চত্বারঃ পুরুষা ইতি শেষঃ। তত্র পূর্ব্বেষাং ত্রয়াণাং ব্যবচ্ছেদ্যত্বং, তুরীয়স্য তূত্তমপুরুষত্বমিত্যাহ—এষামিতি। যথোক্তোত্তমপুরুষে ভগবৎসম্মতিং সংগিরতে—স্মৃতেতি।

> "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
> ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
> উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
> যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
> যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
> অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

ইতি হি স ভগবানূচিবান্। স তত্রেত্যাদি ব্যাচষ্টে—স সম্প্রসাদ ইতি। ক্বচিদিতি স্বর্গলোকোক্তিঃ। ক্বচিন্মনোমাত্রৈরিত্যত্র ক্বচিদিতি ব্রহ্মলোকো গৃহ্যতে।

নোপজনমিতি প্রতীকং গৃহীত্বা ব্যাকরোতি—স্ত্রীপুংসয়োরিতি। তন্ন স্মরন্ পর্য্যেতীতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তদেহস্মৃতৌ কাঽনুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তৎস্মরণে হীতি।

বিদুষো মুক্তস্যানুভূতদেহাস্মরণে দূষণমাশঙ্কতে—নন্বিতি। অসর্ব্বজ্ঞত্বদোষং নিরাকরোতি—নৈষ দোষ ইতি। অনুভূতার্থস্মৃতৌ হি সর্ব্বজ্ঞ ইতি। ন চ শরীরাদ্যনুভূতং, তস্যাবিদ্যাকামকর্ম্মমূলস্যাজ্ঞানমাত্রত্বাৎ, তস্য চ সকার্য্যস্য জ্ঞানোদয়মাত্রেণ নষ্টত্বাৎ, প্রাগপি শরীরাদেরনুভববিপরীতবর্ত্তিত্বানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। শরীরাদি পূর্ব্বং সম্যগ্ জ্ঞানেনাবিষয়ীকৃতমপি সদ্ভ্রান্ত্যানুভূতমেবেতি বিদুষামপি স্মর্ত্তব্যমিতি চেৎ, নেত্যাহ—ন হীতি। মুক্তে পুরুষে শরীরাদয়ো ন সম্বধ্যন্তে চেৎ কথং তর্হি তত্র কামাঃ সম্বধ্যেরন্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যে ত্বিতি। কিমিতি সর্ব্বৈরেতে কামা নানুভূয়েরন্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অনৃতাপিধানা ইতি। ইতশ্চ বিদুষামেব তদভিব্যক্তিরিত্যাহ—বিদ্যেতি। কিমিতি নির্গুণবিদ্যাপ্রকরণে বিদুষি সত্যকামসম্বন্ধবচনং, তত্রাহ—ইত্যাত্মজ্ঞানেতি। আত্মবিদ্যাস্তুত্যর্থং বিদুষি কামসম্বন্ধবচনম্। মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্নিত্যত্র বিশেষশ্রবণমপি যুক্তমিত্যাহ—অত ইতি। ইন্দ্রিয়াদিষু ভবতাং কামানাং কুতো ব্রহ্মলোকভাবিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্রেতি।

মনসৈতান্ কামানিত্যাদি বাক্যং স্তুত্যর্থমপি প্রধানবাক্যবিরুদ্ধত্বাৎ ত্যাজ্যমিতি শঙ্কতে—নন্বিতি। বাক্যয়োর্মিথো বিরোধে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি, নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেদিতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিমাশ্রিত্য বিরোধং ধুনীতে—নৈব দোষ ইতি। অথ যথোক্তং বাক্যং সুষুপ্তমধিকৃত্য প্রবৃত্তং কথং মুক্তবিষয়তয়োদাহৃতমত আহ—বক্ষ্যপীতি। সুপ্তস্য মোক্ষদৃষ্টান্তত্বাৎ তদ্গতস্য চ দার্ষ্টান্তিকেঽনুগমাদ্ যদুক্তং সুষুপ্তে, তৎসম্বন্ধো মুক্তে সিধ্যতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মুক্তমেবাধিকৃত্য "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূদিত্যাদি তত্রৈবোক্তমিত্যাহ—কেনেতি।

ফলার্থবাদস্যাক্ষিবাক্যস্য চ মিথো বিরোধং শঙ্কতে—অশরীরেতি। দৃশ্যত ইত্যস্য পদস্য চাক্ষুষদর্শনে রূঢ়ত্বাদশরীরস্য তদযোগ্যত্বাদশরীরত্বোক্তিঃ—দৃশ্যতে ইতি শ্রুতিবিরুদ্ধেত্যর্থঃ। আত্মত্বামৃতত্বাদিব্রহ্মবিষয়ানেকশ্রুতিলিঙ্গবিরোধাৎ দৃশ্যত ইত্যেকস্যাঃ শ্রুতের্জ্ঞানমাত্রবিষয়াবান্তরবিরোধোঽস্তীত্যভিপ্রেত্যানন্তরবাক্যমুত্থাপয়তি—তত্রেতি। চাক্ষুষদর্শনাবিষয়ত্বে সতি চক্ষুষো দর্শনে কো হেতুরিত্যপেক্ষায়াং লিঙ্গহেতুকং তাবৎ দর্শনং সম্ভবতীতি মত্বা দৃষ্টান্তমাহ শ্রুতিঃ। স দৃষ্টান্তো যথা ভবতি, তথোচ্যত ইত্যাহ—তত্রেতি। তমেব দৃষ্টান্তমনূদ্য ব্যাচষ্টে—যথেত্যাদিনা। অধ্যাহাররাহিত্যসিদ্ধ্যর্থং পক্ষান্তরমাহ—প্রয়োগ্যেতি। এবমিত্যনেন দ্বিতীয়ো যথাশব্দঃ সম্বধ্যতে। শরীরস্য রথস্থানীয়ত্বং শরীরং রথমেব ত্বিতি শ্রুত্যন্তরাদ্মন্তব্যম্। অস্মিন্ যুক্তঃ স রথস্থানীয় ঈশ্বরেণ স্বকর্ম্মফলোপভোগনিমিত্তং প্রাণো রথিত্বেন নিযুক্ত ইতি সম্বন্ধঃ। ঘ্রাণ-প্রাণং ব্যাবর্ত্তয়তি—পঞ্চবৃত্তিরিতি।

"বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ"

ইতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্যাহ—ইন্দ্রিয়েতি। আত্মানং রথিনং বিদ্ধীতি শ্রুতিবিরুদ্ধং প্রাণস্য রথিত্বমিত্যাশঙ্ক্য তস্যোপাধির্যস্তদভেদাঙ্গীকারান্নৈবমিত্যাহ—প্রজ্ঞাত্মেতি। তস্যাধ্যাত্মসন্তানশরীরদ্বয়বিশিষ্টত্বেন স্ফুরিতং স্বরূপং দর্শয়তি—বিজ্ঞানেতি। ঈশ্বরস্য

যথোক্তপ্রাণোপাধিদ্বারা ভোক্তৃত্বাদি-সংসারিত্বমিত্যত্র শ্রুত্যন্তরং প্রমাণয়তি—কস্মিন্নিতি। প্রতিষ্ঠাস্যামীতীক্ষিত্বা স প্রাণমসৃজতেত্যাদিশ্রুতিরিতি শেষঃ। তথাচ যথা রাজ্ঞা সর্ব্বাধিকারিত্বেন সেনাধ্যক্ষঃ সন্ধিবিগ্রহাদৌ নিযুজ্যতে, তথেশ্বরেণ সর্ব্বচেষ্টান্তরাধিকৃতঃ স্বকীয়দর্শনাদিব্যাপারনিমিত্তং নিযুক্তো ভবতীত্যাহ—রাজ্ঞেতি। প্রাণঃ স্ববিলক্ষণেন চেতনেন নিযুজ্যতে প্রযোজ্যত্বাদশ্বাদিবদিত্যনুমানাৎ দেহসংহতাৎ প্রাণাদতিরিক্তোঽসংহতশ্চেতনঃ সিধ্যতীতি সমুদায়ার্থঃ। চক্ষুরাদিচেষ্টা চেতননিমিত্তা, চেষ্টাত্বাৎ, রথাদিচেষ্টাবদিত্যনুমানান্তরং সূচয়তি—তস্যৈবেতি। প্রকৃতপ্রাণবিষয়স্তচ্ছব্দঃ। মাত্রেত্যেতস্য ব্যাখ্যানমেকদেশ ইতি। প্রাণসংবাদে চক্ষুরাদীনাং প্রাণপারতন্ত্র্যপ্রতীতেস্তদেকদেশত্বং তেষামিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৬২১॥৩

ভাষ্যানুবাদ।—উক্ত দৃষ্টান্তটি যেরূপ অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতি যেরূপ আকাশাদির সমানভাব প্রাপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ অবিদ্যাবশতঃ সংসারাবস্থায় শরীরের সহিত সমভাবাপন্ন—'আমি অমুকের পুত্ররূপে জন্মিয়াছি, জরাগ্রস্ত হইয়াছি এবং মরিয়া যাইব' এই প্রকারে দেহসাম্য প্রাপ্ত জীবকে,—প্রজাপতি ইন্দ্রকে যেরূপ প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক প্রবোধ দিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ পদ্ধতিক্রমেই—'তুমি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিগত ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত নহ, পরন্তু তুমি হইতেছ সেই ব্রহ্মস্বরূপ', এই প্রকারে প্রবোধ দিলে পর, আকাশাদিভাব হইতে সমুত্থিত বায়ু প্রভৃতির ন্যায় সেই এই জীবও এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্-স্বভাব আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া, অর্থাৎ দেহাদিগত আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্বরূপে—স্বীয় সৎ-আত্মস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই অংশটি পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

রজ্জুতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে ভ্রমবশতঃ রজ্জুই যেমন সর্পাকার হয়, এবং জ্ঞানোদয়ের পরে লব্ধপ্রকাশ রজ্জুই যেরূপ স্বীয় রজ্জুরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, ঠিক তদ্রূপ সেই সম্প্রসাদ জীবও স্বীয় যেরূপে প্রকটিত হয়, তাহাই উত্তম পুরুষ,—উত্তমও বটে, এবং পুরুষও বটে, এই জন্য তাঁহার নাম—'উত্তম পুরুষ';—অভিপ্রায় এই যে, অক্ষি-পুরুষ (জাগরিতাবস্থাপন্ন পুরুষ) ও স্বপ্নাবস্থ পুরুষ, উভয়ই ব্যক্ত; কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিরহিত সম্প্রসন্ন ও অশরীর সুষুপ্ত পুরুষই কেবল স্বরূপতঃ অনভিব্যক্ত; ইহাদেরই মধ্যে ক্ষর ও অক্ষর নামক (ব্যক্ত ও অব্যক্ত-সংজ্ঞক) পুরুষদ্বয় অপেক্ষা স্বরূপাবস্থিত বলিয়া ঐ পুরুষই 'উত্তমপুরুষ নামে' অভিহিত হন। ভগবদ্গীতাতেও এই 'উত্তমপুরুষ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপই নিরূপিত হইয়াছে (১)।

---

(১) তাৎপর্য্য—ভগবদ্গীতায় ভগবান্ 'উত্তমপুরুষ' শব্দের অর্থ এইরূপ নিরূপিত করিয়াছেন—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥"

(ভগবদ্গীতা ১৫।১৬—১৮।)

সেই সম্প্রসাদ আত্মাই আবার নিজরূপে সেই আত্মাতে সর্ব্বাত্মভাবে অবস্থান করত পরিব্যাপ্ত হন—কখনও ইন্দ্রিয়াদিরূপে হাস্য করত, অথবা অভিলষিত উত্তমাধম ভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করত, কখনও বা কেবলই মনোরথ দ্বারা, অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছামাত্রে সম্পাদিত ব্রহ্ম-লোকগত স্ত্রী প্রভৃতির সহিত ক্রীড়া করত, এবং মনে-মনেই রমণ করত, সর্ব্বতোভাবে প্রস্থিত হন ; কিন্তু তিনি 'উপজন' এই শরীরকেও স্মরণ করেন না। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, এই জন্য ইহার নাম 'উপজন', অথবা আত্মরূপে—আত্মার সমীপস্থরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই শরীরের নাম 'উপজন', তাহা তিনি স্মরণ করেন না। কেননা, আত্মারূপে কল্পিত দেহের স্মরণে তাহার (স্মরণ-কর্ত্তা সম্প্রসাদের) নিশ্চয়ই দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে ; কারণ দুঃখই দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

ভাল কথা, মুক্তাত্মা যদি অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ত মুক্তাত্মার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হইল ? না,—এই দোষ হইতে পারে না; কেননা, ভ্রান্তিজ্ঞান প্রভৃতি যে সমস্ত কারণে পূর্ব্বানুভূত বিষয় সমুৎপাদিত হইয়াছিল, সেই ভ্রান্তিজ্ঞানাদি কারণনিচয় তখন বিদ্যা দ্বারা বিনাশিত হইয়া গিয়াছে ; অতএব [সে সময়ে] পূর্ব্বানুভূত বিষয়সমুদয় অনুভূতের মধ্যেই পরিগণিত হয় না ; সুতরাং তাহার স্মরণ না হইলেও মুক্তাত্মার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হইতে পারে না। উন্মত্তাবস্থায় বা গ্রহাবিষ্ট দশায় যাহা অনুভূত হয়, উন্মাদাদি দোষের অপগমে যেরূপ সেই বিষয় আর স্মর্ত্তব্য হয় না, ঠিক সেই প্রকার এখানেও অবিদ্যা-গ্রস্ত সংসারিগণ যাহা অনুভব করিয়া থাকে, তাহা কখনই সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন অশরীর পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কারণ, তৎকালে তাহার পূর্ব্বতন অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানরূপ কারণ বিদ্যমান নাই। বিশেষতঃ যাহাদের রাগাদি দোষ ও বিষয়-বাসনাখ্য 'কষায়' (চিত্ত-মল) উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য যে সমস্ত অন্তর্নিহিত (মানস) অসত্য-ভূত কাম (ভোগ্য) অনুভব করেন, সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন মুক্ত পুরুষের কেবল সেই সমস্ত (মানস) কামই অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। এই কারণেই আত্ম-জ্ঞানের প্রশংসার্থ সত্য-কামাদি গুণের উল্লেখ ; অতএব "যে এতে ব্রহ্মলোকে"

অর্থাৎ জগতে দুইপ্রকার পুরুষ প্রসিদ্ধ ; এক—'ক্ষর', অপর 'অক্ষর'। তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত দেহসমষ্টির নাম ক্ষর পুরুষ, আর কূটস্থ (নির্ব্বিকার আত্মার) নাম 'অক্ষর' পুরুষ। তদতিরিক্ত আরও একটি উত্তম পুরুষ (পুরুষোত্তম) আছেন, যিনি নির্ব্বিকার ঈশ্বররূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন ; তাঁহার নাম পরমাত্মা। যেহেতু আমি উক্ত ক্ষর ও অক্ষর, এই দ্বিবিধ পুরুষেরই অতীত, সেই হেতুই জগতে ও বেদে আমি হইতেছি 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ।

বলিয়া বিশেষাভিধান করা সঙ্গতই হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক; এই জন্য তিনি 'যে কোন স্থানে বিদ্যমান থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-লোকেই অবস্থান করেন' বলা হইয়া থাকে।

আপত্তি হইতেছে যে, একই ব্যক্তি যে সময়ে কিছু দর্শন করে, ঠিক সেই সময়েই সেই লোকেরই আবার দর্শন না করা, যেমন বিরুদ্ধ হয়, তেমনি মুক্ত পুরুষ যখন একাত্মভাব প্রাপ্তির পর অপর কিছু দর্শন করেন না, অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, অন্য কিছু জানেন না, তখন সেই ভূমা আত্মারই আবার ব্রহ্মলোকগত কাম্য বিষয়সমূহ দর্শনে রতি অনুভব করা সম্ভব হয় কিরূপে? ইহা ত বিরুদ্ধ হইতেছে। না, বিরুদ্ধ হইতেছে না; কেননা, অন্য শ্রুতিতে ইহার পরিহার বা সমাধান করা রহিয়াছে। যথা—'দ্রষ্টা আত্মার দৃষ্টি বা জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না, এই জন্য সর্ব্বদাই দর্শন করেন; পক্ষান্তরে, দ্রষ্টার অতিরিক্ত কাম্য বা দৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় তিনি অদ্রষ্টাও হন'। যদিও আত্মার পক্ষে দ্বৈতাভাব উক্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি মুক্তাত্মাও যখন সর্ব্বপদার্থের সহিত একত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার পক্ষেও দ্বৈতাভাব সমান। আর সে যে 'কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?' একথাও পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ভাল, পুরুষ (আত্মা) যখন স্বরূপতঃ শরীরহীন এবং অপহতপাপ্মাদি-লক্ষণান্বিত, তখন প্রজাপতিই বা কিরূপে তাহাকে 'এই পুরুষ চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট হয়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? অতএব এই পুরুষ চক্ষুর মধ্যে যে ভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা বলিতে হইবে; এই জন্য বক্ষ্যমাণ বাক্যটি আরব্ধ হইতেছে। অক্ষিমধ্যে পুরুষকে দর্শন করিবার উপায় কি? তাহা বলিতেছেন—প্রসিদ্ধ শ্রুতির 'সঃ' পদটি 'যেমন প্রয়োগ্য' এইরূপ দৃষ্টান্তসূচক, অথবা 'প্রয়োগ্য'-বোধক। যাহাকে প্রয়োগ বা পরিচালনা করা যায়, তাহার নাম 'প্রয়োগ্য'—অশ্ব কিংবা বলীবর্দ্দ (ষাঁড়)। যাহা দ্বারা আচরণ অর্থাৎ ক্রিয়া-সম্পাদন করা যায়, তাহার নাম 'আচরণ'—রথ বা শকট। জগতে প্রয়োগ্য অশ্ব কিংবা বলীবর্দ্দ যেমন রথ বা শকট আকর্ষণের নিমিত্ত তাহাতে সংযোজিত হয়, তেমনি প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চবিধ ক্রিয়াবিশিষ্ট দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিসমন্বিত এবং জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিদ্বয়ে পরিপুষ্ট প্রাণ (জীবাত্মা) স্বকৃত কর্ম্মফল উপভোগের নিমিত্ত রথস্থানীয় এই শরীরে নিযুক্ত রহিয়াছে। 'কে শরীর হইতে নির্গত হইলে আমিও নিষ্ক্রান্ত হইব, এবং কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমিও প্রতিষ্ঠিত থাকিব' এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা যেমন কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য একজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ঈশ্বরও জীবাত্মাকে

দর্শন-শ্রবণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই প্রজ্ঞাত্মারই মাত্রা অর্থাৎ অংশ-বিশেষ চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতেছে রূপপ্রত্যক্ষের দ্বারস্বরূপ ॥৬২১॥৩

অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদঙ্‌-শৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥৬২২॥৪

অথ যত্র (আত্মনি) এতৎ চক্ষুঃ (চক্ষুরুপলক্ষিতং) আকাশং (রন্ধ্রং) অনু-বিষণ্ণং (অনুগতং) [অস্তি], সঃ (প্রস্তাবিতঃ) চাক্ষুষঃ (চক্ষুরুপলক্ষিতঃ) পুরুষঃ, [তস্য] দর্শনায় (রূপগ্রহণায়) চক্ষুঃ [করণমিতি শেষঃ]। অথ যঃ বেদ (মন্যতে) ইদং (সুগন্ধি দুর্গন্ধি বা বস্তু) জিঘ্রাণি (গন্ধমনুভবামি) ইতি, সঃ আত্মা ; [তস্য] গন্ধায় (গন্ধগ্রহণায়) ঘ্রাণং (নাসিকা)। অথ যঃ বেদ ইদং (বচনং) অভি-ব্যাহরাণি (কথয়ামি) ইতি, সঃ আত্মা ; অভিব্যাহারায় (শব্দোচ্চারণায়) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ম্)। অথ যঃ বেদ ইদং (বাক্যং) শৃণবানি ইতি, সঃ আত্মা, শ্রবণায় (শব্দোপলব্ধয়ে) শ্রবণং (শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং) [সাধনং ভবতীতি শেষঃ]॥

এই চক্ষুরূপ আকাশ (দৈহিক ছিদ্রবিশেষ) যাহার অনুগত, তাহাই সেই আলোচ্য চাক্ষুষ পুরুষ ; চক্ষু তাঁহার রূপদর্শনের সাধন ; যিনি মনে করেন যে, আমি ইহা আঘ্রাণ করিব, তিনিই আত্মা ; ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহার গন্ধ-গ্রহণের উপায় ; আর যিনি মনে করেন যে, আমি এই শব্দ উচ্চারণ করিব, তিনিই আত্মা ; বাগিন্দ্রিয় তাঁহার শব্দোচ্চারণের সহায় ; যিনি বোধ করেন যে, আমি ইহা শ্রবণ করিব, তিনিই আত্মা ; শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার শব্দানুভবের উপায় মাত্র ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যত্র কৃষ্ণতারোপলক্ষিতম্ আকাশং দেহচ্ছিদ্রম্ অনুবিষণ্ণম্ অনুসক্তম্ অনুগতম্, তত্র স প্রকৃতোঽশরীর আত্মা চাক্ষুষঃ চক্ষুষি ভব ইতি চাক্ষুষঃ, তস্য দর্শনায় রূপোপলব্ধয়ে চক্ষুঃ করণম্, যস্য তৎ দেহাদিভিঃ সংহতত্বাৎ পরস্য দ্রষ্টুরর্থে, সোঽত্র চক্ষুষি দর্শনেন লিঙ্গেন দৃশ্যতে পরোঽশরীরোঽসংহতঃ। অক্ষিণি দৃশ্যত ইতি প্রজাপতিনোক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারোপলক্ষণার্থম্ ; সর্ব্ববিষয়োপলব্ধা হি স এবেতি। স্ফুটোপলব্ধিহেতুত্বাত্তু 'অক্ষিণি' ইতি বিশেষবচনং সর্ব্বশ্রুতিষু। "অহ-মদর্শমিতি তৎ সত্যং সম্ভবতি" ইতি চ শ্রুতেঃ।

অথাপি যোঽস্মিন্ দেহে বেদ ; কথম্? ইদং সুগন্ধি দুর্গন্ধি বা জিঘ্রাণীতি অস্য গন্ধং বিজানীয়ামিতি, স আত্মা ; তস্য গন্ধায় গন্ধবিজ্ঞানায় ঘ্রাণম্। অথ যো বেদ ইদং বচনম্ অভিব্যাহরাণীতি বদিষ্যামীতি, স আত্মা ; অভিব্যাহরণ-

ক্রিয়াসিদ্ধয়ে করণং বাগিন্দ্রিয়ম্। অথ যো বেদ ইদং শৃণবানীতি, স আত্মা; শ্রবণায় শ্রোত্রম্॥৬২২॥৪

আনন্দগিরিঃ।—শরীরাদ্ ব্যতিরিক্তমাত্মানং সম্ভাব্য তস্যৌপাধিকং দ্রষ্টৃত্বমাচষ্টে —অথেতি। অতিরিক্তাত্মসম্ভাবনানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। যত্রতত্রেতিসপ্তমীভ্যাং সংসারদশোচ্যতে। অনুগতং চক্ষুরিতি সম্বন্ধঃ। দর্শনায় চক্ষুরিত্যস্যার্থং সমর্থয়তে —যস্যেতি। যস্য পরস্য দ্রষ্টুরর্থে করণং চক্ষুরিষ্টং, স পরশ্চক্ষুষি লিঙ্গেন দৃশ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। পারার্থ্যে চক্ষুষো হেতুমাহ—দেহাদিভিরিতি। যৎ সংহতং, তৎ স্ববিলক্ষণশেষং দৃষ্টং, যথা শয়নাসনাদি, তথা তদপি চক্ষুর্দেহাদিভিঃ সংহতত্বাদ্ যস্য বিলক্ষণস্য শেষভূতং, সোঽত্র দর্শনেন লিঙ্গেন দৃশ্যতে। বিমতং সাশ্রয়ং ধর্ম্মত্বাৎ রূপাদিবদিত্যনুমানাদিত্যর্থঃ। দৃশ্যত ইত্যস্যাবিরুদ্ধার্থমুক্তোঽক্ষিণীত্যস্য বিবক্ষিত-মর্থমাহ—অক্ষিণীতি। যথাক্ষিদ্বারা রূপোপলব্ধা পরস্তথা তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারা তত্তদ্-বিষয়োপলব্ধা পর এবেতি কৃত্বা যুক্তমিদমুপলক্ষণমিতি সাধয়তি—সর্ব্ববিষয়েতি। সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈরুপলব্ধত্বমবিশিষ্টং চেৎ, কথং তর্হি সর্ব্বাস্বপি শ্রুতিষু চক্ষুষ্যেবাস্যোপ-দিশ্যতে? তত্রাহ—স্ফুটেতি। চক্ষুষঃ স্ফুটোপলব্ধৌ হেতুত্বে শ্রুতিং সংবাদয়তি —অহমিতি। যত্রাদর্শমিতি চক্ষুষঃ প্রত্যয়স্তদ্ বস্তু সত্যং স্ফুটোপলম্ভাদিতি দ্বয়োর্বিবদমানয়োঃ দৃষ্টমিত্যর্থঃ। য এষোঽক্ষিণীত্যত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারোপলব্ধা বিবক্ষিত ইত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—অথাপীতি। চক্ষুষি স্ফুটোপলম্ভেঽপীর্তি যাবৎ। যোঽস্মিন্ দেহে যেন কেনাপীন্দ্রিয়েণ যং কঞ্চিদ্‌বিষয়ং বেদ, স আত্মেতি সম্বন্ধঃ। উক্তমেবার্থমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোরয়তি—কথমিত্যাদিনা। জিঘ্রাণীতি যো বেদেত্যুক্তমেব সংক্ষিপতি—অস্যেতি॥৬২২॥৪

ভাষ্যানুবাদ।—কৃষ্ণবর্ণ তারকা-চিহ্নিত আকাশ অর্থাৎ দেহচ্ছিদ্রটি যাহার মধ্যে অনুবিষণ্ণ—অনুসক্ত অর্থাৎ অনুগত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে অবস্থিত পূর্ব্বকথিত অশরীর আত্মার চাক্ষুষ—চক্ষুর মধ্যে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া চাক্ষুষ নামে অভিহিত হয়, তাহার দর্শনের জন্য চক্ষুঃ, অর্থাৎ চক্ষুই তাহার রূপ-প্রত্যক্ষ করিবার করণ বা সহায়। দেহাদির সহিত সংহত হওয়ায় অর্থাৎ একীভাবাপন্ন হওয়ায় সেই চক্ষুই অপর যে দ্রষ্টার প্রয়োজন সাধন করিতেছে, দর্শনরূপ কার্য্যলিঙ্গ দ্বারা সেই শরীর-স্থিত অসংহত (নিরবয়ব) আত্মাই যে চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট (অনুমিত) হইয়া থাকে বলিয়া প্রজাপতি 'আত্মা চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট হয়' বলিয়াছেন; বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল অপরাপর ইন্দ্রিয়-দ্বারের জ্ঞাপক মাত্র; কেননা, সেই আত্মাই ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত বিষয়ের অনুভবকর্ত্তা। তবে যে, সমস্ত শ্রুতিতেই বিশেষ করিয়া 'অক্ষিণি' (অক্ষির মধ্যে বলা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষুর মধ্যেই যেরূপ স্পষ্টভাবে অনুভূত হইয়া থাকেন), (অন্যত্র সেরূপ হন না)। বিশেষতঃ শ্রুতিতেও 'আমি দর্শন করিয়াছি, এই জন্য ইহা সত্য হইতেছে', এইরূপ কথা রহিয়াছে।

অপিচ, দেহের মধ্যে থাকিয়া যিনি অনুভব করেন; কি প্রকার?—এই সুগন্ধি বা দুর্গন্ধি বস্তু আঘ্রাণ করিব, অর্থাৎ ইহার গন্ধ অনুভব করিব, তিনিই আত্মা; তাঁহারই গন্ধগ্রহণের অর্থাৎ গন্ধানুভূতির জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়। আর যিনি অনুভব করিয়া থাকেন যে, আমি এই বাক্য উচ্চারণ করিব,—বলিব, তিনিই আত্মা; শব্দোচ্চারণ ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য বাগিন্দ্রিয় তাঁহার করণ, এবং যিনি বোধ করেন যে, আমি ইহা শ্রবণ করিব, তিনিই আত্মা; শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার শব্দ গ্রহণের সহায় ॥৬২২॥৪ (১)

অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ; স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে ॥৬২৩॥৫

অথ যঃ বেদ—ইদং মন্বানি (অস্মিন্ বিষয়ে মননব্যাপারং করবাণি) ইতি, সঃ (বেত্তা) আত্মা; মনঃ অস্য (আত্মনঃ) দৈবং (আলৌকিকং) চক্ষুঃ (দৃষ্টি-সাধনং)। সঃ এষঃ (আত্মা) বৈ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসা এতান্ কামান্ (বিষয়ান্) পশ্যন্ (অনুভবন্) রমতে (প্রীতো ভবতি), যে এতে (কামাঃ) ব্রহ্মলোকে [বিদ্যন্তে]॥

যিনি অনুভব করেন যে, আমি ইহা মনন (চিন্তা) করিব, তিনিই আত্মা; মন তাঁহার দৈব (অলৌকিক) চক্ষুঃস্বরূপ; সেই আত্মা এই মনোরূপ চক্ষু দ্বারা ব্রহ্মলোকে যে সমস্ত কাম্য বিষয় আছে, সে সমুদয় দর্শন করত আনন্দানুভব করিয়া থাকেন॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—অথ যো বেদ ইদং মন্বানীতি—মননব্যাপারমিন্দ্রিয়াসংস্পৃষ্টং কেবলং মন্বানীতি বেদ, স আত্মা। (২) যো বেদ, স আত্মেত্যেবং সর্ব্বত্র প্রয়োগাৎ বেদনমস্য স্বরূপমিত্যবগম্যতে—যথা যঃ পুরস্তাৎ প্রকাশয়তি, স আদিত্যঃ, যো দক্ষিণতঃ, যঃ পশ্চাৎ, উত্তরতঃ, য ঊর্দ্ধং প্রকাশয়তি, স আদিত্যঃ, ইত্যুক্তে প্রকাশস্বরূপঃ স ইতি গম্যতে। দর্শনাদিক্রিয়ানির্ব্বৃত্ত্যর্থানি তু চক্ষুরাদিকরণানি। ইদঞ্চাস্যাত্মনঃ সামর্থ্যাদবগম্যতে—আত্মনঃ সত্তামাত্র এব জ্ঞানকর্ত্তৃত্বম্, ন তু ব্যাপৃততয়া—যথা সবিতুঃ সত্তামাত্র এব প্রকাশনকর্ত্তৃত্বং, ন তু

(১) তাৎপর্য্য—ক্রিয়া মাত্রেরই একটি কর্ত্তা থাকা আবশ্যক হয়; সুতরাং দর্শন ক্রিয়া দ্বারাও তৎকর্ত্তার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় যখন দর্শন ক্রিয়ার করণ, এবং সংহত বা সাবয়ব, তখন তাহা কখনই কর্ত্তা—ফলভোক্তা হইতে পারে না; অধিকন্তু সংহত পদার্থমাত্রই পরার্থ অর্থাৎ অপর কোনও অসংহত পদার্থের প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকে; কাজেই চক্ষুতে স্থিত চাক্ষুষ পুরুষকে অসংহত—নিরবয়ব ও অশরীর বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এই জন্য ভাষ্যকার বলিলেন—"পরঃ অশরীরোঽসংহতঃ" ইতি।

(২) 'মননায় মনঃ' ইতি ক্বচিৎ পুস্তকেঽধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।

ব্যাপৃততয়েতি, তদ্বৎ। মনোঽস্য আত্মনো দৈবম্ অপ্রাকৃতমিতরেন্দ্রিয়ৈরসাধারণং চক্ষুঃ, চষ্টে পশ্যত্যনেনেতি চক্ষুঃ। বর্ত্তমানকালবিষয়াণি চেন্দ্রিয়াণ্যতোঽদৈবানি তানি। মনস্তু ত্রিকালবিষয়োপলব্ধিকরণং মৃদিতদোষঞ্চ সূক্ষ্মব্যবহিতাদিসর্ব্বোপলব্ধিকরণঞ্চেতি দৈবং চক্ষুরুচ্যতে। স বৈ মুক্তঃ স্বরূপাপন্নোঽবিদ্যাকৃতদেহেন্দ্রিয়মনোবিমুক্তঃ সর্ব্বাত্মভাবমাপন্নঃ সন্ এব ব্যোমবদ্‌বিশুদ্ধঃ সর্ব্বেশ্বরো মনউপাধিঃ সন্ এতেনৈবেশ্বরেণ মনসৈতান্ কামান্ সবিতৃপ্রকাশবন্নিত্যপ্রততেন দর্শনেন পশ্যন্ রমতে। কান্ কামানিতি বিশিনষ্টি।—যে এতে ব্রহ্মণি লোকে হিরণ্যনিধিবদ্ বাহ্যবিষয়াসঙ্গানৃতেনাপিহিতাঃ সঙ্কল্পমাত্রলভ্যাঃ, তানিত্যর্থঃ ॥৬২৩॥৫

আনন্দগিরিঃ।—ইন্দ্রিয়ৈঃ ঘ্রাণাদিভিরসংস্পৃষ্টং তত্তদ্দ্বারেণানিষ্পন্নমিতি যাবৎ। মনোমাত্রজনিতমিত্যেতৎ; মন্বানি সম্পাদয়ানীত্যর্থঃ। যো বেদেত্যত্র প্রত্যয়ার্থভূতং কর্ত্তৃত্বং সাপেক্ষত্বাৎ মিথ্যা, প্রকৃত্যর্থরূপং তু সংবিন্মাত্রমনপেক্ষতয়া সত্যমাত্মস্বরূপমিত্যাহ—যো বেদেতি।—আত্মা সংবেদনস্বভাবশ্চেৎ, তৎসংসর্গাদেব বিষয়সিদ্ধিসম্ভবাৎ চক্ষুরাদিবৈয়র্থ্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—দর্শনাদীতি। অন্তঃকরণবৃত্তিঃ দর্শনাদিক্রিয়া। সা চাত্মনঃ সংবিদেকরসস্যাসঙ্গোদাসীনস্য বিষয়সংসর্গক্রমহেতুস্তন্নিষ্পত্ত্যর্থানি চক্ষুরাদীনি ভবন্তি সার্থকানীত্যর্থঃ। তেষামুক্তরীত্যা সার্থকত্বে গমকমাহ—ইদঞ্চেতি। করণানামুক্তং সার্থকত্বং প্রকৃতস্য সংবিন্মাত্রস্যাসঙ্গত্বাদেব স্বতো বিষয়সম্বন্ধানুপপত্ত্যা তৎসম্বন্ধভ্রান্তিকারণান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষাপেক্ষয়া নির্দ্ধারিতমিত্যর্থঃ। আত্মনঃ সংবিন্মাত্রস্বভাবত্বে কথং কর্ত্তৃত্বব্যপদেশ ইত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মন ইতি। য এষোঽক্ষণীত্যাদি বাক্যং প্রপঞ্চিতং, সম্প্রতি স তত্রেত্যাদিফলবাক্যং প্রপঞ্চয়িতুমিন্দ্রিয়ান্তরেভ্যো মনসো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—মনোঽস্যেতি। তস্য চক্ষুষ্ট্বেঽপি কুতো দৈবত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বর্ত্তমানেতি। আগন্তুকদোষরাহিত্যং মৃদিতদোষত্বম্। সর্ব্বেশ্বরো ব্যজ্যতে যস্মিন্ বিশুদ্ধে মনসি, তৎ মনঃ সর্ব্বেশ্বরং তদুপাধিরস্যেতি তথোক্তঃ। ঈশ্বরেণ তদভিব্যঞ্জকেনেত্যেতৎ। অবিদ্যাদিপ্রতিবন্ধকস্যাভাবান্মনসা নিত্যং প্রততং দর্শনং নিত্যাভিব্যক্তস্বরূপং চৈতন্যং তেন পশ্যন্নিতি যোজনা ॥৬২৩॥৫

ভাষ্যানুবাদ।—যিনি অনুভব করেন যে, ইহা মনন করিব, অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের সম্পর্কশূন্য হইয়া কেবলই মানস চেষ্টা করিব, এইরূপ মনে করেন, তিনি আত্মা; মন তাঁহার মননের সাধন। যিনি সম্মুখে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি আদিত্য, যিনি দক্ষিণে, যিনি পশ্চিমে এবং যিনি উত্তরে ও ঊর্দ্ধে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি আদিত্য, এই কথা বলিলে যেমন আদিত্যের প্রকাশরূপতা প্রতীত হয়, তেমনি সর্ব্বত্রই 'যো বেদ, স আত্মা' (যিনি অনুভব করেন, তিনি আত্মা), এইরূপ প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বেদন বা জ্ঞানই তাঁহার (আত্মার) স্বভাবসিদ্ধ রূপ। দর্শনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করাই চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের

প্রয়োজন। আর শব্দ সামর্থ্যানুসারে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, আত্মার যে জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব (জানা), তাহা আত্মার সত্তা বা অস্তিত্বস্বরূপ; কিন্তু কোনরূপ ব্যাপার বা ক্রিয়াত্মক নহে। সূর্য্যের প্রকাশ যেরূপ তাহার স্বরূপাতিরিক্ত কোনও ব্যাপার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না, ইহাও তদ্রূপ। মনই এই আত্মার দৈব—অপ্রাকৃত, অর্থাৎ অপরাপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিশিষ্ট চক্ষুঃ; চক্ষু অর্থ—যাহা দ্বারা দর্শন (জ্ঞান) করা যায়; কেবল বর্ত্তমানকালীন বিষয়সমূহ গ্রহণ করে বলিয়া অপর ইন্দ্রিয়সমূহ অদৈব; কিন্তু মন সাধারণতঃ ত্রৈকালিক বিষয়োপলব্ধির সাধন বা উপায়; বিশেষতঃ নির্দ্দোষ মন আবার সূক্ষ্ম ও ব্যবহিতাদি সমস্ত বিষয়েরই উপলব্ধিসাধন হয়; এই জন্য মন অদৈব চক্ষু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সেই মুক্ত পুরুষ স্বরূপ প্রাপ্ত এবং সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন হইয়া, অধিকন্তু আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ, সর্ব্বেশ্বর এবং মনোরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এই মনের দ্বারা অর্থাৎ সৌর প্রকাশের ন্যায় নিত্য প্রসৃত মানস দর্শনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় অনুভব করত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। কোন্ কাম্যসমূহ? তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মরূপ লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে হিরণ্য-নিধির (ভূগর্ভে নিহিত সুবর্ণের ন্যায়) এই যে সমস্ত কাম্য বিষয়, বাহ্য বিষয়ে আসক্তিজাত মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা সমাবৃত এবং একমাত্র সংকল্পলভ্য অর্থাৎ মনোরথমাত্রপ্রাপ্য, সেই সমস্ত বিষয় [দর্শন করতঃ আনন্দানুভব করেন] ॥৬২৩॥৫

তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে, তস্মাত্তেষাꣳ সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ, স সর্ব্বাꣳশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাꣳশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য জানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ ॥৬২৪॥৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১২॥

ইদানীং বিদ্যাফলমুচ্যতে "তং বৈ" ইত্যাদিনা। দেবাঃ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) তং (প্রজাপতিনা ইন্দ্রায়োক্তং) এতম্ (প্রকৃতম্) আত্মানম্ উপাসতে; তস্মাৎ (আত্মোপাসনাৎ) তেষাং (দেবানাং) সর্ব্বে চ লোকাঃ (ভোগস্থানানি) সর্ব্বে চ (অপি) কামাঃ (ভোগ্যা বিষয়াঃ) আত্তাঃ (প্রাপ্তাঃ); [অন্যোঽপি] যঃ (কশ্চিৎ) তম্ (যথোক্তম্) আত্মানম্ অনুবিদ্য (গুরুসমীপে বিদিত্বা) বিজানাতি (উপাস্তে), সঃ [অপি] সর্ব্বান্ চ লোকান্ সর্ব্বান্ চ কামান্ আপ্নোতি (লভতে), ইতি হ (ঐতিহ্যে) প্রজাপতিঃ উবাচ। দ্বিরুক্তিঃ প্রকরণ-সমাপ্ত্যর্থা॥

এখন উপাসনার ফল কথিত হইতেছে—দেবগণ প্রজাপতিকথিত এই আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন; সেই হেতু তাঁহারা সমস্ত লোক ও কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন; অন্য যে কোন লোক সেই আত্মাকে অবগত হইয়া উপাসনা করেন, তিনিও সমস্ত লোক ও কাম্য বিষয় লাভ করিয়া থাকেন।

একথা প্রজাপতি বলিয়াছিলেন। প্রকরণসমাপ্তিসূচনার জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—যস্মাদেব ইন্দ্রায় প্রজাপতিনোক্ত আত্মা, তস্মাৎ ততঃ শ্রুত্বা তমাত্মানমদ্যত্বেঽপি দেবা উপাসতে। তদুপাসনাচ্চ তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ। যদর্থং হীন্দ্র একশতং বর্ষাণি প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, তৎ ফলং প্রাপ্তং দেবৈরিত্যভিপ্রায়ঃ। তদ্ যুক্তং দেবানাং মহাভাগ্যত্বাৎ নত্বিদানীং মনুষ্যাণাম্ অল্পজীবিতত্বান্মন্দতরপ্রজ্ঞত্বাচ্চ সম্ভবতীতি প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে।—স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিদানীন্তনোঽপি। কোঽসৌ? ইন্দ্রাদিবৎ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ সামান্যেন কিল প্রজাপতিরুবাচ। অতঃ সর্ব্বেষামাত্মজ্ঞানং তৎফলপ্রাপ্তিশ্চ তুল্যৈব ভবতীত্যর্থঃ। দ্বির্ব্বচনং প্রকরণসমাপ্ত্যর্থম্॥৬২৪॥৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে দ্বাদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৮॥১২॥

আনন্দগিরিঃ।—তং বা এতমিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—যদর্থং হীতি। স সর্ব্বাংশ্চেত্যাদি বাক্যমাশঙ্ক্যোত্তরত্বেনোত্থাপ্য ব্যাচষ্টে—তদযুক্তমিত্যাদিনা। যথোক্তং ফলং তচ্ছব্দার্থঃ। প্রকরণং নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানবিষয়ম্॥৬২৪॥৬॥

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ॥৮॥১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু প্রজাপতি ইন্দ্রকে এইরূপ আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই হেতু দেবগণ তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আজ পর্য্যন্তও এই আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই আত্মোপাসনার ফলেই তাঁহারা সমস্ত লোক (ভোগ-স্থান) ও সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্র যাঁহার জন্য প্রজাপতির নিকট একশত বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য বাস করিয়াছিলেন, দেবগণ অনায়াসে সেই ফল লাভ করিলেন। দেবগণ মহাভাগ্যসম্পন্ন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ফল লাভ সম্ভবপর হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইদানীন্তন মনুষ্যগণ যখন স্বল্পায়ু ও মন্দমতি, তখন তাহাদের পক্ষে কখনই ঐরূপ ফললাভ সম্ভবপর হইতে পারে না; এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলিতেছেন—সেইরূপ ইদানীন্তন লোকও সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য ফল প্রাপ্ত হন। এইরূপ লোকটি কে? না,—যে লোক ইন্দ্রাদির ন্যায় উপলব্ধি সহকারে সেই আত্মার উপাসনা করে। সাধারণ ভাবে ইন্দ্রই একথা বলিয়াছিলেন; অতএব আত্মজ্ঞান ও তাহার ফলপ্রাপ্তি এখনও সকলের পক্ষে সমানই হইয়া থাকে। প্রকরণ-সমাপ্তি সূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইল॥৬২৪॥৬

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৮॥১২॥

———

অষ্টমাধ্যায়ে

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥৬২৫॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১৩॥

অয়ং হি মন্ত্রঃ ধ্যানার্থঃ জপার্থশ্চ। শ্যামাৎ (শ্যামবর্ণবৎ দুরধিগমহার্দ্দ-ব্রহ্ম-ধ্যানাৎ) শবলং (অনেককামমিশ্রত্বাৎ চিত্রমিব ব্রহ্মলোকং) প্রপদ্যে, তথা শবলাৎ (ব্রহ্মলোকাৎ) শ্যামং (হার্দ্দং ব্রহ্ম) প্রপদ্যে (প্রাপ্তোঽস্মি)। অশ্বঃ রোমাণি (ধূলিপ্রভৃতীনি ইব) পাপং বিধূয় (অপনীয়) [রাহুগ্রস্তঃ] চন্দ্রঃ ইব (যথা) রাহোঃ মুখাৎ (রাহুগ্রাসাৎ) প্রমুচ্য [উজ্জ্বলো ভবতি], [তথা অহং] শরীরং ধূত্বা (ত্যক্ত্বা) কৃতাত্মা (কৃতার্থঃ সন্) অকৃতং (নিত্যং) ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্ভবামি (প্রাপ্তাস্মি) ইতি। দ্বিরুক্তিঃ মন্ত্রসমাপ্ত্যর্থা ॥

এই মন্ত্রটি ধ্যানার্থ এবং জপার্থও পঠিত হয়। শ্যাম হইতে অর্থাৎ শ্যাম-বর্ণের ন্যায় নিবিড়তাসম্পন্ন হার্দ্দ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে শবল অর্থাৎ বিবিধ কাম-মিশ্রিত ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি, এবং সেই শবল হইতেও আবার শ্যামকে প্রাপ্ত হইতেছি। অশ্ব যেমন রোমরাশি কম্পিত করে, তেমনি পাপ অপনীত করিয়া [রাহুগ্রস্ত] চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হয়, তেমনি আমিও শরীর পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শরীর হইতে বিমুক্ত—কৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি। মন্ত্রসমাপ্তিসূচনার্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" ইত্যাদিমন্ত্রাম্নায়ঃ পাবনো জপার্থশ্চ ধ্যানার্থো বা। শ্যামো গম্ভীরো বর্ণঃ, শ্যাম ইব শ্যামঃ হার্দ্দং ব্রহ্ম, অত্যন্তদুর-বগাহত্বাৎ; তৎ হার্দ্দং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা ধ্যানেন, তস্মাৎ শ্যামাৎ শবলং শবল ইব শবলঃ অরণ্যাদ্যনেককামমিশ্রত্বাদ্ ব্রহ্মলোকস্য শাবল্যম্, তং ব্রহ্মলোকং শবলং প্রপদ্যে মনসা শরীরপাতাদ্বা ঊর্দ্ধং গচ্ছেয়ম্। যস্মাদহং শবলাদ্ব্রহ্মলোকাৎ নামরূপ-ব্যাকরণায় শ্যামং প্রপদ্যে হার্দ্দভাবং প্রপন্নোঽস্মীত্যভিপ্রায়ঃ, অতস্তমেব প্রকৃতি-স্বরূপমাত্মানং শবলং প্রপদ্য ইত্যর্থঃ।

কথং শবলং ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যে ইতি, উচ্যতে—অশ্ব ইব স্বানি লোমানি বিধূয় কম্পনেন শ্রমং পাংশ্বাদি চ রোমতোঽপনীয় যথা নির্ম্মলো ভবতি, এবং হার্দ্দব্রহ্মজ্ঞানেন বিধূয় পাপং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং চন্দ্র ইব চ রাহুগ্রস্তস্তস্মাদ্রাহোর্ম্মুখাৎ প্রমুচ্য ভাস্বরো ভবতি, তথা এব ধূত্বা প্রহায় শরীরং সর্ব্বানর্থাশ্রয়ম্ ইহৈব ধ্যানেন কৃতাত্মা কৃতকৃত্যঃ সন্নকৃতং নিত্যং ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীতি। দ্বির্ব্বচনং মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থম্॥৬২৫॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৮॥১৩॥

আনন্দগিরিঃ।—দহরপ্রকরণং বিদ্যাপ্রকরণ উপাস্যস্তত্যর্থং প্রসঙ্গাদুক্তং, তৎ-প্রকরণপরিসমাপ্ত্যর্থং প্রকৃতায়া দহরবিদ্যায়াঃ শেষভূতং জপবিধানার্থমারভতে—শ্যামাদীতি। অত্যন্তদুরবগাহত্বাদ্ ধ্যানহীনানামিতি শেষঃ। কথং জীবতো ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—মনসেতি। ন তর্হি মুখ্যা তৎপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরেতি। বিপরীতপাঠং হেতুত্বেনেতি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। হেতুঃ প্রতিজ্ঞয়া যোজ্যতে—অতইতি। দৃষ্টান্তমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা। শরীরস্য ত্যাজ্যত্বে হেতুমাহ—সর্ব্বানর্থেতি। ইতি-শব্দো ধ্যানসমাপ্ত্যর্থো দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশ ইতি॥৬২৫॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ॥৮॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—"শ্যামাৎ শবলং প্রপদ্যে" ইত্যাদি পবিত্র মন্ত্র পাঠ জপের জন্য এবং ধ্যানের জন্যও হইতে পারে। শ্যাম—গভীর (নিবিড়) বর্ণ; শ্যাম অর্থ শ্যামের ন্যায়; হার্দ্দ (হৃদয়স্থ ব্রহ্ম) অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়; [এই জন্য 'শ্যাম' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন]। ধ্যানযোগে সেই হার্দ্দ ব্রহ্ম অবগত হইয়া, সেই শ্যাম হইতে শবল ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতেছি; অর্থাৎ মানস চিন্তাবলে, অথবা দেহ-পাতের পর প্রাপ্ত হইব। [শবল অর্থ বিচিত্র বর্ণ;] এখানে শবল অর্থ—শবলের ন্যায়; অরণ্যাদি বহুবিধ কাম-মিশ্রিত বলিয়া ব্রহ্মলোকেরও শবলতা সম্ভব হইতেছে। অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু আমি নাম-রূপাকারে প্রকটিত শবল ব্রহ্মলোক হইতে শ্যাম, অর্থাৎ হার্দ্দ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতেছি, অতএব প্রকৃতিস্বরূপ সেই শবল আত্মাকেই প্রাপ্ত হইতেছি।

কিরূপে যে শবল ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি, তাহা কথিত হইতেছে,—অশ্ব যেমন স্বকীয় রোমরাজি বিধূত করিয়া, অর্থাৎ কম্পন দ্বারা পরিশ্রম ও রোমগত ধূলি প্রভৃতি অপনীত করিয়া নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ হৃদয়স্থ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা পাপ অর্থাৎ পাপ-পুণ্য উভয়ই অপনীত করিয়া, এবং রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন সেই রাহুর কবল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া উজ্জ্বল বা দীপ্তিমান্ হয়, তেমনি সমস্ত অনর্থের মূলীভূত এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া, ইহজন্মেই ধ্যান দ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া অকৃত নিত্য ব্রহ্মলোক সম্যক্‌রূপে লাভ করিব। মন্ত্রসমাপ্তিসূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইল॥৬২৫॥১

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥৮॥১৩॥

অষ্টমাধ্যায়ে

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ।

আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা। প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং যশো রাজ্ঞাং যশো বিশাং যশোঽহ-মনুপ্রাপৎসি, স হাহং যশসাং যশঃ শ্যেতমদৎকমদৎকং শ্যেতং লিন্দু মাভিগাং লিন্দু মাভিগাম্ ॥৬২৬॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥ ৮ ॥ ১৪॥

অথ ধ্যানোপযোগায় ব্রহ্মণস্তটস্থ-লক্ষণনির্দ্দেশার্থমাহ—আকাশ ইত্যাদি। বৈ (প্রসিদ্ধৌ) আকাশঃ (আকাশ-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম) নাম-রূপয়োঃ (তত্তৎসংজ্ঞায়াঃ আকৃতেশ্চ) নির্ব্বহিতা (নির্ব্বাহকঃ); তে (নাম-রূপে) যদন্তরা (যস্য মধ্যে বর্ত্তেতে), তৎ (নামরূপাধারভূতং) ব্রহ্ম, তৎ অমৃতং (অবিনাশি), সঃ আত্মা। [অতঃ পরং মন্ত্র উচ্যতে]—অহং প্রজাপতেঃ (চতুর্মুখস্য) সভাং বেশ্ম (স্থানং) প্রপদ্যে; অহং যশঃ (আত্মস্বরূপঃ) ভবামি; ব্রাহ্মণানাং যশঃ, রাজ্ঞাং (ক্ষত্রিয়াণাং) যশঃ, তথা বিশাং (বৈশ্যানাং) যশঃ (আত্মস্বরূপম্) অনু প্রাপৎসি (অনুপ্রাপ্তু-মিচ্ছামি)। সঃ যশোরূপী অহং হ (প্রসিদ্ধৌ) যশসাং (দেহেন্দ্রিয়াদিলক্ষণানাং আত্মনাং) যশঃ (আত্মা); অহং শ্যেতং (পক্ববদরসন্নিভং, যদ্বা শুভ্রং) অদৎকং (দন্তরহিতং) [অপি] অদৎকং (ভোজনশীলং স্বসেবিনাং বীর্য্যক্ষয়কারি) শ্যেতং লিন্দু (স্ত্রীত্বব্যঞ্জকং চিহ্নরূপং) মা অভিগাং (মা অভিগচ্ছেয়ম্)। অত্যন্তানর্থহেতুত্বজ্ঞাপনায় দ্বির্ব্বচনম্॥

এখন উপাসনার উপযোগী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ উপদিষ্ট হইতেছে—আকাশই অর্থাৎ আকাশ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মই নাম ও রূপের (শব্দ ও আকৃতির) নির্ব্বাহক (কর্ত্তা); সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত (মরণরহিত) এবং তাহাই আত্মা। অতঃপর মন্ত্র কথিত হইতেছে—আমি প্রজাপতির (চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার) সভাগৃহ প্রাপ্ত হইতেছি; আমি হইতেছি যশঃস্বরূপ (এখানে যশঃ অর্থ—আত্মা); আমি ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণগণের যশঃ, ক্ষত্রিয়গণের যশঃ ও বৈশ্যগণের যশঃ (আত্মভাব) পাইতে ইচ্ছা করি। যশেরও যশঃস্বরূপ সেই আমি দন্তহীন হইয়াও ভক্ষণকারী (ক্ষয়কর) শ্যেতবর্ণ লিন্দু

(স্ত্রীচিহ্ন) যেন প্রাপ্ত না হই—প্রাপ্ত না হই। স্ত্রী-ব্যঞ্জনের অত্যন্ত অনর্থকরত্ব জ্ঞাপনের জন্য দ্বিরুক্তি করা হইল॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—আকাশো বৈ ইত্যাদি ব্রহ্মণো লক্ষণনির্দ্দেশার্থম্ আধ্যানায়। আকাশো বৈ নাম শ্রুতিষু প্রসিদ্ধ আত্মা; আকাশ ইবাশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ। স চাকাশো নামরূপয়োঃ স্বাত্মস্থয়োর্জ্জগদ্‌বীজভূতয়োঃ সলিলস্যেব ফেনস্থানীয়য়োঃ নির্ব্বহিতা নির্ব্বোঢ়া ব্যাকর্ত্তা। তে নাম-রূপে যদন্তরা যস্য ব্রহ্মণোঽন্তরা মধ্যে বর্ত্তেতে, তয়োর্ব্বা নামরূপয়োরন্তরা মধ্যে যন্নামরূপাভ্যামস্পৃষ্টম্ যদিত্যেতৎ, তদ্‌ব্রহ্ম নামরূপ-বিলক্ষণং নামরূপাভ্যামস্পৃষ্টং, তথাপি তয়োর্নির্ব্বোঢৃ এবং-লক্ষণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ইদমেব মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেনোক্তম্; চিন্মাত্রানুগমাৎ সর্ব্বত্র চিৎস্বরূপতৈবেতি গম্যতে একবাক্যতা। কথং তদবগম্যতে? ইত্যাহ—স আত্মা। আত্মা হি নাম সর্ব্বজন্তূনাং প্রত্যক্‌চেতনঃ স্বসংবেদ্যঃ প্রসিদ্ধঃ, তেনৈব স্বরূপেণোন্নীয় অশরীরো ব্যোমবৎ সর্ব্বগত আত্মা ব্রহ্মেত্যবগন্তব্যম্। তচ্চ আত্মা ব্রহ্ম অমৃতম্ অমরণধর্ম্মা। অত ঊর্দ্ধং মন্ত্রঃ।

প্রজাপতিশ্চতুর্ম্মুখঃ, তস্য সভাং বেশ্ম প্রভুবিমিতং বেশ্ম প্রপদ্যে গচ্ছেয়ম্। কিঞ্চ, যশোঽহং—যশো নাম আত্মাহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্। ব্রাহ্মণা এব হি বিশেষতস্তমুপাসতে; ততস্তেষাং যশো ভবামি। তথা রাজ্ঞাং বিশাঞ্চ। তেঽপ্যধিকৃতা এবেতি তেষামপ্যাত্মা ভবামি। তদ্ যশোঽহমনুপ্রাপৎসি অনুপ্রাপ্তুমিচ্ছামি। স হ অহং যশসামাত্মনাং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিলক্ষণানাম্ আত্মা। কিমর্থমহমেবং প্রপদ্যে ইতি? উচ্যতে—শ্বেতং বর্ণতঃ পক্ববদরসমং রোহিতম্। তথা অদৎকং দন্তরহিতমপি অদৎকং ভক্ষয়িতৃ স্ত্রীব্যঞ্জনম্, তৎসেবিনাং তেজোবলবীর্য্যবিজ্ঞানধর্ম্মানামপহন্তৃ বিনাশয়িত্রিত্যেতৎ। যদেবংলক্ষণং শ্বেতং লিন্দু পিচ্ছলং, তৎ মা অভিগাং মা অভিগচ্ছেয়ম্। দ্বির্ব্বচনমত্যন্তানর্থহেতুত্বপ্রদর্শনার্থম্॥৬২৬॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশ-খণ্ড-ভাষ্যম্॥৮॥১৪॥

আনন্দগিরিঃ।—লক্ষণনির্দ্দেশস্য প্রকৃতোপযোগং দর্শয়তি আধ্যানায়েতি। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি। আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানিত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। আকাশশব্দেনাত্মনঃ শ্রুতিষু প্রসিদ্ধত্বে হেতুমাহ—আকাশ ইবেতি। তে যদন্তরেত্যত্র তে-ইতি পদং প্রথমাদ্বিবচনান্তং গৃহীত্বা ব্যাখ্যায় দ্বিতীয়াদ্বিবচনান্তং ষষ্ঠ্যর্থমাদায় ব্যাচষ্টে—তয়োর্ব্বেতি। যদন্তরেতি সমস্তং পদং পূর্ব্বত্র ব্যাখ্যাতমধুনা তু ব্যস্তং ব্যাকৃতং, তদেব ব্যাকরণং, সংক্ষিপতি—নামরূপাভ্যামিতি। তাভ্যামস্পৃষ্টং চেৎ, কথং তৎ নির্ব্বাহকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামরূপাভ্যামস্পৃষ্টমিতি। মায়াবশাদিতি শেষঃ। আত্মত্বেঽপি কথং করতলামলকবদ্ ব্রহ্মণোঽপরোক্ষত্বমত আহ—আত্মা হীতি। তেন স্বসংবেদ্যত্বেনেতি যাবৎ। কুতো দেহদ্বয়োপহিতস্যাত্মনঃ স্বসংবেদ্যত্বং তত্রাহ—অশরীর ইতি। পরিচ্ছিন্নস্যাশরীরত্বমযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মেতি। অনাত্মত্বং চেৎ, ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যগ্‌ভূতং ব্রহ্ম বক্তব্যমিত্যর্থঃ। উপাস্যস্বরূপং দর্শয়িত্বা তদুপাসকস্য প্রার্থনামন্ত্রমুত্থাপ্য ব্যাকরোতি অত

ঊর্দ্ধমিতি। প্রথমতো ব্রাহ্মণগ্রহণে হেতুমাহ—ব্রাহ্মণা এবেতি। বিশেষ্যং নির্দ্দিশতি স্ত্রীব্যঞ্জনমিতি। যোনি-শব্দিতং প্রজননেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। কথং তদ্ ভক্ষয়িতৃ ভবেৎ, তদাহ—তৎসেবিনামিতি। তদভিগমনং নাম গর্ভবাসঃ, তস্যাতিশয়েনানর্থহেতুত্বং জ্ঞাপয়িতুং দ্বিৰ্ব্বচনমিত্যর্থঃ ॥৬২৬॥১

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—ব্রহ্মের ধ্যানোপযোগী তটস্থলক্ষণ নির্দ্দেশের জন্য "আকাশো বৈ" ইত্যাদি বাক্য অভিহিত হইতেছে। আকাশের ন্যায় অশরীর ও সূক্ষ্ম, (দুর্জ্ঞেয়), এই জন্য শ্রুতিতে আত্মাও আকাশ নামে প্রসিদ্ধ। সেই আকাশই জলাভ্যন্তরে লীন ফেনের ন্যায় তাহার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত জগতের বীজ-স্বরূপ নাম ও রূপের নির্ব্বাহক (কারণ); [উৎপত্তির পরেও] সেই নাম ও রূপ যে-ব্রহ্মের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অথবা সেই নাম ও রূপের মধ্যেও যিনি নামরূপ দ্বারা অস্পৃষ্টভাবে আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। যদিও তিনি নাম রূপ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, নাম রূপ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, তথাপি সেই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক বা জনক; ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ। মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণেও ঠিক এই কথাই উক্ত আছে। ফল কথা, সর্ব্বত্রই একমাত্র চিৎস্বরূপের অনুগম বা নিয়ত সম্বন্ধ থাকায় শুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কিরূপে তাহা জানা যাইতেছে, এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন যে, তিনিই আত্মা; সর্ব্ব প্রাণীর আত্মাই যে, সর্ব্বগত চৈতন্যস্বরূপ, ইহা স্বানুভব-সিদ্ধ। সেই প্রত্যক্ চৈতন্যস্বরূপে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আকাশের ন্যায় অশরীর ও সর্ব্বগত আত্মা ব্রহ্মস্বরূপই বটে। সেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই অমৃত—মরণরহিত। ইহার পরবর্ত্তী অংশ (এই শ্রুতির শেষাংশ) মন্ত্রস্বরূপ।

প্রজাপতি অর্থ এখানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা; তাঁহার সভাগৃহ অর্থাৎ প্রভুসম্মত স্থান প্রাপ্ত হইব, অর্থাৎ সেখানে আমি যাইব। অপিচ, আমি যশঃস্বরূপ, অর্থাৎ আমি হইতেছি ব্রাহ্মণগণের যশঃস্বরূপ আত্মা। কেননা, ব্রাহ্মণগণই বিশেষরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন; এইজন্য আমি তাঁহাদের যশঃস্বরূপ হইব। এইরূপ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও বটে। কেননা, তাঁহারাও উপাসনার অধিকারী; এইজন্য তাঁহাদেরও যশঃস্বরূপ হইব। আমি তাঁহাদের যশঃস্বরূপ পাইতে ইচ্ছা করি। সেই আমি যশঃসমূহের—দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিস্বরূপ আত্মসমূহের আত্মাস্বরূপ। কিসের জন্য যে, আমি এইরূপ প্রাপ্ত হইতেছি; তাহা বলা হইতেছে—শ্যেত অর্থাৎ পক্ব বদরফলের ন্যায় লোহিতবর্ণ, এবং অদৎক দন্তরহিত হইয়াও অদৎক ভক্ষণকারী (ক্ষয়কারক) স্ত্রীব্যঞ্জন, অর্থাৎ যাহারা উহার সেবা করে, তাহাদের তেজঃ, বল, বীর্য্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিনাশ হয়; এবংবিধ যে শ্যেত লিন্দু অর্থাৎ পিচ্ছল স্ত্রী অঙ্গ, আমি যেন তাহাতে উপগত না হই। উহার অত্যন্ত অনিষ্টকরত্ব জ্ঞাপনের জন্য এই কথাটির দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৬২৬॥১

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১৪॥

অষ্টমাধ্যায়ে

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্ম্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ, আচার্য্যকুলাদ্‌বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতি-শেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ; স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ॥৬২৭॥১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১৫॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৮॥

ইতি সামবেদীয়-ছান্দোগ্যোপনিষৎ সম্পূর্ণা।

॥*॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥*॥

শান্তিপাঠঃ—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥ ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[ইদানীং শাস্ত্রার্থমুপসংহরন্ গুরুসম্প্রদায়ক্রমমাহ "তদ্ধৈতৎ" ইত্যাদিনা।] —তৎ এতৎ (প্রকৃতম্ আত্মজ্ঞানং) হ (ঐতিহ্যে) ব্রহ্মা (চতুর্ম্মুখঃ) প্রজাপতয়ে (কশ্যপায়) উবাচ (উক্তবান্); প্রজাপতিঃ মনবে, মনুঃ প্রজাভ্যঃ (উবাচ), [ইত্যেবং গুরুপরম্পরয়া সমাগতম্ এতৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর্জনঃ] যথাবিধানং (শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারেণ) গুরোঃ (আচার্য্যস্য) কর্ম্ম (শুশ্রূষাদিকং) [সম্পাদয়ন্] অতিশেষেণ (অবশিষ্টেন কালেন) বেদম্ অধীত্য (অর্থতঃ বেদাধ্যয়নং সমাপ্য) আচার্য্যকুলাৎ অভিসমাবৃত্য (যথাবিধি দারান্ গৃহীত্বা) কুটুম্বে (গার্হস্থ্যে)

[স্থিত্বা] শুচৌ (পবিত্রে) দেশে স্বাধ্যায়ং (বেদং) [উপলক্ষণং চৈতৎ গার্হস্থানং কর্ম্মণাম্], ধার্ম্মিকান্ (অন্যাংশ্চ ধর্ম্মযুক্তান্) বিদধৎ (সম্পাদয়ন্), সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য (সম্যক্ প্রত্যাহৃত্য) তীর্থেভ্যঃ (শাস্ত্রানুমতেভ্যঃ ক্ষেত্রেভ্যঃ) অন্যত্র সর্ব্বভূতানি অহিংসন্ (হিংসাং পরপীড়াম্ অকুর্ব্বন্ সন্) সঃ (মুমুক্ষুঃ) খলু (নিশ্চয়ে) যাবদায়ুষং (যাবজ্জীবং) এবং (যথোক্তং) বর্ত্তয়ন্ (বৃত্তিং কুর্ব্বন্) ব্রহ্মলোকম্ (কার্য্যব্রহ্মণঃ লোকং সত্যলোকাখ্যম্) অভিসম্পদ্যতে (প্রাপ্নোতি), নচ (নৈব) পুনঃ আবর্ত্ততে (ইতরজীববৎ নৈব সংসারী ভবতীত্যর্থঃ)। দ্বিরুক্তিঃ বিদ্যাসমাপ্ত্যর্থা ॥

এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রথমে চতুর্মুখ ব্রহ্মা কশ্যপ প্রজাপতিকে বলেন, কশ্যপ মনুকে বলেন, মনু আবার প্রজাগণকে (মানবমণ্ডলীকে) বলেন। [ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি] যথাবিধি গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম করিয়া অবশিষ্ট সময়ে বেদ ও বেদার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া আচার্য্য-গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবেন (সমাবর্ত্তন করিবেন)। তাহার পর গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিয়া পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন করত অপরাপরকে ধার্ম্মিক—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকেও আপনাতে প্রত্যাহৃত করিয়া এবং তীর্থাতিরিক্ত স্থানে হিংসা কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। সেই লোক এইরূপে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়া (দেহপাতের পর) ব্রহ্মলোক লাভ করেন, আর ফিরিয়া আইসেন না—আর ফিরিয়া আইসেন না ; উপনিষদ্-বিদ্যাসমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥

ইতি শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থবিরচিতা ছান্দোগ্যোপনিষদ্-
ব্যাখ্যা সরলাখ্যা সমাপ্তা ॥৮॥১৫॥

সেয়মল্পপদোপেতা শ্রীশঙ্কর-মতানুগা।
শ্রীদুর্গাচরণোৎসৃষ্টা সরলা স্যাৎ সতাং মুদে ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।—তদ্ধৈতৎ আত্মজ্ঞানং সোপকরণম্ "ওমিত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদ্যৈঃ সহোপাসনৈঃ তদ্‌বাচকেন গ্রন্থেনাষ্টাধ্যায়ীলক্ষণেন সহ ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ পরমেশ্বরো বা তদ্দ্বারেণ প্রজাপতয়ে কশ্যপায় উবাচ ; অসাবপি মনবে স্বপুত্রায়, মনুঃ প্রজাভ্যঃ, ইত্যেবং শ্রুত্যর্থসম্প্রদায়পরম্পরয়াগতম্ উপনিষদ্‌বিজ্ঞানম্ অদ্যাপি বিদ্বৎসু অবগম্যতে। যথেহ ষষ্ঠাদ্যধ্যায়ত্রয়ে প্রকাশিতা আত্মবিদ্যা সফলাঽবগম্যতে, তথা কর্ম্মণাং ন কশ্চনার্থঃ, ইতি প্রাপ্তে তদানর্থক্যপ্রাপ্তিপরিজিহীর্ষয়েদং কর্ম্মণো বিদ্বদ্ভিরনুষ্ঠীয়মানস্য বিশিষ্টফলবত্ত্বেনার্থবত্ত্বমুচ্যতে—আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য সহার্থতোঽধ্যয়নং কৃত্বা যথাবিধানং যথাস্মৃত্যুক্তৈর্নিয়মৈর্যুক্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। সর্ব্বস্যাপি

বিধেঃ স্মৃত্যুক্তস্য উপকুর্ব্বাণকং প্রতি কর্ত্তব্যত্বে গুরু-শুশ্রূষায়াঃ প্রাধান্য-প্রদর্শনার্থমাহ—

গুরোঃ কর্ম্ম যৎ কর্ত্তব্যং, তৎ কৃত্বা কর্ম্মশূন্যো যোঽতিশিষ্টঃ কালঃ, তেন কালেন বেদমধীত্যেত্যর্থঃ। এবং হি নিয়মবতা অধীতো বেদঃ কর্ম্ম-জ্ঞানফলপ্রাপ্তয়ে ভবতি, নান্যথেত্যভিপ্রায়ঃ। অভিসমাবৃত্য ধর্ম্মজিজ্ঞাসাং সমাপয়িত্বা (সমাপ্য ?) গুরুকুলান্নিবৃত্য ন্যায়তো দারানাহৃত্য কুটুম্বে স্থিত্বা গার্হস্থ্যে বিহিতে কর্ম্মণি তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ। তত্রাপি গার্হস্থ্যবিহিতানাং কর্ম্মণাং স্বাধ্যায়স্য প্রাধান্যপ্রদর্শনার্থমুচ্যতে—

শুচৌ বিবিক্তে অমেধ্যাদিরহিতে দেশে যথাবদাসীনঃ স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ নিত্য-নৈমিত্তিকং কর্ম্ম অধিকঞ্চ যথাশক্তি ঋগাদ্যভ্যাসঞ্চ কুর্ব্বন্, ধার্ম্মিকান্ পুত্রান্ শিষ্যাংশ্চ ধর্ম্মযুক্তান্ বিদধৎ ধার্ম্মিকত্বেন তান্নিয়ময়ন্ আত্মনি স্বহৃদয়ে হার্দ্দে ব্রহ্মণি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য উপসংহৃত্য, ইন্দ্রিয়গ্রহণাৎ কর্ম্মাণি চ সন্ন্যস্য, অহিংসন্ হিংসাং পরপীড়ামকুর্ব্বন্ সর্ব্বভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি ভূতান্যপীড়য়ন্নিত্যর্থঃ।

ভিক্ষানিমিত্তমটনাদিনাপি পরপীড়া স্যাদিত্যত আহ—অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। তীর্থং নাম শাস্ত্রানুজ্ঞা-বিষয়ঃ, ততোঽন্যত্রেত্যর্থঃ। সর্ব্বাশ্রমিণাং চৈতৎ সমানম্। তীর্থেভ্যোঽন্যত্রাহিংসৈবেত্যন্যে বর্ণয়ন্তি। কুটুম্বে এবৈতৎ সর্ব্বং কুর্ব্বন্, স খল্বধিকৃতো যাবদায়ুষং যাবজ্জীবমেবং যথোক্তেন প্রকারেণৈব বর্ত্তয়ন্ ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে দেহান্তে। ন চ পুনরাবর্ত্ততে শরীরগ্রহণায়, পুনরাবৃত্তেঃ প্রাপ্তায়াঃ প্রতিষেধাৎ। অর্চ্চিরাদিনা মার্গেণ কার্য্যব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্য যাবদ্ ব্রহ্মলোকস্থিতিস্তাবৎ তত্রৈব তিষ্ঠতি, প্রাক্ ততো নাবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। দ্বিরভ্যাস উপনিষদ্বিদ্যাপরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥৬২৭॥১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চদশ-খণ্ড-ভাষ্যম্ ॥৮॥১৫॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যেঽ-
ষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৮॥

ইতি সামবেদীয়-ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

॥ * ॥ ও তৎ সৎ ওঁ ॥ * ॥

আনন্দগিরিঃ।—উক্তবিজ্ঞানস্যৌৎপ্রেক্ষিকত্বশঙ্কাং ব্যুদস্যন্ননাদিপারম্পর্য্যাগতত্বং দর্শয়তি—তদ্ধৈতদিতি। সোপকরণমুপকরণৈঃ শমাদিভিঃ সহিতমিতি যাবৎ। তদ্দ্বারেণ হিরণ্যগর্ভদ্বারেণেত্যর্থঃ। বিদ্যাপ্রকরণং সমাপ্যাবিদ্বদনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ সাফল্যমবিদ্বৎসন্তোষার্থং কথয়তি—যথেত্যাদিনা। ইহেতি প্রকৃতোপনিষদুক্তিঃ। প্রাঙ্মুখত্বপবিত্রপাণিতাদয়ো নিয়মাঃ। ভিক্ষাশনস্নানাচমনাদিবিধিঃ। কিমিত্যেষ নিয়মোঽধ্যয়নে কথ্যতে, তত্রাহ—এবংহীতি। তত্রাপীতি সপ্তম্যা যথোক্তোঽধিকারী গৃহীতঃ। এতৎ সর্ব্বং স্বয়ং কুর্ব্বন্ ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। এবং বর্ত্তয়ন্নিত্যস্য ব্যখ্যানমেবং যথোক্তেন প্রকারেণ কুর্ব্বন্নিতি। অপ্রাপ্ত-প্রতিষেধশঙ্কাং

বারয়তি—পুনরাবৃত্তেরিতি। চন্দ্রলোকাদিবদ্ ব্রহ্মলোকাদপি প্রাপ্তা পুনরাবৃত্তিস্তস্যা ন চেত্যাদিনা প্রতিষেধান্নাপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ। অপুনরাবৃত্তিবাক্যস্থান্যক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অর্চ্চিরাদিনেতি। প্রাগিতি মহাপ্রলয়াৎ পূর্ব্বকালোক্তিঃ। ততো ব্রহ্মলোকাদিত্যর্থঃ ॥৬২৭॥১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ ॥৮॥১৫॥

বিয়দাদি জগজ্জাতং জাতমজ্ঞানতো যতঃ।
তদস্মি নামরূপাদিবিরহি ব্রহ্ম নির্ভয়ম্ ॥১
নমস্ত্রয্যন্ত-সন্দোহ-সরসীরুহ-ভানবে।
গুরবে পরপক্ষৌঘ-ধ্বান্তধ্বংস-পটীয়সে ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীভগবদানন্দজ্ঞানকৃতায়াং ছান্দোগ্য-ভাষ্য-টীকায়ামষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

সমাপ্তেয়মানন্দগিরিকৃত টীকাসংবলিত শাঙ্করভাষ্যসমেতা ছান্দোগ্যোপনিষদ্।

ভাষ্যানুবাদ।—বিবিধ-সাধনসমন্বিত সেই এই আত্মজ্ঞান "ওম্-ইত্যেতদক্ষরম্" ইত্যাদি উপাসনা, তৎপ্রতিপাদক অষ্টাধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থের সহিত প্রথমতঃ ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভ অথবা পরমেশ্বরই হিরণ্যগর্ভ দ্বারা প্রজাপতি কশ্যপকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনিও স্বীয় সন্তান মনুকে, মনু আবার প্রজাগণকে (মানবগণকে) উপদেশ দিয়াছিলেন। এই প্রকার সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে আগত এই উপনিষদ্-বিদ্যা অদ্যাপি বিদ্বৎসমাজে জ্ঞানগোচর হইতেছে। এই ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত তিন অধ্যায়ে প্রকাশিত আত্মবিদ্যার যেরূপ সফলতা জানা যাইতেছে, কর্ম্মসমূহের ত সেরূপ কোনও প্রয়োজন জানা যাইতেছে না, এইরূপ সংশয় সম্ভাবনায়—সেই আনর্থক্য প্রাপ্তির পরিহারেচ্ছায় এখন বলা হইতেছে যে, বিদ্বজ্জনেরা যখন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তখন নিশ্চয়ই উহা বিশিষ্ট ফলদায়ক ; সুতরাং সার্থক।

ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতি স্মৃতিশাস্ত্রে নিরূপিত আছে, সেই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করত (যথাবিধান) আচার্য্যকুল হইতে অর্থাৎ গুরুগৃহ হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্থের সহিত বেদ শিক্ষা করিয়া—স্মৃত্যুক্ত সমস্ত বিধিই উপকুর্ব্বাণক (১) ব্রহ্মচারীর অবশ্য প্রতিপাল্য হইলেও গুরুশুশ্রূষার প্রাধান্য-

---

(১)—তাৎপর্য্য—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার—(১) উপকুর্ব্বাণক, (২) নৈষ্ঠিক। উভয়কেই যথাবিধি উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস করিতে হয় এবং শাস্ত্রোপদিষ্ট নিয়মসমূহ পালনপূর্ব্বক গুরুশুশ্রূষায় রত থাকিতে হয়, অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ সমাপ্তির পর যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকে, সেই সময়ে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। ফল কথা, গুরুর সন্তোষ সম্পাদনে সর্ব্বতোভাবে রত থাকিতে হয়, তাহাতে তাহার পড়া হউক, আর না হউক, শিষ্যের শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট গুরুর আদেশেই স্বীয় শক্তিসঞ্চার দ্বারা শিষ্যের বিদ্যালাভ হইয়া থাকে। যাহারা এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া গুরুর আদেশক্রমে সমাবর্ত্তন করে—গৃহে আসিয়া পত্নীগ্রহণ করে—গৃহস্থ হয়, তাহাদিগকে বলে উপকুর্ব্বাণ। গৃহাশ্রমে প্রবেশের পরও ধর্ম্মনৈপুণ্য কামনায় প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। আর যাহারা ব্রহ্মচর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন—গুরুগৃহে বাস করেন, তাঁহাদিগকে বলে—'নৈষ্ঠিক'। 'নৈষ্ঠিক'দিগকে আর গৃহস্থের কর্ত্তব্য কোন কার্য্য করিতে হয় না।

প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—গুরুর যে সমস্ত কর্ম্ম অবশ্য করা উচিত, সেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মশূন্য যে সময়, অর্থাৎ যে সময়ে আর গুরুর কোন কার্য্য করিবার নাই, সেই অবশিষ্ট সময়ে বেদ অধ্যয়ন করিয়া—অভিপ্রায় এই যে, এই-রূপ নিয়মসম্পন্ন লোকের অধীত বেদই কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপযুক্ত ফল প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে, নচেৎ হয় না। তাহার পর সমাবর্ত্তন করিয়া, অর্থাৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (কর্ম্মবিদ্যা) সমাপনের পর গুরুকুল হইতে নিবৃত্ত হইয়া ন্যায়তঃ পত্নী গ্রহণ করিবার পর কুটুম্বে অবস্থান করিয়া অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে বিহিত কর্ম্মে নিরত থাকিয়া—গার্হস্থ্যাশ্রমে বিহিত কর্ম্মসমূহের মধ্যেও বেদাধ্যয়নের প্রাধান্য-প্রদর্শনার্থ বলা হইতেছে, শুচিদেশে অর্থাৎ অপবিত্রতারহিত স্থানে যথাবিধি উপবিষ্ট হইয়া বেদ অধ্যয়ন করত যথাশক্তি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, সম্ভব হইলে আরও অধিক কর্ম্ম করিবে, নিত্য ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যপ্রভৃতিকে ধর্ম্মনিষ্ঠ করত ইন্দ্রিয়গণকে আত্মাতে—স্বহৃদয়স্থ ব্রহ্মে সংস্থাপিত করিয়া প্রত্যাহৃত করিয়া (ফিরাইয়া আনিয়া), এখানে ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ থাকায় [বুঝিতে হইবে যে,] সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া (যথাবিধি ত্যাগ করিয়া) হিংসা—পরপীড়া না করিয়া, অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া—।

ভিক্ষার জন্য যে পর্য্যটন, তাহাতেও ত পরপীড়া সম্ভাবিত হয়, এই জন্য বলিতেছেন—"অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" (তীর্থ ভিন্ন স্থলে); তীর্থ অর্থ—শাস্ত্রানুমোদিত বিষয়—ক্ষেত্রাদি, তদতিরিক্ত স্থলে [হিংসা না করিয়া], এই বিধানটি সমস্ত আশ্রমীর পক্ষেই সমান। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রসিদ্ধ তীর্থাতিরিক্ত স্থলে হিংসা না করাই [শ্রুতির অভিপ্রেত], এবং গৃহস্থাশ্রমেই উক্ত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই অধিকারী পুরুষ আয়ুঃ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকারে জীবন যাপন করত দেহান্তে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন, শরীর গ্রহণের জন্য পুনর্ব্বার আর ফিরিয়া আইসেন না, অর্থাৎ তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; কেননা, সাধারণ নিয়মানুসারে সম্ভাবিত পুনর্জ্জন্মই এখানে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, দেহপাতের পর অর্চ্চিরাদি পথে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকে গমন করেন, যতকাল সেই ব্রহ্মলোকের অবস্থিতি, ততকাল সেইখানেই অবস্থান করেন; এই কারণে তাহার আর পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয় না। উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমাপ্তি-সূচনার্থ দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৬২৭॥১

ইতি পঞ্চদশ খণ্ডের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥১৫॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥

শান্তিপাঠ—

আমার অঙ্গসমূহ পরিতৃপ্ত হউক, এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও বল, সমস্ত ইন্দ্রিয়ও পরিতৃপ্ত হউক; আমি যেন সমস্ত বেদ ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম পরিত্যাগ না করি, অর্থাৎ তাঁহাতে শ্রদ্ধাহীন না হই, ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন; প্রত্যাখ্যান না হউক, আমার সম্বন্ধে প্রত্যাখ্যান না হউক, উপনিষৎ শাস্ত্রে আত্মার যে সমুদয় ধর্ম্ম কথিত আছে, সে সমুদয় ধর্ম্ম আমাতে প্রকটিত থাকুক ॥

70, Cornwallis St.
Cal-6.
২১/৮/৬১.

পরমপূজনীয়, ডাক্তার বাবু, অনেক দিন গত হইল আপনাদের আশীর্বাদ-পত্র-পাই নাই, তবে